প্রকাশক ঃ

মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

মাকতাবাতুল হাদীছ

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

প্রথম সংস্করণঃ

১৮ রমযান, ১৪৩৭ হিজরী, ২৪ জুন ২০১৬ইং, আষাঢ় ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ৫৬০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
ও
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

* মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার ও ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

SAHIH MUSLIM SHARIF : 21-22th volume translated with essential explanation into Bangla by Mowlana Muhammad Abul Fatah Bhuiyan and published by Maktabtul Hadith, 2 Waise Quarni Road, Mohammad Nagar, Munshihati, Ashrafabad, Kamrangir-char, Dhaka-1211, Bangladesh. Price: Tk. 560.00. US$- 10.00.

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى - (سورة النجم ৩-৪)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(সূরা নজম ৩-৪)

انى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا كتاب الله و سنتى

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

২১ ও ২২তম খণ্ড

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুযূর রহ.)

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাদীছ

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সূচীপত্র

আল-হামদুলিল্লাহ সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

II

بَابُ فَضَائِلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈসা (আ.)-এর ফযীলত-এর বিবরণ

(৫৯৯৪) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ الأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ".

(৫৯৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান (রহ.) তাহাকে জানাইয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমি ইবন মারইয়াম (আ.)-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী। নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমতুল্য। আর আমার ও তাঁহার মধ্যে (স্বনির্ভর) কোন নবী নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب الانبياء অধ্যায়ে باب التخيير بين قول الله تعالى واذكر فى الكتاب مريم الخ এ আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে السنة অধ্যায়ে الانبياء عليهم السلام এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৩)

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ (আমি ইবন মারইয়াম (আ.)-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী)। আর হিশাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : انا اولى الناس بعيسى ابن مريم فى اولى والاخرة (আমি দুন্‌ইয়া ও আখিরাতে ঈসা বিন মারইয়াম (আ.)-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী)। আর সহীহ বুখারী শরীফে আবদুর রহমান (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে الاولى শব্দের পরিবর্তে الدنيا শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ اخص الناس به واقربهم اليه (লোকদের মধ্যে বিশিষ্টতর ও সর্বাধিক নিকটবর্তী)। কেননা, তিনিই তাঁহার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়াছিলেন। আর এই হাদীছের মধ্যে এবং আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ (মানুষের মধ্যে যারা ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ করিয়াছিল তারা, আর এই নবী এবং যাহারা এ নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহারা ইবরাহীম (আ.)-এর ঘনিষ্ঠতর। -সূরা আলে ইমরান ৬৮)-এর মধ্যকার কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইবরাহীম (আ.) ও ঈসা (আ.) উভয়েরই সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিলেন। আর অনুসরনের দিক দিয়া ইবরাহীম (আ.)-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী আর সময়ের দিক দিয়া ঈসা (আ.)-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী। -(তাকমিলা ৫:৩)

الأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ (নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমতুল্য)। أَوْلَادُ الْعَلَّات (ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে الاخوة من الاب وامهاتهم شتى (এক পিতা হইতে ভ্রাতাসকল এবং তাহাদের মাতা ভিন্ন)। ইহা মূলতঃ العلل (ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ পুনরায় পান) হইতে উদ্ভূত। আর তাহা হইল পান করার পর পান করা। কোন ব্যক্তি যখন একজন মহিলাকে বিবাহ করার পর অপর জনকে বিবাহ করে সে যেন প্রথম স্ত্রী ভোগ (পান) করার পর দ্বিতীয় স্ত্রী ভোগ করে।

আর নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমতুল্য হইবার মর্ম হইতেছে যে, তাঁহাদের আসল ঈমান এক-অভিন্ন এবং শরীআত বিভিন্ন। কেননা, তাঁহারা আসল তাওহীদ ও মূল আকীদাসমূহে একমত। কিন্তু তাঁহাদের শরীআত এবং শাখা-প্রশাখা বিধি-বিধান বিভিন্ন। -(তাকমিলা ৫:৩)

لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ (আমার ও তাঁহার মধ্যে (স্বনির্ভর) কোন নবী নাই)। তবে সূরা ইয়াসীনে উল্লিখিত তিনজন রাসূলের ঘটনা; তাঁহারা হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁহারা (স্বতন্ত্র) নবী হওয়া অত্যাবশ্যক নহে। অবশ্য কতিপয় রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পরে জারজীস ও খালিদ বিন সিনান নামে দুইজন নবী ছিলেন। আর খালিদ বিন সিনান নবী হওয়ার ব্যাপারে অনেক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'আল-ইসাবা' গ্রন্থের ১:৪৫৮ পৃষ্ঠায় উক্ত সকল রিওয়ায়ত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, উক্ত সকল রিওয়ায়ত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছের মুকাবালায় নির্ভরযোগ্য নহে। তবে যদি তাহাদের কেহ নবী বলিয়া প্রমাণিত হয়ও, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আলোচ্য হাদীছের মর্ম হইবে যে, হযরত ঈসা (আ.) ও আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যকার সময়ে স্বনির্ভর শরীআত বিশিষ্ট কোন নবী প্রেরিত হন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল বারী ৬:৪৮৯, তাকমিলা ৫:৪)

(৫৯৯৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ".

(৫৯৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি ঈসা (আ.)-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী। নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমতুল্য। আর আমার ও ঈসা (আ.)-এর মধ্যে (স্বনির্ভর শরীআত বিশিষ্ট) কোন নবী নাই।

(৫৯৯৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ". قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ".

(৫৯৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইহা সেই সকল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত যাহা আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর কয়েকখানা হাদীছ উল্লেখ করিলেন উহার একটি হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : ইহকাল ও পরকালে আমি ঈসা (আ.)-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী। লোকেরা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

কিভাবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, নবীগণ একই পিতার সন্তানের মত। তাঁহাদের মা বিভিন্ন, তাঁহাদের দ্বীন একটিই। আর আমাদের উভয়ের মধ্যে (স্বতন্ত্র) কোন নবী (প্রেরিত হয়) নাই।

(৫৯৯৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ " . ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}

(৫৯৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : এমন কোন নবজাতক নাই যাহাকে শয়তান খোঁচা মারে না। আর শয়তানের খোঁচার কারণেই নবজাত শিশু চিৎকার করিয়া উঠে। তবে মারইয়াম (আ.)-এর ছেলে (ঈসা আ.) ও তাঁহার মাতা (মারইয়াম আ.) ছাড়া। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে পাঠ কর : (সূরা আলে ইমরানের ৩৬নং আয়াত: অনুবাদ) আর নিশ্চয়ই আমি তাহাকে এবং তাহার সন্তানদেরকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতেছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب صفة بدء الخلق অধ্যায়ে ابليس وجنوده এবং الانبياء অধ্যায়ে باب قول الله واذكر في الكتاب مريم এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৪)

إِلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ (তবে শয়তান তাঁহাকে খোঁচা মারে)। النخس হইল চতুষ্পদ প্রাণীকে কাঠি কিংবা অনুরূপ কিছু দিয়া খোঁচা মারা। আর সহীহ বুখারী শরীফে بدء الخلق অধ্যায়ে আ'রাজ (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে : كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه باصبعه حين يولد- غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب (প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তাহার পার্শ্বদেশে শয়তান তাহার উভয় আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে। ঈসা ইবন মারইয়াম (আ.) এর ব্যতিক্রম। সে তাঁহাকে খোঁচা মারিতে গিয়াছিল (কিন্তু ব্যর্থ হয়) তখন সে পর্দার উপর খোঁচা (টোকা) মারে)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, শয়তানের পক্ষ হইতে এই খোঁচা (টোকা) হইতেছে প্রাথমিক প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে। তাই আল্লাহ তা'আলা মারইয়াম (আ.) ও তাহার তনয়কে তাহাদের মাতা (হান্না)-এর দু'আর বরকতে হিফাযত করেন : তাহার দু'আ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে : إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (নিশ্চয়ই আমি তাহাকে এবং তাহার সন্তানদেরকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতেছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল হইতে। -(সূরা আলে ইমরান ৩৬)

(৫৯৯৮) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ " يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ " . وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ " مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ " .

(৫৯৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহারা উভয়ে বলেন, "জন্মের সময় তাহাকে স্পর্শ করে, তখন শয়তানের ছোঁয়ায় সে চিৎকার দিয়া উঠে।" আর রাবী শু'আয়ব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে 'শয়তানের স্পর্শে।'

(৫৯৯৯) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ سُلَيْمًا مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا".

(৫৯৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানকেই শয়তান স্পর্শ করে, যে দিন তাহার মা তাহাকে প্রসব করে। কেবল মাত্র মারইয়াম (আ.) ও তাঁহার ছেলে ব্যতীত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَبَا يُونُسَ سُلَيْمًا (আবূ ইউনুস সুলায়ম)। سُلَيْمًا শব্দটি س বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। তিনি ইবন জুবায়র আদ-দাউসী (রহ.)। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম। ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন, তিনি ছিকাহ রাবী। আল্লামা ইবন হাব্বান (রহ.)ও তাহাকে ছিকাহ রাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা ইবন ইউনুস (রহ.) বলেন, বর্ণিত আছে যে, তিনি হিজরী ১২৩ সনে ইনতিকাল করেন। -(আত-তাহযীব ৪:১৬৬, তাকমিলা ৫:৬)

(৬০০০) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ".

(৬০০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : প্রসবের সময় সন্তানের চিৎকার শয়তানের একটি খোঁচার কারণে দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَزْغَةٌ (খোঁচা)। আর তাহা হইল النخسة (খোঁচা, গুঁতা) এবং الطعنة ((তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের) খোঁচা, আঘাত, আক্রমণ, অপবাদ)। -(তাকমিলা ৫:৬)

(৬০০১) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِي"

(৬০০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কয়েকখানা হাদীছ উল্লেখ করিলেন। উহার একটি হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মারইয়াম পুত্র ঈসা (আ.) এক ব্যক্তিকে চুরি করিতে দেখিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি চুরি করিয়াছ? সে বলিল, কখনও না। যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই তাঁহার কসম (আমি চুরি করি নাই)। তখন ঈসা (আ.) বলিলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম আর আমি নিজেকে অযথার্থ সাব্যস্ত করিলাম (অর্থাৎ আমার হইতেই ভুল হইয়া গিয়াছে, যখন তুমি শপথ করিয়াছ তুমিই যথার্থ)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ (আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ হুরায়রা রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الانبياء অধ্যায়ে باب واذكر فى الكتاب مريم الخ এ আছে। আর নাসায়ী শরীফে القضاء অধ্যায়ে باب كيف يستحلف الحاكم এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৬)

آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِي (আমি আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম আর আমি নিজেকে অযথার্থ সাব্যস্ত করিলাম)। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে كذبت عيني (আমি আমার দৃষ্টি (পর্যবেক্ষণ)কে অযথার্থ সাব্যস্ত করিলাম)। কেহ বলেন, ইহা দ্বারা তিনি প্রকাশ্য হুকুমের বিবেচনায় যথার্থ ও অযথার্থ মর্ম নেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন। বাতিনী (অভ্যন্তর) বিষয়ে নহে। অন্যথায় পর্যবেক্ষণ দ্বারা তো উচ্চস্তরে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ হয়। কাজেই তিনি কিভাবে পর্যবেক্ষণকে অযথার্থ এবং দাবীকৃতের উক্তিকে যথার্থ সাব্যস্ত করিলেন? সম্ভবতঃ সে কোন বস্তুর দিকে হাত বাড়াইয়াছিল, তাই তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, উক্ত বস্তুটি গ্রহণ করিয়াছে। অতঃপর যখন সে তাহার সামনে শপথ করিল তখন তিনি স্বীয় ধারণা ত্যাগ করিলেন। কিংবা এইরূপ হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, সে নিজের মাল গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু বাহ্যিকভাবে চুরি করিয়া নেওয়ার ধারণায় অযথার্থ ছিল। কিংবা সে বস্তুটি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছিল বটে, কিন্তু অপহরণ ও জবরদখল করা উদ্দেশ্যে নহে। -(ঐ)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عليه والسلام

অনুচ্ছেদ ঃ ইবরাহীম খলীল (আ.)-এর ফযীলত-এর বিবরণ

(৬০০২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ".

(৬০০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রহ.) হইতে তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া আরয করিল : হে সৃষ্টির সেরা! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তিনি তো ইবরাহীম (আ.)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রহ.) হইতে)। এই হাদীছ আবূ দাউদ শরীফে باب السنة অধ্যায়ে التخيير بين الانبياء الخ এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে التفسير অধ্যায়ে باب سورة لم يكن এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৭)

ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (তিনি তো ইবরাহীম আ.)। এই হাদীছ বাহ্যিকভাবে কিতাবুল ফাযায়িল-এর প্রথমে উল্লিখিত হাদীছ "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদম সন্তানের সরদার"-এর বিপরীত হয়। ইহার জবাব হইতেছে যে, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইরশাদ খানা তিনি যে 'আদম সন্তানের সরদার' তাহা জানিবার পূর্বেকার। কিংবা তিনি ইহা ইবরাহীম (আ.)-এর সহিত বিনয় ও আদব প্রকাশে বলিয়াছেন। তবে ইহার উপর প্রশ্ন হয় যে, বিনয় ও আদব প্রকাশে বাস্তবের খেলাফ কিভাবে বলিলেন? তাই উত্তম জবাব হইতেছে যাহা আল্লামা মাযরী (রহ.) বলিয়াছেন : তিনি বলেন, সম্ভবত তিনি বিনয় প্রকাশেই এই কথাটি বলিয়াছেন, কেননা ইবরাহীম (আ.) পিতৃকুলের একজন সম্মানিত হওয়ায় নিজেকে এই উপাধিতে সম্বোধিত হওয়া ভারী মনে করিয়াছেন এবং জাতির জনকের উপর বাড়াবাড়ি করা অপছন্দ করিয়াছেন। -(ঐ)

(৬০০৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ. بِمِثْلِهِ.

(৬০০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন : জনৈক ব্যক্তি ইয়া রাসূলাল্লাহ! ... সম্বোধন করায় অনুরূপ বলিয়াছেন।

(৬০০৪) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬০০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... মুখতার (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০০৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ".

(৬০০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : হযরত ইবরাহীম (আ.) খাতনা করিয়াছেন কুড়াল (জাতীয় অস্ত্র) দিয়া, তখন তাঁহার বয়স ছিল আশি বছর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب قول الله الانبياء অধ্যায়ে এবং تعالى واتخذ الله ابرهيم خليلا এ باب الختان بعد الكبر الخ الاستئذان অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৫:৮)

وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً (তখন তাঁহার বয়স ছিল আশি বছর)। অধিকাংশ সহীহ রিওয়ায়তসমূহে অনুরূপই বর্ণিত হইয়াছে। তবে 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে মাওকূফ হিসাবে আর 'সহীহ ইবন হাব্বান' গ্রন্থে মারফূ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইবরাহীম (আ.) খাতনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল একশত বিশ বছর। কতিপয় আলিম এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে কৃত্রিমতা অবলম্বন করিয়াছেন। আর এই বিষয়ে ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ১১:৮৮ ও ৮৯ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের সমন্বয় পদ্ধতি আফসোস হইতে খালি নহে। তবে উত্তম জবাব হইতেছে উহাই যাহা কতিপয় আলিম বলিয়াছেন যে, সহীহায়নের বর্ণিত হাদীছ অন্যান্য রিওয়ায়তকে চূর্ণ করিয়া দেয়। কেননা, উক্ত সকল রিওয়ায়ত সনদের দিক দিয়া আলোচ্য হাদীছের সমকক্ষ নহে।

আল্লামা আল মাহলব (রহ.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আশি বছর বয়সে খাত্না করার আমলটি আমাদের জন্য জরুরী নহে। কেননা, সাধারণত লোকেরা তো আশি বছর বয়সে পৌঁছিবার পূর্বেই ইনতিকাল করিয়া যায়। তিনি তো ওহী প্রাপ্তির সময়ে খাত্না করার নির্দেশের ভিত্তিতে খাত্না করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আল্লামা আল মাহলব (রহ.)-এর মর্ম হইতেছে যে, এই বয়স পর্যন্ত খাত্না বিলম্ব করা সুন্নত নহে। কেননা, ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি পূর্বে ইহার নির্দেশ না দেওয়ার কারণে এবং এই বয়সে নির্দেশ দেওয়ায় তাহা সম্পাদন করিয়াছেন।

খাত্না করার মুস্তাহাব সময় হইতেছে : জন্মের পর সপ্তম দিন হইতে বার বছর পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসায়ন (রাযি.)কে জন্মের পর সপ্তম দিনে খাত্না করাইয়াছিলেন। 'মুসতাদরাক হাকিম' গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর সূত্রে মাকহুল (রহ.) বলেন, নিশ্চয় ইবরাহীম (আ.) তাঁহার ছেলে

ইসহাক (আ.)কে সপ্তম দিনে খাত্না করাইয়াছিলেন। আর তাঁহার ছেলে ইসমাঈল (আ.)কে তের বছর বয়সে খাতনা করাইয়াছিলেন। আল্লামা আইনী (রহ.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ১:৫১৪ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খাতনা করা শরীআতসম্মত। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি অসুবিধার কারণে বিলম্বিত হইয়া বয়োবৃদ্ধ হইয়া যায় বৈধতা (مشروعية) সাকিত তথা পতিত হইবে না, তবে যদি সেইখানে স্বভাবগত কিংবা শরীআতসম্মত ওযর বিদ্যমান থাকে। আর আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া ৫:৩৫৭ পৃষ্ঠায় আছে "দুর্বল বয়স্ক লোক যখন ইসলাম গ্রহণ করে আর সে খাতনা করিতে অপারগ হয়। তাহার ব্যাপারে বাসরাবাসীগণ বলেন, অপারগ হইলে তরক করিবে। কেননা, ওযরের কারণে ওয়াজিব তরক করা জায়িয আছে। সুতরাং সুন্নত তরক করা উত্তমভাবে জায়িয হইবে।" অনুরূপ 'খুলাসা' গ্রন্থে আছে, বয়স্ক ব্যক্তি যদি নিজে নিজে খাত্না করা সম্ভব হয় তাহা হইলে করিবে। অন্যথায় খাতনা করিবে না। তবে যদি কোন খাত্না কারিণীকে বিবাহ করা কিংবা ক্রয় করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ/ক্রয় করিয়া খাত্না করাইয়া নিবে। -(তাকমিলা ৫:৮-৯)

بِالْقَدُومِ (কুড়াল (জাতীয় অস্ত্র) দিয়া)। সহীহ্ মুসলিম শরীফে সকল রাবী د বর্ণে তাশদীদবিহীন রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে সহীহ্ বুখারী শরীফে রাবীগণ বিভিন্নভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তাদের কতিপয় রাবী د বর্ণে তাশদীদবিহীন আর কতিপয় রাবী د বর্ণে তাশদীদসহ। তাশদীদবিহীন রিওয়ায়তে শব্দটির দুই অর্থের সম্ভাবনা রহিয়াছে। (এক) কাঠমিস্ত্রির ব্যবহৃত কুড়াল জাতীয় এক প্রকার অস্ত্র। এই সময় ب বর্ণটি الاستعانة (সাহায্য চাওয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত হইবে। তখন মর্ম হইবে, তিনি (আ.) নিজেই এই অস্ত্রের সাহায্যে খাতনা করিয়াছেন। (দুই) সিরিয়ার একটি স্থানের নাম কুদূম। এই সময় ب বর্ণটি ظرفية (অধিকরণ)-এর জন্য ব্যবহৃত। তখন মর্ম হইবে, তিনি (আ.) সিরিয়ার এই স্থানে খাতনা করিয়াছেন। আর د বর্ণে তাশদীদসহ বর্ণিত রিওয়ায়তের উপর্যুক্ত দ্বিতীয় অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেননা, কুড়াল জাতীয় অস্ত্রকে القدوم (د বর্ণে তাশদীদবিহীন) বলা হয়। অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় না। পক্ষান্তরে স্থান, ইহাতে তাশদীদবিহীন ও তাশদীদসহ উভয়ভাবে পঠিত জায়িয। -(তাকমিলা ৫:৯ সংক্ষিপ্ত)

(৬০০৬) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ".

(৬০০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহ্ইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : ইবরাহীম (আ.) অপেক্ষা আমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টির হক অধিক। (কিন্তু আমার মনে যখন উক্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই তখন ইবরাহীম (আ.)-এর মনেও কোন সন্দেহ ছিল না; বরং উহা অসম্ভব। বিষয়টি হইতেছে) যখন ইবরাহীম (আ.) আরয করিলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে (সেই বিষয়টি) দেখাইয়া দিন যে, আপনি কোন পদ্ধতিতে (কিয়ামত দিবসে) মৃতকে জীবিত করিবেন, আল্লাহ তা'আলা (জবাবে) ইরশাদ করিলেন : তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? হযরত ইবরাহীম (আ.) আরয করিলেন : বিশ্বাস তো অবশ্যই করি। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে আরয করিয়াছি যাহাতে আমার অন্তর (নির্ধারিত পুনর্জীবন পদ্ধতি অবলোকন করিয়া) প্রশান্তি লাভ করিতে পারে। -(সূরা বাকারা ২৬০)। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : আর আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)-এর উপর রহম করুন যে, তিনি (নিরুপায় হইয়া) সুদৃঢ় জামাআতের আশ্রয় কামনা

করিয়াছিলেন। আর যদি আমি কারাগারে এত দীর্ঘ সময় অবস্থান করিতাম যতখানি দীর্ঘসময় ইউসুফ (আ.) কারাবরণে ছিলেন তাহা হইলে আমি রাজদূতের আহ্বানে সাড়া দিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে الايمان অধ্যায়ে باب زيادة الطمانية এ- আছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে الانبياء অধ্যায়ে باب قول الله عزوجل ونبئهم عن ضيف ابراهيم এ- باب قول الله عزوجل لقد كان فى يوسف الخ এবং باب قول الله عزوجل ولوطا اذقال لقومه الخ এবং باب قول الله عزوجل فلما جاءه الرسول قال ارجع এবং باب قول الله تعالى واذقال ابراهيم رب الخ অধ্যায়ে التفسير এ- الى ربك এ আছে। আর التعبير অধ্যায়ে باب رؤيا اهل السجون الخ এ আছে। তাহা ছাড়া তিরমিযী শরীফে التفسير অধ্যায়ে এবং ইবন মাজা গ্রন্থে الفتن অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৫:১০)

এই হাদীছের বিস্তারিত ব্যাখ্যা 'কিতাবুল ঈমান'-এর ২৮৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য (বাংলা ৪র্থ খন্ড)

(৬০০৭) وَحَدَّثَنَاهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

(৬০০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইনশা আল্লাহ তা'আলা আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইউনুস (রহ.) সূত্রে যুহরী (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَاهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ (আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইনশা-আল্লাহ)। সম্ভবতঃ ইমাম মুসলিম (রহ.) এই হাদীছ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে শ্রবণের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে। তাই তিনি 'ইনশা আল্লাহ' বলিয়াছেন। মর্ম হইতেছে যে, আমি এই হাদীছ প্রবল ধারণা মতে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা (রহ.)-এর সম্বন্ধ করিয়া বর্ণনা করিতেছি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:১০)

(৬০০৮) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلُوطٍ إِنَّهُ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ".

(৬০০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : লূত (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিন। তিনি (নিরুপায় হইয়া) সুদৃঢ় জামাআতের আশ্রয় কামনা করিয়াছিলেন।

(৬০০৯) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ فِى ذَاتِ اللّٰهِ قَوْلُهُ {إِنِّى سَقِيمٌ} . وَقَوْلُهُ {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا} وَوَاحِدَةً فِى شَأْنِ سَارَةَ فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هٰذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِى يَغْلِبْنِى عَلَيْكِ فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِى فَإِنَّكِ أُخْتِى فِى الإِسْلاَمِ فَإِنِّى لاَ أَعْلَمُ فِى الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِى وَغَيْرَكِ فَلَمَّا

دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِيَ بِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً–

فَقَالَ لَهَا ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلاَ أَضُرُّكِ. فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الأُولَى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذٰلِكَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فَقَالَ ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي فَلَكِ اللهَ أَنْ لاَ أَضُرَّكِ. فَفَعَلَتْ وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطِهَا هَاجَرَ. قَالَ فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا مَهْيَمْ قَالَتْ خَيْرًا كَفَّ اللهُ يَدَ الْفَاجِرِ وَأَخْدَمَ خَادِمًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

(৬০০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : নবী ইবরাহীম (আ.) কখনও মিথ্যা বলেন নাই। তিনবার মিথ্যা (দ্ব্যর্থবোধক উক্তি করা) ব্যতীত, দুইবার আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত। একবার তো তাঁহার কথা, 'আমি অসুস্থ' আর তাঁহার কথা, "বরং ইহাদের বড়টাই এই কাজ করিয়াছে।" আরেকবার 'সারা' সম্পর্কে। যখন তিনি এক অত্যাচারী বাদশার কাছে পৌঁছিলেন, সারা (আ.)ও সঙ্গে ছিলেন। আর সারা ছিলেন সেরা সুন্দরী। তখন ইবরাহীম (আ.) সারাকে বলিলেন, এই অত্যাচারী রাজা যদি জানিতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী, তাহা হইলে তোমাকে ছিনাইয়া নিবে। কাজেই তোমাকে যদি কেহ প্রশ্ন করে, তুমি বলিবে যে, তুমি আমার বোন। ইসলামের দিক দিয়া তুমি তো আমার বোনই হও। কেননা, তুমি আর আমি ছাড়া এই ভূখণ্ডে আর কোন মুসলিম আছে বলিয়া আমার জানা নাই। যখন ইবরাহীম (আ.) সেই অত্যাচারীর দেশে পৌঁছিলেন, তখন রাজার লোকজন তাঁহার কাছে সারাকে প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার কাছে আসিয়া বলিল, আপনার দেশে এমন একজন মহিলা আসিয়াছে, আপনিই কেবলমাত্র তাহার উপযুক্ত। রাজা সারা (আ.)কে ডাকিয়া পাঠাইলে ইবরাহীম (আ.) নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। সারা (আ.) যখন রাজার কাছে পৌঁছিলেন, সে সম্মোহিতের মত সারা (আ.)-এর দিকে হাত বাড়াইতেই তাহার হাত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আঁটিয়া গেল।

তখন রাজা সারা (আ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তুমি আল্লাহ তা'আলার সমীপে আমার হাত খুলিয়া যাওয়ার জন্য দু'আ কর। আমি তোমাকে ক্ষতি করিব না। তিনি দু'আ করিলেন, (হাত খুলিয়া গেল)। পুনরায় সে হাত বাড়াইল, তখন প্রথম মুষ্টির চাইতে অধিক শক্ত হইয়া হাত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল। অতঃপর সে তাঁহাকে আগের মত বলিল, তিনি দু'আ করিলেন, (হাত খুলিয়া গেল)। পুনরায় সে হাত বাড়াইল, তখন প্রথম দুইবারের চাইতে আরও অধিক কঠিনভাবে তাহার হাত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল। তখন সে (রাজা) বলিল, তুমি আল্লাহ তা'আলার সমীপে আমার হাত খুলিয়া দেওয়ার জন্য দু'আ কর। আল্লাহর কসম, তোমাকে আমি উত্যক্ত করিব না। তিনি দু'আ করিলেন, তাহার হাত খুলিয়া গেল। তখন সে (রাজা) ঐ লোকটিকে ডাকিল যে সারা (আ.)কে আনিয়াছিল। তখন সে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তুমি তো আমার কাছে শয়তান নিয়া আসিয়াছ। মানুষ নিয়া আস নাই। তাহাকে (সারাকে) আমার দেশ হইতে বাহির করিয়া দাও। আর সাথে হাজারাকে দিয়া দাও। তিনি (রাবী) বলেন, সারা (আ.) আগাইয়া চলিলেন। ইবরাহীম (আ.) তাহাদের দেখিয়া আগাইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অবস্থা কি? তিনি (জবাবে) বলিলেন, ভালোই। আল্লাহ তা'আলা আমার উপর হইতে এই দুষ্টের হাতকে ফিরাইয়া রাখিয়াছেন। আর একটা সেবিকাও দিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, এই সেবিকা (হাজারা)ই তোমাদের মা। হে আসমানী (যমযম) পানির সন্তানেরা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب شراء البيوع অধ্যায়ে باب قول الله تعالى الانبياء এবং باب اذا قال احدمتك هذه الجارية الخ অধ্যায়ে الهبة এবং المملوك الخ باب اذا استكرهت الاكراه অধ্যায়ে এবং باب اتخاذ السرارى النكاح অধ্যায়ে এবং واتخذ الله ابراهيم خليلا المرأة الخ অধ্যায়ে এবং তিরমিযী শরীফে التفسير অধ্যায়ে باب ومن سورة الانبياء এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:১১)

لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ (নবী ইবরাহীম (আ.) কখনও মিথ্যা বলেন নাই। তিনবার মিথ্যা (দ্ব্যর্থবোধক উক্তি করা) ব্যতীত)। আল্লামা আবুল বাকা (রহ.) বলেন, كذبات শব্দটি বহুবচনের ক্ষেত্রে ذ বর্ণে যবর দ্বারা পঠন উত্তম। কেননা, ইহা كذبة (ذ বর্ণে সাকিনসহ) পঠনের বহুবচন। ইহা اسم (বিশেষ্য) صفة (বিশেষণ) নহে। কেননা, আপনি كذب كذبة বলেন যেমন ركع ركعة বলিয়া থাকেন।

অতঃপর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সায়্যিদানা ইবরাহীম (আ.)-এর কথার উপর মিথ্যার প্রয়োগ করিবার উপর আপত্তি করিয়াছেন। আর এই কারণেই ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) স্বীয় আত-তাফসীরুল কবীর গ্রন্থে এই হাদীছের সঠিকতাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইহা আল্লাহ তাআলার ইরশাদ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী –সূরা মারইয়াম ৫৬)। অথচ এই হাদীছে ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে পরিস্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হইয়াছে, যাহা নবুওয়াতের শান ও পবিত্রতার পরিপন্থী। কিন্তু ইমাম রাযী (রহ.)-এর এই অভিমতটি যথার্থ নহে। কেননা, ইহার জবাব হাদীছের মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং ইহা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় 'তাওরিয়া'। ইহার অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। যুলুম হইতে আত্মরক্ষার জন্য ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়িয ও হালাল। বস্তুতভাবে ইহা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নহে। আলোচ্য হাদীছেই ইহার প্রমাণ রহিয়াছে যে, ইবরাহীম (আ.) নিজেই সারা (আ.)কে বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে বোন বলিয়াছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। বোন বলিবার কারণও তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়া ভ্রাতা-ভগ্নি। বলাবহুল্য ইহাই 'তাওরিয়া'। -(তাকমিলা ৫:১১-১২ ও অন্যান্য)

ثِنْتَيْنِ فِى ذَاتِ اللهِ (দুইবার আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কিত)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ প্রমাণের জন্য এতদুভয় দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১২)

إِنِّى سَقِيمٌ (আমি অসুস্থ)। ইবরাহীম (আ.)কে যখন তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা উৎসব মাহফিলে যাওয়ার জন্য আহ্বান করিয়াছিল তখন তিনি তাহাদের সামনে আমি 'অসুস্থ' বলিয়া ওযর পেশ করিয়াছিলেন। বাহ্যিকভাবে এই বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে তথায় যাইতে অপারগ, ফলে তিনি মাযূর। কিন্তু ইহা দ্বারা তিনি মর্ম নিয়াছেন যে, তিনি মানুসিকভাবে অসুস্থ অর্থাৎ তিনি চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত। ফলে তিনি যাইতে অক্ষম। হযরত ইবরাহীম (আ.) এই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়াই 'আমি অসুস্থ' বলিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা ইহাকে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি শিরক ও গুণাহের কাজে সমাবৃত হওয়ার আশংকায় চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। সুতরাং ইহা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা ছিল না; বরং এমন বাক্য যাহার দুই অর্থ হইতে পারে– একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ। -(তাকমিলা ৫:১৩)

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا (বরং ইহাদের এই প্রধানই তো এই কাজ করিয়াছে)। ইবরাহীম (আ.) এই কথাটি তখন বলিয়াছিলেন যখন তাহার সম্প্রদায়ের লোকদের অনুপস্থিতিতে মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন

তাহারা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল أَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছ? -(সূরা আম্বিয়া ৬২) তখন তিনি এই বলিয়া জবাব দিলেন بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ (না, বরং ইহার এই প্রধানই তো এই কাজ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তাহারা কথা বলিতে পারে। (সূরা আম্বিয়া ৬৩)। -(তাকমিলা ৫:১৩)

হযরত ইবরাহীম (আ.) কার্যতঃ মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। অপর রিওয়ায়তে আছে মূর্তিভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে কিংবা হাতে রাখিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে দর্শক মাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই এই কাজ করিয়াছে। অতঃপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য ইহা রূপক ভঙ্গি। আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ উক্তি انبت الربيع البقلة (অর্থাৎ বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করিয়াছে।)-এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু এই উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাকে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না, এমনিভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যতঃ ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দ্বীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হউক যে, সম্ভবতঃ পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হইয়া এই কাজ করিয়াছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হইলে তাওহীদের পথ খুলিয়া যাইবে যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করিতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রস্তরদের শরীকানা নিজের সহিত কিরূপে মানিয়া নিবেন?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাহাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে, যাহাদেরকে আমরা খোদা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি। তাহারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হইত, তবে কেহ তাহাদেরকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতে পারিত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে যেই মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, তাহার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হইয়াছে فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ (সুতরাং তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তাহারা কথা বলিতে পারে। -সূরা আম্বিয়া ৬৩)। মোটকথা, কোন দ্ব্যর্থতার আশ্রয় না নিয়া ইবরাহীম (আ.)-এর উপর্যুক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রাখিয়া বলা যায় যে, ইবরাহীম (আ.) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ করা হইলে তাহাতেও কোন রূপ মিথ্যা ও অবাস্তব হওয়ার সন্দেহ থাকে না। শুধু একপ্রকার গোপনীয়তা অবরম্বন করা হইয়াছে মাত্র। -(মা. কু. সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর)

قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ (তিনি এক অত্যাচারী রাজার কাছে পৌঁছিলেন)। অর্থাৎ ملك جبار (অত্যাচারী রাজা)। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) বলেন, তাহার নাম আমর বিন আমরী আল-কায়স বিন সাবা। সে মিশরে ছিল। ইহা ইবন হিশাম (রহ.) 'আত-তীজান' গ্রন্থে লিখিয়াছেন। আল্লামা ইবন কুতায়বা (রহ.) বলেন, তাহার নাম সাদূফ। সে উরদুনে ছিল। আল্লামা তাবারী (রহ.) নকল করিয়াছেন, তাহার নাম সিনান বিন আলওয়ান বিন উবায়দ বিন আরীজ বিন আমলাক বিন লাউদ বিন সাম বিন নূহ। বলা হয় যে, সে আকালীমের (এলাকাসমূহের) রাজা যাহ্হাক-এর ভাই ছিল। -(ফতহুল বারী ৬:৩৯২, তাকমিলা ৫:১৪)

وَمَعَهُ سَارَةُ (আর তাঁহার সহিত সারা ছিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, সারা (আ.)-এর পিতার নাম 'হারান' ছিল। 'হারান' (هاران)-এর ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে। কেহ বলেন, তিনি হাররান (حرّان)-এর রাজা ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন তাঁহার সম্প্রদায় হইতে হিজরত করিয়া 'হারবান' গিয়াছিলেন তখন তাহাকে বিবাহ করেন। -(তাকমিলা ৫:১৪ সংক্ষিপ্ত)

فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الإِسْلَامِ (কেননা, ইসলামের দিক দিয়া তুমি তো আমার বোনই হও)। এই কথা দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, ইহা দ্ব্যর্থবোধক উক্তি। ফকীহগণ ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, স্বামী যদি নিজ স্ত্রীকে هذه اختى (ইহা আমার বোন) বলে তবে যিহার কিংবা তালাক পতিত হইবে না। -(তাকমিলা ৫:১৪ সংক্ষিপ্ত)

فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ (কেননা, তুমি আর আমি ছাড়া এই ভূখণ্ডে আর কোন মুসলিম আছে বলিয়া আমার জানা নাই)। ইহার উপর প্রশ্ন হয় হযরত লূত (আ.) তো তাঁহার সহিত ঈমান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার জবাব হইতেছে যে, সম্ভবতঃ যমীন দ্বারা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ভূখন্ড মর্ম। কেননা, তথায় তাঁহার সহিত হযরত লূত (আ.) উপস্থিত ছিলেন না। (ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৫:১৫)

فَلَكِ اللهَ أَنْ لَا أَضُرَّكِ (আল্লাহর কসম, তোমাকে আমি উত্যক্ত করিব না)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, الله শব্দে نصب (শেষ বর্ণে যবর) দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি ব্যতীত অন্যভাবে পঠন জায়িয নাই। কেননা, ইহা قسم (শপথ)। ইহার অর্থ হইতেছে به وعليه আর ইহাতে উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইল لك اقسم بالله ان لا أضرك (আল্লাহ তা'আলার কসম! তোমাকে আমি উত্যক্ত করিব না)। -(তাকমিলা ৫:১৬ সংক্ষিপ্ত)

وَأَعْطِهَا هَاجَرَ (সাথে হাজারাকে দিয়া দাও)। هَاجَرَ শব্দটির ج বর্ণে যবর। অর্থাৎ সারাকে একজন সেবিকা হেবা করিয়া দিল, যাহার নাম হাজারা। আর কোন কোন নুসখায় آجر (আজারা) همزة ممدودة সহ বর্ণিত হইয়াছে। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে البيوع অধ্যায়ে আ'রাজ (রহ.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে। আর ইহা সুরইয়ানী শব্দ। বলা হয় যে, তাহার পিতা কিবৃত-এর রাজাদের একজন ছিলেন। আর তিনি হাফন-এর অধিবাসী। 'হাফন' হইল মিশরের একটি গ্রাম। তবে আল্লামা বা'কূবী বলেন, ইহা শহর ছিল। -(তাকমিলা ৫:১৬)

مَهْيَمْ (তোমার অবস্থা কি?) শব্দটির م বর্ণে যবর ه বর্ণে সাকিন ى বর্ণে যবর এবং শেষ م বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অর্থাৎ ما شأنك (তোমার অবস্থা কি?) وما خبرك (তোমার খবর কি?)। বলা হয় যে, এই শব্দটি সর্বপ্রথম খলীল (আ.)ই বলিয়াছেন। আর সহীহ বুখারীর কতিপয় রিওয়ায়তে مهيا আর কতিপয় রিওয়ায়তে مهين বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটি অধিক সহীহ এবং অধিক প্রসিদ্ধ। -(তাকমিলা ৫:১৬-১৭)

فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ (এই সেবিকা (হাজারা)ই তোমাদের মা। হে আসমানী (যমযম) পানির সন্তানেরা)। ইহা দ্বারা হাজারা (আ.)-এর দিকে ইশারা এবং আরবদের সম্বোধন করা হইয়াছে। কেননা, হাজারা (আ.)-এর আরবদের মা (ام العرب)। আর আরবদের নাম بنى ماء السماء (আসমানী পানির সন্তানেরা) রাখিবার কারণ হইতেছে যে, তাহারা বৃষ্টি বর্ষিত উপত্যকায় নিজেদের জন্তু-জানোয়ার চরানোর জন্য সার্বক্ষণিক বসবাস স্থাপন করেন। আর কেহ বলেন, ماء السماء (আসমানী পানি) দ্বারা زمزم (যমযম) মর্ম। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হাজারা (আ.)-এর জন্য যমযমের উৎপত্তি করেন। ফলে তিনি নিজ সন্তানকে নিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। তাই তাহারা যেন তাঁহারই সন্তান। আল্লামা ইবন হাব্বান (রহ.) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বলেন, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর প্রত্যেক সন্তানকেই ماء السماء (আসমানী পানি) বলা হয়। কেননা, ইসমাঈল (আ.) হইলেন হাজারা (আ.)-এর পুত্র। আর তিনি যমযম পানি দ্বারা লালিত-পালিত হইয়াছেন। আর ইহা ماء السماء (আসমানী পানি, কুদরতী পানি)-এর অন্তর্ভুক্ত। কেহ বলেন, তাহাদেরকে এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, তাহাদের নসব খাঁটি এং নির্মল। ফলে ماء السماء (আসমানী পানি)-এর সাদৃশ্য হইল। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আমার কাছে সুস্পষ্ট যে, ইহা দ্বারা আনসার মর্ম। আর তাহাদেরকে তাহাদের দাদা আমির মাউস সামা ইবন হারিছার সহিত সম্বন্ধ করা হইয়াছে। আর তিনি হইলেন আউস এবং খাজরাজ-এর দাদা। আর 'আরব প্রত্যেকেই ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তান হইতে' উক্তিটির ব্যাপারে বংশ তালিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ আছে। -(উমদাতুল কারী ৭:৩৫৫ সারসংক্ষেপ, তাকমিলা ৫:১৭)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত মূসা (আ.)-এর ফযীলত

(৬০১০) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى بِأَثَرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ. حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى فَقَالُوا وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَجَرِ.

(৬০১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি (রহ.) তিনি ... হাম্মাদ বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইহা সেই সকল হাদীছসমূহের মধ্য হইতে যাহা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি উক্ত হাদীসমূহের কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করিলেন। তন্মধ্যে একটি হাদীছ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বনূ ইসরাঈলগণ উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত (এবং) তাহাদের একজন অপরজনের সতর প্রত্যক্ষ করিত। আর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম (-এর অভ্যাস ছিল যে,) তিনি একাকী (নির্জনে) গোসল করিতেন। তাই তাহারা পরস্পর সমালোচনা করিত যে, আল্লাহর কসম! মূসা (আ.) আমাদের সহিত গোসল না করিবার কারণে তাহার একশিরা রোগ রহিয়াছে। তিনি বলেন, একবার হযরত মূসা (আ.) গোসল করিতে গেলেন এবং তিনি তাহার কাপড় খুলিয়া একটি পাথরের উপর রাখিলেন। তখন (আল্লাহ তা'আলার হুকুমে) পাথরটি কাপড় নিয়া (দৌড়াইয়া) পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি (রাবী) বলেন, মূসা (আ.) তাহার পাশ্চাতে ছুটিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, পাথর! আমার কাপড় দাও, পাথর, আমার কাপড় দাও। এমনিভাবে বনূ ইসরাঈলগণ মূসা (আ.)-এর লজ্জাস্থান দেখিয়া ফেলিল এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে, আল্লাহর কসম! মূসা (আ.)-এর মধ্যে তো কোন খুঁত নাই। তখন পাথর দাঁড়াইয়া গেল এমন অবস্থায় যে, লোকেরা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া নিল। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি স্বীয় কাপড় উঠাইয়া নিলেন এবং (ক্রোধে) পাথরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! পাথরের উপর মূসা (আ.)-এর আঘাতের ছয়টি কিংবা সাতটি চিহ্ন রহিয়াছে (ইহা মূসা (আ.)-এর মুজিযাসমূহের মধ্যে হইতেছিল)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ (আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ হুরায়রা রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে الحيض অধ্যায়ে باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة এবং সহীহ বুখারী শরীফে الغسل অধ্যায়ে باب من اغتسل عريانا وحدة فى الخلوة এবং الانبياء অধ্যায়ে باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام এবং سورة الاحزاب তাফসীরে باب قوله تعالى لا تكونوا كالذين اذوا موسى-এর মধ্যে আছে। তাহা ছাড়া তিরমিযী শরীফে سورة الاحزاب-এর তাফসীরে আছে। -(তাকমিলা ৫:১৭)

এই হাদীছের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৬৭৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য (বাংলা ৬ষ্ঠ খন্ড)।

إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ (পাথরের উপর মূসা (আ.)-এর (আঘাতের ছয়টি কিংবা সাতটি) চিহ্ন রহিয়াছে)। نَدَبٌ শব্দটির ن এবং د বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর তাহা হইল الأثر (ক্ষতের চিহ্ন, যখমের দাগ)। -(তাকমিলা ৫:১৮)

(৬০১১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلاً حَيِيًّا قَالَ فَكَانَ لاَ يُرَى مُتَجَرِّدًا قَالَ فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ آدَرُ قَالَ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْهٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعَى وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ. حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَنَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا}

(৬০১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিছী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মূসা (আ.) অত্যন্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তাঁহাকে (কেহ) বিবস্ত্র প্রত্যক্ষ করে নাই। তিনি আরও বলেন, বনূ ইসরাঈলগণ বলিল, মূসা (আ.)-এর অণ্ডকোষ রোগাক্রান্ত। তিনি বলেন, একদা তিনি পানিতে (নির্জনে) গোসল করিলেন এবং কাপড় একটা পাথরের উপর রাখিলেন। পাথরটি (কাপড় নিয়া) দৌড়াইয়া চলিতে লাগিল। তিনি তাঁহার লাঠি হাতে পাথরটিকে আঘাত করিতে করিতে ইহার পিছনে পিছনে চলিলেন। আর বলিতে লাগিলেন, হে পাথর! আমার কাপড়, হে পাথর! আমার কাপড়। পাথরটি বনূ ইসরাঈলের এক লোকসমাবেশে গিয়া থামিল। এই প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হইল ঃ (বঙ্গানুবাদ) "হে ঈমানদারগণ! মূসা (আ.)কে যাহারা কষ্ট দিয়াছিল, তোমরা তাহাদের মত হইও না। তাহারা যাহা বলিয়াছিল, আল্লাহ তা'আলা উহা হইতে তাঁহাকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। -(সূরা আহযাব ৬৯)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَجُلاً حَيِيًّا (অত্যন্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি)। حَيِيًّا শব্দটির ح বর্ণে যবর প্রথম ى বর্ণে যের এবং দ্বিতীয়টিতে তাশদীদসহ পঠিত। অর্থাৎ كثير الحياء (অনেক লজ্জাশীল)। -(তাকমিলা ৫:১৮)

فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْهٍ (তিনি পানিতে গোসল করিলেন)। مُوَيْهٍ শব্দটি ماء (পানি)-এর تصغير (ক্ষুদ্রকৃত) الماء শব্দটি মূলে موه ছিল। আর التصغير (ক্ষুদ্রকরণ) দ্বারা বস্তু উহার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর কতিপয় নুসখায় مويه (পানি)-এর স্থলে مشربة (পান শালা, পান করার জায়গা) বর্ণিত হইয়াছে। আর তাহা হইতেছে খেজুর গাছের মূলে গর্ত। খেজুর গাছে সেচ করিবার জন্য উহাতে পানি জমা করিয়া রাখা হয়। -(ঐ)

(৬০১২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَىْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ فَالآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ".

(৬০১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মালাকুল মাউতকে মূসা (আ.)-এর কাছে পাঠানো হইয়াছিল। যখন তিনি তাঁহার কাছে আসিলেন তখন তিনি তাহাকে চপেটাঘাত করিলেন। ইহাতে তাহার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরিয়া গেলেন এবং আরয করিলেন, আপনি আমাকে এমন বান্দার কাছে পাঠাইয়াছেন যে, মরিতে চায় না। তিনি (রাবী) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহার চোখ ফিরাইয়া দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, আবার তাহার নিকট যাও এবং তাঁহাকে

বল, সে যেন তাঁহার হাত একটি বলদের পিঠের উপর রাখে। ইহাতে যতগুলি পশম তাঁহার হাতের নীচে পড়িবে, প্রতিটি পশমের বদলে সে এক বছর জীবিত থাকিবে। তিনি (মূসা আ.) আরয করিলেন, হে আমার রব্ব! তারপর কি হইবে? তিনি (আল্লাহ তা'আলা) ইরশাদ করিলেন, তারপর মৃত্যু। তিনি (মূসা আ.) বলিলেন, তাহা হইলে এখনই আমি প্রস্তুত। তখন তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করিলে যতদূর যায় বায়তুল মুকাদ্দাসের ততটুকু নিকটবর্তী স্থানে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে আরয করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তখন আমি সেই স্থানে থাকিলে অবশ্যই পাথরের পাশে লাল বালুর টিলার নীচে তাঁহার কবর তোমাদের দেখাইয়া দিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الجنائز অধ্যায়ে باب من احب الدفن فى الارض المقدسة او نحوها এ باب وفاة موسى عليه السلام এবং الانبياء অধ্যায়ে এ আছে। তাহা ছাড়া নাসায়ী الجنائز অধ্যায়ে আছে।

ইমাম মুসলিম (রহ.) এই হাদীছকে তাউস (রহ.)-এর সূত্রে মাউকূফ হিসাবে এবং পরে হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.)-এর সূত্রে মারফূ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১৯)

فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ (অতঃপর যখন তিনি তাঁহার কাছে আসিলেন তখন তিনি (মূসা আ.) তাঁহাকে (মালাকুল মাউতকে) চপেটাঘাত করিলেন)। অর্থাৎ لطمه (তিনি তাঁহাকে চপেটাঘাত করিলেন)। আর আগত হাম্মাম (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে এই শব্দটি বর্ণিত হইয়াছে فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت (তখন তাঁহার চোখের উপর মূসা (আ.) তাঁহাকে চপেটাঘাত করিলেন। -(তাকমিলা ৫:১৯)

فَفَقَأَ عَيْنَهُ (ইহাতে তাহার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গেল)। আর আগত হাম্মাম (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে ফিরিশতা যখন তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল اجب ربك (আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে চলুন)। কতিপয় আলিম উল্লেখ করিয়াছেন যে, মূসা (আ.) তাঁহাকে চপেটাঘাত করিবার কারণ হইতেছে যে, তিনি তাহাকে পূর্ব অবহিতকরণ ব্যতীত জান কবজ করিতে আসিয়াছিলেন। কেননা, ইহা প্রমাণিত যে, নবীকে অবহিতকরণ ব্যতীত তাঁহার জান কবজ করা যায় না। এই কারণেই দ্বিতীয়বার তাহাকে জানানো হইল তখন তিনি আজ্ঞানুবর্তী হইলেন। তবে ইহার উপর প্রশ্ন হয় যে, মালাকুল মাউত কিভাবে শর্ত ভঙ্গ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নবীর জান কবজ করিবার জন্য আগমন করিলেন, অথচ ফিরিশতাগণ সকলেই নিষ্পাপ?

এই ঘটনার সর্বাধিক উত্তম জবাব উহাই যাহা ইবন খাযীমা (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তখন মালাকুল মাউতকে হযরত মূসা (আ.)-এর জান কবজ করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন নাই; বরং তাঁহাকে পরীক্ষা ও পরখ করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন যেমনভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে ইবরাহীম খলীল (আ.)কে নিজ ছেলে (ইসমাঈল আ.)কে যবেহ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নহে। আর যদি তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর রূহ কবজ করিবার ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে চপেটাঘাত করিবার সময়েও তাহা করিয়া ফেলিতেন। আর ফিরিশতা (মানুষের আকৃতিতে) বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করায় মূসা (আ.)-এর জন্য তাহাকে চাপেটাঘাত করা মুবাহ ছিল। কেননা, তিনি তো তাহাকে মালাকুল মাউত বলিয়া জানিতেন না। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা অনুমতিতে কোন মুসলিমের ঘরে দৃষ্টিকারী চোখ উপড়ানো মুবাহ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:১৯ সংক্ষিপ্ত)

عَلَى مَتْنِ (পিঠের উপর)। مَتْنِ শব্দটির م বর্ণে যবর ت বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। তাহা হইল الظهر (পিঠ)। -(তাকমিলা ৫:২১)

ثُمَّ مَهْ (তারপর কি হইবে?) অর্থাৎ ثم ماذا (তারপর কি হইবে?) জবাব সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.) ইহা প্রশ্ন করা বস্তুতভাবে লোকদের সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে যে, মৃত্যু হইতে কাহারও পলায়নের সুযোগ নাই। এমনকি নবীগণের জন্যও নহে। -(তাকমিলা ৫:২১)

أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (তাঁহাকে যেন বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছাইয়া দেন)। অর্থাৎ بقربه من ارض بيت المقدس (তাহাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের যমীনের নিকটবর্তী করিয়া দেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফযীলতপূর্ণ স্থানসমূহে এবং সালিহগণের কবরস্থানে দাফন করার ফযীলত আছে। -(তাকমিলা ৫:২১)

رَمْيَةً بِحَجَرٍ (একটি পাথর নিক্ষেপ করিলে যতদূর যায়)। ইহার মর্ম সম্ভবতঃ এইরূপ হইবে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের এত নিকটে যে, তাহা হইতে একটি পাথর নিক্ষেপ করিলে তাঁহার দাফনের স্থলে পতিত হইবে। কিংবা এইরূপ মর্ম হইতে পারে যে, তিনি যেই স্থানে কথা-বার্তা বলিতেছেন সেই স্থান হইতে এই পরিমাণ অগ্রগামী করিয়া দিতে যেই পরিমাণ বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে একটি পাথর নিক্ষেপ করিলে যায়। আল্লামা আইনী উভয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আগত হাম্মাম (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের দৃষ্টিতে প্রথম ব্যাখ্যাটি উত্তম। তাহাতে আছে امتنى من الارض المقدسة رمية حجر (আমাকে পবিত্র ভূমির একটি পাথরের টিলার নিকট নিয়া মৃত্যু দান করুন)। -(তাকমিলা ৫:২১)

لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ (তাঁহার কবর তোমাদের দেখাইয়া দিতাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাত্রিতে হযরত মূসা (আ.)কে তাঁহার কবরে সালাতরত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। যেমন আগত আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে। -(তাকমিলা ৫:২২)

تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ (লাল বালুর টিলার নীচে)। الْكَثِيب হইল التل (টিলা, উচ্চভূমি, পাহাড়)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা (আ.)-এর কবরের স্থানটি অস্পষ্ট (গোপন) রাখিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, لو عرف اليهود قبرى موسى وهارون عليهما السلام لاتخذوهما الها (ইয়াহুদীরা যদি মূসা ও হারূন (আ.)-এর কবরদ্বয়ের স্থানদ্বয় সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিত তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত কবরদ্বয়কে মা'বূদ বানাইয়া নিত)।

ঐতিহাসিকগণ হযরত মূসা (আ.)-এর কবরের স্থানটি নির্ধারণে মতানৈক্য করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে অনেক অভিমত রহিয়াছে। উক্ত অভিমতসমূহের মধ্যে রহিয়াছে আরীহা, মায়াব, দেমস্ক ও মাদইয়ান। তবে সর্বাধিক সহীহ অভিমত হইতেছে হযরত মূসা (আ.)কে 'তীহ'-এ দাফন করা হইয়াছে। আর তাহা হইল صحراء سينا (সীনা মরুভূমি (সিনাই পর্বত)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:২২)

(৬০১৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلِ الْحَيَاةَ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَمِتْنِي مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "وَاللّٰهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ".

(৬০১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি (রহ.) তিনি ... হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইহা সেই সকল হাদীছসমূহের

মধ্য হইতে যাহা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি উক্ত হাদীছসমূহের কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করিলেন, তন্মধ্যে একটি হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মালাকুল মাউত হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আসিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনার পালনকর্তার কাছে চলুন। তিনি (রাবী) বলেন, মূসা (আ.) মালাকুল মাউতের চোখের উপর চপেটাঘাত মারিলেন। ইহাতে তাঁহার চোখ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর ফিরিশতা আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার নিকট পাঠাইয়াছেন যে মরতে চায় না এবং সে আমার চোখ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। আল্লাহ তাঁহার চোখ ভালো করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমার বান্দার কাছে আবার যাও এবং বল, আপনি কি আরও হায়াত চান? যদি তা চান তবে আপনার হাত একটি বলদের পিঠের উপর রাখুন। ইহাতে আপনার হাত যতগুলি পশম ঢকিয়া ফেলিবে, তত বছর আপনি বাঁচিয়া থাকিবেন। মূসা (আ.) বলিলেন, এরপর কি? আল্লাহ বলিলেন, এরপর মৃত্যুবরণ করিবেন। মূসা (আ.) বলিলেন, তবে এখনই ভালো। আল্লাহ! আমাকে পবিত্র ভূমির একটি পাথরের টিলার নিকটে নিয়ে মৃত্যু দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি যদি ঐখানে হইতাম তবে পথের কিনারে লাল বালুকা স্তূপের পাশে তাঁহার কবর তোমাদের দেখাইয়া দিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَجِبْ رَبَّكَ (আপনার পালনকর্তার কাছে চলুন)। এই বাক্যটি বাদশাহের দূত কর্তৃক বলা হয় যখন কোন ব্যক্তিকে বাদশাহের কাছে ডাকিয়া পাঠানো হয়। -(তাকমিলা ৫:২২)

(৬০১৪) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيثِ.

(৬০১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ ইসহাক (রহ.) তিনি ... মা'মার (রহ.) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০১৫) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ لاَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا. وَقَالَ فُلاَنٌ لَطَمَ وَجْهِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ". قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ "لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ قَالَ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَوْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلاَمُ".

(৬০১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী কিছু মাল বিক্রি করিয়াছিল। মূল্য দেওয়া হইলে সে তাহা খারাপ মনে করিল কিংবা তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। রাবী আবদুল আজীজ সন্দেহ করিয়াছেন। সে বলিল, না হইবে না তাঁহার শপথ যিনি মূসা (আ.)কে মানুষদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। এই কথা এক আনসারী ব্যক্তি শ্রবণ করিবার পর ইয়াহুদীর মুখে একটি চপেটাঘাত মারিলেন এবং বলিলেন, তুমি বলিয়াছ, মূসা

(আ.)কে লোকদের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান রহিয়াছেন। ঐ ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবুল কাসিম! আমি যিম্মী এবং মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রাপ্ত মানুষ। আমাকে অমুক ব্যক্তি থাপ্পড় মারিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি তাহার মুখে থাপ্পড় দিলে? তিনি (রাবী) বলেন, তিনি (আনসারী) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে বলিয়াছে, যিনি মানুষের মাঝে মূসা (আ.)কে মনোনীত করিয়াছেন। অথচ আপনি আমাদের মাঝে রহিয়াছেন। তিনি (আবূ হুরায়রা রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব রাগান্বিত হইলেন। রাগের চিহ্ন তাঁহার মুবারক চেহারায় ফুটিয়া উঠিল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, নবীগণের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দিও না। কেননা, কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন আসমান ও যমীনের সবাই বেঁহুশ হইয়া পড়িবে, শুধু আল্লাহ যাহাদের চাহিবেন তাঁহারা ছাড়া। পরে দ্বিতীয়বার যখন ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম উত্থিত হইব এবং দেখিতে পাইব যে, মূসা (আ.) আরশ ধরিয়া রহিয়াছেন। আমার জানা নাই যে, তূর পাহাড়ে তাঁহার বেহুঁশ হওয়াটাই তাঁহার এখনকার বেহুঁশ না হওয়ার কারণ, না আমার আগেই তাঁহাকে হুঁশ দান করা হইয়াছে? আর আমি এই কথাও বলি না যে, কোন পয়গম্বর ইউনুস বিন মাত্তা (আ.)-এর হইতে বেশী মর্যাদাবান।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب ما الخصومات অধ্যায়ে এবং باب وفاة موسى عليه السلام এবং يذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي অধ্যায়ে الانبياء এবং باب في التوحيد অধ্যায়ে এবং باب نفخ الصور الرقاق অধ্যায়ে এবং باب قول الله تعالى وان يونس لمن المرسلين এ আছে। অধিকন্তু আবূ দাউদ السنة অধ্যায়ে এবং তিরমিযী باب وكان عرشه على الماء এবং المشيئة والارادة শরীফে التفسير অধ্যায়ে باب من سورة الزمر এবং ইবন মাজা গ্রন্থে الزهد অধ্যায়ে باب ذكر البعث এ আছে। -(তাকমিলা ৫:২৩)

بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ (এক ইয়াহুদী)। তাহার নাম ফানহাস (فنحاص) ছিল। -(তাকমিলা ৫:২৩)

أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ (মূল্য দেওয়া হইলে সে তাহা খারাপ মনে করিল)। অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি উক্ত মালের মূল্য নির্ধারণটি ইয়াহুদীর ধারণায় কম হইল। -(তাকমিলা ৫:২৩)

فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (এই কথা এক আনসারী ব্যক্তি শ্রবণ করিবার পর ইয়াহুদীর মুখে একটি চপেটাঘাত মারিলেন)। অনুরূপ একাধিক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই ঘটনায় মুসলিম ব্যক্তিটি আনসারী লোক ছিলেন। কিন্তু সুফয়ান বিন উয়ায়না (রহ.) 'জামি' গ্রন্থে এবং ইবন আবুদ্ দুন্ইয়া (রহ.) আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি হইলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)। যেমন হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। হয়তো রাবী আমর বিন দীনার (রহ.)-এর কাছে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ঘটনা এবং আলোচ্য হাদীছে ফাহনাস-এর ঘটনার সহিত সংমিশ্রণ হইয়াছে। কিংবা আলোচ্য হাদীছের রাবী رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (আনসারী জনৈক ব্যক্তি) ব্যাপক অর্থে হযরত সিদ্দীক (রাযি.)কেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কেননা, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) অকাট্যভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনসার (সাহায্যকারী)গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। -(তাকমিলা ৫:২৩-২৪)

فَلَطَمَ وَجْهَهُ (ইয়াহুদীর মুখে একটি চপেটাঘাত মারিলেন)। মুসলিম ব্যক্তি তো তাহাকে চপেটাঘাত মারিলেন যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, البشر (মানুষ)-এর ব্যাপক শব্দের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রহিয়াছেন। তখন মুসলিমদের কাছে নির্ধারিত যে, মানুষের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফযল তথা সর্বোত্তম। আর ইহা সুস্পষ্টভাবে সহীহ বুখারী শরীফে الخصومات অধ্যায়ে হযরত আবূ

সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে চপেটাঘাতকারী ইয়াহুদীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, اى خبيث! على محمد (আয় খবীছ! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরও)। -(তাকমিলা ৫:২৪)

لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ (নবীগণের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দিও না)। অর্থাৎ ইহার প্রয়োজন না হইলে, কিংবা যাহা দ্বারা তাঁহাদের কাহারও প্রতি অপমান প্রদর্শিত হয়। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض (এই রাসূলগণ আমি তাঁহাদের কাহাকেও কাহারো উপর মর্যাদা দিয়াছি। –সূরা বাকারা ২৫৩)। আর ইতোপূর্বে গিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম সন্তানের সরদার। এই বিষয়ে الفضائل অধ্যায়ের প্রথমদিকে আলোচিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:২৪)

أُحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ (তূর পাহাড়ে তাঁহার বেহুঁশ হওয়াটাই তাঁহার এখানকার বেহুঁশ না হওয়ার কারণ)। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী প্রকাশে তূর পাহাড়ে হযরত মূসা (আ.) বেহুঁশ হওয়ায় এই ফুৎকারে তিনি ব্যতিক্রম। الصعق শব্দটির ع বর্ণে যবর এবং الصعقة শব্দটির ع বর্ণে সাকিনসহ পঠনে এতদুভয় দ্বারা কখনও ধ্বংস এবং মৃত্যু মর্ম হয়। আর কখনও বেহুঁশ। ইহা হইতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا (মূসা (আ.) অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। -সূরা আরাফ ১৪৩) কেননা, মূসা (আ.) বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যান, মৃত্যু হইয়া নহে। -(তাকমিলা ৫:২৪ সংক্ষিপ্ত)

وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ (আমি এই কথাও বলি না যে, কোন পয়গম্বর ইউনুস বিন মাত্তা (আ.)-এর হইতে বেশী মর্যাদাবান)। এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আগত অনুচ্ছেদে ইনশাআল্লাহু তা'আলা আসিতেছে। -(তাকমিলা ৫:২৬)

(৬০১৬) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ سَوَاءً.

(৬০১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবদুল আযীয বিন আবূ সালামা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৬০১৭) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَلَى الْعَالَمِينَ. وَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ".

(৬০১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবূ বকর বিন নযর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী ও এক মুসলমান গালাগালি করিল। মুসলমান বলিল, তাঁহার শপথ! যিনি সারা জাহানের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনোনীত করিয়াছেন। ইয়াহুদী বলিল, শপথ তাঁহার, যিনি মূসা (আ.)কে মনোনীত করিয়াছেন সারা জাহানের মধ্যে! তিনি (রাবী) বলেন, এমন সময় মুসলমান হাত তুলিল এবং ইয়াহুদীটির মুখে চপেটাঘাত করিল। এরপর ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেল এবং তাহার ও মুসলমানের ঘটনা বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : তোমরা আমাকে মূসা (আ.)-এর উপর

মর্যাদা দিও না। কারণ লোকেরা বেহুঁশ হইবে। সর্বপ্রথম আমিই হুঁশ ফিরিয়া পাইব, তখন দেখিতে পাইবে যে, মূসা (আ.) আরশ ধরিয়া রহিয়াছেন। জানি না তিনি কি বেহুঁশ হইয়া আমার আগেই হুঁশ ফিরিয়া পাইয়াছেন, নাকি যাহারা বেহুঁশ হন নাই, তিনি তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত।

(৬০১৮) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

(৬০১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী এবং আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, মুসলমানগণের এক ব্যক্তি ও এক ইয়াহুদী গালাগালি করিল– অতঃপর ইবরাহীম বিন সা'দ (রহ.) ইবন শিহাব (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০১৯) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوِ اكْتَفَى بِصَعْقَةِ الطُّورِ".

(৬০১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, তাহার মুখে চপেটাঘাত দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর যুহরী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের সমার্থক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি শুধু এই কথাই বলিয়াছেন যে, "জানি না তিনি কি বেহুঁশ হইয়া আমার আগেই হুঁশ ফিরিয়া পাইয়াছেন, না কি তূরের বেহুঁশীই তাঁহার জন্য যথেষ্ট হইয়াছে।"

(৬০২০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ". وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبِي.

(৬০২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : নবীগণের মধ্যে একের উপরে অন্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করিও না এবং ইবন নুমায়রের হাদীছে আছে, আমর ইবন ইয়াহইয়া তাঁহার পিতা হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০২১) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَتَيْتُ وَفِي رِوَايَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ".

(৬০২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব ইবন খালিদ এবং শায়বান ইবন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যেই রাতে আমার মি'রাজ হইয়াছিল, সেই রাতে আমি মূসা (আ.)-এর পাশ দিয়া গেলাম। লাল বালির স্তুপের কাছে তাঁহার কবরে তিনি দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ নাসায়ী শরীফে قيام الليل অধ্যায়ে باب ذكر صلاة نبى الله موسى عليه السلام এ আছে। -(তাকমিলা ৫:২৭)

عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ (লাল বালির স্তূপের কাছে)। الْكَثِيبِ হইল বালির টিলা। ইহার বহুবচন كثب-كثبان এবং اكثبة ব্যবহৃত হয় (আল-কামূস)। এক জামাআত মুহাক্কিক (রহ.) এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, আম্বিয়া (আ.) তাঁহাদের কবরসমূহে জীবিত রহিয়াছেন। তবে আমাদের যুগে এই মাসয়ালা সমালোচকেরা দীর্ঘ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাই এই মাসয়ালা এইখানে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করিতেছি, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তৌফিক দাতা।

নবীগণ (আ.) জীবিত থাকার মাসয়ালা : এই মাসয়ালার মূল হইতেছে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (আর যাহারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় নিহত হয়, তাহাদের মৃত বলিও না; বরং তাহারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তাহা বুঝ না। -সূরা বাকারা ১৫৪)। ইহা দ্বারা যখন শহীদগণের জীবিত থাকিবার বিষয়টি প্রমাণিত হইল তখন এই নস-এর নির্দেশনা দ্বারা নবীগণ (আ.)-এর জীবিত থাকাও প্রমাণিত হয়। কেননা, নিঃসন্দেহে শহীদগণের মর্যাদা হইতে নবীগণের মর্যাদা উর্ধ্বে। আল্লামা শাওকানী (রহ.) 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থে (আদাবুল জুমুআ ৩:২১১) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাব (কুরআন মজীদ)-এ শহীদগণের হক্কে নস বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা জীবিত, রিযিক প্রদান করা হয়। আর তাহাদের জীবন শরীরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। কাজেই নবী ও রাসূলগণের ক্ষেত্রে কি হইবে?

এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যাহা আল্লামা আবূ ইয়ালা (রহ.) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থের ৬:১৪৭ পৃষ্ঠায় সংকলন করেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নবীগণ জীবিত, তাঁহারা তাঁহাদের কবরসমূহে সালাত আদায় করেন)।

হযরত আবূ দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان احدا لن يصلى على الا عرضت على صلوته حتى يفرغ منها - قال وقلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء فنبى الله حتى يرزقون (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কেহ আমার উপর দরূদ পাঠ করিলে অবশ্য তাহা আমার কাছে পেশ করা হয়। এমনকি সে উহা হইতে ফারিগ হয়। তিনি (রাবী) বলেন, আর আমি বলিলাম, ওফাতের পরেও? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ওফাতের পরেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যমীনের জন্য নবীগণের শরীর ভক্ষণ করা হারাম করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহর (প্রেরিত) নবী জীবিত, তাঁহাকে রিযিক দেওয়া হয়। -(ইবন মাজা)

বলা বাহুল্য আলোচ্য হাদীছের সহিত উপর্যুক্ত হাদীছসমূহ দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, আম্বিয়া (আ.) ওফাতের পরও জীবিত থাকেন। আর ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা। -(তাকমিলা ৫:২৮-৩০ সংক্ষিপ্ত)

আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) নিজ মাআরিফুল কুরআন গ্রন্থে সূরা বাকারার ১৫৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, ইসলামী রিওয়ায়ত মোতাবিক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরণের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কবরের আযাব বা ছাওয়াব অনুভব করিয়া থাকে। এই জীবন প্রাপ্তির ব্যাপারে মুমিন-কাফির এবং পুণ্যবান ও গোনাহগারের কোন পার্থক্য নাই। তবে বরযখের এই জীবন বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে। এক স্তরে সকল শ্রেণীর লোকই সমানভাবে শরীক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ নেক্কার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এই স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য ও পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

যেই সকল লোক আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় নিহত হয়। সাধারণভাবে তাঁহাদের মৃত বলাও জায়েয। তবে তাঁহাদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেননা, মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করিয়া থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সেই জীবন অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হইয়াছে। তাহা হইল অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁহাদের বেশী অনুভূতি দেওয়া হয়। যেমন মানুষের পায়ের গোঁড়ালী ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ। উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গোঁড়ালীর তুলনায় আঙ্গুলের অনুভূতি অনেক বেশী তীক্ষ্ম। তেমনি সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশী অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এমনকি শহীদগণের এই জীবনাণুভুতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের জড়দেহেও আসিয়া পৌঁছিয়া থাকে। অনেক সময় তাঁহাদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না। জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকিতে দেখা যায়। হাদীছের বর্ণনায়ও বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইহার যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হইয়াছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁহাদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয়। তাঁহাদের বিবিগণ অন্যের সহিত পুনঃবিবাহ করিতে পারে।

এই আয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশী মর্তবার অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকিবার পরও বাহ্যিক হুকুম আহকামে তাহার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যথা তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করিবার রীতি নাই। তাঁহাদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(মাআরিফুল কুরআন সূরা বাকারার আয়াতের তাফসীর সংশ্লিষ্ট)

(৬০২২) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ". وَزَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي".

(৬০২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী ইবন খাশরাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উসমান ইবন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি মূসা (আ.)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম, তখন তিনি তাঁহার কবরে সালাত আদায় করিতেছিলেন। রাবী ঈসা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে, "আমাকে যে রাত্রে মি'রাজে নিয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেই রাত্রে আমি অতিক্রম করিতেছিলাম।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ (তিনি (মূসা আ.) তাঁহার কবরে সালাত আদায় করিতেছিলেন)। আল্লামা ইবন তাইমিয়া (রহ.) স্বীয় 'ফতওয়া' গ্রন্থের ৪:৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, এই সালাত ও অন্যান্য কৃত ইবাদত যাহা মৃত ব্যক্তি করিয়া থাকে তাহা স্বাচ্ছন্দ্যে সুখী জীবনজাপন করার কারণে করিয়া থাকেন যেমন আহলে জান্নাতী তাসবীহ পাঠে তাহা উপভোগ করেন। আর ইহা মুকাল্লাফ বিশ শরা তথা শরীআতের আদিষ্ট হিসাবে নহে, যাহার ছাওয়াব প্রদান করা হয়; বরং এই আমল দ্বারা নিজে স্বাচ্ছন্দ ও স্বাদ উপভোগ করা মাত্র। কেননা, আহলে জান্নাত কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে স্বাদ উপভোগ করিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৩৩)

(৬০২৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله

عليه وسلم أَنَّهُ " قَالَ يَعْنِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ لِي وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى لِعَبْدِي أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ " . قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ .

(৬০২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও মাহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি .. আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার কোন বান্দার পক্ষেই বলা উচিৎ নয় যে, "ইউনুস বিন মাত্তা (আ.) হইতে আমি উত্তম।" ইবন আবূ শায়বা বলেন, মুহাম্মদ বিন জাফর (রহ.) শু'বা (রহ.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب قول الله الانبياء অধ্যায়ে سورة الانعام এর باب قول الله تعالى ان اوحينا كما اوحينا الى نوح এবং تعالى وان يونس لمن المرسلين এবং باب قوله تعالى وان এর তাফসীরে سورة الصافات এবং باب قوله تعالى ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين তাফসীরে يونس لمن المرسلين এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৪)

أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (ইউনুস বিন মাত্তা (আ.) হইতে আমি উত্তম)। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তবে সকল নবীগণের মধ্যে বিশেষভাবে তাঁহাকে (ইউনুস আ.)কে উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে যে, আশংকা করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি হয়তো তাঁহার ঘটনাটি শ্রবণে তাহার মনে (নাউযুবিল্লাহ) কোনরূপ মন্দ ধারণা উদয় হইতে পারে। (আর নবী (আ.)-এর শানে মন্দ ধারণা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর)। আলোচ্য হাদীছ অনুরূপ ধারণা হইতে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সুস্পষ্ট। তাই জনসাধারণকে অনুরুপ কথা বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর নিঃসন্দেহে সাধারণ জনগণ কোন অবস্থায়ই নবীগণ (আ.)-এর দরজায় পৌঁছিতে পারে না। ফলে তাঁহার হইতে কিভাবে উত্তম হইবে? কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষেও অনুরূপ বলিয়াছেন لا اقول ان احدا افضل من يونس بن مت (আমি বলি না যে, কেহ ইউনুস বিন মাত্তা (আ.) হইতে উত্তম আছে)। কেননা, ইহা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইউনুস (আ.)-এর উপর ফযীলত দেওয়া জায়েয নাই। ইহার জবাব সাবেক অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। অধিকন্ত কতিপয় আলিম ইহার জবাব বলিয়াছেন যে, এই কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী (আ.) হইতে উত্তম হওয়ার বিষয়টি জানিবার পূর্বের। আর কেহ বলেন, তিনি বিনয় প্রকাশে অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন, 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, নবীগণের ফযীলত বর্ণনায় এমনভাবে করিবে না যে, একজনের ফযীলত বর্ণনা করিতে গিয়া অপরজনের মর্যাদা ক্ষণ্ন হয় কিংবা অপ্রয়োজনে অহংকারের বশবর্তী হয়। তবে আকীদা বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুরূপ বর্ণনায় কোন ক্ষতি নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض (এই রাসূলগণ আমি তাঁহাদের কাহাকেও কাহারো উপর মর্যাদা দিয়াছি। -সূরা বাকারা ২৫৩)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৩৩-৩৪)

(৬০২৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى " . وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ .

(৬০২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই ইবন আব্বাস (রাযি.)

হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : কোন বান্দার পক্ষেই এই কথা বলা সমীচীন নয়, "আমি ইউনুস বিন মাত্তা (আ.) হইতে উত্তম।" ইউনুস (আ.)কে এই স্থানে তাঁহার পিতা মাত্তা-এর সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচার ছেলে)। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب الانبياء অধ্যায়ে باب قول الله تعالى وان يونس لمن المرسلين এবং قوله تعالى وهل اتاك حديث موسى এর سورة الانعام এর তাফসীরে باب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه এবং التوحيد অধ্যায়ে باب قول الله تعالى ويونس ولوطا الخ মধ্যে আছে। অধিকন্তু আবূ দাউদ শরীফে السنة অধ্যায়ে باب فى التخيير بين الانبياء عليهم السلام এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৪-৩৫)

وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ (আর ইউনুস (আ.)কে এই স্থানে তাঁহার পিতা মাত্তা-এর সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:৪৫১-৪৫২ পৃষ্ঠায় লিখেন, ইহা সেই ব্যক্তির অভিমতের খণ্ডনের দিকে ইশারা করা হইয়াছে যে, 'মাত্তা' হইল তাহার 'মা'-এর নাম। তিনি হইলেন 'আল-মুবতাদা' গ্রন্থে ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে। নকলকারী আল্লামা তাবারী (রহ.) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫: ৩৫)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ ইউসুফ (আ.)-এর ফযীলত-এর বিবরণ

(৬০২৫) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ "أَتْقَاهُمْ". قَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ "فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ". قَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ "فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا".

(৬০২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, কেহ আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বেশী সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তি। তাহারা আরয করিলেন, আমরা এই সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তিনি ইরশাদ করিলেন, তবে ইউসুফ (আ.) আল্লাহর নবী, আল্লাহর নবী (ইয়াকূব আ.)-এর পুত্র, (আল্লাহর নবী ইসহাক আ.-এর পৌত্র) এবং আল্লাহর খলীল (ইবরাহীম আ.)-এর প্রপৌত্র। তাহারা আরয করিলেন, এই সম্পর্কেও আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে কি তোমরা আরবের বংশ উৎস সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ? জাহিলী যুগে যাহারা তাহাদের মধ্যে উত্তম ছিল। ইসলামের পরও তাহারা উত্তম বলিয়া গণ্য, যদি তাহারা শরীআতের জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الانبياء অধ্যায়ে باب قول الله تعالى امر كنتم এবং باب قول الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا এবং تعالى لقد كان فى يوسف واخوته الخ এবং باب قوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى অধ্যায়ে المناقب এবং شهداء اذ حضر الخ এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৫)

قَالَ أَتْقَاهُمْ (তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তি)। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে واكرمهم اتقاهم (আর তাহাদের মধ্যে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার)। আর ইহা আল্লাহ তা'আলার এই ইরশাদ-এর মুয়াফিক : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। –সূরা হুজরাত ১৩) -(তাকমিলা ৫:৩৫)

لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ (আমরা আপনাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি নাই)। বস্তুতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোপূর্বের জিজ্ঞাসা মুতাবিক ধারণা করিয়াছিলেন যে, ব্যাপকভাবে যেই সকল গুণের কারণে মানুষ সম্ভ্রান্ত হয় সেই গুণাবলী সম্পর্কে তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাই তিনি অনুরূপ জবাব দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা যখন বলিলেন আমরা এই সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, তখন তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, বংশ মর্যাদার সহিত যেই সকল সৎগুণাবলীর বৈশিষ্ট্য দানের মাধ্যমে সকল লোকদের উপর ফযীলত রহিয়াছে উহা সম্পর্কে তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন তিনি নিম্নোক্ত জবাব প্রদান করেন ঃ

قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ الخ (তিনি ইরশাদ করিলেন, তবে ইউসুফ (আ.) আল্লাহর নবী এবং আল্লাহর নবীর পুত্র, যিনি আল্লাহর খলীল (ইবরাহীম আ.)-এর প্রপৌত্র)। হযরত ইউসুফ (আ.) বংশ মর্যাদার সহিত নবুওয়াতের মর্যাদা সম্বন্ধীয় মাকারিমুল আখলাক (মহান চারিত্রিক গুণাবলী)-এর অধিকারী ছিলেন এবং তিনি পরম্পরা তিনজন নবী (ইয়াকূব বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম খলীল) আ.-এর প্রপৌত্র ছিলেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সহীহ মুসলিম শরীফের নুসখায় قال فيوسف نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله বর্ণিত হইয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফেও অনুরূপ আছে। আর কতিপয় রিওয়ায়তে আছে فيوسف نبى الله ابن نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله বর্ণিত আছে। আর এই রিওয়ায়তই আসল এবং প্রথম রিওয়ায়তখানা সংক্ষিপ্ত। কেননা, তিনি হইলেন, ইউসুফ বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)। يوسف শব্দটি ছয়ভাবে পঠিত, س বর্ণে পেশ, যের কিংবা যবর দ্বারা همزه সহ এবং همزه বিহীন।

হযরত ইউসুফ (আ.)কে মাকারিমুল আখলাক-এর সহিত পরম্পরা তিন নবী (আ.)-এর প্রপৌত্র হওয়ার কারণে 'মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি' বলা হইয়াছে। আর এই বৈশিষ্ট্যে আর কেহ তাঁহার শরীক নাই। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়া অত্যাবশ্যক হয় না। কেননা, কোন কোন সময় তুলনামূলক কর্ম মর্যাদার লোকেরও কোন একটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইতে পারে। আর ইহার কারণে সর্বোত্তম হওয়া অত্যাবশ্যক নহে। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.) আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কম মর্যাদা সম্পন্ন হইলেও আলোচ্য হাদীছের বিপরীত হয় না। কেননা, বক্তা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান হইতে বাহিরে থাকেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৩৬, নওয়াভী ২:২৬৮)

فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِى (তবে কি তোমরা আরবের বংশ উৎস সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ?) অর্থাৎ عن اصولهم التى ينسبون اليها ويتفاخرون بها (তাহাদের বংশ-উৎস সম্পর্কে যাহার মাধ্যমে তাহারা গর্ব-অহংকার করে)। -(তাকমিলা ৫:৩৬)

خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (জাহিলী যুগে যাহারা তাহাদের মধ্যে উত্তম ছিল, ইসলামের পরও তাহারা উত্তম বলিয়া গণ্য, যদি তাহারা শরীআতের জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করে)। فَقُهُوا শব্দটির ق বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ صاروا فقهاء عالمين بالشرع (তাহারা শরীআতের জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে যে, জাহিলী যুগে মানবিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারীগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করিয়া শরীআতের জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করে তখন তাহারাই মানুষের মধ্যে উত্তম বলিয়া গণ্য। -(তাকমিলা ৫:৩৬-৩৭)

মুসলিম ফর্মা -২১-৩/১

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ زَكَرِيَّاءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর ফযীলত-এর বিবরণ

(৬০২৬) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا".

(৬০২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : (হযরত) যাকারিয়া (আ.) কাঠমেস্ত্রী ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ ইবন মাজা শরীফের التجارات অধ্যায়ে باب الصناعات এর মধ্যেও আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৭)

كَانَ زَكَرِيَّاءُ (যাকারিয়া (আ.) ছিলেন)। زَكَرِيَّاءُ শব্দটি ز ও ك বর্ণে যবর এবং ر বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অতঃপর ইহাতে চারটি পরিভাষা রহিয়াছে। মাদ্দসহ زكرياء যেমন এই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে, মাদ্দবিহীন زكريا যেমন কুরআন কারীমে বর্ণিত হইয়াছে। الف কে উহ্য করিয়া ى কে হালকাভাবে زكرى এবং তাশদীদসহ زكرىّ পঠনে। আর আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত এই 'যাকারিয়া' সেই যাকারিয়া নহে, যাহার উপর প্রাচীন যুগে আহলে কিতাব স্বতন্ত্র সহীফা নাযিল হইয়াছিল। কেননা, তিনি ঈসা মসীহ (আ.)-এর পাঁচ শতাব্দী পূর্বে ছিলেন। আর যাকারিয়া (আ.) যাহার উল্লেখ কুরআন কারীমে উল্লেখ হইয়াছে তিনি ঈসা মসীহ (আ.)-এর সামান্য পূর্ব যুগে ছিলেন। আর তাঁহার পুত্র ছিলেন ইয়াহইয়া এবং স্ত্রী ছিলেন ইয়াশা' (اليشع)। যিনি ইমরানের স্ত্রী এবং মারইয়ামের মা 'হান্না'-এর বোন ছিলেন। সুতরাং যাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রী মারইয়াম (আ.)-এর খালা ছিলেন। আরও উল্লেখ্য যে, যাকারিয়া (আ.) ছিলেন দাউদ (আ.)-এর বংশধর এবং তাঁহার স্ত্রী (ইয়াশা) ছিলেন হারূন (আ.)-এর বংশধর। -(তাফসীরে ইবন কাছীর ২:৪৭, ফতহুল বারী ৬:৪৬৮)। আর এই যাকারিয়া (আ.) যাহার উল্লেখ ইনজীল কিতাবে ১:৫-এ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি كاهن (পুরোহিত, পাদরী) ছিলেন। আর الكاهن হইল বনূ ইসরাঈলের ইবাদাতসমূহ আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির পদবী। আর ইহা সেই الكاهن (গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা) নহে। যেই অর্থ আরবীগণের কাছে প্রসিদ্ধ। আর ইনজীল কিতাবে সুস্পষ্টভাবে بـرناب রহিয়াছে। কেননা, তিনি নবী (আ.) ছিলেন। -(তাকমিলা ৫:৩৮)

كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا (যাকারিয়া (আ.) ছিলেন কাঠ মেস্ত্রী)। ইহা দ্বারা মানুষের হাত দ্বারা উপার্জিত সম্পদের ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর নবীগণের অধিকাংশই নিজেদের হস্তকর্মে উপার্জন করিতেন। -(ফতহুল বারী, তাকমিলা ৫:৩৮)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ খাযির (আ.)-এর ফযীলত-এর বিবরণ

(৬০২৭) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ.

قَالَ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى أَىْ رَبِّ كَيْفَ لِي بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ قَالَ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.

قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. قَالَ يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى. فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ قَالَ أَنَا مُوسَى. قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لاَ أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ لَهُ الْخَضِرُ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَىْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. قَالَ نَعَمْ. فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا.

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الأُولَى. قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. يَقُولُ مَائِلٌ. قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا". قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا". قَالَ "وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ". قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَانَ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا. وَكَانَ يَقْرَأُ وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا.

(৬০২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন মুহাম্মদ নাকিদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম, উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন আবূ উমর মাক্কী (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নাওফ

আল-বিকালী বলিলেন যে, বনূ ইসরাঈলের নবী মূসা খাযির (আ.)-এর সাথী মূসা নহেন। ইবন আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলিয়াছে। আমি উবাই বিন কা'ব (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের মধ্যে ভাষন দিতে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, কোন ব্যক্তি সকলের চাইতে বেশী জ্ঞানী? তিনি উত্তর দিলেন, "আমি সকলের চাইতে বেশী জ্ঞানী।" ইহাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কারণ মূসা (আ.) জ্ঞানকে আল্লাহর প্রতি ন্যস্ত করেন নাই। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার নিকট ওহী পাঠাইলেন যে, দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা আছে, যে তোমার চাইতেও অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ.) প্রশ্ন করিলেন, হে রব্ব! আমি কী করিয়া তাঁহাকে পাইব? তাঁহাকে বলা হইল, থলের ভিতর একটি মাছ নাও। মাছটি যেই স্থানে হারাইয়া যাইবে, সেই স্থানেই তাঁহাকে পাইবে। তারপর তিনি রওয়ানা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার খাদেম ইউশা ইবন নূনও চলিলেন এবং মূসা (আ.) একটি মাছ থলিতে নিয়া নিলেন। তিনি ও তাঁহার খাদিম চলিতে চলিতে একটি প্রস্তর খন্ডের কাছে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে মূসা (আ.) ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সাথীও ঘুমাইয়া পড়িল। মাছটি নড়াচড়া দিয়া থলে হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে যাইয়া পড়িল। এইদিকে আল্লাহ তা'আলা পানির গতিরোধ করিয়া দিলেন। এমনকি তা একটি খোপের ন্যায় হইয়া গেল এবং মাছটির জন্য একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় হইয়া গেল। মূসা (আ.) ও তাঁহার খাদিমের জন্য এইটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হইল। অতঃপর তাঁহারা আবার দিন-রাতভর চলিলেন। মূসা (আ.)-এর সাথী খবরটি দিতে ভুলিয়া গেল। যখন সকাল হইল, মূসা (আ.) তাঁহার খাদিমকে বলিলেন, আমাদের নাশতা বাহির কর। আমরা তো এ সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আদেশকৃত স্থান অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাঁহারা ক্লান্ত হন নাই। খাদেম বলিল, আপনি কি জানেন, যখনই আমরা প্রস্তর খন্ডের কাছে বিশ্রাম নিয়াছিলাম, তখন আমি মাছের কথাটি ভুলিয়া যাই, আর শয়তানই আমাকে আপনাকে বলিবার কথা ভুলাইয়া দিয়াছে এবং আশ্চর্যজনকভাবে মাছটি সমুদ্রে তার নিজের পথ করিয়া চলিয়া গেল।

মূসা (আ.) বলিলেন, এই স্থানটিই তো আমরা তালাশ করিতেছি। অতঃপর উভয়েই নিজ নিজ পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বৃহৎ পাথর পর্যন্ত পৌঁছিলেন। সেই স্থানে চাদরে আচ্ছাদিত একজন লোক দেখিতে পাইলেন। মূসা (আ.) তাঁহাকে সালাম দিলেন। খাযির (আ.) বলিলেন, এই দেশে সালাম কোথায় হইতে আসিল? মূসা (আ.) বলিলেন, আমি মূসা। তিনি প্রশ্ন করিলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। খাযির (আ.) বলিলেন, আল্লাহ তাঁহার জ্ঞানের এমন এক ইলম তোমাকে দিয়াছেন যাহা আমি জানি না। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জ্ঞানের এমন এক ইলম আমাকে দিয়াছেন যাহা তুমি জান না। মূসা (আ.) বলিলেন, আমি আপনার সাথে থাকিতে চাই যেন আপনাকে প্রদত্ত জ্ঞান আমাকে দান করেন। খাযির (আ.) বলিলেন, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিবে না। আর কী করিয়া তুমি ধৈর্য ধারণ করিবে, ঐ বিষয়ের উপর যাহা সম্পর্কে তুমি জ্ঞাত নও? হযরত মূসা (আ.) বলিলেন, ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন। আর আপনার কোন নির্দেশ আমি অমান্য করিব না। খাযির (আ.) বলিলেন, আচ্ছা তুমি যদি আমার অনুসরণ কর, তাহলে আমি নিজে কিছু উল্লেখ না করা পর্যন্ত কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবে না। মূসা (আ.) বলিলেন, আচ্ছা। খাযির (আ.) এবং মূসা (আ.) উভয়ে সমুদ্র তীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। সম্মুখ হইতে একটি নৌকা আসিল। তাহারা নৌকাওয়ালাকে তাঁহাদের তুলিয়া নিতে বলিলেন। তাহারা খাযির (আ.)কে চিনিয়া ফেলিল, তাই দুইজনকেই বিনা ভাড়ায় তুলিয়া নিল। অতঃপর খাযির (আ.) নৌকার একটি তক্তার দিকে লক্ষ্য করিলেন এবং তাহা উঠাইয়া ফেলিলেন। মূসা (আ.) বলিলেন, তাহারা তো এমন লোক যে, আমাদের বিনা ভাড়ায় উঠাইয়া নিয়াছে; আর আপনি তাহাদের নৌকাটি ছিদ্র করিয়া দিলেন যাহাতে নৌকা ডুবিয়া যায়? আপনি তো সাংঘাতিক কাজ করিয়াছেন।

খাযির (আ.) বলিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে সক্ষম হইবে না? মূসা (আ.) বলিলেন, আপনি আমার এই ভুল ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর আমাকে কঠিন অবস্থায় ফেলিবেন না। তারপর নৌকার বাহিরে আসিলেন এবং উভয়ে সমুদ্র তীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি বালকের সম্মুখীন হইলেন, যে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করিতেছিল। খাযির (আ.) তাহার মাথাটি হাত দিয়ে ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া হত্যা করিলেন। মূসা (আ.) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই একটা নিষ্পাপ প্রাণকে শেষ করিয়া দিলেন? আপনি তো বড়ই খারাপ কাজ করিলেন! খাযির (আ.) বলিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, আমার সহিত তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না? আর এই ভুল প্রথমটি হইতে আরো গুরুতর। মূসা (আ.) বলিলেন, আচ্ছা, এরপর যদি আর কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তাহা হইলে আমাকে সাথে রাখিবেন না। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতি আমার ত্রুটি চরমে পৌঁছিয়াছে। অতঃপর উভয়েই চলিতে লাগিলেন এবং একটি গ্রামে পৌঁছিয়া গ্রামবাসীর নিকট খাবার চাহিলেন। তাহারা তাঁহাদের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল। তারপর তাঁহারা একটি দেয়াল পাইলেন, যেটি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে অর্থাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। খাযির (আ.) আপন হাতে সেটি ঠিক করিয়া সোজা করিয়া দিলেন। মূসা (আ.) বলিলেন, আমরা এই সম্প্রদায়ের নিকট আসিলে তাহারা আমাদের মেহমানদারী করে নাই এবং খাইতে দেয় নাই। আপনি চাহিলে তাহাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারিতেন? খাযির (আ.) বলিলেন, এইবার আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ। এখন আমি তোমাকে এইসবের তাৎপর্য বলিতেছি, যেই সবের উপর তুমি ধৈর্যধারণ করিতে সক্ষম হও নাই (সূরা কাহাফ: ৬০-৮২)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ মূসা (আ.)-এর উপর রহম করুন, আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে, যদি তিনি ধৈর্যধারণ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কাছে তাঁহাদের আরও ঘটনাসমূহের বিবরণ দেওয়া হইতে। রাবী বলিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, প্রথমটি মূসা (আ.) ভুলবশত করিয়াছিলেন। ইহাও বলিয়াছেন, একটি চড়ুই আসিয়া নৌকার পার্শ্বে বসিয়া সমুদ্রে চঞ্চু মারিল। তখন খাযির (আ.) মূসা (আ.)কে বলিলেন, আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এতই কম, যতখানি সমূদ্রের পানি হইতে এই চড়ুইটি কমাইয়াছে। সাঈদ বিন জুবায়র (রাযি.) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) পড়িতেন : وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا (আর তাহাদের সম্মুখে একজন বাদশাহ ছিল, যে সমস্ত ভালো নৌকা বলপ্রয়োগে ছিনাইয়া নিত)। তিনি আরো পড়িতেন, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا (আর সেই বালকটি ছিল কাফির)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ (আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম)। মূসা (আ.)-এর সহিত খাযির (আ.)-এর বর্ণিত এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে العلم অধ্যায়ে باب ما ذكر فى ذهاب موسى عليه السلام فى البحر باب مايستحب للعالم اذا سئل اى الناس اعلم فيكل العلم الى الله এবং باب الخروج فى طلب العلم এবং الى الخضر এ আছে। অধিকন্তু التوحيد এবং الأيمان والنذور - تفسير سورة الكهف - الانبياء - بدء الخلق - الشروط - الاجارة অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৮)

إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ (নাওফ আল-বিকালী বলেন যে,)। نَوْف (নাওফ) শব্দটির ن বর্ণে যবর و বর্ণে সাকীনসহ পঠিত। আর البكالى (আল-বিকালী) শব্দটির ب বর্ণে যের ك বর্ণ তাশদীদবিহীন পঠিত। তবে সহীহ মুসলিম শরীফের কতিপয় রাবী البَكَّالى (ب বর্ণে যবর ك বর্ণে তশদীদসহ) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। প্রথম রিওয়ায়তখানাই সঠিক। তিনি হইলেন নাওফ বিন কুয়ালা। তিনি বনূ বিকাল বিন দা'মা বিন সা'দ-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যদি হুমায়দ-এর সন্তান-সন্ততির অন্তর্ভুক্ত। তবে সহীহ বুখারী শরীফে التفسير অধ্যায়ে বর্ণিত

হইয়াছে, قلت ای ابا عباس بالکوفة رجل قاص یقال له نوف یزعم الخ (আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ আব্বাস! কুফাতে জনৈক কাহিনীকার ছিলেন, যাহাকে 'নাওফ' বলা হইত। তিনি বলেন ...)। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, আহলে কূফার কাহিনীকারদের মধ্যে একজন কাহিনীকার ছিলেন, যাহাকে কা'ব আল-আখবার-এর স্ত্রীর পুত্র বলা হইত। আর কেহ বলিয়াছেন, তাহার ভাইয়ের ছেলে। তিনি তাবেঈ সত্যবাদী ছিলেন। আলিম, ফাযিল এবং দামেস্কবাসীদের ইমাম ছিলেন। -(ফতহুল বারী ৮:৪১৩, তাকমিলা ৫:৩৯, হাশিয়া ২ সহীহ বুখারী ১মঃ ৪৮২)

أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (বনূ ইসরাঈলের নবী মূসা (আ.) খাযির (আ.)-এর সাথী নহেন)। এই উক্তিটির সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, মূসা (আ.) যিনি খাযির (আ.)-এর কাছে গিয়াছিলেন তিনি বনূ ইসরাঈলের নবী মূসা বিন ইবরান (আ.) নহেন; বরং তিনি অন্য একজন (মূসা)। তিনি হইলেন প্রথম মূসা। আহলে কিতাবগণের ধারণা মতে তিনিও বনূ ইসরাঈলের প্রেরিত নবী ছিলেন এবং তিনিই খাযির (আ.)-এর সাথী ছিলেন। কিন্তু সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, তিনি হইলেন মূসা বিন ইমরান (আ.)।

নাসায়ী শরীফে ইবন ইসহাক (রহ.)-এর রিওয়ায়তে সাঈদ বিন জুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর পার্শ্বে ছিলাম তখন তাঁহার কাছে আহলে কিতাবের একদল উপস্থিত ছিলেন। তখন তাহাদের কতিপয় লোক বলিলেন, হে ইবন আব্বাস! নিশ্চয় নাওফ নামে জনৈক ব্যক্তি কা'ব আল আখবার হইতে নকল করিয়া বলেন যে, নিশ্চয়ই মূসা যিনি ইলম অন্বেষণে গিয়াছিলেন তিনি হইলেন মূসা বিন মীশা (میشاء) অর্থাৎ ইবন ইফরাঈম বিন ইউসুফ (আ.)। তখন ইবন আব্বাস (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাঈদ! আপনি কি তাহার হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছেন? (সাঈদ রাযি. বলেন) আমি বলিলাম, জী হ্যাঁ! তিনি (জবাবে) বলিলেন, নাওফ মিথ্যা বলিয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৩৯, হাশিয়া ৩ সহীহ বুখারী ১ম, ৪৮২ পৃষ্ঠা)

صَاحِبَ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (খাযির (আ.)-এর সাথী)। اَلْخَضِرِ শব্দটির خ বর্ণে যবর ض বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা তাহার উপাধি। আর তাহাকে এই নামে নামকরণের বিষয়টি সহীহ বুখারী শরীফে الانبياء অধ্যায়ে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, মারফূ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, عن النبی صلی الله علیه وسلم قال وانما سمی الخضر لانه جلس علی فروة بیضاء فاذا هی تهتز من خلفه (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, খাযির (আ.)কে খাযির নামে অভিহিত করিবার কারণ হইল এই যে, একদা তিনি ঘাস-পাতা বিহীন শুষ্ক জায়গায় বসিয়াছিলেন। সে স্থান হইতে তাঁহারা উঠিয়া যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ হইয়া গেল। (এই ঘটনা হইতেই তাঁহার নাম খাযির হইয়া যায়)। -(সহীহ বুখারী ১:৪৮৩) فروة بیضاء হইল লোম যুক্ত পশুচর্ম দ্বারা তৈরী সাদা পোশাক, যাহা যমীনের উপর বিছানো, ইহার উপর তিনি বসা। কিংবা খালি জায়গায় তাঁহার বসার বরকতে সবুজ তৃণলতা জন্মিয়াছে কিংবা কেহ বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, যমীন শুষ্ক ও শুভ্র হওয়ার পর তাহার বসার বরকতে সবুজ তৃণলতা উদগত হইয়াছে। তাঁহার নাম ছিল بليا (বালইয়া) ب বর্ণে যবর ل বর্ণে সাকিনসহ মদ্দবিহীন ی দ্বারা পঠিত। তাঁহার কুনিয়াত হইল আবুল আব্বাস। তিনি নবী কি-না? এই ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। আল্লামা ছা'লাবী (রহ.) বলেন, তিনি ইবরাহীম খলীল (আ.)-এর যুগে ছিলেন। আর অধিকাংশ আলিমের মতে তিনি জীবিত। বর্তমানেও আছেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করিবেন। -(কিরমানী)

সারকথা, খাযির (আ.)-এর জীবিত থাকা কিংবা মৃত হওয়া সম্পর্কে কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে কোন প্রমাণ নাই। আর ইহা আকীদার মাসয়ালার সহিত সম্পর্কশীলও নহে। ইহা তো পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বিষয়। সুতরাং অনুরূপ বিষয়ে নিরাপদ পন্থা হইতেছে বিরত এবং নিশ্চুপ থাকা, যে পর্যন্ত না কোন একদিকে দলীল কিংবা অভিজ্ঞতা সুস্পষ্ট হইয়া যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৩৯-৪১, সংক্ষিপ্ত, হাশিয়া ৪ সহীহ বুখারী ১ম, ৪৮৩ পৃ.)

كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ (আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলিয়াছে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেন, অনুরূপ উক্তিটি রূঢ় ও তিরস্কারের ভাষায় কথা বলার পর্যায়ভুক্ত। বস্তুতভাবে তিনি তাহার সম্পর্কে 'আল্লাহর দুশমন' বলিয়া আকীদা পোষণ করেন না। তিনি তো অস্বীকারের ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন যে, তাহার কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই সম্পর্কিত ইরশাদের বিপরীত হইয়াছে। আর ইহা হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর ক্রোধ অবস্থায় কঠোরতায় অস্বীকারের জন্যই ছিল। আর ক্রোধ অবস্থায় উচ্চারিত শব্দসমূহের প্রকৃত অর্থ মর্ম হয় না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৪১-৪২)

سَمِعْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ (আমি উবাই বিন কা'ব (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই শ্রবণের বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বুখারী শরীফে العلم অধ্যায়ে হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের শব্দ নিম্নরূপ : انه تمارى هو والحربن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسى-قال ابن عباس: هو خضر فمر بهما أبى بن كعب-فدعاه ابن عباس، فقال: انى تماريت انا وصاحبى هذا فى صاحب موسى الذى سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم فذكر الحديث (তিনি এবং হুর বিন কায়স বিন হিসন আল-কাযারী মূসা (আ.)-এর সঙ্গী সম্পর্কে বাদানুবাদ করিতেছিলেন। ইবন আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, তিনি ছিলেন খাযির। ঘটনাক্রমে তখন তাহাদের পাশ দিয়া উবাই বিন কা'ব (রাযি.) যাইতেছিলেন। ইবন আব্বাস (রাযি.) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি ও আমার এই ভাই মতবিরোধ পোষণ করিয়াছি, মূসা (আ.)-এর সেই সঙ্গীর ব্যাপারে যাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে পথের সন্ধান চাহিয়াছিলেন– আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার সম্পর্কে কিছু বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর হাদীছ বর্ণনা করেন)। -(তাকমিলা ৫:৪২)

فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ (ইহাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন)। আল্লামা ইবনুল মুনীর (রহ.) বলেন, আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) মনে করেন যে, এই ব্যাপারে মূসা (আ.) জবাব দেওয়া তরক করাই উত্তম ছিল। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমার মতে ইহা অনুরূপ নহে; বরং ইলম আল্লাহ তা'আলার প্রতি সোপর্দ করাই নির্ধারিত। জবাব দেওয়া হউক কিংবা জবাব দেওয়া না হউক। সুতরাং মূসা (আ.) যদি (জবাব) انا، والله اعلم (আমি, এবং আল্লাহ তা'আলা অধিক জানেন) বলিতেন তখন অসন্তোষ হওয়ার কারণ ছিল না। অসন্তোষের কারণ তো শুধু انا (আমি (অধিক জানি)) এর উপর সংক্ষিপ্ত করার কারণে। তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে অসন্তোষও তাঁহার মর্যাদা উপযোগীর উপর প্রয়োগ হইবে। এই স্থলে عتب (অসন্তোষ, ত্রুটি, অপছন্দনীয় বস্তু)-এর জনগণের মধ্যে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অর্থ মর্ম নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল বারী ১:২১৯, তাকমিলা ৫:৪২)

بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ (দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৮:৪১০ পৃষ্ঠায় লিখেন مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ (দুই সাগরের সঙ্গমস্থল)-এর স্থান সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। আবদুর রাজ্জাক (রহ.) মা'মার (রহ.)-এর সূত্রে কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, পারস্য ও রোম সাগর (-এর সঙ্গমস্থল)। আর কেহ উক্ত দুই সাগর হইল উরদুন এবং কুলযুম সাগর। আর আল্লামা মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-কারযী (রহ.) مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ بطنجة (দুই সাগরের সঙ্গমস্থল হইল বতিঞ্জা। -(তাকমিলা ৫:৪৩)

كَيْفَ لِي بِهِ (আমি কী করিয়া তাঁহাকে পাইব?) অর্থাৎ كيف اصل اليه (আমি কিভাবে তাঁহার কাছে পৌঁছিব?) -(তাকমিলা ৫:৪৩)

حُوتًا (মাছ) ইহা হইল মাছ। তবে অধিকাংশ ইহা মাছসমূহের মধ্যে বড় মাছের উপর প্রয়োগ হয়। আর মাছটি ছিল লবণাক্ত। যেমন পরবর্তী রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৪৩)

فِى مِكْتَلٍ (থলের মধ্যে) مِكْتَلٍ শব্দটি م বর্ণে যের ك বর্ণে সাকিন ও ت বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা হইল الزنبيل (খেজুর পাতার তৈরী ঝুড়ি) কিংবা القفة (গাছের পাতার তৈরী ঝুড়ি)। -(তাকমিলা ৫:৪৩)

فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ (তখন মাছটি নড়াচড়া দিয়া ...)। আর সহীহ বুখারী শরীফে التفسير অধ্যায়ে সুফয়ান বিন উয়ায়না (রহ.) আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, সুফয়ান (রহ.) বলেন, আর আমর (রহ.) ব্যতীত অন্যের বর্ণিত হাদীছে আছে। তিনি বলেন, প্রস্তর খণ্ডের মূলে ঝরনা ছিল যাহাকে الحياة (জীবন) বলা হইত। যে কোন মৃত বস্তুর উপর ইহা পতিত হইলে উহা জীবিত হইয়া যাইত। উক্ত ঝরনার পানিই (লবনাক্ত-মৃত) মাছটির উপর পতিত হয়, তিনি (রাবী) বলেন, তখন সে নড়াচড়া দিয়া ঝুড়ি হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র পথে যাইয়া পড়িল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৮:৪১৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, সুফয়ান বিন উয়ায়না (রহ.) ইহা কাতাদা (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। আর ইবন আবী হাতিম (রহ.) ঝরনার ঘটনাটি এই সূত্রেই বর্ণনা করিয়াছেন, তবে আল্লামা আদ-দাউদী (রহ.) এই অতিরিক্ত অংশ অস্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক ইহা যদি সংরক্ষিত হয় তাহা হইলে ইহা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁহারই কুদরতের অন্তর্ভুক্ত। -(তাকমিলা ৫:৪৩)

فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا (এবং মাছটির জন্য একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় হইয়া গেল)। السرب হইল المسلك (রাস্তা, পথ), যমীনের নীচ দিয়া গর্ত এবং নালা যাহার মধ্য দিয়া পানি প্রবেশ করে। কাতাদা (রহ.) বলেন, জমাটবদ্ধ পানি। যেমন খালের মত হয়। কুরতুবী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা মাসদার التسرب এর অর্থে ব্যবহৃত। আর তাহা হইল السير (ভ্রমণ, গমনাগমন, যাতায়াত)। (থলে রক্ষিত মৃত মাছটির উপর আবে হায়াতের পানি পতিত হইলে উহা জীবিত হইয়া সাগরের পথে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করিয়া গেল। মূসা (আ.) ও ইউশা বিন নূন প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই পথে চলিয়া যাইয়াই খাযির (আ.)-এর সাক্ষাত পাইয়াছিলেন)। -(তাকমিলা ৫:৪৫)

مَا كُنَّا نَبْغِى (এই স্থানটিই তো আমরা তালাশ করিতেছি)। অর্থাৎ نطلب (আমরা তালাশ করিতেছি, অন্বেষণ করিতেছি, খোঁজ করিতেছি)। -(তাকমিলা ৫:৪৬)

مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ (চাদরে আচ্ছাদিত)। আর আবুল আলিয়া (রহ.)-এর সূত্রে আবদুল হামীদ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে فوجده نائما فى جزيرة من جزائر البحر ملتفا بكساء (তখন তাহাকে সাগরের দ্বীপসমূহের কোন এক দ্বীপে চাদরে আচ্ছাদিত অবস্থায় পাইলেন)। -(তাকমিলা ৫:৪৬)

أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ (এই দেশে সালাম কোথায় হইতে আসিল?) অর্থাৎ من اين السلام فى هذه الارض التى لايعرف فيها السلام (এই দেশে সালাম কিভাবে আসিল যাহাতে সালামের পরিচিতি নাই)। আর أنى শব্দটি من اين (কোথায় হইতে?)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কখনও كيف (কেমন? কিরূপ? কেমন করিয়া, কিভাবে? কি রূপে?) অর্থে ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ৫:৪৬)

وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ (আর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জ্ঞানের এমন এক ইলম আমাকে দিয়াছেন যাহা তুমি জান না)। অর্থাৎ আমি যাহা জানি উহার সকল কিছু আপনি জানেন না আর আপনি যাহা জানেন উহার সকল কিছু আমি জানি না। কেননা, কিছু জ্ঞান পরস্পরের কাছ হইতে লাভ হয়। আর পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, মূসা (আ.)-এর শরীআতের ইলম ছিল আর খাযির (আ.)-এর ছিল তাকভীন (নির্মাণ, গঠন, রচনা)গত ইলম। -(তাকমিলা ৫:৪৬)

بِغَيْرِ نَوْلٍ (বিনা ভাড়ায়)। অর্থাৎ بِغَيْرِ أَجر (বিনা মজুরিতে) আর نول শব্দটি মূলত العطاء (দান, পুরস্কার, বখশিশ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও ইহা الاجرة (মজুরি, ভাড়া, বেতন, ভাতা, কেরায়া) অর্থে ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ৫:৪৭)

كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا (প্রথমটি মূসা (আ.) ভুলবশত করিয়াছিলেন)। সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কথাটির মর্ম হইতেছে যে, হযরত খাযির (আ.) কর্তৃক নৌকার তক্তাটি উঠাইয়া ফেলিবার কর্মের উপর ভুলবশত আপত্তি করিয়াছিলেন। কেননা, পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা তাঁহার স্মরণ ছিল না। আর বালক হত্যার উপর দ্বিতীয় আপত্তিটি ভুলবশত ছিল না; বরং পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ ছিল। কারণ তিনি যখন দেখিলেন নিরপরাধ বালকটি খাযির (আ.) হত্যা করিলেন তখন তিনি নিজ সত্তার উপর ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন এবং তাহার কর্মটি (শরীআত বিরোধী হওয়ায়) অস্বীকার করেন। আর তৃতীয় আপত্তি পরামর্শ ও উপদেশমূলক ছিল। -(তাকমিলা ৫:৫০)

مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ (আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এতই কম, যতখানি সমুদ্রের পানি হইতে এই চড়ুইটি কমাইয়াছে)। النقص (কম, হ্রাস) শব্দটি বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ হইবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ইলম (জ্ঞান)-এর হ্রাস করে না। আর ইহা তো অনুধাবনের জন্য কাছাকাছি উদাহরণ মাত্র। আর ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান (ইলম)-এর তুলনা মাখলুকাতের জ্ঞান যৎসামান্য, যাহা গণনাযোগ্য নহে। -(তাকমিলা ৫:৫০)

وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا (আর তাহাদের সম্মুখে একজন বাদশাহ ছিল, যে সমস্ত ভালো নৌকা বলপ্রয়োগে ছিনাইয়া নিত)। ইহা দুর্লভ কিরাআত (قراءة شاذة) সম্ভবত ইহা تفسيرية (ব্যাখ্যামূলক) কেননা, ব্যাখ্যামূলক বাক্য সংযোজিতকে কখনও قراءة شاذة (দুর্লভ কিরাআত) নামকরণ করা হয়। আর বস্তুতভাবে কুরআনুল কারীমের শব্দ হইতেছে وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (আর তাহাদের অপর দিকে ছিল এক বাদশাহ, সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনাইয়া নিত। -সূরা কাহাফ ৭৯)। সহীহ বুখারী শরীফে ইবন জুরাইজ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে উল্লেখ করেন যে, উক্ত বাদশাহ-এর নাম হুদাদ বিন বুদাদ। আর 'তাফসীরে মাকাতিল' গ্রন্থে আছে, তাহার নাম মানুলা বিন জলন্দী বিন সাঈদ আল-আযদী। -(ঐ)

وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا (আর বালকটি ছিল কাফির)। ইহাও قراءة شاذة (ব্যতিক্রম, দুর্লভ কিরাআত)। ইহা কুরআনুল কারীমের আয়াত নামকরণ জায়িয নাই। যেমন ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহা قراءة تفسيرية (ব্যাখ্যামূলক কিরাআত)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৫০)

(৬০২৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ أَسَمِعْتَهُ يَا سَعِيدُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ كَذَبَ نَوْفٌ. حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلاَؤُهُ إِذْ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ رَجُلاً خَيْرًا أَوْ أَعْلَمَ مِنِّي. قَالَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ إِنَّ فِي الأَرْضِ رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ يَا رَبِّ فَدُلَّنِي عَلَيْهِ. قَالَ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّدْ حُوتًا مَالِحًا فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ. قَالَ فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَعُمِّيَ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ لاَ يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ قَالَ فَقَالَ فَتَاهُ أَلاَ أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ قَالَ فَنُسِّيَ.

فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا. قَالَ وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا. قَالَ فَتَذَكَّرَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ قَالَ هَا هُنَا وُصِفَ لِي. قَالَ

فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجًّى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا أَوْ قَالَ عَلَى حَلَاوَةِ الْقَفَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى. قَالَ وَمَنْ مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. قَالَ انْتَحَى عَلَيْهَا. قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا.

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ. قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَعْرَةً مُنْكَرَةً. قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ هٰذَا الْمَكَانِ "رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ. قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ قَالَ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ" رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا" فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ لِئَامًا فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ. قَالَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ". إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

(৬০২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা কায়সী (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.)কে বলা হইল, নাওফ দাবি করে যে, মূসা (আ.) যিনি জ্ঞান অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন, তিনি বনী ইসরাঈলের মূসা নন। ইবন আব্বাস (রাযি.) বলেন, হে সাঈদ! তুমি কি তাহাকে ইহা বলিতে শ্রবণ করিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, নাওফ মিথ্যা বলিয়াছে। কেননা, উবাই ইবন কা'ব (রা.) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, মূসা (আ.) একদা তাঁহার জাতির সামনে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তাঁহার শাস্তি স্মরণ করাইয়া নসীহত করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়া ফেলিলেন, পৃথিবীতে আমার থেকে উত্তম এবং বেশী জ্ঞানী কোন ব্যক্তি আছে বলিয়া আমার জানা নাই। আল্লাহ মূসা (আ.)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন : আমি অধিক জানি তাহার হইতে কে উত্তম কিংবা কাহার কাছে কল্যাণ রহিয়াছে। অবশ্যই পৃথিবীতে আরো ব্যক্তি আছে যে তোমার থেকে বেশী জ্ঞানী। মূসা (আ.) বলিলেন, হে রব্ব! আমাকে তাঁহার পথ দেখাইয়া দিন। তাঁহাকে বলা হইল, লবণাক্ত একটি মাছ সঙ্গে নিয়া যাও। যেই স্থানে এই মাছটি হারাইয়া যাইবে, সেই স্থানেই সেই ব্যক্তি। মূসা (আ.) এবং তাঁহার খাদেম রওয়ানা হইলেন, অবশেষে তাঁহারা একটি বৃহৎ পাথরের কাছে পৌঁছিলেন। তখন মূসা (আ.) রাস্তা হারাইয়া পথ চলিলেন এবং তাহার খাদিম হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। এরপর মাছটি তড়পাইয়া পানিতে চলিয়া

গেল এবং পানিও খোপের মত হইয়া গেল, মাছের পথে মিলিত হইল না। মূসা (আ.)-এর খাদেম বলিলেন, আচ্ছা, আমি আল্লাহর নবীর সাথে মিলিত হইলে তাঁহাকে এ ঘটনা বলিব। পরে তিনি ভুলিয়া গেলেন।

যখন তাঁহারা আরও সামনে অগ্রসর হইলেন, তখন মূসা (আ.) বলিলেন, আমার নাশতা দাও, এই সফরে তো আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যতক্ষণ তাঁহারা এই স্থানটি অতিক্রম করেন নাই, ততক্ষণ তাঁহাদের ক্লান্তি আসে নাই। তাঁহার সাথীর যখন স্মরণ হইল তখন বলিল, আপনি কি জানেন, যখন আমরা প্রস্তর খন্ডের কাছে বিশ্রাম নিয়াছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আর শয়তানই আমাকে আপনার কাছে বলিবার কথা ভুলাইয়া দিয়াছে। এবং বিস্ময়করভাবে মাছটি সমুদ্রে তার পথ করিয়া নিয়াছে। মূসা (আ.) বলিলেন, এ-ই তো ছিল আমাদের উদ্দীষ্ট। অতএব, তাঁহারা পদাংক অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। তখন তাঁহার খাদেম মাছের স্থানটি তাঁহাকে দেখাইলেন। মূসা (আ.) বলিলেন, এই স্থানের বিবরণই আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অতঃপর মূসা (আ.) খুঁজিতে লাগিলেন, এমন সময় তিনি বস্ত্রাবৃত খাযির (আ.)-কে গ্রীবার উপর সোজাসুজি শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। অথবা অন্য বর্ণনায়, গ্রীবার উপর সোজাসুজি। মূসা (আ.) বলিলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। খাযির (আ.) মুখ হইতে কাপড় সরাইয়া বলিলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম, তুমি কে? মূসা (আ.) বলিলেন, আমি মূসা। তিনি বলিলেন, কোন মূসা? মূসা (আ.) উত্তর দিলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা। খাযির (আ.) বলিলেন, তোমার এই মহান আগমন কিসের জন্য? মূসা (আ.) বলিলেন, আমি আসিয়াছি যেন আপনাকে যে সৎজ্ঞান দান করা হইয়াছে, তাহা হইতে কিছু আপনি আমায় শিক্ষা দেন। খাযির (আ.) বলিলেন, আমার সঙ্গে আপনি ধৈর্যধারণ করিতে সক্ষম হইবেন না। আর কেমন করিয়া আপনি ধৈর্য ধারণ করিবেন এমন বিষয়ে, যাহার জ্ঞান আপনাকে দেওয়া হয় নাই। এমন বিষয় হইতে পারে যাহা করিতে আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, আপনি যখন তাহা দেখিবেন, তখন আপনি ধৈর্য ধরিতে পারিবেন না। মূসা (আ.) বলিলেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন। আর আমি আপনার কোন নির্দেশ অমান্য করিবন না। খাযির (আ.) বলিলেন, আপনি যদি আমার অনুগামী হন তাহা হইলে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিবে না, যতক্ষণ না আমি নিজেই এই বিষয়ে উল্লেখ করি। অতঃপর উভয়ই চলিলেন, অবশেষে তাঁহারা একটি নৌকায় চড়িলেন। খাযির (আ.) তখন নৌকার একটি অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মূসা (আ.) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি নৌকাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, নৌকারোহীদের ডুবাইয়া দেওয়ার জন্যে? আপনি তো বড় গুরুতর কাজ করিয়াছেন। খাযির (আ.) বলিলেন, আমি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করিতে সক্ষম হইবেন না? মূসা (আ.) বলিলেন, আমি ভুলিয়া গিয়াছি, আমাকে আপনি দোষী করিবেন না। আমার বিষয়টিকে আপনি জটিল করিবেন না।

আবার দুইজন চলিতে লাগিলেন। এক জায়গায় তাঁহারা বালকদের পাইলেন খেলা করিতেছে। খাযির (আ.) অবলীলাক্রমে একটি শিশুর নিকট যাইয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। ইহাতে মূসা (আ.) খুব ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিলেন, আপনি প্রাণের বিনিময় ব্যতীত একটি নিস্পাপ প্রাণকে হত্যা করিলেন? বড়ই গর্হিত কাজ আপনি করিয়াছেন। এই স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন আমাদের ও মূসা (আ.)-এর উপর। তিনি যদি তাড়াহুড়া না করিতেন তাহা হইলে আরও বিস্ময়কর ঘটনা দেখিতে পাইতেন। কিন্তু তিনি খাযির (আ.)-এর সামনে লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তারপর যদি আমি আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখিবেন না। সত্যিই আমার ভূমিকা অত্যন্ত আপত্তিকর হইয়াছে। যদি মূসা (আ.) ধৈর্য ধরিতেন, তাহা হইলে আরও বিস্ময়কর বিষয় দেখিতে পাইতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন নবীর উল্লেখ করিতেন, প্রথমে নিজকে দিয়া শুরু করিতেন, বলিতেন, আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন এবং আমার অমুক ভাইয়ের উপরও। এইভাবে নিজেদের উপর আল্লাহর রহমত কামনা করিতেন। তারপর উভয়ে চলিলেন এবং ইতরদের একটি জনপদে গিয়া উঠিলেন। তাঁহারা লোকদের বিভিন্ন সমাবেশে ঘুরিয়া তাহাদের কাছে খাবার চাহিলেন। তাহারা তাঁহাদের আতিথেয়তা করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তাঁহারা একটা পতনোম্মুখ দেয়াল পাইলেন। খাযির (আ.) সেটি ঠিকঠাক করিয়া

দিলেন। মূসা (আ.) বলিলেন, আপনি চাহিলে ইহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন। খাযির (আ.) বলিলেন, এইবার আমার আর আপনার মধ্যে বিচ্ছেদ। খাযির (আ.) মূসা (আ.)-এর কাপড় ধরিয়া বলিলেন, তুমি যেইসব বিষয়ের উপর অধৈর্য হইয়াছিলে সেই সবের তাৎপর্য বলিয়া দিতেছি। 'নৌকাটি ছিল কতিপয় গরীব লোকের যাহারা সমুদ্রে কাজ করিত'– আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়িলেন। তারপর যখন ইহাকে দখল করিতে লোক আসিল তখন ছিদ্রযুক্ত দেখিয়া ছাড়িয়া দিল। তারপর নৌকাওয়ালারা একটি কাঠ দিয়া নৌকাটি ঠিক করিয়া নিল। আর বালকটি সৃষ্টিতেই ছিল কাফির। তার মা-বাবা তাহাকে বড়ই স্নেহ করিত। সে বড় হইলে তাহাদের দুইজনকেই অবাধ্যতা ও কুফরির দিকে নিয়া যাইত। সুতরাং আমি ইচ্ছা করিলাম যে, তাহাদের পালনকর্তা তাহাদেরকে মহত্তর, তাহার হইতে পবিত্রতায় ও ভালোভাসায় ঘনিষ্টতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। প্রাচীরের ব্যাপার– সেইটি ছিল নগরের দুইজন পিতৃহীন বালকের। ইহার নীচে ছিল ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। -(সূরা কাহফ ৬০-৮২)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنِّى أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ (আমি অধিক জানি তাহার হইতে কে উত্তম)? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : আমি অধিক জানি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে তাহার অর্থাৎ মূসা (আ.) হইতে উত্তম। -(তাকমিলা ৫:৫১)

أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ (কিংবা কাহার কাছে কল্যাণ রহিয়াছে)। أَوْ (কিংবা) এই স্থানে রাবীর সন্দেহ। উহ্য বাক্যটি হইল কিংবা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, انى اعلم عند من هو (আমি অধিক জানি কাহার কাছে) অর্থাৎ علما اكثر من علم موسى او خيرا اكثر من خيره (মূসা (আ.)-এর জ্ঞান হইতে অধিক জ্ঞান আছে কিংবা তাহার হইতে অধিক উত্তম কে?) -(তাকমিলা ৫:৫১)

فَعُمِّيَ عَلَيْهِ (তিনি রাস্তা হারাইয়া গেলেন)। আর কতিপয় উসূলে عُمِى শব্দটি ع বর্ণে যবর م বর্ণে তাশদীদবিহীন যের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। আর কতিপয় উসূলে বর্ণিত হইয়াছে عُمِّى শব্দটি ع বর্ণে পেশ م বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে। অর্থ উভয়েরই এক। সম্ভবত ইহার দ্বারা এই স্থানে মর্ম হইতেছে যে, ان موسى عليه السلام عمى عليه الطريق فانطلق وتفرق عن فتاه (মূসা (আ.) রাস্তা হারাইয়া পথ চলিলেন এবং তাহার খাদেম হইতে পৃথক হইয়া গেলেন)। তবে ইহা সাবেক রিওয়ায়তের বিপরীত হয়। কেননা উক্ত রিওয়ায়তে আছে যে, মূসা (আ.) প্রস্তর খন্ডের কাছে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সম্ভবত তাহাদের উভয়ের মধ্যকার পৃথক হওয়ার ঘটনাটি তাহাদের উভয়ে নিদ্রা হইতে সজাগ হওয়ার পর সামান্য সময়ের জন্য হইয়াছিল। আর এই স্থানে রাবীর উক্তি وترك فتاه فاضطرب الحوت فى الماء (আর তিনি স্বীয় খাদেম হইতে পৃথক হইলেন, তখন মাছটি তড়পাইয়া পানিতে চলিয়া গেল)। ইহা দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মাছটি তড়পাইয়া চলিয়া যাওয়া তাহাদের উভয়ের পৃথক থাকার সময়কার ঘটনা। কিন্তু অন্যান্য সহীহ রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাছটি তড়পাইয়া পানিতে চলিয়া যাওয়ার ঘটনাটি মূসা (আ.)-এর নিদ্রায় থাকার সময়কার। ফলে ইহা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এই রিওয়ায়তে রাবী কর্তৃক কতক ঘটনাসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে পূর্বাপর হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৫১-৫২)

عَلَى حَلَاوَةِ الْقَفَا (গ্রীবার উপর সোজাসুজি শায়িত)। حَلَاوَةِ শব্দটির ح বর্ণে পেশ, যবর এবং যের দ্বারা পঠিত হয়। তবে পেশ দ্বারা পঠন অধিক শুদ্ধ। আর উহা হইল গ্রীবার মধ্যস্থল। ইহার অর্থ হইতেছে পার্শ্বদ্বয়ের কোন একদিকে ঝুকানো নহে। আর ইহাকে حَلَاوَاء (ح বর্ণে যবর এবং শেষে মদ্দসহ) এবং حُلَاوى (ح বর্ণে পেশ এবং মদ্দবিহীন)ও পাঠ করা যায়। আর আবূ উবায়দ (রহ.) حَلَاوَاء (মদ্দসহ)ও নকল করিয়াছেন। -(তাক: ৫:৫২)

مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ (তোমার এই মহান আগমন কিসের জন্য?) এই বাক্য ما শব্দটি تهويل (ভীতি প্রদর্শন, ভয়ঙ্কর করণ, ভীতি)-এর জন্য ব্যবহৃত। আর مجيئ ما দ্বারা مجيئ عظيم (ভয়ঙ্কর আগমন, বিরাট আগমন) মর্ম। আর ইহা مبتدا (উদ্দেশ্য) ইহার خبر (বিধেয়) হইল جاء بك অর্থাৎ بك مجيئ عظيم (তোমার এই মহান

আগমন, বিরাট আগমন) কিংবা مجيئ لامر عظيم جاء بك (তোমার এই আগমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার)। আর আল্লামা আবুল বাহর (রহ.) বলেন, এই শব্দটিকে مجيئ (তানভীন বিহীন همزه এর সহিত) পঠনে ما শব্দটি الاستفهام (প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, জানার ইচ্ছা)-এর জন্য ব্যবহৃত। বাক্যের অর্থ হইবে مجيئ اى شئ جاء بك (তোমার এই মহান আগমন কিসের জন্য?) অর্থাৎ جئت لماذا (কিসের জন্য তুমি আগমন করিয়াছ?) প্রথম ব্যাখ্যাই অধিক সুস্পষ্ট। -(তাকমিলা ৫:৫২)

بَادِئَ الرَّأْيِ (অবলীলাক্রমে)। অর্থাৎ কোন প্রকার চিন্তা-ফিকির ব্যতীত। আর بادئ শব্দটি همزه সহ এবং همزه ব্যতীত পাঠ করা জায়িয। همزه সহ بادئ الراى পঠনে অর্থ اول الراى (অবলীলাক্রমে) আর همزه বিহীন بادى الراى পঠনে অর্থ ظاهر الرأى অর্থাৎ انطلق اليه مسارعا الى قتله من غير فكر (তিনি কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করিয়া শিশুটিকে হত্যা করিতে দ্রুত তাহার গিকে গেলেন)। -(তাকমিলা ৫:৫৩)

فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (ইহাতে মূসা (আ.) খুব ঘাবড়াইয়া গেলেন)। অর্থাৎ دهش (কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন, বিস্ময়াভিভূত হইলেন)। আর الذعر হইল الدهش (কিংকর্তব্য বিমূঢ়তা, হতবুদ্ধিতা, বিস্ময়)। -(ঐ)

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى (আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন আমাদের ও মূসা (আ.)-এর উপর)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাব (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ দু'আ ও অনুরূপ পারলৌকিক বস্তুসমূহে অন্যের উপর নিজেকে অগ্রাধিকার দেওয়া মুস্তাহাব এবং পার্থিব বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে আদব হইতেছে অন্যকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া। -(তাকমিলা ৫:৫৩)

لَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ (কিন্তু তিনি খাযির (আ.)-এর সামনে লজ্জিত হইলেন)। ذَمَامَةٌ শব্দটি ذ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ استحياء (লজ্জিত হওয়া, লজ্জা পাওয়া, বাঁচিতে দেওয়া)। আর তাহা অত্যধিক বিরোধীতা করিবার কারণে। আর কেহ বলেন, ملامة (তিরস্কার, ভৎসনা, নিন্দা করার কারণে)। প্রথম অর্থই প্রসিদ্ধ। -(তাকমিলা ৫:৫৩)

أَهْلَ قَرْيَةٍ لِئَامًا (ইতরদের একটি জনপদে ...)। কতিপয় আলিম বলেন, মুসাফিরদের মেহমানদারী করা তাহাদের শরীআতে ওয়াজিব ছিল। অতঃপর তাহারা যখন এই ওয়াজিব তরক করিল তখন তাহারা তিরস্কারের উপযোগী হইল। অন্য একদল আলিম বলেন, খানা খাওয়ানো তাহাদের উপর যদিও ওয়াজিব ছিল না, তবে মেহমানদারী তো উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত বটে। ফলে ইতর ছাড়া ইহা হইতে নিষেধ করিতে পারে না। এই জন্যই তাহাদেরকে ইতরদের জনপদ বলা হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৫৪)

(৬০২৯) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

(৬০২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ ইসহাক (রাযি.) হইতে ইহার অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০৩০) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ {لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}.

(৬০৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... উবাই বিন কা'ব (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا এর স্থলে) لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا পড়িয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (আপনি চাহিলে ইহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন)। لَتَخِذْتَ শব্দটির ت বর্ণে যবর এবং তাশদীদ বিহীন আর خ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে باب سمع হইতে। আর ইহা اتّخذت অভিধান মতে। -(তাকমিলা ৫:৫৪)

(৬০৩১) حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِىُّ فِى صَاحِبِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْخَضِرُ. فَمَرَّ بِهِمَا أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِىُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ هَلُمَّ إِلَيْنَا فَإِنِّى قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِى هٰذَا فِى صَاحِبِ مُوسَى الَّذِى سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ أُبَىٌّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "بَيْنَمَا مُوسَى فِى مَلَإٍ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا. فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَى مُوسَى بَلْ عَبْدُنَا الْخَضِرُ قَالَ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَسِيرَ ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا. فَقَالَ فَتَى مُوسَى حِينَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِى. فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا. فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ فِى كِتَابِهِ". إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِى الْبَحْرِ.

(৬০৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস এবং হুর বিন কায়স বিন হিসন ফাযারী মূসা (আ.)-এর সাথী সম্বন্ধে বিতর্ক করিলেন। ইবন আব্বাস (রা.) বলিলেন, সাথীটি ছিলেন খাযির (আ.)। তারপর সেইখানে উবাই বিন কা'ব আনসারী (রাযি.) আসিলেন, ইবন আব্বাস (রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, হে আবূ তুফায়ল! (উবাই বিন কা'ব (রাযি.)-এর কুনিয়ত) আমাদের দিকে আসুন, আমি এবং সে বিতর্ক করিতেছি মূসা (আ.)-এর সাথীর ব্যাপারে, যাহার নিকট তিনি গিয়াছিলেন। আপনি কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কিছু শ্রবণ করিয়াছেন? উবাই বিন কা'ব (রাযি.) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, মূসা (আ.) বনূ ইসরাঈলের এক সমাবেশে কিছু বলিতেছিলেন, এমন সময় একজন লোক আসিয়া প্রশ্ন করিল, আপনার চাইতে বেশী জ্ঞানী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কি আপনার জানা আছে? মূসা (আ.) বলিলেন, না। তখন আল্লাহ ওহী পাঠাইলেন, বরং আমার বান্দা খাযির তোমার হইতে বেশী জানে। মূসা (আ.) খাযির (আ.)-এর সাক্ষাত লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। আল্লাহ তা'আলা মাছকে নিদর্শন হিসাবে ঠিক করিলেন এবং আদেশ করা হইল, যখন তুমি মাছটি হারাইয়া ফেলিবে, তখন ফিরিবে আর তাঁহার দেখাও পাইবে। মূসা (আ.) আল্লাহর ইচ্ছামত চলিলেন। অতঃপর তাঁহার সাথীকে বলিলেন, আমাদের নাশতা পরিবেশন কর। মূসা (আ.) নাশতা চাওয়ার সময় খাদেম বলিল, আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা যখন প্রস্তর খন্ডে আশ্রয় নিয়াছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শয়তান আমাকে এই কথা স্মরণ রাখিতে ভুলাইয়া দিয়াছিল। (মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করিয়া নিয়াছে)। তখন মূসা (আ.) নিজ খাদিমকে বলিলেন, আমরা তো এই স্থানটিই খুঁজিতেছিলাম। অতঃপর তাহারা নিজেদের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিলেন। -(সূরা কাহফ ৬৩-৬৪) এবং খাযির (আ.)কে পাইলেন। পরবর্তী ঘটনা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কিতাবে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন সেই মুতাবিক। তবে রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, 'তাঁহারা সমুদ্রগামী মাছের চিহ্ন অনুসরণ করিয়া ফিরিলেন'।

كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

অধ্যায় ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর ফযীলত

এই অধ্যায়ের হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আরম্ভ করিবার পূর্বে সাহাবীগণের সংজ্ঞা, তাঁহাদের ফযীলত এবং দ্বীনের মধ্যে তাঁহাদের মর্যাদার স্থান সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা, তিনিই তৌফিকদাতা।

১. সাহাবী (রাযি.)-এর সংজ্ঞা।

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে সাহাবী (রাযি.)-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলেন, من صحب النبى او رأه من المسلمين فهو من اصحابه (যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুহবত লাভ করিয়াছেন কিংবা মুসলমানগণের মধ্যে যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন। তিনিই তাঁহার আসহাব (তথা সাহাবীগণ (রাযি.)-এর মধ্যে গণ্য। আর অধিকাংশ মুহাক্‌কিক (রহ.) এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইহাতে সুহবত প্রমাণের জন্য দেখাকেই ভিত্তি করা হইয়াছে।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ৭:৪ পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর লিখিয়াছেন যে, এই দেখা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় দেখা মর্ম। তবে যেই ব্যক্তি তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) ওফাতের পর এবং দাফনের পূর্বে দেখিয়াছেন। প্রাধান্য মতে তিনি সাহাবী হিসাবে গণ্য হইবেন না।

২. ইসলামে সাহাবী (রাযি.)গণের মর্যাদার স্থান :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যে সাহাবায়ে কিরাম সৃষ্টির মধ্যে আম্বিয়া (আ.)-এর পর সর্বোত্তম। কোন ওলীর পক্ষেই তাঁহাদের মর্যাদার স্তরে পৌঁছা সম্ভব নহে। নিম্নোক্ত কুরআন ও সুন্নাহ ইহার পক্ষে সাক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ (আর যাহারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মধ্যে পুরাতন এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা সেই সকল লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর তাহাদের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে কানন কুঞ্জ, যাহার তলদেশ দিয়া প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। –সূরা তাওবা ১০০)। আর আল্লাহর সাক্ষ্য হইতে অপর কোন্ সাক্ষ্য অধিক বড় হইবে? কুরআনে কারীম সুস্পষ্ট বর্ণনা করিয়া দিয়াছে যে, সর্বপ্রথম হিজরতকারীগণের সকল ও আনসারগণের মধ্যে পুরাতন এবং সেই সকল লোক যাহারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করিয়াছে পরিপূর্ণভাবে তাহাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। ইহার সারমর্ম হইতেছে যে, এই ধরণের সাক্ষ্য আওলিয়া কিরামের কাহারও জন্য পাওয়া যায় না, চাই ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহিজগারীতে যেই স্তরে উন্নীত হউক না কেন?

৩. সাহাবায়ে কিরাম-এর মধ্যকার পরস্পরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব :

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আল-মাযরী (রহ.) বলেন, কতিপয় সাহাবাকে কতিপয় সাহাবা (রাযি.)-এর উপর ফযীলত দানের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। এক জামাআত বলেন, আমরা কাহারও উপর কাহাকেও ফযীলত দিব না; বরং ইহা হইতে বিরত থাকিব। আর জমহুরে উলামা ফযীলত দেওয়ার পক্ষে। অতঃপর তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। আহলে সুন্নত বলেন,তাঁহাদের মধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) উত্তম। খাত্তাবিয়ারা বলেন,তাঁহাদের মধ্যে উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) উত্তম। রাওয়ান্দিয়া দল

বলে, তাঁহাদের মধ্যে আব্বাস (রাযি.) উত্তম। আর শিয়ারা বলেন, হযরত আলী (রাযি.)। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত মতে তাঁহাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) সর্বোত্তম। অতঃপর হযরত উমর (রাযি.)। আর জমহুরে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত বলেন, অতঃপর হযরত উছমান (রাযি.), অতঃপর হযরত আলী (রাযি.)। আর কূফা বাসীদের মধ্যে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কতিপয় আলিম হযরত উছমান (রাযি.)-এর উপর হযরত আলী (রাযি.)কে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন। কিন্তু সহীহ ও প্রসিদ্ধ মতে হযরত আলী (রাযি.)-এর উপর হযরত উছমান (রাযি.)-এর অগ্রাধিকার হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৫৮-৬২ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬০৩২) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ قَالَ نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا".

(৬০৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, আবদ ইবন হুমায়দ আবদুল্লা ইবন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) ... আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা গুহায় থাকা অবস্থায় আমাদের মাথার উপর মুশরিকদের পা দেখিতে পাইলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহাদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তাহলে পায়ের নিচেই আমাদের দেখিতে পাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আবূ বকর! তুমি এই দুইজন সম্পর্কে কি মনে কর, যাঁহাদের সাথে তৃতীয়জন হিসাবে আল্লাহ তা'আলা রহিয়াছেন?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ (আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হইতে বর্ণিত)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে فضائل الصحابة অধ্যায়ে باب مناقب المهاجرين وفضلهم এবং باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينة এবং তাফসীরে সূরাতুল বারাআত-এ باب قول الله تعالى ثانى اثنين اذهما فى الغار এ আছে। অধিকন্তু তিরমিযী শরীফে تفسير سورة التوبة এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:৬৩)

وَنَحْنُ فِي الْغَارِ (আমরা গুহায় থাকা অবস্থায়)। অর্থাৎ ছাওর পাহাড়ের গুহায় যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন। আর এই গুহাটি হইতেছে পাহাড়ের চুড়ায় একটি প্রস্তর খন্ডের নীচে। উহার নীচের দিক দিয়া ব্যতীত উহাতে প্রবেশ করার উপায় নাই। তাই যদি কোন ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে পেটের উপর ভর দিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে হয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) যখন উহাতে আত্মগোপন করিলেন তখন তাহাদের উভয়ের অনুসন্ধানে মক্কাবাসীদের কতক আসিল। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) প্রস্তর খন্ডের নীচে খোলা পথ দিয়া তাহাদের পদসমূহ প্রত্যক্ষ করিলেন। প্রস্তর খণ্ডের নীচ দিয়া খোলা থাকা ব্যতীত তাহাদের পা সমূহ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না। -(তাকমিলা ৫:৬৩)

مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا (তুমি এই দুইজন সম্পর্কে কি মনে কর, যাঁহাদের সাথে তৃতীয়জন হিসাবে আল্লাহ তা'আলা রহিয়াছেন?) আর সহীহ বুখারী শরীফে الهجرة অধ্যায়ে মূসা বিন ইসমাঈল (রহ.)-এর বর্ণিত

হাদীছে আছে اسكت يا ابا بكر اثنان الله ثالثهما (হে আবূ বকর চুপ কর, দুইজন যাঁহাদের সহিত তৃতীয়জন আল্লাহ তা'আলা রহিয়াছেন)। আর ثالثهما (যাহাদের সহতি তৃতীয়জন)-এর অর্থ হইতেছে ناصرهما ومعينهما (এতদুভয়ের সাহায্যকারী এবং সহযোগিতাকারী) রহিয়াছেন। অন্যথায় জানা বিষয় যে, প্রত্যেক দুই জনের সহিত তৃতীয়জন আল্লাহ তা'আলা রহিয়াছেন। আর এই হাদীছে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মহৎ গুণের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, গুহার দরজাটি নিম্নদিকে এবং সংকীর্ণ ছিল। আল্লামা ওয়াকেদী (রহ.)-এর 'আস-সিয়ার' গ্রন্থে আছে যে, জনৈক ব্যক্তি সতর খুলিয়া পেশাব করিতে বসিয়াছিল। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে দেখিয়া ফেলিবে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, যদি আমাদেরকে দেখিত তাহা হইলে সে নিজ সতর খুলিত না। -(তাকমিলা ৫:৬৪)

(৬০৩৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ "عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ". فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَبَكَى فَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِى مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَامِ لَا تُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِى بَكْرٍ".

(৬০৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন জা'ফর বিন ইয়াহইয়া বিন খালিদ (রহ) ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর বসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর একজন বান্দা, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ইখতিয়ার দিয়াছেন যে, তাঁহাকে পার্থিব ধন-সম্পদ দেবেন, না আল্লাহর কাছে যাহা আছে, তাহা। অতএব এই বান্দা আল্লাহর কাছে যাহা রহিয়াছে, তাহা বাছিয়া নিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হউক। ইখতিয়ারপ্রাপ্ত এই বান্দাটি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই ব্যাপারে আবূ বকরই আমাদের সকলের হইতে জ্ঞানী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : আমার উপর সর্বাধিক অনুগ্রহ আবূ বকরের, সম্পদেও সঙ্গদানেও। আমি যদি কাউকে পরম বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আবূ বকর (রাযি.)কেই পরম বন্ধু করিতাম। এখন তো ইসলামী ভ্রাতৃত্বই আছে। মসজিদে যেন কাহারো দরজা না থাকে, শুধু আবূ বকরের দরজাই থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ (আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ আল-খুদরী (রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الصلاة অধ্যায়ে باب الخوخة والممر فى المسجد এবং فضائل الصحابة অধ্যায়ে باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سدوا الابواب الا باب ابى بكر এবং مناقب الانصار অধ্যায়ে باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينة এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে مناقب অধ্যায়ে باب مناقب ابى بكر صديق رضى الله عنه এ আছে। -(ঐ)

جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বরের উপর বসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) একাধিক রিওয়ায়ত উল্লেখ করিয়াছেন যাহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত রোগের সময়ে ছিল। -(তাকমিলা ৫:৬৪)

زَهْـرَةَالـدُّنْيَا (পার্থিব ধন-সম্পদ)। زَهْـرَةَالـدُّنْيَا দ্বারা মর্ম হইতেছে, দুনইয়ার নিয়ামত ও পার্থিব ধনসম্পদ প্রভৃতি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। তাই তিনি তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) বিচ্ছেদ, ওহী বন্ধ এবং অন্যান্য স্থায়ী কল্যাণসমূহ বন্ধ হইয়া যাওয়ার চিন্তায় কান্না করিলেন। -(তাকমিলা ৫:৬৫)

فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَبَكَى (এই কথা শ্রবণ করিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) কাঁদিতে লাগিলেন)। فعل টি দুইবার ব্যবহার করার দ্বারা অত্যধিক এবং দীর্ঘসময় কান্না করার ফায়দা দিয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৬৫)

لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا (তাহা হইলে আবূ বকর (রাযি.)কেই পরম বন্ধু করিতাম)। কিন্তু তিনি ইসলামী ভাই। অন্য রিওয়ায়তে আছে, কিন্তু তিনি আমার ভাই ও আমার সাথী। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথীকে (আমাকে) অন্তরঙ্গ বন্ধু করিয়াছেন। الخلة (বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা) শব্দের আভিধানিক অর্থ المودة البالغة (পরিপূর্ণ হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব)। আর কেহ বলেন, الخلة মূলতঃ সুহৃদকে কর্তন করিয়া স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত সুহৃদ্যতাকে এমনভাবে নির্ধারিত করা যাহার ফলে অন্তরে অন্য কাহারো ভালোবাসার স্থান না থাকে।

হাদীছের অর্থ হইতেছে, আল্লাহ তা'আলার মহব্বত তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) মধ্যে এমনভাবে স্থান নিয়াছে যে, তাঁহার অন্তরে অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবার স্থান নাই। যদি কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে আবূ বকর (রাযি.) হইতেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মানুষকে خليل (অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুহৃদ, প্রিয়তম) হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। এই কারণেই আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে তিনি তাঁহার ভাই এবং সঙ্গী নামকরণ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:৬৫-৬৬ সংক্ষিপ্ত)

لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ (মসজিদে যেন কাহারো দরজা না থাকে)। خَوْخَةٌ শব্দটি خ বর্ণে যবর দ্বারা অর্থ দুই বাড়ী কিংবা দুই ঘর প্রভৃতির মাঝখানের ছোট দরজা। লোকেরা নিজেদের ঘরসমূহ হইতে মসজিদে নববী-এর দিকে ছোট দরজা খুলিয়াছিলেন। যাহাতে যখন ইচ্ছা তখনই যেন সহজে মসজিদে প্রবেশ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উদ্দেশ্যে এই সকল দরজাসমূহ বন্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন যাহাতে মসজিদ লোকদের যাতায়াত রাস্তা না হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর দরজা ব্যতীত সকল দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়ার হুকুম জারী করিলেন।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেন, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ জীবনের নির্দেশ ছিল। আর তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) লোকদের ইমামত করিতেছিলেন। এই কারণেই তাঁহার দরজাটি ব্যতিক্রম করিয়া বহাল রাখিলেন। এক জামাআত আলিম উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খিলাফতের দিকে ইশারা ছিল। -(তাকমিলা ৫:৬৬-৬৭ সংক্ষিপ্ত)

(৬০৩৪) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ يَوْمًا. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

(৬০৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন ... এরপর মালিক (রাযি.)-এর অনুরূপ হাদীছই বর্ণনা করিলেন।

(৬০৩৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى

الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً".

(৬০৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার আল-আবদী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি যদি বন্ধু গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আবূ বকরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করিতাম। কিন্তু তিনি আমার ভাই এবং সাহাবী। আর তোমাদের সাথীকে আল্লাহ তা'আলা বন্ধু বানাইয়াছেন।

(৬০৩৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي أَحَدًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ".

(৬০৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমার উম্মতের মধ্য হইতে কাউকে যদি আমি বন্ধু বানাইতাম, তাহা হইলে আবূ বকরকেই বানাইতাম।

(৬০৩৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلاً".

(৬০৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি যদি কোন বন্ধু বানাইতাম তাহা হইলে আবূ কুহাফার পুত্রকেই বানাইতাম।

(৬০৩৮) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلاً وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ".

(৬০৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : পৃথিবীর কোন ব্যক্তিকে যদি আমি পরম বন্ধু বানাইতাম তাহা হইলে আবূ কুহাফার পুত্রকেই বানাইতাম; কিন্তু তোমাদের সাথী আল্লাহর পরম বন্ধু।

(৬০৩৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَلاَ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلٍّ مِنْ خِلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ".

(৬০৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম, ইবন আবূ উমার, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : জেনে রাখো! কাহারো সহিত আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব নাই, যদি এমন কোন বন্ধু বানাইতাম তাহা হইলে আবূ বকরকেই বানাইতাম। আর তোমাদের সাথী আল্লাহর পরম বন্ধু।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلٍّ مِنْ خِلِّهِ (কাহারো সহিত আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব নাই)। خل ও خله শব্দদ্বয়ের উভয় خ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। প্রথম خِل শব্দের خ বর্ণে যের দ্বারা পঠন মুত্তাফিক আলাইহি। আর الخِلّ অর্থ الخليل (সুহৃত, অন্তরঙ্গ, প্রিয়তম)। আর হাদীছের শব্দ من خلـه ও خ বর্ণে যের দ্বারা সকল রিওয়ায়তে এবং সকল নুসখায় রহিয়াছে। ইহার অর্থ المخالّة والصداقة (খাঁটি বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা) উহ্য বাক্যটি হইতেছে انى ابرأ الى كل خليل من مخالّة (কাহারও (কোন মানুষের) সহিত আমার খাঁটি বন্ধুত্ব নাই) -(তাকমিলা ৫:৬৭)

(৬০৪০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَىُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ "عَائِشَةُ". قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ "أَبُوهَا". قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ "عُمَرُ". فَعَدَّ رِجَالًا.

(৬০৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আমর বিন আস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে যাতুস-সালাসিলের সৈন্যবাহিনীর সহিত পাঠাইলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে? তিনি বলিলেন, আয়িশা। আমি বলিলাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বলিলেন, আয়িশার পিতা। আমি বলিলাম, এরপর? তিনি বলিলেন : উমর। এরপর তিনি আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (যাতুস-সালাসিলের সৈন্যবাহিনীর সহিত ...)। سلاسل শব্দটির س বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত سلسلة (শিকলের মত সংযুক্ত করা, শিকল দিয়া বাধা, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, ক্রমানুসারে সাজানো)। এর বহুবচন। কেহ বলেন, এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, মুশরিকরা পলায়নের জন্য পরস্পরের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। আর কেহ বলেন, তথায় পানি ছিল যাহাকে السلسلُ (সুপেয় পানি, সুমিষ্ট পানি, ঠান্ডা পানি, কোমল পানীয়) বলা হইত। ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) নকল করিয়াছেন যে, ইহা ওয়াদিউল কুরা-এর পিছনে ছিল। এই স্থান এবং মদীনার মধ্যবর্তী দশ দিনের রাস্তা। এই গজুয়াটি হিজরী ৭ম সনে সংঘটিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ইবনুল আসাকির (রহ.) নকল করিয়াছেন যে, ইহা সর্বসম্মত মতে গযুয়া মাওতা-এর পরে সংঘটিত হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৫:৭০)

(৬০৪১) وَحَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِى عُمَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ قَالَتْ أَبُو بَكْرٍ. فَقِيلَ لَهَا ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ عُمَرُ. ثُمَّ قِيلَ لَهَا مَنْ بَعْدَ عُمَرَ قَالَتْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هٰذَا.

(৬০৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আবূ মুলায়কা (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি

আয়িশা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কাউকে খলীফা বানাইতেন তাহা হইলে কাহাকে বানাইতেন? আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, আবূ বকর (রাযি.)কে। প্রশ্ন করা হইল, আবূ বকরের পর কাহাকে? বলিলেন, উমর (রাযি.)কে। প্রশ্ন করা হইল, উমরের পর কাহাকে? তিনি বলিলেন, আবূ উবায়দা বিন জার্‌রাহকে। এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি শেষ করিলেন।

(৬০৪২) حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ قَالَ أَبِي كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ. قَالَ "فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ".

(৬০৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আব্বাদ বিন মূসা (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন জুবায়র বিন মুত‘ইম (রাযি.) হইতে, তিনি তাহার পিতা জুবায়র বিন মুত‘ইম (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অন্য সময় আসার জন্য বলিলেন। মহিলাটি বলিল, যদি আমি আসিয়া আপনাকে আর না পাই তাহা হইলে? আমার পিতা বলিলেন, মহিলাটি হয়তো ওফাতের ব্যাপারে বলিয়াছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যদি আমাকে না পাও তাহা হইলে আবূ বকর-এর কাছে আসিও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ (মুহাম্মদ বিন জুবায়র বিন মুত‘ইম (রাযি.) হইতে, তিনি তাহার পিতা জুবায়র বিন মুত‘ইম (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে فضائل الصحابة অধ্যায়ে باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا অধ্যায়ে এবং الاعتصام এবং باب الاستخلاف অধ্যায়ে الاحكام এবং باب مناقب ابى بكر و عمر অধ্যায়ে المناقب আছে। অধিকন্তু তিরমিযী শরীফে الاحكام التى تعرف بالدلائل এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৭১) رضى الله عنهما এ আছে।

قَالَ أَبِي كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ (আমার পিতা বলিলেন, মহিলাটি হয়তো ওফাতের ব্যাপারে বলিয়াছিলেন)। ইহার প্রবক্তা মুহাম্মদ বিন জুবায়র বিন মুত‘ইম (রহ.)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে, আমার পিতা জুবায়র বিন মুত‘ইম (রাযি.) মহিলার উক্তি فان لم اجدك (যদি আমি আসিয়া আপনাকে আর না পাই তবে?)-এর তাফসীর করিয়াছেন। অর্থাৎ মহিলাটির উদ্দেশ্য হইতেছে যে, সে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পরে আসে তখন কাহার কাছে যাইবে? -(তাকমিলা ৫:৭১)

فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ (তাহা হইলে আবূ বকর-এর কাছে আসিও)। এই হাদীছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) খিলাফতের দায়িত্বে নিয়োজিত হইবেন। ইহা দ্বারা শিয়াদের অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। -(তাকমিলা ৫:৭১ সংক্ষিপ্ত)

(৬০৪৩) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى.

(৬০৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন জুবায়র বিন মুতইম (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা জুবায়র বিন মুতইম তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে কিছু বলিলে তিনি স্ত্রীলোকটিকে ... আব্বাদ বিন মূসা (রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ নির্দেশ দিলেন।

(৬০৪৪) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ " ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى . وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ " .

(৬০৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার রোগ শয্যায় বলিলেন, তোমার আব্বা ও ভাইকে তুমি ডাক। আমি একটা পত্র লিখিয়া দেই। কেননা, আমি ভয় করিতেছি যে, কোন আশা পোষণকারী আশা করিবে, আর কেউ বলিবে, আমিই শ্রেষ্ঠ। অথচ আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ছাড়া অন্য কাহাকে আল্লাহ তা'আলা অস্বীকার করেন এবং মুসলমানরাও অস্বীকার করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ (আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ছাড়া অন্য কাহাকে আল্লাহ তা'আলা অস্বীকার করেন এবং মুসলমানরাও অস্বীকার করে)। ইহা সুস্পষ্ট দলীল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খেলাফতই কামনা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সরাসরি না দিয়া মুসলমানদের পরামর্শের মাধ্যমে নিয়োগের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আর ইহাও জানা গেল যে, মুসলমানগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ব্যতীত আর কাহারও প্রতি ঐকমত্য পোষণ করিবেন না। -(তাকমিলা ৫:৭২)

(৬০৪৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا . قَالَ " فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا . قَالَ " فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا . قَالَ " فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(৬০৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ উমর মাক্কী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে সিয়াম পালনকারী? আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ একটা জানাযাকে অনুসরণ করিয়াছ? আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : তোমাদের মধ্যে কে একজন মিসকীনকে আজ আহার করাইয়াছ? আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ একজন রোগীকে দেখিতে গিয়াছ? আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, আমি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যাহার মাঝে এই কাজগুলোর সমাবেশ ঘটিয়াছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফের الزكاة অধ্যায়ে باب من جمع الصدقة واعمال البر এর মধ্যে আছে। ব্যাখ্যা (হাদীছ নং ২২৬৪ সহীহ মুসলিম বাংলা ১০ খন্ডে দ্রষ্টব্য)

(৬০৪৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا

وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ". فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ. تَعَجُّبًا وَفَزَعًا أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي". فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ".

(৬০৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি পিঠে বোঝা দিয়া একটি গভীকে হাঁকাইতেছিল। গাভীটি লোকটির দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল, আমাকে তো এইজন্য সৃষ্টি করা হয় নাই, আমার সৃষ্টি তো হাল-চাষ করার জন্য। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত ও ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, সুবহানাল্লাহ! গাভী কথা বলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : ইহা আমি বিশ্বাস করি এবং আবূ বকর, উমর (রাযি.)ও বিশ্বাস করে। আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন এক রাখাল ছাগল চরাইতেছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে আসিয়া একটি ছাগল নিয়া গেল, রাখাল নেকড়ে হইতে ছাগলটিকে মুক্ত করিল। তখন নেকড়ে রাখালটির দিকে তাকাইয়া বলিল, যেই দিন আমি ছাড়া আর কোন রাখাল থাকিবে না, সেই দিন বকরীগুলোকে কে রক্ষা করিবে? লোকেরা বলিয়া উঠিল, সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : আমি, আবূ বকর ও উমর এ ব্যাপারটি বিশ্বাস করি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ (তাঁহারা উভয়ে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الحرث والمزارعة অধ্যায়ে باب استعمال البقر للحراثة এবং الانبياء অধ্যায়ে باب ما ذكر عن بنى اسرائيل এবং فضائل الصحابة অধ্যায়ে باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا এবং باب مناقب عمر رض এর মধ্যে আছে। আর তিরমিযী শরীফে المناقب অধ্যায়ে باب مناقب ابى بكر وعمر رض এবং باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:৭৪)

فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا (অতঃপর সে বলিল, আমাকে তো এইজন্য সৃষ্টি করা হয় নাই)। অর্থাৎ للحمل (পরিবহনের জন্য, বাহনের জন্য, বোঝা উত্তোলনের জন্য)। প্রকাশ্য যে, গাভিটি অলৌকিকভাবে (স্বভাবের বিপরীতে) কথা বলিয়াছিল। -(তাকমিলা ৫:৭৪)

أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ (গাভী কথা বলে?) তাঁহারা (সাহাবীগণ) এই কথাটি আশ্চর্য ও বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন। সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে নহে (নাউযু বিল্লাহ)। -(তাকমিলা ৫:৭৪)

فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (ইহা আমি বিশ্বাস করি এবং আবূ বকর, উমর (রাযি.)ও বিশ্বাস করে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ৬:৫১৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, ইহা এই মর্মের উপর প্রয়োগ হইবে যে, এই হাদীছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে তাহাদের উভয়ের কাছে বর্ণনা করা হইলে তাহারা উভয়ে সত্যায়ন করিবেন। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, প্রকাশ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়ের উপর বিশ্বস্ততায় এই ইরশাদ করিয়াছেন। কেননা, তিনি তাহাদের ঈমানী শক্তির বিষয়টি জানিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই ঘটনাটি তাহারা উভয়ে শ্রবণের পর বিস্ময় প্রকাশ করিতেন না। ইহা দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের ফযীলত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। -(তাকমিলা ৫:৭৪)

مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ الخ (যেই দিন আমি ছাড়া আর কোন রাখাল থাকিবে না, সেই দিন বকরীগুলোকে কে রক্ষা করিবে?) অধিকাংশ মুহাদ্দিছগণের মতে السبع শব্দের ب বর্ণে পেশ দ্বারা গঠিত। তখন يوم السبع দ্বারা মর্ম হইল يوم تغلب فيه السباع على الغنم (যেই দিন নেকড়ে বকরীর উপর জয়ী হইবে) আর আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, এই স্থানে السبع দ্বারা الاسد (সিংহ, কেশরী, পশুরাজ) মর্ম। ইহার অর্থ হইল যখন সিংহ তোমার বকরীর উপর আঘাত করিবে তখন তুমি তাহার হইতে পলায়ন করিবে আর আমিই পিছনে থাকিব। ফলে আমি ছাড়া আর কোন রাখাল থাকিবে না। আর আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ السبع শব্দের ب বর্ণে সাকিনসহ সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহার তাফসীর 'কিয়ামত দিবস' দ্বারা করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থে সহীহ অর্থ প্রকাশিত হয় না। কেননা, নেকড়ে কিভাবে কিয়ামতের দিবসে বকরীর রাখাল হইবে? আর কেহ বলেন, السبع শব্দটির ب বর্ণে সাকিনসহ পঠনে ঈদের দিনের নাম। জাহিলী যুগের লোকেরা সেই দিন খেলা-তামাশায় মশগুল হইত। ফলে রাখাল তাহার বকরী হইতে অমনোযোগী হইয়া পড়িত। ফলে নেকড়ে বকরী নিতে সামর্থ্য হইত। -(তাকমিলা ৫:৭৪-৭৫)

لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي (আমাকে ছাড়া আর কোন রাখাল থাকিবে না)। বকরী নিতে সক্ষমতা লাভ করায় অতিশয়োক্তি প্রকাশে ইহা বলা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৭৪-৭৫)

(৬০৪৭) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. قِصَّةَ الشَّاةِ وَالذِّئْبِ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ.

(৬০৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লাইছ (রহ.) এ সনদেই এ হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে রাখাল ও ছাগলের কাহিনী রহিয়াছে, কিন্তু গাভীর বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন নাই।

(৬০৪৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِي حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا وَقَالَا فِي حَدِيثِهِمَا "فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ". وَمَا هُمَا ثَمَّ.

(৬০৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যুহরী (রহ.) সূত্রে ইউনুস বর্ণিত হাদীছের সমর্থনে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের হাদীছে একই সাথে গাভী ও ছাগলের কাহিনী রহিয়াছে। তাহাদের দুইজনের বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : এ ব্যাপারটি আমি, আবূ বকর ও উমার বিশ্বাস করি। তাঁহারা দুইজন তখন সামনে ছিলেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَمَا هُمَا ثَمَّ (তাঁহারা দুইজন তখন সামনে ছিলেন না)। অর্থাৎ لم يكونا حاضرين هناك (তাহারা দুইজন তখন সামনে ছিলেন না)। ইহা ইরশাদ করিয়া সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের উভয়ের উপর বিশ্বস্ত ছিলেন। এমনকি তাহাদের অনুপস্থিতিতেও। -(তাকমিলা ৫:৭৬)

(৬০৪৯) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(৬০৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না, ইবন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত উমর (রাযি.)-এর ফযীলত-এর বিবরণ

(৬০৫০) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ". فَإِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَوْ لأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا.

(৬০৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আল-আশ'আসী, আবুর রবী' আল-আতাকী ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাযি.)কে তাঁহার খাটিয়ায় রাখা হইলে লোকেরা তাঁহার পাশে জমা হইয়া দু'আ, প্রশংসা ও রহম কামনা করিতেছিল, তখনও তাঁহার জানাযা হয় নাই। আমিও লোকদের সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি পেছন হইতে আমার কাঁধে হাত রাখিলে আমি ভয় পাইলাম। ফিরিয়া দেখি আলী (রাযি.)। তিনি বলিলেন, আল্লাহ উমর (রাযি.)-এর উপর রহম করুন। তারপর উমরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে উমর! আপনি আপনার চাইতে বেশী প্রিয় কোন ব্যক্তি রাখিয়া যান নাই যাহার আমল এমন যে, তাহার মত আমল নিয়া আমি আল্লাহর সাথে মিলিত হইতে পছন্দ করি। আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার দুই সাথীর সঙ্গেই রাখিবেন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমি, আবূ বকর ও উমর আসিয়াছি; প্রবেশ করিয়াছি আমি, আবূ বকর ও উমর; বাহিরও হইয়াছি আমি, আবূ বকর ও উমর। এ জন্যে আমার দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ আপনাকে তাঁহাদের সাথেই রাখিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ (ইবন আব্বাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে فضائل الصحابة অধ্যায়ে باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا এবং باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:৭৬)

عَلَى سَرِيرِهِ(তাঁহার খাটিয়ার উপর)। অর্থাৎ হযরত উমর (রাযি.)-এর ওফাতের পর। আর এই স্থানে السرير (খাটিয়া) দ্বারা অর্থ হইতেছে النعش (মৃতদেহ বহনের খাট, কফিন, শবাধার)। -(তাকমিলা ৫:৭৬)

فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ (লোকেরা তাঁহার পাশে জমা হইয়া)। অর্থাৎ লোকেরা তাঁহার চারিপাশ বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ...) الاكناف হইল النّواحى (দিকসমূহ, অঞ্চলসমূহ, এলাকাসমূহ)। -(তাকমিলা ৫:৭৬)

فَلَمْ يَرُعْنِي (আমি ভয় পাইলাম)। يَرُعْنِي শব্দটির ى বর্ণ যবর ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে الروع (ভয়, ভীতি, শঙ্কা, ডর, আতঙ্ক, যুদ্ধ) হইতে নিসৃত। অর্থাৎ আমি আতঙ্কিত হইলাম না। তবে ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে انه راه بغتة (তিনি তাহাকে আকস্মিকভাবে দেখিতে পাইলেন)। -(তাকমিলা ৫:৭৭)

مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا الخ (আপনি আপনার চাইতে বেশী আমলদার কোন ব্যক্তি রাখিয়া যান নাই ...)। অর্থাৎ ما تركت بعدك رجلا اغبطه في عمله اكثر منك واحب ان القى الله بمثل عمله (আপনি আপনার চাইতে বেশী আমলদার কোন ব্যক্তি রাখিয়া যান নাই যাহার আমল এমন হয় যে, তাহার মত আমল নিয়া আমি আল্লাহ তা'আলার সহিত মিলিত হইতে পছন্দ করি)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, হযরত আলী (রাযি.)-এর এই কথাটি দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর যুগে হযরত উমর (রাযি.) হইতে উত্তম আমলকারী আর কেহ ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। -(তাকমিলা ৫:৭৭)

أَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ (আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার দুই সাথীর সঙ্গেই রাখিবেন)। দুই সাথী দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে মর্ম নিয়াছেন। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে, ইহা দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য দুই সাথীর পাশে তাঁহাকে দাফন করানো হইবে। ইহা তাঁহার ধারণা মতেই হইয়াছে। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, তিনি ইহা দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ওফাতের পর তিনি জান্নাতে প্রবেশ ও অন্যান্য ব্যাপারে তাঁহার দুই সাথীর সাহচর্য লাভ হইবে। -(ঐ)

(৬০৫১) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(৬০৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রাযি.) তিনি ... উমর বিন সাঈদ (রাযি.) হইতে একই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৬০৫২) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذٰلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ". قَالُوا مَاذَا أَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ "الدِّينَ".

(৬০৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মুযাহির ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি ঘুমাইতেছিলাম, দেখি আমার সামনে লোকদের আনা হইতেছে, ইহাদের পরনে জামা। কাহারও জামা বুক পর্যন্ত কাহারও বা ইহার নীচে। উমর (রাযি.)কে আনা হইল তাঁহার গায়ের জামাটির ঝুল মাটিতে গিয়া ঠেকিয়াছিল। সাহাবাগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ইহার ব্যাখ্যা কি করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : দীন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الايمان অধ্যায়ে باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال এবং فضائل الصحابة অধ্যায়ে باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه এ باب جر القميص في المنام এবং باب القميص في المنام এবং التعبير অধ্যায়ে আছে। আর তিরমিযী শরীফে الرويا অধ্যায়ে এবং নাসাঈ শরীফে الايمان অধ্যায়ে باب زيادة الايمان এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৭৮)

مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ (কাহারও জামা বুক পর্যন্ত)। الثُّدِيَّ শব্দটির ث বর্ণে পেশ د বর্ণে যের ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা ثدى (স্তন, ওলান)-এর বহুবচন। ইহার অর্থ হইল অত্যধিক খাট জামা। ফলে গলা হইতে নাভী পর্যন্ত পৌঁছে না; বরং ইহার উপর পর্যন্ত। ومنها ما يبلغ دون ذلك (কাহারও বা ইহার নীচে)। সম্ভবত دون দ্বারা নীচের মর্ম বুঝানো উদ্দেশ্য। ইহাই প্রকাশ্য। ফলে ইহা একটু লম্বা হইবে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে, উপরের দিকে মর্ম বুঝানো উদ্দেশ্য। তাহা হইলে আরও খাট হইবে। তবে হাকিম তিরমিযী রিওয়ায়ত দ্বারা প্রথম অর্থের তায়ীদ হয়। তিরমিযী (রহ.) অন্য সূত্রে রিওয়ায়ত করেন : فمنهم من كان قميصه الى سرته ومنهم من كان قميصه الى ركبته۔ ومنهم من كان قميصه الى انصاف ساقيه (তাহাদের মধ্যে কাহারও জামা নাভী পর্যন্ত আর কাহারও জামা হাটুদ্বয় পর্যন্ত আর কাহারও জামা ছিল অর্ধেক নলা (জঙ্ঘা, জাং) পর্যন্ত। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১২:৩৯৫ পৃষ্ঠায় অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। -(ঐ)

وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ (তাঁহার (উমর রাযি.)-এর গায়ের জামাটির ঝুল মাটিতে গিয়া ঠেকিয়াছিল)। অর্থাৎ তাহার জামাটি এত লম্বা ছিল যে, উহা টাখনার নীচ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। আর অনুরূপ উদাহরণ শরীআতে নিদ্রিত অবস্থায় দর্শনে প্রসংশিত হয়, কিন্তু সজাগ অবস্থায় নিন্দনীয়। কেননা, টাখনার নীচ পর্যন্ত জামা পরিধান করা পুরুষদের জন্য হাদীছ শরীফে শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৭৮)

قَالُوا مَاذَا أَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ (সাহাবাগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ইহার ব্যাখ্যা কি করেন?) হাকীম তিরমিযী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে জিজ্ঞাসাকারী হইলেন : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)। -(তাকমিলা ৫:৭৮)

قَالَ الدِّينَ (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) ইরশাদ করিলেন, দীন)। উলামায়ে কিরাম বলেন, জামার ব্যাখ্যা দীন দ্বারা করিবার কারণ হইতেছে যে, জামা দুনইয়াতে সতর ঢাকিয়া রাখে আর দ্বীন আখিরাতে সতর ঢাকিয়া রাখে আর দ্বীন সকল প্রকার অপছন্দনীয় বস্তু হইতে পর্দা করিয়া রাখিবে। ইহার মূল হইল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ (এবং পরহেযগারীর পোশাক, ইহা সর্বোত্তম। –সূরা আরাফ- ২৬)। আর আরবীগণ সম্মান-মর্যাদাকে জামা দ্বারা পরোক্ষভাবে বুঝাইয়া থাকে। ইহা হইতেই হযরত উছমান (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ ان الله سيلبسك فلا تخلعه (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমাকে জামা পরাইবেন। কাজেই ইহা খুলিও না)। আহমদ, তিরমিযী ও ইবন মাজা নকল করিয়াছেন। ইবন হাব্বান (রহ.) ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:৭৯ সংক্ষিপ্ত)

(৬০৫৩) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ". قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "الْعِلْمَ".

(৬০৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর বিন খাত্তাব তাঁহার পিতা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি ঘুমাইতেছি, দেখিলাম দুধ ভর্তি একটি পেয়ালা আনা হইল। আমি তাহা থেকে পান করিলাম এবং আমার মুখে তৃপ্তি ও সজীবতা ফুটিয়া উঠিল। এরপর যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহা উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহার ব্যাখ্যা কি? তিনি বলিলেন, 'ইল্‌ম'।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِيهِ (তাঁহার পিতা হইতে)। অর্থাৎ ইবন উমর (রাযি.) হইতে। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে العلم অধ্যায়ে باب التعبير এবং باب مناقب عمر رضى الله عنه অধ্যায়ে فضائل الصحابة এবং باب فضل العلم এ باب القدم فى النوم ৰবং باب اذا اعطى فضله غيره فى النوم ৰবং باب اذا جرى اللبن فى اطرافه اظاقيره এবং اللبن আছে। আর তিরমিযী শরীফে الرؤيا অধ্যায়ে باب فى رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৮০)

حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي (অবশেষে আমার মুখে তৃপ্তি ও সজীবতা ফুটিয়া উঠিল)। أرى শব্দটির همزه বর্ণে যবর এবং যের দ্বারা পঠন জায়িয। الرّى শব্দটির ر বর্ণে যের এবং ى বর্ণে তাশদীদ দ্বারা يروى - روى হইতে السقى (তৃষ্ণা নিবারণ) অর্থে ব্যবহৃত। আর رؤية الرى বাক্যটি الاستعارة (রূপক ব্যবহার) পদ্ধতি ব্যবহৃত। তৃষ্ণা নিবারণে তৃপ্তিকে যেন দেহ রূপ দেওয়া হইয়াছে তাই দেহে বৈশিষ্ট্যের দিকে সম্বন্ধ করা হইয়াছে। আর তাহা হইল তৃপ্ত হওয়া। আর হাদীছের শব্দ ارى শব্দটি مضارع এর সীগা লওয়া হইয়াছে অথচ অতীতের ঘটনা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা বর্তমানে উপস্থিতির রূপ দেওয়াই উদ্দেশ্য। -(তাকমিলা ৫:৮০)

قَالَ الْعِلْمَ (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা'বীর করিলেন, ইল্‌ম)। ইল্‌ম দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার কারণ হইতেছে যে, দুধ এবং ইলম উভয়টি বিবিধ উপকার প্রদানের ক্ষেত্রে শরীক রহিয়াছে। উভয়টিই উপকারিতার কারণ হয়। সুতরাং দুধ শারীরিক খাদ্যের জন্য এবং ইলম আধ্যাত্মিক (নৈতিক) রসদের জন্য। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই স্থানে 'ইলম' দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিতাব এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুতাবিক লোকদের পরিচালনা করা। আর এই বিষয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর তুলনায় হযরত উমর (রাযি.) কর্তৃক লোকদের পরিচালনা করিবার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আর হযরত উছমান (রাযি.)-এর তুলনা তাঁহার প্রতি লোকদের আনুগত্যে ঐকমত্য ছিল। -(তাকমিলা ৫:৮০)

(৬০৫৪) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

(৬০৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, হুলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... সালিহ (রাযি.) হইতে ইউনুসের সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০৫৫) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفٌ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ".

(৬০৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমি ঘুমের মধ্যে দেখিলাম একটি কূপ, ইহাতে একটি বালতি। আমি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মতো পানি তুলিলাম। এরপর আবূ কুহাফার পুত্র বালতি হাতে নিল এবং এক বা দুই বালতি পানি তুলিল। তাঁহার উত্তোলনে দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর

বালতিটি এইবার বড় হইয়া গেল। ইবন খাত্তাব সেইটি নিল। আমি উমর ইবন খাত্তাবের মতো পারদর্শী পানি উত্তোলনকারী আর কাউকে দেখি নাই। তখন লোকেরা নিজেদের উটগুলিকে পানি পান করাইয়া বিশ্রামের স্থানে নিয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا এবং التعبير অধ্যায়ে باب نزع الماء من البئر এবং باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف এবং باب الاستراحة فى এবং المنام এবং التوحيد অধ্যায়ে باب المشيئة والارادة وما تشاءون الا ان يشاء الله এর মধ্যে আছে। -(ঐ)

عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ (একটি কূপ, ইহাতে একটি বালতি)। القليب হইল অসংকুচিত কূপ। আর কতিপয় রিওয়ায়তে بئر (কূপ) আর কতিপয় রিওয়ায়তে حوض (পানির হাউজ, জলাধার, জলাশয়, চৌবাচ্চা, পুকুর) বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের অর্থ কাছাকাছি। আর কখনও একটি অপরটির অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর الدلو (বালতি) অর্থ প্রসিদ্ধ مذكر ও مؤنث উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর الذنوب শব্দটির ذ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ دلو مملوءة (ভরা বালতি)। আর الغرب শব্দটির غ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ الدلو العظيمة (বড় বালতি)। -(ঐ)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই স্বপ্নটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর (রাযি.)-এর খিলাফত এবং উত্তম চরিত্রের একটি উদাহরণ। আর এই সকলই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকত এবং সুহবত-এর প্রভাব ছিল। প্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়াছেন। আর লোকেরা দলে দলে ইসলামে দাখিল হইতে থাকেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাত হইয়া যান এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) খলীফা হইলেন এবং দুই বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। আর ইহাই মর্ম এক বালতি কিংবা দুই বালতি দ্বারা। আর ইহা বর্ণনাকারীর সন্দেহ। সহীহ হইল দুই বালতি। যেমন পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে। তাঁহার খিলাফত যুগে মুরতাদদের হত্যা করা হয় এবং তাহাদের মূল উৎপাটন করা হয়। আর ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভ করে। অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) খলীফা নিযুক্ত হন। তাঁহার খেলাফত যুগে ইসলাম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। আর যে বলা হইয়াছে فى نزعه ضعف والله يغفر له (তাঁহার উত্তোলনে দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ক্ষমা করুন) ইহা দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে খাট এবং হযরত উমর (রাযি.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য নহে; বরং খেলাফতের সময়কাল এবং কার্যকারিতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। হযরত উমর (রাযি.)-এর মধ্যে এই যোগ্যতা যথাযথ ছিল।

وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ (আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ক্ষমা করুন)। বাক্যটি সম্পর্কে সহীহ মুসলিম শরীফে সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই কথাটি মুসলমানগণ অনুরূপ ক্ষেত্রে বুঝিয়া থাকেন, যেন افعل كذا والله يغفر لك (অনুরূপ কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করুন) ইহা তাহাকে খাট করিবার জন্য ব্যবহৃত নহে। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত হইবেন। তাহার পর হযরত উমর (রাযি.)। -(নওয়াভী ২:২৭৫ সংক্ষিপ্ত)

ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا (অতঃপর বালতিটি এইবার বড় হইয়া গেল)। অর্থাৎ ছোট বালতিটি বড় বালতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। -(তাকমিলা ৫:৮১)

(৬০৫৬) حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ صَالِحٍ بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

(৬০৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... সালিহ (রহ.) হইতে ইউনুস (রহ.)-এর সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০৫৭) حَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ الأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ يَنْزِعُ". بِنَحْوِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

(৬০৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : ইবন আবূ কুহাফাকে পানি তুলিতে দেখিয়াছি ... পরবর্তী অংশ যুহরী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

(৬০৫৮) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرَوِّحَنِي فَنَزَعَ دَلْوَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ أَقْوَى مِنْهُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ مَلآنُ يَتَفَجَّرُ".

(৬০৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুর রহমান বিন ওয়াহব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : ঘুমের মধ্যে আমি দেখিলাম, আমার হাউয হইতে পানি উত্তোলন করিতেছি। আর লোকদের পানি দিতেছি। আবূ বকর আসিয়া আমাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়ার জন্য আমার হাত হইতে বালতি নিয়া দুই বালতি পানি উঠাইলেন এবং তাঁহার উত্তোলনে দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইবন খাত্তাব আসিয়া তাহার হাত হইতে বালতি নিলেন। তাহার থেকে অধিক শক্তিশালী উত্তোলনকারী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। লোকেরা তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া গেল আর তখন হাউয পরিপূর্ণ প্রবাহিত ছিল।

(৬০৫৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أُرِيتُ كَأَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقَى فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا الْعَطَنَ".

(৬০৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন ভোরে বালতি দ্বারা একটি কূয়া হইতে পানি উঠাইতেছি। তখন আবূ বকর আসিয়া এক বালতি বা দুই বালতি তুলিলেন। তাঁহার উত্তোলনে ছিল দুর্বলভাব। আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর উমর আসিয়া পানি তুলিতে শুরু করিলেন। আর বালতিটি বিরাট আকার ধারণ করিল। লোকদের মাঝে এত বড় সবল জওয়ান আমি আর দেখি নাই যে, তাহার মত কাজ করে। এমনকি লোকেরা তৃপ্তি লাভ করিল এবং সেইখানে উটশালা বানাইয়া ফেলিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الفضائل অধ্যায়ে فضائل اصحاب النبى এবং باب علامات النبوة فى الاسلام অধ্যায়ে الانبياء এবং باب مناقب عمر التعبير এবং باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لوكنت متخذا خليلا অধ্যায়ে صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে باب نزع الذنوب والذنوبين এ আছে। অধিকন্তু তিরমিযী শরীফে الرؤيا অধ্যায়েও باب نزع الماء من البئر এবং আছে। -(তাকমিলা ৫:৮৩)

بِدَلْوِ بَكْرَةٍ (লটকানো বালতি নিয়া ...)। بَكْرَةٍ শব্দটির ب এবং ك বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে الخشبة المستديرة التى يعلق فيها الدلو (বৃত্তাকার কাষ্ঠখন্ড যাহাতে বালতি লটকাইয়া রাখা হয়)। আর بكرة শব্দটির ك বর্ণে সাকিনসহ পঠনও জায়িয। অর্থ الشابة من الابل (বাচ্চা উট, উট সাবক)। আর মর্ম হইতেছে যে, সেই বালতি যাহা দ্বারা উটের বাচ্চাকে পানি পান করানো হয়। -(তাকমিলা ৫:৮৩)

يَفْرِى فَرْيَهُ (তাহার মত কাজ করে)। অর্থাৎ يقطع قطعة (সে পাড়ি দেওয়ার মত পাড়ি দিল)। আর الفرى শব্দটি মূলত কোন বস্তুকে সংশোধনের জন্য কর্তন করা। কেহ যদি কোন কাজকে দক্ষতার সহিত সম্পাদন করে তাহা হইলে আরবীগণ تركته يفرى الفرى বলিয়া থাকে। আর এই স্থানে ইহাই মর্ম। আর الفرى শব্দটির ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত তবে ر বর্ণে সাকিন ও ى বর্ণে তাশদীদবিহীন الولى এর ওযনে পঠনও জায়িয। ইহাতে দুইটি সহীহ পরিভাষা রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৮৩)

(৬০৬০) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنهما بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৬০৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ তাঁহার পিতা (রাযি.) হইতে আবূ বকর ও উমর (রাযি.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্ন তাঁহাদের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০৬১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَا جَابِرًا يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا أَوْ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ". فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ أَىْ رَسُولَ اللّٰهِ أَوَعَلَيْكَ يُغَارُ-

(৬০৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করিলাম, ওখানে একটি বাড়ি বা প্রাসাদ দেখিলাম। বলিলাম, ইহা কার? লোকেরা বলিল, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর। আমি ইহাতে প্রবেশের ইচ্ছা করিলাম। তখনি তোমার আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়িল। এই ইরশাদ শ্রবণ করিয়া উমর (রাযি.) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আত্মমর্যাদাবোধ কি আপনার প্রতিও চলে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرٍ (জাবির (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه এবং النكاح অধ্যায়ে باب الغيرة এবং التعبير অধ্যায়ে باب القصر فى المنام এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৮৪)

فَبَكَى عُمَرُ (এই ইরশাদ শ্রবণ করিয়া উমর (রাযি.) কাঁদিতে লাগিলেন)। অর্থাৎ খুশিতে কিংবা উৎসাহিত হইয়া কিংবা বিনম্রতায়। -(তাকমিলা ৫:৮৪)

(৬০৬২) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا ح وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرٍ.

(৬০৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন-নাকিদ (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে ইবন নুমায়র ও যুহায়রের সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০৬৩) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ

(৬০৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি ঘুমাইতে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে আমি জান্নাতে দেখিতে পাই। ওখানে একটি প্রাসাদের কোণে একজন মহিলা উযূ করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এটি কাহার? তাহারা বলিল, উমর ইবনুল খাত্তাবের। তখন উমরের আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়ে, আমি ফিরিয়া চলিয়া আসিলাম। আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, এইকথা শ্রবণ করিয়া উমর (রাযি.) কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমরা সকলেই এই মজলিসে ছিলাম। তারপর উমর (রাযি.) বলিলেন, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হউক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি কি আমি আত্মসম্মানবোধ দেখাইব?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب بدء الخلق অধ্যায়ে باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে এবং صفة الجنة এ باب الوضوء فى المنام এবং باب القصر فى المنام অধ্যায়ে التعبير এবং باب الغيرة অধ্যায়ে النكاح এবং আছে। -(তাকমিলা ৫:৮৪-৮৫)

فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ (ওখানে একটি প্রাসাদের কোণে একজন মহিলা উযূ করিতেছিল)। কতিপয় বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করিয়াছেন উক্ত মহিলা হইলেন, আর-রামিসা উম্মু সুলায়ম (রাযি.)। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীছে তাহাকে জান্নাতে দেখিয়াছেন। তাহারা ইহার ব্যাখ্যা করেন যে, উমর (রাযি.)-এর প্রাসাদের কোণে উযূ করিবার দ্বারা তিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর খেলাফতযুগে জীবিত থাকিবেন। -(তাকমিলা ৫:৮৫ সংক্ষিপ্ত)

(৬০৬৪) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬০৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, হাসান হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৬০৬৫) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ". قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفَظُّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ".

(৬০৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মুযাহিম, হাসান হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন তখন কুরায়শ মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আলাপরত ছিলেন এবং উচ্চস্বরে তাহারা বেশী বেশী কথা বলিতেছিলেন। যখন উমর (রাযি.) অনুমতি চাহিলেন, তাহারা উঠিয়া দ্রুত আড়ালে চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে অনুমতি দিলেন এবং তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিতেছিলেন। উমর (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার মুখকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি ইহাদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করিতেছি যাহারা আমার কাছে বসা ছিল; আর তোমার শব্দটি শ্রবণ করা মাত্রই আড়ালে চলিয়া গেল। উমর (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেই তো ইহাদের বেশি ভয় করা উচিত। এরপর উমর (রাযি.) বলিলেন, ওহে! নিজের প্রাণের শত্রুরা! তোমরা আমাকে ভয় কর আর আল্লাহ তা'আলার রাসূলকে ভয় কর না! তাহারা বলিল, হ্যাঁ, তুমি তো আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বেশী কঠোর এবং রাগী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! শয়তান যখন তোমাকে কোন পথে চলিতে দেখে, তখন সে তোমার পথ ছড়িয়া অন্য পথ ধরিয়া চলে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا قَالَ (নিশ্চয়ই তাহার পিতা সা'দ (রাযি.) বলেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে بدء الخلق অধ্যায়ে باب مناقب عمر بن الخطاب অধ্যায়ে فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم এবং باب صفة ابليس وجنوده এবং الادب অধ্যায়ে باب التبسم والضحك এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৮৬)

وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ (তখন কুরায়শ মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আলাপরত ছিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে লিখিয়াছেন, এই সকল মহিলা দ্বারা মর্ম হইতেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ। আর হাদীছের শব্দ يستكثرنه (তাহারা বেশী বেশী কথা বলিতেছিলেন) দ্বারা মর্ম হইতেছে তাঁহারা খোরপোষ বৃদ্ধি করণের আবেদন করিতেছিলেন। -(তাকমিলা ৫:৮৬ সংক্ষিপ্ত)

মুসলিম শরীফ -২১-৫/১

قُـمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ (তাহারা উঠিয়া দ্রুত আড়ালে চলিয়া গেল)। যদি তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ হইয়া থাকেন যেমন হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলিয়াছেন। তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পর্দাবিহীন থাকা কোন প্রশ্ন হয় না। হযরত উমর (রাযি.)-এর আগমনের পর তাহারা আড়ালে চলিয়া গেলেন। আর যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ ছাড়া অন্য মহিলা হয় তাহা হইলে প্রশ্ন হয় যে, হযরত উমর (রাযি.)-এর আগমনের পূর্বে তাহারা পর্দাবিহীন কিভাবে অবস্থান করিলেন। ইহার জবাব দুই পদ্ধতিতে দেওয়া যায়। (এক) মহিলাগণের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ ও মুহারিমা মহিলা এক সাথে ছিলেন। (দুই) হয়তো এই ঘটনাটি পর্দা অবতীর্ণ হইবার পূর্বেকার ঘটনা। এমতাবস্থায় মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলেন। কেননা, তখন পর্দা ফরয ছিল না। তবে তাহারা জানিতেন যে, হযরত উমর (রাযি.) পর্দা পছন্দ করিতেন কিংবা উচ্চস্বরে কথা বলিবার কারণে তাহারা উমর (রাযি.)কে ভয় করিয়া উমর (রাযি.) আগমন করিলে তাহারা আড়ালে চলিয়া গেলেন। এই কারণেই তো হযরত উমর (রাযি.) বলিয়াছিলেন, !فانت يا رسول الله احق ان يهبن (ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেই তো তাহাদের বেশী ভয় করা উচিত)। -(তাকমিলা ৫:৮৬-৮৭)

إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ (তখন সে তোমার পথ ছড়িয়া অন্য পথ ধরিয়া চলে)। الفج হইল الطريق الواسع (প্রশস্ত রাস্তা)। ইহা দ্বারা হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-এর বিরাট ফযীলত প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ৫:৮৭)

(৬০৬৬) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

(৬০৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন মারূফ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উমার বিন খাত্তাব (রাযি.) আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু স্ত্রীলোক উচ্চস্বরে কথা বলিতেছিল। যখন উমর (রাযি.) প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন, মহিলারা সব তৎক্ষণাৎ আড়ালে চলিয়া গেল। পরবর্তী অংশ যুহরী (রহ.)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০৬৭) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ". قَالَ ابْنُ وَهْبٍ تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ مُلْهَمُونَ.

(৬০৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ্ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন মুহাদ্দাছ, আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ এমন থাকিয়া থাকে তাহা হইলে সে উমর বিন খাত্তাবই হইবে। ইবন ওয়াহব (রাযি.) বলেন, 'মুহাদ্দাছ'-এর ব্যাখ্যা হইল যাহার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হয়।

(৬০৬৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬০৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... সা'দ বিন ইবরাহীম (রহ.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০৬৯) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى فِى ثَلَاثٍ فِى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَفِى الْحِجَابِ وَفِى أُسَارَى بَدْرٍ.

(৬০৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উক্‌বা বিন মুকরিম আম্মী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাযি.) বলেন যে, তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত আল্লাহ তা'আলার ওহীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে। মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায় সম্পর্কে, মহিলাদের পর্দা এবং বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ قَالَ عُمَرُ (তিনি বলেন, হযরত উমর (রাযি.) বলেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الصلاة অধ্যায়ে باب لاتدخلوا এবং باب قوله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى অধ্যায়ে التفسير এবং باب ما جاء فى القبلة باب عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن এবং بيوت النبى الا ان يؤذن لكم এ আছে। -(ঐ)

وَافَقْتُ رَبِّى فِى ثَلَاثٍ (তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত আল্লাহ তা'আলার ওহীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে)। ইহার বিস্তারিত সহীহ বুখারী শরীফে الصلاة অধ্যায়ে হযরত আনাস (রাযি.) সূত্রে উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে فقلت يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى- فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى- واية الحجاب قلت يا رسول الله! لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر- فنزلت اية الحجاب- واجتمع نساء النبى صلى الله عليه وسلم فى الغيرة عليه- عسى ربه ان طلقكم ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات- فنزلت هذه الاية (আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাইতে পারিতাম। তখন এই আয়াত নাযিল হয় : (অনুবাদ) "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাও।" -(সূরা বাকারা- ১২৫) দ্বিতীয় পর্দার আয়াত : আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দার আদেশ করিতেন। কেননা, সৎ ও অসৎ সকলেই তাঁহাদের সহিত কথা বলে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়। আর (তৃতীয়) একবার নবী সহধর্মিণীগণ অভিমান সহকারে একত্রে তাহার নিকট উপস্থিত হন। তখন আমি তাঁহাদেরকে বলিলাম : (অনুবাদ) যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার পালনকর্তা তাঁহাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের হইতে উত্তম অনুগত স্ত্রী দান করিবেন। (সূরা তাহরীম- ৫) তখন আয়াত নাযিল হয়। এই হাদীছে তৃতীয় বিষয়টি উমর (রাযি.)-এর অভিমত التخيير (এখতিয়ার দেওয়া) ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর সহীহ মুসলিম শরীফের আলোচ্য হাদীছে ইহার পরিবর্তে اسارى بدر (বদরের কয়েদী)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৮৯-৯০ সংক্ষিপ্ত)

(৬০৭০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَتُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا خَيَّرَنِىَ اللّٰهُ فَقَالَ} اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً{ وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ". قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ} وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ{.

(৬০৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ বিন উবাই ইবনু সালূল মারা যায়, তখন তাহার পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া আরয করিলেন, তিনি যেন নিজ জামা তাঁহার পিতার কাফনের জন্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দান করিলেন। তারপর আবদুল্লাহ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পিতার জানাযা পড়ার অনুরোধ জানাইলেন। তিনি তাহার জানাযা পড়িবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন উমর (রাযি.) দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক কাপড় টানিয়া ধরিয়া বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তাহার জানাযার নামায পড়াইবেন অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাহার জানাযা পড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ অবশ্যই আমাকে ইখতিয়ার দিয়াছেন। বলিয়াছেন, "আপনি তাহাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর নাই করুন যদি আপনি সত্তরবারও এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন"... (সূরা তাওবা: ৮০) সুতরাং আমি সত্তরবার হইতেও বেশী ক্ষমা চাহিব। উমর (রাযি.) বলিলেন, সে তো মুনাফিক। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জানাযা পড়াইলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করিলেন : "মুনাফিকদের মধ্যে কেউ মরিয়া গেলে কখনো তাহার জানাযা পড়িবেন না; আর তাহার কবরের পাশেও দাড়াইবেন না" (সূরা তাওবা: ৮৪)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ইবন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে صفات المنافقين واحكامهم এর মধ্যে আছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে تفسير سورة البرأة অধ্যায়ে استغفر لهم اولا تستغفر لهم এবং الجنائز অধ্যায়ে باب الكفن فى القميص الذى يكف اولا يكف এবং تفسير سورة البراءة এ باب لاتصلى على احد منهم مات ابدا এবং اللباس অধ্যায়ে باب لبس القميص এ আছে। অধিকন্তু তিরমিযী শরীফে تفسير سورة التوبة এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:৯০)

لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ (যখন আবদুল্লাহ বিন উবাই ইবনু সালূল মারা যায়)। মুনাফিকদের সর্দার। উবাই হইল তাহার পিতার নাম। আর সালূল হইল তাহার মাতার নাম। কাজেই ابن سلون এই স্থানে مرفوع হিসাবে পঠিত। কেননা, ইহা আবদুল্লাহর দ্বিতীয় صفت হইয়াছে। ঐতিহাসিক আল্লামা ওয়াকেদী (রহ.) বলেন, মুসলমানগণ তাবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হিজরী ৯ম সনে যুল কায়দাহ মাসে তাহার মৃত্যু হয়। সে মৃত্যুর পূর্বে একাধারে বিশ দিন রোগাগ্রস্ত অবস্থায় শয্যায় ছিল। তখনই তাহার ছেলে আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া তাহাকে কাফন দেওয়ার জন্য জামা চাহিয়াছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদানও করিলেন। অতঃপর তিনি জানাজার নামায পড়ানোর জন্য অনুরোধ করিলেন। সে মতে তাহার জানাযা পড়ানোর উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া গেলেন। তখন হযরত উমর (রাযি.) দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক কাপড় টানিয়া ধরিয়াছিলেন। উমদাতুল কারী ৮:৬৪৯ পৃষ্ঠায় অনুরূপ আছে। -(তাকমিলা ৫:৯০-৯১)

جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (তখন তাহার পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) আসিলেন)। তিনি ফুযালায়ে সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাহার নাম ছিল হাব্বাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাব্বাব নাম পরিবর্তন করিয়া আবদুল্লাহ (রাযি.) রাখিয়াছিলেন। তিনি বদর এবং পরবর্তী অন্যান্য জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হইয়া যান। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে আছে যে, তাহার কাছে তাহার পিতার কিছু উক্তি পৌঁছিয়াছিল। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া (নিজ পিতা) আবদুল্লাহ বিন উবাইকে হত্যা করিয়া

দেওয়ার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন; বরং তুমি তাহার সৌহার্দপূর্ণ সুহবতেই থাক। ইহা আল্লামা ইবন মান্দা (রহ.) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে হাসান সনদে নকল করিয়াছেন। ফতহুল বারী ৮:৩৩৪ পৃষ্ঠায় অনুরূপ আছে। -(তাকমিলা ৫:৯১)

أَتُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ (আপনি কি তাহার জানাযার নামায পড়াইবেন অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাহার জানাযা পড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন?) এই স্থানে প্রশ্ন হয় যে, মুনাফিকের উপর জানাযার নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা আবদুল্লাহ বিন উবাই যে জানাযার নামায পড়ানোর পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল অথচ পূর্বেই হযরত উমর নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করিলেন? এই প্রশ্নের জবাবে আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ হযরত উমর (রাযি.)-এর অন্তরে উদয় হইয়াছিল। কাজেই ইহা ইলহামের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, তিনি مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ (নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা। –সূরা তাওবা- ১১৩) আয়াত হইতে অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৫:৯১)

وَسَأَزِيْدُ عَلَى سَبْعِيْنَ (সুতরাং আমি সত্তরবার হইতেও বেশী ক্ষমা চাহিব)। প্রকাশ্য যে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ (যদি আপনি সত্তরবারও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তথাপি কখনোই তাহাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিবেন না। –সূরা তাওবা- ৮০) আয়াতে সংখ্যার উল্লেখ তো অধিক সংখ্যা বুঝানোর জন্য বর্ণিত হইয়াছে, নির্দিষ্ট সংখ্যা মর্ম নহে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার মর্ম অন্যের অপেক্ষা অধিক জানিতেন। কিন্তু তাহার এই কর্মটি ছিল উম্মতের উপর দয়াদ্রতা প্রকাশার্থে। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন দুর্বল হইলেও সম্ভাবনাময় দিকের চেষ্টা তরক করা চাই না। কাজেই উম্মতের যে কাহারও জন্য মাগফিরাতের চেষ্টা করা সমীচীন। ফলে তিনি সত্তর সংখ্যা বেশী তাহার জন্য ইসতিগফার করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আল্লামা তাবারী (রহ.) মুগীরা (রহ.)-এর সূত্রে শা'বী হইতে নকল করেন : শা'বী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ (যদি আপনি সত্তরবারও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তথাপি কখনোই তাহাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিবেন না। –সূরা তাওবা- ৮০)। তবে আমি তাহাদের জন্য সত্তরবার, সত্তরবার ও সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, মাজমা' বিন জাবিরা (রাযি.) বলেন, ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اطال جنازة قط ما اطال على جنازة عبد الله بن ابى من الوقوف (মুনাফিকের সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর জানাযায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতখানি দীর্ঘসময় দন্ডায়মান ছিলেন এত দীর্ঘ সময় আর কাহারো জানাযায় দন্ডায়মান থাকিতে আমি দেখি নাই। -(ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৫:৯২-৯৩)

(৬০৭১) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَزَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

(৬০৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রাযি.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ (রাযি.) হইতে এই সনদে আবূ উসামার হাদীছের সমার্থক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং অতিরিক্ত বলিয়াছেন, "এরপর তিনি তাহাদের উপর জানাযা পড়া ছাড়িয়া দেন।"

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত উছমান বিন আফ্ফান (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬০৭২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذٰلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ "أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ".

(৬০৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঘরে শুইয়া ছিলেন তাঁহার উরুদ্বয় অথবা পা খোলা ছিল। আবূ বকর (রাযি.) আসিয়া অনুমতি চাহিলেন তিনি অনুমতি দিলেন এবং এই অবস্থাতেই কথাবার্তা বলিলেন। এরপর উমর (রাযি.) অনুমতি চাহিলে অনুমতি দিলেন এবং এই অবস্থায়ই কথাবার্তা বলিলেন। উছমান (রাযি.) অনুমতি চাহিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া বসিলেন এবং কাপড় ঠিক করিলেন। রাবী মুহাম্মদ বলেন, এই ব্যাপারটি একই দিনে ঘটিয়াছে বলিয়া আমি বলিতে পারি না। এরপর উছমান (রাযি.) আসিয়া কথা বলিয়া চলিয়া যাওয়ার পর আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, আবূ বকর (রাযি.) আসিলেন, আপনি প্রস্তুত হইলেন না এবং কোন খেয়াল করিলেন না। উমর (রাযি.) আসিলেন, আপনি প্রস্তুত হইলেন না এবং কোন খেয়াল করিলেন না। উছমান (রাযি.) আসিতেই আপনি উঠিয়া বসিলেন এবং কাপড় ঠিক করিয়া নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : আমি কি সেই ব্যক্তিকে লজ্জা করিব না, ফিরিশ্তারা যাহাকে লজ্জা করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ (হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন সিহাহ সিত্তাহ-এর কিতাবে নাই। -(তাকমিলা ৫:৯৩)

كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ (তাঁহার উরুদ্বয় খোলা ছিল)। ইহা দ্বারা সেই সকল বিশেষজ্ঞ দলীল পেশ করেন যাহারা বলেন উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ যিব, ইসমাঈল বিন উলইয়া, মুহাম্মদ বিন জরীর তাবারী ও দাউদ যাহরী (রহ.)-এর মাযহাব। আর ইহা এক রিওয়ায়ত মতে ইমাম মালিক (রহ.)-এরও মাযহাব। আর ইহা ইমাম আহমদ (রহ.) হইতে এক রিওয়ায়ত আছে। আর জমহুরে উলামা (রহ.) বলেন, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন, ইমাম আবূ হানীফা, আসাহ অভিমতে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ আসাহহে রিওয়ায়ত মতে, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম যুফার (রহ.)। ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, হাম্মামখানা ব্যতীত সকল স্থানে উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। উমদাতুল কারী ২:২৪৩-২৪৪ পৃষ্ঠা সংক্ষিপ্ত।

জমহুরে উলামার দলীল হইতেছে যে, মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে ৫:২৮৮ পৃষ্ঠায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীর দিকে আত্মীয় মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহশ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'মার (রাযি.)-এর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহাকে মসজিদের আঙ্গিনায় উরুর কিছু অংশ খোলা দেখিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, خمر فخذك يا معمر! فان الفخذ عورة (হে মা'মার! তোমার উরু ঢাকিয়া ফেল। কেননা, নিশ্চয়ই উরু সতর)। ইহাকে আল্লামা খায়ছামী (রহ.) স্বীয় 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থের ২:৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, আহমদ-এর রাবীগণ ছিকাহ। আর ইহা ইমাম বুখারী তা'লীক হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলিয়াছেন যে, রাবী এই হাদীছে উরু খোলা রাখিবার কথাটি দৃঢ়ভাবে বলেন নাই; বরং সন্দেহসহ বলিয়াছেন كاشفا فخذيه او ساقيه (তাঁহার উরুদ্বয় কিংবা (পদযুগলের) নলাদ্বয় খোলা ছিল)। আর সন্দেহসহ বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা দলীল দেওয়া পূর্ণাঙ্গ হয় না। আর জমহুর যেই হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন উহা সুস্পষ্ট সুদৃঢ় তাহাতে কোন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত নাই। আর এই মাসয়ালার বিস্তারিত الجهاد অধ্যায়ে باب غزوة خيبر এর মধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৯৩-৯৪)

وَلَا أَقُولُ ذٰلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ (এই ব্যাপারটি একই দিনে ঘটিয়াছে বলিয়া আমি বলিতে পারি না)। এই উক্তিটি রাবী মুহাম্মদ বিন আবূ হারমালার (রহ.)। প্রকাশ্য যে, ইহার মর্ম হইতেছে রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই যে, হযরত উছমান (রাযি.)-এর আগমন সেই দিনেই হইয়াছিল যেই দিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর (রাযি.) আগমন করিয়াছিলেন; বরং ইহা সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, হযরত উছমান (রাযি.) অন্য দিনে আসিয়া থাকিবেন। -(তাকমিলা ৫:৯৪)

أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ (আমি কি সেই ব্যক্তিকে লজ্জা করিব না)। এই স্থানে রিওয়ায়তে استحى একটি ى এর সহিত, যাহার পূর্বে যের বিশিষ্ট ح রহিয়াছে। অনুরূপ تستحى منه الملائكة (ফিরিশতাগণ যাহা লজ্জা করিয়া থাকেন)। ইহার অপর একটি পরিভাষা আছে يستحيى দুইটি ى এর সহিত। উভয় পরিভাষা সহীহ। তবে দ্বিতীয়টি অধিক সহীহ ও প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারা হযরত উছমান (রাযি.)-এর ফযীলত প্রকাশিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৯৫)

(৬০৭৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذٰلِكَ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ. قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ "اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ". فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ".

(৬০৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শু'আয়ব বিন লাইস বিন সা'দ (রহ.) তিনি ... নবী পত্নী আয়িশা ও উছমান (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নিজের বিছানায় আয়িশার চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া ছিলেন। তিনি আবূ বকর (রাযি.)কে অনুমতি দিলেন। আর তিনি এই অবস্থায়ই রহিলেন। আবূ বকর (রাযি.) তাঁহার প্রয়োজন শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। এরপর উমর (রাযি.) অনুমতি চাহিলেন তাঁহাকে অনুমতি দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায়ই রহিলেন। উমর (রাযি.) তাঁহার কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। উছমান (রাযি.) বলেন, এরপর আমি অনুমতি চাহিলাম, তিনি উঠিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আয়িশাকে বলিলেন, ভালোমতো তোমার গায়ে কাপড় ঠিক করিয়া নাও। আমি আমার কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেলে আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ব্যাপার, আবূ বকর ও উমর (রাযি.) আসিলে আপনাকে এমন ব্যতিব্যস্ত হইতে দেখিলাম না, যেমন উছমান আসিতেই আপনি ব্যতিব্যস্ত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, উছমান (রাযি.) বড়ই লাজুক পুরুষ। তাই আমি ভাবিলাম, এ অবস্থায় তাহাকে আসিতে বলিলে হয়তো সে তাহার প্রয়োজন আমার কাছে পেশ করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِرْطَ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.)-এর চাদর)। مِرْطَ শব্দটি م বর্ণে যের ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ পশমের বস্ত্র কিংবা কাতান (লিনেন বস্ত্র)। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহার তাফসীর الازار (চাদর) দ্বারা করিয়াছেন। -(ঐ)

(৬০৭৪) حَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

(৬০৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন-নাকিদ, হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... উছমান ও আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন...পরবর্তী অংশ যুহরী (রহ.) হইতে উকায়দ (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬০৭৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَائِطٍ مِنْ حَائِطِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ يَرْكُزُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ "افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". قَالَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ "افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". قَالَ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تَكُونُ". قَالَ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ فَفَتَحْتُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ وَقُلْتُ الَّذِى قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَبْرًا أَوِ اللهُ الْمُسْتَعَانُ.

(৬০৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার একটি বাগানে হেলান দিয়া বসা অবস্থায় একটি লাকড়ি কাদামাটিতে গাড়িতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় কেউ দরজা খুলিবার অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, খুলিয়া দাও এবং তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি দেখি তিনি আবূ বকর (রাযি.)। আমি দরজা খুলিলাম এবং তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। এরপর আরেক ব্যক্তি দরজা খুলিবার অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, খুলিয়া দাও এবং তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি দেখিলাম তিনি উমর (রাযি.)। দরজা খুলিয়া দিলাম এবং তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। এরপর আরেক ব্যক্তি দরজা খুলিবার অনুমতি চাহিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা হইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, দরজা খুলিয়া দাও এবং তাঁহাকে আসন্ন

বিপদসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি গিয়া দেখি তিনি উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযি.)। আমি দরজা খুলিয়া দিয়া তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিলাম। উছমান (রাযি.) বলিলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে ধৈর্য দান করুন। আল্লাহর নিকট আমি সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

(৬০৭৬) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ

(৬০৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী আতাকী (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাগানে গেলেন এবং আমাকে দরজায় পাহারা দিতে বলিলেন ... এরপর উছমান বিন গিয়াছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের সমার্থক হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৬০৭৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذَا. قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا خَرَجَ وَجَّهَ هَا هُنَا قَالَ فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ قَالَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ. حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ. فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هٰذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". قَالَ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ يُرِيدُ أَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَعْنِي أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ قَالَ وَجِئْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ". قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُكَ قَالَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وُجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ. قَالَ شَرِيكٌ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

(৬০৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিসকীন ইয়ামামী (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁহার বাড়ি থেকে উযূ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, আজকের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত থাকিব।

তিনি মসজিদে আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিলেন। লোকেরা বলিল, এ দিকে গিয়াছেন। আবূ মূসা (রাযি.) লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করিয়া করিয়া তাঁহার পদাংক অনুসরণ করিয়া বীরে আরীসে গিয়া পৌঁছিলেন। আবূ মূসা (রাযি.) বলিলেন, আমি দরজায় বসিলাম। ইহার দরজাটি ছিল কাঠের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কাজ শেষ করিয়া উযূ করিলে আমি তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আরীস কূপের উপর বসিয়া ছিলেন অর্থাৎ তাহার কিনারের মধ্যে তাঁহার পা দুইটি নলা পর্যন্ত খোলা এবং কূপের ভেতর ঝুলন্ত ছিল। আমি তাঁহাকে সালাম দিয়া দরজার নিকট চলিয়া গেলাম। বলিলাম, আমি আজ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দারোয়ান হইব। আবূ বকর (রাযি.) আসিয়া দরজায় ডাক দিলে আমি বলিলাম কে? বলিলেন, আবূ বকর। আমি বলিলাম, দাঁড়ান! এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ বকর (রাযি.) আসিয়াছেন এবং অনুমতি চাহিতেছেন। তিনি বলিলেন, তাকে আসিবার অনুমতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি আগাইয়া গিয়া আবূ বকরকে বলিলাম, প্রবেশ করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। আবূ বকর (রাযি.) প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান দিকে কূপের কিনারায় কূপে পা ঝুলাইয়া বসিলেন আর পা দুইটি নলা পর্যন্ত খুলিয়া রাখিলেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিয়াছেন। এরপর আমি ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমি আমার ভাইকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি উযূ করিতেছিলেন। তিনি আমার সাথে দেখা করিবেন। আমি মনে করিলাম, আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁহার কল্যাণ চাহেন তাহলে তাঁহাকে এখনই আনিয়া দিবেন। এমন সময় একজন মানুষ দরজা নাড়িল। বলিলাম, কে? উত্তর দিল, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)। বলিলাম, দাঁড়ান! পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, উমর (রাযি.) আসিয়াছেন, তিনি প্রবেশের অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অনুমতি দাও এবং তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। উমর (রাযি.)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। উমর (রাযি.) প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাম পাশের কিনারায় কূপে পা ঝুলাইয়া বসিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িলাম, বলিলাম, আল্লাহ তা'আলা যদি আমার ভাইয়ের কল্যান চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে আনিয়া দিবেন। একজন লোক আসিয়া দরজা নাড়াইল। আমি বলিলাম, কে? বলিলেন, উছমান বিন আফ্‌ফান। বলিলাম, দাঁড়ান! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া খরব দিলাম। তিনি বলিলেন, তাহাকে ঢুকিতে দাও এবং আসন্ন বিপদের সহিত জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি আসিয়া বলিলাম, প্রবেশ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে একটি আসন্ন বিপদের সহিত জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। উছমান (রাযি.) প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কূপের একপাশ ভরিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহাদের মুখোমুখি হইয়া কূপের অন্য পার্শ্বে বসিলেন। শুরাইক (রহ.) বলিলেন, সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রহ.) বলেন, আমি এই বৈঠকের ব্যাখ্যা করিলাম যে, এই হইতেছে তাঁহাদের কবর-এর অবস্থান।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَجَلَسَ وُجَاهَهُمْ (তিনি তাঁহাদের মুখোমুখি হইয়া কূপের অন্য পার্শ্বে বসিলেন)। وُجَاهَهُمْ শব্দটি و বর্ণে পেশ ও যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ فى مقابلهم (তাঁহাদের (বিপরীতে) মুখোমুখি)। -(তাকমিলা ৫:১০০)

فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ (আমি এই বৈঠকের ব্যাখ্যা করিলাম যে, এই হইতেছে তাঁহাদের কবর-এর অবস্থান)। শায়খায়ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত একত্রে বসা দ্বারা মর্ম হইতেছে তাঁহার সহিত তাঁহার হুজরায় তাহাদের দাফন হইবে। আর হযরত উছমান (রাযি.) অন্য পার্শ্বে দ্বারা মর্ম তাঁহাকে বাকীতে দাফন করা হইবে। ইহা সজাগ থাকার অবস্থার তাবীল। আর ইহাকে الفراسة (বাহ্যিক দেখিয়া ভিতর বুঝিতে পারার ক্ষমতা, অন্তর্দৃষ্টি, নিরীক্ষণ) বলা হয়। -(তাকমিলা ৫:১০০)

(৬০৭৮) حَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ هَا هُنَا وَأَشَارَ لِي سُلَيْمَانُ إِلَى مَجْلِسِ سَعِيدٍ نَاحِيَةَ الْمَقْصُورَةِ قَالَ أَبُو مُوسَى خَرَجْتُ أُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَلَكَ فِي الأَمْوَالِ فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالاً فَجَلَسَ فِي الْقُفِّ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعِيدٍ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

(৬০৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজিতে বাহির হইয়া দেখিলাম, তিনি মালসমূহের দিকে গিয়াছেন। আমি তাঁহার পিছনে যাইয়া দেখি তিনি মালে ঢুকিয়া কূয়ার চাকের উপর পা দুইটি ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পা দুইটি নলা পর্যন্ত খোলা। এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিলেন। এইখানে সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রহ.)-এর কথা "আমি ব্যাখ্যা করিলাম যে, তাঁহাদের কবরও এভাবেই" কথাটি নেই।

(৬০৭৯) حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ فَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ. فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَا هُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ.

(৬০৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী ও আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন প্রয়োজনে মদীনার এক বাগানে গেলেন। আমি তাঁহার পদাংক অনুসরণ করিলাম। অতঃপর সুলায়মান বিন বিলাল-এর হাদীছের অনুরূপভাবে রাবী এই হাদীছ বর্ণনা করেন। এই হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে, ইবন মুসাইয়্যাব (রহ.) বলিলেন আমি এই ব্যাখ্যা করিলাম যে, তাহা হইতেছে তাঁহাদের কবরের নমুনা। সবাই একত্রে, আর পৃথকভাবে আছেন উছমান (রাযি.)।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬০৮০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يُوسُفَ الْمَاجِشُونِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ "أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي". قَالَ سَعِيدٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَافِهَ بِهَا سَعْدًا فَلَقِيتُ سَعْدًا فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي عَامِرٌ فَقَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ. فَقُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ وَإِلاَّ فَاسْتَكَّتَا.

(৬০৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী, আবূ জাফর মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ, উবায়দুল্লাহ কাওয়ারীরী ও সুরায়জ বিন ইউনুস (রহ.) তাঁহারা ... সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাযি.)কে

বলিয়াছেন : তুমি আমার জন্য মূসা (আ.)-এর হারূন-এর মতো। কিন্তু আমার পর কোন নবী আসিবেন না। সাঈদ (রহ.) বলেন, আমি ভালো মনে করিলাম যে, হাদীসটি প্রত্যক্ষভাবে সা'দ (রাযি.) হইতে শুনিয়া নেই। অতএব আমি সাদের সাথে মিলিত হইলাম এবং আমের আমাকে যা বলিয়াছেন, আমি তাঁহাকে তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন, আমি এ কথা শুনিয়াছি। আমি বলিলাম, আপনি কি এ কথা শুনিয়াছেন? তিনি দুইকানে দুইটি আংগুল দিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, শুনিয়াছি, না শুনিয়া থাকিলে এই কান দুইটি বধির হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ يُوسُفَ الْمَاجِشُونِ (ইউসুফ বিন আল-মাজিশূন (রহ.) হইতে)। আর কতিপয় নুসখায় يُوسُفَ الْمَاجِشُونِ (ইউসুফ আল-মাজিশূন) রহিয়াছে। উভয়টিই সহীহ। কেননা, তিনি আবূ সালামা ইউসুফ বিন ইয়াকূব (রহ.) আর আল-মাজিশূন হইল ইয়াকূব (রহ.)-এর উপাধি। অতঃপর এই উপাধি তাঁহার এবং তাঁহার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততির মধ্যে জারী থাকে। الماجشون শব্দটির ج বর্ণে যের দ্বারা পঠনে ماهكون হইতে معرب শব্দ। অর্থাৎ شبيه القمر (চন্দ্র সাদৃশ্য) তাহার সৌন্দর্য্য ও দীপ্তি মানের কারণে এই উপাধিতে ভূষিত হন। -(তাকমিলা ৫:১০১)

عَنْ أَبِيهِ (তাহার পিতা হইতে)। অর্থাৎ সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে باب مناقب على بن ابى طالب رضى الله عنه এবং مغازى অধ্যায়ে باب غزوة تبوك এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে مناقب على رضى الله عنه এর মধ্যে আছে। -(ঐ)

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى(তুমি আমার জন্য মূসা (আ.)-এর হারূন-এর মতো)। অচীরেই আসিতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইরশাদখানা তখনই বলিয়াছিলেন যখন তিনি গযূয়ায়ে তাবূকে রওয়ানা হইবার সময় হযরত আলী (রাযি.)কে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্তি করিয়া গিয়াছিলেন। আর ইহা দ্বারা রাওয়াফিয, ইমামিয়া এবং সকল শিয়া দল দলীল দিয়া বলে যে, হযরত আলী খিলাফতের হকদার ছিলেন। তিনি তাঁহার জন্য ইহার ওসীয়ত করিয়া গিয়াছিলেন। এই দলীল বাতিল। কেননা, হারূন (আ.) তো খলীফা ছিলেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যখন হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে গিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত মূসা (আ.)-এর ওফাতের পর হযরত হারূন (আ.) খলীফা ছিলেন না। কেননা হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর জীবদ্দশায় ওফাত হইয়া যান। যেমন ঐতিহাসিকগণ নকল করিয়াছেন। সুতরাং হযরত হারূন (আ.)-এর সহিত উপমাটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খিলাফতের দায়িত্ব প্রদানের সহিত। নিঃসন্দেহে এই হাদীছ সায়্যিদিনা আলী বিন আবী তালিব (রাযি.)-এর ফযীলত প্রমাণিত হয়। তবে ইহা দ্বারা বলা যায় না যে, তিনি অন্য হইতেও উত্তম। আর সায়্যিদিনা আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খলীফা হওয়ার বিষয়টি অন্যান্য দলীল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন এই কিতাবের বহু স্থানে অতীত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:১০১-১০২)

إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (কিন্তু আমার পর কোন নবী আসিবেন না)। বস্তুতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইরশাদ দ্বারা সেই ধারণাটি খন্ডন করিয়া দিয়াছেন যে, হারূন (আ.)-এর সহিত উপমা দেওয়াটি এই হিসাবে নহে যে, হযরত আলী (রাযি.) আম্বিয়া (আ.)-এর একজন ছিলেন। ইহা দ্বারা এই ধারণা দূর হইয়া গেল যে, এই সাদৃশ্যটি নবী হওয়ার দৃষ্টিকোন হইতে নহে। আর ইহা একটি অকাট্য দলীল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কোন নবী নাই। আর নবুওয়াতের সকল প্রকার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। -(ফতহুল বারী ৭:৭৪, তাকমিলা ৫:১০২)

وَإِلَّا فَاسْتَكَّتَا (না শুনিয়া থাকিলে এই কান দুইটি বধির হইয়া যাইবে)। فَاسْتَكَّتَا শব্দের ك বর্ণটি তাশদীদসহ পঠিত। অর্থাৎ صمتا (বধির, শ্রবণশক্তিহীন)। মূলতঃ السك হইল ضيق الصماخ (কানের ছিদ্র

সঙ্কোচন)। তিনি যদি নিজ কানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উহা শ্রবণ না করিয়া থাকেন তবে নিজের জন্য বধির হওয়ার দু'আ করিলেন। -(তাকমিলা ৫:১০২)

(৬০৮১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي".

(৬০৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, তাবূকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)কে মদীনায় তাঁহার প্রতিনিধি বানাইয়া রাখিয়া গেলেন। আলী (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কি মহিলা ও শিশুদের নিকট রাখিয়া যাইতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কি খুশি হইবে না যে, তোমার মর্যাদা আমার কাছে মূসা (আ.)-এর কাছে হারূন (আ.)-এর মতো। এই কথা ভিন্ন যে, আমার পরে আর কোন নবী আসিবেন না।

(৬০৮২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

(৬০৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... শুবা হইতে এই সনদেই বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০৮৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَنْ أَسُبَّهُ لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَهُ خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ "لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ". قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ "ادْعُوا لِي عَلِيًّا". فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ "اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي".

(৬০৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তাঁহারা ... সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া বিন আবূ সুফিয়াম (রাযি.) সা'দ (রাযি.)কে আমীর বানাইলেন এবং বলিলেন, আপনি আলী (রাযি.)কে মন্দ বলেন না কেন? সা'দ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলিয়াছেন ঃ তাহা মনে করিয়া এই কারণে আমি কখনও তাঁহাকে মন্দ বলিব না। ওইসব কথার মধ্য হইতে যদি একটিও আমি লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তা আমার জন্য লাল উটের চাইতেও বেশী ভালো হইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলী (রাযি.)-এর উদ্দেশ্যে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আলী (রাযি.)কে কোন যুদ্ধের সময় প্রতিনিধি বানাইয়া রাখিয়া গেলে তিনি বলিলেন, মহিলা ও শিশুদের মাঝে আমাকে রাখিয়া যাইতেছেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কি ইহাতে আনন্দবোধ কর না যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা মূসা (আ.)-এর কাছে হারূন (আ.)-এর ন্যায়। এই কথা ভিন্ন যে, আমার পর আর কোন নবী নেই। খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে আর আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলও তাহাকে ভালোবাসেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমরা অপেক্ষা করিতে থাকিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আলীকে ডাকো। আলী (রাযি.) আসিলেন, তাঁহার চোখ উঠিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চোখে লালা দিলেন এবং তাঁহার হাতে পতাকা অর্পণ করিলেন। পরিশেষে তাঁহার হাতেই বিজয় তুলিয়া দিলেন আল্লাহ তা'আলা। আর যখন আয়াত ঃ "আমরা আমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ডাকি" (৩:৬১) অবতীর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়ন (রাযি.)কে ডাকিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহ! ইহারাই আমার পরিবার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ (আপনি আবূ তুরাব (আলী রাযি.)কে মন্দ বলেন না কেন?) আবূ তুরাব হযরত আলী (রাযি.)-এর কুনিয়াত। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেন, যেই সকল বর্ণিত হাদীছের মধ্যে সাহাবীর প্রতি বাহ্যিকভাবে আপত্তি উপস্থাপন হয় উক্ত সকল হাদীছের তাবীল করা ওয়াজিব। তাহারা বলেন, আর এই ব্যাপারে ছিকাহ কোন রিওয়ায়ত বর্ণিত হয় নাই যাহা তাবীল করা সম্ভব হয় না; বরং সকল হাদীছেরই তাবীল করা সম্ভব। আর তাহা এইভাবে যে, হযরত মুআবিয়া (রাযি.) হযরত সা'দ (রাযি.)কে মন্দ বলিবার হুকুম করেন নাই; বরং মন্দ না বলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আপনি কি তাহার ভয়ে কিংবা শরঈ দলীলের ভিত্তিতে মন্দ বলা হইতে বিরত রহিয়াছেন। তাহা যদি হয় তবে ঠিক আছে। আর যদি অন্য কারণে হয় তবে তাহার জবাব হইতেছে যে, সম্ভবতঃ হযরত সা'দ (রাযি.) সেই সকল লোকের দলভুক্ত ছিলেন যাহরা হযরত আলী (রাযি.)কে বন্দ বলিত। কিন্তু তিনি মন্দ বলিতেন না; বরং তিনি মন্দ বলাকে অস্বীকার করেন। তাই হযরত মুআবিয়া (রাযি.) উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আর সম্ভবতঃ মন্দ বলার মর্ম হইতেছে যে, হযরত আলী (রাযি.) ইজতিহাদী ভুল বর্ণনা করেন না কেন? -(নওয়াভী ২:২৭৮)

ادْعُوا لِي عَلِيًّا (আলী (রাযি.)কে ডাক)। ইহা দ্বারা হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী বলিয়া প্রমাণিত হয়।

অন্য রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত মুআবিয়া (রাযি.) হযরত আলী (রাযি.)-এর চারিত্রিক গুনাবলীতে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন। তাহার ওফাতে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন তাহার স্ত্রী তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি তাহার জন্য কাঁদিতেছেন অথচ আপনিই তাহাকে হত্যা করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমার ধ্বংস হউক। তুমি কি অনুধাবন করিতে পারিয়াছ যে, লোকেরা কেমন ফিকহ ও ইলম হারাইয়াছে। ইহা আল্লামা ইবন কাছীর (রহ.) স্বীয় 'আল বিদায়া আন নিহায়া' গ্রন্থের ৮:১৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১০৩-১০৪)

اللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلِي (হে আল্লাহ! ইহারাই আমার পরিবার)। ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া রাফিযীরা বলেন, আহলে বায়ত হইতেছে শুধুমাত্র হযরত আলী, ফাতিমা ও তাঁহাদের সন্তানদ্বয়। আর তাহারা ভুল হইতে নিরাপদ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের হইতে অপবিত্রতা দূরে রাখিতে এবং তাহাদেরকে পূর্ণরূপে পুত-পবিত্র রাখিতে চান। তাহাদের উভয় দাবীই বাতিল। প্রথম দাবী এই জন্য বাতিল যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের বাচনভঙ্গি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইহা উম্মুহাতুল মুমিনীন সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا

(হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহে, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সহিত কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলিও না। ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যাহার অন্তরে ব্যাধি আছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলিবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করিবে, মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করিবে না। নামায কায়িম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুত-পবিত্র রাখিতে। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যাহা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেইগুলি স্মরণ করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সকল বিষয়ে খবর রাখেন। –সূরা আহযাব ৩২-৩৪)। নিশ্চয়ই এই সকল আয়াতে সম্বোধিতগণ হইতেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ। অতঃপর اهل البيت (পরিবার বর্গ) বাক্যটি ওরফ এবং আভিধানিক অর্থের দিক দিয়া প্রথমতঃ ও সত্তাগতভাবে সহধর্মিণীগণের উপর প্রয়োগ হয় এবং অন্যান্যদের উপর অনুগামী হিসাবে। অনুরূপ এই বাক্যটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহধর্মিণীর উপর ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন সারা (আ.) সম্পর্কে ফিরিশতাগণের উক্তি নকল করিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (তুমি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করিতেছ? হে গৃহবাসীরা! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও প্রভুর বরকত রহিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রশংসিত মহিমাময়। –সূরা হূদ- ৭৩)

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ আহলে বায়ত-এর মধ্যে প্রথমতঃ ও সত্তাগতভাবে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন। আর হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসায়ন (রাযি.) সম্ভাবনার ভিত্তিতে অনুগামী হিসাবে। কেননা আয়াতের বচনভঙ্গি যদিও কেবল মাত্র সহধর্মিণীগণ কিন্তু اهل البيت (পরিবার) বাক্যটি ব্যাপকতার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপকতার মধ্যে হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসায়ন (রাযি.)কে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। তাই তিরমিযী রিওয়ায়ত মতে তাহাদের ডাকিয়া একটি চাদরে বেষ্টনী করিলেন। যাহাতে আহলে বায়তগণের যেই হুকুম সেই হুকুমে তাহারাও অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এই কারণেই উম্মু সালামা (রাযি.) চাদরের অভ্যন্তরে আনেন নাই। কেননা, তিনি অকাট্যভাবে আহলে বায়ত-এর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন।

আর দ্বিতীয় দাবী ঃ আহলে বায়তের জন্য ভুল হইতে নিরাপদ প্রমাণিত করাও বাতিল। কেননা, অনুরূপ বাক্য সকল মুমিনগণের ব্যাপারে বর্ণিত হইয়াছে : وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখিতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করিতে চান– যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। -(সূরা মায়িদা ৬)। কেহ বলেন না যে, এই আয়াতের শব্দসমূহ প্রমাণ করে সকল মুমিনগণ কিংবা বদরী সাহাবীগণ সংরক্ষিত, পাপমুক্ত, পবিত্র। সুতরাং এই শব্দসমূহ দ্বারা কেবল আহলে বায়তের ভুল, পাপ হইতে সংরক্ষণের প্রমাণ কিভাবে দেওয়া যায়? -(তাকমিলা ৫:১০৫-১০৭ সংক্ষিপ্ত)

(৬০৮৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى".

(৬০৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)কে বলিয়াছেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমার মর্যাদা আমার কাছে মূসা (আ.)-এর কাছে হারূন-এর মত?

(৬০৮৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ "لأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ". قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَحْبَبْتُ الإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ قَالَ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَا قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ "امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتّٰى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ". قَالَ فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ قَالَ "قَاتِلْهُمْ حَتّٰى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ".

(৬০৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, অবশ্যই খায়বরের দিন আমি ঐ ব্যক্তির কাছে পতাকা অর্পণ করিব, যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালোবাসে। তাঁহার হাতেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দিবেন। উমর (রাযি.) বলিলেন, শুধু ঐ দিনটি ছাড়া আমি কখনো নেতৃত্বকে ভালোবাসি নাই। এই আশা নিয়া আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দৌড়াইয়া গেলাম, হয়তো এই কাজের জন্য আমাকে ডাকা হইতে পারে। রাবী বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী বিন আবূ তালিবকে ডাকিয়া তাহার হাতে পতাকা দিলেন এবং বলিলেন, আগাইয়া চলো, এইদিক সেইদিক তাকাইও না। তোমার হাতেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় তুলিয়া দিবেন। রাবী বলিলেন, এরপর হযরত আলী (রাযি.) কিছু দূরে চলিলেন, মৃদু স্বরে কিছু বলিলেন এবং থামিলেন, এইদিক সেইদিক দেখেন নাই। এরপর চিৎকার করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কথার উপর আমি লোকদের সহিত লড়াই করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের সহিত লড়াই চালাইয়া যাও যতক্ষণ না তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই আর নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যখনই তাহারা এই সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তখনই তাহারা তাহাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ তোমার হাত হইতে রক্ষা করিয়া ফেলিবে। তবে কোন প্রাপ্য অধিকারের প্রশ্নে রক্ষা হইবে না। আর তাহাদের হিসাব আল্লাহ তা'আলার নিকট।

(৬০৮৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ هٰذَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ "لأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ". قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ "أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ". فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتّٰى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ "انْفُذْ عَلَى

رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ".

(৬০৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সাদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন ইরশাদ করিয়াছেন, আমি অবশ্যই এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা অর্পণ করিব যাহার হাতে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করিবেন। সেই ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালোবাসে আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলও তাহাকে ভালোবাসেন। রাবী বলিলেন, অতঃপর লোকেরা রাতভর এ আলোচনাই করিতে থাকিল যে, কাহাকে এই পতাকা অর্পণ করা হয়। তিনি বলিলেন, তারপর সকাল হইলে সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিল। প্রত্যেকের ইহাই আশা যে, আমাকেই হয়তো দেওয়া হইবে এই পতাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আলী বিন আবূ তালিব কোথায়? লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁহার চোখে অসুখ। তিনি বলিলেন, তোমরা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাও, পরে তাহাকে আনা হইল। তিনি তাহার চোখে থুথু লাগাইলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন। তিনি সম্পূর্ণ ভালো হইয়া গেলেন, এমনভাবে, যেন তাঁহার কোন রোগই ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে পতাকা দিলেন। আলী (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহাদের সহিত লড়াই করিব যতক্ষণ না তাহারা আমাদের মতো হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার পথে চলিয়া যাও এবং উহাদের মাঠে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও। আর তাহাদের উপর বর্তিত আল্লাহর হকগুলো সম্পর্কে খবর দিয়া দাও। কেননা, আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একটা মানুষকেও হিদায়াত করেন, তাহা হইলে তা তোমার জন্য লাল উট থেকেও উত্তম।

(৬০৮৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ بِالرَّايَةِ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ". فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلِيٌّ. فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(৬০৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সালমা ইবন আকওয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের দিন আলী (রাযি.) পিছনে রহিয়া গেলেন। তাঁহার চোখ উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া পিছনে পড়িয়া থাকিব? তিনি বাহির হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মিলিত হইলেন। বিজয় প্রভাতের আগের দিন বিকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করিব, অথবা পতাকা এমন এক ব্যক্তি গ্রহণ করিবে যাহাকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ভালোবাসেন। অথবা যিনি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালোবাসেন। তাঁহার হাতেই আল্লাহ বিজয় দিবেন। হঠাৎ আমরা হযরত আলী (রাযি.)কে দেখিলাম। আমরা তাঁহাকে আশা করি নাই। লোকেরা বলিল, ইনি তো আলী। আর এঁকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতাকা দিলেন এবং তাঁহার আল্লাহ বিজয় দান করিলেন।

মুসলিম শরীফ -২১/৬

(৬০৮৮) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِى أَبُو حَيَّانَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا ابْنَ أَخِى وَاللهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّى وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِى كُنْتُ أَعِى مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِىَ رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ". فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ "وَأَهْلُ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى". فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِىٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ. قَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ.

(৬০৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও শুজা' বিন মাখলাদ (রহ.) তাঁহারা ... ইয়াযীদ বিন হায়্যান (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, হুসায়ন বিন সাবুরা এবং উমার বিন মুসলিম– আমরা যায়দ বিন আরকাম (রাযি.)-এর নিকট গেলাম। আমরা যখন তাঁহার কাছে বসি, তখন হুসায়ন (রাযি.) বলিলেন, হে যায়দ! আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন, তাঁহার হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার পাশে থেকে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার পিছনে সালাত আদায় করিয়াছেন। আপনি বহু কল্যাণ লাভ করিয়াছেন, হে যায়দ! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা আমাদের বলুন না। যায়দ (রাযি.) বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার বয়স হইয়াছে, আমি পুরানো যুগের মানুষ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হইতে যাহা আমি সংরক্ষণ করিয়াছিলাম, এর কিছু অংশ ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আমি যাহা বলি, তা কবূল কর আর আমি যাহা না বলি, সেই ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। তারপর তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম্ম' নামক পানির স্থানে দাঁড়াইয়া আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও ছানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নসীহত করিলেন। তারপর বলিলেন, সাবধান হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রেরিত ফিরিশতা আসিবে, আর আমিও তাঁহার ডাকে সাড়া দিব। আমি তোমাদের নিকট ভারী দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি। ইহার প্রথমটি হইল আল্লাহর কিতাব। ইহাতে হিদায়াত এবং নূর রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাবকে অবলম্বন কর, ইহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখ। এরপর তিনি কুরআনের প্রতি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। তারপর বলিলেন, আর হইল আমার আহলে বায়ত। আর আমি আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদিগকে আল্লাহর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদিগকে আল্লাহর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। হুসায়ন (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আহলে বায়ত' কাহারা, হে যায়দ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ কি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত নন? যায়দ (রাযি.) বলিলেন, সহধর্মিণীগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত; তবে আহলে বায়ত তাঁহারাই, যাঁহাদের উপর যাকাত গ্রহণ হারাম। হুসায়ন (রাযি.)

বলিলেন, এইসব লোক কাহারা? যায়দ (রাযি.) বলিলেন, ইহারা আলী, আকীল, জা'ফর ও আব্বাস (রাযি.)-এর পরিবার-পরিজন। হুসায়ন (রাযি.) বলিলেন, এঁদের সবার জন্য যাকাত হারাম? যায়দ (রাযি.) বলিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا ('খুম্ম' নামক পানির স্থানে)। خُمًّا শব্দটির خ বর্ণে পেশ م বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা জুহফা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি জঙ্গলের নাম। ইহার পার্শ্বে একটি প্রসিদ্ধ ছোট নদী রহিয়াছে, যাহার দিকে জঙ্গলটি সম্বন্ধ غدير خمّ (খুম্ম চৌবাচ্চা, ছোট নদী) বলা হয়। আর এই খুৎবাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজ্জাতুল বিদা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় দিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৫:১১০)

وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ (আমি তোমাদের নিকট ভারী দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি)। ثَقَلَيْنِ শব্দটি ث এবং ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত (অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান সৃষ্টিদ্বয় : জিন ও ইনসান)। আল্লামা ছা'লাব (রহ.) বলেন, এতদুভয়কে ثقلين নামকরণের কারণ হইতেছে যে, ইহার উপর আমল করা এবং এতদুভয়কে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখা খুবই ভারী। আর আরব বাসীগণ প্রত্যেক মূল্যবান বস্তুকে ثقل (ভারী, গুরুত্বপূর্ণ) বলে। সুতরাং এতদুভয়কে শ্রেষ্ঠ গণ্য করিয়া ثقلين বলা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:১১০)

أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي (আমি আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি)। এই হাদীছের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ثَقَلَيْنِ উল্লেখ করিয়া 'কিতাবুল্লাহ' এবং আহলে বায়ত মর্ম নিয়াছেন। প্রথমটি তো গ্রহণ করার এবং দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে তাহাদের মর্যাদা, ফযীলত এবং হকসমূহ আদায়ের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। এই স্থানে ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহ.) স্বীয় 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থের ৪:১০৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আমাদেরকে ইহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আর যেই ব্যক্তি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবে সেই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হইবে না। আর তাহা হইল কিতাবুল্লাহ (আল কুরআনুল কারীম)-এর অনুরূপ এই হাদীছ ছাড়াও সহীহ মুসলিম শরীফে জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুজ্জাতুল বিদায় আরাফার দিনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুতবা দিয়াছিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিয়াছিলেন : وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله (আমি তোমাদের মধ্যে একটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। ইহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিলে তোমরা কখনও গোমরাহ হইবে না)।

ইমাম মালিক (রহ.) 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন যে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما- كتاب الله وسنة نبيه (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। (একটি) আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল কুরআনুল কারীম) আর (দ্বিতীয়) তাহার নবীর সুন্নত)।

উপর্যুক্ত হাদীছসমূহ যাহাতে শুধু কিতাবুল্লাহ। আবার কিতাবুল্লাহর সহিত সুন্নতে নবুবিয়াহ-এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, কিতাবুল্লাহ-এর উল্লেখের মধ্যে অত্যাবশ্যকভাবে সুন্নত-ও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কেননা, কিতাবুল্লাহ-এর উপর আমল করিতে ইত্তিবায়ে সুন্নত দুই দিক দিয়া অত্যাবশ্যক। (এক) কিতাবুল্লাহতে আমাদেরকে ইত্তিবায়ে সুন্নতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (দুই) কুরআন মাজীদের বহু স্থানে এই কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিতাবের মুয়াল্লিম এবং বর্ণনাকারী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। আর এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত দ্বীনের জন্য দলীল।

উল্লিখিত সকল হাদীছ তথা খুতবাতু হুজ্জাতিল বিদা এবং আলোচ্য হাদীছুল গাদীর-এর সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাব ও সুন্নাতকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছেন এবং এতদুভয়কে ইত্তিবা

করা মূল নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আর এতদুভয়ের মাধ্যমেই দ্বীনের আহকামের পরিচয় লাভ হইবে। অধিকন্তু আহলে বায়তের মর্যাদার পরিচয়, তাহাদের ইকরাম এবং তাহাদের হকসমূহ আদায়ের নির্দেশ দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১১১-১১২ সংক্ষিপ্ত)

نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ (তাঁহার সহধর্মিণীগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত)। এই স্থানে স্পষ্ট হইয়া গেল যে, উম্মহাতুল মুমিনীনও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। তবে বাহ্যিকভাবে ইহা আগত সাঈদ বিন মাসরূক (রহ.)-এর বর্ণিত (৬০৯১নং) রিওয়ায়তের বিপরীত হয় : উক্ত রিওয়ায়তে আছে, فقلنا من اهل بيته؟ نساؤه قال لا .... اهل بيته اصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده (তখন আমরা বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বায়তের মধ্যে কি তাহার সহধর্মিণীগণ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন? তিনি (যায়দ (রাযি.) জবাবে) বলিলেন, না ... আহলে বায়ত হইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মূল বংশ এবং তাঁহার স্বগোত্রীয়গণ, যাহাদের জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের পর যাকাত হারাম)।

সম্ভবতঃ এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, প্রথম রিওয়ায়তে যায়দ বিন আরকাম (রাযি.) স্বীকার করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন অভিধান ও প্রচলনের দৃষ্টিতে। তাঁহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বসবাস করার কারণে এবং উম্মতের প্রতি আদিষ্ট যে, তাহারা যেন তাহাদের ইয্যত সম্মান করে এবং তাহাদের মর্যাদা বুঝে। তবে দ্বিতীয় রিওয়ায়তে যখন খুতবাতুল গাদীরে আহলে বায়তের উল্লেখ করিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিলেন যে, আহলে বায়ত হইল স্বীয় মূল বংশ এবং স্বগোত্রীয়গণ। -(তাকমিলা ৫:১১৪)

(৬০৮৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ.

(৬০৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাক্কার বিন রাইয়্যান (রহ.) তিনি ... যায়িদ বিন আরকাম (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬০৯০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ "كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ".

(৬০৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... ইবন হায়্যান (রহ.) হইতে এই সনদেই ইসমাঈলের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। জারীর-এর হাদীছে "আল্লাহর কিতাব, তাহাতে রহিয়াছে হিদায়াত ও আলো, যেই ব্যক্তি ইহাকে ধরিয়া রাখিবে, হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আর যে ইহা ছাড়িয়া দিবে, সে পথ হারাইয়া ফেলিবে", বাক্যটি অতিরিক্ত উল্লেখ আছে।

(৬০৯১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا. لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ". وَفِيهِ فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لَا وَايْمُ اللهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ.

(৬০৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্ম বিন বাক্কার বিন রায়্যান (রহ.) তিনি ... যায়দ বিন আরকাম (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাঁহার কাছে যাইয়া বলিলাম, আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে রহিয়াছেন, তাঁহার পিছনে নামায পড়িয়াছেন। এরপর আবূ হায়্যানের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদের মাঝে দুইটি ভারী জিনিস ছাড়িয়া যাইতেছি। আল্লাহ তা'আলার কিতাব, যেটি আল্লাহর রশি, যে ইহার অনুসরণ করিবে, হিদায়াতের উপর থাকিবে; আর যে ইহাকে ছাড়িয়া দিবে, সে পথভ্রষ্টতায় পতিত হইবে। এই বর্ণনায় আরো আছে যে, আমরা বলিলাম, রাসূলের আহলে বায়তের মধ্যে কি তাঁহার সহধর্মিণীগণ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন? যায়দ (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহর শপথ! স্ত্রীরা একটা সময় পুরুষদের সহিত থাকে, এরপর তাহাকে স্বামী তালাক দিলে সে তাহার পিতা এবং গোষ্ঠীর কাছে ফিরিয়া যায়। আহলে বায়ত হইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মূল বংশ এবং তাঁহার স্বগোত্রীয়রা, যাঁহাদের জন্য নবীর তিরোধানের পর যাকাত হারাম।

(৬০৯২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ قَالَ فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتِمَ عَلِيًّا قَالَ فَأَبَى سَهْلٌ فَقَالَ لَهُ أَمَّا إِذْ أَبَيْتَ فَقُلْ لَعَنَ اللهُ أَبَا التُّرَابِ . فَقَالَ سَهْلٌ مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا . فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ قِصَّتِهِ لِمَ سُمِّيَ أَبَا تُرَابٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ "أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ" . فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِنْسَانٍ "انْظُرْ أَيْنَ هُوَ" . فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ . فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ "قُمْ أَبَا التُّرَابِ قُمْ أَبَا التُّرَابِ" .

(৬০৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, মারওয়ানের বংশের এক ব্যক্তি মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল, সে সাহলকে ডাকিয়া আনিয়া আলী (রাযি.)কে গালি দিতে বলিল। সাহল (রাযি.) অস্বীকার করিলেন। শাসক ব্যক্তিটি বলিল, তুমি যদি গালি নাই দাও তাহা হইলে অন্তত বল যে, আবূ তুরাবের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। সাহল (রাযি.) বলিলেন, আলী (রাযি.)-এর কাছে কোন নামই ইহার চাইতে বেশী পছন্দনীয় ছিল না। এই নামে ডাকিলে তিনি খুশি হইতেন। সে ব্যক্তি বলিল, তাহা হইলে আবূ তুরাব নাম হওয়ার ঘটনা বর্ণনা কর। তিনি বলিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রাযি.)-এর ঘরে পদার্পণ করিলেন; কিন্তু আলী (রাযি.)কে ঘরে পাইলেন না। ফাতিমা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? ফাতিমা (রাযি.) বলিলেন, তাঁহার আর আমার মাঝে একটা কিছু ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে তিনি রাগ করিয়া চলিয়া গেছেন, আর তিনি আমার কাছে ঘুমান নাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিলেন, দেখ তো, আলী কোথায়? লোকটি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি মসজিদে শুইয়া আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাছে আসিলেন, আলী (রাযি.) শুইয়াছিলেন। তাঁহার এক পাশের চাদর সরিয়া গিয়াছিল, ফলে শরীরে মাটি লাগিয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মাটি ঝাড়িতে শুরু করিলেন এবং বলিলেন, হে আবূ তুরাব, উঠ! হে আবূ তুরাব, উঠ!

بَابُ فِي فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬০৯৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرِقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ. قَالَتْ وَسَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ هٰذَا". قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ.

(৬০৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত রহিলেন আর তিনি বলিলেন, যদি আমার কোন সৎকর্মশীল সাহাবী এই রাত্রিতে আমাকে পাহারা দিত! এমন সময় আমরা অস্ত্রের ঝনঝনানি শ্রবণ করিতে পাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইনি কে? উত্তর আসিল, আমি সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস। আপনাকে পাহারা দিতে আসিয়াছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইয়া পড়িলেন। এমনকি আমি তাঁহার নাক ডাকার শব্দও শ্রবণ করিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب الحراسة في الجهاد অধ্যায়ে এবং باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف كذا وكذا التمنى অধ্যায়ে এবং তিরমিযী শরীফে العرف في سبيل الله এ باب مناقب سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه المناقب অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৫:১১৬)

أَرِقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ (এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত রহিলেন)। অর্থাৎ سهر (নিদ্রাহীনতা, অনিদ্রা, জাগরণ, জাগ্রত, রক্ষণাবেক্ষণ)। আর নাসাঈ শরীফে আবূ ইসহাক আল ফাযারী (রহ.) সূত্রে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة يسهر من الليل (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করিয়া প্রাথমিক অবস্থায় রাত্রি জাগরণ (সতর্ক) থাকিতেন)। -(তাকমিলা ৫:১১৬-১১৭)

يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ (এই রাত্রিতে আমাকে পাহারা দিত)! ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শত্রু হইতে সাবধানতা অবলম্বনে প্রহরা নিয়োগ করা জায়িয আছে। ইহা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নহে। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুশমনের হামলার আশংকা করিতেন তখন তিনি রাত্রি জাগরণ করিতেন। -(ঐ)

جِئْتُ أَحْرُسُكَ (আপনাকে পাহারা দিতে আসিয়াছি)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভয়-আতঙ্কের সময় সাধারণ মানুষ তাহাদের বাদশাহকে পাহারা দেওয়া চাই। ইহাতে সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর ফযীলত প্রকাশিত হইয়াছে। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকাঙ্খা মুতাবিক আসিয়াছেন। তাহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي (আমার কোন সৎকর্মশীল সাহাবী)-এর مصداق (প্রত্যায়ন, প্রতিপাদন, সত্যায়ন) হওয়ায় তাঁহার ফযীলত প্রমাণিত হইয়াছে। -(ঐ)

(৬০৯৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَهِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً فَقَالَ "لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ". قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ فَقَالَ "مَنْ هٰذَا". قَالَ

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا جَاءَ بِكَ". قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَامَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ فَقُلْنَا مَنْ هٰذَا.

(৬০৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আগমনের প্রথম সময়ে এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত রহিলেন। আর তিনি বলিলেন, আমার সাহাবীদের মধ্য হইতে কোন নেক ব্যক্তি আমাকে এই রাত্রে পাহারা দিলে কতই না ভালো হইত! আয়িশা (রাযি.) বলেন যে, এমতাবস্থায়ই আমরা অস্ত্রের ঝনঝন শব্দ শ্রবণ করিতে পাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইনি কে? বলিলেন, সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন আসিয়াছ? সা'দ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে আমার মনে ভয় জাগিয়াছে, তাই আপনাকে পাহারা দিতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য দু'আ করিলেন, তারপর তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ইবন রুমহের বর্ণনায় আছে, "আমরা বলিলাম, ইনি কে"?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ (অস্ত্রের ঝন্‌ঝন শব্দ)। তাহা হইল কিছু অস্ত্র কিছু অস্ত্রের সহিত ঘর্ষণ লাগিয়া যেই শব্দ হয়। কাযী ইয়ায (রহ.) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১১৭)

(৬০৯৫) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَرِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

(৬০৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত রহিলেন। (পরবর্তী অংশ) সুলায়মান বিন বিলালের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

(৬০৯৬) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَوَيْهِ لأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ "ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي".

(৬০৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মুযাহিম (রহ.) তিনি ... আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ বিন মালিক (রাযি.) ব্যতীত আর কাহারো জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাতাপিতা উভয়ের উল্লেখ এক সাথে করেন নাই। ওহুদ যুদ্ধের দিন তিনি সা'দকে বলিয়াছিলেন, তীর নিক্ষেপ কর, সা'দ! আমার মা-বাবা তোমার উপর উৎসর্গ হউন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ (সা'দ বিন মালিক (রাযি.) ব্যতীত)। তিনি হইলেন, ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.)। মালিক হইলেন হযরত সা'দ (রাযি.)-এর পিতার নাম। আর মালিক-এর কুনিয়াত হইতেছে আবূ ওয়াক্কাস। (তাক. ৫:১১৮)

(৬০৯৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬০৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না, ইবন বাশ্‌শার, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইসহাক হানযালী ও ইবন আবূ উমর (রাযি.) তাঁহারা ... আলী (রাযি.) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে।

(৬০৯৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

(৬০৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদ দিবসে আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পিতা ও মাতাকে একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬০৯৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬০৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, ইবন রুমহ ও ইবন মুসান্না (রাযি.) তাঁহারা ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রাযি.) সূত্রে এই সনদেই বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬১০০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ لَهُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي". قَالَ فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ فَسَقَطَ فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ.

(৬১০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের দিন তাঁহার জন্য স্বীয় পিতা ও মাতাকে একত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। সা'দ (রাযি.) বলেন, মুশরিকদের একজন লোক মুসলমানদের জ্বালাইয়া মারিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে সা'দ, তীর নিক্ষেপ কর। আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত। আমি তাহার উদ্দেশ্যে একটি তীর বাহির করিলাম, যাহাতে ধারালো অংশটি ছিল না, ইহা তাহার পাঁজরে লাগিলে সে পড়িয়া গেল, ইহাতে তাহার লজ্জাস্থান প্রকাশিত হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিলেন, আমি তাঁহার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখিতে পাইলাম।

(৬১০১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ وَلَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ. قَالَتْ زَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ وَأَنَا أُمُّكَ وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا. قَالَ مَكَثَتْ ثَلَاثًا حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ فَسَقَاهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الآيَةَ} وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا{ } وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي {وَفِيهَا} وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا{ قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ نَفِّلْنِي هَذَا السَّيْفَ فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ. فَقَالَ "رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ". فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ لَامَتْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ أَعْطِنِيهِ. قَالَ فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ "رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ". قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ} يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ{ قَالَ وَمَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله

عليه وسلم فَأَتَانِى فَقُلْتُ دَعْنِى أَقْسِمْ مَا لِى حَيْثُ شِئْتُ . قَالَ فَأَبَى . قُلْتُ فَالنِّصْفَ . قَالَ فَأَبَى . قُلْتُ فَالثُّلُثَ . قَالَ فَسَكَتَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا . قَالَ وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِيكَ خَمْرًا . وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فِى حَشٍّ وَالْحَشُّ الْبُسْتَانُ فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِىٌّ عِنْدَهُمْ وَزِقٌّ مِنْ خَمْرٍ قَالَ فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ قَالَ فَذُكِرَتِ الأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرُونَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَيِ الرَّأْسِ فَضَرَبَنِى بِهِ فَجَرَحَ بِأَنْفِى فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىَّ يَعْنِى نَفْسَهُ شَأْنَ الْخَمْرِ { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ }

(৬১০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... মুস'আব বিন সা'দ (রাযি.) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত যে, তাঁহার সম্পর্কে কুরআনের কিছু আয়াত অবতীর্ণ হইল। সা'দ (রাযি.)-এর মা শপথ করিয়াছে যে, যতক্ষণ তিনি ইসলামকে অস্বীকার না করিবেন ততক্ষণ তাঁহার সাথে কথা বলিবে না, খাইবেও না, পানও করিবে না। সে বলিল, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আদেশ করিয়াছেন, পিতা-মাতার কথা মানিতে। আর আমি তোমার মা। আমি তোমাকে এ আদেশ করিতেছি। মা তিন দিন পর্যন্ত কিছু খাইলেন না। কষ্টে সে বেহুঁশ হইয়া গেলে উমারাহ নামক তাহার এক ছেলে তাহাকে পানি পান করাইল। মা সা'দের উপর বদ্দু'আ করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ "আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তবে ওরা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করিতে যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদের মানিও না।" (সূরা আনকাবূত: ৮) "আর পৃথিবীতে তাহাদের সাথে বসবাস করিবে সদ্ভাবে।" (সূরা লুকমান: ১৫ সা'দ বলিল, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আসিল। ইহাতে একটি তলোয়ারও ছিল। আমি সেইটা নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলাম, বলিলাম আমাকে এই তলোয়ারটি দান করুন। আর আমার অবস্থা তো আপনি জানেনই। তিনি বলিলেন, ইহা যেখান থেকে নিয়াছ সেখানেই রাখিয়া দাও। আমি গেলাম এবং ইচ্ছা করিলাম যে, ইহাকে ভাণ্ডারে রাখিয়া দেই; কিন্তু আমার মন আমাকে ধিক্কার দিল। তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরিয়া আসিলাম। বলিলাম, আমাকে ইহা দান করুন। তিনি উঁচু আওয়াযে বলিলেন, ইহা যেইখান থেকে আনিয়াছ সেইখানে রাখিয়া দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিলেন : "তাহারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ মাল সম্পর্কে প্রশ্ন করে।" (সূরা আনফাল : ১)। তিনি বলিলেন, অসুস্থ হইয়া আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসিতে বলিলাম, তিনি আসিলেন। আমি বলিলাম, আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আমার ধন-মাল বন্টন করিয়া দিয়া দেই। তিনি অস্বীকৃতি জানাইলেন। আমি বলিলাম, আচ্ছা অর্ধেক ধন-মাল বন্টন করি। তিনি তাহাও অস্বীকৃতি জানাইলেন আমি বলিলাম আচ্ছা তাহা হইলে এক-তৃতীয়াংশ মালই দিয়া দেই। তিনি চুপ হইয়া রহিলেন। পরবর্তীতে এক-তৃতীয়াংশ ধন-মাল দান করাই অনুমোদিত হইল। সা'দ বলেন, একবার আমি আনসার ও মুহাজিরদের কিছু লোকের কাছে গেলাম। তাহারা আমাকে বলিল, আসো, তোমাকে আমরা আহার করাইব এবং মদ পান করাইব। এ ঘটনা মদ হারাম হওয়ার পূর্বের। আমি তাহাদের কাছে একটি বাগানে গেলাম। সেইখানে উটের মাথার গোশ্ত ভুনা হইয়াছিল আর মদের একটি মশক ছিল। আমি তাহাদের সাথে গোশত খাইলাম এবং মদ পান করিলাম। সেইখানে মুহাজির ও আনসারদের আলোচনা উঠিলে আমি বলিলাম, মুহাজিররা আনসারদের হইতে উত্তম। এক লোক মাথার একটি হাড় দিয়া আমাকে আঘাত করিল। আমার নাকে যখম হইয়া গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া তাহা বর্ণনা করিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার সম্পর্কে আয়াত

নাযিল করিলেন : "মদ, জুয়া, মুর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ (সূরা মায়েদা :৯০)।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ (আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করেন মুস'আব বিন সা'দ (রাযি.), তিনি তাঁহার পিতা হইতে)। অর্থাৎ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.)। এই হাদীছ আংশিক الجهاد অধ্যায়ে باب الانفال এ গিয়াছে। তিরমিযী শরীফে تفسير سورة الانفال এবং تفسير سورة العنكبوت এ আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে الجهاد অধ্যায়ে باب في النفل এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:১২০)

حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ (সা'দ (রাযি.)-এর মা শপথ করিয়াছে)। তাহার নাম হামনা বিন্‌ত সুফয়ান বিন উমাইয়্যা। সে মুশরিকা ছিল। আর হযরত সা'দ (রাযিঃ) ষোল বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। -(তাকমিলা ৫:১২০-১২১)

نَفِّلْنِي هٰذَا السَّيْفَ (আমাকে এই তলোয়ারটি দান করুন)। এই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা الجهاد অধ্যায়ে باب الانفال এ গিয়াছে। -(তাকমিলা ৫:১২১)

أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ (ইহাকে ভাণ্ডারে রাখিয়া দেই)। الْقَبَضِ শব্দটির ق এবং ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ সেই স্থান যাহাতে গণীমতের মালসমূহ জমা করা হয়। -(তাকমিলা ৫:১২১)

قُلْتُ فَالثُّلُثُ (আমি বলিলাম : এক-তৃতীয়াংশ)। এই হাদীছের বিস্তারিত ব্যাখ্যা الوصايا অধ্যায়ে গিয়াছে। -(তাকমিলা ৫:১২১)

(৬১০২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أُنْزِلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا ثُمَّ أَوْجَرُوهَا. وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَضَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَزَرَهُ وَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُورًا.

(৬১০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... মুস'আব বিন সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি তাঁহার হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতার প্রসঙ্গে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিলেন। শু'বা শুধু এইটুকু কথা বেশী বলিয়াছেন– "সা'দ (রাযি.) বলিলেন, লোকেরা আমার মাকে খানা খাওয়ানোর সময় একটি কাঠি দিয়া তাহার মুখ খুলিত, পরে তাহার মুখে খাদ্য দিত।" এক বর্ণনায় এরূপ আছে, "সা'দের নাকে আঘাত করিল, ইহাতে তাঁহার নাক ভাঙ্গিয়া গেল। এরপর সবসময়ই তাঁহার নাক ভাঙ্গাই ছিল।"

(৬১০৩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ فِيَّ نَزَلَتْ {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} قَالَ نَزَلَتْ فِي سِتَّةٍ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا لَهُ تُدْنِي هٰؤُلَاءِ.

(৬১০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, "যাহারা তাহাদের পালনকর্তাকে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাহাদের আপনি বিতাড়িত করিবেন না।" (সূরা আনআম: ৫২) এই আয়াতটি ছয় ব্যক্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে আমিও একজন ছিলাম এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)ও ছিলেন। মুশরিকরা বলিত, এইসকল লোককে আপনি সাথে রাখিবেন না।

(৬১০৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اطْرُدْ هَؤُلاَءِ لاَ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا . قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ {

(৬১০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। মুশরিকরা বলিল, আপনি এইসব লোককে আপনার নিকট হইতে তাড়াইয়া দিন। তাহারা আমাদের মাঝে আসিবার সাহস করিবে না। সা'দ (রাযি.) বলিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমি, ইবন মাসউদ, বনূ হুযায়লের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আর দুইজন ব্যক্তি ছিলাম, যাহাদের নাম আমি নিতেছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিলেন : "যাহারা তাহাদের পালনকর্তাকে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাহাদের আপনি বিতাড়িত করিবেন না (সূরা আনআম : ৫২)।"

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত তালহা ও যুবায়র (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১০৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ . عَنْ حَدِيثِهِمَا .

(৬১০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দামী, হামিদ বিন আমর বকরাবী ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ উছমান (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের সাথে লড়াই করিতেছিলেন, তখন কোন কোন দিন তালহা এবং সা'দ (রাযি.) ব্যতীত আর কেউই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে থাকিত না। ইহা তাহাদের দুইজনের বর্ণনা মতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (আবূ উছমান (রহ.) হইতে) অর্থাৎ আন-নাহদী (রহ.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে المغازى এবং باب ذكر طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه অধ্যায়ে فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে باب اذهمت طائفتان منكم ان تفشلا এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১২৪)

عَنْ حَدِيثِهِمَا (তাহাদের দুইজনের বর্ণনা মতে)। এই কথাটি সেই ব্যক্তির যিনি এই হাদীছ আবূ উছমান (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তিনি হইলেন, মু'তামির (রহ.)-এর পিতা সুলায়মান (রহ.)। এই বাক্যটির মর্ম হইতেছে আবূ উছমান (রহ.) এই হাদীছ তালহা ও যুবায়র (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অন্য কাহারও হইতে তিনি রিওয়ায়ত করেন নাই, অন্য কোন প্রমাণও নাই। কেননা, আবূ উছমান (রহ.) তাবেঈ, সাহাবী নহেন। বরং স্বয়ং তালহা ও যুবায়র (রাযি.) তাহার নিকট ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। যেমন 'শরহুল উবাই' গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৫:১২৪)

(৬১০৬) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ".

(৬১০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন-নাকিদ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের জিহাদের প্রেরণা দিলেন। যুবায়র (রাযি.) ডাকে সাড়া দিলেন। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকিলেন। তখনও যুবায়রই সাড়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ডাকিলেন। যুবায়রই সাড়া দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক নবীরই একজন একান্ত সাহায্যকারী থাকে, আর আমার একান্ত সাহায্যকারী হইল যুবায়র।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب الجهاد অধ্যায়ে فضل الطليعة এবং আরও চার স্থানে এবং তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৫:১২৪)

لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ (প্রত্যেক নবীরই একজন একান্ত সাহায্যকারী থাকে)। حَوَارِيٌّ শব্দটি অভিধানে মুলতঃ الابيض الخالص (খাটি সাদা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। ইহা হইতেই الدقيق الحوارئ (সাদা ময়দা, আটা)। অতঃপর এই শব্দটি বিশেষভাবে কোন ব্যক্তির একান্ত সাহায্যকারী-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইমাম বুখারী ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে তালীক হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, الحواريون নামকরণ করা হইয়াছে এই জন্য যে, তাহাদের কাপড় সাদা। -(তাকমিলা ৫:১২৫)

وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ (আর আমার একান্ত সাহায্যকারী হইল যুবায়র রাযি.)। এক জামাআত বিশেষজ্ঞ حَوَارِيٌّ শব্দটিকে ى বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা مصرحى এর ওযনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে حوارى শব্দটির ر বর্ণে যের দ্বারা ياء متكلم এর দিকে مضاف (সম্বন্ধ) করিয়া সংরক্ষণ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১২৫)

(৬১০৭) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(৬১০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত, হাদীছটি তিনি ইবন উয়ায়নার হাদীছের সমার্থক বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬১০৮) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ النِّسْوَةِ فِي أُطُمِ حَسَّانَ فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ وَأُطَأْطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَى فَرَسِهِ فِي السِّلَاحِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ. قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ أَبَوَيْهِ فَقَالَ "فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي".

(৬১০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসমাঈল বিন খলীল ও সুয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন

আমি এবং উমর বিন আবূ সালামা (রাযি.), হাস্‌সান (বিন সাবিত রাযি.)-এর কিল্লায় মহিলাদের সহিত ছিলাম। কখনো তিনি আমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেন, আমি দেখিতাম, আর কোন সময় আমি ঝুঁকিয়া পড়িতাম, তিনি দেখিতেন। আমার পিতাকে আমি চিনিয়া ফেলিতাম, যখন তিনি সসস্ত্র অবস্থায় ঘোড়ায় চড়িয়া বনূ কুরায়যার দিকে যাইতেন। অন্য সূত্রে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.) বলিলেন, এরপর আমি পিতাকে এই কথার উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, বাছা, তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ! সেইদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তাঁহার পিতামাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, তোমার উপর আমার মা-বাবা উৎসর্গিত হোন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী ও তিরমিযী উভয় কিতাবে باب مناقب الزبير بن العوام এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১২৫)

أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ (আমি এবং উমর বিন আবূ সালামা রাযি.)। অর্থাৎ ইবন আবদুল আসাদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎ পুত্র (অন্য স্বামী হইতে স্ত্রীর পুত্র)। তাহার মা হইলেন, উম্মু সালামা (রাযি.)। -(তাকমিলা ৫:১২৬)

مَعَ النِّسْوَةِ فِي أُطُمِ حَسَّانٍ (হাস্‌সান (বিন সাবিত রাযি.)-এর কিল্লায় মহিলাদের সহিত ছিলাম)। الاطم শব্দটির همزه এবং طاء বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ الحصن (কিল্লা, দুর্গ, নিরাপত্তা, সুরক্ষা) ইহার বহুবচন آطام আসে। খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা ও শিশুদেরকে হাস্‌সান বিন সাবিত (রাযি.)-এর কিল্লা জমায়েত করিয়া সুরক্ষায় রাখিয়াছিলেন। আর তখন আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)-এর বয়স ছিল চার বৎসর। কেননা, তিনি হিজরতের বছর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর গযুয়ায়ে আহযাব হিজরী 8 সনে সংঘটিত হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৫:১২৬)

(৬১০৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي الأُطُمِ الَّذِي فِيهِ النِّسْوَةُ يَعْنِي نِسْوَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُرْوَةَ فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

(৬১০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রাযি.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমি এবং উমর বিন সালামা (রহ.) ঐ কিল্লায় ছিলাম, যেখানে মহিলারা ছিলেন অর্থাৎ নবী পত্নীগণ। এ সনদেই ইব্‌ন মুসহিরের হাদীছের সমার্থক হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীছে আবদুল্লাহ বিন উরওয়ার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু হিশাম তাঁহার পিতা সূত্রে ইবন যুবায়র হইতে বর্ণিত হাদীছে এই ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন।

(৬১১০) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "اهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ".

(৬১১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পর্বতের উপর ছিলেন। তাঁহার সাথে ছিলেন আবূ বকর, উমর, উছমান, আলী, তালহা ও যুবায়র (রাযি.)। তখন পাথরটি কাপিয়া উঠিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন : থাম। তোমার উপর নবী, সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া আর কেহ নয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ তিরমিযী শরীফে المناقب অধ্যায়ে باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১২৭)

فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِىٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ (তোমার উপর নবী, সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া আর কেহ নয়)। ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সেই স্থানে ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী, আবূ বকর (রাযি.) সিদ্দীক। আর এতদুভয় ছাড়া আর যাহারা তখন তথায় ছিলেন পরবর্তীতে তাহারা শহীদ হইয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১২৭ সংক্ষিপ্ত)

(৬১১১) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ فَتَحَرَّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اسْكُنْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِىٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ". وَعَلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ رضى الله عنهم.

(৬১১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ বিন খুনায়স ও আহমদ বিন ইউসুফ আযদী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পর্বতের উপর ছিলেন, পর্বত কাঁপিয়া উঠিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন : শান্ত হও, হেরা! তোমার উপর নবী, সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া আর কেহ নয়। ইহার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, উমর, উছমান, আলী, তালহা, যুবায়র ও সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) ছিলেন।

(৬১১২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ لِى عَائِشَةُ أَبَوَاكَ وَاللهِ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

(৬১১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হিশাম (রাযি.) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রাযি.) আমাকে বলিলেন, আল্লাহর শপথ! তোমার উভয় পূর্ব পুরুষ ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁহাদের কথা এই আয়াতে রহিয়াছে– "যাহারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে। –সূরা আলে ইমরান ১৭২।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَتْ لِى عَائِشَةُ (আয়িশা (রাযি.) আমাকে বলিলেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে المغازى অধ্যায়ে باب الذين استجابوا لله والرسول এ আছে। আর ইবন মাজা গ্রন্থের মুকাদ্দামায় باب فضل الزبير এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১২৮)

أَبَوَاكَ (তোমার উভয় পূর্ব পুরুষ)। এতদুভয় দ্বারা মর্ম হইতেছে যুবায়র বিন আওয়াম এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) আগত রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আবূ বকর ও আবূ উরওয়া বিন যুবায়র (রাযি.)কে পূর্বপুরুষ গণ্য করা হইয়াছে। কেননা, তাহার মা হইলেন আসমা বিনত আবূ বকর (রাযি.)। ফলে মা-এর দিক দিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) নানা ছিলেন। -(তাকমিলা ৫:১২৮)

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ الخ (যাহারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে -(সূরা আলে ইমরান ১৭২)। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক লিখেন, শাওয়াল মাসের পনের তারিখ শনিবার উহুদের যুদ্ধ

সংঘটিত হয়। অতঃপর যখন ১৬ তারিখ রবিবার সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে ঘোষণা দিলেন যে, গতকাল যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ বাহির হইবে না। তখন জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) বাহির হওয়ার অনুমতি চাহিলেন, তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইল। -(ঐ)

আর সহীহ বুখারী শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, কে আছে, যাহারা মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে? তখন সত্তরজন সাহাবী প্রস্তুত হইলেন যাহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাহারা গতকালকের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করিতেছিলেন। ইহারাও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হইলেন। যখন তাঁহারা 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে যাইয়া পৌঁছিলেন, তখন সেইখানে নোআইম বিন মাসউদের সহিত সাক্ষাত হইল। সে সংবাদ দিল যে, আবূ সুফিয়ান নিজের সহিত আরও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মদীনা আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। আহত-দুর্বল সাহাবায়ে কিরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, আমরা তাহা জানি না حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী)।

এইদিকে মুসলমানগণকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই সংবাদ দেয়া হইল, কিন্তু মুসলমানগণ তাহাতে কোনরূপ প্রভাবান্বিত হইলেন না; অপরদিকে বনী খোযাআহ গোত্রের মা'বাদ ইবনে খোযাআহ নামক এক ব্যক্তি মদীনা হইতে মক্কার দিকে যাইতেছিল। যদিও সেই লোকটি মুসলমান ছিল না কিন্তু মুসলমানদের হিতার্থী ছিল এবং তাহার গোত্র ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদীনা প্রত্যাগত আবূ সুফিয়ানকে যখন দেখিতে পাইল যে, সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। তখন সে আবূ সুফিয়ানকে বলিল, তোমরা ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছ যে, মুসলমানরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখিয়া আসিয়াছে, যাহারা কিনা পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হইয়া তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে। এই সংবাদ আবূ সুফিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিল। -(মাআরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর)

(৬১১৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ تَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَالزُّبَيْرَ.

(৬১১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হিশাম (রাযি.) হইতে একই সনদে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি "অর্থাৎ আবূ বকর এবং যুবায়র" কথাটি বর্ধিত করিয়াছেন।

(৬১১৪) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ كَانَ أَبَوَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

(৬১১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... উরওয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রাযি.) আমাকে বলিয়াছেন, "যাহারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে। –সূরা আলে ইমরান ১৭২।" তোমার পিতারা তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

بَابُ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضى الله تعالى عنه

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১১৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ".

(৬১১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : প্রত্যেক উম্মতের একজন আমীন থাকে। আর হে উম্মত! আমাদের আমীন হইলেন, আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.)।

(৬১১৬) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالإِسْلاَمَ . قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ "هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ".

(৬১১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন-নাকিদ (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামান হইতে কিছু লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, আমাদের সহিত একজন লোক প্রেরণ করুন, যিনি আমাদের ইসলাম ও সুন্নাত শিখাইবেন। আনাস (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আবূ উবায়দার হাত ধরিয়া বলিলেন, ইনি হইলেন এ উম্মতের আমীন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا (ইয়ামান হইতে কিছু লোক আসিয়া ...)। আর আগত খুযায়মা (রাযি.)-এর রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা ছিলেন নাজরানবাসী কিছু লোক। সম্ভবতঃ রাবী আহলে নাজরানকেই আহলে ইয়ামান বলিয়া বুঝাইয়াছেন। কেননা, নাজরান ইয়ামানের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। অন্যথায় ইহা দুইটি ঘটনা হইবে। তবে প্রথম ব্যাখ্যা প্রাধান্য। -(তাকমিলা ৫:১২৯-১৩০)

(৬১১৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلاً أَمِينًا . فَقَالَ "لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ حَقَّ أَمِينٍ". قَالَ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

(৬১১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নাজরান থেকে লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে একজন আমীন (বিশ্বস্ত) লোক দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাদের মাঝে একজন আমীন (বিশ্বস্ত) লোককে পাঠাইব, যিনি সত্যই আমীন, সত্যই আমীন। রাবী বলিলেন, লোকেরা অপেক্ষায় ছিল যে, তিনি কাহাকে পাঠাইবেন। রাবী বলিলেন, অবশেষে তিনি আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.)কে পাঠাইলেন।

(৬১১৮) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৬১১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ ইসহাক (রাযি.) হইতে একই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত হাসান এবং হুসায়ন (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১১৯) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ "اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ".

(৬১১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান (রাযি.) সম্পর্কে বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি তাহাকে ভালোবাসি, তুমিও তাহাকে ভালোবাস, আর যে তাহাকে ভালোবাসে, তাহাকেও ভালোবাস।

(৬১২০) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ حَتّٰى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ ثُمَّ انْصَرَفَ حَتّٰى أَتٰى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ "أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعُ". يَعْنِي حَسَنًا فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعٰى حَتّٰى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ".

(৬১২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমার (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দিনের এক প্রহরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বাহির হইলাম। তিনি আমার সহিত কথা বলেন নাই, আমিও তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিলাম না। অবশেষে বনূ কায়নুকা'-এর বাজারে পৌঁছিলেন, এরপর তিনি ফিরিয়া চলিলেন অবশেষে ফাতিমা (রাযি.)-এর ঘরে গেলেন। বলিলেন, এইখানে খোকা আছে, খোকা আছে, অর্থাৎ হাসান। আমরা ধারণা করিলাম যে, তাঁহার মা তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন গোসল করানো এবং সুবাসিত মালা পরিধান করানোর জন্য। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসান দৌড়াইয়া চলিয়া আসিলেন এবং তাঁহারা একে অপরকে গলায় জড়াইয়া ধরিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! আমি তাহাকে ভালোবাসি, তুমিও তাহাকে ভালোবাস, আর ভালোবাসো ঐ লোককে, যে তাহাকে ভালোবাসে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে البيوع অধ্যায়ে باب ما ذكر في الاسواق এবং اللباس অধ্যায়ে باب السخاب للصبيان এ আছে। অধিকন্তু ইবন মাজা গ্রন্থের المقدمة এর باب فضائل الحسن والحسين এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১৩১)

فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ (দিনের এক প্রহরে)। অর্থাৎ فى قطعة منه (দিনের এক অংশে)। আল্লামা কিরমানী কতিপয় রিওয়ায়তে طائفة এর বদলে صائفة নকল করিয়াছেন। অর্থাৎ فى حر النهار (দিনের উত্তাপে)। উত্তাপ দিবসকে يوم صائف বলে। -(তাকমিলা ৫:১৩১)

لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ (তিনি আমার সহিত কথা বলেন নাই, আমিও তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিলাম না)। সম্ভবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যিকির বা ফিকিরে মশগুল ছিলেন। আর আবূ হুরায়রা (রাযি.) সম্মান প্রদর্শনে চুপ

ছিলেন। আর সাহাবায়ে কিরাম তো এমন নিয়মের অনুসারী ছিলেন যে, তাঁহারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণবন্ততা প্রত্যক্ষ করিতেন না তখন কথা বলিতেন না। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শায়খের সুহবত সার্বক্ষণিক অবলম্বন করা দ্বারা ফায়দা হইতে খালি নাই। যদিও শায়খ এবং তাঁহার সাগরিদের মধ্যে কোন কথাবর্তা না হয়। -(তাকমিলা ৫:১৩১)

حَتّٰى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ (অবশেষে হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর ঘরে গেলেন)। الخباء শব্দটি خ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে এই স্থানে ঘর মর্ম নেওয়া হইয়াছে। যদিও মূলত ইহা الخيمة (তাঁবু) অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে فجلس بفناء بيت فاطمة (অতঃপর তিনি ফাতিমা (রাযি.)-এর ঘরের আঙ্গিনায় বসিলেন)। -(ঐ)

أَثَمَّ لُكَعُ؟ (এইখানে খোকা আছে?) أثم শব্দটির ث বর্ণে যবর এবং م বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে অর্থ هناك (এইখানে)। আর اللكع শব্দটির ل বর্ণে পেশ এবং ك বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ الغلام الصغير (ছোট বালক, খোকা)। এই স্থানে ইহাই মর্ম। আর কখনও اللئيم (হীন, নীচ) অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে : يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع (কিয়ামতের আগে) হীন লোকেরাই দুনইয়া হিসাবে অধিকতর সুখী হইবে)। -(তাকমিলা ৫:১৩১)

تُلْبِسَهُ سِخَابًا (সুবাসিত মালা পরিধান করানোর জন্য)। سخابا শব্দটির س বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة (সুবাসিত মালা বানানো যাহা স্বর্ণের কিংবা রৌপ্যের নহে)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন من مرنفل (লবঙ্গ দ্বারা)। আর আল্লামা আল হারুভী বলেন, هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجوارى (তাহা হইল পুঁতির মালা যাহা বালক-বালিকাদের পরানো হয়)। -(তাকমিলা ৫:১৩২)

(৬১২১) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ".

(৬১২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বিন আলী (রাযি.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাঁধের উপর দেখিয়াছি। তিনি বলিতেছেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, তুমিও তাহাকে ভালোবাস।

(৬১২২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ".

(৬১২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাঁহারা ... বারা' (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিলাম, হাসান বিন আলীকে তাঁহার কাঁধে বসাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, তুমিও তাহাকে ভালোবাস।

(৬১২৩) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ حَتّٰى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هٰذَا قُدَّامَهُ وَهٰذَا خَلْفَهُ.

(৬১২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন রূমী ইয়ামামী ও আব্বাস বিন আবদুল আযীম আম্বারী (রহ.) তাঁহারা ... আয়াস (রাযি.) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একটি সাদা খচ্চরকে টানিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরা

পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। ইহার উপর আরোহী ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাসান ও হুসায়ন। একজন সামনে, একজন পিছনে।

بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বায়তের ফযীলত

(৬১২৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

(৬১২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে বাহির হইলেন। তাঁহার গায়ে ছিল কাল চুল দ্বারা খচিত একটি পশমী চাদর। হাসান বিন আলী (রাযি.) আসিলেন, তিনি তাঁহাকে চাদরের ভিতর ঢুকাইয়া নিলেন। হুসায়ন বিন আলী (রাযি.) আসিলেন, তিনি তাঁহাকে চাদরের ভিতর ঢুকাইয়া নিলেন। ফাতিমা (রাযি.) আসিলেন, তাঁহাকেও ভিতরে ঢুকাইয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আহলে বায়ত! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হইতে অপবিত্রতাকে বিদূরিত করিয়া তোমাদেরকে পবিত্রময় করিতে চান।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَتْ عَائِشَةُ (আয়িশা (রাযি.) বলেন)। এই হাদীছের আংশিক সহীহ মুসলিম শরীফে باب اللباس অধ্যায়ে এবং باب في لبس الصوف والشعر এর মধ্যে গিয়াছে। আর আবূ দাউদ শরীফে اللباس অধ্যায়ে التواضع في اللباس তিরমিযী শরীফে الادب অধ্যায়ে باب ما جاء في الثوب الاسود এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১৩৩)

بَابُ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত যায়দ বিন হারিছা ও তাঁহার পুত্র উসামা বিন যায়দ (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১২৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ - قَالَ الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ الدُّوَيْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(৬১২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সালিম বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত যে, আমরা যায়দ বিন হারিছা (রাযি.)কে যায়দ বিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিতাম, যতক্ষণ না কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল হইল : "তোমরা তাহাদেরকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে ইহাই অধিক ন্যায়সঙ্গত। -(সূরা আহযাব ৫)।"

শায়খ আবূ আহমদ মুহাম্মদ বিন ঈসা বলেন, আমাদেরকে হাদীছ জানান আবুল আব্বাস আস সাররাজ ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আদ-দাওয়াররী। তাহারা উভয়ে বলেন, আমাদের নিকট কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) এই হাদীছ বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِيهِ (তাঁহার পিতা হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে تفسير سورة الاحزاب অধ্যায়ে باب ادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে تفسير سورة الاحزاب এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১৩৪)

مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (আমরা যায়দ বিন হারিছা (রাযি.)কে যায়দ বিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিতাম, যতক্ষণ না কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল হইল)। ইহার কারণ ঐতিহাসিক ইবন সা'দ প্রমুখ নকল করিয়াছেন যে, যায়দ বিন হারিছার মা سعدى তাহাকে নিয়া তাহার কওমের সহিত যিয়ারতে যান। তখন জাহিলিয়াত যুগ ছিল। বনূ কীনের অশ্বারোহী বাহিনী বনূ মা'ন-এ আক্রমণ চালায়। ইহাতে বালক যায়দকে তাহারা নিয়া যায়। অতঃপর তাহারা তাহাকে উক্কাযা বাজারে বিক্রির জন্য তোলে। তখন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.)-এর চাচা হাকীম বিন হিযাম তাহাকে চারশত দিরহাম দিয়া ক্রয় করিয়া নেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা (রাযি.)কে বিবাহ করেন তখন তিনি তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হিবা করিয়া দেন। তাঁহাকেই পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৫:১৩৪)

সূরা আহযাবের সংশ্লিষ্ট আয়াতে বলা হইয়াছে : তোমাদের পোষ্য ছেলে প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হইয়া যায় না। অর্থাৎ অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসের অংশীদার হইবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসয়ালাসমূহও ইহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম। কিন্তু পোষ্য পুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হইবে না। তাই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকিবে বা তাহার উল্লেখ করিবে, তখন তাহা তাহার প্রকৃত পিতার নামেই উল্লেখ করিবে। পালক পিতার পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবে না। কেননা, ইহার ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশংকা রহিয়াছে। -(মাআরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর)

মাসয়ালা ঃ ইহা দ্বারা বোঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলিয়া আহ্বান করে, তা যদি নিছক স্নেহ জনিত হয়– পালক পুত্রে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে না হয়, তাহা হইলে যদিও জায়িয আছে। কিন্তু তবুও বাহ্যতঃ যাহা নিষিদ্ধ, তাহাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নহে। -(রুহুল বয়ান, বায়যাবী)

(৬১২৬) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ.

(৬১২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ দারিমী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে এর অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬১২৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ".

(৬১২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন, এতে উসামা বিন যায়দকে আমীর নিয়োগ করিলেন। লোকেরা তাঁহার নেতৃত্ব নিয়া সমালোচনা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দাঁড়াইয়া বলিলেন : এর নেতৃত্বের যদি তোমরা সমালোচনা কর, তোমরা তাহার পিতার নেতৃত্ব নিয়াও পূর্বে সমালোচনা করিয়াছিলে। আল্লাহর শপথ! তাহার পিতা নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। সে আমার কাছে সকলের চাইতে প্রিয় ছিল। আর যায়দের পর এখন আমার কাছে সকলের চাইতে বেশী প্রিয় হইল উসামা (রাযি.)।

(৬১২৮) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَهَا. وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ. وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ هَذَا لَهَا لَخَلِيقٌ يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ".

(৬১২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... সালিম (রহ.) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন : তোমরা যদি তাঁহার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা কর– এখানে উসামা বিন যায়দকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তোমরা তো ইতোপূর্বে তাহার পিতার নেতৃত্ব নিয়াও সমালোচনা করিয়াছিলে। আল্লাহর শপথ! সে নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। সে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। এও খুব যোগ্য– এখানেও তিনি উসামাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন; তাহার পরে এ-ই আমার সর্বাধিক প্রিয়। সুতরাং আমি তোমাদের উপদেশ দিতেছি, উসামার সাথে সুন্দর ব্যবহার কর। সে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক সৎকর্মশীল।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১২৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْكَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

(৬১২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কা (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযি.) আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)কে বলিলেন, তোমার মনে আছে কি যখন আমি, তুমি এবং ইবন আব্বাস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মিলিত হইয়াছিলাম? তখন আমাকে তিনি আরোহণ করাইলেন, আর তোমাকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

(৬১৩০) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَإِسْنَادِهِ.

(৬১৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... হাবীব বিন শাহীদ (রহ.) হইতে ইবন উলাইয়ার ... সনদও হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬১৩১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ قَالَ فَأُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ.

(৬১৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন বাড়ির শিশুদের সহিত তিনি মিলিত হইতেন। রাবী বলেন, একবার তিনি সফর হইতে আসিলেন, প্রথমে আমার সাথে সাক্ষাত হয়, তখন তিনি আমাকে তাঁহার সামনে বসাইয়া দিলেন, এরপর ফাতিমা (রাযি.)-এর এক ছেলেকে নিয়া আসা হইলে তাহাকে তিনি পিছনে বসাইলেন। আমরা তিনজন একই সওয়ারে চড়িয়া মদীনায় প্রবেশ করিলাম।

(৬১৩২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُوَرِّقٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا قَالَ فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

(৬১৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর হইতে আসিতেন, তখন আমাদের সহিত মিলিত হইতেন। তিনি বলেন, একবার তিনি আমার সাথে মিলিলেন এবং হাসান অথবা হুসায়নের সাথেও মিলিত হইলেন। আমাদের একজনকে বসাইলেন তাঁহার সামনে, অন্যজনকে পিছনে। এইভাবে আমরা মদীনায় প্রবেশ করিলাম।

(৬১৩৩) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ.

(৬১৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার পিছনে সওয়ারীতে বসাইলেন এবং চুপি চুপি আমাকে একটা কথা বলিলেন, এটা আমি লোকদের মধ্যে কাউকে বলিব না।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله تعالى عَنْهَا

অনুচ্ছেদ ৪ উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১৩৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ". قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

(৬১৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রাযি.)কে কুফায় বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, পৃথিবীর মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন সেই যুগে মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান, আর এই যুগে খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ। রাবী আবূ কুরায়ব (রহ.) বলেন, ওয়াকী' ইংগিত করিলেন আসমান ও যমীনের প্রতি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ عَلِيًّا (আমি আলী (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ্ বুখারী শরীফে الفضائل অধ্যায়ে باب قول الله تعالى واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك এর মধ্যে আছে। আর তিরমিযী শরীফে المناقب অধ্যায়ে باب تزويج النبى صلى الله عليه وسلم خديجة و فضلها এবং الانبياء باب مناقب خديجة رضى الله عنها এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:১৩৯)

خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ (পৃথিবীর মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন সেই যুগে মারইয়াম বিন্ত ইমরান)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ها সর্বনামটি প্রত্যাবর্তন স্থল উল্লেখ ব্যতীত ব্যবহৃত। তবে অবস্থা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় যে, অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন স্থল দুন্ইয়া। আর আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, প্রথম সর্বনামটি মরিয়ম (আ.)-এর যুগের উম্মতের দিকে প্রত্যাবর্তিত।

আর দ্বিতীয় সর্বনামটি এই উম্মতের দিকে প্রত্যাবর্তিত। তিনি বলেন, এই কারণেই কথাটি পুনর্ব্যক্ত করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এতদুভয়ের হুকুম এক নহে। আর হাদীছের শেষে স্বয়ং রাবী ওকী আসমান এবং যমীনের দিকে ইশারা করিয়াছেন। যেন তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা পৃথিবীর মহিলা মর্ম এবং উভয় ها সর্বনামটি পৃথিবীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, প্রথম সর্বনামটি আকাশের দিকে প্রত্যাবর্তিত এবং দ্বিতীয়টি যমীনের দিকে প্রত্যাবর্তিত যদি হাদীছ ইরশাদের সময় হযরত খাদীজা (রাযি.) জীবিত অবস্থায় থাকেন। ইহা দ্বারা সূক্ষ্ম রহস্য হইতেছে মারইয়াম ইন্তিকাল করিয়াছেন। ফলে তাহার রূহ আকাশের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। এই কারণেই তাহার উল্লেখের সময় আকাশের দিকে ইরশারা করিয়াছেন। আর খাদীজা (রাযি.) তো জীবিত থাকায় তিনি যমীনে আছেন। তাই যমীনের দিকে ইশারা করিয়াছেন। আর যদি হযরত খাদীজা (রাযি.)ও ইন্তিকাল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মর্ম হইবে এতদুভয় আসমানে উত্থিত রূহসমূহের মধ্যে উত্তম এবং যমীন দাফনকৃত শবদেহসমূহের মধ্যে উত্তম। তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, হাদীছ শরীফের বাক্যটির এইরূপ মর্মও হইতে পারে যে, خير نساءها বাক্যটি خبر مقدم হইয়াছে এবং সর্বনাম مريم এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। যেন তিনি خير نساءها ইরশাদ করিয়াছেন। অনুরূপ خديجة ... এর ক্ষেত্রে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:১৩৯)

وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ (আর এই যুগে খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদ)। এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, হযরত খাদীজা (রাযি.) হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে উত্তম। আর নাসাঈ শরীফে সহীহ সনদে এবং হাকিম ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে মরফূ হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন افضل نساء اهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم واسية (আহলে জান্নাতিগণের মধ্যে উত্তম মহিলা হইতেছে খাদীজা, ফাতিমা, মরিয়ম এবং আসিয়া (আ.))। ইহা সুস্পষ্ট নস, তাবীলের কোন অবকাশ নাই। -(ফতহুল বারী ৭:১৩৫-১৩৬ সংক্ষিপ্ত, তাকমিলা ৫:১৪০)

(৬১৩৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ".

(৬১৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুসান্না, ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আম্বারী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মরিয়ম বিন্‌ত ইমরান ও ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া (রাযি.) ছাড়া আর কেহ পূর্ণতা লাভ করেন নাই। আর অন্যান্য মহিলাদের উপর আয়িশা (রাযি.)-এর ফযীলত অন্যান্য খাদ্যের উপর 'সারীদের' ফযীলতের মত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي مُوسَى (আবূ মূসা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب قول الله تعالى واذ الانبياء অধ্যায়ে قالت الملائكة يا مريم ان اصطفاك وطهرك فضائل এবং باب فضل عائشة অধ্যায়ে এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:১৪০)

كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ (পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, كمل শব্দটির م বর্ণে যবর, পেশ এবং যের দ্বারা পঠিত। ইহাতে তিনটি প্রসিদ্ধ পরিভাষা রহিয়াছে, তবে যের দ্বারা পঠন যঈফ। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা মহিলাদের নবুওয়াতের দলীল দেওয়া হয় এবং আসিয়া ও মারইয়াম (আ.)-এর নবওয়াত প্রমাণিত করা হয়। কিন্তু জমহুরে উলামার মতে এতদুভয় নবী ছিলেন না; বরং উভয়ে সিদ্দীকা ছিলেন এবং আওলিয়াল্লাহগণের মধ্যে দুইজন ওলী ছিলেন। -(তাকমিলা ৫:১৪০)

وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ (আর অন্যান্য মহিলাদের উপর আয়িশা (রাযি.)-এর ফযীলত)। কেহ কেহ এই হাদীছ দ্বারা হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর উপর হযরত আয়িশার ফযীলত প্রমাণ করেন। কিন্তু ইহা জরুরী নহে; কেননা সম্ভবতঃ মহিলা দ্বারা হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর যুগের মহিলা মর্ম। -(তাকমিলা ৫:১৪০ সংক্ষিপ্ত)

(৬১৩৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هٰذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ. وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ وَمِنِّي.

(৬১৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিবরাঈল (আ.) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তো খাদীজা আপনার কাছে একটি পাত্র নিয়া আসিয়াছেন, যাহার মধ্যে কিছু তরকারি, খাদ্য ও পানীয় রহিয়াছে। তিনি যখন আপনার কাছে আসিবেন তখন তাঁহাকে তাহার প্রভূর এবং আমার পক্ষ হইতে সালাম বলিবেন। আর তাঁহাকে জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ দিবেন, যাহা এমন একটি মুক্তা দিয়া তৈরী, যাহার ভিতর খোলা। যেখানে কোন হৈ চৈ আর দুঃখ-কষ্ট নাই। আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে তাহার বর্ণনায় বলিয়াছেন এবং তিনি 'আমি শ্রবণ করিয়াছি' বলেন নাই এবং হাদীছে وَمِنِّي অর্থাৎ 'আমার হইতেও' বলেন নাই।

(৬১৩৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَشَّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

(৬১৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রহ.)কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খাদীজা (রাযি.)কে কোন ঘরের সুসংবাদ দিয়াছেন জান্নাতের মধ্যে? বলিলেন, হ্যাঁ, তাঁহাকে জান্নাতের মধ্যে একটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দিয়াছেন। যেখানে কোন হৈ চৈ আর দুঃখ-কষ্ট নাই।

(৬১৩৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬১৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইবন আবূ আওফা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬১৩৯) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَشَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ.

(৬১৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা (রাযি.)কে জান্নাতের একটা ঘরের সুসংবাদ দিয়াছেন।

(৬১৪০) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلاَثِ سِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى خَلاَئِلِهَا.

(৬১৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলার প্রতিই আমি এত ঈর্ষা পোষণ করি নাই যতটুকু খাদীজার প্রতি করিয়াছি; অথচ তিনি আমাদের বিবাহের তিন বছর আগেই ইন্তিকাল করিয়াছিলেন। কারণ আমি শ্রবণ করিতাম যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার কথা আলোচনা করিতেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, আপনি খাদীজাকে জান্নাতে একটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দিন। তিনি বকরী যবাই করিলে খাদীজার বান্ধবীদের গোশ্ত উপহার দিতেন।

(৬১৪১) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ عَلَى خَدِيجَةَ وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا. قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ "أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ". قَالَتْ فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيجَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا".

(৬১৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাহল বিন উছমান (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাদীজা (রাযি.) ছাড়া নবী পত্নীগণের আর কাউকে ঈর্ষা করি নাই, যদিও আমি তাঁহাকে পাই নাই। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বকরী যবাই করিতেন তখন বলিতেন, ইহার গোশ্ত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠাইয়া দাও। একদিন আমি

তাঁহাকে রাগান্বিত করিলাম, আর বলিলাম, খাদীজাকে এতই ভালোবাসেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলিলেন, তাঁহার ভালোবাসা আমার অন্তরে গাথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيجَةَ؟ (একদিন আমি তাঁহাকে রাগান্বিত করিলাম, আর বলিলাম, খাদীজাকে এতই ভালোবাসেন?) সম্ভবত ইহা সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তের সংক্ষিপ্ত : উক্ত রিওয়ায়তে আছে, فربما قلت له: كانه لم يكن فى الدنيا امرأة الا خديجة فيقول لها كانت كانت وكان لى منها ولد (কখনও আমি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতাম, সম্ভবত খাদীজা ব্যতীত দুন্ইয়ায় আর কোন মহিলা হয় না? তখন বলা হইল, তাঁহার এই এই গুণাবলী ছিল। আর তাঁহার হইতেই আমার সন্তান-সন্ততি লাভ হইয়াছে)। আর আহমদ গ্রন্থে মাসরূক (রহ.)-এর সূত্রে হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে হাদীছ বর্ণিত আছে। امنت بى اذ كفر بى الناس، وصدقتنى اذ كذبنى الناس ـ وواستنى بمالها اذ حرمنى الناس ـ و رزقنى الله ولدها اذ حرمنى اولاد النساء ـ (লোকেরা আমাকে অস্বীকার করিবার সময় তিনি আমার উপর ঈমান আনিয়াছেন, লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ করিবার সময় তিনি আমাকে সত্যায়ন করিয়াছেন। লোকেরা আমাকে সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিবার সময় তিনি তাহার সম্পদ দিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন : সহধর্মিণীগণ হইতে সন্তান লাভে বঞ্চিত হইলেও আল্লাহ তা'আলা তাহার হইতে আমাকে সন্তান দান করিয়াছেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:১৩৭ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১৪৪)

(৬১৪২) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ أَبِى أُسَامَةَ إِلٰى قِصَّةِ الشَّاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ بَعْدَهَا.

(৬১৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম (রাযি.) হইতে একই সনদে আবূ উছামার হাদীছের বকরীর ঘটনা পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরবর্তী কথাগুলো তিনি উল্লেখ করেন নাই।

(৬১৪৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ.

(৬১৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পত্নীগণের কাহারো উপর আমি এত ঈর্ষা করি নাই যতটুকু ঈর্ষা খাদীজাকে করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁহাকে অধিক আলোচনা করিবার কারণে। অথচ আমি তাঁহাকে কখনও দেখি নাই।

(৬১৪৪) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خَدِيجَةَ حَتّٰى مَاتَتْ.

(৬১৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা (রাযি.) থাকা অবস্থায় আর কোন বিবাহ করেন নাই। যতদিন না তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(৬১৪৫) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاحَ لِذٰلِكَ فَقَالَ "

اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ". فَغِرْتُ فَقُلْتُ وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِى الدَّهْرِ فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا.

(৬১৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদিজা (রাযি.)-এর বোন হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা (রাযি.)-এর অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! এতো খুওয়াইলিদের কন্যা হালা। ইহাতে আমি ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিলাম, আপনি কি স্মরণ করিয়াছেন কুরায়শের দুই লাল মাড়ি এবং সরু পায়ের গোছাওয়ালা বৃদ্ধাকে, যিনি যুগের আবর্তনে বিলীন হইয়া গিয়াছেন! অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাঁহার পরিবর্তে উত্তম সহধর্মিণী দান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ (হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ)। তিনি হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর বোন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা যয়নব (রাযি.)-এর স্বামীর পিতা রবী' বিন আবদুল উয্‌যা-এর স্ত্রী। তাহাকে সাহাবিয়া-এর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ইহা এই হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট। তিনি মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। কেননা তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় সাক্ষাতের জন্য গিয়াছিলেন। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযি.)কে নিয়া মক্কা মুকাররমার কোন এক সফরে তিনি সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:১৪৪-১৪৫)

فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ (খাদীজা (রাযি.)-এর অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করিয়া ...)। কেননা তাহার স্বর তাহার বোনের স্বরের সাদৃশ্য ছিল। ফলে তাঁহাকে হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর কথা স্মরণ করাইয়া দিত। -(ঐ)

حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ (দুই লাল মাড়ি)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, কেহ বলিয়াছেন حمراء الشدقين এর অর্থ بيضاء الشدقين (দুই সাদা মাড়ি)। আর আরবীগণ সাদার উপর লাল-এর প্রয়োগ করেন এই কারণে যে, তাহারা সাদা বর্ণ কুষ্ঠ রোগীর সাদৃশ্য বলিয়া অপছন্দ করেন। এই কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযি.)কে يا حميراء বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমার ধারণা যে, ইহা দ্বারা বৃদ্ধা বয়সের সহিত সম্বন্ধ করা মর্ম। কেননা শারীরিক শক্তি সামর্থ বর্তমান থাকিয়া বৃদ্ধা বয়সে পৌঁছিলে সাধারণতঃ গায়ের রং লাল বর্ণের দিকে প্রবণ তামাটে বর্ণ হইয়া থাকে। আর হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন, আমার প্রবল ধারণা যে, الشدقين দ্বারা باطن الفم (মুখের অভ্যন্তর) মর্ম। ইহা দাঁতসমূহ পতিত হইয়া যাওয়ার কারণে হইয়া থাকে। এমনকি মুখের অভ্যন্তরে মাড়ি প্রভৃতির লাল গোশত ব্যতীত আর কিছু থাকে না। এই কারণেই শারেহ নওয়াভী প্রমুখ দৃঢ়ভাবে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১৪৫)

فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাঁহার পরিবর্তে উত্তম সহধর্মিণী দান করিয়াছেন)। কতিপয় আলিম ইহা দ্বারা হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর উপর হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর ফযীলত বলিয়া প্রমাণ পেশ করেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উক্তির উপর চুপ রহিয়াছেন। যেন তিনি তাহা স্বীকার করিয়া নিলেন। কিন্তু এই দলীল সহীহ নহে। কেননা, অন্য রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর এই উক্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১৪৫ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১৪৬) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ".

(৬১৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন খালফ বিন হিশাম ও আবুর রবী' (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : স্বপ্নযোগে তিনদিন আমাকে তোমায় দেখানো হইয়াছে। একজন ফিরিশতা তোমাকে একটি রেশম খণ্ডে আবৃত করিয়া নিয়া আসিয়া বলিল, ইহা আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখের কাপড় সরাইয়া দেখি সেটি তুমিই। আমি বলিলাম, যদি এই স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাই বাস্তবায়িত হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الفضائل অধ্যায়ে باب تزويج النبى صلى الله عليه وسلم عائشة এবং باب النظر الى المرأة قبل التزويج এবং باب نكاح الابكار এবং النكاح অধ্যায়ে باب ثياب الحرير فى المنام এবং باب كشف المرأة فى المنام এবং التعبير অধ্যায়ে এ আছে। অধিকন্তু তিরমিযী শরীফে المناقب অধ্যায়ে باب من فضل عائشة رضى الله عنها এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১৪৬)

فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ (একটি রেশম খণ্ডে আবৃত করিয়া)। السرقة শব্দটি নুক্তাবিহীন س এবং ر ও ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ القطعة (খন্ড, টুকরা, অংশ, ভাগ)। আর ইবন হাব্বান (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে : فى خرقة حرير (একটি রেশম বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া ...)। -(তাকমিলা ৫:১৪৬)

إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ (যদি এই স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাই বাস্তবায়িত হইবে)। কতিপয় আলিম প্রশ্ন করিয়াছেন যে, নবীগণের স্বপ্ন তো ওহী। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করিলেন কিভাবে? কাযী ইয়ায (রহ.) ইহার জবাবে বলেন সম্ভবত ইহা নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্তির পূর্বেকার। আর যদি নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্তির পরে হয় তাহা দ্বিধার ভিত্তি হইতেছে যে, সে কি তাঁহার পার্থিব স্ত্রী হইবে কিংবা আখিরাতে হইবে। -(ঐ)

(৬১৪৭) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৬১৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬১৪৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى". قَالَتْ فَقُلْتُ وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ قَالَ "أَمَّا إِذَا

كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ". قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

(৬১৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন : আমি বুঝিতে পারি তুমি কখন আমার উপর খুশি থাক, আর কখন আমার উপর রাগ কর। আমি বলিলাম, ইহা কিসের দ্বারা বুঝিতে পারেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : যখন তুমি আমার উপর খুশি থাক তখন তুমি বলিয়া থাক, না, মুহাম্মদের রব্বের শপথ! আর যখন তুমি রেগে যাও তখন বল, না, ইবরাহীমের রব্বের কসম! আমি বলিলাম, হ্যাঁ আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নামটা শুধু বাদ দেই। (কিন্তু অন্তরে আপনার মহব্বত বাকী থাকে)

(৬১৪৯) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

(৬১৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) সূত্রে উক্ত সনদে "না, ইবরাহীমের রব্বের কসম" পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নাই।

(৬১৫০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ.

(৬১৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পুতুল নিয়া খেলিতেন। তিনি বলেন, আমার কাছে আমার বান্ধবীরা আসিত। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া সরিয়া পড়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিতেন।

(৬১৫১) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللُّعَبُ.

(৬১৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর-এর হাদীছে আছে, "আমি পুতুল নিয়া তাঁহার ঘরে খেলা করিতাম, আর পুতুল হইল খেলনা।"

(৬১৫২) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬১৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। লোকেরা আমার পালার অপেক্ষা করিত। যেদিন আমার পালা হইত, সে দিন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুশি করিবার জন্য উপঢৌকন পাঠাইত।

(৬১৫৩) حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِى وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِى فِى مِرْطِى فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِى إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِى ابْنَةِ أَبِى قُحَافَةَ وَأَنَا سَاكِتَةٌ قَالَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَىْ بُنَيَّةُ أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ". فَقَالَتْ بَلَى. قَالَ "فَأَحِبِّى هٰذِهِ". قَالَتْ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِى قَالَتْ وَبِالَّذِى قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ لَهَا مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَىْءٍ فَارْجِعِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولِى لَهُ إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِى ابْنَةِ أَبِى قُحَافَةَ. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ الَّتِى كَانَتْ تُسَامِينِى مِنْهُنَّ فِى الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِى الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ وَأَتْقَى لِلّٰهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِى الْعَمَلِ الَّذِى تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حَدٍّ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ قَالَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَائِشَةَ فِى مِرْطِهَا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِى دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِى إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِى ابْنَةِ أَبِى قُحَافَةَ. قَالَتْ ثُمَّ وَقَعَتْ بِى فَاسْتَطَالَتْ عَلَىَّ وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِى فِيهَا قَالَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتّٰى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ قَالَتْ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حِينَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَبَسَّمَ "إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِى بَكْرٍ"

(৬১৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল-হুলওয়ানী, আবূ বকর বিন নযর ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... নবী পত্নী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পত্নীগণ রাসূল তনয়া ফাতিমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। সে আসিয়া অনুমতি চাহিল। তখন তিনি আমার চাদর গায়ে, আমার সহিত শোয়া ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। ফাতিমা (রা.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বিবিগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন, আবূ কুহাফার কন্যার ব্যাপারে তাঁহারা আপনার সুবিচার চান। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন : হে স্নেহের মেয়ে! আমি যা ভালোবাসি, তাহা কি তুমি ভালোবাস না? সে বলিল, হ্যাঁ, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তবে তাহাকে ভালোবাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই কথা শ্রবণ করিয়া ফাতিমা (রাযি.) নবী পত্নীগণের কাছে ফিরিয়া গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি যাহা বলিয়াছেন, আর তিনি তাঁহাকে যাহা উত্তর দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদেরকে বলিলেন। বিবিগণ বলিলেন, তুমি আমাদের কোন উপকার করিতে পারিলে না। তুমি আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়া তাঁহাকে বল, আপনার বিবিগণ আবূ কুহাফার কন্যার

ব্যাপারে আপনার কাছে সুবিচার চাহিতেছেন। ফাতিমা (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহর কসম! আয়িশা (রাযি.)-এর প্রশ্নে আমি কোনদিন কথা বলিতে যাইব না।

আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, ইহার পর রাসূল-পত্নীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নী যায়নবকে তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখে তিনিই ছিলেন আমার সম পর্যায়ের। যয়নবের চাইতে দীনদার, আল্লাহভীরু, সত্যভাষিণী, মায়াময়ী, দানশীলা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে ও দন-খয়রাতের জন্যে নিজেকে শক্তভাবে ব্যবহার করার মত কোন মহিলা আমি দেখি নাই। তবে তাঁহার মাঝে শুধু একটি ক্ষিপ্ততা ছিল, ইহা হইতেও তিনি খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চাদরে আবৃত থাকা অবস্থায়ই অনুমতি দিলেন, যে অবস্থায় ফাতিমা (রাযি.) তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বিবিগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আবূ কুহাফার মেয়ের ব্যাপারে তাঁহারা আপনার সুবিচার চাহেন। আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, অতঃপর তিনি আমার কাছে আসিলেন এবং কিছু বড় বড় কথা বলিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখের দিকে দেখিতেছিলাম, তিনি আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিবেন কিনা? আমি বুঝিতে পারিলাম যে, যয়নবের কথার উত্তর দিলে তিনি কিছু মনে করিবেন না। তিনি বলিলেন, তখন আমিও তাঁহার উপর কথা বলিতে লাগিলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁহাকে চুপ করাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া বলিলেন, ইহা তো আবূ বকরের মেয়ে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِى فِى مِرْطِى فَأَذِنَ لَهَا (তখন তিনি আমার চাদর গায়ে, আমার সহিত শোয়া ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অনুমতি দিলেন)। যদি ইহা দ্বারা এই মর্ম হয় যে, হযরত ফাতিমা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর সহিত এক চাদরে শয়ন অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। যেমন হাদীছের প্রকাশ্য শব্দ দ্বারা বোঝা যায়। তাহা হইলে ইহা হইতে মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, কোন আত্মীয় কিংবা সন্তানের উপস্থিতিতে কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সহিত এক চাদরে শয়ন অবস্থায় থাকা জায়িয, যদি সতর খোলা না থাকে। কাযী ইয়ায অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১৫১)

يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِى ابْنَةِ أَبِى قُحَافَةَ (আবূ কুহাফার কন্যা (নাতনি)-এর ব্যাপারে তাঁহারা আপনার সুবিচার চান)। অর্থাৎ হযরত আয়িশা (রাযি.)। কেননা, আবূ কুহাফা হইলেন আবূ বকর (রাযি.)-এর পিতা। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে যে, তাহারা তাঁহার সমীপে কলবী মহব্বত সমভাবে তাহাদের সকলকে করার আবেদন করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্ম ও রাত্রি যাপন প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের সকলকে সমভাবে দিতেন। তবে محبة القلب (কলবী মহব্বত)। তিনি সকলের চাইতে কলবী মহব্বত হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর উপর ছিল। আর মুসলমানের সর্বসম্মত মতে সকলকে সমান মহব্বত করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকাল্লিফ ছিলেন না। আর সমভাবে করা জরুরীও নহে। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি ইহার সামর্থ্য রাখেন না। তিনি কর্মসমূহে সমান করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন মাত্র। -(তাকমিলা ৫:১৫১-১৫২ সংক্ষিপ্ত)

(৬১৫৪) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً.

(৬১৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুহযায (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে উক্ত সনদে এর সমার্থবোধক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি "যখন আমিও তাঁহার সহিত কথা বলা শুরু করিলাম তখন অল্প সময়েই তাহাকে পরাজিত করিয়া দিলাম" বলিয়াছেন।

(৬১৫৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ "أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا". اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي.

(৬১৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিতেন, আজ আমি কোথায় থাকিব, কাল আমি কোথায় থাকিব? এইকথা ভাবিয়া যে, আয়িশা (রাযি.)-এর পালা হয়তো বহু দেরী। আয়িশা (রাযি.) বলেন, যখন আমার কাছে তাঁহার অবস্থানের দিন আসিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আমার বুক হইতে তুলিয়া নিলেন।

(৬১৫৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ".

(৬১৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন, আর আমি কান লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর এবং আমাকে বন্ধুর সহিত মিলিত করুন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ (এবং আমাকে বন্ধুর সহিত মিলিত করুন)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা, কিংবা ফিরিশতাগণ কিংবা নবীগণ। এই বিষয়ে الطب অধ্যায়ে باب استحباب رقية المريض এ বিস্তারিত আলোচনা গিয়াছে। তাহা ছাড়া আগত রিওয়ায়তে আসিতেছে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত করিলেন : مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (উহাদের সহিত যাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়াছেন, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ কর্মশীল লোকদের সহিত, তাঁহারা কতই না ভালো বন্ধু। -(সূরা নিসা ৬৯) ইহা দ্বারা মর্ম সুস্পষ্ট হইয়া যায়। -(তাকমিলা ৫:১৫৪)

(৬১৫৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬১৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদেই অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৬১৫৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} قَالَتْ فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِينَئِذٍ.

(৬১৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শ্রবণ করিতাম যে, কোন

নবীই মৃত্যুবরণ করিবেন না, যতক্ষণ না তাঁহাকে দুন্ইয়া ও আখিরাতের মধ্য হইতে একটি বাছিয়া নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তখন তাঁহার আওয়াজ ভারী হইয়া গিয়াছিল, "উহাদের সাথে, যাহাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল লোকদের সহিত, তাঁহারা কতই না ভালো বন্ধু।" আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, আমার ধারণা তখনই তাঁহাকে ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে।

(৬১৫৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬১৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুয়ায (রাযি.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৬১৬০) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ". قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى". قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا. قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ". قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلَهُ "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى".

(৬১৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুয়ায়ব বিন লাইছ (রহ.) তিনি ... নবী-পত্নী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থাবস্থায় বলিয়াছেন : কোন নবীই মৃত্যুবরণ করেন নাই যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁহার স্থানটি দেখিয়া নিয়াছেন। আর তাঁহাকে ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে। আয়িশা (রাযি.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর সময় হইল আর তাঁহার মাথা আমার রানের উপর, কিছুক্ষণ তিনি বেহুঁশ হইয়া রহিলেন। হুঁশ ফিরিয়া আসিলে তিনি ছাদের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ, সুউচ্চ বন্ধুদের সহিত মিলিত কর। আয়িশা (রাযি.) বলেন, আমি বলিলাম, এখন আপনি আর আমাদের গ্রহণ করিবেন না। আয়িশা (রাযি.) বলেন, তখন আমার ঐ হাদীছটি মনে পড়িল যেইটি তিনি সুস্থ থাকাকালে বলিয়াছিলেন যে, কোন নবী মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁহার স্থানটি দেখিয়া নেন। অতঃপর তাঁহাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। আয়িশা (রাযি.) বলেন, ইহাই ছিল শেষ কথা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : "হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুদের সাথে"।

(৬১৬১) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ

মুসলিম ফর্মা -২১-৮/২

أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ قَالَتْ بَلَى. فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

(৬১৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে বাহির হইতেন, তখন নিজ সহধর্মিণীগণের ব্যাপারে লটারি করিতেন। একবার লটারিতে আয়িশা ও হাফসার নাম উঠিল। উভয়েই তাঁহার সাথে বাহির হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে সফর করিতেন তখন তিনি আয়িশার সাথে আলাপ করিয়া চলিতেন। হাফসা (রাযি.) আয়িশাকে বলিলেন, আজ রাত তুমি আমার উটে চড় আর আমি তোমার উটে চড়ি। এরপর তুমি অপেক্ষা করিবে আমিও অপেক্ষা করিব। অতঃপর আয়িশা (রাযি.) হাফসার উটে আর হাফসা (রাযি.) আয়িশার উটে আরোহণ করিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশার উটের কাছে আসিলেন এবং ইহাতে সওয়ার ছিলেন হাফসা (রাযি.)। তখন তিনি সালাম দিলেন এবং তাঁহার সাথে বলিলেন। অবশেষে মনযিলে গিয়া অবতরণ করিলেন। আয়িশা (রাযি.) তাঁহাকে না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন। যখন সবাই মনযিলে গিয়া নামিলেন, আয়িশা (রাযি.) নিজ পা 'ইযখির' ঘাসের উপর রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, হে রব্ব! একটি সাপ বা বিচ্ছু আমার দিকে ধাবিত করিয়া দিন যেন আমাকে দংশন করে। তিনি তো আপনার রাসূল, আমি তাঁহাকে কিছু বলিতেও পারি না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে النكاح অধ্যায়ে باب القرعة بين النساء اذا اراد سفرا এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১৫৬)

إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ (যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে বাহির হইতেন, তখন নিজ সহধর্মিণীগণের ব্যাপারে লটারি করিতেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সফরের সময়কালে বিবিগণের মধ্যে রাত্রি বন্টন প্রযোজ্য নহে। স্বামীর জন্য এখতিয়ার আছে তিনি নিজ স্ত্রীগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নিয়া যাইতে পারেন। তাহা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিগণের অন্তর জয়ের উদ্দেশ্যে তাহাদের ব্যাপারে লটারী করিতেন। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ ব্যাপারে লটারী দেওয়া জায়িয আছে। তবে হানাফীগণের মতে হুকুম প্রমাণিত করার জন্য লটারী দেওয়া জায়িয নাই। হ্যাঁ, ইহা দ্বারা সম্ভাবনাময় দুইটি মুবাহ বস্তুর একটি নির্দিষ্ট করা জায়িয আছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত الأيمان অধ্যায়ে باب من اعتق شركا له في العبد এর দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ৫:১৫৬)

تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ (আয়িশা (রাযি.) নিজ পা 'ইযখির' ঘাসের উপর রাখিয়া ...)। ইযখির হইতেছে প্রসিদ্ধ এক প্রকার উদ্ভিদ। নিজের উট হাফসাকে দিয়া এবং হাফসার উট নিজে গ্রহণ করিবার উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া ইহা করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:১৫৭)

رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا (তিনি তো আপনার রাসূল, আমি তাঁহাকে কিছু বলিতেও পারি না)। অর্থাৎ هذا رسولك ولا استطيع ان اتحدث معه (এই যে আপনার রাসূল, আমি তাঁহার সহিত কিছু বলিতেও পারি না) কিংবা মর্ম, আমি কি বলিব, আমার কাজের জন্যই তো তাহা হইয়াছে। ফলে আমি তাঁহাকে কিছু বলিতেও পারি না। আর যে তিনি দু'আ করিলেন, "একটা সাপ বা বিচ্ছু আমার দিকে ধাবিত করিয়া দিন যেন আমাকে দংশন

করে।" ইহা তাহার অত্যধিক আত্ম মর্যাদাশীলা হওয়ার উপর প্রয়োগ করা হইবে। আর তখন তাহার উপর এমন একটি অবস্থা বিরাজ করিতেছিল যে, তিনি তখন মাযূর ছিলেন। অন্যথায় অনুরূপ দু'আ করা জায়িয নাই। -(ঐ)

(৬১৬২) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ".

(৬১৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, অন্যান্য মহিলাদের উপর আশিয়া (রাযি.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত খাদ্যের উপর 'সারীদের' শ্রেষ্ঠত্বের মতো।

(৬১৬৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.

(৬১৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাহাদের দুইজনের হাদীছে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি" নাই। ইসমাঈলের হাদীছে "আনাস (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি" রহিয়াছে।

(৬১৬৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا "إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ". قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ.

(৬১৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, জিব্‌রাঈল (আ.) তোমাকে সালাম দিয়াছেন। আমি বলিলাম, তাঁহার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب فضل فضائل الصحابة অধ্যায়ে باب تسليم الرجال الاستئذان অধ্যায়ে باب ذكر الملائكة এবং بدء الخلق অধ্যায়ে عائشة رضى الله عنها এবং باب اذا قال فلان يقرئك السلام এবং على النساء والنساء على الرجال এ আছে। অধিকন্তু আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফে আছে। -(তাকমিলা ৫:১৫৮)

إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ (জিব্‌রাঈল (আ.) তোমাকে সালাম দিয়াছেন)। ইমাম বুখারী (রহ.) ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য আজনবিয়া মহিলাকে সালাম দেওয়া জায়িয। দলীল দেওয়ার উৎস হইতেছে যে, জিবরাঈল (আ.) তো পুরুষের আকৃতিতে আগমন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সাহল বিন সা'দ (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারাও দলীল পেশ করেন যে, তাঁহারা জুমুআর দিন নামায শেষে যাওয়ার পথে সেই

বৃদ্ধাকে সালাম দিতেন যিনি তাহাদের জন্য সিলক ও আটা মিশ্রিত খানা তৈরী করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে সালাম দিতেন। তিরমিযী শরীফে হাসান সনদে আসমা বিনত ইয়াযীদ (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ নকল করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মহিলাদের পাশ দিয়া অতিক্রম করিবার সময় আমাদেরকে তিনি সালাম দিতেন। আর সহীহ মুসলিম শরীফে উম্মু হানী (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে প্রমাণিত : তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গোসলরত অবস্থায় আগমন করিলাম, অতঃপর আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম।

আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) মহলব (রহ.) হইতে নকল করিয়া বলেন, যখন ফিতনার আশংকা না থাকে তখন পুরুষেরা মহিলাদেরকে এবং মহিলারা পুরুষদেরকে সালাম দেওয়া জায়িয। তবে মালিকিয়াগণ অজুহাতের দরজা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যুবক এবং বৃদ্ধার মধ্যে পার্থক্য করেন। আর আল্লামা রবীআ (রহ.) ব্যাপকভাবে নিষেধ করেন। কুফীগণ বলেন, মহিলাদের জন্য প্রথমে পুরুষদের সালাম দেওয়া শরীআত সম্মত নহে। কেননা তাহাদের জন্য আযান, ইকামত ও কিরাআতে জাহরিয়া নিষেধ। তাহারা আরও বলেন, তবে মুহরিম ব্যক্তি ব্যতিক্রম। তাহাকে তাহারা প্রথমে দিতে পারিবে। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য করেন। প্রথম তথা সুশ্রী ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরূহ আর দ্বিতীয় অসুশ্রী ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরূহ নহে। তবে সালাম দেওয়া নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আমরা কোন হাদীছ পাই নাই। তবে যাহারা মাকরূহ বলেন, তাহারা ফিতনার আশংকায় মাকরূহ বলেন। সুতরাং মাকরূহকে ফিতনার আশংকার সহিত বন্ধীত্ব করা সমীচীন। অন্যথায় প্রকাশ্য হাদীছসমূহ জায়িযের উপরই প্রমাণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:১৫৮-১৫৯)

(৬১৬৫) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا .

(৬১৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে তাঁহাদের হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬১৬৬) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(৬১৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... যাকারিয়া (রাযি.) হইতে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৬১৬৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَائِشُ هٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ" . قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ . قَالَتْ وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى .

(৬১৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) তিনি ... নবী সহধর্মিণী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : হে আয়িশা! এই যে জিবরাঈল (আ.) তোমাকে সালাম দিয়াছেন। আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ– তাঁহার উপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত। এরপর আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, তিনি তো এমন কিছু দেখেন যাহা আমি দেখিতে পাই না।

بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত উম্মু যারা (রাযি.)-এর হাদীছ

(৬১৬৮) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ كِلاَهُمَا عَنْ عِيسَى وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الأُولَى زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ لاَ سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلاَ سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لاَ حَرٌّ وَلاَ قُرٌّ وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ. قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ فَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَىَّ وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَىَّ نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقٍّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ. ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ. بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ لاَ تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا وَلاَ تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا. قَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ"

(৬১৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী ও আহমদ বিন জানাব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এগারজন মহিলা বসিয়া অঙ্গীকার ও চুক্তিবদ্ধ হইল যে, তাহারা নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে কিছুই গোপন করিবে না। প্রথম মহিলা বলিল, আমার স্বামী দুর্বল উটের গোশতের ন্যায়, যা দুর্গম এক পাহাড়ের চূড়ায় রক্ষিত। না সেইখানে আরোহণ করা সম্ভব, আর না এমন মোটা তাজা যাহা সংরক্ষণ করা যায়। দ্বিতীয় মহিলা বলিল, আমি আমার স্বামীর খবর ছড়াইতে পারিব না। আমার ভয় হয়, আমি তাহাকে ছাড়িয়া না দেই। আমি যদি তাহার বিবরণ দিতে যাই তাহা হইলে তাহার গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব দোষই বর্ণনা করিতে হইবে। তৃতীয় মহিলা বলিল, আমার স্বামী খুব লম্বা। তাহার দোষ বলিলে আমি পরিত্যক্ত হইব, আর চুপ থাকিলে ঝুলিয়া থাকিব। চতুর্থ মহিলা বলিল, আমার স্বামী 'তিহামা'-এর রজনীর ন্যায়। নাতিশীতোষ্ণ (গরমও নয় আর ঠান্ডাও নয়) ভয়ও নাই, ক্লান্তিও নাই। পঞ্চম মহিলা

বলিল, আমার স্বামী যখন ঘরে আসে তখন চিতা বাঘ, আর যখন বাহিরে যায় তখন সিংহ। রক্ষিত মাল-সম্পদ নিয়া সে কোন প্রশ্ন করে না। ষষ্ঠ মহিলা বলিল, আমার স্বামী খাইতে বসিলে সব খাইয়া ফেলে, পান করিলে একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলে। আর শুইতে গেলে একদম হাত পা গুটাইয়া রয়। আমার প্রতি হাত বাড়ায় না, যাহাতে আমার অবস্থা বুঝিতে পারে। সপ্তম মহিলা বলিল, আমার স্বামী নির্বোধ, অক্ষম ও বোবার মত। সব দোষই তাহার মধ্যে বিদ্যমান। চাহিলে তোমার মাথায় আঘাত করিবে অথবা অঙ্গে প্রহার করিবে অথবা উভয়টিই একত্রে সংঘটিত করিবে। অষ্টম মহিলা বলিল, আমার স্বামীর গন্ধ যারনাবের সুগন্ধির মত, তার স্পর্শ খরগোশের মত। নবম মহিলা বলিল, আমার স্বামী এমন যাহার প্রাসাদের খাম্বাগুলি সুউচ্চ, তরবারির খাপগুলো দীর্ঘ, বাড়ির আঙ্গিনায় অধিক ছাই। মজলিসের পার্শ্বেই তাহার বাড়ি। দশম মহিলা বলিল, আমার স্বামী 'মালিক'। আর মালিক-এর কথা কি বলিব, আমার এ প্রশংসার চেয়ে আরও শ্রেষ্ঠ সে। তাহার আছে অনেক উট, উহাদের জন্য উটশালাও অনেক, তবে চারণভূমি কম। উটগুলি যখন বাদ্য-বাজনার শব্দ শোনে, তখন নিজেদের যবেহের ব্যাপারে নিশ্চিত হইয়া পড়ে।

একাদশ মহিলা বলিল, আমার স্বামীর নাম আবূ যারা'। কী চমৎকার আবূ যারা'। অলংকার দিয়া সে আমার দুই কান ঝুলাইয়া দিয়াছে, বাহুদ্বয় ভরপুর করিয়াছে চর্বিতে। আমাকে সম্মান দিয়াছে, আমিও নিজেকে সম্মানিত বোধ করি। সে আমাকে পাহাড়ের পাদদেশে ভেড়া ও বকরীওয়ালাদের মাঝে পাইয়াছিল। এরপর সে আমাকে উট, ঘোড়া, জমি-জমা ও ফসলাদির অধিকারী বানাইয়াছে। তাহার কাছে আমি কথা বলিলে সে তাহা ফালাইয়া দেয় না। আমি ঘুমাইলে ভোর পর্যন্ত শুইয়া থাকি আর পান করিলে তৃপ্তি অর্জন করি। আবূ যারা'-এর মা, কতই না ভালো আবূ যারা'-এর মা। তাহার সম্পদ কোষ বিরাট আকারের। তাহার কুঠুরী প্রশস্ত। আবূ যারা'-এর ছেলে, কত ভালো আবূ যারা'-এর ছেলে, তার শয্যা যেন তরবারির খাপ। বকরির একটি হাতা খাইয়াই সে তৃপ্তিবোধ করে। আবূ যারা'-এর মেয়ে, কতই না ভালো আবূ যারা'-এর মেয়ে। মা-বাবার অনুগত, পোশাক ভরা শরীর, প্রতিবেশীর ঈর্ষার পাত্রী। আবূ যারা'-এর বাঁদী, কত ভালো আবূ যারা'-এর বাঁদী। আমাদের কথা প্রচার করিয়া বেড়ায় না। আমাদের খাদ্য নষ্ট করে না, ঘর-বাড়ি আবর্জনাপূর্ণ রাখে না। উম্মু যারা' বলেন, একদা আবূ যারা' বাড়ির বাহির হইলেন। তখন আমাদের অবস্থা ছিল, বড় বড় দুধের পাত্র হইতে মাখন তোলা হইত। তখন এক মহিলার সহিত তাহার সাক্ষাত ঘটে। তাহার সহিত ছিল দুইটি শিশু। শিশু দুইটি ছিল দুইটি চিতার মত। তাহারা তাহার কোকের নীচ দিয়া দুইটি ডালিম নিয়া খেলা করিতেছিল। তখন আবূ যারা' আমাকে তালাক দেয় এবং সেই মহিলাকে বিবাহ করে। তারপর আমি এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিলাম। সে ছিল সরদার, খুব ভালো ঘোড় সওয়ার ও বর্শা ধারণকারী। সে আমার আস্তাবলে বহু চতুষ্পদ জন্তু সমবেত করে। প্রত্যেক প্রকার হইতে সে আমাকে একেক জোড়া দান করেন এবং সে আমাকে বলে, হে উম্মু যারা'! তুমি খাও এবং তোমার আপনজনকে দান কর। অতএব দ্বিতীয় স্বামী আমাকে যাহা কিছু দিয়াছে তাহার সব যদি জমা করি, তবু আবূ যারা'-এর চোট্ট একটি পাত্রের সমান হইবে না। আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার জন্য আমি উম্মু যারা'-এর জন্য আবূ যারা'-এর মত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে النكاح অধ্যায়ে باب حسن المعاشرة مع الاهل এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে الشمائل অধ্যায়ে باب ما جاء فى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১৬০)

قَالَتْ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً (তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, এগারজন মহিলা বসিয়া ...)। প্রকাশ্য যে, এই ঘটনায় বর্ণিত কথাগুলি সবই হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর। শুধুমাত্র হাদীছের শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ : كُنْتُ لَكِ كَأَبِى زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ (তোমার জন্য আমি উম্মু যারা'-এর জন্য আবূ যারা'-এর মত) ব্যতীত। অনুরূপই সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়ত। কিন্তু নাসায়ী শরীফে আব্বাদ বিন মনসূর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়

যে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ মরফু। উহার শব্দ নিম্নরূপ : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع- قالت عائشة بأبي وأمي يا رسول الله! ومن كان ابو زرع؟ قال اجتمع نساء (আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার জন্য আমি উম্মু যারা'-এর জন্য আবূ যারা'-এর মতো। আয়িশা (রাযি.) আরয করিলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হউক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ যারা কে ছিলেন? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, মহিলারা জমায়েত হইয়া ...) অতঃপর পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করিলেন। অধিকন্তু বেশ সংখ্যক মুহাদ্দিছ এই হাদীছকে মরফু হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। যাহা হউক হাদীছের পূর্ণ ঘটনা মরফু হইলেও কোন নিষেধ নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:১৬০)

وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا (প্রত্যেক প্রকার হইতে সে আমাকে একেক জোড়া দান করেন)। এই স্থানে الرائحة দ্বারা মর্ম হইতেছে যাহার প্রাণ আছে যেমন, উট, গাভী, বকরী এবং বাঁদী ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার হইতে এক জোড়া করিয়া দান করেন)। -(তাকমিলা ৫:১৭৪)

كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ (তোমার জন্য আমি উম্মু যারা'-এর জন্য আবূ যারা'-এর মত)। হায়ছাম বিন আদী (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء (হৃদ্যতা এবং বিশ্বস্ততার দিক দিয়া, বিচ্ছেদ এবং প্রস্থানের দিক দিয়া নহে)। আর রাবী যুবায়র শেষ দিকে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন : الا انه طلقها واني لا اطلقك (তবে সে তাহাকে তালাক দিয়াছে আর আমি তোমাকে তালাক দিব না)। -(তাকমিলা ৫:১৭৪)

(৬১৬৯) وَحَدَّثَنِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ. وَلَمْ يَشُكَّ وَقَالَ قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ. وَقَالَ وَصِفْرُ رِدَائِهَا وَخَيْرُ نِسَائِهَا وَعَقْرُ جَارَتِهَا. وَقَالَ وَلاَ تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا. وَقَالَ وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا.

(৬১৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন উরওয়া (রাযি.) হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে সন্দেহ ছাড়া রহিয়াছে عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ (অক্ষম ও বোবার মত) আরো রহিয়াছে قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ (চারণভূমি কম) এবং রহিয়াছে صِفْرُ رِدَائِهَا وَخَيْرُ نِسَائِهَا وَعَقْرُ جَارَتِهَا (অর্থাৎ তার কটিদেশ ছিল কৃশ, অন্যান্য মহিলার তুলনায় ছিল শ্রেষ্ঠ, সতীনের ঈর্ষার পাত্রী)। এবং বলিয়াছেন لاَ تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا (আমাদের খাদ্য নষ্ট করে না) আরো বলিয়াছেন أَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا (প্রত্যেক যবীহা হইতে সে আমাকে একেক জোড়া দান করেন)।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা ফাতিমা (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১৭০) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا".

(৬১৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে,

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর থেকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, হিশাম বিন মুগীরার ছেলেরা আমার কাছে অনুমতি চাহিয়াছে যে, তাহাদের কন্যাকে আলী ইবন আবূ তালিবের কাছে তাহারা বিবাহ দিতে চায়। আমি তাহাদের অনুমতি দিব না, আমি তাহাদের দিব না। তবে যদি আলী বিন আবূ তালিব আমার মেয়েকে তালাক দিয়া তাহাদের মেয়েকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা ভিন্ন কথা। কেননা আমার মেয়ে আমারই একটা অংশ। যাহা তাহাকে বিষন্ন করে, তাহা আমাকেও বিষন্ন করে, তাহাকে যাহা কষ্ট দেয়, আমাকেও তাহা কষ্ট দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ (মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন ...)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الجمعة অধ্যায়ে باب من قال في الخطبة بعد الثناء اما بعد এবং الجهاد অধ্যায়ে باب ما ذكر من درع النبى صلى الله عليه وسلم এবং فضائل الصحابة অধ্যায়ে باب اصهار النبى صلى الله عليه وسلم এবং باب مناقب قرابة النبى صلى الله عليه وسلم এবং باب مناقب فاطمة এবং النكاح অধ্যায়ে باب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والانصاف এবং الطلاق অধ্যায়ে باب الشقاق এ আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে النكاح অধ্যায়ে باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء এবং তিরমিযী শরীফে المناقب অধ্যায়ে باب مناقب فاطمة رضى الله عنها এ আছে। - (তাকমিলা ৫:১৭৫)

إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ (তবে যদি আলী বিন আবূ তালিব আমার মেয়েকে তালাক দিয়া তাহাদের মেয়েকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা ভিন্ন)। আর আগত আলী বিন হুসায়ন (রাযি.) আছে وانى لست احرم حلالا - ولا احل حراما - ولكن والله - لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا ابدا (আর আমি কোন হালালকে হারাম করি না বা হারামকে হালাল করি না। তবে আল্লাহ তা'আলার কসম, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে কখনও এক জায়গায় একত্রিত হইতে পারে না)।

আল্লামা ইবন তীন (রহ.) বলেন, এই ঘটনার সর্বাধিক সহীহ প্রয়োগ হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মেয়ে এবং আবূ জাহলের মেয়েকে এক জায়গায় একত্রিত করা হযরত আলী (রাযি.)-এর জন্য হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। কেননা ইহা কষ্ট প্রদানের কারণ হইবে। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কষ্ট দেওয়া সর্বসম্মত মতে হারাম। আর لا احرم حلالا (আমি কোন হালালকে হারাম করি না) ইহার মর্ম হইতেছে যে, ফাতিমা তাহার বিবাহে না থাকিলে তাহার জন্য সে হালাল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৩২৯ পৃষ্ঠায় লিখেন, আমার মনে যাহা উদয় হইয়াছে যে, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে যে, তাঁহার মেয়ের সহিত অন্যকে বিবাহ করা জায়িয নাই। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর বৈশিষ্ট্য।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আল্লামা ইবন তীন ও ইবন হাজার (রহ.) যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথার বাচনভঙ্গির সহিত সুদূরপরাহত।

প্রথমতঃ কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ لا احرم حلالا (আমি কোন হালালকে হারাম করি না) দ্বারা প্রকাশ্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী (রাযি.)-এর জন্য হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর সহিত অন্যকে বিবাহ করা শরীয়তের বিধান মতে হারাম নহে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একটি কল্যাণের বিবেচনায় নিষেধ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ কেননা যদি হযরত আলী (রাযি.)-এর জন্য ফাতিমা (রাযি.)-এর সহিত অন্য মেয়েকে বিবাহ করা ব্যাপকভাবে হারাম হইত তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কারণ বর্ণনা করা প্রয়োজন

হইত না যে, আবূ জাহিলের মেয়েকে বিবাহ করা নিষেধ। যেমন আগত আলী বিন হুসায়ন (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, তিনি ইরশাদ করেন : وانى لست احرم حلالا۔ ولا احل حراما۔ ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا ابدا (আর আমি কোন হালালকে হারাম করি না বা হারামকে হালাল করি না। তবে আল্লাহ তা'আলার কসম, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে কখনও এক জায়গায় একত্রিত হইতে পারে না)। ইহার বাচনভঙ্গি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, হযরত আলী (রাযি.)-এর জন্য হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর সহিত অন্য মেয়েকে বিবাহ বস্তুতভাবে হারাম ছিল না। কিন্তু নিষেধের কারণ হইতেছে যে, বাগদত্তা ছিল আবূ জাহেলের কন্যা। আর সে যদিও প্রস্তাবের সময় মুসলিমা ছিল কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের সহিত তাহার পিতার শত্রুতার যের ধরিয়া তাহার সতীনের উপর প্রভাবে ফেলিতে পারে। আর তাহাতে হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর কষ্টের কারণ হইবে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কষ্ট পৌঁছিবে। এই কারণই হযরত আলী (রাযি.)কে ফাতিমা (রাযি.) এর সহিত বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। এই দৃষ্টিকোন হইতে নহে যে, হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর সহিত বিবাহ করা তাহার জন্য শরীয়তে হারাম ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:১৭৬-১৭৭)

فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي (কেননা আমার মেয়ে আমারই একটা অংশ)। بَضْعَةٌ শব্দটির ب বর্ণে যবর ض বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ القطعة (টুকরা, অংশ, ভাগ, একক)। আর আগত (৬১৭২ নং) আলী বিন হুসায়ন (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : مضغة منى (আমারই একটি টুকরা)। -(তাকমিলা ৫:১৭৭)

(৬১৭১) حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا".

(৬১৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মা'মার বিন ইবরাহীম হুযালী (রহ.) তিনি ... মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : ফাতিমা আমারই অঙ্গ, তাহাকে যাহা কষ্ট দেয়, তাহা আমাকেও কষ্ট দেয়।

(৬১৭২) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضى الله عنهما لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ. قَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا". قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ "حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا".

(৬১৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তিনি ... আলী বিন হুসায়ন (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুসায়ন বিন আলী (রাযি.)-এর শাহাদতের পর ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া (রাযি.)-এর কাছ হইতে তাহারা যখন মদীনায় আসিলেন, মিসওয়ার বিন মাখরামা

তখন তাঁহার সাথে দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, আপনার কোন প্রয়োজন থাকিলে আমাকে বলিবেন। আমি বলিলাম, না। মিসওয়ার বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরবারিখানা কি আপনি আমাকে দান করিবেন? কারণ আমার ভয় হয় যে, আপনার লোকেরা ইহাকে আপনার কাছ হইতে কবজা করিয়া নিবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি সে তরবারিটি আমাকে দিয়া দেন তাহা হইলে যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকে, ইহাকে কেউ স্পর্শ করিতে পারিবে না। (মিসওয়ার আরও বলিলেন,) ফাতিমা জীবিত থাকাকালে আলী (রাযি.) আবূ জাহলের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয় নিয়া লোকদের সামনে এই মিম্বরে দাঁড়াইয়া ভাষণ দিতে শ্রবণ করিয়াছি। আমি সেই সময় সদ্য বালিগ বয়সের। তখন তিনি বলিলেন, ফাতিমা আমারই অঙ্গ। আমার ভয় হইতেছে, সে তাহার দীনের ব্যাপারে ফিতনায় না পতিত হয়। অতঃপর তিনি আবদ-ই-শামস গোত্রীয় তাঁহার জামাতার আলোচনা করিলেন তাহার আত্মীয়তার সুন্দর প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, সে আমাকে যাহা বলিয়াছে সত্য বলিয়াছে, সে আমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছে এবং তাহা পূর্ণ করিয়াছে, আর আমি কোন হালালকে হারাম করি না বা হারামকে হালাল করি না। তবে আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে কখনো এক জায়গায় একত্রিত হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ (অতঃপর তিনি আবদ-ই-শামস গোত্রীয় তাঁহার জামাতার আলোচনা করিলেন)। অর্থাৎ তাঁহার মেয়ের স্বামী। ইহার মর্ম হইতেছে আবুল আস বিন রাবী’। যেমন আগত রিওয়ায়তে আছে যে, তিনি যয়নব বিনত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বামী ছিলেন। -(তাকমিলা ৫:১৮০)

وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي (সে আমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছে এবং তাহা পূর্ণ করিয়াছে)। সম্ভবত ইহা দ্বারা সেই দিকে ইশারা করা হইয়াছে যে, আবুল আস বিন রাবী’ বদরের দিন মুসলমানগণের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার স্ত্রী এবং নিজ মেয়ে যয়নবকে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠাইয়া দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। তিনি নিজ অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়াছেন এবং যয়নব (রাযি.)কে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠাইয়া দেন। -(তাকমিলা ৫:১৮০)

(৬১৭৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذٰلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ. قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا". قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.

(৬১৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) তিনি ... মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) নবী তনয়া ফাতিমাকে ঘরে রাখিয়াই আবূ জাহলের কন্যাকে বিবাহর প্রস্তাব দিয়াছিলেন। ফাতিমা (রাযি.) যখন এ খবর শ্রবণ করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, লোকেরা বলাবলি করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের ব্যাপারে রাগ প্রকাশ করেন না। আর এই যে আলী (রাযি.) আবূ জাহলের কন্যাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন। মিসওয়ার (রাযি.) বলিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইলেন। এই সময় আমি শ্রবণ করিলাম তিনি তাশাহহুদ কড়িলেন এবং বলিলেন, আমি আবুল আস ইবনুর রাবীর কাছে বিবাহ দিয়াছি, সে আমাকে যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্যে পরিণত করিয়াছে। আর মুহাম্মদ তনয়া ফাতিমা আমারই একটা টুকরা, আমি পছন্দ করি না যে, লোকে তাহাকে ফিতনায় ফেলুক। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহর দুশমনের মেয়ে কোন ব্যক্তির কাছে কখনো একত্রিত হইতে পারে না। মিসওয়ার (রাযি.) বলিলেন, এরপর আলী (রাযি.) প্রস্তাব ছাড়িয়া দেন।

(৬১৭৪) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৬১৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মা’আন রাকাশী (রাযি.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৬১৭৫) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارَّهَا فَبَكَتْ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ مَا هَذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَكَيْتِ ثُمَّ سَارَّكِ فَضَحِكْتِ قَالَتْ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِكْتُ.

(৬১৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মুযাহিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মেয়ে ফাতিমাকে ডাকিয়া চুপে চুপে কিছু বলিলেন। তখন তিনি কাঁদিলেন। আবার চুপে চুপে তিনি কিছু বলিলেন। তখন তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, আমি ফাতিমাকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে চুপে চুপে কি বলিলেন যে, তুমি কাঁদিয়া ফেলিলে এবং তারপর কি বলিলেন যে, তুমি হাসিয়া ফেলিলে? ফাতিমা (রাযি.) বলিলেন, চুপে চুপে তিনি আমাকে তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ দিলেন, তাই আমি কাঁদিলাম। এরপর চুপে চুপে তিনি বলিলেন, তাঁহার পরিজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁহার পেছনে যাইব আমি, তাই হাসিলাম।

(৬১৭৬) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ "مَرْحَبًا بِابْنَتِي". ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ. فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ مَا كُنْتُ أُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِرَّهُ. قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الأُولَى فَأَخْبَرَنِي "أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ وَإِنِّي لَا أُرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ". قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى

جَزَعِى سَارَّنِى الثَّانِيَةَ فَقَالَ "يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَىْ أَنْ تَكُونِى سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الأُمَّةِ". قَالَتْ فَضَحِكْتُ ضَحِكِى الَّذِى رَأَيْتِ.

(৬১৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী ফুযায়ল বিন হুসায়ন (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী সকলেই তাঁহার কাছে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বাদ ছিলেন না। এমন সময় ফাতিমা (রাযি.) আসিলেন। তাঁহার চলার ভঙ্গি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চলার ভঙ্গি হইতে একটুও পার্থক্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন তিনি এই বলিয়া খোশ আমদেদ জানালেন– মারহাবা, হে আমার স্নেহের কন্যা। এরপর তাঁহাকে তাঁহার ডানপাশে অথবা বামপাশে বসাইলেন এবং তাঁহার সাথে চুপে চুপে কিছু বলিলেন। ইহাতে তিনি খুব কাঁদিলেন। যখন তিনি তাঁহার অস্থিরতা দেখিলেন, তিনি পুনরায় তাঁহার সহিত চুপে চুপে কিছু বলিলেন, তখন তিনি হাসিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণীগণের মধ্যে (কাউকে না বলিয়া) তোমার সহিত বিশেষভাবে কোন গোপন কথা বলিয়াছেন। আবার তুমি কাঁদিতেছ? অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া গেলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞেস করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে কি বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন কথা প্রকাশ করিব না। আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হইয়া গেল, তখন আমি তাহার উপর আমার অধিকারের শপথ দিয়া বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কী বলিয়াছেন, অবশ্যই আমাকে বলিতে হইবে। তিনি বলিলেন, আচ্ছা। এখন তবে, হ্যাঁ। প্রথমবার তিনি আমাকে গোপনে বলিলেন, জিবরাঈল (আ.) প্রতি বছর একবার কিংবা দুইবার আমাকে কুরআন পুনরাবৃত্তি করান। এ বছর তিনি দুইবার পুনরাবৃত্তি করাইলেন। আমার মনে হয় আমার সময় কাছে আসিয়া গিয়াছে। তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। কেননা, আমি তোমার জন্য কত উত্তম পূর্বসূরী। তখন আমি কাঁদিলাম যাহা আপনি দেখিয়াছেন। অতঃপর আমার অস্থিরতা দেখিয়া তিনি দ্বিতীয়বার চুপে চুপে বলিলেন, হে ফাতিমা! মুমিন রমণীগণের প্রধান ও এই উম্মতের সকল মহিলাদের সরদার হওয়া কি তুমি পছন্দ কর না? ফাতিমা (রাযি.) বলিলেন, তখন আমি হাসিলাম। আমার যেই হাসি আপনি দেখিয়াছেন।

(৬১৭৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِى كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَرْحَبًا بِابْنَتِى". فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيكِ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لأُفْشِىَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ. فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ أَخَصَّكِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثِهِ دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لأُفْشِىَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِى "أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِى الْعَامِ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَانِى إِلاَّ قَدْ حَضَرَ أَجَلِى وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِى لُحُوقًا بِى وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ". فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِى فَقَالَ "أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِى سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ". فَضَحِكْتُ لِذٰلِكِ.

(৬১৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা

করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সহধর্মিণী একত্রিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনও বাদ রহিলেন না। তখন ফাতিমা (রাযি.) হাঁটিয়া আসিলেন। তাহার হাঁটার ভঙ্গী যেন একেবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চলার মত। তিনি বলিলেন, খোশ আমদেদ স্নেহের মেয়ে আমার! অতঃপর তাঁহাকে তাঁহার ডানদিকে কিংবা তাঁহার বামদিকে বসাইলেন এবং চুপে চুপে কিছু কথা বলিলেন। ইহাতে ফাতিমা (রাযি.) কাঁদিয়া দিলেন। তারপর তিনি তাঁহাকে চুপে চুপে আবার কিছু বলিলেন, ইহাতে তিনি হাসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, কিসে তোমাকে কাঁদাইল? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন কথা ফাঁস করিতে পারি না। আমি বলিলাম, আমি আজকের মত কোন আনন্দকে বেদনার এতো নিকটবর্তী দেখি নাই। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ছাড়িয়া তোমাকে তাঁহার কথা বলিবার জন্য বিশেষত্ব দান করিলেন। আর তুমি কাঁদিতেছ? আবার তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলিয়াছেন : তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন কথা প্রকাশ করিতে পারি না। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করিলেন, তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন জিবরাঈল (আ.) প্রতি বছর একবার তাঁহার সহিত কুরআন আবৃত্তি করিতেন। আর এ বছর তিনি তাঁহার সহিত দুইবার আবৃত্তি করিয়াছেন। ইহাতে আমার মনে হইল নিশ্চয়ই মৃত্যু আমার নিকটবর্তী। আর তুমিই আমার পরিজনদের মাঝে সর্বপ্রথম আমার সহিত মিলিত হইবে। তোমার জন্য আমি কতই না উত্তম অগ্রগামী। তখন আমি কাঁদিয়াছি। এরপর তিনি আমাকে চুপে চুপে বলিলেন, তুমি ঈমানদার মহিলাদের অথবা এই উম্মতের মহিলাদের সরদার হওয়া কি পছন্দ কর না? এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি হাসিয়াছি।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১৭৮) حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كِلاَهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. قَالَ وَأُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى نَبِيَّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لأُمِّ سَلَمَةَ "مَنْ هٰذَا". أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ قَالَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ايْمُ اللّٰهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُخْبِرُ خَبَرَنَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

(৬১৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা কায়সী (রহ.) তাঁহারা ... সালমান (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহা হইলে বাজারে প্রবেশকারীদের মধ্যে তুমি প্রথম হইও না এবং বাজার হইতে বহির্গমণকারীদের মধ্যে তুমি শেষ ব্যক্তি হইও না। বাজার হইল শয়তানের আড্ডাখানা। আর তথায়ই সে তাহার ঝান্ডা উত্তোলন করিয়া রাখে। সালমান (রাযি.) বলেন, আমাকে এই খবরও দেওয়া হইয়াছে যে, জিবরাঈল (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন। তখন তাঁহার পাশে উম্মু সালামা (রাযি.) ছিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর জিবরাঈল (আ.) কথা বলিতে লাগিলেন এবং পরে চলিয়া গেলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে ছিলেন? বা এইরূপ কথা বলিলেন। উম্মু সালামা (রাযি.) উত্তর দিলেন, দাহইয়া কালবী। তিনি বলিলেন, উম্মু সালামা (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহ কসম! আমি তো

তাহাকে দাহইয়া কালবী বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলাম। যতক্ষণ না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষণ শ্রবণ করিলাম। তিনি আমাদের কথা বলিয়াছিলেন অথবা এইরূপ বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.)-এর আগমনের বর্ণনা দিতেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাবী আবূ উসমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি এ হাদীছ কাহার মাধ্যমে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, উসামা বিন যায়দ (রাযি.) হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سَلْمَانَ رضى الله عنه (সালমান (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে فضائل القران অধ্যায়ে باب كيف نزل الوحى و اول ما نزل এবং الانبياء অধ্যায়ে باب علامات النبوة فى الاسلام এ আছে। -(তাক. ৫:১৮৪)

وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا (এবং বাজার হইতে বহির্গমণকারীদের মধ্যে তুমি শেষ ব্যক্তি হইও না)। অর্থাৎ আগ্রহ ও আকাঙ্খা নিয়া বাজারে প্রবেশ করিও না যে, তথায় তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করিবে; বরং তুমি প্রয়োজন পরিমাণ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য প্রবেশ করিবে। -(তাকমিলা ৫:১৮৫)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১৭৯) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا". قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا. قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

(৬১৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মাহমূদ বিন গায়লান আবূ আহমদ (রহ.) তিনি ... উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই আমার সাথে মিলিত হইবে যাহার হাত সর্বাধিক লম্বা। সুতরাং সহধর্মিণীগণ নিজ নিজ হাত মাপিয়া দেখিতে লাগিলেন কাহার হাত বেশী লম্বা। আয়িশা (রাযি.) বলেন, অবশেষে আমাদের মধ্যে যয়নবের হাতই সর্বাধিক লম্বা বলিয়া স্থির হইল। কারণ তিনি স্বীয় হাতে কাজ করিতেন এবং দান-খয়রাত করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الزكوة অধ্যায়ে باب فضل صدقة الشحيح والصحيح এ আছে। আর নাসাঈ শরীফে الزكوة অধ্যায়ে باب فضل الصدقة এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১৮৬)

فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ (অবশেষে আমাদের মধ্যে যয়নবের হাতই সর্বাধিক লম্বা বলিয়া স্থির হইল। কারণ তিনি স্বীয় হাতে কাজ করিতেন এবং দান-খয়রাত করিতেন)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, উম্মুহাতুল মু'মিনীনগণ প্রথমে ধারণা করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা হাকীকী লম্বা হাত মর্ম। ফলে তাহাদের ধারণা মতে হাদীছ প্রতিপাদন হইলে হযরত সাওদা (রাযি.)। কিন্তু পরে যখন হযরত উমর (রাযি.)-এর খেলাফত যুগে যয়নব বিন্‌ত জাহশ (রাযি.) ইন্তিকাল করিলেন। আর তিনিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণকারিণী সহধর্মিণী ছিলেন। তখন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদের মর্ম বুঝিতে পারিলাম যে, লম্বা হাত দ্বারা মর্ম অত্যধিক দান-খয়রাত করা এবং অধিকাংশ কর্ম নিজ হাতে সম্পাদন করা। কেননা, প্রকাশ্যভাবে যয়নব (রাযি.)-এর হাত (অন্যান্যদের তুলনায়) খাট ছিল। -(তাকমিলা ৫:১৮৭ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ উম্মু আয়মান (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১৮০) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ.

(৬১৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু আয়মানের কাছে গেলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম। তিনি তাঁহার দিকে একটি শরবতের পাত্র আগাইয়া দিলেন। তিনি বলেন, আমি জানি না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালন করিতেছিলেন, না এমনিই তাহা ফিরাইয়া দিলেন। উম্মু আয়মান (রাযি.) ইহাতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার উপর রাগ প্রকাশ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ (উম্মু আয়মানের কাছে)। তিনি হইলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাসী এবং তাঁহাকে লালন পালনকারিণী। তাহার নাম বারাকা বিন ছা'লাবা বিন আমর। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব সাহেবের দাসী। তিনি ছিলেন হাবশী। অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতার ইন্তিকালের পর আমিনার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহন করেন। তখন এই উম্মু আয়মানই তাহাকে লালন-পালন করিয়া বড় করেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হযরত খাদীজা (রাযি.)কে বিবাহ করেন তখন তাহাকে আযাদ করিয়া দিয়া যায়দ বিন হারিছার সহিত বিবাহ করাইয়া দেন। তাহার হইতেই উসামা (রাযি.)-এর জন্ম হয়। আর উম্মু আয়মান বদরের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া লোকদের পানি পান করাইতেন এবং যখমের চিকিৎসা দিতেন। -(তাকমিলা ৫:১৮৮)

تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ (ইহাতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার উপর রাগ প্রকাশ করিলেন)। الصخب হইল উচ্চস্বর এবং চিৎকার করা। আর التذمر হইলে রাগ কিংবা রাগ করিয়া কথা বলা। উম্মু আয়মান ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লালন-পালনকারিণী। তাহার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ছিল। আর এই রাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত প্রণয়লীলার ভান ছিল। ফলে ইহা তাঁহার পক্ষ হইতে ক্ষমাযোগ্য। -(তাকমিলা ৫:১৮৮-১৮৯)

(৬১৮১) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا. فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا مَا يُبْكِيكِ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا.

(৬১৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর

আবূ বকর (রাযি.) উমর (রাযি.)কে বলিলেন, চল উম্মু আয়মানের কাছে যাই, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে যাইব যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাক্ষাতে যাইতেন। যখন আমরা তাঁহার কাছে গেলাম, তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজন বলিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আল্লাহ তা'আলার কাছে যাহাকিছু রহিয়াছে তাহা তাঁহার রাসূলের জন্য বেশী উত্তম। উম্মু আয়মান (রাযি.) বলিলেন, এইজন্য আমি কাঁদিতেছি না যে, আমি জানি না আল্লাহ তা'আলার কাছে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা তাঁহার রাসূলের জন্য বেশী উত্তম; বরং এই জন্য আমি কাঁদিতেছি যে, আসমান হইতে ওহী আসা বন্ধ হইয়া গেল। উম্মু আয়মানের এই কথা তাঁহাদের মধ্যেও কান্নার আবেগ সৃষ্টি করিল। সুতরাং তাঁহারাও তাঁহার সহিত কাঁদিতে লাগিলেন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَبِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ উম্মু সুলায়ম উম্মু আনাস বিন মালিক এবং বিলাল (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১৮২) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ إِلَّا أُمِّ سُلَيْمٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَقَالَ "إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي".

(৬১৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সহধর্মিণীগণ ছাড়া অন্য কোন মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করিতেন না। কিন্তু উম্মু সুলায়মের কাছে যাইতেন। লোকেরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তাহার উপর আমার বড় করুণা হয়। আমার সহিত থাকিয়া তাহার ভাই শহীদ হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الجهاد অধ্যায়ে باب فضل من جهز غازيا او خلفه بخير এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১৮৯-১৯০)

قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي (আমার সহিত থাকিয়া তাহার ভাই নিহত হইয়াছে)। ইহা দ্বারা মর্ম হইল হারাম বিন মিলহান (রাযি.)। তিনি গযূয়ায়ে বিরে মাউনায় শহীদ হইয়া যান। -(তাকমিলা ৫:১৯০)

(৬১৮৩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا هٰذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ".

(৬১৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি জান্নাতে গেলাম, সেইখানে আমি কাহারও চলার শব্দ পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে? লোকেরা বলিল, ইনি গুমায়সা বিন্ত মিলহান (রাযি.), আনাস বিন মালিকের মা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَسَمِعْتُ خَشْفَةً (আমি কাহারও চলার শব্দ পাইলাম)। خَشْفَةً শব্দটির خ বর্ণে যবর ش বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ চলাচল এবং ইহার শব্দ। ইহাকে ش বর্ণে যবর দ্বারাও পঠিত হয়। -(তাকমিলা ৫:১৯০)

هٰذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ (ইনি গুমায়সা বিন্ত মিলহান রাযি.)। الْغُمَيْصَاءُ শব্দটির غ বর্ণে পেশ م বর্ণে যবরসহ পঠিত। ইহাকে الرميصاء (রুমায়সা)ও পড়া হয়। ইহা হইল উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর নাম। -(ঐ)

(৬১৮৪) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي فَإِذَا بِلاَلٌ".

(৬১৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন ফারাজ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমাকে জান্নাত দেখানো হইয়াছে যে, আমি আবূ তালহার স্ত্রীকে দেখিলাম। অতঃপর আমার সামনে পদধ্বনি শ্রবণ করিতে পাইলাম, তাকাইয়া দেখি বিলাল।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবূ তালহা আনসারী (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১৮৫) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لأَهْلِهَا لاَ تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَقَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لاَ. قَالَتْ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ تَرَكْتِنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابْنِي. فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا". قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

قَالَ يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرَى قَالَ تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا قَالَ وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ لِي أُمِّي يَا أَنَسُ لاَ يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ "لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ". قُلْتُ نَعَمْ. فَوَضَعَ الْمِيسَمَ قَالَ وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلاَكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ". قَالَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

(৬১৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহার ঔরষজাত উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর ছেলে ইন্তিকাল করিল। তখন উম্মু সুলায়ম (রাযি.) তাহার পরিবারের লোকদের বলিল, আবূ তালহাকে তাঁহার ছেলের খবর দিও না, যতক্ষণ আমি না বলি। তিনি বলিলেন, অতঃপর আবূ তালহা (রাযি.) আসিলেন। উম্মু সুলায়ম (রাযি.) রাত্রের খানা সামনে আনিলে তিনি পানাহার করিলেন। তারপর উম্মু সুলায়ম

ভালোমতো সাজগোজ করিলেন। আবূ তালহা (রাযি.) তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। যখন উম্মু সুলায়ম (রাযি.) দেখিলেন যে, তিনি মিলনে পরিতৃপ্ত, তখন তাঁহাকে বলিলেন, হে আবূ তালহা! কেউ যদি কাউকে কোন জিনিস রাখিতে দেয়, এরপর তাহা নিয়া নেয়, তাহা হইলে কি সে তাহা ফিরাইতে পারে? আবূ তালহা (রাযি.) বলিলেন, না। উম্মু সুলায়ম (রাযি.) বলিলেন, আমি আপনার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ দিতেছি। আবূ তালহা (রাযি.) রাগ করিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে আগে বল নাই, আর এখন আমি অপবিত্র, এখন খবরটা দিলে? তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়া খবরটি দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাদের বিগত রাতটিতে আল্লাহ তা'আলা বরকত দিন, উম্মু সুলায়ম অন্তঃসত্তা হইয়া গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। উম্মু সুলায়মও এই সফরে ছিলেন। তিনি যখন সফর হইতে ফিরিতেন, তখন রাত্রে মদীনায় প্রবেশ করিতেন না। লোকেরা যখন মদীনার কাছে পৌঁছিল, তখন উম্মু সুলায়মের প্রসব বেদনা শুরু হইল। আবূ তালহা (রাযি.) তাঁহার কাছে রহিয়া গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া গেলেন।

আবূ তালহা (রাযি.) বলিলেন, হে পরোয়ারদিগার! তুমি তো জান যে, তোমার রাসূলের সহিত বাহির হইতে আমার ভাল লাগে যখন তিনি বাহির হন, আর তাঁহার সহিত যাইতে আমার ভালো লাগে যখন তিনি যান। কিন্তু তুমি জান কেন আমি থাকিয়া গিয়াছি। রাবী বলেন, উম্মু সুলায়ম (রাযি.) বলিলেন, হে আবূ তালহা! আগের মতো বেদনা আমার নাই। চলুন আমরা চলিয়া যাই। স্বামী-স্ত্রী মদীনায় পৌঁছিলে উম্মু সুলায়মের বেদনা পুনরায় শুরু হইল। আর তিনি একটি শিশু পুত্র প্রসব করিলেন। (রাবী বলেন) আমার মা বলিলেন, হে আনাস! শিশুটিকে যেন কেউ দুধ পান না করায় যতক্ষণ তুমি তাহাকে ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া যাও। সকাল হইলে আমি শিশুটিকে নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। আমি দেখিলাম তাঁহার মুবারক হাতে উট দাগানোর যন্ত্র। আমাকে যখন তিনি দেখিলেন, বলিলেন, সম্ভবত উম্মু সুলায়ম এ ছেলেটি প্রসব করিয়াছে। আমি বলিলাম, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সেই যন্ত্রটি হাত হইতে রাখিয়া দিলেন। আমি শিশুটিকে নিয়া তাঁহার কোলে রাখিলাম। তিনি মদীনার আজওয়া খেজুর আনাইলেন এবং নিজের মুখে দিয়া চিবাইলেন। যখন খেজুর গলিয়া গেল, তখন শিশুটির মুখে দিলেন। শিশুটি তাহা চুষতে লাগিল। তিনি বলিলেন, দেখো আনসারদের খেজুর প্রীতি! পরে তিনি শিশুর মুখে হাত বুলাইলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন আবদুল্লাহ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে اللباس والزينة অধ্যায়ে باب جواز وسم الحيوان غير الادمى فى غير الوجه এবং الادب অধ্যায়ে باب استحباب تحنيك المولود এ গিয়াছে। -(তাকমিলা ৫:১৯১-১৯২)

مَاتَ ابْنٌ لأَبِى طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ (আবূ তালহার ঔরষজাত উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর ছেলে ইন্তিকাল করিল)। তিনি হইলেন, আবূ উমায়র, যাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন يا ابا عمير ما فعل النغير (হে আবূ উমায়র, তোমার চড়ুইপাখির বাচ্চাটি কি করিতেছে?)। -(তাকমিলা ৫:১৯২)

فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ (আমি আপনার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ দিতেছি)। অর্থাৎ اطلب الثواب من عند الله عليه (আল্লাহ তা'আলার নিকট ছাওয়াবের তলব কর)। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে মৃত্যুকে বুঝানো হইয়াছে। -(ঐ)

فَوَلَدَتْ غُلاَمًا (আর তিনি একটি শিশু পুত্র প্রসব করিলেন)। তিনি হইলেন, আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহা (রাযি.)। -(তাকমিলা ৫:১৯৩)

وَمَعَهُ مِيسَمٌ (তাঁহার মুবারক হাতে উট দাগানোর যন্ত্র)। অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার দাগানোর যন্ত্র। اللباس অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা গিয়াছে যে, তিনি তখন সদকার উটগুলিকে দাগ দিতেছিলেন। -(তাকমিলা ৫:১৯৩)

(৬১৮৬) حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ .

(৬১৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাসান বিন খারাশ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহার একটি ছেলে ইন্তিকাল করে ...... ইহার পরের অংশ উল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ بِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত বিলাল (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬১৮৭) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ "يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الإِسْلَامِ مَنْفَعَةً فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ". قَالَ بِلَالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ .

(৬১৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দ বিন ইয়া'ইশ, মুহাম্মদ বিন আলা হামদানী (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরের সালাতের সময় বিলাল (রাযি.)কে বলিলেন, হে বিলাল! তুমি আমাকে বল, ইসলামের পর তুমি এমন কোন আমল করিয়াছ যাহার উপকারের ব্যাপারে তুমি বেশী আশাবাদী। কেননা, আজ রাত্রে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শ্রবণ করিয়াছি। বর্ণনাকারী বলেন, বিলাল (রাযি.) বলিলেন, ইসলামের মধ্যে ইহার চেয়ে বেশী লাভের আশা আমি অন্য কোন আমলে করিতে পারি নাই যে, আমি দিনে বা রাতে যখনই পূর্ণ উযূ করি, তখনই আল্লাহ তা'আলা আমার ভাগ্যে যতক্ষণ লিখিয়াছেন, ততক্ষণ সালাত আদায় করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب فضل التهجد অধ্যায়ে الطهور بالليل والنهار এ আছে। -(তাকমিলা ৫:১৯৪)

مَا كَتَبَ اللّٰهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ (আল্লাহ তা'আলা আমার ভাগ্যে যতক্ষণ লিখিয়াছেন, ততক্ষণ সালাত আদায় করিয়া থাকি)। ইহা দ্বারা তাহইয়াতুল উযূর ফযীলত প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ৫:১৯৪)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) ও তাঁহার মায়ের ফযীলত

(৬১৮৮) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ سَهْلٌ وَمِنْجَابٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قِيلَ لِي أَنْتَ مِنْهُمْ".

(৬১৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মিনজাব বিন হারিছ তামীমী, সাহল বিন উছমান, আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ হাজরামী, সুয়ায়দ বিন সাঈদ ও ওয়ালীদ বিন শুজা' (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে তাহাদের ভক্ষিত বস্তুর মধ্যে কোন অসুবিধা নাই যখন তাহারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ঈমানদার হয় ... শেষ পর্যন্ত (সূরা মায়েদা : ৯৩)" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাকে বলিলেন, "আমাকে বলা হইয়াছে যে, তুমিও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ ইবন মাসউদ (রাযি.)। তিনি সাহাবাগণের মধ্যে বড় ফকীহ এবং সুন্নতের বড় আলিম ছিলেন। তাহার পিতা জাহিলী যুগে ইনতিকাল করেন। আর তাহার মা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবিয়া ছিলেন। এইজন্য অনেক সময় তাহাকে মা-এর সহিত সম্বন্ধ করা হইয়া থাকে। ইবন হাব্বান (রাযি.) নকল করেন, তিনি ষষ্ঠ নম্বরে ইসলাম গ্রহণ করেন, দুইটি হিজরত করিয়াছেন। বদরের জিহাদে উপস্থিত ছিলেন। হযরত উমর ও উছমান (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে তিনি কুফার বায়তুল মালের নিয়ন্ত্রক ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং হিজরী ৩২ সনে হযরত উছমান (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে ইন্তিকাল করেন। -(তাকমিলা ৫:১৯৫)

نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ (যখন এই আয়াত নাযিল হইল)। এই আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। প্রধান অভিমতে যখন মদ, জুয়া হারাম করা হইল, তখন সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, আমাদের মদ পান ও জুয়ার উপার্জিত সম্পদ আহার করা অবস্থায় ইন্তিকাল করিয়াছেন। তাহাদের অবস্থা কি হইবে? তখন এই আয়াত নাযিল হয়। -(ঐ)

(৬১৮৯) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَكُنَّا حِينًا وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ.

(৬১৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান হইতে আসিলাম। আমরা দীর্ঘদিন থাকার পর ইবন মাসউদ (রাযি.) ও তাঁহার মাকে রাসূল পরিবারেরই লোক বলিয়া মনে করিতেছি। কেননা, তাঁহারা রাসূলের কাছে খুব যাওয়া-আসা করিতেন এবং সংগে থাকিতেন।

(৬১৯০) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الأَسْوَدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(৬১৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান হইতে আসিলাম ... পরবর্তী অংশ উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ।

(৬১৯১) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هٰذَا.

(৬১৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আসিলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আবদুল্লাহ তাঁহারই পরিজনের অন্তর্ভুক্ত অথবা তিনি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬১৯২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُودٍ حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا.

(৬১৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আবুল আহওয়াস (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন মাসউদের ইন্তিকালের সময় আমি আবূ মাসউদ ও আবূ মূসার পাশে ছিলাম। তাঁহারা একজন আরেকজনকে বলিলেন, কি মনে কর, তাঁহার পর তাঁহার মতো আর কাউকে কি তিনি ছাড়িয়া গিয়াছেন? অন্যজন বলিলেন, তুমি এই কথা বলিতেছ, তাহার অবস্থাই ছিল এই রকম যে, আমাদের বাধা দেওয়া হইত, আর তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইত; আমরা অনুপস্থিত থাকিতাম, আর সে উপস্থিত থাকিত।

(৬১৯৩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصْحَفٍ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ هٰذَا الْقَائِمِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا.

(৬১৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্ম বিন আলা (রহ.) তিনি ... আবুল আহওয়াস (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা (রাযি.)-এর বাড়িতে ছিলাম। আবদুল্লাহ কতিপয় সাহাবীর সঙ্গে তাঁহারা একটি কুরআন শরীফ দেখিতেছিলেন। আবদুল্লাহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আবূ মাসউদ বলিলেন, আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে দন্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে বেশী পরিজ্ঞাত কোন মানুষ তাঁহার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। আবূ মূসা (রাযি.) বলিলেন, আপনি যদি এই কথা বলেন, তবে তাহার কারণ, তাঁহার অবস্থা এই ছিল যে, যখন আমরা অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন সে থাকিত উপস্থিত, আর আমাদের যখন বাধা দেওয়া হইত, তখন তাঁহাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত।

(৬১৯৪) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللهِ وَأَبَا مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ قُطْبَةَ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.

(৬১৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাসিম বিন যাকারিয়্যা (রহ.) তিনি ... আবুল আহওয়াস (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আবূ মূসার কাছে আসিলাম। তখন

আবদুল্লাহ ও আবূ মূসাকে পাইলাম ... আবূ কুরায়ব ... যায়দ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি হুযায়ফা ও আবূ মূসার সঙ্গে বসা ছিলাম। এরপর হাদীছের বাকী অংশ বর্ণনা করিয়াছেন এবং কুতায়বা বর্ণিত হাদীছ পূর্ণ ও অধিক নির্ভরযোগ্য।

(٦١٩٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ }وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ{ ثُمَّ قَالَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِى أَنْ أَقْرَأَ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّى أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّى لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ. قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِى حَلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَلَا يَعِيبُهُ.

(৬১৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আর যেই ব্যক্তি কোনকিছু গোপন করিবে, কিয়ামতের দিন তাহা নিয়া সে উঠিবে।" অতঃপর বলিলেন, তোমরা আমাকে কাহার মতো কিরা'আত পড়ার কথা বল? আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে সত্তরের উর্ধ্বে সূরা পড়িয়াছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ জানেন যে, আমি তাঁহাদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। আমি যদি জানিতাম যে, আর কেউ আমার চেয়ে বেশী কুরআন জানে, তবে আমি তাহার দিকে সফর করিয়া যাইতাম। শাকীক (রহ.) বলেন, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের বিভিন্ন মজলিসে বসিয়াছি। আবদুল্লাহ বিন মাসউদের এই বক্তব্যকে রদ করিতে কাউকে শ্রবণ করি নাই এবং তাঁহার উপর অভিযোগ আনিতেও শ্রবণ করি নাই।

(٦١٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَالَّذِى لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا مِنْ كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّى تَبْلُغُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

(৬১৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁহার শপথ! আল্লাহর কিতাবে এমন কোন সূরা নাই যাহার অবতীর্ণ হওয়ার স্থান সম্পর্কে আমি না জানি, এমন কোন আয়াত নাই যাহার অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আমি না জানি। আমি যদি এমন কোন ব্যক্তিকে জানিতাম যিনি আমার চাইতেও বেশি কুরআন জানেন, আর তাঁহার কাছে উট যাইতে পারে, তাহা হইলে আমি তাঁহার কাছে সওয়ার হইয়া রওয়ানা দিতাম।

(٦١٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِى عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو فَنَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عِنْدَهُ فَذَكَرْنَا يَوْمًا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلًا لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ".

(৬১৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... মাসরূক (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন আমরের কাছে গিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতাম। একদিন আমরা আবদুল্লাহ বিন

মাসউদের উল্লেখ করিলাম, তিনি বলিলেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছ, যাঁহাকে এই হাদীছে শ্রবণ করিবার পর থেকে আমি ভালোবাসিয়া আসিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তোমরা চারজনের কাছে কুরআন শিখ। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, এইখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আবদুল্লাহর নাম উল্লেখ করেন; মুআয বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব ও আবূ হুযায়ফার ক্রীতদাস সালিমের নিকট হইতে।

(৬১৯৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرْنَا حَدِيثًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمِنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ". وَحَرْفٌ لَمْ يَذْكُرْهُ زُهَيْرٌ قَوْلُهُ يَقُولُهُ.

(৬১৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, যুহায়র বিন হারব ও উসমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... মাসরূক (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.)-এর কাছে ছিলাম। তখন আমরা ইবন মাসঊদ (রাযি.)-এর একটি হাদীছের উল্লেখ করি। এই সময় আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) বলিলেন, ইনি ঐ ব্যক্তি যাঁহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি কথা শ্রবণ করিবার পর হইতে ভালোবাসিয়া আসিতেছি। আমি তাঁহাকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হইতে কুরআন পড়। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তাঁহার নামই প্রথমে বলিলেন এবং উবাই বিন কা'ব, সালিম- আবূ হুযায়ফার ক্রীতদাস ও মুআয বিন জাবাল (রাযি.)। আর একটি অক্ষর যাহা যুহায়র বিন হারব উল্লেখ করেন নাই, উহা হইল তাহার কথা যে, তিনি উহা বলিয়াছেন।

(৬১৯৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَوَكِيعٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أُبَىٍّ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ أُبَىٌّ قَبْلَ مُعَاذٍ.

(৬১৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে জারীর ও ওয়াকী-এর সনদে আবূ মু'আবিয়া হইতে আবূ বকর (রাযি.) বর্ণিত রিওয়ায়তে মু'আয (রাযি.)কে উবাইয়ের পূর্বে আনা হইয়াছে। আর আবূ কুরায়বের বর্ণনায় উবাই-এর নাম মু'আয (রাযি.)-এর আগে।

(৬২০০) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِمْ وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيقِ الأَرْبَعَةِ.

(৬২০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না, ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং বিশর বিন খালিদ (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে তাঁহাদের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শু'বার সূত্রে চারজনের ধারাবাহিকতায় বিরোধ রহিয়াছে।

(৬২০১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ".

(৬২০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... মাসরূক (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তাঁহারা ইবন আমর (রহ.)-এর সামনে আবদুল্লাহ বিন মাসউদের আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কথা শ্রবণ করিবার পর থেকে আমি ঐ লোকটিকে ভালোবাসিয়া আসিতেছি ঃ চার জনের কাছ হইতে তোমরা কুরআন পড়, ইবন মাসউদ, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই বিন কা'ব ও মু'আয বিন জাবাল (রাযি.)।

(৬২০২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ بَدَأَ بِهٰذَيْنِ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا بَدَأَ.

(৬২০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয তাঁহার পিতা মু'আয (রাযি.) হইতে শু'বা সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। মু'য়ায (রাযি.) অতিরিক্ত বলিয়াছেন "এই দুইজনকে দিয়া শুরু করা হইয়াছে, কিন্তু কাহার নাম প্রথমে, তাহা আমি জানি না।"

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.) ও আনসারদের এক দলের ফযীলত

(৬২০৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ. قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لأَنَسٍ مَنْ أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِي.

(৬২০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই চারজন কুরআন সংকলন করিয়াছেন। ইহাদের সবাই আনসার। মু'আয বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব, যায়দ বিন সাবিত ও আবূ যায়িদ (রাযি.)। কাতাদা (রহ.) বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করিলাম, আবূ যায়দ কে? তিনি বলিলেন, আমার চাচাদের মধ্যে একজন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ أَنَسًا (আনাস (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে فضائل القران অধ্যায়ে مناقب زيد بن ثابت এবং باب القران من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم এ আছে। -(তাকমিলা ৫:২০২)

جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةٌ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই চারজন কুরআন সংকলন করিয়াছেন)। جَمَعَ الْقُرْآنَ দ্বারা যদি অন্তরে হিফয করা মর্ম হয় তাহা হইলে প্রশ্ন হয় যে, তাঁহাদের ছাড়াও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন মজীদ হিফয করিয়াছিলেন, যেমন আবূ বকর সিদ্দীক ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) প্রমুখ। কতিপয় আলিম তাহাদের সংখ্যা পনের জন সাহাবী পর্যন্ত গণনা করিয়াছেন।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৫১ পৃষ্ঠায় এই আপত্তির জবাব উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহা কৃত্রিমতা হইতে খালি নহে। তবে কতিপয় আলিম ইহার জবাবে বলেন, আলোচ্য হাদীছে চারি জনের কথা উল্লেখ করিবার দ্বারা আর কেহ হাফিয ছিলেন না বলিয়া নিষেধ করে না। তবে সর্বাধিক সহীহ জবাব হইতেছে جَمَعَ الْقُرْآنَ দ্বারা جمع الكتابة (সংকলন) মর্ম। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে এই চারিজন ব্যতীত আর কেহ সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ সংকলন করেন নাই। -(তাকমিলা ৫:২০২)

مَنْ أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِي (আবূ যায়দ কে? তিনি বলিলেন, আমার চাচাদের মধ্যে একজন)। ইবনুল মাদীনী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার নাম আউস (রাযি.)। আর ইয়াহইয়া বিন মুঈন (রহ.) বলেন ছাবিত বিন যায়দ (রাযি.)। আল্লামা ওয়াকেদী (রহ.) বলেন, তিনি হইলেন কায়স বিন সাকন বিন কায়স বিন যাউর বিন হারাম আল আনসারী আন-নাজ্জারী (রহ.)। আর এই কায়স (রাযি.)ই প্রাধান্য। তিনি আনাস (রাযি.)-এর চাচাদের একজন। কেননা, তিনি বনূ হারাম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। -(ফতহুল বারী ৭:১২৭, তাকমিলা ৫:২০৩)

(৬২০৪) حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ.

(৬২০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ দাঊদ সুলায়মান বিন মা'বাদ (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কে কুরআন একত্রিত করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, চারজন। ইহাদের সবাই আনসার। উবাই বিন কা'ব, মু'আয বিন জাবাল, যায়দ বিন সাবিত ও আনসারদের মধ্যে একজন তাঁহার কুনিয়াত আবূ যায়দ (রাযি.)।

(৬২০৫) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأُبَيٍّ "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ". قَالَ آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ "اللَّهُ سَمَّاكَ لِي". قَالَ فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي.

(৬২০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাইকে বলিলেন, তোমাকে কুরআন পড়িয়া শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করিয়াছেন। উবাই (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম নিয়া বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহই আমার কাছে তোমার নাম নিয়াছেন। ইহাতে উবাই (রাযি.) কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

(৬২০৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا}". قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ "نَعَمْ". قَالَ فَبَكَى.

(৬২০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই বিন কা'ব (রাযি.)কে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করিয়াছেন, তোমাকে لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا পড়িয়া শোনানোর জন্য। উবাই (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কি আমার নাম নিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আনাস (রাযি.) বলেন, উবাই (রাযি.) তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন।

(৬২০৭) حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُبَيٍّ بِمِثْلِهِ.

(৬২০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাইকে অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত সা'দ (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২০৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ " اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ " .

(৬২০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সা'দ বিন মু'আয (রাযি.)-এর জানাযা সামনে রাখা হইয়াছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তাহার জন্য দয়ালু আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه অনুচ্ছেদে আছে। তিরমিযী শরীফে فضائل سعد بن معاذ এবং ইবন মাজা المقدمة এ فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم এ আছে। -(তাকমিলা ৫:২০৪)

اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ (তাহার জন্য দয়ালু আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে)। অর্থাৎ تحرك (নড়া, আন্দোলিত হওয়া, সাড়া দেওয়া, চালিত হওয়া)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতানৈক্য হইয়াছে। এক জামাআত আলিম ইহাকে প্রকাশ্যের উপরই প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ সা'দ (রাযি.)-এর রূহের আগমনে আরশ খুশিতে আন্দোলিত হইয়াছিল। আর আল্লাহ তা'আলার আরশের মধ্যে অনুভূতি শক্তি দান করিয়াছেন। ফলে ইহা কাঁপিয়া উঠাতে কোন নিষেধ নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ (এবং এমনও আছে, যাহা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়িতে থাকে। –সূরা বাকারা ৭৪) আর এই আয়াতটি হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুকূলে এবং মুখতারও বটে। আর অন্যান্যরা বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে اهتز اهل العرش (আরশের অধিবাসীরা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল) অর্থাৎ আরশ বহনকারী ফিরিশতাগণ। এই مضاف কে উহ্য করা হইয়াছে। আর আল্লামা হারবী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে তাঁহার ওফাতের শানের তা'যীমকে বুঝানো হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:২০৪ সংক্ষিপ্ত)

(৬২০৯) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ " .

(৬২০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন-নাকিদ (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সা'দ বিন মু'য়াযের মৃত্যুতে দয়ালু আল্লাহর আরশ কাঁপিয়া ওঠে।

(৬২১০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَجِنَازَتُهُ مَوْضُوعَةٌ يَعْنِي سَعْدًا " اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ " .

(৬২১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রুয্‌যী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, যখন মু'আযের জানাযা রাখা ছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাঁহার জন্য দয়ালু আল্লাহর আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

(৬২১১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةُ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمُسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ "أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هٰذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ".

(৬২১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... বারা' (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক জোড়া রেশমী পোশাক হাদিয়া দেওয়া হইল। সাহাবাগণ তখন তাহা স্পর্শ করিয়া ইহার কোমলতায় আশ্চর্যবোধ করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা এই কোমলতায় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছ? জান্নাতের মধ্যে সা'দ বিন মু'আয-এর রুমালগুলি হইবে ইহার চাইতেও উত্তম ও মোলায়িম।

(৬২১২) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثَوْبِ حَرِيرٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ هٰذَا أَوْ بِمِثْلِهِ.

(৬২১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদাহ দাব্বী (রহ.) তিনি ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমী বস্ত্র দেওয়া হইল ... তারপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইবন আবদাহ ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬২১৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ.

(৬২১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই দুইটি সনদেই আবূ দাউদের মতো বর্ণনা করেন।

(৬২১৪) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا".

(৬২১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমের একটি জোব্বা হাদিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম পরিতে নিষেধ করিতেন। লোকেরা ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : যাঁহার কব্জায় মুহাম্মদের জীবন, তাঁহার কসম! জান্নাতে সা'দ বিন মু'আযের রুমালগুলি ইহার চাইতেও উৎকৃষ্ট।

(৬২১৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حُلَّةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ.

(৬২১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, দুওমাতুল জান্দালের বাদশাহ উকায়দির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এক জোড়া পোশাক উপহার পাঠাইল ... তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করিলেন। তবে এতে "তিনি রেশম পরিতে নিষেধ করিতেন" উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবূ দুজানাহ সিমাক বিন খারাশাহ (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২১৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ "مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هٰذَا". فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ أَنَا أَنَا. قَالَ "فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ". قَالَ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ. قَالَ فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ.

(৬২১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের দিন একটি তরবারি হাতে নিয়া বলিলেন, এইটি আমার কাছ হইতে কে গ্রহণ করিবে? তখন তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই হাত বাড়াইয়া বলিতে লাগিল, আমি, আমি। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহার হক আদায় করিয়া কে গ্রহণ করিবে? এই কথা শ্রবণ করিয়াই লোকজন কমিয়া গেল। তখন সিমাক বিন খারাশাহ আবূ দুজানাহ (রাযি.) বলিলেন, আমি এইটির হক আদায় করিবার অঙ্গীকার গ্রহণ করিব। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি এইটি নিয়া নিলেন আর ইহা দ্বারা মুশরিকদের মাথার খুলি বিদীর্ণ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ (তখন সিমাক বিন খারাশাহ আবূ দুজানাহ রাযি.)। তিনি আনসারী সাহাবাগণের একজন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পরও জীবিত ছিলেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। বলা হয় যে, মাসাইলামাতুল কায্যাবকে হত্যায় তিনি শরীক ছিলেন। -(তাকমিলা ৫:২০৮)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالِدِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত জাবির (রাযি.)-এর পিতা আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২১৭) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جِيءَ بِأَبِي مُسَجًّى وَقَدْ مُثِلَ بِهِ قَالَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنَهَانِي قَوْمِي فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ بِهِ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ فَقَالَ "مَنْ هٰذِهِ". فَقَالُوا بِنْتُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ "وَلِمَ تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ".

(৬২১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর আল-কাওয়ারীরী ও আমর নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন আমার পিতাকে কাপড়ে আবৃত করিয়া আনা হইল, তাহার কান-নাক, হাত-পা কেটে ফেলা হইয়াছে। আমি তাঁহার কাপড় সরাইতে চাহিলে লোকেরা আমাকে নিষেধ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় সরাইলেন অথবা তিনি সরানোর আদেশ দেওয়ায় সরানো হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ক্রন্দনকারী রমণীর আওয়াজ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? লোকেরা বলিল, আমরের মেয়ে অথবা আমরের বোন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : কাঁদিতেছ কেন? উঠাইয়া নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ পাখা মেলিয়া তাঁহাকে ছায়া দিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (আবদুল্লাহ বিন জাবির (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الجنائز অধ্যায়ে باب الدخول على الميت بعد الموت এবং باب ما يكره من النياحة على الميت এবং الجهاد অধ্যায়ে باب ظل الملائكة على الشهيد এবং المغازى অধ্যায়ে باب من قتل من المسلمين يوم احد এ আছে। -(তাকমিলা ৫:২০৮)

جِيءَ بِأَبِي مُسَجًّى (আমার পিতাকে কাপড়ে আবৃত করিয়া আনা হইল)। অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (রাযি.)। তিনি আনসারী খাজরামী। তিনি আহলে আকাবা-এর মধ্যে গণ্য হইতেন। তিনি একজন জিম্মাদার ছিলেন। বদরের জিহাদে উপস্থিত ছিলেন এবং উহুদের জিহাদে শহীদ হইয়া যান। (তাকমিলা ৫:২০৮)

(৬২১৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي وَرَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَنْهَانِي قَالَ وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ".

(৬২১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা উহুদের দিন শহীদ হইলেন, আমি তাঁহার মুখ হইতে কাপড় সরাই আর কাঁদি। লোকেরা আমাকে বারণ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেন নাই। আর আমরের মেয়ে ফাতিমাও তাঁহান জন্য কাঁদিতে থাকিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কাঁদো আর নাই কাঁদো, ফিরিশতা তাঁহার উপর আপন পাখার ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যতক্ষণ না তোমরা তাহাকে উঠাইয়া নাও।

(৬২১৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ الْمَلَائِكَةِ وَبُكَاءُ الْبَاكِيَةِ.

(৬২১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) সূত্রে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে জুরায়জের বর্ণনায় ফিরিশতা ও ক্রন্দসীর কান্না উল্লেখ নেই।

(৬২২০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ مُجَدَّعًا فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(৬২২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আবূ খালফ (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার পিতাকে বস্ত্রাবৃত অবস্থায় আনা হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে রাখা হইল ... অতঃপর তাহাদের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত জুলায়বীব (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২২১) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ". قَالُوا نَعَمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا. ثُمَّ قَالَ "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ". قَالُوا نَعَمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا. ثُمَّ قَالَ "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ". قَالُوا لاَ. قَالَ "لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَاطْلُبُوهُ". فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ "قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ". قَالَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ سَاعِدَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً.

(৬২২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন আমর বিন সালীল (রহ.) তিনি ... আবূ বারযাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জিহাদে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে গণীমতের সম্পদ দিলেন। তিনি তাঁহার সাহাবাগণকে বলিলেন, তোমরা কি কাউকে হারাইয়াছ? লোকেরা বলিল, হ্যাঁ, অমুক, অমুক ও অমুককে। তিনি বলিলেন, তোমরা কি কাহাকে হারাইয়াছ? লোকেরা বলিল, হ্যাঁ, অমুক, অমুক ও অমুককে। তিনি বলিলেন, তোমরা কি কাহাকে হারাইয়াছ? লোকেরা বলিল, হ্যাঁ, অমুক, অমুক ও অমুককে। তিনি আবার বলিলেন, তোমরা কি কাহাকে হারাইয়াছ? লোকেরা বলিল, জি-না। । তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি জুলায়বীব (রাযি.)কে হারাইয়াছি। তোমরা তাঁহাকে খোঁজ কর। তখন নিহতদের মধ্যে তাঁহাকে খোঁজ করা হইল। এরপর তাহারা সাতটি লাশের পাশে তাঁহাকে পাইল। তিনি এই সাতজনকে হত্যা করিয়াছিলেন। এরপর দুশমনরা তাঁহাকে হত্যা করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাছে আসিলেন এবং ঐখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, সে সাতজন হত্যা করিয়াছে; এরপর দুশমনরা তাঁহাকে হত্যা করে। সে আমার আর আমিও তাঁহার। সে আমার আর আমি তাঁহার। অতঃপর তিনি তাঁহাকে দুই বাহুর উপর তুলিয়া ধরিলেন। একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহুই তাঁহাকে বহন করিতেছিল। তাঁহার কবর খোঁড়া হইল এবং তিনি তাঁহাকে তাঁহার কবরে রাখিলেন। বর্ণনাকারী তাঁহার গোসলের উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ (তিনি এক জিহাদে ছিলেন)। অর্থাৎ একটি গযূয়ায়। নির্দিষ্টভাবে জানা নাই। -(ঐ ৫:২১০)

لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا (কিন্তু আমি জুলায়বীব (রাযি.)কে হারাইয়াছি)। তিনি অপ্রসিদ্ধ একজন সাহাবা। তাঁহার পিতার নাম কিংবা গোত্রের নাম জানা নাই। হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন, যাহাকে 'জুলায়বীব' বলা হইত। তাহার চেহারায় বীভৎসতা ছিল। -(তাকমিলা ৫:২১০)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবূ যার (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২২২) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلاَ جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ. فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا وَتَغَطَّى خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا فَأَتَيَا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنَيْسًا فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا قَالَ وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثِ سِنِينَ. قُلْتُ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ. قُلْتُ فَأَيْنَ تَوَجَّهُ قَالَ أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ حَتَّى تَعْلُوَنِي الشَّمْسُ.

فَقَالَ أُنَيْسٌ إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي. فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَرَاثَ عَلَيَّ ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ مَا صَنَعْتَ قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ. قُلْتُ فَمَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاحِرٌ. وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ. قَالَ أُنَيْسٌ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. قَالَ قُلْتُ فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ. قَالَ فَأَتَيْتُ مَكَّةَ فَتَضَعَّفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَقُلْتُ أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ الصَّابِئَ.

فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ قَالَ فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبٌ أَحْمَرُ قَالَ فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ قَالَ فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ قَالَ فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الأُخْرَى قَالَ فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا قَالَ فَأَتَتَا عَلَيَّ فَقُلْتُ هَنٌ مِثْلُ الْخَشَبَةِ غَيْرَ أَنِّي لاَ أَكْنِي. فَانْطَلَقَتَا تُوَلْوِلاَنِ وَتَقُولاَنِ لَوْ كَانَ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا. قَالَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ قَالَ "مَا لَكُمَا". قَالَتَا الصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا قَالَ "مَا قَالَ لَكُمَا". قَالَتَا إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلأُ الْفَمَ. وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ثُمَّ صَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ أَبُو ذَرٍّ. فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلاَمِ قَالَ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ "وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ". ثُمَّ قَالَ "مَنْ أَنْتَ". قَالَ قُلْتُ مِنْ غِفَارٍ قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ. فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ "مَتَى كُنْتَ هَا هُنَا". قَالَ قُلْتُ قَدْ كُنْتُ هَا هُنَا مُنْذُ ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ "فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ". قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ. فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ قَالَ "إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ".

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ . فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْلٍ لاَ أُرَاهَا إِلاَّ يَثْرِبَ فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ " . فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ . قَالَ مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ . فَأَتَيْنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ . فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ إِيمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ وَكَانَ سَيِّدَهُمْ . وَقَالَ نِصْفُهُمْ إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا . فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي وَجَاءَتْ أَسْلَمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْوَتُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ . فَأَسْلَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ " .

(৬২২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ আযদী (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের গিফার গোত্র হইতে বাহির হইলাম। তাহারা হারাম মাসগুলিকে হালাল গণ্য করিত। আমি আমার ভাই উনায়স এবং আমাদের মা-সহ বের হইলাম এবং আমরা আমাদের এক মামার কাছে উঠিলাম। আমাদের মামা খুব সম্মান দেখাইলেন এবং আমাদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করিলেন। ইহাতে তাঁহার গোত্রের লোকেরা আমাদের প্রতি হিংসা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, তুমি যখন তোমার পরিবার হইতে বাহির হও তখন উনায়স (রাযি.) তোমার অনুপস্থিতিতে তাহাদের কাছে যাতায়াত করে। এরপর আমাদের মামা আসিলেন এবং তাঁহাকে যাহা বলা হইয়াছে তিনি তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন আমি বলিলাম, আপনি আমাদের সহিত অতীতে যেই সদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহাকে ম্লান করিয়া দিলেন। এরপর আপনার সহিত আমাদের একত্রে থাকার অবকাশ নাই। তারপর আমরা আমাদের উটগুলিকে নিকটবর্তী করিলাম এবং উহাদের উপর আরোহণ করিলাম। তখন আমাদের মামা তাঁহার কাপড় দিয়া নিজেকে ঢাকিয়া কাঁদিতে শুরু করিলেন। আমরা রওয়ানা হইয়া মক্কার নিকটে অবতরণ করিলাম। উনায়স আমাদের পশুগুলি এবং সেই পরিমাণ পশুর মধ্যে বাজি ধরিল। তারপর তাহারা উভয়ে এক গণকের কাছে গেল। গণক উনায়সকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিল। এরপর উনায়স আমাদের উটগুলি এবং তাহার সমপরিমাণ উট নিয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিল। আবূ যার (রাযি.) বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাতের তিন বছর পূর্বে সালাত আদায় করিয়াছি। আমি (রাবী) বলিলাম, কাহার জন্যে? তিনি বলিলেন, আল্লাহর জন্যে। আমি (রাবী) বলিলাম, কোন দিকে মুখ ফিরাইতেন? তিনি বলিলেন, আমার মহান পালনকর্তা যেই দিকে আমার মুখ ফিরাইয়া দিতেন সেই দিকে মুখ ফিরাইতাম। আমি ইশা'র সালাত আদায় করিতে করিতে রাত্রের শেষ অংশে নিদ্রার চাদরে ঢলিয়া পড়িতাম, যতক্ষণ না সূর্য আমার উপর পড়িত।

তারপর উনায়স (রাযি.) বলিলেন, মক্কায় আমার একটু প্রয়োজন আছে। কাজেই আপনি আমার সংসার তত্ত্বাবধান করিবেন। তারপর উনায়স (রাযি.) চলিয়া গেল ও মক্কায় পৌঁছিল এবং সে বিলম্বে আমার কাছে ফিরিয়া আসিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কী করিলে? সে বলিল, আমি মক্কায় এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, যিনি আপনার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি দাবী করেন যে, আল্লাহ তাঁহাকে (রাসূল হিসাবে) প্রেরণ করিয়াছেন। আমি (আবূ যার রাযি.) বলিলাম, লোকেরা তাঁহার সম্পর্কে কী বলে? সে বলিল, তাহারা তাঁহাকে কবি, গণক ও যাদুকর বলে। উনায়স (রাযি.) নিজেও একজন কবি ছিল। উনায়স (রাযি.) বলিল, আমি অনেক গণকের কথা শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথা গণকের মত নয়। আমি তাঁহার বাক্যকে কবিদের রচনার সহিত তুলনা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু কোন কবির ভাষার সাথে তাহার কোন মিল নহি। আল্লাহর কসম!

নিশ্চয়ই তিনি সত্যবাদী এবং ওরা মিথ্যাবাদী। তিনি বলিলেন, আমি বলিলাম, তুমি আমার সংসার দেখাশোনা কর এবং আমি যাইয়া একটু দেখিয়া নিই। তিনি বলিলেন, আমি মক্কায় আসিলাম এবং তাহাদের এক দুর্বল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, সেই ব্যক্তি কোথায়, যাহাকে তোমরা সাবী (বিধর্মী) বলিয়া ডাক? সে আমার প্রতি ইশারা করিল এবং বলিল, এ-ই সাবী।

এরপর মক্কা উপত্যকার লোকেরা ঢিল ও হাড়সহ আমার উপর চড়াও হইল, এমনকি আমি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, আমি যখন উঠিলাম তখন লাল মূর্তির (অর্থাৎ রক্তে রঞ্জিত) অবস্থায় উঠিলাম। তিনি বলেন, এরপর আমি যমযম কূপের কাছে আসিয়া আমার রক্ত ধুইয়া নিলাম। এরপর তাহার পানি পান করিলাম। হে ভ্রাতুস্পুত্র! আমি সেইখানে ত্রিশ রাত্র-দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। সে সময় যমযমের পানি ছাড়া আমার কাছে কোন খাদ্য ছিল না। অতঃপর আমি স্থুলদেহী হইয়া গেলাম। এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়া গেল। আমি আমার অন্তরে ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করি নাই। তিনি বলিলেন, ইতিমধ্যে মক্কাবাসীরা যখন এক উজ্জ্বল চাঁদনী রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল, তখন কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিতেছিল না। সেই সময় তাহাদের মধ্য হইতে দুইজন মহিলা ইসাফ ও নায়েলাকে ডাকিতেছিল। তিনি বলিলেন, তাহারা তাওয়াফ করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া পড়িল। আমি বলিলাম, তাহাদের একজনকে অপরজনের সহিত বিবাহ দিয়া দাও। তিনি বলিলেন, তবু তাহারা তাহাদের কথা হইতে বিরত হইল না। তিনি বলেন, তাহারা আবার আমার সম্মুখ দিয়া আসিল। আমি (বিরক্ত হইয়া) বলিলাম, লজ্জাস্থান কাঠের মত। তিনি বলিলেন, আমি তাহাদের নাম স্পষ্ট উচ্চারণ করি নাই। ইহাতে তাহারা অভিশাপ দিতে দিতে চলিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, এইখানে যদি আমাদের লোকদের কেহ থাকিত (তাহলে এই বে-আদবকে শাস্তি দিত)! পথিমধ্যে এই দুই মহিলার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ হইল। তখন তাঁহারা দুইজনে নীচে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের উভয়কেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কী হইয়াছে? তাঁহারা বলিল, কা'বা ও তাহার পর্দার মাঝখানে এক বিধর্মী অবস্থান করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তোমাদের কী বলিয়াছে? তাহারা বলিল, সে এমন কথা বলিয়াছে যাহাতে মুখ ভরিয়া যায় (মুখে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া তাঁহার সঙ্গীসহ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করিলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিয়া সালাত আদায় করিলেন। যখন তিনি তাঁহার সালাত সমাপন করিলেন তখন আবূ যার (রাযি.) বলিলেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তাঁহাকে ইসলামী কায়দায় সালাম জানাইয়া বলিলাম, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক)। উত্তরে তিনি বলিলেন, ওয়া আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ (তোমার প্রতিও শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক)। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তিনি বলিলেন, আমি গিফার গোত্রের লোক। তিনি বলিলেন, এরপর তিনি তাঁহার হাত প্রসারিত করিলেন এবং তাঁহার হাতের আঙ্গুলগুলি কপালে রাখিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, গিফার গোত্রের প্রতি আমার সম্পর্ককে তিনি অপছন্দ করিতেছেন। এরপর আমি তাঁহার হাত ধরিতে চাহিলাম। তাঁহার সঙ্গী আমাকে বাধা দিলেন। তিনি তাঁহাকে আমার চাইতে অনেক বেশী ভালো জানিতেন। তারপর তিনি মাথা তুলিয়া তাকাইলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কতদিন যাবত এইখানে আছ? আমি বলিলাম, আমি এইখানে ত্রিশটি রাত্রদিন অবস্থান করিতেছি। তিনি বলিলেন, তোমাকে কে খাওয়াইত? আমি বলিলাম, যমযম কূপের পানি ছাড়া আমার জন্য কোন খাদ্য ছিল না। এই পানি পান করিয়াই আমি মোটাতাজা হইয়া গিয়াছি। এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়াছে এবং আমি কখনো জঠর জ্বালা অনুভব করি নাই। তিনি বলিলেন, তাহা তো বরকতময় এবং তাহা অনেক খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ খাবার।

এরপর আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আজ রাত্রের খানার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর (রাযি.) রওনা হইলেন এবং আমিও তাঁহাদের সহিত চলিলাম। আবূ বকর (রাযি.) একটি দরজা খুলিলেন এবং আমাদের জন্য তিনি মুষ্টি ভরিয়া তায়েফের কিশমিশ পরিবেশন করিলেন। ইহাই ছিল আমার প্রথম খাদ্য যাহা সেইখানে আমি খাইলাম। তারপর যাহা অবশিষ্ট থাকার অবশিষ্ট রহিল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে

আসিলাম। তিনি বলেন, আমাকে খেজুর সমৃদ্ধ একটি দেশের প্রতি ইশারা করা হইয়াছে। আমার ধারণা সেইটি ইয়াসরিব (মদীনার পূর্ব নাম) ছাড়া অন্য কোন স্থান নয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কি আমার পক্ষ হইতে তোমার গোত্রের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছাইয়া দিবে? হয়তো তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপকৃত করিবেন এবং তাহাদের হিদায়াতের কারণে তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন। এরপর আমি উনায়সের কাছে ফিরিয়া আসিলাম। সে বলিল, আপনি কী করিয়াছেন? আমি বলিলাম, আমি অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং বিশ্বাস করিয়াছি। সে (উনায়স) বলিল, আপনার দীন সম্পর্কে আমার কোন আপত্তি নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং বিশ্বাস করিয়াছি। এরপর আমরা উভয়ে মায়ের কাছে আসিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের দীন সম্পর্কে আমার কোন আপত্তি নাই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং বিশ্বাস করিলাম। তারপর আমরা সাওয়ার হইয়া আমাদের গিফার গোত্রের কাছে আসিলাম। তাহাদের অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিল এবং আয়মা বিন রাহাদা গিফারী তাঁহাদের ইমামত করেন। তিনি ছিলেন তাঁহাদের সরদার। তাহাদের বাকী অর্ধেক বলিল, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসিবেন তখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করিব। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে আসিলেন এবং তাঁহাদের (গিফার গোত্রের) অবশিষ্ট অর্ধেক লোক ইসলামে দীক্ষিত হইল। তারপর আসলাম গোত্রের লোকেরা আসিল। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ভাইয়েরা (মিত্রেরা) যাহার উপরে ইসলাম কবুল করিয়াছেন আমরাও তাঁহাদের মত ইসলাম গ্রহণ করিলাম। এভাবে তাঁহারাও ইসলামে দীক্ষিত হইল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তা দান করুন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ أَبُو ذَرٍّ (আবূ যার (রাযি.) হইতে)। ইহা আবূ যার (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে المناقب অধ্যায়ে باب قصة ابى ذر رضى الله عنه এবং فضائل الصحابة অধ্যায়ে باب اسلام ابى ذر এ আছে। -(তাকমিলা ৫:২১১)

(৬২২৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ قُلْتُ فَاكْفِنِى حَتّٰى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ. قَالَ نَعَمْ وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا.

(৬২২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... হুমায়দ বিন হিলাল (রাযি.) হইতে এই সনদে (রাবি) আবূ যার (রাযি.)-এর কথা "আমি বলিলাম, তুমি এইখানে অবস্থান কর, আমি গিয়া সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া নিই।" এরপরে অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তবে মক্কাবাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকিবেন। তাহারা তাঁহার দুশমন এবং কথা কাটাকাটি করে।

(৬২২৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا ابْنَ أَخِى صَلَّيْتُ سَنَتَيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ قَالَ حَيْثُ وَجَّهَنِيَ اللّٰهُ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ فَتَنَافَرَا إِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْكُهَّانِ. قَالَ فَلَمْ يَزَلْ أَخِى أُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ حَتّٰى غَلَبَهُ قَالَ فَأَخَذْنَا صِرْمَتَهُ فَضَمَمْنَاهَا إِلٰى صِرْمَتِنَا. وَقَالَ أَيْضًا فِى حَدِيثِهِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَإِنِّى لأَوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ قَالَ قُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ " وَعَلَيْكَ

السَّلاَمُ مَنْ أَنْتَ ". وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَقَالَ " مُنْذُ كَمْ أَنْتَ هَا هُنَا ". قَالَ قُلْتُ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ. وَفِيهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَتْحِفْنِي بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ.

(৬২২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন সামিত (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যার (রাযি.) বলিয়াছেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বে আমি দুই বছর সালাত আদায় করিয়াছি। রাবী বলিলেন, আমি বলিলাম, আপনি কোন দিকে মুখ করিতেন। তিনি [আবূ যার (রাযি.)] বলিলেন, আল্লাহ্ যেই দিকে আমার মুখ ফিরাইয়া দিতেন সেইদিকে। এরপর তিনি সুলায়মান বিন মুগীরা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর তিনি হাদীছে বলিয়াছেন, এরপর তাহারা উভয়ে এক জ্যোতিষীর কাছে গেলেন। তিনি [আবূ যার (রাযি.)] বলেন, আমার ভাই উনায়স এই জ্যোতিষীর প্রশংসা করিতে লাগিল, অবশেষে প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হইল। রাবী বলেন, তারপর আমরা তাহার পশুগুলি নিলাম এবং আমাদের পশুগুলির সহিত মিলাইয়া ফেলিলাম। তিনি তাঁহার হাদীছে আরও বলিয়াছেন, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিলেন। এরপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিলেন। তিনি [আবূ যার (রাযি.)] বলেন, আমি তাঁহার (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) নিকটে আসিলাম এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তাঁহাকে ইসলামী নিয়মে সালাম করি। এরপর তিনি বলেন, আমি বলিলাম, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক)। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' (তোমার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হউক)। তুমি কে? তাহার বর্ণিত হাদীছে আরও আছে যে, তারপর তিনি বলিলেন, তুমি এখানে কতদিন যাবৎ আছ? আমি বলিলাম, পনের (দিন) ধরিয়া অবস্থান করিতেছি। এই হাদীছে আরও আছে, তারপর আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, তাঁহাকে এক রাত্রির মেহমানদারীর সুযোগ আমাকে দিন।

(৬২২৫) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَتَقَارَبَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ قَالَ لأَخِيهِ ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِي. فَانْطَلَقَ الآخَرُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ وَكَلاَمًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ. فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي فِيمَا أَرَدْتُ. فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ يَعْنِي اللَّيْلَ فَاضْطَجَعَ فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قُرَيْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلاَ يَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا أَنَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ وَلاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلاَ تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ هَذَا الْبَلَدَ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِّي فَعَلْتُ. فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ

فَقَالَ فَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي. فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ

فَأَخْبِرْهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَكَ أَمْرِى " . فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ . فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ . وَثَارَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتّٰى أَضْجَعُوهُ فَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيقَ تُجَّارِكُمْ إِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ . فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا وَثَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَأَنْقَذَهُ .

(৬২২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন আর'আরা সামী ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ যার (রাযি.)-এর কাছে খবর পৌঁছিল যে, মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁর ভাইকে বলিলেন, তুমি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া সেই (মক্কা) উপত্যকায় যাও এবং সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জানাও, যিনি ধারণা করেন যে, আসমান হইতে তাঁহার কাছে ওহী আসে। তাঁহার কথা ভাল করিয়া শ্রবণ করিবে এবং তারপর তুমি আমার কাছে আসিবে। তখন অপর ব্যক্তি (তাঁহার ভাই) রওনা হইয়া মক্কায় আসিল এবং তাঁহার কথা শ্রবণ করিল। তারপর সে আবূ যার (রাযি.)-এর কাছে ফিরিয়া আসিল এবং সে বলিল, আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছি যে, তিনি উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দেন এবং এমন বাণী শ্রবণ করান, যাহা কবিতা নয়। তখন তিনি [আবূ যার (রাযি.)] বলিলেন, আমি যাহা চাহিয়াছি তাহা তুমি পূর্ণ করিতে পার নাই। তারপর তিনি পাথেয় জোগাড় করিলেন এবং একটি পানি ভর্তি মশক নিলেন। অবশেষে মক্কায় পৌঁছিয়া তিনি মসজিদে আসিলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। আর তাঁহার সম্পর্কে (কাহারও কাছে) জিজ্ঞাসা করাও অপছন্দ করিলেন। অবশেষে রাত্র হইয়া গেল। তিনি শুইয়া পড়িলেন। তখন আলী (রাযি.) তাঁহাকে দেখিলেন এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি একজন আগন্তুক, যখন তিনি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন; কিন্তু কেহ কাহারও কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। এমনকি (এইভাবে) ভোর হইয়া গেল। এরপর (আবূ যার রাযি.) তাঁহার আসবাবপত্র ও মশক মসজিদে রাখিলেন এবং সেইদিনটি সেইখানে অতিবাহিত করিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইলেন না, এমনকি সন্ধ্যা হইয়া গেল। তারপর তিনি তার শুইবার জায়গায় ফিরিয়া আসিলেন। হযরত আলী (রাযি.) তাঁহার কাছে আসিলেন এবং ভাবিলেন, এখনও সময় আসে নাই, যাহাতে সেই ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। এরপর তিনি তাঁহাকে দাঁড় করাইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া চলিলেন। তবে কেহ কাহারো কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন না। এমনকি তৃতীয় দিন আসিয়া গেল। এই দিনও সেইরূপ করিলেন। এরপর আলী (রাযি.) তাঁহার সহিত তাঁহাকে দাঁড় করাইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি আমাকে জানাইবেন না, এই শহরে কিসে আপনাকে আনিয়াছে? তিনি [আবূ যার (রাযি.)] বলিলেন, আপনি যদি আমাকে পথ দেখাইবার প্রতিশ্রুতি ও কথা দেন তাহা হইলে আমি আপনার কাছে বলিব। তিনি ওয়াদা করিলেন। তখন তিনি [আবূ যার (রাযি.)] তাঁহাকে সব অবহিত করিলেন।

এরপর আলী (রাযি.) বলিলেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হক এবং তিনি আল্লাহর রাসূল। সকাল হইলে আপনি আমাকে অনুসরণ করিবেন। আমি যদি এমন কিছু দেখিতে পাই যাহাতে আপনার আশংকা আছে, তখন আমি দাঁড়াইয়া যাইব, যেন আমি পানি বহন করিতেছি। আবার যখন আমি চলিতে শুরু করিব তখন আমাকে অনুসরণ করিবেন। অবশেষে আমার প্রবেশ স্থানে আপনি ঢুকিয়া পড়িবেন। তিনি তাহাই করিলেন। তিনি তাঁহার পিছনে চলিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি (আলী রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে উপস্থিত হইলেন আর আবূ যার (রাযি.)ও তাঁহার সহিত উপস্থিত হইলেন। তারপর তিনি তাঁহার (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা শ্রবণ করিলেন এবং সেইখানেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তুমি তোমার গোত্রের কাছে ফিরিয়া যাও এবং তাহাদের কাছে (দীনের) খবর জানাইয়া দাও। এমনিভাবে আমার নির্দেশ তোমার কাছে পৌঁছিবে। এরপর তিনি [আবূ যার (রাযি.)] বলিলেন,

সেই মহান সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাহা মক্কাবাসীদের মাঝে চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিব। তারপর তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তারপর উচ্চস্বরে ঘোষণা করিলেন : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল।" ইহাতে লোকেরা ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং প্রহার করিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। হযরত আব্বাস (রাযি.) সেইখানে আসিলেন এবং তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। এরপর তিনি (আব্বাসা রাযি.) বলিলেন, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি জাননা যে, ইনি গিফার গোত্রের লোক? তোমাদের সিরিয়া দেশে বাণিজ্যের যাতায়াত-রাস্তা তাহাদের এলাকায়। তারপর তিনি তাঁহাকে তাহাদের কাছ হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন। পরের দিন তিনি আবার আগের দিনের মতই করিলেন। লোকেরা তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে প্রহার করিল। হযরত আব্বাস (রাযি.) তাঁহাকে আড়াল করিলেন এবং তাঁহাকে তিনি মুক্ত করিলেন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২২৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ.

(৬২২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল হামীদ বিন বায়ান (রহ.) তিনি ... জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিবার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত পর্দা করেন নাই। আর তিনি আমার প্রতি হাঁসিমুখ ব্যতীত তাকাইতেন না।

(৬২২৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ "اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا".

(৬২২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ উসামা (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... জারীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিবার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে পর্দা করেন নাই। তিনি আমার চেহারায় মৃদু হাসি ছাড়া দেখেন নাই। ইবন নুমায়র (রাযি.) তাঁহার হাদীছে ইবন ইদরীস (রহ.) হইতে অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি তাহার কাছে অভিযোগ করিলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে দৃঢ়ভাবে থাকিতে পারি না। তখন তিনি তাঁহার হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করিয়া দু'আ করিলেন ঃ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا (হে আল্লাহ! তাহাকে স্থির রাখুন এবং তাহাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানাইয়া দিন)।

(৬২২৮) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "

هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ وَالشَّامِيَّةِ". فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَا لَنَا وَلأَحْمَسَ.

(৬২২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল হামীদ বিন বায়ান (রহ.) তিনি ... জারীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে একটি ঘর ছিল, যেইটিকে 'যুলখালাসা' বলা হইত এবং ইহাকে ইয়ামানী কা'বা ও শামী কা'বাও বলা হইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জারীরকে) বলিলেন, তুমি কি আমাদের যুলখালাসা, ইয়ামানী কা'বা ও শামী কা'বা হইতে চিন্তা মুক্ত করিতে পারিবে? তখন আমি আহমাস গোত্রের একশ পঞ্চাশজন লোক সঙ্গে নিয়া রওনা হইলাম। যুলখালাসাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলাম এবং সেইখানে যাহাদের পাইলাম তাহাদের কতল করিলাম। এরপর আমি তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে অবহিত করিলাম। রাবী বলেন, তারপর তিনি আমাদের ও আহমাস গোত্রের জন্য দু'আ করিলেন।

(৬২২৯) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا جَرِيرُ أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ". بَيْتٍ لِخَثْعَمَ كَانَ يُدْعَى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ. قَالَ فَنَفَرْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِي فَقَالَ "اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا". قَالَ فَانْطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُبَشِّرُهُ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ مِنَّا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ. فَبَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

(৬২২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... জারীর বিন আবদুল্লাহ বাজালী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে জারীর! তুমি কি আমাকে খাছ'আম গোত্রের গৃহ (প্রতিমা মন্দির) যুলখালাসা হইতে চিন্তা মুক্ত করিবে না? ইহাকে ইয়ামানী কা'বাও বলা হইত। জারীর বলেন, অতঃপর আমি দেড়শ অশ্বারোহীসহ সেইদিকে রওয়ানা হইলাম; অথচ আমি অশ্বপৃষ্ঠে স্থিরভাবে থাকিতে পারিতাম না। আমি এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করিলাম। তিনি আমার বুকে তাঁহার হাত মারিলেন এবং দু'আ করিলেন ঃ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا (হে আল্লাহ! তাহাকে (অশ্বপৃষ্ঠে) স্থির রাখুন এবং তাহাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানাইয়া দিন)। রাবী বলেন, এরপর তিনি চলিয়া গেলেন এবং সেইটি (যুল-খালাসা মন্দির) আগুন লাগাইয়া জ্বালাইয়া দিলেন। তারপর জারীর (রাযি.) আমাদের মধ্য হইতে আবূ আরতাত (রাযি.) নামে এক ব্যক্তিকে সুসংবাদ পৌঁছানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠাইলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমরা যুলখালাসাকে পাঁচড়াযুক্ত উটের মত করিয়া দিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমাস গোত্রের ঘোড়া ও লোকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করিলেন।

(৬২৩০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانَ فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَرْطَاةَ حُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةَ يُبَشِّرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

(৬২৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল (রহ.) উক্ত সনদে মারওয়ান (রহ.)-এর হাদীছে বলিয়াছেন যে, জারীর (রাযি.)-এর সুসংবাদদাতা আবূ আরতাত হুসায়ন বিন রাবী'আ (রাযি.) আসিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ দিলেন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২৩১) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ "مَنْ وَضَعَ هٰذَا". فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالُوا. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قُلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ "اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ".

(৬২৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবূ বকর বিন নযর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিঞ্জার উদ্দেশ্যে পায়খানায় গেলেন। আমি তাঁহার জন্য ওযূর পানি রাখিলাম। তিনি হাজত সারিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পানি কে রাখিয়াছে? যুহায়র (রহ.)-এর বর্ণনায় 'তাহারা বলিল' এবং আবূ বকর (রাযি.)-এর বর্ণনায় 'আমি বলিলাম', ইবন আব্বাস (রাযি.) রাখিয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করিলেন, اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ (হে আল্লাহ! তাহাকে সূক্ষ্ম জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে العلم অধ্যায়ে باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب এবং الوضوء অধ্যায়ে باب وضع الماء عند الخلاء এবং فضائل الصحابة অধ্যায়ে باب ذكر ابن عباس رضى الله عنه এবং الاعتصام بالكتاب والسنة অধ্যায়ে فى فاتحته এ আছে। তাহা ছাড়া তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৫:২২৮)

فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا (আমি তাঁহার জন্য ওযূর পানি রাখিলাম)। وَضُوء শব্দটির و বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ الماء الذى يتوضأ به (পানি যাহা দ্বারা ওযূ করা হয়)। -(তাকমিলা ৫:২২৮)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২৩২) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ وَلَيْسَ مَكَانٌ أُرِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ قَالَ فَقَصَصْتُهُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَرَى عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلًا صَالِحًا".

(৬২৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূর রাবী আতাকী, খালাফ বিন হিশাম ও আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমার হাতে সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রের একটি টুকরা এবং জান্নাতের যেইখানে আমি ইচ্ছা করিতাম সেই বস্ত্র খণ্ডটি আমাকে সেইখানেই উড়াইয়া নিয়া যাইত। তিনি বলেন, এরপর আমি হাফসা (রাযি.)-এর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করিলাম। হাফসা (রাযি.) তাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বর্ণনা

করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আবদুল্লাহকে একজন সৎলোক বলিয়া জানি।

(৬২৩৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ". قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

(৬২৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিলে তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বর্ণনা করিতেন। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আমি কোন স্বপ্ন দেখিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাহা বর্ণনা করি। রাবী বলেন, সেই সময় আমি নওজোয়ান অবিবাহিত যুবক ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় আমি মসজিদে নিদ্রা যাইতাম। তখন আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন দুইজন ফিরিশতা আমাকে পাকড়াও করিলেন এবং তাঁহারা আমাকে জাহান্নামের নিকট নিয়া গেলেন। তখন দেখিলাম যে, সেইটি একটি গভীর গর্ত, একটি কূপের গর্তের মত। তাহাতে দুইটি কাষ্ঠখণ্ড দেখিলাম যাহা কূপের উপরে স্বাভাবিকভাবে থাকে। সেইখানে কিছু লোক ছিল যাহাদের আমি চিনিলাম। আমি তখন বলিতে শুরু করিলাম- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ "আমি জাহান্নাম হইতে আল্লাহর পানাহ চাই, আমি জাহান্নাম হইতে আল্লাহর পানাহ চাই, আমি জাহান্নাম হইতে আল্লাহর পানাহ চাই"। রাবী বলেন, সেই দুই ফিরিশতার সহিত আরও একজন ফিরিশতা মিলিত হইলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই। তারপর আমি এই স্বপ্নের কথা হাফসা (রাযি.)-এর কাছে বর্ণনা করিলাম। হাফসা (রাযি.) তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ব্যক্ত করিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আবদুল্লাহ কতই না ভাল লোক! যদি সেই রাত্রে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করিত। সালিম (রাযি.) বলেন, এরপর আবদুল্লাহ (রাযি.) রাত্রে খুব কম সময়ই নিদ্রা যাইতেন।

(৬২৩৪) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُنْ لِي أَهْلٌ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا انْطُلِقَ بِي إِلَى بِئْرٍ. فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ.

(৬২৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে রাত্রি যাপন করিতাম। সেই সময় আমার কোন পরিবার-পরিজন ছিল না। একবার আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমাকে একটি কূপের নিকট নেওয়া হইয়াছে। অতঃপর রাবী (উবায়দুল্লাহ বিন ওমর) সালিম তদীয় পিতা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যুহরীর হাদীছের মর্মে বর্ণনা করেন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২৩৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللّٰهَ لَهُ فَقَالَ "اللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ".

(৬২৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... উম্মু সুলায়ম (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার খাদিম আনাসের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি দু'আ করিলেন, اللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ (ইয়া আল্লাহ! তাহাকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করুন, তাঁহার সন্তান-সন্ততি বাড়াইয়া দিন এবং আপনি তাঁহাকে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে বরকত দিন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ (উম্মু সুলায়ম (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে باب جواز الجماعة في النافلة المساجد অধ্যায়ে এ গিয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে الصوم অধ্যায়ে باب من زار قوما فلم يفطر عندهم এবং الدعوات অধ্যায়ে باب الدعاء بكثرة এবং باب دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول عمره وبكثرة ماله এবং قول الله تعالى وصل عليهم এবং المال والولد مع البركة এবং باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে مناقب انس بن مالك رضى الله عنه এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:২৩২)

اللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ (ইয়া আল্লাহ! তাহাকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করুন, তাঁহার সন্তান-সন্ততি বাড়াইয়া দিন)। ইমাম বুখারী (রহ.) الادب المفرد গ্রন্থে অন্য সূত্রে আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন : اللهم اكثر ماله وولده واطل حياته واغفر له (ইয়া আল্লাহ! তাহাকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করুন, তাহার সন্তান-সন্ততি বাড়াইয়া দিন, তাহাকে দীর্ঘ হায়াত দিন এবং তাহাকে মাগফিরাত দিন)। দীর্ঘ হায়াত ও মাগফিরাতের দু'আ অতিরিক্ত করা হইয়াছে। সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হিজরতের সময় তিনি নয় বছরের বালক ছিলেন। আর তাহার ইনতিকাল হইয়াছে হিজরী ৯১ সনে। আর কেহ বলিয়াছেন ৯৩ সনে। তিনি ১০৩ বৎসর হায়াত পাইয়াছিলেন। আল্লামা খলীফা (রহ.) বলেন, ইহাই নির্ভরযোগ্য। আর অধিকাংশের মতে তিনি ১০৭ বছরে পৌঁছিয়াছিলেন। আর তাহার বয়সের ব্যাপারে সর্বনিম্নে কেহ ৯৯ বছর বলিয়াছেন। -(ফতহুল বারী ১১:১৪৫, তাকমিলা ৫:২৩২)

(৬২৩৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(৬২৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্ম বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি আনাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, উম্মু সুলায়ম (রাযি.) বলিয়াছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার খাদিম আনাস ... তারপর তাঁহার অনুরূপ উল্লেখ করেন।

(৬২৩৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثْلَ ذٰلِكَ.

(৬২৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি অনুরূপ বলিয়াছেন।

(৬২৩৮) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ "اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ".

(৬২৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন। সেই সময় আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মু হারাম ব্যতীত সেইখানে কেহ ছিল না। আমার মা বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার ছোট খাদিমের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। রাবী বলেন, তিনি আমার জন্য সব রকমের কল্যাণের দু'আ করিলেন। তিনি আমার জন্য যে দু'আ করিয়াছিলেন তাহার শেষাংশ ছিল اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ (হে আল্লাহ! তাঁহাকে ধনে-জনে বাড়াইয়া দিন এবং তাহাতে তাঁহাকে বরকত দিন)।

(৬২৩৯) حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ جَاءَتْ بِي أُمِّي أُمُّ أَنَسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أُنَيْسٌ ابْنِي أَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ. فَقَالَ "اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ". قَالَ أَنَسٌ فَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ.

(৬২৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মু'আন রাকশী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা উম্মু আনাস (রাযি.) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া গেলেন। তখন তিনি তাঁহার ওড়নার অর্ধেক দিয়া আমার ইযার এবং বাকী অর্ধেক দিয়া আমার চাদর বানাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই আমার বালক ছেলে উনায়স, আমি তাহাকে আপনার কাছে নিয়া আসিয়াছি, সে আপনার খিদমত করিবে। তাহার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি দু'আ করিলেন, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ (হে আল্লাহ! তাঁহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়াইয়া দিন)। আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার ধন-সম্পদ প্রচুর আর আজ আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান-সন্ততি গণনায় একশ'র মত।

(৬২৪০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ فَقَالَتْ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنَيْسٌ. فَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ دَعَوَاتٍ قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي الآخِرَةِ.

(৬২৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইতেছিলেন। তখন আমার মা উম্মু সুলায়ম (রাযি.) তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতে পাইলেন এবং তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক, এই ছোট বালক আনাস। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তিনটি দু'আ করিলেন। ইহার দুইটি আমি দুনিয়াতেই পাইয়াছি এবং আখিরাতে তৃতীয়টি পাওয়ার দৃঢ় আশা রাখি।

(৬২৪১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَةٍ. قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ. قَالَتْ لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا. قَالَ أَنَسٌ وَاللهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتُ.

(৬২৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসিলেন। আমি তখন বালকদের সহিত খেলিতেছিলাম। তিনি বলেন, তিনি আমাদের সালাম জানাইলেন। তিনি আমাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনে পাঠাইলেন। আমি আমার মায়ের কাছে ফিরিতে দেরী করিলাম। আমি মায়ের কাছে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কিসে আটকাইয়াছিল? আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, প্রয়োজনটি কী? আমি বলিলাম, তাহা গোপনীয়। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন তথ্য কখনও কাহাকে বলিবে না। আনাস (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহর কসম, হে সাবিত! সেই গোপন তথ্য কাহারও কাছে ব্যক্ত করিলে তাহা তোমাকে অবশ্যই জানাইতাম।

(৬২৪২) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَسَرَّ إِلَيَّ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدُ. وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي عَنْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

(৬২৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শা'য়ির (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গোপনীয় বিষয় আমার কাছে বলিয়াছিলেন। পরে আমি কাহারও কাছে তাহা ব্যক্ত করি নাই এমনকি (আমার মা) উম্মু সুলায়ম (রাযি.) সেই বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকেও তাহা অবহিত করি নাই।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২৪৩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِحَيٍّ يَمْشِي أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ.

(৬২৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযি.) ব্যতিরেকে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন জীবিত ব্যক্তি সম্পর্কে বলিতে শ্রবণ করি নাই যে, সে জান্নাতে অবস্থান করিতেছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ (আমার পিতাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। অর্থাৎ সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে مناقب الصحابة অধ্যায়ে باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه এ আছে। -(তাকমিলা ৫:২৩৫)

إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ (আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযি.) ব্যতিরেকে)। سلام (সালাম) শব্দের ل বর্ণে তাশদীদ-বিহীন পঠিত। তিনি বনূ কায়নুকা-এর লোক। তাহারা ইউসুফ আস সিদ্দীক-এর বংশধর। জাহিলী যুগে আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযি.)-এর নাম ছিল আল হাসীন (الحصين)। পরে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। -(তাকমিলা ৫:২৩৬)

(৬২৪৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِنْ خُشُوعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ وَدَخَلْتُ فَتَحَدَّثْنَا فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْلُ قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعُشْبَهَا وَخُضْرَتَهَا وَوَسْطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ. فَقِيلَ لِي ارْقَهْ. فَقُلْتُ لَهُ لَا أَسْتَطِيعُ. فَجَاءَنِي مِنْصَفٌ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَالْمِنْصَفُ الْخَادِمُ فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيلَ لِيَ اسْتَمْسِكْ. فَلَقَدِ اسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "تِلْكَ الرَّوْضَةُ الإِسْلَامُ وَذٰلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى وَأَنْتَ عَلَى الإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ". قَالَ وَالرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ.

(৬২৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রাযি.) তিনি ... কায়স বিন উবাদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনাতে এমন লোকদের মধ্যে ছিলাম, যাঁদের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিল, যাহার মুখমণ্ডলে ভয়-ভীতির চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তখন লোকদের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলিলেন, এই ব্যক্তি জান্নাতীদের একজন, এই ব্যক্তি জান্নাতীদের একজন। তিনি সেইখানে দুই রাকআত সালাত আদায় করিলেন। তারপর বাহির হইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। তিনি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করিলাম। তারপর আমরা আলাপ-আলোচনা করিলাম। যখন দুইজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হইল তখন তাহাকে আমি বলিলাম, আপনি যখন একটু আগে (মসজিদে) প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এইরূপ এইরূপ বলিয়াছিল (এই ব্যক্তি জান্নাতীদের একজন)। তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! কাহারও পক্ষে এমন কিছু বলা উচিত নয়, যাহা সে জানে না। তিনি বলিলেন, আমি তোমার সহিত আলোচনা করিব, কেন এইরূপ হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে একবার আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। আমি সেই স্বপ্নের কথা তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিয়াছিলাম। আমি আমাকে একটি বাগানে দেখিতে পাই। এই বাগানের প্রশস্ত তা, উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও সৌন্দর্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এই বাগানের মধ্যভাগে একটি লৌহস্তম্ভ ছিল যার নিম্নভাগ ছিল মাটির মধ্যে এবং উপরিভাগ ছিল আকাশে। এর উপরিভাগে ছিল একটি রজ্জু। তখন আমাকে বলা হইল, তুমি ইহাতে আরোহণ কর। আমি বলিলাম, আমি আরোহণ করিতে পারিব না। এরপর একজন মিনসাফ (সেবক) আসিল। তিনি বলেন, ইবন আউন (রহ.)-এর মতে মিনসাফ মানে খাদিম। তিনি বলেন, তিনি পিছন হইতে আমার কাপড় ধরিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, সে (খাদিম) তাহার হাত দ্বারা তাঁহার পিছন হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া নিল। আমি আরোহণ করিলাম, এমনকি সেই স্তম্ভের চূড়ায় পৌঁছিলাম, এরপর রজ্জুটি ধরিলাম। তারপর আমাকে বলা হইল ইহাকে মজবূত করিয়া ধর। যখন আমি জাগ্রত হইলাম, তখনও ঐ রজ্জুটি আমার হাতে। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি

বলিলেন, সেই বাগানটি হইতেছে ইসলাম। আর সেই স্তম্ভটি হইতেছে ইসলামের স্তম্ভ এবং সেই রজ্জুটি হইতেছে মজবূত দৃঢ় রজ্জু। তুমি আমৃত্যু ইসলামের উপরে থাকিবে। রাবী বলেন, আর সেই ব্যক্তিই আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযি.)।

(৬২৪৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا. قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِى لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودًا وُضِعَ فِى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِى رَأْسِهَا عُرْوَةٌ وَفِى أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ فَقِيلَ لِىَ ارْقَهْ. فَرَقِيتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَمُوتُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى".

(৬২৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন আব্বাদ বিন জাবালা বিন আবূ রাওয়াদ (রাযি.) তিনি ... কায়স বিন আব্বাদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সমাবেশে ছিলাম, যেইখানে সা'দ বিন মালিক (রাযি.) ও ইবন উমর (রাযি.) উপস্থিত ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযি.) যাইতেছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এই লোকটি জান্নাতীদের একজন। আমি দাঁড়াইয়া গেলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম, তাঁহারা আপনাকে এইরূপ এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! তাঁহাদের এমন কথা বলা উচিত নয়, যেই বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান নেই। একবার (স্বপ্নে) আমি দেখিতে পাইলাম, যেন একটি স্তম্ভ রাখা হইয়াছে একটি সবুজ শ্যামল উদ্যানের মাঝখানে, এর চূড়ায় ছিল একটি রজ্জু। এর নিম্নভাগে একটি ছোট 'মিনসাফ' (দণ্ডায়মান) ছিল। মিনসাফ মানে খাদিম। তখন আমাকে বলা হইল, ইহাতে আরোহণ কর। আমি তাহাতে আরোহণ করিলাম। শেষ পর্যন্ত রজ্জুটি দৃঢ়ভাবে ধরিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাহা বর্ণনা করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, মজবূত রজ্জুটি আঁকড়াইয়া ধরা অবস্থায় আবদুল্লাহ (রাযি.) ইনতিকাল করিবে।

(৬২৪৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِى حَلْقَةٍ فِى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ وَفِيهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لأَتْبَعَنَّهُ فَلأَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ. قَالَ فَتَبِعْتُهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِى فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا. فَأَعْجَبَنِى أَنْ أَكُونَ مَعَكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَأُحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا ذَاكَ إِنِّى بَيْنَمَا

أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِى رَجُلٌ فَقَالَ لِى قُمْ. فَأَخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِى قَالَ فَأَخَذْتُ لآخُذَ فِيهَا فَقَالَ لِى لاَ تَأْخُذْ فِيهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ فَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِى فَقَالَ لِى خُذْ هَا هُنَا.

فَأَتَى بِى جَبَلاً فَقَالَ لِى اصْعَدْ قَالَ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى اسْتِى قَالَ حَتَّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِى حَتَّى أَتَى بِى عَمُودًا رَأْسُهُ فِى السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِى الأَرْضِ فِى أَعْلاَهُ حَلْقَةٌ فَقَالَ لِىَ. اصْعَدْ فَوْقَ هٰذَا. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْعَدُ هَذَا وَرَأْسُهُ فِى السَّمَاءِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِى فَزَجَلَ بِى قَالَ فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ قَالَ وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ

"أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَلَنْ تَنَالَهُ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الإِسْلاَمِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الإِسْلاَمِ وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ".

(৬২৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রাযি.) তাঁহারা ... খারাশা বিন হুর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার মসজিদে একটি মজলিসে বসা ছিলাম। তিনি বলেন, সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট একজন প্রবীণ লোক। তিনিই ছিলেন আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযি.)। তিনি (রাবী) বলেন, তিনি তাঁহাদের সামনে ভাল ভাল কথা বলিতেছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, যখন তিনি মজলিস হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন লোকেরা বলিল, যেই ব্যক্তি কোন জান্নাতীকে দেখে আনন্দিত হইতে চায় সে যেন এই লোকটির দিকে তাকায়। তিনি (খারাশা রাযি.) বলেন, আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি তাঁহার অনুসরণ করিব, যেন আমি তাঁহার আবাসস্থল জানিয়া নিতে পারি। তিনি (রাবী) বলিলেন, তারপর আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। তিনি রওয়ানা হইলেন এবং মদীনা শহর হইতে বাহিরে যাওয়ার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমিও তাঁহার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তারপর বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি চাও? রাবী বলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, যখন আপনি মজলিস থেকে উঠিয়া আসিতেছিলেন তখন আমি আপনার সম্পর্কে লোকদের বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি একজন জান্নাতীকে দেখিয়া খুশী হইতে চায়, সে যেন এই ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে। তখন আমার মনে আপনার সাহচর্য লাভের আগ্রহ জাগে। তিনি বলিলেন, জান্নাতীদের সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত আছেন। তবে লোকদের এই কথা বলিবার কারণ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করিতেছি।

একবার আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি আমার কাছে আসিয়াছে। সে আমাকে বলিল, দাঁড়াইয়া যাও। তারপর সে আমার হাত ধরিল। আমি তাহার সহিত রওয়ানা করিলাম। আমি আমার বাম দিকে কয়েকটি রাস্তা দেখিতে পাইলাম এবং আমি সেই পথ ধরিয়া চলিতে চাহিলাম। সে আমাকে বলিল, ও-পথে চলিবে না। কেননা, ইহা হইতেছে বামপন্থীদের রাস্তা। তিনি বলেন, তারপর আমি আমার ডানদিকে কয়েকটি উজ্জ্বল সরল পথ দেখিতে পাইলাম। তারপর সে বলিল, এই পথে চল। তিনি বলেন, তারপর সে আমাকে একটি পাহাড়ের কাছে নিয়া আসিল। এরপর আমাকে পাহাড়ে উঠিতে বলিল। আমি পাহাড়ে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু নিতম্বে (পাছায়) হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম। তিনি বলেন, আমি বেশ কয়েকবার এইরূপ চেষ্টা করিলাম। তিনি বলেন, তারপর সে আমাকে নিয়া রওয়ানা হইল এবং একটি স্তম্ভের কাছে পৌঁছিল, যাহার মাথা ছিল আকাশে এবং নিম্নভাগ ভূ-পৃষ্ঠের নীচে প্রোথিত। স্তম্ভটির চূড়ায় একটি কড়া ছিল। সে বলিল, এর উপরে আরোহণ কর। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, কিভাবে ইহাতে আরোহণ করিব? ইহার মাথা তো আকাশের উপরে। তিনি বলেন, তারপর সে আমার হাত ধরিল এবং আমাকে উপরে নিক্ষেপ করিল। হঠাৎ আমি দেখিলাম যে, আমি কড়ার সহিত ঝুলন্ত আছি। তিনি বলেন, তারপর সে স্তম্ভের উপর আঘাত করিল এবং তাহা পড়িয়া গেল। তিনি বলেন, আর আমি কড়ার সহিত ঝুলন্ত রহিয়া গেলাম। এইভাবে আমার প্রভাত হইল। তিনি বলেন, এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া স্বপ্নের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি তোমার বাম দিকে যেই রাস্তাগুলি দেখিয়াছ, তাহা হইতেছে বামপন্থীদের (কাফিরদের) পথ এবং তোমার ডানদিকে যেইসব রাস্তা দেখিয়াছ, তাহা হইতেছে আসহাবুল ইয়ামীন বা জান্নাতীগণের রাস্তা। তুমি যেই পাহাড়টি দেখিয়াছিলে তাহা হইতেছে শহীদগণের বাসস্থান আর তাহা তুমি পাইবে না। তুমি যেই স্তম্ভটি দেখিয়াছিলে সেইটি হইতেছে ইসলামের স্তম্ভ। যেই কড়াটি তুমি দেখিয়াছিলে সেইটি হইতেছে ইসলামের কড়া। আর তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ (খারাশা বিন হুর (রাযি.) হইতে)। خَرَشَةَ শব্দের তিন বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইবন হুর আল কাযারী (রহ.)। তিনি ইয়াতীম ছিলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর ঘরে লালিত পালিত হন। আল্লামা আল আজরী (রহ.) আবূ দাউদ হইতে নকল করেন তিনি সুহবত লাভ করিয়াছিলেন। আর তাহার বোন সালামা বিনত হুর (রাযি.)ও সুহবত লাভ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক খলীফা (রহ.) বলেন, তিনি (খারাশা রাযি.) হিজরী ৭৪ সনে ইনতিকাল করেন। -(ইসাবা ১:৪২২, তাহযীব ৩:১৩৮, তাকমিলা ৫:২৩৮)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত হাস্সান বিন সাবিত (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২৪৭) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللّٰهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ". قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ.

(৬২৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, একদা উমর (রাযি.) হাস্সান (রাযি.)-এর কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন। উমর (রাযি.) তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, আমি কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম এমন অবস্থায়, যখন মসজিদে আপনার চাইতে উত্তম ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এরপর হাস্সান (রাযি.) আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, "তুমি আমার পক্ষ হইতে জবাব দাও। হে আল্লাহ! তাহাকে পবিত্র আত্মা (জিবরীল) দ্বারা সাহায্য কর।" আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, "ইয়া আল্লাহ! হ্যাঁ।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে المساجد অধ্যায়ে باب الشعر فى المسجد এবং بدء الخلق অধ্যায়ে باب ذكر الملائكة এবং الادب অধ্যায়ে باب هجاء المشركين এ আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ الادب অধ্যায়ে এবং নাসায়ী শরীফে المساجد অধ্যায়ে باب الرخصة فى انشاء الشعر الحسن فى المسجد এ আছে। -(তাকমিলা ৫:২৪০)

أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ (একদা উমর (রাযি.) হাস্সান (রাযি.)-এর কাছ দিয়া যাইতেছিলেন)। অর্থাৎ ইবন ছাবিত বিন মুনযির বিন হারাম আল-খাযরাজী আল আনসারী (রাযি.)। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবি ছিলেন। তাহার মা হইলেন, ফারীআ বিনত খালিদ (রাযি.) তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া বায়আত গ্রহণ করেন, যাহার ঘটনাটি মাশহুর। শারেহ নওয়াভী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার পিতৃপুরুষদের তিনজন প্রত্যেকেই ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত হাস্সান (রাযি.) জাহিলিয়্যাত যুগে ষাট বছর এবং ইসলামী যুগে ষাট বছর জীবিত ছিলেন। তিনি হিজরী ৪০ সনে ইনতিকাল করেন, আর কেহ বলেন, পঞ্চাশ সনে আর কেহ বলেন, হিজরী ৫৪ সনে ইনতিকাল করেন। -(ইসাবা)-(তাকমিলা ৫:২৪০)

(৬২৪৮) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَسَّانَ قَالَ فِي حَلْقَةٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللّٰهَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(৬২৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবনুল মুসায়্যাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, একবার হাস্‌সান (রাযি.) আবূ হুরায়রা (রাযি.)সহ সাহাবীগণের এক সমাবেশে বলিয়াছিলেন, হে আবূ হুরায়রা, আল্লাহর কসম! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন? এরপর তিনি উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

(৬২৪৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ.

(৬২৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) ... আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি হাস্‌সান বিন সাবিত আনসারী (রাযি.)কে আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে সাক্ষী করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, হে আবূ হুরায়রা! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, হে হাস্‌সান! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে জবাব দাও। হে আল্লাহ! তাঁহাকে পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) দ্বারা মদদ করুন।

(৬২৫০) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ "اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ".

(৬২৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... বারাআ বিন আযিব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাস্‌সান বিন সাবিত (রাযি.)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তুমি তাহাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা কর, অথবা বলিয়াছেন, তুমি তাহাদের ব্যঙ্গ কবিতার উত্তর দাও। জিবরীল (আ.) তোমার সহিত রহিয়াছেন।

(৬২৫১) حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬২৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, আবূ বকর বিন নাফি', ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রাযি.) হইতে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬২৫২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَبَبْتُهُ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي دَعْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬২৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম (রাযি.) হইতে তাহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হাস্‌সান বিন সাবিত (রাযি.) সেইসব লোকের মধ্যে শামিল ছিলেন, যাঁহারা আয়িশা (রাযি.)-এর উপর বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। তাই আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম। তখন আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, হে আমার ভগ্নিপুত্র! তাহাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে কাফিরদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতার দ্বারা জবাব দিতেন।

(৬২৫৩) حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৬২৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হিশাম (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(৬২৫৪) حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ فَقَالَ: حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ} وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ {فَقَالَتْ فَأَىُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬২৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বিশর বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... মাসরূক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়িশা (রাযি.)-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁহার কাছে হাস্‌সান বিন সাবিত (রাযি.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই সময় তাঁহার জন্য কবিতা রচনা করিতেছিলেন এবং তাঁহার কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি দ্বারা গযল গাইতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন ঃ "তিনি পবিত্র আত্মা! বুদ্ধিমতী, কোন সন্দেহ দ্বারা তাঁহাকে অপবাদ দেওয়া যায় না। তিনি উদাসীনদের গোশত হইতে অভুক্ত থাকিয়া ক্ষুধার্ত অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করেন।" তখন আয়িশা (রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, কিন্তু আপনি তো এমন নন। মাসরূক (রাযি.) বলেন, আমি তাঁহাকে (আয়িশাকে) বলিলাম, আপনি তাঁহাকে আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি দিলেন কেন? অথচ আল্লাহ বলিয়াছেন– وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ "এবং তাহাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি" (সূরা নূর ১১)। তখন আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, ইহার চাইতে কঠিনতম শাস্তি আর কি হইতে পারে যে, সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে? এরপর তিনি বলিলেন, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে তাহাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে জবাব দান করিতেন অথবা ব্যঙ্গ কবিতার দ্বারা বাকযুদ্ধ করিতেন।

(৬২৫৫) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ فِى هٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ قَالَتْ كَانَ يَذُبُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَذْكُرْ حَصَانٌ رَزَانٌ.

(৬২৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না (রহ.) তিনি ... শু'বার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আয়িশা (রাযি.) বলিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে জবাব দিতেন। তবে তিনি এই বর্ণনায় حَصَانٌ (পবিত্র আত্মা) ও رَزَانٌ (বুদ্ধিমতী) শব্দ দুইটি উল্লেখ করেন নাই।

(৬২৫৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ حَسَّانُ يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِى فِى أَبِى سُفْيَانَ قَالَ "كَيْفَ بِقَرَابَتِى مِنْهُ". قَالَ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ فَقَالَ حَسَّانُ وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيدَتَهُ هٰذِهِ.

(৬২৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাস্‌সান (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে আবূ সুফিয়ানের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার অনুমতি দিন। তিনি বলিলেন, কিভাবে অনুমতি দিব, তাহার সহিত আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে? তখন তিনি বলিলেন, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন, আটার খামির হইতে যেইভাবে চুল পৃথক করিয়া নেওয়া হয়, আমি

আপনাকে সেইভাবে পৃথক করিয়া নিব। এরপর হাস্‌সান (রাযি.) বলিলেন ঃ "মান-সম্মান ও আভিজাত্য বনূ হাশিমের বংশধরদের মধ্যে বিনতে মাখযূমের সন্তানদের জন্য। আর তোমার বাপ তো গোলাম ছিল।" এই হইতেছে তাহার কাসীদাহ।

(৬২৫৭) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سُفْيَانَ وَقَالَ بَدَلَ الْخَمِيرِ الْعَجِينِ.

(৬২৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন উরওয়া (রাযি.)-এর সূত্রে এই সনদে বর্ণিত যে, আয়িশা (রাযি.) বলেন, হাস্‌সান বিন ছাবিত (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার অনুমতি চাহিলেন। তবে তাঁহারা এই বর্ণনায় আবূ সুফিয়ানের কথা উল্লেখ করেন নাই। 'আবাদার বর্ণনায় الْخَمِيرِ (আটার খামির)-এর স্থলে الْعَجِينِ (ঘোলা আটা) রহিয়াছে।

(৬২৫৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ". فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ "اهْجُهُمْ". فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هٰذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَعْجَلْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي". فَأَتَاهُ حَسَّانُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِحَسَّانَ "إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ". وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى". قَالَ حَسَّانُ

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ * وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا * رَسُولَ اللهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا * تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ

يُبَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ * عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاءُ

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ * تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا * وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ

وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ * يُعِزُّ اللهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ

وَقَالَ اللهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا * يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ

وَقَالَ اللهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا * هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ * سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ * وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا * وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

(৬২৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শু'আয়ব বিন লাইস (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কুরায়শদের বিরুদ্ধে তোমরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা কর। কেননা, তাহা তাহাদের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী। এরপর তিনি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাযি.)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, উহাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা কর। তিনি ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে খুশী হইলেন না। তখন তিনি কা'ব বিন মালিককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এরপর তিনি হাস্‌সান বিন সাবিতের কাছে লোক পাঠাইলেন। সে যখন তাহার কাছে গেল তখন হাস্‌সান (রাযি.) বলিলেন, তোমাদের জন্য সঠিক সময় আসিয়াছে যে, তোমরা সেই পশুরাজ সিংহকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছ, যে তাহার লেজ দ্বারা সাবাড় করিয়া দেয়। এরপর তিনি তাহার জিহ্বা বাহির করিয়া নাড়াইতে লাগিলেন। এরপর বলিলেন, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিযাছেন, আমি আমার জিহ্বা দ্বারা উহাদেরকে ফাড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিব, যেমনিভাবে হিংস্র বাঘ তাহার থাবা দিয়া চামড়া খসিয়া ফেলিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ হে হাস্‌সান! তুমি তড়িঘড়ি করিও না। কেননা, আবূ বকর (রাযি.) কুরায়শদের বংশলতিকা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। কারণ, তাহাদের মধ্যে আমারও আত্মীয়তার সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং তিনি আসিয়া আমার বংশ তোমাকে পৃথক করিয়া বাতলাইয়া দিবেন। এরপর হাস্‌সান (রাযি.) তাঁর (আবূ বকর (রাযি.)-এর কাছে গেলেন এবং (বংশলতিকা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইয়া) ফিরিয়া আসিলেন। এরপর তিনি বলিলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আপনার বংশপঞ্জী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করিয়াছেন। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, আমি আপনাকে তাহাদের মধ্য হইতে এমন সুকৌশলে বাহির করিয়া আনিব, যেমনিভাবে আটার মণ্ড হইতে সূক্ষ্ম কেশাগ্র বাহির করা হয়। আয়িশা (রাযি.) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাস্‌সান সম্পর্কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে কাফিরদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত 'রূহুল কুদস' অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.) সারাক্ষণ তোমাকে সাহায্য করিতে থাকিবেন। আর তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, হাস্‌সান তাহাদের (বিরুদ্ধে) নিন্দাবাদ করিলেন। তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি আনিয়া দিলেন এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেন। হাস্‌সান (রাযি.) বলিলেন ঃ

তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিন্দাবাদ করিয়াছ, আর আমি তাঁহার পক্ষ হইতে জবাব দিতেছি।
এর পুরস্কার ও প্রতিদান আল্লাহর কাছে।
তুমি নিন্দাবাদ করিতেছ এমন মুহাম্মদের, যিনি নেক লোক, সর্বশ্রেষ্ঠ পরহেযগার;
তিনি হইতেছে আল্লাহর রাসূল, যাঁহার চরিত্র মাধুর্য অনুপম।
আমার পিতামাতা, আমার ইয্‌যত-আবরু
মুহাম্মদের সম্মানের খাতিরে কুরবান হউক।
আমি কসম করিয়া বলিতেছি, কাদ্দা নামক পাহাড়ের দুই প্রান্তে (মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর) বিজয় ধূলি উড়িবে
তা তোমরা দেখিতে পাইবে, নতুবা আমি ধ্বংস হইয়া যাইব।
আনসারগণ পর্বত শৃংগ হইতে কাঁধে ধারণ করিবেন বর্শা

এবং তাঁহারা থাকিবেন তৃষ্ণা-কাতর জানোয়ারের ন্যায় ওঁৎ পাতিয়া
(অর্থাৎ আনসারগণ শত্রু মুকাবালায় সতত প্রস্তুত থাকেন)।
আমাদের অশ্বারোহীরা এত দ্রুত বেগে চলে যেন মুষলধারে বারি বর্ষিত হইতেছে।
আর মহিলারা তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নেকাব দিয়া তাহাদের চেহারা ঢাকিয়া নিতেছে।
তোমরা যদি আমাদের (ইসলামের) বিমুখ হও,
তাহা হইলেও ইসলামের বিজয় নিশান উড়িবে
আর অন্ধকার চিরদিনের জন্য বিদূরিত হইয়া যাইবে।
নতুবা তোমরা প্রতীক্ষায় থাক ঐ সময়ের, যে দিন মুসলমানদের সাথে কাফিরদের মুকাবালা হইবে;
আর সেইদিন আল্লাহ যাহাকে চাইবেন বিজয় মাল্য পরাইয়া দিবেন।
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি আমার বান্দাকে রাসূল হিসাবে পাঠাইয়াছি;
আর তিনি সর্বদা লোকদের সত্যের দিকে আহ্বান জানান, যাঁহার মধ্যে নাই কোন কপটতা, অস্পষ্টতা।
আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন,
আমি এমন মুজাহিদদের মদদ করি, যাহারা আনসার
এবং যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে শত্রু মুকাবালা করা।
প্রত্যহ তাহারা শত্রু মুকাবালায় থাকে সতত প্রস্তুত।
কখনো বা গাল-মন্দ, যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা নিন্দাবাদ দ্বারা।
তোমাদের মধ্যে এমন কাহার দুঃসাহস আছে যে, আল্লাহর রাসূলের নিন্দাবাদ করে;
অথচ মাখলূকাত ছাড়াও এক মহান সত্তা রহিয়াছেন, যিনি তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ
এবং সর্বাবস্থায় তাঁহার সহায়ক।
জিবরাঈল (আ.) আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্বাচিত সম্মানিত বাণীবাহক (দূত)
এবং তিনি রুহুল কুদস (পুতঃপবিত্র আত্মা) যাঁহার সমকক্ষ ফিরিশতাকুলে দ্বিতীয় কেউ নেই।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা আদ-দুসী (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২৫৯) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلاَمِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلاَمِ فَتَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ". فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ

إِلَيْنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هٰذَا يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ". فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي.

(৬২৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ কাসীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইতাম, তখন তিনি মুশরিকা ছিলেন। একদিন আমি তাহাকে ইসলাম কবুলের জন্য আহ্বান জানাইলাম। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমাকে এমন কথা শ্রবণ করাইলেন যাহা আমার খুবই অপ্রিয় মনে হইতেছিল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়া আসিতেছিলাম আর তিনি আমার দাওয়াত অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন। এরপর আমি তাহাকে আজ দাওয়াত দেওয়াতে তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কথা শ্রবণ করাইলেন, যাহা আমি আদৌ পছন্দ করি না। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ "হে আল্লাহ! আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করুন"। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আর কারণে আমি খুশী মনে বাহির হইয়া আসিলাম। যখন আমি ঘরে পৌঁছিলাম তখন তাহার দরজা বন্ধ দেখিতে পাইলাম। আমার মা আমার পায়ের আওয়ায শ্রবণ করিতে পাইলেন। এরপর তিনি বলিলেন, আবূ হুরায়রা! একটু দাঁড়াও (থাম)। তখন আমি পানির কলকল শব্দ শ্রবণ করিতে ছিলাম। তিনি বলেন, এরপর তিনি (আমার মা) গোসল করিলেন এবং গায়ে চাদর পরিলেন। আর তড়িঘড়ি করিয়া দোপাট্টা ও ওড়না জড়াইয়া নিলেন, এরপর ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। এরপর বলিলেন, "হে আবূ হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল।" তিনি বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে রওয়ানা হইলাম। এরপর তাঁহার কাছে গেলাম এবং আমি তখন খুশীতে কাঁদিতেছিলাম। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করিয়াছেন এবং আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। এরপর তিনি আল্লাহর শুকর আদায় করিলেন ও তাঁহার প্রশংসা করিলেন। আর বলিলেন, 'উত্তম'। তিনি বলেন, এরপর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এবং আমার মাকে মু'মিন বান্দাদের কাছে প্রিয় করেন এবং তাঁহাদের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা আবূ হুরায়রাকে এবং তাঁহার মাকে মু'মিন বান্দাদের কাছে প্রিয়ভাজন করিয়া দাও এবং তাঁহাদের কাছেও মু'মিন বান্দাদের প্রিয় করিয়া দাও।" এরপর এমন কোন মু'মিন বান্দা সৃষ্টি হয় নাই, যে আমার কথা শ্রবণ করিয়াছে অথবা আমাকে দেখিয়াছে অথচ আমাকে ভালোবাসেনি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। আবূ হুরায়রা (রাযি.) স্বীয় কুনিয়তেই প্রসিদ্ধ। এমনকি তাহার যেন আর কোন নামই নাই। তাহার প্রকৃত নামের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে কঠোর মতানৈক্য রহিয়াছে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য অভিমত হইতেছে যে, জাহিলিয়্যাত যুগে তাহার দুইটি নাম ছিল আবদুশ শামস এবং আবদে আমর। আর ইসলামের যুগে আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান বিন সাখর।

আবূ হুরায়রা উপাধি লাভের কারণ ঃ আরবী ভাষায় اب শব্দের অর্থ পিতা আর হুরায়রা শব্দটি هرة এর تصغير অর্থ বিড়াল ছানা। আবূ হুরায়রা অর্থ বিড়াল ছানার পিতা। আরবীগণের ব্যবহার জন্তু-জানোয়ার বা পূর্বে اب শব্দ সংযুক্ত হইলে তাহার অর্থ হয় মালিক। কাজেই আবূ হুরায়রা অর্থ বিড়াল ছানার মালিক। তিনি বিড়াল ছানাটিকে ভালোবাসিতেন এবং

পুষিতেন। বর্ণিত আছে একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় আকস্মাৎ তাহার জামার আস্তিন হইতে বিড়াল ছানাটি বাহির হইয়া পড়িলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন রসিকতায় তাহাকে ابو هُرَيْرَةَ (বিড়াল ছানার পিতা) বলিয়া সম্বোধন করিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মুখ হইতে নিঃসৃত বাণী আবূ হুরায়রা (রাযি.) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং ইহাকে নিজের নাম বানাইয়া নেন। ইহার পর হইতে তিনি আবূ হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া যান। তাহাকে আদ-দূসীও বলা হয়। কেননা, তাহার পূর্বপুরুষদের কাহারও নাম দূসী থাকায় তাহাকে দূসী বলা হইত।

খায়বর জিহাদের বৎসর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুহবত অত্যাবশ্যক করিয়া নেন এবং ইলম গ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন। তাহার হইতে ৫৩৭৪ খানা হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। কেবল সহীহায়ন গ্রন্থে তাহার হইতে ৬০৯ খানা হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উমর (রাযি.) তাহাকে বাহরাইনের প্রশাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে তাহাকে সেখান হইতে ফিরাইয়া আনেন। তারপর পুনরায় তাহাকে প্রশাসক নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। আর মদীনাতেই তিনি হিজরী ৫৭ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আলিম এবং অত্যধিক বিনয়ী ও ইবাদত গোজার ছিলেন। -(তাকমিলা ৫:২৫২-২৫৩ ও অন্যান্য)

(৬২৬০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ كُنْتُ رَجُلاً مِسْكِينًا أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي". فَبَسَطْتُ ثَوْبِي حَتَّى قَضَى حَدِيثَهُ ثُمَّ ضَمَمْتُهُ إِلَيَّ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

(৬২৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আ'রাজ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমরা ধারণা করিতেছ যে, আবূ হুরায়রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বেশী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছে। আর আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী। আমি ছিলাম একজন গরীব লোক। আমি তৃপ্তি ভরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত করিতাম (খাইয়া না খাইয়া তাঁহার সাহচর্যে থাকিতাম)। তখন মুহাজিরগণ বাজারে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মশগুল থাকিতেন এবং আনসারগণ তাঁহাদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফাযতে ব্যস্ত থাকিতেন। এরপর একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি তাহার কাপড়ের আঁচল বিছাইয়া দিবে সে আমার কাছ হইতে যাহা কিছু শ্রবণ করিবে তাহা ভুলিবে না। আমি আমার কাপড়ের আঁচল বিছাইয়া দিলাম এবং তিনি হাদীছ বর্ণনা করিলেন। এরপর আমি সেই কাপড়টা আমার বুকের সহিত মিলাইয়া নিলাম। তখন থেকে আমি তাঁহার নিকট হইতে যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছি তাহার কিছুই ভুলি নাই।

(৬২৬১) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مَعْنٌ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا انْتَهَى حَدِيثُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "مَنْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ". إِلَى آخِرِهِ.

(৬২৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন ইয়াহইয়া বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আ'রাজ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মালিক বিন আনাস আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বক্তব্য পর্যন্ত তাঁহার হাদীছের বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে "যে তাহার কাপড় বিছাইবে" হইতে বর্ণনার শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই।

(৬২৬২) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَلاَ يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسْمِعُنِي ذٰلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ أَكْثَرَ وَاللهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لاَ يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرَضِيهِمْ وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا

وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا "أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هٰذَا ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ". فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ وَلَوْلاَ آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثْتُ شَيْئًا أَبَدًا} إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى{ إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ.

(৬২৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজীবী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হে উরওয়া!) তোমার কাছে কি আশ্চর্য বলিয়া মনে হয় না যে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) আমার হুজরার এক পার্শ্বে বসিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি তাহা আমাকে শোনাইতেছেন? কিন্তু আমি সেই সময় তাসবীহ পাঠে মশগুল ছিলাম। আর তিনি আমার ফারিগ হওয়ার পূর্বেই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমি যদি তখন তাঁহাকে পাইতাম তাহা হইলে তাহাকে প্রতিবাদ জানাইতাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রকম তড়িঘড়ি কথাবার্তা বলা পছন্দ করিতেন না যেমন তোমরা করিতেছ। ইবন শিহাব ও ইবন মুসায়্যাব (রহ.) বলেন যে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন, লোকেরা বলাবলি করিত যে, আবূ হুরায়রা অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেন আর আল্লাহই (এর প্রামাণ্যতা সম্পর্কে) সম্যক জ্ঞাত। তিনি বলেন যে, লোকেরা এই মর্মে আরও অভিযোগ করিত যে, মুহাজির ও আনসারগণ আবূ হুরায়রার মত বেশী বেশী হাদীছ বর্ণনা করেন নাই কেন? এর জবাবে আমি তোমাদের কাছে বলিতে চাই যে, আমার আনসার ভাইয়েরা তো কৃষি কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আর আমার মুহাজির ভাইয়েরা হাট-বাজারে ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপদেশে বেচা-কেনার কাজে মশগুল থাকিতেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুহবত আমার জন্য অপরিহার্য করিয়া নিতাম এবং খাইয়া না খাইয়া তাঁহার সাহচর্যে থাকিতাম। তাঁহারা যখন অনুপস্থিত থাকিতেন তখন আমি হাযির থাকিতাম এবং তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেন আমি মুখস্থ করিতাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে তাহার কাপড়ের আঁচল বিছাইয়া দিবে আর আমার হাদীছ গ্রহণ করিবে? এরপর তাহা আপন বক্ষে স্পর্শ করিবে তাহা হইলে সে যাহা শ্রবণ করিবে কখনো ভুলিবে না। আমি আমার চাদর পাতিয়া দিলাম এবং তিনি তাঁহার হাদীছ বর্ণনার সমাপ্তি টানিলেন। এরপর আমি চাদরখানি আমার বক্ষে মিলাইয়া নিলাম। সেইদিন হইতে আমি কোন বিষয়ই বিস্মৃত হই

নাই যাহা তিনি বলিয়াছেন (সবটুকুই স্মরণে আছে)। আল্লাহ তাঁহার কিতাবে দুইটি আয়াত যদি নাযিল না করিতেন তাহা হইলে আমি কখনও হাদীছ বর্ণনা করিতাম না। আয়াত দুইটি এই– إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ (আমি যে স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য, কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা তাহা গোপন রাখে আল্লাহ তাহাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীরাও অভিশাপ দেয়; কিন্তু যাহারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এ সকল লোক তাহারাই যাহাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল। কারণ আমি দয়াশীল, পরম দয়ালু। – বাকারা ১৫৯-১৬০)

(৬২৬৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৬২৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব ও আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন, তোমরা বলাবলি করিতেছ যে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছের বাকী অংশ তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَأَهْلِ بَدْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ হাতিব বিন আবূ বালতা'আ এবং বদরী সাহাবীগণ (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২৬৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَهُوَ كَاتِبُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رضى الله عنه وَهُوَ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ "ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا". فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ. فَقَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ. فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا". قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ حَلِيفًا لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "صَدَقَ". فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ "إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ". فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ ذِكْرُ الآيَةِ وَجَعَلَهَا إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ تِلَاوَةِ سُفْيَانَ.

(৬২৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আলী

(রাযি.)-এর কাতিব উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' (রহ.) বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি, যুবায়র ও মিকদাদ (রাযি.)কে (বিশেষ কাজে) পাঠাইলেন এবং বলিলেন, তোমরা এক্ষুণি 'রাওযায়ে খাখ' (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম) যাও। সেইখানে উষ্ট্রারোহিণী এক মহিলা আছে। তাহার কাছে একখানা গোপন চিঠি আছে। তোমরা তাহার কাছ হইতে সেইটি নিয়া আস। আমরা ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া ছুটিয়া চলিলাম। সেইখানে আমরা এক মহিলাকে দেখিতে পাইলাম। আমরা তাহাকে বলিলাম, চিঠি বাহির করিয়া দাও। সে বলিল, আমার কাছে কোন চিঠি নাই। আমরা বলিলাম, তোমাকে চিঠি বাহির করিতেই হইবে, অন্যথায় গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখাইতে হইবে। এরপর সে তাহার চুলের বেণীর মধ্য হইতে চিঠি বাহির করিয়া দিল। তখন আমরা তাহা নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলাম। চিঠি খুলিয়া দেখা গেল যে, হাতিব বিন আবূ বালতা'আ (রাযি.)-এর পক্ষ হইতে মক্কার কতক মুশরিকের প্রতি লেখা ছিল। তিনি এই চিঠিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যের গোপন তথ্য ফাঁস করিয়া দিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ওহে হাতিব! তুমি এই কি কাজ করিলে? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপারে মেহেরবানী করিয়া দ্রুত সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমি এমন একজন লোক, কুরায়শদের সহিত যাহার সম্পর্ক আছে। সুফয়ান (রহ.) বলেন, তিনি তাহাদের মিত্র ছিলেন, তবে তাহাদের (বংশোদ্ভূত) গোত্রভুক্ত ছিলেন না। আর আপনাদের মুহাজির সাহাবীদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন সেইখানে রহিয়াছে। যাহাদের বদৌলতে তাঁহাদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হইতেছে। তাই আমি মনস্থ করিলাম যে, কুরায়শদের সহিত যখন আমার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই তখন এমন কোন কাজ করি যাহার দ্বারা আমার পরিবার-পরিজন রক্ষা পাইতে পারে। আমি এই কাজটি এজন্য করি নাই যে, আমি কাফির হইয়া গিয়াছি কিংবা মুরতাদ হইয়াছি দীন হইতে। আর আমি ইসলাম গ্রহণের পরে কুফরের প্রতি আসক্ত হই নাই। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ সে সত্যই বলিয়াছে। উমর (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দিব। তখন তিনি বলিলেন, সে তো বদর যুদ্ধে শরীক হইয়াছিল এবং তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (তোমরা যাহা খুশী করিতে পার, আমি তোমাদের ক্ষমা করিয়া দিয়াছি)। এরপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। –সূরা মুমতাহানা ১) আবূ বকর ও যুহায়র বর্ণিত হাদীছে আয়াতের উল্লেখ নাই। আর ইসহাক তাঁহার বর্ণনায় আয়াতটিকে সুফিয়ানের তিলাওয়াত হিসাবে গণ্য করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ عَلِيًّا (আলী (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الجهاد অধ্যায়ে باب الجاسوس এবং باب ل এবং باب فضل من شهد بدرا এবং المغازى অধ্যায়ে باب اذا اضطر الرجل الى النظر فى شعور اهل الذمة والمؤمنات الخ এবং تفسير سورة الممتحنة এবং باب من نظر فى كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين امره অধ্যায়ে الاستئذان এবং غزوة الفتح এর মধ্যে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আছে। -(তাকমিলা ৫:২৫৯-২৬০)

مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ (হাতিব বিন আবূ বালতা'আ (রাযি.))। তিনি ইয়ামানবাসীদের এক ব্যক্তি ছিলেন। যুবায়র (রাযি.)-এর মুখালিফাত করিয়া কুরায়শগণের সহিত বসবাস করিতেন। তিনি বদর ও হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মাধ্যমেই মিসরের মাফুকাসের কাছে পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তিনি হযরত উছমান (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৩০ সনে ইনতিকাল করেন। -(তাকমিলা ৫:২৬১)

(৬২৬৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ "انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ". فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ.

(৬২৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবূ মারসাদ গানাবী ও যুবায়র বিন আওয়াম (রাযি.)কে পাঠাইলেন। আমরা সবাই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা 'রাওযায়ে খাখ' নামক স্থানে রওনা হইয়া যাও। সেইখানে এক মুশরিক মহিলা আছে। তাহার কাছে হাতিবের পক্ষ হইতে মুশরিকদের কাছে লেখা একখানা চিঠি আছে। এরপর তিনি (বর্ণনাকারী) আলী (রাযি.) হইতে উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

(৬২৬৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كَذَبْتَ لاَ يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ".

(৬২৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, হাতিবের এক গোলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিল। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সে জাহান্নামে দাখিল হইবে না। কেননা, সে বদর যুদ্ধে ও হুদায়বিয়ার প্রান্তরে শরীক হইয়াছিল।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী আসহাবে শাজারা (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২৬৭) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ "لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ. الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا". قَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ } وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا { فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا {

(৬২৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন যে, আমাকে উম্মু মুবাশ্‌শার (রাযি.) অবহিত করিয়াছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাফসা (রাযি.)-এর কাছে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, আল্লাহ চাহেন তো বৃক্ষের নীচে বসিয়া বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। তিনি (হাফসা) বলিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কেন যাইবে না)। তখন তিনি তাহাকে তিরস্কার করিলেন। হাফসা (রাযি.) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এমন

কেহ নাই, যে তাহা অতিক্রম না করিবে। অর্থাৎ পুলসিরাত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তো ইহাও বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে আমি তাহাদের নাজাত দিব এবং যালিমদের হামাগুড়ি দিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব)।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَى وَأَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيَّيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবূ মূসা আশ'আরী ও আবূ 'আমির আশ'আরী (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২৬৮) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلاَ تُنْجِزُ لِي يَا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْتَنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَبْشِرْ". فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ "أَبْشِرْ". فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلاَلٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ "إِنَّ هَذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلاَ أَنْتُمَا". فَقَالاَ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ "اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا". فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلاَ مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَادَتْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَفْضِلاَ لأُمِّكُمَا مِمَّا فِي إِنَائِكُمَا. فَأَفْضَلاَ لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

(৬২৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ আমির আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে ছিলাম। সেই সময় তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত বিলাল (রাযি.)ও ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক আরব বেদুঈন আসিল। সে বলিল, ইয়া মুহাম্মদ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা কি পূরণ করিবেন না? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। এরপর সে তাঁহাকে (রাসূলুল্লাহকে) বলিল, আপনি তো অনেকবারই বলিয়াছেন ঃ "সুসংবাদ গ্রহণ কর"। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইয়া আবূ মূসা ও বিলালের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, দেখ এই ব্যক্তি সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুতরাং তোমরা দুইজন আগাইয়া আস। তখন তাঁহারা দুইজনে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমরা আগাইয়া আসিয়াছি, আপনার সুসংবাদ কবুল করিয়াছি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পানি ভর্তি পেয়ালা আনাইলেন। তিনি তাঁহার দুই হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং তাহাতে কুলি করিলেন। এরপর তিনি বলিলেন, তোমরা দুইজনে ইহা হইতে পানি পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বক্ষদেশে ঢালিয়া দাও। আর তোমরা উভয়ে সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহারা দুইজনে পেয়ালাটি গ্রহণ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মুতাবিক কাজ করিলেন। তখন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রাযি.) পর্দার অন্তরাল হইতে তাঁহাদের উভয়কে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাদের মায়ের জন্য তোমাদের পাত্রে কিছু পানি রাখিয়া দাও। এরপর তাঁহারা উদ্বৃত পানি হইতে তাঁহাকে সামান্য পরিমাণ দিলেন।

(৬২৬৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثَنِي مَعَ

أَبِي عَامِرٍ قَالَ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُشَمٍ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي تَرَاهُ ذٰلِكَ الَّذِي رَمَانِي. قَالَ أَبُو مُوسَى فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى عَنِّي ذَاهِبًا فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَسْتَ عَرَبِيًّا أَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَهُوَ فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلٰى أَبِي عَامِرٍ فَقُلْتُ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ. قَالَ فَانْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي انْطَلِقْ إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامِرٍ اسْتَغْفِرْ لِي.

قَالَ وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ وَقَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ وَقُلْتُ لَهُ قَالَ قُلْ لَهُ يَسْتَغْفِرْ لِي. فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ". حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ مِنَ النَّاسِ". فَقُلْتُ وَلِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَاسْتَغْفِرْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا". قَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسٰى.

(৬২৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আবূ আমির আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ বুরদাহ (রাযি.)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুনায়ন যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আবূ আমির (রাযি.)কে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করিয়া আওতাস অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি দুরায়দ বিন সাম্মাহর মুখোমুখী হইলেন। দুরায়দ বিন সাম্মাহ নিহত হইল এবং আল্লাহ তাহার বাহিনীকে পরাস্ত করিলেন। এরপর আবূ মূসা (রাযি.) বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে আবূ আমিরের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। আবূ আমিরের ঘাড়ে তীরের আঘাত লাগিয়াছিল। বনী জুশাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সেই তীরটি নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই তীরটি তাহার গর্দানে বিদ্ধ হইয়াছিল। তখন আমি তাঁহার কাছে গেলাম এবং বলিলাম, চাচাজান! কে আপনাকে তীর বিদ্ধ করিয়াছে? তখন আবূ আমির ইশারায় আবূ মূসা (রাযি.)কে জানাইলেন, ঐ আমার ঘাতক, যাহাকে তুমি দেখিতে পাইতেছ, সেই আমাকে তীরবিদ্ধ করিয়াছে। আবূ মূসা (রাযি.) বলেন, আমি তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমি তাহার মুখোমুখী হইলাম। সে আমাকে দেখামাত্র পালাইয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে ধাওয়া করিলাম এবং বলিতেছিলাম, হে বেহায়া, বেশরম! পালাইতেছ কেন? তুমি কি আরবী নও? বীরত্ব আছে তো দাঁড়াইয়া যাও, ভাগছ কেন? তখন সে থামিল। এরপর সে ও আমি মুখোমুখী হইলাম। আমরা পরস্পরে দুইবার আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ করিলাম। আমি তাহাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করিয়া ধরাশায়ী করিলাম এবং শেষাবধি হত্যা করিলাম। এরপর আমি আবূ আমির (রাযি.)-এর কাছে ফিরিয়া আসিলাম এবং তাহাকে বলিলাম, আল্লাহ আপনার ঘাতককে হত্যা করিয়াছেন। তখন আবূ আমির (রাযি.) বলিলেন, এই তীরটি বাহির করিয়া নাও। আমি সেইটি তুলিয়া ফেলিলাম। তখন তাহা হইতে পানি বাহির হইতেছিল। এরপর তিনি বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাও এবং আমার পক্ষ হইতে সালাম পৌঁছাইয়া দিও। আর তাঁহার কাছে গিয়া আরয করিবে, আবূ আমির আপনাকে তাহার জন্য মাগফিরাতের দু'আ চাহিয়াছেন।

তিনি (আবূ মূসা) বলেন, সমবেত লোকদের সম্মুখে আবূ আমির আমাকে এই দায়িত্ব দিলেন এবং কিছু সময় স্থির থাকিলেন। এরপর তিনি জান্নাতবাসী হইলেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম

এবং তাঁহার খিদমতে হাযির হইলাম। তখন তিনি চাটাইপাতা খাটের উপর ছিলেন এবং ঐ খাটের উপর চাদর বিছানো ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিঠে ও পাঁজরে চাটাই-এর দাগ বসিয়া গিয়াছিল। এরপর আমি তাঁহার কাছে আমাদের ও আবূ আমিরের খবর দিলাম এবং আমি তাঁহাকে বলিলাম, তিনি (আবূ আমির) বলিয়াছেন, তাঁহার জন্য আপনাকে মাগফিরাতের দু'আ করিতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনাইলেন এবং তাহা দিয়া অযূ করিলেন। এরপর দুই হাত তুলিয়া বলিলেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ (হে আল্লাহ! উবায়দ আবূ আমিরকে ক্ষমা করিয়া দাও)। তখন আমি তাঁহার উভয় বগলের শুভ্রতা দেখিতেছিলাম। পুনরায় তিনি বলিলেন, اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ مِنَ النَّاسِ (হে আল্লাহ! তাহাকে কিয়ামতের দিন তোমার মাখলুকের মধ্যে অথবা মানুষের মধ্যে অনেকের উপরে স্থান দিও)। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার জন্যও মাগফিরাতের দু'আ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيمًا (হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ বিন কায়সের গোনাহ ক্ষমা করিয়া দাও এবং তাহাকে কিয়ামত দিবসে সম্মানজনক জান্নাতে প্রবেশ করাইও)। আবূ বুরদাহ (রাযি.) বলেন, একটি দু'আ আবূ আ'মিরের জন্য এবং অন্যটি আবূ মূসা আশ'আরীর জন্য।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الأَشْعَرِيِّينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আশ'আরী গোত্রের লোকজনের ফযীলত

(৬২৭০) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ".

(৬২৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি অবশ্যই আশ'আরী বন্ধুদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায দ্বারা অনুধাবন করিতে পারি যখন রাত্রে তাহারা আগমন করেন। আর রাত্রের বেলা তাহাদের কণ্ঠস্বরের দ্বারা তাহাদের চিনিয়া ফেলি যদিও দিনের বেলা আমি তাহাদের মনযিলসমূহ দেখি নাই। তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে একজন প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী ব্যক্তি। যখন সে শত্রুপক্ষের সাওয়ার কিংবা খোদ শত্রুর মুকাবালা করে তখন তাহাদের উদ্দেশ্যে বলে আমাদের লোকজন তোমাদের নির্দেশ দিতেছেন, একটু অবকাশ দাও কিংবা একটু অপেক্ষা কর। অর্থাৎ আমরাও প্রস্তুত।

(৬২৭১) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ".

(৬২৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ আমির আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আশ'আরী গোত্রের লোকজন যখন যুদ্ধের ময়দানে সমবেত হয় অথবা

বলা হইয়াছে মদীনাতে তাঁহাদের পরিবার-পরিজনের যখন খাদ্য সংকট দেখা দেয় তখন তাঁহাদের কাছে যাহা কিছু থাকে তাহা এক কাপড়ে জড়ো করিয়া নেয়। এরপর তাহা নিজেদের একটি পাত্র দ্বারা সমানভাবে বন্টন করিয়া দেয়। তখন তিনি বলিলেন, তাঁহারা আমার থেকে এবং আমি তাঁহাদের থেকে। অর্থাৎ আমি তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আবূ সুফিয়ান বিন হারব (রাযি.)-এর ফযীলত

(٦٢٧٢) حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ قَالَ "نَعَمْ". قَالَ عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا قَالَ "نَعَمْ". قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ. قَالَ "نَعَمْ". قَالَ وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ "نَعَمْ". قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا أَعْطَاهُ ذٰلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ "نَعَمْ".

(৬২৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আব্বাস বিন আবদুল আযীয আল আম্বারী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, মুসলমানরা আবূ সুফিয়ানের দিকে তাকাইতেন না এবং তাঁহার সহিত উঠাবসা করিতেন না। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! তিনটি জিনিস আমাকে দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি (আবূ সুফিয়ান) বলিলেন, আমার কাছে আরবের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সুন্দরী উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রাযি.) ছিল, যাহাকে আমি আপনার সহিত বিবাহ দিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ হ্যাঁ। আবূ সুফিয়ান (রাযি.) আবার বলিলেন, আমার পুত্র মু'আবিয়া যাহাকে আপনি ওহী লিখক নিযুক্ত করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ হ্যাঁ। আবূ সুফিয়ান (রাযি.) বলিলেন, আমাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিন, যেমন আমি (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, বেশ তো, হ্যাঁ। আবূ যুমায়ল (রাযি.) বলেন, যদি তিনি এইসব বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রশ্ন না করিতেন তাহা হইলে তিনি তাহা দিতেন না। কেননা, আবূ সুফিয়ান (রাযি.) তাঁহার কাছে যাহা চাহিতেন তিনি হ্যাঁ বলিতেন এবং কবুল করিতেন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর বিন আবূ তালিব, আসমা বিনত উমায়স ও তাহাদের নৌসফর সংগীদের ফযীলত

(٦٢٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمَا أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمٍ إِمَّا قَالَ بِضْعًا وَإِمَّا قَالَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي قَالَ فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنَا هَا هُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا قَالَ فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ

فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ أَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلاَّ لأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

قَالَ فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلِمَةً كَذَبْتَ يَا عُمَرُ كَلاَّ وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ وَايْمُ اللَّهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَسْأَلُهُ وَوَاللَّهِ لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِيغُ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ". قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالاً يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَىْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.

(৬২৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আশ'আরী ও মুহাম্মদ বিন আলা আল-হামদানী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের খবর পৌঁছিল তখন আমরা ইয়ামানে ছিলাম। এরপর আমি ও আমার দুই ভাই তাঁহার কাছে হিজরত করার জন্য রওয়ানা হইলাম। আমি ছিলাম সেই দুইজনের ছোট। তাঁহাদের একজনের নাম ছিল আবু বুরদাহ (রাযি.), অপরজন ছিলেন আবূ রুহ্‌ম (রাযি.)। তিনি হয়তো বলিয়াছেন, তখন তিপ্পান্ন জন কিংবা বায়ান্নজন লোক আমাদের গোত্রে ছিল। আমরা একটি নৌকায় আরোহণ করিলাম। নৌকাটি আমাদের নিয়া আবিসিনিয়ায় গিয়া উপনীত হইল, যেইখানের বাদশাহ ছিলেন নাজ্জাশী। তখন আমরা তাঁহার কাছে জা'ফর বিন আবূ তালিব (রাযি.) ও তাঁহার সাথীদের দেখা পাইলাম। এরপর জা'ফর (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এইখানে পাঠাইয়াছেন এবং এইখানে অবস্থান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। সুতরাং আপনারা আমাদের সহিত অবস্থান করুন। তিনি বলেন, আমরা তাঁহার সহিত থাকিতে লাগিলাম, অবশেষে আমরা সবাই একত্রে মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম। তিনি বলেন, এরপর খায়বর বিজয়ের প্রাক্কালে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মিলিত হইলাম। তিনি আমাদেরও গনীমতের মালের অংশ দিলেন অথবা তিনি বলিয়াছেন, তিনি তাহা হইতে আমাদেরও দান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহিত যাহারা যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের ব্যতীত কাউকে গনীমতের হিস্‌সা দেন নাই। তবে জা'ফর ও তাঁহার সংগীদের সহিত আমাদের নৌকায় আরোহী সাথীদেরও তাঁহাদের সহিত হিস্‌সা প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকদের কেহ কেহ আমাদের অর্থাৎ নৌকা আরোহীদের বলিয়া বেড়াইত যে, আমরা অগ্রগামী হিজরতকারী।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমাদের নৌকায় সফর সংগিণী আসমা বিনত উমায়স (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হাফসা (রাযি.)-এর সহিত দেখা করার জন্য গমন করেন। যাঁহারা নাজ্জাশীর

কাছে হিজরত করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতমা। ইত্যবসরে উমর (রাযি.) হাফসার কাছে আসিলেন। আসমা বিনত উমায়স (রাযি.) তখন তাঁহার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তখন উমর (রাযি.) আসমাকে দেখিয়া বলিলেন, ইনি কে? হাফসা (রাযি.) বলিলেন, ইনি আসমা বিনত উমায়স। الْحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ এ-ই কি হাবশায় হিজরতকারিণী, নৌকায় আরোহণকারিণী? তখন আসমা (রাযি.) বলিলেন, জ্বি হ্যাঁ। উমর (রাযি.) বলিলেন, হিজরতের দৃষ্টিকোণে আমরা তোমাদের চাইতে অগ্রগামী। সুতরাং তোমাদের তুলনায় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে অধিকতর হকদার। তখন আসমা (রাযি.) রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, হে উমর! কথাটি সঠিক নয়। কখনো সঠিক হইতে পারে না। আল্লাহর কসম! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে ছিলা। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তদের আহার দান করিতেন, জ্ঞানহীনদের জ্ঞানের আলো বিলাইতেন। আর আমরা আবিসিনিয়ায় প্রবাসে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করিতেছিলাম। এইটা ছিল কেবল আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই। আল্লাহর কসম! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আলোচনা না করা পর্যন্ত আমি কোন আহার গ্রহণ করিব না এবং পানীয় দ্রব্য স্পর্শ করিব না। আমরা (বিদেশ বিভুঁইয়ে) সারাক্ষণ বিপদ ও ভয়ভীতির মধ্যে থাকিতাম। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পেশ করিব এবং জিজ্ঞাসা করিব। আল্লাহর কসম! আমি মিথ্যা বলিব না, কোন কিছু বিকৃত করিব না এবং প্রকৃত ঘটনার চাইতে বাড়াইয়া বলিব না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন তখন আসমা (রাযি.) বলিলেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! উমর (রাযি.) এই এই বলিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমার প্রতি তোমাদের চাইতে তাহার হক বেশী নাই। কেননা, তাঁহার এবং তাঁহার সংগীদের জন্য রহিয়াছে একটি মাত্র হিজরত। আর তোমাদের নৌকা আরোহীদের জন্য রহিয়াছে দুইটি হিজরত। আসমা (রাযি.) বলিলেন, আমি আবূ মূসা (রাযি.) ও নৌকা আরোহীদের দলে দলে আসিয়া আমার কাছে এই হাদীছখানা জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়াছি। তাঁহাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন তাঁহাদের কাছে ইহার চাইতে অধিকতর আনন্দদায়ক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোন বিষয় দুনইয়াতে ছিল না। আবূ বুরদাহ (রাযি.) বলেন যে, আসমা (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি আবূ মূসা (রাযি.)কে দেখিয়াছি, তিনি আমার কাছ হইতে এই হাদীছখানা বারংবার দোহরাইতেন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত সালমান ফারসী, সুহায়ব ও বিলাল (রাযি.)-এর ফযীলত

(৬২৭৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا وَاللّٰهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللّٰهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللّٰهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَتَقُولُونَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ". فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ قَالُوا لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا أُخَيَّ.

(৬২৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আয়িয ইবন আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান (রাযি.) একদল লোকের সহিত সালমান ফারসী (রাযি.), সুহায়ব (রাযি.) ও বিলাল (রাযি.)-এর কাছে আসিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহর তরবারীসমূহ আল্লাহর দুশমনদের গর্দানে যথাসময়ে তাহার লক্ষ্যস্থলে আঘাত করে নাই। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, তোমরা কি একজন প্রবীণ কুরায়শ নেতাকে এমন কথা বলিতেছ? এরপর

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া তাঁহাকে বিষয়টি অবহিত করিলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, হে আবূ বকর! তুমি বোধ হয় তাহাদের রাগাইয়াছ। যদি তুমি তাহাদের রাগাইয়া থাক তাহা হইলে তুমি তাহাদের রবকেই রাগাইয়াছ। এরপর আবূ বকর (রাযি.) তাঁহাদের কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, হে ভাই সকল! আমি তোমাদের রাগাইয়াছি, তাই না? তাহারা বলিলেন, না, হে ভাই! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আনসারগণের (রাযি.) ফযীলত

(৬২৭৫) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا} بَنُو سَلِمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ وَمَا نُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا}.

(৬২৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও আহমাদ বিন আবদা (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا (তোমাদের দুইটি গোত্র যখন পলায়ন করিতে যাইতেছিল, আর আল্লাহই তাহাদের অভিভাবক)। এই আয়াতটি আমাদের অর্থাৎ বনূ সালিমাহ ও বনূ হারিছাহ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। আর আমরা চাইতাম না যে, এই আয়াতটি নাযিল না হউক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "আল্লাহ ইহাদের উভয়ের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে المغازى অধ্যায়ে باب إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ أَنْ تَفْشَلَا الخ এবং تفسير سورة ال عمران অধ্যায়ে باب إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ أَنْ تَفْشَلَا الخ এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:২৭৬)

بَنُو سَلِمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ (বনূ সালিমাহ ও বনূ হারিছাহ)। বনূ সালিমা হইল জাবির (রাযি.)-এর সম্প্রদায় আর তাহারা খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর বনূ হারিছাহ হইল আওস গোত্রের আত্মীয়স্বজন। -(তাকমিলা ৫:২৭৬)

(৬২৭৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ".

(৬২৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... যায়দ বিন আরকাম (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "হে আল্লাহ! আনসারদের ক্ষমা করুন, ক্ষমা করিয়া দিন তাহাদের পুত্র ও পৌত্রকে।"

(৬২৭৭) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৬২৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... সূত্রে শু'বা (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

(৬২৭৮) حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَغْفَرَ لِلأَنْصَارِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ " وَلِذَرَارِيِّ الأَنْصَارِ وَلِمَوَالِي الأَنْصَارِ ". لاَ أَشُكُّ فِيهِ.

(৬২৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মা'আন রাক্কাশী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন তালহার পুত্র ইসহাক (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, আনাস (রাযি.) তাহাকে হাদীছ শ্রবণ করাইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের জন্য মাগফিরাত কামনা করিয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ "আনসারদের সন্তান-সন্ততি ও তাহাদের আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের মাগফিরাতের দু'আ করিয়াছেন। আমি তাহাতে কোন সন্দেহ পোষণ করিতেছি না।

(৬২৭৯) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى صِبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُمْثِلاً فَقَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ " . يَعْنِي الأَنْصَارَ.

(৬২৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক বালক ও মহিলাকে কোন এক উৎসব অনুষ্ঠান হইতে আসিতে দেখিয়াছেন। তখন তিনি তাহাদের সম্মুখে গেলেন এবং বলিলেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা (আনসাররা) আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ, তোমরা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় লোক।"

(৬২৮০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَخَلاَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

(৬২৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম বিন যায়দ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, এক আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহিত নির্জনে আলাপ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, যাঁহার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার কসম, তোমরা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ। তিনি এই কথাটি তিনবার বলেন।

(৬২৮১) حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬২৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... শু'বার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(৬২৮২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ " .

(৬২৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আনসারগণ আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িবে এবং আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকিবে। সুতরাং তাহাদের ভাল আচরণগুলি গ্রহণ কর এবং তাহাদের মন্দ আচরণ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ।

بَابُ فِي خَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম গৃহসমূহ আনসারগণের (রাযি.)

(৬২৮৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ". فَقَالَ سَعْدٌ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا. فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ.

(৬২৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রাযি.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আনসার ঘরসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ঘর হইতেছে বনূ নাজ্জার গোত্রের, এরপর বনূ আশহালের ঘর, এরপর বনূ হারিস বিন খাযরাজের ঘর, এরপর হইতেছে বনূ সায়িদাহ গোত্রের ঘর। আনসারদের প্রত্যেকের ঘরেই কল্যাণ নিহিত আছে। সা'দ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়েছেন। লোকেরা বলিল, তোমাদেরকেও অনেকের উপর মর্যাদা দিয়াছেন।

(৬২৮৪) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

(৬২৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ উসায়দ আনসারী (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণিত।

(৬২৮৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدٍ.

(৬২৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা ও ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণিত। তবে তিনি তাহার বর্ণিত হাদীছে সা'দ (রাযি.)-এর কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৬২৮৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدٍ خَطِيبًا عِنْدَ ابْنِ

عُتْبَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ " . وَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا بِهَا أَحَدًا لآثَرْتُ بِهَا عَشِيرَتِي .

(৬২৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও মুহাম্মদ বিন মিহরান (রহ.) তিনি ... ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন তালহা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ উসায়দ (রাযি.)কে ইবন উতবার কাছে ভাষণ দিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আনসারদের ঘরসমূহের মধ্যে উত্তম ঘর হইতেছে বনূ নাজ্জারের ঘর, বনূ আশহালের ঘর, বনূ হারিছ বিন খাযরাজের ঘর এবং বনূ সায়িদার ঘর। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি যদি এই বিষয়ে কাউকে মর্যাদায় প্রাধান্য দিতাম তাহা হইলে আমার গোত্রকে অগ্রাধিকার দিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لآثَرْتُ بِهَا عَشِيرَتِي (তাহা হইলে আমার গোত্রকে অগ্রাধিকার দিতাম)। এই উক্তিটি আবূ উসায়দ (রাযি.)-এর। তিনি উল্লিখিত চার গোত্রের সর্বশেষ গোত্র বনূ সায়িদার অন্তর্ভুক্ত। -(তাকমিলা ৫:২৮১)

(৬২৮৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ يَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ " . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أُتَّهَمُ أَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا لَبَدَأْتُ بِقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةَ . وَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ خُلِّفْنَا فَكُنَّا آخِرَ الأَرْبَعِ أَسْرِجُوا لِي حِمَارِي آتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَكَلَّمَهُ ابْنُ أَخِيهِ سَهْلٌ فَقَالَ أَتَذْهَبُ لِتَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ أَوَلَيْسَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعٍ . فَرَجَعَ وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَحُلَّ عَنْهُ .

(৬২৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী (রহ.) তিনি ... আবূ উসায়দ আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি সাক্ষ্য দিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আনসারদের ঘরসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ঘর হইতেছে বনূ নাজ্জারের ঘর, এরপর বনূ আবদুল আশহালের, এরপর বনূ হারিস বিন খাযরাজের, এরপর বনূ সায়িদার ঘর। ইহা ছাড়া প্রত্যেক আনসারীর ঘরেই কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। আবূ সালামা (রাযি.) বলেন, আবূ উসায়দ (রাযি.) বলিয়াছেন, যদি আমি মিথ্যাবাদী হইতাম তাহা হইলে আমি আমার গোত্র বনূ সায়িদাহ দিয়া শুরু করিতাম। ইহাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নিন্দাকারীরূপে গণ্য হইতাম। বিষয়টি সা'দ বিন উবাদা (রাযি.)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি মনঃকষ্ট পাইলেন এবং তিনি বলিলেন, আমাদের পিছনে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমরা চার জনের মধ্যে চতুর্থ স্থানে পড়িয়া গিয়াছি। আমি আমার গাধার পিঠে আরোহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চলিয়া যাইব। তাঁহার সহিত আমার ভাইপো সাহল কথা বলিতেছিল। সে বলিতেছিল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য যাইবেন অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক জ্ঞাত? চার জনের মধ্যে চতুর্থ হওয়া কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তখন তিনি থামিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। এরপর তিনি তাহার গাধার জিন খুলিতে নির্দেশ দিলেন এবং সেইখান হইতে চলিয়া গেলেন।

(৬২৮৮) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "خَيْرُ الأَنْصَارِ أَوْ خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ". بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ فِي ذِكْرِ الدُّورِ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضى الله عنه.

(৬২৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন আলী বিন বাহর (রহ.) তিনি ... আবূ উসায়দ আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, خَيْرُ الأَنْصَارِ (সর্বোত্তম আনসার) অথবা خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ (আনসারদের সর্বোত্তম ঘর) الدُّورِ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে তিনি তাহার বর্ণনায় সা'দ বিন উবাদার ঘটনা উল্লেখ করেন নাই।

(৬২৮৯) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ عَظِيمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ". قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ". قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ". قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ". قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ". قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "ثُمَّ فِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ". فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُغْضَبًا فَقَالَ أَنَحْنُ آخِرُ الأَرْبَعِ حِينَ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَارَهُمْ فَأَرَادَ كَلاَمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ اجْلِسْ أَلاَ تَرْضَى أَنْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَارَكُمْ فِي الأَرْبَعِ الدُّورِ الَّتِي سَمَّى فَمَنْ تَرَكَ فَلَمْ يُسَمِّ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَمَّى. فَانْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ كَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬২৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সালামা, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এক বিরাট গণজামায়েতে বলিয়াছেন ঃ আমি কি লোকদেরকে আনসারদের সর্বাপেক্ষা উত্তম ঘর সম্পর্কে বর্ণনা করিব? তখন তাহারা বলিলেন, জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ বনূ আবদুল আশহাল। তাঁহারা বলিলেন, এরপর কাহারা ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তিনি বলিলেন, এরপর বনূ নাজ্জার। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তারপর কাহারা? তিনি বলিলেন, এরপর বনূ হারিছ বিন খাযরাজ। তাঁহারা বলিলেন, এরপর কাহারা ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তিনি বলিলেন, বনূ সায়িদাহ। তাঁহারা বলিলেন, এরপর কাহারা? তখন তিনি বলিলেন, প্রত্যেক আনসারীর ঘরেই কল্যাণ নিহিত আছে। তখন আবূ উবায়দা (রাযি.) রাগান্বিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আমি কি চারের মধ্যে সর্বশেষ? যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নাম উল্লেখ করিলেন তখন তিনি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, আপনি বসিয়া পড়ুন। আপনি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চারটি গোত্রের কথা বলিয়াছেন তাঁহার মধ্যে আপনার গোত্রকে স্থান দিয়াছেন? এমন অনেক ঘরই রহিয়াছে, যাহাদের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তখন সা'দ বিন উবাদা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার প্রতিউত্তর করা হইতে বিরত থাকিলেন।

بَابُ فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আনসারগণ (রাযি.)-এর উত্তম সান্নিধ্য

(৬২৯০) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَرْعَرَةَ وَاللَّفْظُ لِلْجَهْضَمِيِّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِي فَقُلْتُ لَهُ لاَ تَفْعَلْ. فَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا آلَيْتُ أَنْ لاَ أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ خَدَمْتُهُ. زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِمَا وَكَانَ جَرِيرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنَسٍ. وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ أَسَنَّ مِنْ أَنَسٍ.

(৬২৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর বিন আবদুল্লাহ বাজালী (রাযি.)-এর সহিত এক সফরে বাহির হইলাম। এই সফরে তিনি আমার খিদমত আঞ্জাম দিতেন। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, এইরূপ করিবে না। তিনি বলিলেন, আমি নিশ্চিত দেখিয়াছি যে, আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এইরূপ খিদমত দিতেন। তখন আমি কসম করিয়াছি যে, যখন আমি আনসারদের কারো সাথী হইব তখন তাঁহার খিদমত করিব। ইবনুল মাছান্না ও ইবন বাশ্‌শার তাহাদের বর্ণিত হাদীছে বাড়াইয়া বলিয়াছেন, وَكَانَ جَرِيرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنَسٍ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ أَسَنَّ مِنْ أَنَسٍ অর্থাৎ জারীর আনাসের চাইতে বড় ছিলেন। আর ইবন বাশ্‌শার বলিয়াছেন, তিনি আনাসের তুলনায় প্রবীণ ও অধিক বয়স্ক ছিলেন।

بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِغِفَارَ وَأَسْلَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ গিফার, আসলাম গোত্রের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ

(৬২৯১) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ".

(৬২৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন সামিত (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যার (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদান করিয়াছেন।

(৬২৯২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "ائْتِ قَوْمَكَ فَقُلْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا".

(৬২৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর আল-কাওয়ারীরী, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ যার গিফারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন ঃ তুমি তোমার গোত্রের কাছে

যাও এবং বলিয়া দাও যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আসলাম গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তা দান করিয়াছেন এবং গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

(৬২৯৩) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ.

(৬২৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... শু'বার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

(৬২৯৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا".

(৬২৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না, ইবন বাশ্‌শার, সুয়াইদ বিন সাঈদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... জারীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আসলাম গোত্রের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছেন এবং গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

(৬২৯৫) وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا وَلَكِنْ قَالَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ".

(৬২৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুসায়ন বিন হুরায়স (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আসলাম গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তা দান করিয়াছেন এবং গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। তবে এই কথা আমি বলি নাই; বরং আল্লাহ তা'আলাই ইরশাদ করিয়াছেন।

(৬২৯৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةٍ "اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ".

(৬২৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... খাফ্‌ফাফ বিন ঈমা আল-গিফারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সালাতের দু'আয় বলিয়াছেন ঃ "হে আল্লাহ! বনূ লিহয়ান, রি'ল, যাকওয়ান ও উসায়্যাহ গোত্রের উপর লা'নত বর্ষণ করুন। কেননা, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি নাফরমানী করিয়াছে। আর গিফারকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং আসলামকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন।

(৬২৯৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ".

(৬২৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, আসলাম গোত্রকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। আর উসায়্যাহ গোত্র আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করিয়াছে।

(৬২৯৮) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ وَأُسَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

(৬২৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমর বিন সাওয়াদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) ইবন উমার (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত। তবে সালিহ ও উসামা বর্ণিত হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহণ পূর্বক এই কথা বলিয়াছেন।

(৬২৯৯) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. مِثْلَ حَدِيثِ هَؤُلاَءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

(৬২৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তিনি ... আবূ সালামা (রাযি.) হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইবন উমর (রাযি.) উপর্যুক্ত ব্যক্তি বর্গের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ غِفَارَ وَأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَمُزَيْنَةَ وَتَمِيمٍ وَدَوْسٍ وَطَيِّئٍ

অনুচ্ছেদ ঃ গিফার, আসলাম, জুহায়না, আশজা', মুযায়না, তামীম, দাউস ও তাঈ গোত্রের ফযীলত

(৬৩০০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلاَهُمْ".

(৬৩০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ আয়্যুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আনসার, মুযায়না, জুহায়না, গিফার, আশজা এবং বনূ আবদুল্লাহ আমার বন্ধুলোক, অন্যরা নয়। আর আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল তাহাদের অভিভাবক।

(৬৩০১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ".

(৬৩০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কুরায়শ, আনসার, মুযায়না, জুহায়না, আসলাম, গিফার, আশজা আমার বন্ধুলোক। আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল ব্যতিরেকে তাহাদের কোন অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক নাই।

(৬৩০২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِى الْحَدِيثِ قَالَ سَعْدٌ فِى بَعْضِ هٰذَا فِيمَا أَعْلَمُ.

(৬৩০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... সা'দ বিন ইবরাহীম (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে সা'দ তাঁহার বর্ণিত হাদীছে কোন কোন সময় বলিয়াছেন, فِيمَا أَعْلَمُ (আমার জানা মতে)।

(৬৩০৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ وَبَنِى عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ".

(৬৩০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন ঃ আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং যাহারা জুহায়নার অন্তর্ভুক্ত অথবা জুহায়না গোত্র বনূ তামীম, বনূ আমীর এবং তাহাদের দুই মিত্র আসাদ ও গাতফানের চাইতে উত্তম।

(৬৩০৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِىَّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِى وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ جُهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَطَيِّئٍ وَغَطَفَانَ".

(৬৩০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমর নাকিদ, হাসান আল হালওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আ'রাজ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সেই সত্তার কসম যাঁহার নিয়ন্ত্রণে মুহাম্মদের জীবন! গিফার, আসলাম, মুযায়না এবং যাহারা জুহায়নার অন্তর্ভুক্ত তাঁহারা আল্লাহর নিকট কিয়ামত দিবসে উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইবেন আসাদ, তাঈ ও গাতফান গোত্র হইতে।

(৬৩০৫) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِيَانِ ابْنَ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَىْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ شَىْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَهَوَازِنَ وَتَمِيمٍ".

(৬৩০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইয়াকূব আদ দাওরাকী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আসলাম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়নার কিছু অংশ অথবা জুহায়না ও মুযায়নার কতিপয় লোক আল্লাহর নিকট– বর্ণনাকারী বলেন যে, আমার মনে হয় তিনি বলিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আসাদ, গাতফান, হাওয়াযিন ও তামীম গোত্রের চাইতে উত্তম বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬৩০৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ أَخَابُوا وَخَسِرُوا". فَقَالَ نَعَمْ قَالَ "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لأَخْيَرُ مِنْهُمْ". وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ.

(৬৩০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ বকর (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আকরা বিন হাবিব (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন। এরপর তিনি বলিলেন, আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছেন আসলাম, গিফার ও মুযায়নার হাজীদের মাল-সামান চোরেরা, আর আমি মনে করি জুহায়নাও এর অন্তর্ভুক্ত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ তুমি কি তাই মনে কর? যদি আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং আমি মনে করি জুহায়না ও বনূ তামীম, বনূ আমির, আসাদ ও গাতফানের চাইতে উত্তম। আর তাহা হইলে ইহারা লোকসানের সম্মুখীন হইবে, ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তখন তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাঁহার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, নিশ্চয়ই ইহারা তাহাদের তুলনায় উত্তম। তবে ইবন আবূ শায়বার হাদীছে কথাটির উল্লেখ নাই।

(৬৩০৭) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيُّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ قَالَ "وَجُهَيْنَةُ". وَلَمْ يَقُلْ أَحْسِبُ.

(৬৩০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... বনূ তামীম গোত্রের দলপতি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াকূব দাব্বিয়্য এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাহার বর্ণনায় বলিয়াছেন وَجُهَيْنَةُ (এবং জুহায়না) এবং أَحْسِبُ (আমি মনে করি) কথাটি বলেন নাই।

(৬৩০৮) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ بَنِي أَسَدٍ وَغَطَفَانَ".

(৬৩০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী আল যাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ বকর (রাযি.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন ঃ আসলাম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়নার লোকজন বনূ তামীম, বনূ আমির এবং তাহাদের দুই মিত্র আসাদ ও গাতফানের চাইতে উত্তম।

(৬৩০৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৩০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমর নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ বিশর (রাযি.)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

(৬৩১০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ". وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا. قَالَ "فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ".

(৬৩১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ বাকরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা কি জান না যে, জুহায়না, আসলাম, গিফার গোত্র বনূ তামীম, বনূ আবদুল্লাহ বিন গাতফান ও আমির ইবন সা'সাআহ এর চাইতে উত্তম? তখন তিনি তাঁহার আওয়ায বুলন্দ করিতেছিলেন। তখন তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাঁহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই ইহারা তাহাদের চাইতে উত্তম। তবে আবূ কুরায়ব (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে "তোমরা কি জান না যে, জুহায়না, মুযায়না, আসলাম ও গিফার"– কথাটির উল্লেখ রহিয়াছে।

(৬৩১১) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّئٍ جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬৩১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর কাছে আসিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, প্রথম যে সাদাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণের চেহারা উজ্জ্বল করিয়াছিল তাহা হইতেছে তাঈ গোত্রের সাদাকা– যা আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া আসিয়াছিলাম অথবা যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আনয়ন করা হইয়াছিল।

(৬৩১২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا. فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ "اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ".

(৬৩১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোফায়ল ও তাঁহার সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দাওস গোত্র কুফরী ইখতিয়ার করিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছে। সুতরাং আপনি তাহাদের

বিরুদ্ধে বদ দু'আ করুন। তখন বলা হইল, দাওস নিপাত যাক। তিনি বলিলেন, اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ (হে আল্লাহ! দাওসকে হিদায়াত নসীব করুন এবং তাহাদেরকে আমার কাছে নিয়া আসুন)।

(৬৩১৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ ثَلاَثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ". قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا". قَالَ وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ".

(৬৩১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ যুরআ' (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি তিনটি কারণে বনূ তামীমকে ভালোবাসিতে থাকিব। এই তিনটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, ইহারা আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের উপর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তাহাদের সাদাকা আসিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ ইহা আমাদের জাতির সাদাকা। বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদের গোত্রের এক বন্দিনী মহিলা আয়িশা (রাযি.)-এর ক্রীতদাসী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে মুক্তি দাও। কেননা, সে ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর।

(৬৩১৪) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلاَثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا فِيهِمْ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(৬৩১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ তামীম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিনটি কথা শোনিবার পর আমি তাহাদের ভালোবাসিতে শুরু করি। এরপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন।

(৬৩১৫) وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلاَثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَنِي تَمِيمٍ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالاً فِي الْمَلاَحِمِ". وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّجَّالَ.

(৬৩১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন উমর আল-বাকরাবী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বনূ তামীম গোত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রবণ করিয়াছি। এরপর থেকে আমি তাহাদের ভালোবাসিতে শুরু করি। এরপর তিনি এই উপর্যুক্ত অর্থের হাদীছখানা বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনায় দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেন নাই। এর স্থলে هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالاً فِي الْمَلاَحِمِ "তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কুশলী লড়াকু ছিলেন" কথাটি বলিয়াছেন।

بَابُ خِيَارِ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের বর্ণনা

(৬৩১৬) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ".

(৬৩১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা লোকদের খনিজ ও গুপ্ত ধনের মত দেখিতে পাইবে। সুতরাং যাহারা জাহিলিয়াত যুগে উত্তম ছিল তাহারা ইসলামেও উত্তম বলিয়া গণ্য হইবে। তবে দীনী সমঝদার হইতে হইবে। অথবা তোমরা এই বিষয়ে অর্থাৎ ইসলামে উত্তম লোক দেখিতে পাইবে যাহারা এর আগে চরম ইসলাম বিদ্বেষী ছিল। আর তোমরা সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হিসাবে দেখিতে পাইবে সেই সব মানুষকে, যাহারা দুইমুখ বিশিষ্ট– তাহারা এই দলের কাছে একমুখি কথা বলে আবার আরেক দলের কাছে আসিয়া আরেক মুখে কথা বলিয়া বেড়ায়।

(৬৩১৭) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ". بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ وَالأَعْرَجِ "تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتَّى يَقَعَ فِيهِ".

(৬৩১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা লোকদেরকে খনির মত পাইবে। এরপর হাদীছের অনুরূপ। তবে আবূ যুর'আ ও আ'রাজের বর্ণিত হাদীছ ঃ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتَّى يَقَعَ فِيهِ অর্থাৎ (তোমরা কিছু সংখ্যক উত্তম লোক পাইবে এই বিষয়ে যাহারা এর মধ্যে পুনরায় পতিত হওয়াকে খুবই অপছন্দ করে)।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরায়শী মহিলাদের ফযীলত

(৬৩১৮) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ قَالَ أَحَدُهُمَا صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ. وَقَالَ الآخَرُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ".

(৬৩১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সর্বোত্তম নারী তাহারাই যাহারা উটে সওয়ার হয়। বর্ণনাকারীদের একজন বলেন, কুরায়শী মহিলারাই নেকবখত সতী-সাধ্বী। অন্যজন বলেন, কুরায়শী মহিলারাই ইয়াতীমের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র ও মেহেরবান এবং তাহারা তাহাদের স্বামীর ধন-সম্পদের প্রতি খুবই নেগাহবান।

(৬৩১৯) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ". وَلَمْ يَقُلْ يَتِيمٍ.

(৬৩১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহার কাছে অনুরূপ পৌঁছিয়াছে তবে তাহার বর্ণনায় এইটুকু পার্থক্য রহিয়াছে– أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ". وَلَمْ يَقُلْ يَتِيمٍ (তাহারা তাহাদের শিশুদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল তাহাদের শৈশবে) এবং তিনি 'ইয়াতীম' শব্দটি বলেন নাই।

(৬৩২০) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ". قَالَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ.

(৬৩২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, কুরায়শী মহিলারা সর্বোত্তম মহিলা। তাহারা উটের পিঠে সাওয়ার হইয়া থাকেন। তাহারা শিশুদের প্রতি মেহেরবান ও স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নেগাহবান। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) এই ভাবেই বলিতেন। আর মারইয়াম বিনত ইমরান (রাযি.) কখনও উটের পিঠে আরোহণ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ (আর মারইয়াম বিনত ইমরান (রাযি.) কখনও উটের পিঠে আরোহণ করেন নাই)। কতিপয় বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন করেন যে, আবূ হুরায়রা যেন ধারণা করিয়াছেন। بَعِيرًا হয় না الابل (উট) ব্যতীত। তাহার ধারণা যথার্থ নহে; বরং البعير শব্দটি حمار (গাধা)-এর উপরও প্রয়োগ হয়। আল্লামা ইবন খালুইয়া (রহ.) বলেন, ইউসূফ (আ.)-এর ভাই সকল গাধাসমূহের উপর ব্যতীত আরোহণ করেন নাই। তাহাদের কাছে উট ছিল না। যেমন মুজাহিদ বলিয়াছেন। এই স্থানে البعير এবং الحمار একই পরিভাষা। আল্লামা কাওয়াশী নকল করিয়াছেন। -(ফতহুল বারী ৬:৪৭৩, তাকমিলা ৫:২৯৬)

(৬৩২১) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِيَ عِيَالٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ". ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ".

(৬৩২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালিবের কন্যা হানীকে বিবাহের পয়গাম পাঠাইলেন। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি এবং আমার সন্তান আছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সর্বাপেক্ষা উত্তম রমণী। এরপর মা'মার ইউনূস বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাঁহার বর্ণনায় এতটুকু পার্থক্য যে, তিনি বলেন, أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ অর্থাৎ তাহারা শৈশবে সন্তানের প্রতি মেহেরবান ও যত্নশীল হইয়া থাকেন।

(৬৩২২) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ".

(৬৩২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ উত্তম মহিলা হইতেছে তাহারাই যাহারা উটে সাওয়ার হইয়া থাকে। কুরায়শী মহিলারাই নেককার। তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদের প্রতি শৈশবে যত্নবান এবং স্বামীর ধন-সম্পদের প্রতি নেগাহবান।

(৬৩২৩) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ هَذَا سَوَاءً.

(৬৩২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন উসমান বিন হাকীম আল-আওদী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত মা'মার-এর হাদীছের অনুরূপ।

بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার বর্ণনা

(৬৩২৪) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ.

(৬৩২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.) ও আবূ তালহা (রাযি.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।

(৬৩২৫) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ قَالَ قِيلَ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ". فَقَالَ أَنَسٌ قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ.

(৬৩২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ বিন সাব্বাহ (রহ.) তিনি ... আসিম বিন আহওয়াল (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার কাছে এই মর্মে রিওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে কি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ইসলামে কোন হল্‌ফ-মৈত্রী বন্ধন নাই? তখন আনাস (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে তাঁহার ঘরে বসিয়াই মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ (ইসলামে কোন হল্‌ফ-মৈত্রী বন্ধন নাই)। حِلْف শব্দটির ح বর্ণে যের ل বর্ণে সাকিনসহ পঠনে العهد (প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, নিরাপত্তা, খাঁটি বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য) অর্থে ব্যবহৃত। রাবী আসিম (রহ.) যেন ইহা দ্বারা

আগত (৬৩২৬ নং) জুবায়র বিন মুতঈম (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের দিকে ইশারা করিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন যে, জাহিলী যুগে হলফের মাধ্যমে একজনকে অপর জন ভাই করিয়া নিত। অতঃপর সে ওয়ারিছও হইত। অতঃপর কুরআন মজীদের আয়াত وَأُولُوا الْأَرْحَامِ (বস্তুতভাবে যাহারা আত্মীয় –সূরা আনফাল- ৭৫) দ্বারা তাহা রহিত হইয়া আত্মীয়তায় রূপান্তর হইয়া যায়। এখন ওয়ারিছ হইবে না বটে তবে হলফ-মৈত্রী বন্ধন চুক্তির মাধ্যমে একজন অপর জনের সাহায্য, মুহব্বত এবং দ্বীনের সাহায্যকারীর জন্য এখনও বাকী আছে মানসূখ হয় নাই। - (তাকমিলা ৫:২৯৮, নওয়াভী ২:৩০৮)

(৬৩২৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ.

(৬৩২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে মদীনাতে তাঁহার ঘরে বসেই মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৬৩২৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً".

(৬৩২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জুবায়র বিন মুতঈম (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ইসলামে কোন হলফ নাই। তবে জাহিলিয়া যুগে ভাল কাজের জন্য যেইসব হলফ করা হইয়াছে তাহা ইসলামে আরও দৃঢ় ও মযবূত হইয়াছে।

بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَانٌ لأَصْحَابِهِ وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِلأُمَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁহার সাহাবীগণের জন্য নিরাপত্তা ছিল এবং সাহাবীগণের উপস্থিতি সমগ্র উম্মতের জন্য নিরাপত্তা ছিল।

(৬৩২৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ "مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ "أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ". قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ "النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ".

(৬৩২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আবান (রহ.) তাঁহারা ... আবূ বুরদাহ (রাযি.)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মাগরিবের সালাত আদায় করিলাম। এরপর আমরা বলিলাম, যদি আমরা তাঁহার সহিত ইশার সালাত আদায় করা পর্যন্ত বসিতে পারিতাম (তাহা হইলে ভাল হইত)। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বসিয়া থাকিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসিলেন। এরপর তিনি বলিলেন, তোমরা এখানে কতক্ষণ পর্যন্ত বসিয়া আছ? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার সহিত মাগরিবের সালাত আদায় করিয়াছি। এরপর আমরা বলিলাম যে, ইশার সালাত আপনার সহিত আদায় করিবার জন্যে বসিয়া আছি। তিনি বলিলেন, তোমরা বেশ ভাল করিয়াছ অথবা তোমরা ঠিকই করিয়াছ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করিলেন এবং তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মাথা আসমানের দিকে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এরপর তিনি বলিলেন, তারকারাজি আসমানের জন্য রক্ষাকবচ স্বরূপ। যখন তারকারাজি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে তখন আসমানের জন্য প্রতিশ্রুত বিপদ আসন্ন হইবে (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হইবে)। আর আমি আমার সাহাবীদের জন্য রক্ষাকবচ স্বরূপ। যখন আমি বিদায় নিব তখন আমার সাহাবীদের উপর প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত হইবে (অর্থাৎ ফিতনা-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হইয়া যাইবে)। আর আমার সাহাবীগণ সমগ্র উম্মতের জন্য রক্ষাকবচ স্বরূপ। যখন আমার সাহাবীগণ বিদায় হইয়া যাইবে তখন আমার উম্মতের উপর প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَصْحَابِى أَمَنَـةٌ لأُمَّتِى الـخ (আর আমার সাহাবীগণ সমগ্র উম্মতের জন্য রক্ষাকবচ স্বরূপ। যখন আমার সাহাবীগণ বিদায় হইয়া যাইবে তখন আমার উম্মতের উপর প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হইবে)। অর্থাৎ শিরক, বিদআত ছড়াইয়া পড়িবে, ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হইবে, শয়তানের শির উদয় হইবে, নাসারাদের রাজত্ব কায়িম হইবে, মক্কা-মদীনার অবমাননা করা হইবে প্রভৃতি। এইগুলি সকলকিছুই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযাসমূহ। -(নওয়াভী ২:৩০৮)

بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ সাহাবা, তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈগণের ফযীলত

(৬৩২৯) حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ. نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ".

(৬৩২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ খায়সামা যুহায়র বিন হারব ও আহমাদ বিন আবাদা আদ-দারিয়্যু (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মানুষের উপর এমন যুগ আসিবে, যখন তাহাদের একদল জিহাদ করিতে থাকিবে। এরপর তাহাদের জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন? তাহারা বলিবে, জ্বি হ্যাঁ। তখন তাঁহারা বিজয় লাভ করিবে। এরপর মানুষের মধ্য হইতে একদল যুদ্ধ করিতে থাকিবে। তখন তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণকে দেখিয়াছেন? তাহারা বলিবে, জ্বি হ্যাঁ। তখন তাহারা বিজয় লাভ করিবে। এরপর মানুষের আরেকটি দল জিহাদ করিতে থাকিবে। তখন তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন, যিনি সাহাবীদের সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ তাবিঈকে দেখিয়াছেন? তখন লোকেরা বলিবে, জ্বি হ্যাঁ। তখন বিজয়

তাহাদের মুঠোয় আসিয়া যাইবে। এরপর আরেকদল যুদ্ধরত থাকিবে। তখন তাহাদের জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যে তাবিঈনের সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ তাবে-তাবিঈকে দেখিয়াছেন? লোকেরা বলিবে, জ্বি হ্যাঁ। তখন তাঁহাদের হাতেই বিজয় মাল্য আসিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الجهاد অধ্যায়ে باب فضائل اصحاب النبى صلى الله এবং باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب অধ্যায়ে الفضائل এবং عليه وسلم অধ্যায়ে الانبياء এবং باب علامات النبوة فى الاسلام এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৩০১)

فَيُفْتَحُ لَهُمْ (তখন তাঁহাদের হাতেই বিজয় মাল্য আসিবে)। এই হাদীছ দ্বারা সাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈ-এর বিরাট ফযীলত প্রমাণিত হয়। তাহাদের বদৌলতেই বিজয় দান করেন। -(তাকমিলা ৫:৩০১-৩০২)

(৬৩৩০) حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِى فَيَقُولُونَ هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ".

(৬৩৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উমাবী (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ মানুষের উপর এমন যুগ আসিবে, যখন তাহাদের মধ্য হইতে কোন অভিযাত্রী দল প্রেরণ করা হইবে। এরপর লোকেরা বলাবলি করিবে, খুঁজিয়া দেখ, তোমাদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের কাউকে পাও কি না। তখন একজন পাওয়া যাইবে। এরপর তাঁহার বদৌলতে তাহাদের বিজয় অর্জিত হইবে। এরপর দ্বিতীয় সেনাদল পাঠানো হইবে। তখন লোকেরা বলিবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের দেখিয়াছেন? তখন একজন (তাবেঈ)কে পাওয়া যাইবে। এরপর তাহাদের বিজয় অর্জিত হইবে। এরপর তৃতীয় সেনাদল পাঠানো হইবে। তখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, অনুসন্ধান করিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে তাহাদের কাউকে দেখিতে পাও কি না, যাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত? এরপর চতুর্থ সেনাদলের পালা। তখন বলা হইবে দেখ, তোমরা ইহাদের মধ্যে এমন কাউকে পাও কি-না, যাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভকারীদের সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ কোন তাবে-তাবিঈকে দেখিয়াছে? তখন এক ব্যক্তিকে পাওয়া যাইবে। এরপর তাহার বদৌলতে তাহাদের বিজয় অর্জিত হইবে।

(৬৩৩১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ". لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِى حَدِيثِهِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ "ثُمَّ يَجِىءُ أَقْوَامٌ".

(৬৩৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও হান্নাদ বিন সাররী (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম তাহারাই যাহারা আমার যুগের সহিত সম্পৃক্ত অর্থাৎ সাহাবাগণ। এরপর তাহাদের নিকটবর্তী সন্নিহিত যুগ অর্থাৎ তাবিঈগণ। এরপর তাহাদের সন্নিহিত যুগ অর্থাৎ তাবে-তাবিঈন। এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে যাহারা কসমের আগে সাক্ষ্য দিবে এবং সাক্ষ্যের পরে কসম করিবে। আর হান্নাদ তাহার হাদীছে الْقَرْنَ (যুগ বা সময় কথাটি উল্লেখ করেন নাই এবং কুতায়বা বলিয়াছেন, ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে।

(৬৩৩২) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ "قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ". قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ.

(৬৩৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম আল-হানযালী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ কে? তিনি বলিলেন, আমার যুগ। এরপর তাহাদের নিকটবর্তী যুগ, এরপর তাহাদের নিকটবর্তী যুগ। এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে, যাহাদের কসম সাক্ষ্যের আগেই ত্বরান্বিত হইবে এবং সাক্ষ্য কসমের আগেই সংঘটিত হইবে। ইবরাহীম বলিয়াছেন, আমাদের শৈশবে লোকেরা আমাদেরকে কসম ও সাক্ষ্যদান হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৬৩৩৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ أَبِي الأَحْوَصِ وَجَرِيرٍ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬৩৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবুল আহওয়াস ও জারীরের সনদে মানসূর হইতে অনুরূপ বর্ণিত। তবে তাহাদের দুই জনের হাদীছে سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল) উল্লেখ নাই।

(৬৩৩৪) وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ". فَلاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ "ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ".

(৬৩৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলি আল-হালওয়ানী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন ঃ সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ আমার যুগ অর্থাৎ সাহাবীগণ। এরপর তাহাদের সাথে সংযুক্ত অর্থাৎ তাবিঈগণ। এরপর তাহাদের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ তাবে-তাবিঈন। এরপর তিনি বলেন, তৃতীয় কিংবা চতুর্থটি সম্পর্কে আমি জানি না। তিনি (বর্ণনাকারী) বলিলেন, এরপর তাহাদের পরবর্তীতে এমন লোক আসিবে, যাহাদের কেহ কেহ কসমের আগে সাক্ষ্য দিবে এবং সাক্ষ্যের আগে কসম করিবে।

(৬৩৩৫) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ". وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا قَالَ "ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا".

(৬৩৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়া'কুব বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সর্বাপেক্ষা ভাল মানুষ তাহারা, যাহাদের মধ্যে আমি প্রেরিত হইয়াছি অর্থাৎ সাহাবাগণ। এরপর তাহাদের সহিত সম্পৃক্ত লোকজন অর্থাৎ তাবিঈন। আর আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত। এরপর তিনি তৃতীয়টি উল্লেখ করিয়াছেন কি করেন নাই। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এমন এক জাতির উদ্ভব হইবে, যাহারা ধোঁকাবাজী ও ফেরেববাজীকে পছন্দ করিবে এবং সাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য দান করিবে।

(৬৩৩৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَا أَدْرِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً.

(৬৩৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... আবূ বিশর (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে শু'বা বর্ণিত হাদীছে এতটুকু পার্থক্য রহিয়াছে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি জানি না যে, তিনি দুইবার কিংবা তিনবার বলিয়াছেন।

(৬৩৩৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ". قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً "ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ".

(৬৩৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ইমরান বিন হুসায়ন (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমার যুগ। এরপর তাহাদের নিকটবর্তী যুগ। এরপর তাহাদের নিকটবর্তী যুগ। ইমরান (রাযি.) বলেন, আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁহার যুগের পর দুইবার না কি তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন। এরপর তাহাদের পরবর্তীতে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে যাহারা সাক্ষ্য দিবে অথচ তাহাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হইবে না। আর তাহারা খিয়ানত করিতে থাকিবে এবং আমানতদারী অবলম্বন করিবে না। তাহারা মানত করিবে অথচ তাহা পূরণ করিবে না। আর তাহাদের মধ্যে স্থুলতা প্রকাশ পাইবে।

(৬৩৩৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمْ قَالَ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. وَفِي حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ وَجَاءَنِي فِي حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ. وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى وَشَبَابَةَ "يَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ". وَفِي حَدِيثِ بَهْزٍ "يُوفُونَ". كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ.

(৬৩৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... শু'বা (রাযি.)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। আর তাহাদের অর্থাৎ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, বাহয ও শাবাবাহ বর্ণিত হাদীছে তিনি বলিয়াছেন ঃ অর্থাৎ "আমি জানি না যে, তিনি কি তাঁহার যুগের পরে দুই যুগ অথবা তিন যুগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কি না?" শাবাবাহ বর্ণিত হাদীছে তিনি বলিয়াছেন, আমি যাহদাম বিন মুদরার হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি আমার কাছে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া এক বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছিলেন। এরপর তিনি আমাকে হাদীছ শোনান যে, তিনি ইমরান বিন হুসায়ন (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। আর ইয়াহইয়া ও বাহয বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে– يَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ (তাহারা মানত করিবে কিন্তু তাহা পূরণ করিবে না)। আর বাহয বর্ণিত হাদীছে ইবন জা'ফর-এর বর্ণনা অনুযায়ী يُوفُونَ শব্দটির উল্লেখ আছে।

(৬৩৩৯) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ "خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ". زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا. بِمِثْلِ حَدِيثِ زَهْدَمٍ عَنْ عِمْرَانَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ "وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ".

(৬৩৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক উমাবী (রহ.) তাঁহারা ইমরান বিন হুসায়নের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছখানা বর্ণিত। এই বর্ণনায় আছে, এই উম্মতের সর্বাপেক্ষা উত্তম হইতেছে তাহারাই, যাহাদের মধ্যে আমি প্রেরিত হইয়াছি অর্থাৎ সাহাবাগণ। আবূ আওয়ানা বর্ণিত হাদীছে অতিরিক্ত আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহই ভাল জানেন, তিনি তৃতীয়টি উল্লেখ করিয়াছেন কি না? ইমরান হইতে যাহদাম বর্ণিত হাদীছের মর্মানুসারে। কাতাদা (রাযি.)-এর সূত্রে হিশাম বর্ণিত হাদীছে এতটুকু বেশী আছে যে, وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ অর্থাৎ "তাহারা হলফ করিতে থাকিবে অথচ তাহাদের কাছে হলফ চাওয়া হইবে না।"

(৬৩৪০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ "الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ".

(৬৩৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও শুজা' বিন মুখলাদ (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ কে? তিনি বলিলেন ঃ সেই যুগ, যাহাতে আমি প্রেরিত হইয়াছি। এরপর দ্বিতীয় যুগ, এরপর তৃতীয় যুগ।

بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ"

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ একশত বছরের মাথায় বর্তমান কোন ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে জীবিত থাকিবে না।

(৬৩৪১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ

هٰذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هٰذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ. أَحَدٌ يُرِيدُ بِذٰلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذٰلِكَ الْقَرْنُ.

(৬৩৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা .... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জীবনের শেষ প্রান্তে এক রাতে আমাদের সহিত ইশার সালাত আদায় করিলেন। তিনি সালাম শেষে দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ তোমরা এই রাত্র সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর? কারণ এর একশত বছরের মাথায়, আজ যারা পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে তাহাদের কেহই জীবিত থাকিবে না। ইবন উমর (রাযি.) বলিলেন, তখন লোকেরা একশত বছর সংক্রান্ত এই সব হাদীছের বর্ণনায় দ্বিধায় পড়িয়া গেল। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, "আজ যাহারা পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্তমান আছে তাহাদের কেহ বাকী থাকিবে না।" দ্বারা এই যুগের পরিসমাপ্তির কথা বুঝাইতে চাইয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

এই হাদীছের মর্ম হইতেছে একশত বছর পর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না এবং কিয়ামত আসিয়া যাইবে। এই হাদীছ সহীহ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং অনুরূপই হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে কেহ একশত বছর পর জীবিত ছিলেন না। সর্বশেষে যেই সাহাবী ইনতিকাল করেন, তিনি হইলেন আবুত তুফায়ল (রাযি.) তিনি সহীহ কউল মতে হিজরী ১১০ সনে ইনতিকাল করেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার মর্ম ভূ-পৃষ্ঠের বসবাসকারী লোক মর্ম। ফিরিশতা নহে। তাহারা তো বাকী থাকিবে। এই হাদীছ দ্বারা কতিপয় লোক দলীল পেশ করিয়া বলেন খাযির (আ.) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কিন্তু জমহুরে উলামা বলেন, জীবিত আছে আর তিনি সমুদ্রবাসী ভূপৃষ্ঠবাসী নহে। কিংবা খাযির (আ.) ইহা হইতে ব্যতিক্রম। - (নওয়াভী ২:৩১০)

(৬৩৪২) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ مَعْمَرٍ كَمِثْلِ حَدِيثِهِ.

(৬৩৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রাযি.) তিনি ... মা'মার (রহ.) হইতে যুহরী (রহ.) সূত্রে তাঁহার হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৩৪৩) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ "تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَأُقْسِمُ بِاللّٰهِ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ".

(৬৩৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার ইনতিকালের এক মাস পূর্বে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমরা আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছ, অথচ তাঁহার জ্ঞান তো আল্লাহরই কাছে। আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণবন্ত জীব নাই, যাহার উপর একশত বছর পূর্ণ হইবে।

(৬৩৪৪) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ.

(৬৩৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জের সূত্রে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি 'তাঁহার ওফাতের এক মাস পূর্বে' কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৩৪৫) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى كِلاَهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ "مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ". وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ السِّقَايَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ نَقْصُ الْعُمُرِ.

(৬৩৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাযি.)-সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি তাঁহার ইন্তিকালের একমাস পূর্বে বা অনুরূপ সময়ে বলিয়াছেন যে, যেসব প্রাণী আজ জীবিত আছে, তাহাদের উপর একশত বছর অতিবাহিত হইতেই তাহারা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। 'সিকায়া' গ্রন্থকার আবদুর রহমান (রহ.) জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাযি.)-সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণিত। আবদুর রহমান (রহ.) আয়ুহ্রাস পাইবে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৬৩৪৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا. مِثْلَهُ

(৬৩৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও সুলায়মান তাইমী (রহ.) তাঁহারা ... তাঁহার অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৬৩৪৭) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ".

(৬৩৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিলে লোকেরা তাঁহাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ একশত বছর অতিক্রান্ত হইলে এখনকার কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিবে না।

(৬৩৪৮) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَبْلُغُ مِائَةَ سَنَةٍ". فَقَالَ سَالِمٌ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ عِنْدَهُ إِنَّمَا هِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ يَوْمَئِذٍ.

(৬৩৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন জীবন (ব্যক্তি) শতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছিবে না। তখন সালিম (রহ.) বলিলেন, আমরা বিষয়টি তাঁহার (জাবির) নিকট উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, এই কথা দ্বারা আজকের নবজাতক সকলকে বুঝানো হইয়াছে।

بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ সাহাবাগণকে গালমন্দ করা হারাম-এর বিবরণ

(৬৩৪৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ".

(৬৩৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা আমার সাবাহীগণকে গালমন্দ করিও না। তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করিবে না। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড় বরাবর স্বর্ণ ব্যয় করে তাহা হইলেও তাঁহাদের কাহারোর এক মুদ অথবা অর্ধ মুদের সমান হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي (তোমরা আমার সাবাহীগণকে গালমন্দ করিও না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সাহাবাগণকে গালমন্দ করা জঘন্য হারাম। তাঁহারা তো সাহাবী। তাহাদের পরস্পর যে যুদ্ধ হইয়াছে উহার ব্যাপারে তাহারা মুজতাহিদ ছিলেন, আর মুজতাহিদের ভুলও ক্ষমা করা হইয়াছে। সাহাবাগণকে মন্দ বলা, সমালোচনা করা কবীরা গুনাহ। ইহা জমহুরে উলামার অভিমত। তবে যদি কেহ এই গুনাহে লিপ্ত হয় তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে, হত্যা করা হইবে না। তবে কতিপয় মালিকিয়া মতাবলম্বী বলেন, তাহাকে হত্যা করা হইবে। -(নওয়াভী ২ঃ৩১০, তাকমিলা ৫:৩১২-৩১৩)

(৬৩৫০) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ".

(৬৩৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ ও আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযি.)-এর মধ্যে (অপ্রীতিকর) কিছু একটা ঘটিয়াছিল। তখন খালিদ (রাযি.) তাঁহাকে গালি দেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ তোমরা আমার সাবাহীদের কাউকে গালি দিবে না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে তাহা হইলেও তাঁহাদের এক মুদ কিংবা অর্ধ মুদের সমান হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

কেননা, তাহারা সময়কে উপযুক্ত স্থলে ব্যয় করিয়াছেন, যখন উহার অতীব প্রয়োজন ছিল। দ্বীনে ভিত্তি তাঁহাদের মাধ্যমে আল্লাহ করিয়া দিয়াছেন। মুসলমানগণের উপর তাহাদের ইহসান কিয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকিবে। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ওলী, বুযুর্গ কিংবা পীর মর্যাদার দিক দিয়া একজন আদনা সাহাবী (রাযি.)-এর স্তরে পৌঁছিতে পারিবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

(৬৩৫১) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ وَوَكِيعٍ ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ.

(৬৩৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে জারীর ও আবূ মু'আবিয়ার সনদে তাঁহাদের হাদীছের অনরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে শু'বা ও ওয়াকী-এর হাদীছে আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযি.) ও খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.)-এর উল্লেখ নাই।

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ উওয়াস কারনী (রহ.)-এর ফযীলত

(৬৩৫২) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّينَ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ "إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ لاَ يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ".

(৬৩৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রাযি.) তিনি ... উসায়র বিন জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, কুফার একটি প্রতিনিধি দল উমর (রাযি)-এর কাছে আসিল। তাহাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিল, যে উওয়াস (রাযি.)কে উপহাস করিত। তখন উমর (রাযি.) বলিলেন, এইখানে কারানী গোত্রের কোন লোক আছে কি? তখন সেই লোকটি আসিল। এরপর উমর (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের কাছে ইয়ামন হইতে এক ব্যক্তি আসিবে, যে উওয়াস নামে পরিচিত। ইয়ামানে তাঁহার মা ব্যতীত কেহ থাকিবে না। তাহার শ্বেতরোগ হইয়াছিল। সে আল্লাহর কাছে দু'আ করার বদৌলতে আল্লাহ তাহাকে শ্বেত রোগ মুক্ত করিয়া দেন। তবে কেবল মাত্র এক দীনার অথবা এক দিরহাম পরিমাণ স্থান বাকী থাকে। তোমাদের মধ্য হইতে যদি কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পায় সে যেন নিজের জন্য তাঁহার কাছে মাগফিরাতের দু'আ কামনা করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ (উসায়র বিন জাবির (রাযি.) হইতে)। اسير শব্দটির همزه বর্ণে পেশ س বর্ণে যবরসহ مصغر হিসাবে পঠিত। কেহ তাহার নাম 'ইয়াসীর' বলিয়াছেন। অনুরূপ তাহার পিতার নামেও মতানৈক্য রহিয়াছে। কেহ বলেন, জাবির। আর কেহ বলেন আমর। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পাইয়াছিলেন। বলা হয় তাঁহার সাক্ষাতেরও সৌভাগ্য হইয়াছে। আল্লামা আবূ নাঈম (রহ.) তাহার হইতে নকল করেন, তিনি বলেন, আমি যখন দশ বছর বয়সের তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হন। আল্লামা আল-আজলী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহাকে ছিকাহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা ইবন সা'দ (রহ.) বলেন, তিনি ছিকাহ ছিলেন, তাঁহার হইতে অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) বলেন, উসায়র বিন জাবির (রাযি.) শক্তিশালী রাবী নহেন। তবে এক জামাআত রাবী তাঁহার হইতে হাদীছ নকল করিয়াছেন। -(তাহযীব ১১:৩৭৮) এই হাদীছ সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্য কোন সিহাহ সিত্তাহে নকল করা হয় নাই। -(তাকমিলা ৫:৩১৪)

مِنَ الْقَرَنِيِّينَ (কারানী গোত্রের (...)। الْقَرَنِيِّينَ শব্দটি ق এবং ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে বনূ কারান-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তাহারা হইতেছে মুরাদ বংশের। তাঁহারা ইয়ামানের অধিবাসী। -(তাকমিলা ৫:৩১৫)

يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ (যে উওয়াস নামে পরিচিত)। তাহার নাম উওয়াস বিন আমির আল-কারানী। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু মা-এর সেবায় নিয়োজিত থাকায় সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। তাঁহার আগমনের খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওআত। পরে তিনি হযরত উমর ও আলী (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাত করেন। তাহাদের উভয় হইতে হাদীছ নকল করেন। কয়েকটি গাযুয়ায় উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শহীদ হইয়া যান। -(আল-ইসাবা ১:১২২-১২৩, তাকমিলা ৫:৩১৫)

قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ (তাহার শ্বেতরোগ হইয়াছিল)। অর্থাৎ برص (শ্বেত রোগ)। -(তাকমিলা ৫:৩১৫)

فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ (সে যেন নিজের জন্য তাঁহার কাছে মাগফিরাতের দু'আ কামনা করে)। ইহা দ্বারা উওয়াস করানী (রহ.)-এর বিরাট ফযীলত প্রমাণিত হয়। এমনকি সাহাবাগণকে তাহার কাছে দু'আ কামনা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি নিজ মাতার খেদমতের বদৌলতে সেই মর্যাদায় পৌঁছিয়াছিলেন। এমনকি তাহার জন্য নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই।

আল্লামা কুরতুবী বলেন, কেহ যেন এই ধারণা না করে যে, তিনি হযরত উমর (রাযি.) হইতে আফযল। আর না হযরত উমর (রাযি.) মাগফিরাতকৃত নহে। সর্বসম্মত মতে হযরত উমর (রাযি.) তাহার হইতে আফযল। বিশেষতঃ তিনি হইতেছেন তাবেঈ। আর সাহাবীগণ পরবর্তী সকল হইতে উত্তম। -(তাকমিলা ৫:৩১৫ সংক্ষিপ্ত)

(৬৩৫৩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ".

(৬৩৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, অবশ্যই তাবিঈনগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে উওয়াস নামে পরিচিত। তাঁহার একমাত্র মা আছেন এবং তাঁহার শ্বেত রোগ হইয়াছিল। তোমরা তাঁহার কাছে অনুরোধ করিবে যেন সে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করে।

(৬৩৫৪) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ حَتّٰى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعَمْ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ". فَاسْتَغْفِرْ لِي. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ الْكُوفَةَ. قَالَ أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا قَالَ أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ قَالَ تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ

مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ ". فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ لَقِيتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ أُسَيْرٌ وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ مِنْ أَيْنَ لأُوَيْسٍ هَذِهِ الْبُرْدَةُ

(৬৩৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... উসায়র বিন জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর অভ্যাস ছিল, যখন ইয়ামনের কোন সাহায্যকারী দল তাঁহার কাছে আসিত তখন তিনি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের মধ্যে কি উওয়াস বিন আমির আছে? অবশেষে তিনি উওয়াসকে পান। তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি উওয়াস বিন আমির? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মুরাদ গোত্রের কারান বংশের? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল এবং তাহা নিরাময় হইয়াছে, কেবলমাত্র এক দিরহাম স্থান ব্যতীত? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা কি আছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তখন উমর (রাযি.) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "তোমাদের কাছে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের উওয়াস বিন আমির ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সহিত আসিবে। তাঁহার ছিল শ্বেত রোগ। পরে তাহা নিরাময় হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র এক দিরহাম ব্যতিরেকে। তাঁহার মা রহিয়াছেন। সে তাঁহার প্রতি অতি সেবাপরায়ণ। এমন ব্যক্তি আল্লাহর উপর কসম করিয়া নিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা পূর্ণ করিয়া দেন। কাজেই যদি তুমি তোমার জন্য তাহার কাছে মাগফিরাতের দু'আ কামনার সুযোগ পাও তাহা হইলে তাহা করিবে।" সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। তখন উওয়াস (রহ.) তাঁহার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করিলেন। এরপর উমর (রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কোথায় যাইতে যাও? তিনি বলিলেন, কূফা এলাকায়। উমর (রাযি.) বলিলেন, আমি কি তোমার জন্য কূফার গভর্ণরের কাছে চিঠি লিখিয়া দিব? তিনি বলিলেন, আমি অখ্যাত গরীব লোকদের মধ্যে থাকাই পছন্দ করি।

বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী বছরে তাঁহাদের অভিজাত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হজ্জ করিতে আসিল এবং উমর (রাযি.)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তখন তিনি তাহাকে উওয়াস কারানী (রহ.)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমি তাঁহাকে জীর্ণ গৃহে সম্পদহীন অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের কাছে কারান বংশের মুরাদ গোত্রের উওয়াস বিন আমির (রহ.) ইয়ামানের একদল সাহায্যকারীর সহিত আসিবে। তাঁহার শ্বেত রোগ ছিল। সে তাহা থেকে আরোগ্য লাভ করে, এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত। তাঁহার মা রহিয়াছে, সে তাঁহার অতি সেবাপরায়ণ। যদি সে আল্লাহর নামে কসম খায় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা পূর্ণ করিয়া দেন। তোমরা নিজের জন্য তাঁহার কাছে মাগফিরাতের দু'আ চাওয়ার সুযোগ পাইলে তাহা করিবে। সে ব্যক্তি উওয়াসের কাছে আসিল এবং বলিল, আমার জন্য মাগফিরাত-এর দু'আ করুন। তিনি বলিলেন, আপনি তো নেক সফর হইতে সদ্য আগত। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। সে ব্যক্তি বলিল, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। উওয়াস (রহ.) বলিলেন, আপনি সদ্য নেক সফর করিয়া আসিয়াছেন, আপনি আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি উমর (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন? সে বলিল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁহার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিলেন। তখন লোকেরা তাঁহার মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হইল। তারপর তিনি তাঁহার সম্মুখে চলিলেন। উসাইর বলিল, আমি তাঁহাকে একখানি ডোরাদার চাদর পরাইয়া দিলাম। এরপর যখন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিত তখন বলিত, উওয়াসের কাছে এই চাদরখানা কোথায় হইতে আসিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْ أَيْنَ لأُوَيْسٍ هٰذِهِ الْبُرْدَةُ (উওয়াসের কাছে এই ডোরাদার চাদর কোথায় হইতে আসিয়াছে)। অর্থাৎ উওয়াস (রহ.) পুরাতন জীর্ণ কাপড় পরিধান করিয়া জীবন-যাপন করেন। অতঃপর যখন লোকেরা তাহার পরণে ডোরাদার চাদর প্রত্যক্ষ করিল তখন তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিল। -(তাকমিলা ৫:৩১৮)

بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَهْلِ مِصْرَ

অনুচ্ছেদ ঃ মিশরবাসীদের জন্য নবী -এর ওসীয়্যাত

(৬৩৫৫) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا". قَالَ فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا.

(৬৩৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আইলী (রহ.) তিনি ... আবূ যার গিফারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ অচিরেই তোমরা এমন একটি দেশ জয় করিবে, যেইখানে কীরাতের প্রচলন রহিয়াছে। তোমরা সেইখানকার অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করিবে। কেননা, তোমাদের উপর তাহাদের প্রতি রহিয়াছে যিম্মাদারী এবং আত্মীয়তা। যদি তোমরা সেইখানে দুই ব্যক্তিকে একখানি ইটের জায়গার ব্যাপারে ঝগড়া করিতে দেখ তাহা হইলে সেইখান হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সুরাহবীল বিন হাসানার পুত্রদ্বয় রাবীআ' ও আবদুর রহমানের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় একটি ইটের জায়গা নিয়া ঝগড়া করিতে দেখিলেন। তখন তিনি সেইখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ (যেইখানে কীরাতের প্রচলন রহিয়াছে)। কীরাত হইতেছে একটি ওযন। এই স্থানে দীনার এবং দিরহাম প্রভৃতি এক অংশ। মিসরবাসীরা ইহার ব্যবহার বেশী করিতেন এবং ইহার মাধ্যমে কথাবার্তা বলিতেন। এক দীনারের ২৪ ভাগের এক ভাগকে কীরাত বলে। -(তাকমিলা ৫:৩১৮)

(৬৩৫৬) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا". أَوْ قَالَ "ذِمَّةً وَصِهْرًا فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا". قَالَ فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا.

(৬৩৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ যার গিফারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ অচিরেই তোমরা মিশর জয় করিবে। সেইটা এমন একটি দেশ, যেইখানে 'কীরাত' নামের মুদ্রা প্রচলিত। যখন তোমরা সেই দেশ জয় করিবে তখন সেইখানকার অধিবাসীদের সহিত সদাচরণ করিবে। কেননা, তাহাদের জন্য রহিয়াছে দায়িত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক। অথবা

তিনি বলিয়াছেন ঃ যিম্মাদারী ও বৈবাহিক সম্পর্ক রহিয়াছে। যখন তোমরা সেইখানে দুই ব্যক্তিকে একখানা ইটের জায়গা নিয়া ঝগড়া করিতে দেখিবে তখন সেইখান হইতে সরিয়া পড়িবে। আবূ যার (রাযি.) বলিলেন, এরপর আমি যখন আবদুর রহমান বিন শুরাহবীল বিন হাসান ও তাঁহার ভাই রাবী'আকে একখানি ইটের জায়গা নিয়া ঝগড়া করিতে দেখিলাম তখন আমি সেইখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ আম্মানের অধিবাসীগণের ফযীলত

(৬৩৫৭) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو الرَّاسِبِيِّ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ".

(৬৩৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ বারযাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কোন এক আরব গোত্রের কাছে পাঠাইলেন। তাহারা তাঁহাকে গালি গালাজ ও মারপিট করিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া তাঁহাকে ঘটনা অবহিত করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ যদি তুমি উমানের অধিবাসীগণের কাছে যাইতে তাহা হইলে তাহারা তোমাকে গালি দিত না এবং প্রহারও করিত না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ (যদি তুমি উমানের অধিবাসীগণের কাছে যাইতে)। عُمَانَ শব্দটির ع বর্ণে পেশ এবং م বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠিত। ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ শহর হইতেছে উমান। বর্তমানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ, যাহার রাজধানী মাসকত। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ শব্দটির ع বর্ণে যবর م বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা মর্ম আম্মান আল বালকান যাহা উরদুনে অবস্থিত। কিন্তু ইহা ভুল। সহীহ হইল ইয়ামান দেশের উমান। অর্থাৎ তুমি যদি উমান যাইতে তাহা হইলে তথাকার অধিবাসীগণ তোমার সহিত এই ধরণের মন্দ ব্যবহার করিত না। ইহা দ্বারা উমানের অধিবাসীদের ফযীলত প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ৫:৩১৯)

بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ وَمُبِيرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ছাকীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারীর বর্ণনা

(৬৩৫৮) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ أَمَا وَاللَّهِ لَأُمَّةٌ أَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةٌ خَيْرٌ. ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِيَنِّي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ قَالَ فَأَبَتْ وَقَالَتْ وَاللَّهِ

لَا آتِيكَ حَتّٰى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي قَالَ فَقَالَ أَرُونِي سِبْتَيَّ. فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللّٰهِ قَالَتْ رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ أَنَا وَاللّٰهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَأَمَّا الآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا "أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا". فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا.

(৬৩৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উকবা বিন মুকাররাম আল-আম্মী (রহ.) তিনি ... আবূ নাওফাল (রহ.) বলেন যে, আমি (মক্কায়) উকবাতুল মদীনা নামক ঘাঁটিতে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)কে (শুলীকাষ্ঠে ঝুলিতে) দেখিতে পাইলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তখন অন্যান্য লোকজন তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিল। অবশেষে আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) তাঁহার নিকট দিয়া যাইতে থামিলেন এবং বলিলেন, আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবূ খুবায়ব, আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবূ খুবায়ব, আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবূ খুবায়ব। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্য আপনাকে ইহা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছিলাম, আমি অবশ্য আপনাকে ইহা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছিলাম, আমি অবশ্য আপনাকে ইহা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছিলাম। আল্লাহর কসম! আমি যতদূর জানি আপনি ছিলেন অত্যধিক সিয়াম পালনকারী, অত্যধিক সালাত আদায়কারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক রক্ষাকারী। আল্লাহর কসম! শ্রেষ্ঠ উম্মাতের দৃষ্টিতে আজ আপনি (আপনার যত মহৎ ব্যক্তিত্ব) নিকৃষ্ট ব্যক্তিতে পরিগণিত হইয়াছেন। এরপর আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) সেইখান হইতে চলিয়া গেলেন। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)-এর এই অবস্থান (থামা) ও তাঁহার বক্তব্য হাজ্জাজের কাছে পৌঁছিল। তখন সে আবদুল্লাহ বিন যুবায়রের কাছে লোক পাঠাইল এবং তাঁহাকে শূলীর উপর থেকে নামানো হইল। এরপর ইয়াহুদীদের কবরস্থানে তাঁহাকে নিক্ষেপ করা হইল। এরপর সে তাঁহার মা আসমা বিনত আবূ বকর (রাযি.)কে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি তাঁহার কাছে আসিতে অস্বীকার করিলেন। হাজ্জাজ পুনরায় তাঁহার কাছে লোক পাঠাইল তাঁহাকে তাঁহার কাছে আসিবার জন্য এই বলিয়া যে, তোমাকে অবশ্যই আসিতে হইবে। অন্যথায় তোমার কাছে এমন লোক পাঠাইব যে তোমাকে চুলে ধরিয়া টানিয়া আনিবে। বর্ণনাকারী বলিলেন, এরপরও তিনি অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি সে পর্যন্ত তোমার কাছে আসিব না যতক্ষণ না তুমি আমার কাছে এমন লোক পাঠাইবে, যে আমার চুলে ধরিয়া টানিয়া নিয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলিলেন, এরপর হাজ্জাজ বলেন, আমার পাদুকাযুগল নাও। তারপর সে জুতা পরিধান করিল এবং দ্রুত আসমা বিনত আবূ বকর (রাযি.)-এর কাছে পৌঁছিল এবং সে বলিল, তুমি তো দেখিলে আল্লাহর দুশমনের সহিত আমি কী আচরণ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ আমি তোমাকে দেখিয়াছি, তুমি তাহার দুনিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছ। আর সে তোমার আখিরাত বরবাদ করিয়া দিয়াছে। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি তাহাকে (তিরস্কার স্বরূপ) দুই কোমরবন্দ পরিহিতার পুত্র বলিয়া থাক। আল্লাহ তা'আলার কসম! আমিই দুই কোমরবন্দ পরিহিতা। ইহার একটির মধ্যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর (রাযি.)-এর আহার্য সামগ্রী বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিতাম, বাহনের পশু হইতে। আরেকটি হইল যাহা স্ত্রীলোকের জন্য অপরিহার্য। জানিয়া রাখিও, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটিবে এবং এক রক্ত প্রবাহকারী। মিথ্যুককে তো আমরা সকলেই দেখিয়াছি, আর আমি রক্ত প্রবাহকারী তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও মনে করিতেছি না।" এইকথা শ্রবণ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আসমা (রাযি.)-এর কথার কোন প্রতিউত্তর করিল না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ (আবূ নাওফাল (রহ.) হইতে)। نَوْفَلٍ শব্দটির ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তিনি হইলেন ইবন আবূ-আকরাব আল-কাকরী আল কিন্দী আল আরীজী। আর কেহ বলেন তাহার নাম মুসলিম বিন আবূ আকরাব। আর কেহ

বলেন, আমর বিন মুসলিম বিন আবূ আকরাব। আর কেহ বলেন, মুআবিয়া বিন মুসলিম বিন আবূ আকরাব। আল্লামা ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) আল্লামা ইবন মুঈন হইতে নকল করেন যে, তিনি ছিকাহ্ ছিলেন। -(তাকমিলা ৫:৩২০)

عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ (মক্কায় উকবাতুল মদীনা নামক ঘাঁটিতে)। অর্থাৎ عقبة بمكة (মক্কায় উকবাতুল মদীনা) তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)কে শুলীকাষ্ঠে ঝুলিতে দেখিতে পাইলেন। ঘাতক যালিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যুদ্ধে তাঁহাকে হত্যা করিবার পর শুলীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। -(তাকমিলা ৫:৩২০)

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ (আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আবূ খুবায়ব রাযি.)। আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)কে তাঁহার কুনিয়াত দ্বারা সম্বোধন করিয়াছেন। তাহার অপর কুনিয়াতসমূহও আছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃতকে সালাম দেওয়া জায়িয আছে, চাই দাফনকৃত হউক কিংবা না। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, তিনবার পুনঃপুন সালাম দিবে। -(তাকমিলা ৫:৩২০)

لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا (আমি অবশ্য আপনাকে ইহা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছিলাম)। অর্থাৎ পরাভূতকারী প্রশাসকদের বিরোধিতা করিতে। কেননা, ইবন উমর (রাযি.) ফিতনার আশংকায় তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া চলিতেছিলেন। আর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)-এর অভিমত ছিল বিপরীত। আর ইহা ছিল ইজতিহাদী ব্যাপার। الامارة অধ্যায়ে باب وجوب طاعت الامير এ বিস্তারিত আলোচনা গিয়াছে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইবন উমর (রাযি.) ফিতনার আশংকা করিবার মূল খিলাফত গ্রহণ করিতেই নিষেধ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৫:৩২০)

قَوَّامًا (অত্যধিক সালাত আদায়কারী)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.) সাওমে দাহর পালন করিতেন। একাধারে কয়েক দিন রোযা রাখিতেন এবং রাত্রি জাগরণ করিতেন। কখনও তো বিতরের এক রাকআতে কুরআন পড়িয়া ফেলিতেন। -(তাকমিলা ৫:৩২১)

أَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ (মিথ্যুককে তো আমরা সকলেই দেখিয়াছি)। অর্থাৎ মুখতার বিন আবূ উবায়দ আস ছাকাফী। সে তো এক পর্যায়ে দাবী করিয়াছিল তাহার কাছে ওহী আসে। অনেক লোক তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। -(তাকমিলা ৫:৩২২)

وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ (আর আমি রক্ত প্রবাহকারী তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও মনে করিতেছি না)। لَا إِخَالُكَ শব্দটির همزه বর্ণে যের দ্বারা পঠনই প্রসিদ্ধ। তবে ইহা খেলাফে কিয়াস। কতিপয় বিশেষজ্ঞ همزه বর্ণে যবর দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। ইহাই অভিধান এবং কিয়াসের দৃষ্টিতে সহীহ। অর্থাৎ لا اظنك (তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও মনে করিতেছি না)। কিন্তু প্রথমটি আরবের প্রচলনে অধিক ব্যবহৃত। এই বাক্যের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, তিনি (আসমা রাযি.) হাজ্জাজকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ 'সাকীফ গোত্রে এক রক্ত প্রবাহকারী'-এর مصداق (প্রতিপাদন) স্থির করিয়াছেন। কেননা, হাজ্জাজ সাকীফ গোত্রের লোক ছিল। আর সেই রক্ত প্রবাহকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৩২২)

(৬৩৫৯) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ أَوْ قَالَ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ".

(৬৩৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। যদি দীন আসমানের দূরবর্তী সুরায়য়া নক্ষত্ররাজির কাছে থাকিত তাহা হইলে পারস্যের যে কোন ব্যক্তি তাহা নিয়া আসিত; অথবা তিনি বলিয়াছেন, কোন পারসিক সন্তান তাহা অর্জন করিত।

(৬৩৬০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ { وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ } قَالَ رَجُلٌ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ " لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلاَءِ " .

(৬৩৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তাঁহার উপর সূরাতুল জুমু'আ নাযিল হইল। যখন তিনি এই আয়াত পড়িলেন وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ তখন জনৈক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এরা কারা? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কোন উত্তর দিলেন না। এমনকি সে একবার অথবা দুইবার কিংবা তিনবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। রাবী বলেন, তখন আমাদের মধ্যে সালমান ফারসী (রাযি.) ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হাত সালমান (রাযি.)-এর উপর রাখিলেন; এরপর বলিলেন, যদি ঈমান ছুরাইয়া তারকার কাছে (অর্থাৎ বহু দূরে) থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই তাহার গোত্রের লোকেরা সেখান পর্যন্ত পৌঁছিত।

بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً "

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : মানুষ সেই একশত উটের মত, যাহার মধ্যে সাওয়ারীর উপযুক্ত একটিও নেই।

(৬৩৬১) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً " .

(৬৩৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা লোকদের পাইবে সেরূপ একশত উটের মত, যাহার মধ্যে একজন ভার বহনকারী (দায়িত্ববান) মানুষ পাইবে না।

كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ

অধ্যায় ঃ সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার

بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার এবং তাহাদের মধ্যে কে তাহা পাওয়ার বেশী হকদার

(৬৩৬২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ الثَّقَفِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ "أُمُّكَ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ "ثُمَّ أُمُّكَ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ "ثُمَّ أُمُّكَ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ "ثُمَّ أَبُوكَ". وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ.

(৬৩৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ বিন জামীল বিন তারীফ সাকাফী ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল এবং সে প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, তোমার মা। তোমার মা। তোমার মা। সে বলিল, এরপর কে? তিনি বলিলেন, তোমার পিতা। আর কুতায়বা বর্ণিত হাদীছে "আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য কে"-এর উল্লেখ আছে। তিনি তাঁহার বর্ণনায় মানুষ শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الادب অধ্যায়ে باب من احق الناس بحسن الصحبة এ আছে। আর ইবন মাজা গ্রন্থে الادب অধ্যায়ে باب بر الوالدين এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৩২৬)

جَاءَ رَجُلٌ (জনৈক ব্যক্তি আসিল)। সম্ভবত তিনি মুআবিয়া বিন হায়াদা (রাযি.) হইবেন। আর তিনি হইলেন বাহয বিন হাকীম-এর দাদা। আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইমাম বুখারী 'আদাবুল বুফরাদ' গ্রন্থে রিওয়ায়ত আছে। তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! من ابر؟ قال امك الحديث (সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার যোগ্য কে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমার মা। আল-হাদীছ)। -(তাকমিলা ৫:৩২৬)

مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي (আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কে?) صَحَابَتِي শব্দটির ص বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে الصحبة (সঙ্গ, সাহচার্য, সান্নিধ্য, সঙ্গী-সাথী) অর্থে مصدر (ক্রিয়ামূল) হিসাবে ব্যবহৃত। আর আগত (৬৩৫৯ নং) হাদীছে الصحبة শব্দেই বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানে মর্ম হইল البر وحسن العشرة (সদ্ব্যবহার এবং সুন্দর মেলামেশা)। -(তাকমিলা ৫:৩২৬)

ثُمَّ أَبُوكَ (অতঃপর তোমার পিতা)। এই রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে পিতাকে চতুর্থ স্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর অধিকাংশ রিওয়ায়তে অনুরূপ রহিয়াছে। তবে কতিপয় নুসখায় এবং রিওয়ায়তে পিতাকে তৃতীয় স্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য রিওয়ায়তেই অধিক সহীহ। কতিপয় আলিম ইহা দ্বারা দলীল দিয়া বলেন যে, মা তিন চতুর্থাংশ এবং পিতা এক চতুর্থাংশ সদ্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) মাতার জন্য তিন এবং পিতার জন্য এক সদ্ব্যবহার যোগ্য হওয়ার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, মা গর্ভধারণ, প্রসব এবং দুধ পান করানোর তিনটি কষ্ট করিয়া থাকেন। আর পিতা কেবল লালন পালন করিয়া থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ (আর আমি মানুষকে তাহার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ

দিয়াছি। তাহার মাতা তাহাকে কষ্টের পর কষ্ট করিয়া গর্ভে ধারণ করিয়াছে। তাহার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে হয়। -সূরা লুকমান ১৪)

আর আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। ইমাম মালিক (রহ.) মশহুর মতে সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে মা এবং পিতা সমান প্রাপ্য। ফকীহ লায়ছ (রহ.) বলেন, মা-এর হক অধিক তাকীদ যুক্ত। কেননা, তাহার জন্য সদ্ব্যবহারের তিন অংশ। শরহুল উবাই। -(তাকমিলা ৫:৩২৭)

(৬৩৬৩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ "أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ".

(৬৩৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা হামদানী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য কে? তিনি বলিলেন, তোমার মা। এরপরও তোমার মা। এরপর তোমার পিতা। অতঃপর তোমার নিকটবর্তী জন। এরপর তোমার নিকটবর্তী জন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ (অতঃপর তোমার নিকটবর্তী জন। তারপর তোমার নিকটবর্তী জন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, অর্থাৎ মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার প্রতিষ্ঠা করিবার পর আত্মীয়তার সম্পর্কে নিকটবর্তী, তারপর নিকটবর্তীর প্রতি সদ্যবহার করা সমীচীন, যদি প্রতিযোগিতা করা হয়। অন্যথায় সামর্থ্য থাকিলে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। -(তাকমিলা ৫:৩২৭ সংক্ষিপ্ত)

(৬৩৬৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَارَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فَقَالَ "نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ".

(৬৩৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। এরপর তিনি জারীর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেন। ইহাতে তিনি অতিরিক্ত বলিয়াছেন, এরপর তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। শপথ তোমার পিতার! তুমি অবশ্যই অবগত হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَالَ نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ (তখন তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, শপথ তোমার পিতার! তুমি অবশ্যই অবগত হইবে)। অর্থাৎ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে এই কথাটি অতিরিক্ত বলিয়াছেন। প্রশ্নকারীর সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, তিনি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রশ্ন করিলেন, সদ্ব্যবহার ও সদাচারণের যোগ্য কে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, অচিরেই তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইবে। অতঃপর পরবর্তী অংশে জবাব প্রদান করিলেন। আর وَ এই স্থানে যদিও قسم (শপথ)-এর জন্য ব্যবহৃত, কিন্তু এই স্থানে হাকীকতে কসম মর্ম নহে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য নামে কসম করা জায়িয নাই। তবে এই বাক্যটি আরবদের মুখের পরিভাষা হিসাবে কথাবার্তায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। -(তাকমিলা ৫:৩২৮)

(৬৩৬৫) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ مَنْ أَبَرُّ وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

(৬৩৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন খিরাশ (রহ.) তিনি ... ইবন শুবরাম (রহ.) হইতে এই সনদে উহায়ব বর্ণিত হাদীছে (সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার যোগ্য কে?) উল্লেখ রহিয়াছে। আর মুহাম্মদ বিন তালহার হাদীছে মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার কে রহিয়াছে। এরপর তিনি জারীর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬৩৬৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ "أَحَيٌّ وَالِدَاكَ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ".

(৬৩৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। এরপর সে তাঁহার কাছে জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাহিল। তখন তিনি বলিলেন, তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? সে বলিল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল)। সম্ভবতঃ তিনি হইলেন জাহিমা বিন আব্বাস বিন মুবাদিস (রাযি.)। যেমন নাসাঈ ও আহমদ গ্রন্থে মুআবিয়া বিন জাহিমা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা জাহিমা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! اردت الغزو وجئت لأستشيرك فقال هل لك من ام؟ قال نعم! قال الزمها- الحديث (আপনি গযুয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন আর আমি উহাতে অংশগ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিতেছি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার কি মা আছে? তিনি আরয করিলেন, জী হ্যাঁ! তিনি ইরশাদ করিলেন, মা-এর খেদমতে থাক)। -(ফতহুল বারী ৬:১৪০, তাকমিলা ৬:৩২৯)

(৬৩৬৭) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو الْعَبَّاسِ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الْمَكِّيُّ.

(৬৩৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... আবুল আব্বাস (রাযি.) বলেন যে, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। এরপর রাবী আগের মত উল্লেখ করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, আবুল আব্বাসের নাম সায়িব বিন ফাররূখ মাক্কী (রহ.)।

(৬৩৬৮) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬৩৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তাঁহারা ... হাবীব (রহ.)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৬৩৬৯) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمًا مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ. قَالَ "فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ". قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلاَهُمَا. قَالَ "فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا".

(৬৩৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। এরপর সে বলিল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের জন্য বায়'আত গ্রহণ করিব। আর আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বলিলেন, তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বলিল, হ্যাঁ! তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি তোমার মাতা-পিতার কাছে ফিরিয়া যাও এবং তাহাদের দুইজনের সহিত সদাচরণ কর।

بَابُ تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাত ইত্যাদির উপর মাতাপিতার খিদমত অগ্রগণ্য

(৬৩৭০) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ أُمُّهُ. قَالَ حُمَيْدٌ فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِي. فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي. قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي اللَّهُمَّ فَلاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ. قَالَ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ. قَالَ وَكَانَ رَاعِي ضَأْنٍ يَأْوِي إِلَى دَيْرِهِ قَالَ فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقِيلَ لَهَا مَا هَذَا قَالَتْ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ. قَالَ فَجَاءُوا بِفُئُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ قَالَ فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ سَلْ هَذِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ قَالَ أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ. فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ لاَ وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلاَهُ.

(৬৩৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুরায়জ (নামে বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি তাঁহার ইবাদতখানায় ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। (একবার) তাঁহার মাতা তাঁহার কাছে আসিলেন। হুমায়দ (রহ.) বলেন, আমাদের কাছে আবূ রাফি' এমন আকারে ব্যক্ত করেন, যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মায়ের ডাকের আকার আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর কাছে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিরূপ তাঁহার হাত তাঁহার ভ্রুর উপর রাখিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার দিকে মাথা উঁচু করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছিলেন। বলিলেন, হে জুরায়জ! আমি তোমার মা, আমার সহিত কথা বল। এই কথা এমন অবস্থায় বলিতেছিলেন, যখন জুরায়জ সালাতে মশগুল ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে আল্লাহ! (একদিকে) আমার মা আর (অপর দিকে) আমার সালাত (আমি কী করি?)"। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি তাঁহার সালাতকে অগ্রাধিকার

দিলেন এবং তাঁহার মা ফিরিয়া গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার আসিলেন এবং বলিলেন, হে জুরায়জ! আমি তোমার মা, তুমি আমার সহিত কথা বল। তিনি বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! আমার মা, আমার সালাত। তখন তিনি তাঁহার সালাতে মশগুল রহিলেন। তখন তাঁহার মা বলিলেন, "হে আল্লাহ! এই জুরায়জ আমারই ছেলে। আমি তাহার সহিত কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম। সে আমার সহিত কথা বলিতে অস্বীকার করিল। হে আল্লাহ! তাহার মৃত্যু দিও না, যে পর্যন্ত না তাহাকে ব্যভিচারিণীদের না দেখাও।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তাঁহার মাতা তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিপদের জন্য বদ-দু'আ করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই সেই বিপদে পতিত হইত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মেষ রাখাল জুরায়জের ইবাদত খানায় (মাঝে মাঝে) আশ্রয় নিত। তিনি বলেন, অতঃপর গ্রাম হইতে এক মহিলা বাহির হইয়াছিল। উক্ত রাখাল তাঁহার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ইহাতে মহিলাটি গর্ভবতী হইয়া পড়ে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তখন লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই (সন্তান) কোথা হইতে? সে উত্তরে বলিল, এই গীর্জায় যে বাস করে তাহার হইতে। তিনি বলেন, এরপর তাহারা শাবল-কোদাল ইত্যাদি নিয়া আসিল এবং চীৎকার করিয়া ডাক দিল। তখন জুরায়জ সালাতে মশগুল ছিলেন। কাজেই তিনি তাহাদের সাথে কথা বলিলেন না। তিনি বলেন, এরপর তাঁহারা তাঁহার ইবাদতখানা ধ্বংস করিতে লাগিল। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। এরপর তাহারা বলিল, তাহাকে (মহিলাকে) জিজ্ঞাসা কর (সে কী বলিতেছে)। তিনি বলেন, তখন জুরায়জ মুচকী হাসিয়া শিশুটির মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, তোমার পিতা কে? তখন শিশুটি বলিল, আমার পিতা সেই মেষ রাখাল। যখন তাহারা সেই শিশুটির মুখে এইকথা শ্রবণ করিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, (হে দরবেশ) আমরা তোমার ইবাদতখানার (গীর্জার) যেইটুকু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি তাহা সোনা-রূপা দিয়া পুনঃনির্মাণ করিয়া দিব। তিনি বলিলেন, না; বরং তোমরা মাটি দ্বারাই পূর্বের ন্যায় তা নির্মাণ করিয়া দাও। এরপর তিনি তাহার ইবাদতগাহে উঠিয়া বসিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب اذا دعت الام العمل فى الصلاة অধ্যায়ে ولدها فى الصلاة এবং المظالم অধ্যায়ে باب اذا هدم حائطا فليبن مثله এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৩১)

ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ (অতঃপর তাঁহার দিকে মাথা উঁচু করিয়া)। জুরায়জ গীর্জায় ছিল বলিয়া তাহাকে মাথা উঁচু করিয়া ডাক দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। আর সম্ভবতঃ জানালা প্রভৃতির দিক দিয়া তাহাকে সম্বোধন করিতে হইয়াছিল। আর তাহা ছিল হয়তো কিছুটা উপরে। তাই মাথা উঁচু করিতে হইয়াছিল। আর তাহার হাত যে ভ্রুর উপর রাখিয়াছিলেন, ইহার কারণ সূর্যের আলো প্রভৃতি যেন গীর্জার অভ্যন্তরের দেখা হইতে বাধা না হইয়া দাঁড়ায়। -(তাকমিলা ৫:৩৩২)

فَلَا تُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ (তাহার মৃত্যু দিও না, যে পর্যন্ত না তাহাকে ব্যভিচারিণীদের না দেখাও)। আর ইমরান বিন হুসায়ন (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে فغضبت فقالت اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر فى وجوه المومسات (তখন তিনি ক্রোধিত হইয়া দু'আয় বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি জুরায়জকে মৃত্যু দিবেন না যে পর্যন্ত না তাহাকে ব্যভিচারিণীদের চেহারাসমূহ দেখান)। المومسات শব্দটি المومسة এর বহুবচন। المومسة শব্দটির م বর্ণে পেশ و বর্ণে সাকিনসহ همزه বিহীন। পরে م বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। সে হইল الزانية المجاهرة (প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী)।

আল্লামা আইনী (রহ.) উমদাতুল কারী গ্রন্থের ৭:৪৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, কতিপয় শাফেয়ী মতাবলম্বী প্রকাশ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, মাতার ডাকে সাড়া দিয়া নামায ভঙ্গ করা জায়িয আছে। চাই ফরয নামায হউক কিংবা নফল নামায। তবে সহীহ হইতেছে ইহার ব্যাখ্যা আছে। আর তাহা হইল সালাত যদি নফল হয় এবং জানা থাকে যে, জবাব না দিলে মা কিংবা পিতার কষ্ট হইবে। আর যদি সালাত ফরয হয় এবং ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয় তাহা হইলে ডাকে সাড়া দিবে না। ইমামুল হারামায়ন (রহ.)-এর মতে ওয়াক্ত সংকীর্ণ না হইলে জবাব দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ তাহার বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা, সালাত শরীআতে অত্যাবশ্যক। মালিকী মতাবলম্বীগণের মতে নফল নামায জারী না রাখিয়া পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। কাযী আবুল ওলীদ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইহা মাতার ক্ষেত্রে

খাস, পিতার ক্ষেত্রে নহে। মাকহুল (রহ.) অনুরূপ বলেন, কেহ বলেন, তিনি ব্যতীত সালাফে সালেহীনের আর কেহ ইহা বলেন না। -(তাকমিলা ৫:৩৩৩)

فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ (অতঃপর গ্রাম হইতে এক মহিলা বাহির হইয়াছিল)। আগত ইবন সীরীন (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, সে ছিল পতিতা মহিলা। সে জুরায়জকে ফিতনায় সমাবৃত করিবার উদ্দেশ্যে নিজেকে তাহার কাছে পেশ করিয়াছিল, তখন জুরায়জ তাহা অস্বীকার করেন। পরে সে রাখালের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। -(তাকমিলা ৫:৩৩৪)

قَالَتْ مِنْ صَاحِبِ هٰذَا الدَّيْرِ (সে উত্তরে বলিল, এই গীর্জায় যে বাস করে তাহার হইতে)। অর্থাৎ গীর্জার আশ্রম। ইহার দ্বারা মর্ম নিয়াছে জুরায়জ। মহিলা তাহার উপর তুহমত দিয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৩৩৪)

سَلْ هٰذِهِ (তাহাকে (মহিলাকে) জিজ্ঞাসা কর)। অর্থাৎ মহিলাকে। সে বলিতেছে তুমি না কি তাহার সহিত অপকর্ম করিয়াছ। তোমার হইতে সে সন্তান জন্ম দিয়াছে। এই রিওয়ায়ত সংক্ষিপ্ত আগত রিওয়ায়তে ইহার বিস্তারিত আসিতেছে। -(তাকমিলা ৫:৩৩৫)

قَالَ أَبِى رَاعِى الضَّأْنِ (সে বলিল, আমার পিতা বকরী রাখাল)। ইহা দ্বারা কারামাতুল আওলিয়া হক বলিয়া প্রমাণিত হয়। কেননা, এই শিশুটি আবিদ জুরায়জ-এর কারামাতেই কথা বলিয়াছে। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, সম্ভবত জুরায়জ নবী হইবেন। ফলে শিশুটি কথা বলা তাঁহার মুজিযা হইবে। সহীহ বুখারী الصلاة অধ্যায়ে উল্লিখিত রিওয়ায়তে শিশুটির নাম 'বাবূস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর রাখালের সহিত শিশুর পিতৃত্বের সম্বন্ধ مجاز (পরোক্ষ) হিসাবে। কেননা, সে তাহার বীর্য্য হইতে সৃষ্ট। শরীআতের দৃষ্টিতে বংশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নহে। -(তাকমিলা ৫:৩৩৫)

(৬৩৭১) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَمْ يَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ. فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّى وَصَلَاتِى. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّى وَصَلَاتِى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ. فَقَالَ أَىْ رَبِّ أُمِّى وَصَلَاتِى. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتّٰى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ. فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِىٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ قَالَ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِى إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا زَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِىِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ. فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِىُّ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ دَعُونِى حَتّٰى أُصَلِّىَ فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِىَّ فَطَعَنَ فِى بَطْنِهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ فُلَانٌ الرَّاعِى قَالَ فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَقَالُوا نَبْنِى لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ لَا أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ. فَفَعَلُوا.

وَبَيْنَا صَبِىٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ اللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِى مِثْلَ هٰذَا. فَتَرَكَ الثَّدْىَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِى مِثْلَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ. قَالَ فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَحْكِى ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِى فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا. قَالَ وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ. وَهِىَ تَقُولُ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَقَالَتْ أُمُّهُ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِى مِثْلَهَا. فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَهَا. فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فَقَالَتْ

حَلْقَى مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ. فَقُلْتَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. وَمَرُّوا بِهٰذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ. فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا. فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. وَإِنَّ هٰذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ. وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا.

(৬৩৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তিনজন ব্যতীত কেহ দোলনায় কথা বলে নাই। তাহার মধ্যে ঈসা মারইয়াম (আ.), আরেকজন জুরায়জ সম্পর্কিত শিশু। জুরায়জ ছিলেন একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি। তিনি একটি ইবাদতখানা তৈরী করিয়া সেইখানে অবস্থান করিতেন। তখন তাঁহার কাছে তাঁহার মা আসিলেন। তিনি সেই সময় সালাতে মশগুল ছিলেন। মা ডাকিলেন, হে জুরায়জ! তখন তিনি (মনে মনে) বলিতে লাগিলেন, হে পরওয়ারদিগার! (একদিকে) আমার মা ও (অপর দিকে) আমার সালাত। এরপর তিনি সালাতে মশগুল হইলেন। মা ফিরিয়া গেলেন। পরের দিন তিনি আবার তাঁহার কাছে আসিলেন। তখনও তিনি সালাত আদায় করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হে জুরায়জ! তখন তিনি (মনে মনে) বলিলেন, হে আমার পালনকর্তা! একদিকে আমার মা (আমাকে ডাকিতেছেন) আর (অন্য দিকে) আমার সালাত। এরপর তিনি সালাতে মশগুল হইলেন। তখন মা বলিলেন, হে আল্লাহ! বদকার স্ত্রীলোকের সম্মুখীন হওয়ার আগে তুমি তাহার মৃত্যু দিও না। এরপর বনূ ইসরাঈলদের মধ্যে জুরায়জ ও তাহার ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা হইতে লাগিল। (বনী ইসরাঈলের মধ্যে) সৌন্দর্য উপমেয় এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ছিল। সে বলিল, যদি তোমরা চাও তাহা হইলে আমি তোমাদের সামনে তাহাকে (জুরায়জকে) ফিতনায় ফেলিতে পারি। তিনি বলেন, এরপর সে জুরায়জের সামনে নিজেকে পেশ করিল। কিন্তু জুরায়জ তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। অবশেষে সে এক মেষ রাখালের কাছে আসিল। সে জুরায়জের ইবাদতখানায় আশ্রয় নিত। সে তাহাকে নিজের দিকে প্রলুব্ধ করিল। সে (রাখাল) তাহার উপর উপগত হইল। ইহাতে সে গর্ভবর্তী হইয়া গেল। যখন সে সন্তান প্রসব করিল তখন বলিয়া দিল যে, এই সন্তান জুরায়জের। লোকেরা (এই কথা শ্রবণ করিয়া) তাঁহার কাছে আসিয়া জড়ো হইল এবং তাঁহাকে নীচে নামিয়া আসিতে বাধ্য করিল এবং তাহারা তাহার ইবাদতখানা ধ্বংস করিয়া দিল আর তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন তিনি (জুরায়জ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ব্যাপার কী? তাহারা বলিল, তুমি তো এই দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ এবং তোমার পক্ষ হইতে সে সন্তান প্রসব করিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, শিশুটি কোথায়? তাহারা শিশুটি নিয়া আসিল। এরপর তিনি বলিলেন, আমাকে একটু অবকাশ দাও, আমি সালাত আদায় করিয়া নেই। তারপর তিনি সালাত আদায় করিলেন এবং সালাত শেষে শিশুটির কাছে আসিলেন। এরপর তিনি শিশুটির পেটে টোকা দিয়ে বলিলেন, হে বৎস! তোমার পিতা কে? সে উত্তর দিল, অমুক রাখাল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকেরা জুরায়জের দিকে আগাইয়া আসিল এবং তাঁহাকে চুম্বন করিতে এবং তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। এরপর বলিল, আমরা আপনার ইবাদতখানা স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করিয়া দিব। তিনি বলিলেন, না বরং পুনরায় মাটি দিয়া তৈরী করিয়া দাও, যেমন ছিল। লোকেরা তাহাই করিল।

একদা এক শিশু তাহার মায়ের দুধ পান করিতেছিল। তখন উত্তম পোষাকে সজ্জিত এক লোক একটি হৃষ্টপুষ্ট সাওয়ারীর উপর সাওয়ার হইয়া সেইখান দিয়া যাইতেছিল। তখন তাহার মা বলিল, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে এর মত বানাইয়া দাও। তখন শিশুটি মাতৃস্তন ছাড়িয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এর মত বানাইও না।" এরপর সে আবার স্তনের দিকে ফিরিয়া দুধ পান করিতে লাগিল। রাবী বলেন, মনে হয় যেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখনও দেখিতেছি যে, তিনি তাঁহার শাহাদাত অঙ্গুলি নিজ মুখে দিয়া তাহা চুষে সেই শিশুটির দুধ পানের দৃশ্য দেখাইতেছেন। এরপর তিনি বর্ণনা

করিলেন যে, কিছু লোক একজন যুবতীকে নিয়া যাইতেছিল এবং তাহাকে তাহারা প্রহার করিতেছিল এবং বলাবলি করিতেছিল যে, তুমি যিনা করিয়াছ আর তুমি চুরি করিয়াছ। আর সে বলিতেছিল, আল্লাহরই উপর আমার ভরসা; আর তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। তখন তাহার মা বলিল, হে আল্লাহ! তুমি আমার পুত্রকে এর (দাসীর) মত বানাইও না। তখন শিশুটি দুধপান ছাড়িয়া তাহার (দাসীর) প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এর (এই দাসীর) মত বানাইয়া দাও।" সেই সময় মা ও পুত্রের মধ্যে পুনরায় আলাপ হইল। তখন মা বলিল, ঠাডা পড়ুক (ইহা কেমন কথা)। সুদর্শন এক ব্যক্তি যাইতেছিল। তখন আমি বলিলাম, "হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে এর মত বানাইও"। এরপর তুমি বলিলে, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এর মত বানাইও না।" এরপর লোকেরা এই দাসীকে নিয়া যাইতেছিল। তখন তাহারা তাহাকে প্রহার করিতেছিল এবং বলিতেছিল, তুমি যিনা করিয়াছ আর তুমি চুরি করিয়াছ। তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার পুত্রকে তাহার মত বানাইও না। আর তুমি বলিলে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাহার মত বানাও। সে বলিল, সেই আরোহী ব্যক্তি ছিল অত্যাচারী। তাই আমি বলিয়াছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাহার মত বানাইও না। আর যে দাসীকে ওরা বলিতেছিল, তুমি যিনা করিয়াছ। আসলে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই এবং বলিতেছিল, চুরি করিয়াছ, অথচ সে চুরি করে নাই। তাই আমি বলিলাম, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাহার মত বানাইয়া দাও"।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ (তিনজন ব্যতীত কেহ দোলনায় কথা বলে নাই)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, তাহাদের মধ্যে সেই শিশু অন্তর্ভুক্ত নহে যাহা সহীহ মুসলিম শরীফের শেষ দিকের হাদীছে 'সাহির', 'রাহিব' এবং আসহাবুল উখদূদে মহিলার সহিত ছিল। ইহার জবাব হইতেছে তাহারা দোলনা যোগ্য শিশু ছিল না; অর্থাৎ ছোট বয়স্ক হইলেও দোলনাযোগ্য শিশু ছিল না। -(তাকমিলা ৫:৩৩৬)

فَقَالَتْ حَلْقَى (তখন সে (মা) বলিল, ঠাডা পড়ুক (ইহা কেমন কথা)। حَلْقَى শব্দটি الف مقصورة এর সহিত পঠিত। ইহা এমন একটি বাক্য যাহা তাহাদের কথাবার্তায় উপমা হিসাবে জারী রহিয়াছে। মূলত ইহা কণ্ঠনালীতে কষ্টদায়ক বস্তু পৌঁছা। কাজেই তাহাদের কথা حلقى শব্দটি মূলত দু'আ جعلك الله حلقى এর মধ্যে ব্যবহৃত। কিন্তু এই স্থানে নিজের উপর এমন বদ-দুআ মর্ম যাহার উদ্দেশ্য নাই। অনুরূপ عقرى শব্দটি অধিকাংশ حلقى এর সহিত এক সঙ্গে ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন عقرى حلقى বলা হয়। এই শব্দটি الحج অধ্যায়ে হাফসা (রাযি.)-এর ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৩৩৮)

بَابُ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ধ্বংস সেই ব্যক্তি, যে পিতা-মাতাকে পাইয়াও জান্নাত পাইল না

(৬৩৭২) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ". قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ".

(৬৩৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সেই ব্যক্তির নাক ধূলিমলীন হওক, আবার সেই ব্যক্তির নাক ধূলিমলীন হউক, সেই ব্যক্তির নাক ধূলিমলীন হউক যেই ব্যক্তি তাহার পিতামাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পাইল এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করিল না।

(৬৩৭৩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ". قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ".

(৬৩৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তাহার নাক ধূলিমলীন হউক, আবার তাহার নাক ধূলিমলীন হউক, আবার তাহার নাক ধূলিমলীন হউক। জিজ্ঞাসা করা হইল, কাহার ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি তাহার পিতা-মাতার উভয়কে অথবা তাহাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল, এরপরও সে জান্নাতে প্রবেশ করিল না।

(৬৩৭৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "رَغِمَ أَنْفُهُ". ثَلاَثًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

(৬৩৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তার নাক ধূলিমলীন হোক– কথাটি তিনবার বলিয়াছেন। এরপর তিনি উক্ত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

بَابُ صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الأَبِ وَالأُمِّ وَنَحْوِهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব প্রমুখের সহিত সম্পর্ক রক্ষা-এর বিবরণ

(৬৩৭৫) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ".

(৬৩৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমাদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, মক্কা মুয়ায্যমার এক রাস্তায় আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)-এর সহিত এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হইল। আবদুল্লাহ (রাযি.) তাঁহাকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার পিঠে সাওয়ার হইতেন, সেই গাধা তাহাকে সাওয়ারীর জন্য দিয়া দিলেন। তিনি তাঁহার মাথার পাগড়ী তাহাকে দান করিলেন। তখন আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) তাঁহাকে বলিলেন যে, আমরা তাহাকে বলিলাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। বেদুঈনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হইয়া যায়। (এত দেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল?) তখন আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বলিলেন, এই ব্যক্তির পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হইতেছে তাহার পিতার বন্ধুর সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

(৬৩৭৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَبَرُّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ".

(৬৩৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হইল পিতার বন্ধুর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখা।

(৬৩৭৭) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَالَ بَلَى. فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ". وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ.

(৬৩৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হালওয়ানী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, যখন তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হইতেন তখন তাঁহার সহিত একটি গাধা থাকিত। উটের সাওয়ারীতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ক্ষণিক স্বস্তি লাভের জন্য তাহাতে আরোহণ করিতেন। আর তাঁহার সহিত একটি পাগড়ী থাকিত, যাহা দিয়া তিনি মাথা বাঁধিয়া নিতেন। একদা তিনি উক্ত গাধায় আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার পাশ দিয়া একজন বেদুঈন অতিক্রম করিতেছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও? সে বলিল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাহাকে গাধাটি দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহাতে আরোহণ কর। তিনি তাহাকে পাগড়ীটিও দান করিলেন এবং বলিলেন, ইহা দ্বারা তোমার মাথা বাঁধিয়া নাও। তখন তাঁহার সাথীদের কেউ কেউ তাঁহাকে বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি এই বেদুইনকে গাধাটি দিয়া দিলেন, যাহার উপর সাওয়ার হইয়া আপনি স্বস্তি লাভ করিতেন এবং পাগড়ীটিও দান করিলেন, যাহার দ্বারা আপনার মাথা বাঁধিতেন। তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হইল কোন ব্যক্তির পিতার ইনতিকালের পর তাহার বন্ধু-বান্ধবের সহিত সদ্ভাব রাখা। আর এই বেদুঈনের পিতা ছিলেন উমর (রাযি.)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

بَابُ تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাপ-পুণ্যের ব্যাখ্যা

(৬৩৭৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ".

(৬৩৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... নাওয়াস বিন সাম'আন আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলাম। তখন তিনি উত্তর দিলেন, পুণ্য হইতেছে সচ্চরিত্র। আর পাপ হইতেছে যাহা তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকে তাহা জানুক তাহা তুমি অপছন্দ কর।

(৬৩৭৯) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلاَّ الْمَسْأَلَةُ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَىْءٍ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ".

(৬৩৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আইলী (রহ.) তিনি ... নাওয়াস বিন সাম'আন (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনা মুনাওয়ারাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এক বছর অবস্থান করি। আর একটি মাত্র কারণ আমাকে হিজরত হইতে বিরত রাখে। তাহা হইল দীনের ব্যাপারে সাওয়াল করার সুযোগ। আমাদের কেউ যখন হিজরত করিয়া আসিত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করিত না। তিনি বলেন, অতএব আমি তাঁহাকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ সদাচরণই পুণ্য আর যা তোমার অন্তরে খট্‌কা সৃষ্টি করে এবং তুমি যাহা লোক সম্মুখে প্রকাশ করিতে অপছন্দ কর, তাহাই পাপ।

بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيمِ قَطِيعَتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাহা বিচ্ছিন্ন করা হারাম-এর বিবরণ

(৬৩৮০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى. قَالَ فَذَاكِ لَكِ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ * أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}".

(৬৩৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ বিন জামীল বিন তারীফ বিন আবদুল্লাহ সাকাফী ও মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন মাখলূক সৃষ্টি করিয়া তাহা সমাপ্ত করিলেন, তখন 'রেহম' দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল, এই হইতেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হইতে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ। তুমি কি ইহাতে পরিতুষ্ট নহে যে, যে তোমাকে সংযুক্ত রাখিবে আমিও তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিব, আর যে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, আমিও তাহাকে আলাদা করিয়া দিব? তখন সে বলিল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তোমার জন্য তাহাই হইবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ যদি তোমরা চাও তাহা হইলে তিলাওয়াত করিতে পার ঃ "তোমরা কি অস্বীকার করিতে পারিবে যে, তাহাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করিতে এবং তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, ইহারাই তাহারা– যাহাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। এরপর তিনি তাহাদের বধির করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুসমূহ

দৃষ্টিহীন করিয়া দিয়াছেন। তাহারা কি কুরআন সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না, না তাহাদের অন্তর তালাবদ্ধ?"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ مُعَاوِيَةَ (মুআবিয়া (রহ.) হইতে)। তিনি হইলেন ইবন আবূ মুযাররাদ মাদানী। ইবন হাব্বান (রহ.) তাহাকে ছিকাহ রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। আবু যুরআ ও আবূ হাতিম (রহ.) বলেন, তাহার মধ্যে কোন দোষ নাই। সহীহ বুখারী ও মুসলিম এবং নাসায়ী শরীফে তাহার বর্ণিত হাদীছ আছে। -(তাহযীব ১০:২১৭, তাকমিলা ৫:৩৪৩)

أَبُو الْحُبَابِ (আবুল হুবাব রহ.)। الْحُبَابِ শব্দটি ح বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। যেমন আল মুগনী কিতাবে আছে। তাহার নাম সাঈদ বিন ইয়াসার (রহ.) মায়মূল (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম। কেহ বলেন শিকরান কিংবা হাসান বিন আলী (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম। ছিকাহ রাবী, তাবেঈনের মধ্যে অনেক হাদীছ বর্ণনাকারী। তিনি ছিকাহ হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। তিনি হিজরী ১১৬ হইতে ১২০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে ইনতিকাল করেন। এক জামাআত রাবী তাহার হইতে হাদীছ নকল করিয়াছেন। -(তাহযীব ৪:১০২, তাকমিলা ৫:৩৪৩-৩৪৪)

(৬৩৮১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ".

(৬৩৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ রেহম আল্লাহ তা'আলার আরশের সহিত ঝুলন্ত রহিয়াছে। সে বলে, যেই ব্যক্তি আমার সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবে আল্লাহ তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেন। আর যে আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে আল্লাহ তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন।

(৬৩৮২) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ". قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ.

(৬৩৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... জুবায়র বিন মুতঈম (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। ইবন আবূ উমর (রাযি.) সুফিয়ান হইতে বর্ণনা করেন, অর্থাৎ আত্মীয়তা ছিন্নকারী।

(৬৩৮৩) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ".

(৬৩৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা দুবায়'য়ী (রহ.) তিনি ... জুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ (আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না)। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে প্রবেশ করিবে না। তবে আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করিবার গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পরে দাখিল হইতে পারিবে। অথবা ইহার মর্ম হইতেছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা অকাট্যভাবে হারাম হওয়ার বিষয়টি জানার পর

ব্যাপকভাবে ইহাকে হালাল বলিয়া বিশ্বাসকারী কখনও জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। কেননা সে কাফির, চিরস্থায়ী জাহান্নামী। -(তাকমিলা ৫:৩৪৭)

(৬৩৮৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬৩৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... যুহরীর সূত্রে এই সনদে তাহার অনুরূপ বর্ণিত আছে। আর তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৬৩৮৫) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".

(৬৩৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজায়বী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যে আগ্রহের সহিত তাহার জীবিকার প্রশস্ততা চায় কিংবা দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন তাহার আত্মীয়ের সহিত সদ্ব্যবহার করে।

(৬৩৮৬) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".

(৬৩৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়স (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি তাহার জীবিকার প্রশস্থতা চায় এবং সে দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন তাহার আত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করে।

(৬৩৮৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. فَقَالَ "لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ".

(৬৩৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার আত্মীয় পরিজন আছেন। আমি তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করি; কিন্তু তাহারা আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। আমি তাহাদের উপকার করি; কিন্তু তাহারা আমার অপকার করে। আমি তাহাদের সহিত উদার ব্যবহার করি আর তাহারা আমার সহিত মূর্খসুলভ আচরণ করে। তখন তিনি বলিলেন ঃ তুমি যাহা বলিলে, যদি প্রকৃত অবস্থা তাহাই হয় তাহা হইলে তুমি যেন তাহাদের উপর জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করিতেছ। সর্বদা তোমার সহিত আল্লাহর তরফ হইতে তাহাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফিরিশতা) থাকিবে, যতক্ষণ তুমি এই অবস্থায় বহাল থাকিবে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابُرِ

অনুচ্ছেদ ঃ পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও পশ্চাতে শত্রুতা হারাম-এর বিবরণ

(৬৩৮৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ".

(৬৩৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা পরস্পর হিংসা করিবে না, বিদ্বেষ করিবে না এবং পরস্পর পশ্চাতে শত্রুতা করিবে না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হইয়া থাক। আর কোন মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে তাহার ভাই এর সহিত তিন দিনের বেশী কথাবার্তা পরিত্যাগ করা হালাল নয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الادب অধ্যায়ে باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر এবং باب الهجرة আছে। আর আবূ দাউদ, তিরমিযী ও মুয়াত্তা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৪৯)

لَا تَبَاغَضُوا (তোমরা হিংসা করিবে না)। অর্থাৎ তোমরা পরস্পর হিংসা করিবে না। البغض (হিংসা, ঘৃণা, শত্রুতা, অবজ্ঞা) হইল الحب (প্রেম, প্রীতি, হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব)-এর বিপরীত। البغضة যের দ্বারা এবং البغضاء হইল ইহাতে কঠোরতা। (কামূস, তাকমিলা ৫:৩৪৯)

(৬৩৮৯) حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ح وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

(৬৩৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজিব বিন ওয়ালীদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মালিকের হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত।

(৬৩৯০) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ "وَلَا تَقَاطَعُوا".

(৬৩৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, ইবন আবূ উমর ও আমর নাকিদ (রহ.) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে ইবন উয়ায়না وَلَا تَقَاطَعُوا (এবং তোমরা পরস্পরে সম্পর্ক ছিন্ন করিও না) বাড়াইয়া বলিয়াছেন।

(৬৩৯১) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا رِوَايَةُ يَزِيدَ عَنْهُ فَكَرِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ يَذْكُرُ الْخِصَالَ الأَرْبَعَةَ جَمِيعًا وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ "وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا".

(৬৩৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) ... যুহরী হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে যুহরী সূত্রে ইয়াযীদের বর্ণনা, যুহরীর হইতে সুফিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ। তিনি চারটি বৈশিষ্ট্য একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। আর আবদুর

রায্যাক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে : وَلَاتَحَاسَدُوا وَلَاتَقَاطَعُوا وَلَاتَدَابَرُوا (তোমরা পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিবে না কিংবা সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না অথবা পশ্চাতে শত্রুতা করিবে না)।

(৬৩৯২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ وسلم قَالَ "لَاتَحَاسَدُوا وَلَاتَبَاغَضُوا وَلَاتَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا".

(৬৩৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমরা একে অপরের সহিত হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিবে না, পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না এবং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হইয়া থাকিবে।

(৬৩৯৩) حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ "كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ".

(৬৩৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন নাসর যাহযামী (রহ.) তিনি ... শু'বার সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলিয়াছেন, كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ (যেইভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়াছেন)।

بَابُ تَحْرِيمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ শরয়ী ওযর ব্যতিরেকে কোন মুসলমানের সহিত তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম-এর বিবরণ

(৬৩৯৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".

(৬৩৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন মুসলমানের পক্ষে তাহার ভাইয়ের সহিত তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নহে। একজন এই দিকে মুখ ফিরাইয়া, অন্যজন ঐ দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া থাকে। আর তাহাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে প্রথমে সালাম করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ (আবূ আইয়্যূব আনসারী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الاستئذان অধ্যায়ে باب الهجرة এবং الادب অধ্যায়ে باب السلام للمعرفة وغير المعرفة এ আছে। আর আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৫৪)

لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ الخ (কোন মুসলমানের পক্ষে তাহার ভাইয়ের সহিত তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নহে)। الهجرة শব্দটি ه বর্ণে যবর এবং الهجران শব্দটি ه বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অভিধানে الترك (ত্যাগ, পরিত্যাগ, পরিহার, বর্জন, উপেক্ষা) অর্থে ব্যবহৃত। আর পরিভাষায় কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতে কথা বলা বর্জন করিবার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর এই হাদীছে বর্ণিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনার ব্যাপারে মতানৈক্য হইয়াছে। অধিকাংশ আলিমের মতে সালাম বর্জন করা। সুতরাং

যেই ব্যক্তি প্রথমে সালাম দিবে সে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ হইতে রেহাই পাইয়া যাইবে। যেমন হাদীছের শেষ অংশ وخيرهما الذى يبدأ بالسلام (আর তাহাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে প্রথমে সালাম করে) দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আর ইহা ইসলামের প্রাথমিক সময়কার। আর সালামের উত্তর দেওয়া সকল অবস্থায় ওয়াজিব। যেই ব্যক্তি এক দিনও বর্জন করিবে গুনাহগার হইবে। আর বিচ্ছিন্নতার উদ্দেশ্যে প্রথমে সালাম দেওয়া বর্জন করা পরম্পরা তিন দিন না হইলে গুনাহগার হইবে না। যেমন আগত হাদীছে বর্ণিত হইবে। আর কেহ বলেন, শুধুমাত্র সালাম দ্বারা সম্পর্ক ছিন্নের গুনাহ হইতে রেহাই পাইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্বেকার আচার-আচরণে ফিরিয়া আসিবে। ইহা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর অভিমত। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.)ও এই মত পোষণ করেন। -(ফতহুল বারী ১০:৪৯৬, তাকমিলা ৫:৩৫৪)

(৬৩৯৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمِثْلِ حَدِيثِهِ إِلَّا قَوْلَهُ "فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا". فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ غَيْرَ مَالِكٍ "فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا".

(৬৩৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হাজিব বিন ওয়ালীদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম আল হানযালী মুহাম্মদ বিন রাফি', আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... সবাই যুহরী (রাযি.) হইতে মালিকের সনদে ও তাঁহার হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাঁহার বক্তব্য فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا এর পরিবর্তে মালিক ব্যতীত তাঁহাদের সকলেই বর্ণনা করেন فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا।

(৬৩৯৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".

(৬৩৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন ঈমানদারের জন্য তাহার ভাইকে তিন দিনের বেশী পরিত্যাগ করা হালাল নহে।

(৬৩৯৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ".

(৬৩৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তিন দিনের পরে হিজরত (পরিত্যাগ) বৈধ নয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ (তিন দিনের পর হিজরত (সম্পর্ক ছিন্ন রাখা) জায়িয নাই। الهجرة শব্দটির ج বর্ণে যের দ্বারা পঠনে الهجر ও الهجران হইতে اسم (বিশেষ্য) অর্থাৎ لايجوز الهجرة بعد ثلاثة ايام (তিন দিনের পর (আত্মীয়তার) সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়িয নাই)। -(তাকমিলা ৫:৩৫৮)

بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ অনুমান, দোষ অনুসন্ধান, লিপ্সা, ধোঁকাবাজী ইত্যাদি হারাম-এর বিবরণ

(৬৩৯৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا".

(৬৩৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা অনুমান করা হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা, অনুমান সর্বাপেক্ষা মিথ্যা। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করিও না, গুপ্তদোষ অনুসন্ধান করিও না, তোমরা পরস্পর লিপ্সা করিও না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করিও না, হিংসা করিও না; পরস্পরের পশ্চাতে শত্রুতা করিও না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হইয়া থাক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب لا يخطب على خطبة اخيه حتى ينكح او يدع النكاح অধ্যায়ে الادب অধ্যায়ে باب يا ايها الذين امنوا اجتنبوا এবং باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر এবং الفرائض অধ্যায়ে باب تعليم الفرائض এ আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ, তিরমিযী শরীফেও আছে। - الخ এবং (তাকমিলা ৫:৩৫৮)

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ (তোমরা অনুমান করা হইতে বাঁচিয়া থাক)। الظَّنَّ অর্থ হইল প্রবল ধারণা। এই সম্পর্কে সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে। অনেক ধারণা হইতে বাঁচিয়া থাক। অতঃপর কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে, কতক ধারণা পাপ। ইহা হইতে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব, কোন ধারণা পাপ, তাহা জানিয়া নেওয়া ওয়াজিব হইবে, যাহাতে উহা হইতে আত্মরক্ষা করা যায় এবং জায়িয না জানা পর্যন্ত উহার কাছেও না যায়। আলিম ও ফিকহাবিদগণ ইহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। কুরতুবী (রহ.) বলেন, ধারণা বলিয়া এই স্থানে অপবাদ বোঝানো হইয়াছে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রতি শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন দোষ কিংবা গুনাহ আরোপ করা। ইমাম আবূ বকর জাস্সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে ইহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ধারণা চার প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হারাম, দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মুস্তাহাব এবং চতুর্থ প্রকার জায়িয। হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি কু-ধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দিবেন অথবা বিপদেই রাখিবেন। ইহা যে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও রহমত হইতে নৈরাশ্য।

হযরত জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে ঃ لا يموتن احدكم الا وهو محسن الظن بالله (তোমাদের কেহ আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়)। অন্য এক হাদীছে আছে انا عند ظن عبدى بى (আমি আমার বান্দার সহিত তেমনই ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে) এখন সে আমার প্রতি যাহা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। ইহা হইতে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা পোষণ করা ফরয এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেই সকল মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়া সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। যেমন আলোচ্য হাদীছে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ (ধারণা হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর)। এইখানে সকলের মতেই ধারণা বলিয়া প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানের প্রতি কু-ধারণা বোঝানো হইয়াছে। যেই সকল কাজের কোন এক দিককে আমলে আনা আইনতঃ জরুরী এবং সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদ ও হাদীছ শরীফে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। সেইখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। যেমন পারস্পরিক

বিবাদ-বিসংবাদ ও মোকাদ্দমার ফায়সালা নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা দেওয়া। কারণ, যে বিচারকের আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করা হয়, তাহার জন্য ফায়সালা দেওয়া জরুরী ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কোন বর্ণনা নাই। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্য জরুরী। এই ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে। তাহার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সে মতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যেই জায়গায় কেবলার দিক অজ্ঞাত থাকে এবং জানিয়া নেওয়ার কোন লোকও না থাকে, সেইখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তির উপর কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হইলে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব। জায়িয ধারণা এমন, যেমন নামাযের রাকআত সম্পর্কে সন্দেহ হইলে যে, তিন রাকআত পড়া হইয়াছে না চার রাকআত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়িয। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়া নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ তিন রাকআত সাব্যস্ত করিয়া চতুর্থ রাকআত পড়িয়া নেয় তাহা হইলে তাহাও জায়িয। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। ইহার জন্য ছাওয়াব পাওয়া যায়। -(জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন লি শাফী (রহ.) সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা)।

(৬৩৯৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَهَجَّرُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا".

(৬৩৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা সম্পর্ক ছিন্ন করিও না। একে অন্যের পিছনে শত্রুতা করিও না, একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করিও না, অন্যের বেচা-কেনার উপর তুমি বেচা-কেনার চেষ্টা করিও না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হইয়া থাক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا تَهَجَّرُوا (তোমরা সম্পর্ক ছিন্ন করিও না)। আর কতিপয় নুসখায় لاتهاجروا রহিয়াছে। উভয়ই একই অর্থে ব্যবহৃত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে সম্পর্ক ছিন্ন এবং কথাবর্তা বন্ধ করা নিষেধ করা হইয়াছে। আর কেহ বলেন لاتهجروا শব্দটি الهجر (৪ বর্ণে পেশ দ্বারা) পঠনে হইতেও নিঃসৃত হওয়া জায়িয আছে। তখন অর্থ হইবে অশ্লীল ও কদর্য কথা। তোমরা অশ্লীল এবং কদর্য কথায় লিপ্ত হইও না)। -(তাকমিলা ৫:৩৬১)

(৬৪০০) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا".

(৬৪০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা পরস্পরে হিংসা করিবে না, একে অপরের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করিবে না, ছিদ্রান্বেষণ করিবে না, গুপ্ত দোষ অনুসন্ধান করিও না এবং পরস্পরে (ক্রয়-বিক্রয়ে) ধোঁকাবাজী করিবে না। আর তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হইয়া থাক।

(৬৪০১) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ "لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ".

(৬৪১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হালওয়ানী ও আলী বিন নাসর জাহযামী (রহ.) তাঁহারা ... আমাশ (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণিত যে, তোমরা একে অপরের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, একে অপরের পিছনে শত্রুতা করিও না, পরস্পরে বিদ্বেষ

মুসলিম ফর্মা -২১-১৫/২

পোষণ করিও না। আর তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হইয়া থাক, যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নির্দেশ দিয়াছেন।

(৬৪০২) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا".

(৬৪০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন সাঈদ দারেমী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করিবে না, একে অন্যের পিছনে শত্রুতায় লিপ্ত হইবে না, পরস্পরে লিপ্সা করিবে না এবং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হইয়া থাক।

بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের উপর যুলুম করা, তাহাকে অপদস্থ করা, হেয় জ্ঞান করা হারাম এবং তাহার খুন, ইয্যত আবরু ও মালও।

(৬৪০৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا". وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".

(৬৪০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা পরস্পরে হিংসা পোষণ করিবে না, পরস্পর ধোঁকাবাজী করিবে না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করিও না, একে অপরের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চাতে শত্রুতা করিও না এবং একের বেচাকেনার উপর অন্যে বেচা-কেনার চেষ্টা করিবে না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হইয়া থাক। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাহার উপর যুলুম করিবে না, তাহাকে অপদস্থ করিবে না এবং হেয় করিবে না। তাকওয়া এইখানে, এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার তাঁহার সীনার প্রতি ইশারা করিলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে তাহার ভাইকে হেয় করে। কোন মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল ও ইয্যত-আবরু হারাম।

(৬৪০৪) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ "إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ" وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ.

(৬৪০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমাদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ... এরপর উসামা বিন যায়িদ দাউদের হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এই বর্ণনায় তিনি কিছুটা কমবেশী করিয়াছেন। তাহারা উভয়ে যেইটুকু অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা

হইতেছে "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের শরীর ও বাহ্যিক আকৃতির প্রতি নযর করেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আর তিনি তাঁহার আঙ্গুলের দ্বারা স্বীয় বুকের দিকে ইশারা করেন।

(৬৪০৫) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ".

(৬৪০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি নযর করেন না; বরং তিনি নযর করেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشَّحْنَاءِ وَالتَّهَاجُرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শক্রতা হইতে বিরত থাকার বিবরণ

(৬৪০৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا".

(৬৪০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, যাহারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে নয়, যাহার ভাই ও তাহার মধ্যে শক্রতা বিদ্যমান। এরপর বলা হইবে, এই দুইজনকে আপোষ রফা করিবার জন্য অবকাশ দাও, এই দুইজনকে আপোষ রফা করিবার জন্য অবকাশ দাও, এই দুইজনকে আপোষ রফার জন্য অবকাশ দাও।

(৬৪০৭) حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ "إِلاَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ". مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ "إِلاَّ الْمُهْتَجِرَيْنِ".

(৬৪০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ ও আহমদ বিন আবাদাহ দাবিয়্যি (রহ.) তাঁহারা ... সুহায়ল (রাযি.)-এর পিতার সূত্রে মালিকের সনদে তাহার হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে দারাওয়ার্দী (রহ.) বর্ণিত হাদীছে ইবন আবাদাহ এর বর্ণনায় إِلاَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ "কিন্তু সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী দুই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হইবে না" উল্লেখ আছে। আর কুতায়বা (রহ.) বলিয়াছেন إِلاَّ الْمُهْتَجِرَيْنِ (তবে সম্পর্ক পরিত্যাগকারী দুইজনকে ক্ষমা করা হইবে না)।

(৬৪০৮) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ ارْكُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ارْكُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا".

(৬৪০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... মারফূ' সনদে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার আমলের ফিরিস্তি পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু সেদিন প্রত্যেক এমন বান্দাকে ক্ষমা করেন, যাহারা তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক স্থির করে না। তবে এমন ব্যক্তিকে নয়, যাহার ভাই ও তাহার মধ্যে শক্রতা আছে। তখন বলা হইবে, এই দুইজনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তাহারা আপোষের দিকে ফিরিয়া আসে, এই দুইজনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তাহারা আপোষের দিকে ফিরিয়া আসে।

(৬৪০৯) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا أَوِ ارْكُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيئَا".

(৬৪০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও আমর বিন সাওয়াদ (রাযি.) ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মানুষের আমলের ফেরেশতা সপ্তাহে দুইবার– সোমবার ও বৃহস্পতিবার পেশ করা হয়। এরপর প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সেই ব্যক্তিকে নয়, যাহার ভাই-এর সহিত তাহার শক্রতা আছে। তখন বলা হইবে, এই দুইজনকে বর্জন কর অথবা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তাহারা আপোষের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

بَابُ فِي فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসার ফযীলত

(৬৪১০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي".

(৬৪১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আমার মহত্ত্বের নিমিত্তে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাহাদের আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া দান করিব। আজ এমন দিন, যেই দিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي (আমার মহত্ত্বের নিমিত্তে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়?) ইহা উচ্চ প্রশংসা ও মর্যাদার ডাক। الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইবাদতের নিমিত্তে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপনকারীর। দুন্‌ইয়াবী অর্থাৎ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নহে। -(তাকমিলা ৫:৩৬৮)

اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى (আজ আমি আমার (আরশের) ছায়ায় ছায়া দান করিব)। সৃষ্টির দিকে মর্যাদাগত সম্বন্ধ। কেননা, ছায়া সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। ইহার ব্যাখ্যাও আসিয়াছে : فى ظل عرشى (আমার আরশের ছায়া)। প্রকাশ্য যে, কিয়ামতের দিন সূর্যের তাপ হইতে বস্তুতভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ছায়া দিবেন। ইহা অধিকাংশের ব্যাখ্যা। আল্লামা ঈসা বিন দীনার (রাযি.) বলেন, ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে অপছন্দনীয় বস্তু হইতে বাঁচাইয়া রাখা মর্ম। -(তাকমিলা ৫:৩৬৮ সংক্ষিপ্ত)

(৬৪১১) حَدَّثَنِى عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِى فِى هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ أَنِّى أَحْبَبْتُهُ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ فَإِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ". قَالَ الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَهْ الْقُشَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৬৪১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি তাহার ভাইকে দেখার জন্য অন্য এক গ্রামে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য রাস্তায় একজন ফিরিশতা মোতায়েন করিলেন। সেই ব্যক্তি যখন ফিরিশতার কাছে পৌঁছিল, তখন ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইরাদা করিয়াছ? সে বলিল, আমি এই গ্রামে আমার এক ভাইকে দেখার জন্য যাইতে চাই। ফিরিশতা বলিলেন, তাহার কাছে কি তোমার কোন অনুগ্রহ আছে, যাহা তুমি আরো বৃদ্ধি করিতে চাও? সে বলিল, না। আমি তো শুধু আল্লাহর জন্যই তাহাকে ভালোবাসি। ফিরিশতা বলিলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমার কাছে এই পয়গাম নিয়া আসিয়াছি যে, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁহারই জন্য ভালোবাসিতেছ। শায়খ আবূ আহমদ বলেন, আমাকে হাদীছ জানান আবূ বকর মুহাম্মদ বিন যানজুইয়া কুশায়রী (রহ.)। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীছ জানান আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাম্মাদ বিন সালামা এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর সেবা-শুশ্রূষার ফযীলত

(৬৪১২) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِيَانِ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفِى حَدِيثِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "عَائِدُ الْمَرِيضِ فِى مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ".

(৬৪১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর ও আবূ রাবী' (রহ.) তাঁহারা ... ছাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত। আবূ রাবী' বলিয়াছেন, তিনি হাদীছটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছে রহিয়াছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ রোগীর সেবা শুশ্রূষাকারী বেহেশতের বাগানে অবস্থান করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে না ফিরিয়া আসে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِى مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ (বেহেশতের বাগানে)। المخرفة শব্দটির م বর্ণে যবর خ বর্ণে সাকিন ও ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ البستان (বাগান, উদ্যান, কানন)। -(তাকমিলা ৫:৩৭০)

(৬৪১৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ".

(৬৪১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী (রহ.) তিনি ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করে সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ (জান্নাতের ফলমূলে)। خُرْفَة শব্দটির خ বর্ণে পেশ ر বর্ণে সাকিন। আগত আবুল আসআছ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার ব্যাখ্যা جناها দ্বারা করিয়াছেন অর্থাৎ ثمرتها (জান্নাতের ফলমূল)। -(তাকমিলা ৫:৩৭০ সংক্ষিপ্ত)

(৬৪১৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ".

(৬৪১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিছী (রহ.) তিনি... ছাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান তাহার মুসলমান ভাই এর রোগ সেবায় নিয়োজিত হয় তখন সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করে।

(৬৪১৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ "جَنَاهَا".

(৬৪১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যেই ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করে, সে জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! خُرْفَةُ الْجَنَّةِ (জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করা) কী? তিনি বলিলেন, এর ফলমূল সংগ্রহ করা।

(৬৪১৬) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৪১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আসিম আহওয়াল (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৪১৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ

تَعُدْنِى. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى. قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِى يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِى. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِى".

(৬৪১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কিয়ামতের দিনে বলিবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হইয়াছিলাম; কিন্তু তুমি আমার খোঁজ-খবর রাখ নাই। সে বলিবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কী করিয়া আপনার খোঁজ-খবর করিব, অথচ আপনি সারা জাহানের পালনকর্তা। আল্লাহ বলিবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হইয়াছিল, আর তুমি তাহার সেবা করনি। তুমি কি জানিতে না যে, তুমি তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিলে তাহার কাছেই আমাকে পাইতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে খাইতে দাও নাই। সে (বান্দা) বলিবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করিয়া আপনাকে আহার করাইতে পারি? আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা। তিনি (আল্লাহ) বলিবেন, তুমি কি জানিতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চাইয়াছিল? তুমি তাহাকে খাইতে দাও নাই। তুমি কি জানিতে না যে, যদি তুমি তাহাকে আহার করাইতে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই আমাকে কাছে পাইতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানীয় চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। সে (বান্দা) বলিবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করিয়া আপনাকে পান করাইব, অথচ আপনি সারা জাহানের পালনকর্তা। আল্লাহ বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানীয় চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে পান করাও নাই। যদি তুমি তাহাকে পান করাইতে, তাহা হইলে তাহা আমার কাছে পাইতে।

بَابُ ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ব্যক্তি কোন রোগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে পতিত হইলে এমন কি তাহার গায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহার সাওয়াব-এর বিবরণ

(৬৪১৮) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِى رِوَايَةِ عُثْمَانَ مَكَانَ الْوَجَعِ وَجَعًا.

(৬৪১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... মাসরূক (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাইতে অধিকতর রোগ যন্ত্রণার তীব্রতা অন্য কোন ব্যক্তির উপর দেখি নাই। উসমানের বর্ণনায় اَلْوَجَعِ এর স্থলে وَجَعًا উল্লেখ আছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ (রোগ যন্ত্রণার তীব্রতা)। اَلْوَجَعِ অর্থাৎ المرض (রোগ, ব্যাধি, পীড়া)। আরবীগণ প্রত্যেক مرض (রোগ)কে وجع নামকরণ করিয়া থাকে। -(তাকমিলা ৫:৩৭৩)

(৬৪১৯) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيثِهِ.

(৬৪১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয, ইবনুল মুছান্না, ইবন বাশ্শার, বিশ্র বিন খালিদ, আবূ বকর বিন নাফি' ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ হইতে জারীরের সনদে তাঁহার হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৪২০) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ". قَالَ فَقُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَجَلْ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا". وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي.

(৬৪২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি ছিলেন জ্বরাক্রান্ত। আমি তাঁহাকে আমার হাতে স্পর্শ করিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি তো ভীষণভাবে জ্বরাক্রান্ত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ হ্যাঁ, আমি এমন জ্বরাক্রান্ত হইয়াছি, যেমন তোমাদের দুইজনের হইয়া থাকে। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, এ কারণেই আপনার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তির জ্বর কিংবা অন্য কোন কারণে বিপদ আপতিত হইলে তাহার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে তাহার গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দেন যেইভাবে বৃক্ষাদি পাতা ঝরায়। তবে যুহায়র বর্ণিত হাদীছে 'আমি আমার হাতে তাহাকে স্পর্শ করি', অংশটুকু নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُوَ يُوعَكُ (তখন তিনি ছিলেন জ্বরাক্রান্ত)। الوعك শব্দটির ع বর্ণে সাকিনসহ পঠনে এবং الوعك শব্দটি ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ الم الحمى (জ্বরের যন্ত্রণা)। -(তাকমিলা ৫:৩৭৪)

(৬৪২১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ. نَحْوَ حَدِيثِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ "نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ".

(৬৪২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) ... আ'মাশ হইতে জারীর (রাযি.)-এর সনদে তাঁহার হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর আবূ মু'আবিয়া

(রাযি.) বর্ণিত হাদীছে অতিরিক্ত আছে, তিনি বলেন, "হ্যাঁ, সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, পৃথিবীতে এমন কোন মুসলমান নেই ...' (শেষ পর্যন্ত)।

(৬৪২২) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بِمِنًى وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتْ مَا يُضْحِكُكُمْ قَالُوا فُلاَنٌ خَرَّ عَلَى طُنُبِ فُسْطَاطٍ فَكَادَتْ عُنُقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ. فَقَالَتْ لاَ تَضْحَكُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ".

(৬৪২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আসওয়াদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় কুরায়শী যুবক আয়িশা (রাযি.)-এর কাছে গেল। তখন তিনি মিনায় অবস্থান করিতেছিলেন। সে সময় তাহারা হাসিতেছিলেন। আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, কিসে তোমাদের হাসাইতেছে? তাহারা বলিল, অমুক ব্যক্তি তাঁবুর রশির উপর পড়িয়া গিয়াছে। ফলে তাহার ঘাড় কিংবা চোখ নিষ্পিষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি বলিলেন, তোমরা হাসিও না। কেননা আমি শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যদি কোন মুসলমানের গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয় কিংবা তাহার চাইতে অধিক কোন আঘাত লাগে, তাহার পরিবর্তে তাহার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাহার একটি গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى طُنُبِ فُسْطَاطٍ (তাঁবুর রশির উপর)। طنب শব্দটির ط এবং ن বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। কখনও ن বর্ণে সাকিনসহ পঠিত হয়। তাঁবুর রশি যাহা দ্বারা তাঁবু বাঁধা হয়। আর الفسطاط শব্দটির ف বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে الخيمة الكبيرة (বড় তাঁবু)। -(তাকমিলা ৫:৩৭৫)

(৬৪২৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".

(৬৪২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব ও ইসহাক-হানযালী (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তির গায়ে একটি কাঁটার আঘাত কিংবা তাহার চাইতে অধিক কোন আঘাত লাগিলে আল্লাহ তা'আলা তাহার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন কিংবা তাহার একটি গোনাহ মাফ করিয়া দেন।

(৬৪২৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ قَصَّ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطِيئَتِهِ".

(৬৪২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তির শরীরে একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলে কিংবা তাহার চাইতে বড় কোন মুসীবত আপতিত হইলে তাহার বদলে আল্লাহ তা'আলা তাহার একটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

(৬৪২৫) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৪২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) হিশামের সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৪২৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ".

(৬৪২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন মুসলমানের উপর কোন বিপদ আপতিত হইলে তাহার বিনিময়ে তাহার গোনাহের কাফ্‌ফারা হইয়া যায়, এমনকি ক্ষুদ্রতম কোন কাঁটা বিদ্ধ হইলেও।

(৬৪২৭) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ حَتَّى الشَّوْكَةِ إِلاَّ قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ". لاَ يَدْرِي يَزِيدُ أَيَّتُهُمَا قَالَ عُرْوَةُ.

(৬৪২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তির উপর কোন বিপদ আপতিত হইলে, এমনকি একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলে, তাহার বিনিময়ে তাহার গোনাহ হ্রাস করা হয় এবং তাহার গোনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়। ইয়াযীদ স্মরণ রাখিতে পারেন নাই যে, উরওয়া (রহ.) কোন শব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন, قُصَّ না كُفِّرَ

(৬৪২৮) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ".

(৬৪২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, ঈমানদার ব্যক্তির উপর কোন বিপদ আপতিত হইলে, এমনকি কোন কাঁটা বিধিলেও তাহার বিনিময়ে তাহাকে একটি সাওয়াব দেওয়া হয়; কিংবা তাহার একটি গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

(৬৪২৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلاَ نَصَبٍ وَلاَ سَقَمٍ وَلاَ حَزَنٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ ".

(৬৪২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, কোন ঈমানদার ব্যক্তির এমন কোন ব্যথা-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ পৌঁছে না, এমনকি দুর্ভাবনা পর্যন্ত, যাহার বিনিময়ে তাহার কোন গোনাহ মাফ করা হয় না।

(৬৪৩০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَارِبُوا وَسَدِّدُوا

فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا". قَالَ مُسْلِمٌ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

(৬৪৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে, তাহার প্রতিফল সে ভোগ করিবে) অবতীর্ণ হইল তখন কতক মুসলমান ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং সঠিক পন্থা ইখতিয়ার কর। একজন মুসলমান তাহার প্রত্যেকটি বিপদের বিনিময়ে এমনকি সে আছাড় খাইলে কিংবা তাহার শরীরের কোন কাঁটা বিদ্ধ হইলেও তাহাতে তাহার (গোনাহের) কাফ্ফারা হইয়া যায়। ইমাম মুসলিম (রহ.) বলিলেন, আবূ মুহাইসিন ছিলেন মক্কার অধিবাসী উমর বিন আবদুর রহমান বিন মুহাইসিন।

(৬৪৩১) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ "مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ". قَالَتِ الْحُمَّى لاَ بَارَكَ اللهُ فِيهَا. فَقَالَ "لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".

(৬৪৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর আল কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উম্মু সায়ির কিংবা উম্মুল মুসায়্যিব (রাযি.)-এর কাছে গিয়া বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে হে উম্মু সায়ির অথবা উম্মুল মুসায়্যিব! কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন, ভীষণ জ্বর, ইহাকে আল্লাহ বর্ধিত না করুন। তখন তিনি বলিলেন ঃ তুমি জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর আদম সন্তানের গোনাহসমূহ মোচন করিয়া দেয়, যেইভাবে হাঁপর লোহার মরিচা দূর করিয়া দেয়।

(৬৪৩২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالاَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى. قَالَ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي. قَالَ "إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. قَالَتْ أَصْبِرُ. قَالَتْ فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

(৬৪৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর আল কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আতা বিন রাবাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) আমাকে বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে এক জান্নাতী মহিলার কথা বলিব? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, এই কৃষ্ণকায় মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিয়াছিল, আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং এই অবস্থায় আমি বিবস্ত্র হইয়া পড়ি। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তিনি বলিলেন, যদি তুমি চাও, ধৈর্যধারণ কর। তাহা হইলে তোমার জন্য জান্নাত রহিয়াছে। আর যদি তুমি চাও তাহা হইলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি যেন তিনি তোমাকে নিরাময় করিয়া দেন। তখন সে বলিল, আমি ধৈর্যধারণ করিব। তবে আমি যে সে অবস্থায় ছতর খুলিয়া ফেলি। কাজেই আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমি ছতর খুলিয়া না ফেলি। তখন তিনি তাহার জন্য দু'আ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ (আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) আমাকে বলিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে المرضى অধ্যায়ে باب فضل من يصرع من الريح এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৮০)

هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ (এই কৃষ্ণকায় মহিলা)। তাহার নাম সায়ীরা। আর সহীহ বুখারী শরীফে এই হাদীছের শেষ দিকে আছে তাহার কুনিয়াত ছিল উম্মু যুফার। -(তাকমিলা ৫:৩৮০)

وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ (এবং এই অবস্থায় আমি বিবস্ত্র হইয়া পড়ি)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, অনেক সময় যন্ত্রণাকালে অচেতন অবস্থায় ছতর খুলিয়া যায়। -(তাকমিলা ৫:৩৮১)

إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ (যদি তুমি চাও, ধৈর্যধারণ কর। তাহা হইলে তোমার জন্য জান্নাত রহিয়াছে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করা ওয়াজিব নহে। তবে নিজের নফসের উপর ক্ষমতাবান ব্যক্তি عزيمة (দৃঢ় ইচ্ছা, শরীআতের আবশ্যিক বিধান)-এর উপর আমল করা رخصة (বৈধতা, অনুমতি, অনুমোদন)-এর উপর আমল করা হইতে উত্তম। আর যে ব্যক্তি দুর্বল তাহার জন্য رخصة (অনুমতি)-এর উপর আমল করা উত্তম। আর ইবন আব্বাস দৃঢ়ভাবে আহলে জান্নাত বলিয়াছেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ যন্ত্রণায় ধৈর্যধারণকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:৩৮১)

بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুলুম হারাম-এর বিবরণ

(৬৪৩৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ". قَالَ سَعِيدٌ كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(৬৪৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন বাহরাম দারেমী (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ওহে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের উপর যুলুমকে হারাম করিয়া নিয়াছি এবং তোমাদের মধ্যেও তাহা হারাম বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। কাজেই তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করিও না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ছিলে পথহারা, আমি যাহাকে সুপথ দেখাইয়াছি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাহিলে আমি তোমাদের হিদায়াত দান করিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, আমি যাহাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে আহার্য

চাও, আমি তোমাদের আহার করাইব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন উলঙ্গ, আমি যাহাকে পরিধান করাই সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদের পরিধান করাইব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন গোনাহ্ করিয়া থাক। আর আমিই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাগফিরাত কামনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করিয়া দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনও আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না, যাহাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি এবং তোমরা কখনও আমার উপকার করিতে পারিবে না, যাহাতে আমি উপকৃত হইতে পারি। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের মানুষ ও জ্বিন জাতি তোমাদের মধ্যে যাহার অন্তর আমাকে সবচাইতে বেশী ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তাহার মত হইয়া যাও তাহাতে আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাইবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের সকল মানুষ, সকল জ্বিন জাতি তোমাদের মধ্যে যাহার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ তাহার মত হইয়া যাও তাহা হইলে আমার রাজত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পাইবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বিন যদি কোন বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়াইয়া সবাই আমার কাছে চাও আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি তাহা হইলে আমার কাছে যাহা আছে তাহাতে এর চাইতে বেশী ঘাটতি হইবে না, যেমন কেউ সমুদ্রে একটি সূচ ডুবাইয়া দিলে যতটুকু ঘাটতি হয়। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের আমলই তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখি। এরপর পুরোপুরিভাবে তাহার বিনিময় দান করিয়া থাকি। সুতরাং যেই ব্যক্তি কোন কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে তাহা ব্যতীত অন্য কিছু পায়, তবে সে যেন নিজকেই দোষারোপ করে। সাঈদ (রহ.) বলেন, আবূ ইদরীস খাওলানী (রহ.) যখন এই হাদীছ বর্ণনা করিতেন তখন তিনি দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়া বসিতেন।

(৬৪৩৪) حَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ مَرْوَانَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثًا.قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا بِشْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ.فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

(৬৪৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন আবদুল আযীয (রাযি.) এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে মারওয়ান তাহাদের উভয়ের কাছে পরিপূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইসহাক (রাযি.) বলেন, বিশর (রহ.)-এর পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসায়ন এবং মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বলিয়াছেন, আমাদের কাছে আবূ মুসহির এই হাদীছটি পূরোপুরি বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৪৩৫) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى "إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي فَلاَ تَظَالَمُوا".وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ أَبِي إِدْرِيسَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَتَمُّ مِنْ هَذَا.

(৬৪৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ যার (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তাঁহার মহিমান্বিত পরওয়ার দিগার ইরশাদ করেন, আমি আমার নিজের উপর ও বান্দাদের উপর যুলুমকে হারাম করিয়া নিয়াছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর পরস্পরকে যুলুম করিও না। এরপর রাবী হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর আবূ ইদরীস (রহ.) বর্ণিত যে হাদীছ আমরা বিবৃত করিয়াছি তাহা এর চাইতে পূর্ণ।

(৬৪৩৬) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ".

(৬৪৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা যুলুমকে ভয় কর। কেননা কিয়ামত দিবসে যুলুম অন্ধকারে পরিণত হইবে। তোমরা লোভ-লালসা হইতে সাবধান থাক। কেননা, এই লোভ-লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিয়াছে। এই লোভ-লালসা তাহাদের খুন-খারাবী ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং হারাম বস্তুসমূহ হালাল জ্ঞান করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَاتَّقُوا الشُّحَّ (তোমরা লোভ-লালসা হইতে সাবধান থাক)। الشُّحَّ হইতেছে যাহা তোমার কাছে নাই তাহা লাভ করার লালসা করা। আর البخل হইল তোমার কাছে যাহা আছে তাহা ব্যয় করা হইতে বিরত থাকা। -(তাকমিলা ৫:৩৮৪)

(৬৪৩৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৪৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই যুলুম কিয়ামত দিবসে অন্ধকারে পরিণত হইবে।

(৬৪৩৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৪৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সালিমের পিতা হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তাহার প্রতি যুলুম করে না এবং তাহাকে দুশমনের হাতে সোপর্দও করে না। যে ব্যক্তি তাহার ভাই-এর অভাব পূরণ করিবে আল্লাহ তাহার অভাব দূরীভূত করিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ দূর করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বিনিময়ে কিয়ামত দিবসে তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখিবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাহার দোষত্রুটি গোপন রাখিবেন।

(৬৪৩৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ". قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ "إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ".

(৬৪৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা কি বলিতে পার, অভাবগ্রস্ত কে? তাহারা বলিলেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও ধন-সম্পদ নাই সেই তো অভাবগ্রস্ত। তখন তিনি বলিলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, যেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়া আসিবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসিবে যে, একজনকে গালি দিয়াছে, আরেক জনকে অপবাদ দিয়াছে, অপরের সম্পদ ভোগ করিয়াছে, কাহাকেও হত্যা করিয়াছে ও কাহাকেও মারিয়াছে। তারপর ইহাকে তাহার নেক আমল হইতে দেওয়া হইবে, ইহাকে নেক আমল হইতে দেওয়া হইবে। এরপর পাওনাদারের হক তাহার নেক আমল হইতে পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাহাদের পাপের একাংশ তাহার প্রতি নিক্ষেপ করা হইবে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

(৬৪৪০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ".

(৬৪৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক পাওনাদারকে তাহার পাওনা পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরীকে শিং বিহীন বকরীর সামনে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উপস্থিত করা হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ (এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরীকে ...)। الشاة الجلحاء হইল যেই বকরীর শিং আছে। আর الشاة القرناء হইল যেই বকরীর শিং নাই। -(তাকমিলা ৫:৩৮৮ সংক্ষিপ্ত)

(৬৪৪১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ". ثُمَّ قَرَأَ {وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}

(৬৪৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ যালিমকে অবকাশ দেন। এরপর তিনি যখন তাহাকে পাকড়াও করেন তখন তাহাকে ছাড়িবেন না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন, "আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে পাকড়াও করেন। তখন এমনিভাবে পাকড়াও করিয়া থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁহার পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর।" (সূরা হুদ ১০২)

بَابُ نَصْرِ الأَخِ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

অনুচ্ছেদ ঃ ভাইকে সাহায্য করা যালিম হোক কিংবা মাযলূম-এর বিবরণ

(৬৪৪২) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. وَنَادَى الأَنْصَارِيُّ يَا لَلأَنْصَارِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَا هَٰذَا دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ". قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَالَ "فَلَا بَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ".

(৬৪৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনূস (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরদের দুইটি গোলাম মারামারি করিতেছিল। তখন মুহাজির গোলাম এই বলিয়া ডাক দিল, হে মুহাজিরগণ! এবং আনসারী গোলামও ডাকিল হে আনসারগণ! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইলেন এবং বলিলেন ঃ এ কী ব্যাপার, জাহিলি যুগের লোকদের মত হাঁক-ডাক করিতেছ? তাহারা বলিলেন, ইয়া (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! না, দুইজন গোলাম মারামারি করিয়াছে। তাহাদের একজন অপরজনের নিতম্বে আঘাত করিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন ঃ ইহা তো মামুলী ব্যাপার। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যেন সে তাহার ভাইয়ের সাহায্য করে, সে যালিম হউক কিংবা মাযলূম। যদি সে যালিম হয় তাহা হইলে তাহাকে (যুলুম হইতে) বিরত রাখিবে। এই হইতেছে তাহার জন্য সাহায্য। আর যদি সে মাযলূম হয় তাহা হইলে তাহাকে সাহায্য করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرٍ (জাবির (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে المناقب অধ্যায়ে باب ماينهى عن دعوى الجاهلية এবং سورة المنافقين এর তাফসীরে باب قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم الخ এবং باب قوله تعالى يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে سورة المنافقين এর তাফসীরে আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৯০)

اقْتَتَلَ غُلَامَانِ (দুইজন গোলাম মারামারি করিয়াছে)। অচিরেই আসিতেছে যে, ইহা একটি গযূয়ায় সংঘটিত হইয়াছিল। ইবন আবী হাতিম (রহ.) উরওয়া বিন যুবায়র ও আমর বিন ছাবিত হইতে বর্ণনা করেন যে, ইহা গযূয়ায়ে মারীসী-এ হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৫:৩৯০)

يَا آلَ الْمُهَاجِرِينَ (হে মুহাজিরগণ!) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অনুরূপই অধিকাংশ নুসখায় পৃথক ل দ্বারা উভয় স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। আর কতিপয় নুসখায় يَا لَلْمُهَاجِرِينَ (হে মুহাজিরগণ) এবং يا للأنصار (হে আনসারগণ) সংযুক্ত ل এর সহিত বর্ণিত হইয়াছে। আর কতিপয় নুসখায় يا ال المهاجرين রহিয়াছে। সকল বাক্যে ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর এই ل হইতেছে সাহায্যের আবেদনের ل বর্ণ। তবে সহীহ হইল لام موصولة (সংযুক্ত লাম)। ইহার অর্থ হইতেছে মুহাজিরগণকে ডাক, তাহাদের সাহায্য চাই। -(তাকমিলা ৫:৩৯০)

(৬৪৪৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ يَا لَلأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ". فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ فَقَالَ قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ "دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ".

(৬৪৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব, আহমাদ বিন আবাদা দাব্বিয়্যূ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... সুফিয়ান বিন উয়ায়না (রহ.) বলেন যে, আমর (রহ.) জাবির (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, আমরা এক যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। তখন একজন মুহাজির একজন আনসারের নিতম্বে আঘাত করিয়াছিল। সেই সময় আনসারী চীৎকার করিয়া বলিল, হে আনসার! আর মুহাজির ব্যক্তি ডাক দিল, হে মুহাজিরগণ! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ কী ব্যাপার! জাহিলিয়্যা যুগের মত হাঁক-ডাক কেন? তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! একজন মুহাজির একজন

আনসারকে থাপ্পড় মারিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ তোমরা এইরূপ কথাবার্তা ছাড়িয়া দাও। কেননা, ইহা তো ন্যাক্কারজনক। এরপর ঘটনাটি আবদুল্লাহ বিন উবাই শ্রবণ করিয়া বলিল, তাহারা কি এইরূপ কাণ্ড ঘটাইয়াছে? আল্লাহর কসম! আমরা মদীনায় ফিরিয়া গেলে সেইখানকার প্রবলরা অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কৃত করিয়া দিবে। উমর (রাযি.) বলিলেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দেই। তখন তিনি বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, যাহাতে লোকেরা বলাবলি না করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবীদের কতল করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (যাহাতে লোকেরা বলাবলি না করে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার সাহাবীদের কতল করেন)। এই মুনাফিক ইহারই উপযুক্ত ছিল। কিন্তু উপযোগিতার বিবেচনায় কতল করা হইল না। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কতিপয় এখতিয়ার তরক করা উত্তম এবং বিরাট ফিতনার আশংকায় কতিপয় ফ্যাসাদের উপর ধৈর্যধারণ করা ভাল। -(তাকমিলা ৫:৩৯২)

(৬৪৪৪) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ". قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي رِوَايَتِهِ عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا.

(৬৪৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, ইসহাক বিন মানসূর ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মুহাজির একজন আনসারীকে থাপ্পড় মারিয়াছিল। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল এবং তাঁহার কাছে প্রতিশোধ চাহিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহা ছাড়িয়া দাও। কেননা, ইহা তো নোংরা কাজ। ইবন মানসূর (রহ.) আমর বর্ণিত হাদীছে বলিয়াছেন যে, তিনি জাবির (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন।

بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনদের পারস্পরিক সহমর্মিতা, হামদরদী ও সহযোগিতা-এর বিবরণ

(৬৪৪৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا".

(৬৪৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ আমির আশ'আরী, আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য একটি ইমারত সদৃশ, যাহার এক অংশ আরেক অংশকে মযবূত করে।

(৬৪৪৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى".

মুসলিম ফর্মা -২১-১৬/২

(৬৪৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বাশীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মু'মিনদের দৃষ্টান্ত তাহাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও হামদরদীর দিক দিয়া একটি মানব দেহের মত। যখন তাহার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তাহার সমগ্র দেহ ডাকিয়া আনে অনিদ্রা ও জ্বর।

(৬৪৪৭) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

(৬৪৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক হানযালী (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বাশীর (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৪৪৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ".

(৬৪৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... নু'মান বিন বাশীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মু'মিন সম্প্রদায় এক ব্যক্তির ন্যায়। যখন তাহার মাথায় অসুস্থতা দেখা দেয় তখন সমগ্র দেহই জ্বর ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

(৬৪৪৯) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ".

(৬৪৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) ... নু'মান বিন বাশীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সমস্ত মুসলমান এক ব্যক্তির মত। যদি তাহার চক্ষু পীড়িত হয় তবে তাহার সমগ্র দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে। যদি তাহার মাথা অসুস্থ হয় তাহা হইলে সমগ্র শরীরই অসুস্থ হইয়া পড়ে।

(৬৪৫০) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

(৬৪৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বাশীর (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السِّبَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ গালি-গালাজ নিষিদ্ধ হওয়া-এর বিবরণ

(৬৪৫১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ"

(৬৪৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ দুই ব্যক্তি যখন গালি-গালাজে লিপ্ত হয় তখন তাহাদের উভয়ের গোনাহ তাহার উপরই বর্তাইবে, যে প্রথমে শুরু করিয়াছে; যতক্ষণ না মাযলূম সীমালংঘন করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ আবূ দাউদ শরীফে الادب অধ্যায়ে باب المستبان এর মধ্যে আছে। আর তিরমিযী শরীফে البر والصلة অধ্যায়ে باب ما جاء فى الشتم এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৫:৩৯৬)

اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ (দুই ব্যক্তি যখন গালি-গালাজে লিপ্ত হয় তখন তাহাদের উভয়ের গোনাহ তাহার উপরই বর্তাইবে, যে প্রথমে শুরু করিয়াছে)। اَلْمُسْتَبَّانِ শব্দটি مبتدأ (উদ্দেশ্য) আর পরবর্তী বাক্য অর্থাৎ ما قالا فعلى البادى উহার خبر (বিধেয়)। ইহার অর্থ হইতেছে ان الرجلين اذا تسابا (দুই ব্যক্তি যখন গাল-মন্দে লিপ্ত হয়)। তখন এতদুভয়ের গাল-মন্দের গুনাহ সেই ব্যক্তির উপর বর্তাইবে, যে প্রথমে শুরু করিয়াছে। কেননা দ্বিতীয়জন গাল দিয়াছে প্রতিশোধে তাহার শাস্তিস্বরূপ। তবে সে যদি প্রতিশোধ গ্রহণে অতিরিক্ত না করে এবং প্রথম ব্যক্তি হইতে অতিরিক্ত না বলে। তবে যদি প্রথম ব্যক্তি হইতে কিছু অতিরিক্ত বলে, তাহা হইলে সে অতিরিক্ত অংশের গুনাহের ভাগী হইবে। আর এই অর্থই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছের শেষের দিকের ইরশাদ ما لم يعتد المظلوم (যতক্ষণ না মাযলূম সীমালংঘন করে)-এর মধ্যে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৩৯৬)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষমা ও বিনয়ের ফযীলত

(৬৪৫২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ".

(৬৪৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সাদাকা করাতে সম্পদের ঘাটতি হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীতি হইলে তিনি তাহার মর্যাদা বাড়াইয়া দেন।

بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গীবত করা হারাম-এর বিবরণ

(৬৪৫৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ". قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ". قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِى أَخِى مَا أَقُولُ قَالَ "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ".

(৬৪৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা কি জান, গীবত কী জিনিস? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই

ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, (গীবত হইল) তোমার ভাই-এর সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যাহা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হইল, আমি যাহা বলিতেছি তাহা যদি আমার ভাই-এর মধ্যে থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বলিলেন, তুমি তাহার সম্পর্কে যা বলিয়াছ তাহা যদি তাহার মধ্যে থাকে তাহা হইলেই তুমি তাহার গীবত করিলে। আর যদি তাহা তাহার মধ্যে না থাকে তাহা হইলে তো তুমি তাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিলে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

গীবত একটি মারাত্মক গুনাহ। তাই সাধারণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করা হইয়াছে যে, কেহ গীবত শ্রবণ করিলে তাহার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ হইতে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করিবে। প্রতিরোধের শক্তি না থাকিলে কমপক্ষে তাহা শ্রবণ করা হইতে বিরত থাকিবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শ্রবণ করাও নিজে গীবত করার মতই।

হযরত আবূ সাঈদ (রাযি.) ও জাবির (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন الغيبة اشد من الزنا অর্থাৎ গীবত ব্যভিচার হইতেও মারাত্মক গুনাহ। সাহাবায়ে কিরাম আরয করিলেন, ইহা কিরূপে? তিনি ইরশাদ করিলেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করিবার পর তাওবা করিলে তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়, কিন্তু যে গীবত করে, তাহার গুনাহ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না। (মাযহারী)

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তাই যাহার গীবত করা হয়, তাহার কাছে মাফ নেওয়া জরুরী। কোন কোন আলিম বলেন, যাহার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তাহার কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত বান্দার হক হয় না। তাই তাহার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়। -(রুহুল-মাআনী) কিন্তু বয়ানুল কুরআনে এই কথা উদ্ধৃতি করিয়া বলা হইয়াছে : এমতাবস্থায় যদিও তাহার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়, কিন্তু যাহার সামনে গীবত করা হয় তাহার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজ গুনাহ স্বীকার করা জরুরী। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা লাপাত্তা হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার কাফ্ফারা এই যে, যাহার গীবত করা হইয়াছে, তাহার জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে মাগফিরাতের দু'আ করিবে এবং এইরূপ বলিবে : হে আল্লাহ! আমার ও তাহার গুনাহ মাফ করুন। হযরত আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাই বলিয়াছেন।

মাসয়ালা ঃ কোন কোন রিওয়ায়ত হইতে প্রমাণিত হয় যে, সূরা হুজুরাতের আয়াত এবং হাদীছ শরীফে সকল গীবতকেই হারাম করা হয় নাই। কতক গীবতের অনুমতি আছে। উদাহরণতঃ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কাহারও দোষ বর্ণনা করা জরুরী হইলে তাহা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। তবে প্রয়োজন ও উপকারিতাটি শরীআতসম্মত হইতে হইবে। উদাহরণতঃ কোন অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা যে, তাহার অত্যাচার দূর করিতে সক্ষম। কাহারও সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাহার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা। কোন ঘটনা সম্পর্কে ফাতওয়া গ্রহণ করিবার জন্য ঘটনার বিবরণ দান করা। মুসলমানদেরকে কোন ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট হইতে বাঁচানোর জন্যে তাহার অবস্থা বর্ণনা করা, কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যেই ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ করে, তাহার কুকর্ম আলোচনা করাও গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করিবার কারণে মাকরূহ। -(বয়ানুল কুরআন, রুহুল মাআনী) এই সকল মাসয়ালায় অভিন্ন বিষয় এই যে, কাহারও দোষ আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে হেয় করা না হওয়ার চাই; বরং প্রয়োজন বশতঃই আলোচনা হওয়া চাই। -(মাআরিফুল কুরআন লি মুফতী শফী রহ.)

بَابُ بِشَارَةِ مَنْ سَتَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَيْبَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুনইয়াতে আল্লাহ যাহার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন আখিরাতেও তাহার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার সু-সংবাদ-এর বিবরণ

(৬৪৫৪) حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৪৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমাইরা বিন বিসতাম আয়শী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দুনইয়াতে যেই বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখিয়াছেন, কিয়ামত দিবসেও তাহার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখিবেন।

(৬৪৫৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৪৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন বান্দা যদি অপর কাহারও দোষ-ত্রুটি দুনইয়াতে গোপন রাখে আল্লাহ তা'আলা তাহার দোষ-ত্রুটি কিয়ামত দিবসে গোপন রাখিবেন।

بَابُ مُدَارَاةِ مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কাহারও দুরাচরণের ভয়ে সহনশীলতা প্রদর্শন-এর বিবরণ

(৬৪৫৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "ائْذَنُوا لَهُ فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ". فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَ "يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ".

(৬৪৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমর নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাহিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ তোমরা তাহাকে আসার অনুমতি দাও। সে তো বংশের কুসন্তান কিংবা তাহার গোত্রের সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক। সে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশ করিল তখন তিনি তাহার সহিত নম্র ভাষায় কথা বলিলেন। তখন আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি তো তাহার সম্বন্ধে যাহা বলার বলিলেন। এরপর তাহার সহিত নম্র ভাষায় কথা বলিলেন? তিনি বলিলেন, হে আয়িশা! কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্তরের বলে গণ্য হইবে, যাহাকে লোকজন তাহার দুর্ব্যবহারের জন্য পরিত্যাগ করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হযরত আয়িশা রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الادب অধ্যায়ে باب ما يجوز من اعتياب اهل الفساد والريب এবং باب لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا এবং باب المداراة مع الناس এ আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফেও আছে। -(তাকমিলা ৫:৪০০)

أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাহিল)। সেই হইল উওইয়াইনা বিন হাসান আল ফাযারী। -(তাকমিলা ৫:৪০০)

فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ (সে তো বংশের কুসন্তান)। الْعَشِيرَةِ হইল القبيلة او الجماعة (গোত্র বা দল)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, সে তাহার বংশে মন্দ লোক। এই উওইয়ায়না বিন হাসান তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। যদিও সে ইসলাম প্রকাশ করিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য। যাহাতে তাহার প্রকৃত অবস্থা না জানার কারণে লোকেরা ধোঁকায় পতিত না হয়। -(ঐ)

أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ (তখন তিনি তাহার সহিত নম্র ভাষায় কথা বলিলেন)। অর্থাৎ تحدث معه بلين ورفق (তিনি তাহার সহিত নম্র ও কোমল ভাষায় কথা বলিলেন। -(তাকমিলা ৫:৪০০)

(৬৪৫৭) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ فِى هٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ مَعْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "بِئْسَ أَخُو الْقَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيرَةِ".

(৬৪৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন মুনকাদির হইতে এই সনদে এই মর্মে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহার বর্ণনায় পার্থক্য এতটুকু যে, তিনি (فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرِ এর স্থলে) بِئْسَ أَخُو الْقَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيرَةِ (গোত্রের সর্বাপেক্ষা মন্দ ভাই এবং এই বেটা বংশের কুসন্তান) বলিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ الرِّفْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ নম্র ব্যবহারের ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৪৫৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ".

(৬৪৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জারীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি নম্রতা হইতে বঞ্চিত সে প্রকৃত কল্যাণ হইতেই বঞ্চিত।

(৬৪৫৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ".

(৬৪৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... জারীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি নম্রতা হইতে বঞ্চিত সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত।

(৬৪৬০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ".

(৬৪৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ নম্রতা হইতে বঞ্চিত ব্যক্তি কল্যাণ হইতে বঞ্চিত। কিংবা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নম্রতা হইতে বঞ্চিত হইবে সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে।

(৬৪৬১) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ يَعْنِي بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّٰهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ".

(৬৪৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজীবী (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হে আয়িশা! আল্লাহ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার জন্য এমন কিছু দান করেন যাহা কঠোরতার জন্য দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর জন্যও তাহা দান করেন না।

(৬৪৬২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ".

(৬৪৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আম্বরী (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ নম্রতা যে কোন বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যেকোন বিষয় হইতে নম্রতা বিদূরিত হইলে তাহাকে কলুষিত করে।

(৬৪৬৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرًا فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ". ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(৬৪৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা মিকদাম বিন শুরায়হ বিন হানী (রহ.)কে এই সনদে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার হাদীছে অতিরিক্ত বলিয়াছেন, আয়িশা (রাযি.) একটি উটের পিঠে সওয়ার হইয়াছিলেন। উটটি ছিল কঠোর স্বভাবের। তাই তিনি তাহাকে শক্তভাবে ফিরাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তোমার উচিত নম্র ব্যবহার করা। পরবর্তী অংশ রাবী উক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ চতুস্পদ প্রাণী ইত্যাদিকে লা'নত করা হইতে বিরত থাকা-এর বিবরণ

(৬৪৬৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ". قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.

(৬৪৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। সে সময় এক আনসার মহিলা একটি উষ্ট্রীর পিঠে সাওয়ার ছিলেন। তিনি তাহার (আচরণে) বিরক্ত হইয়া তাহার উপর লা'নত করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তোমরা ইহার উপর যাহা আছে তাহা নিয়া নাও এবং ইহাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা, সে তো অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন ইমরান (রাযি.) বলিলেন, আমি যেন সেই উষ্ট্রীটি এখনও দেখিতেছি, যে মানুষের মাঝে হাঁটিতেছে; অথচ কেউ তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا (তোমরা ইহার উপর যাহা আছে তাহা নিয়া নাও এবং ইহাকে ছাড়িয়া দাও)। অর্থাৎ উটের উপর আসবাব-পত্র যাহা আছে তাহা তোমরা নামাইয়া ফেল এবং তাহাকে ছাড়িয়া দাও। যাহাতে তাহার মালিক আমাদের কাফেলায় না থাকে। ইহা তিনি তিরস্কার স্বরূপ বলিয়াছেন। কেননা, তিনি পূর্বেই অভিশাপ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলে অভিশম্পাৎকারিণী মহিলার শাস্তি স্বরূপ তাহার উট ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৫:৪০৫)

فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ (কেননা, সে তো অভিশপ্ত)। অর্থাৎ তাহার মালিক তাহাকে অভিসম্পাৎ করিয়াছে। সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে অভিশপ্ত নহে। কেননা সে গায়রে মুকাল্লিফ। -(তাকমিলা ৫:৪০৫)

(৬৪৬৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيلَ. نَحْوَ حَدِيثِهِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ فَقَالَ "خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَأَعْرُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ".

(৬৪৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আবূ রাবী' ও ইবন আবূ উমর (রাযি.) তাঁহারা ... ইসমাঈলের সনদে আইউব হইতে তাঁহার হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাম্মদ বর্ণিত হাদীছে ইমরান বলিয়াছেন فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ (আমি যেন সেই মেটো রং এর উষ্ট্রীটি এখানো দেখিতে পাইতেছি); আর সাকাফী (রহ.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَأَعْرُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ (ইহার উপর যাহা কিছু আছে তাহা নামাইয়া ফেল এবং তাহাকে খালি করিয়া দাও। কেননা, সে তো অভিশপ্ত।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ نَاقَةً وَرْقَاءَ (মেটো রং এর উষ্ট্রীটি)। وَرْقَاءَ শব্দটি الاورق এর স্ত্রীলিঙ্গ। ইহা হইল সাদার সহিত কালো মিশ্রিত রং, মেটো রং। -(তাকমিলা ৫:৪০৫)

أَعْرُوهَا (তাহাকে খালি করিয়া দাও)। অর্থাৎ انزعوا عنها لباسها ومتاعها حتى يصير عارية (তোমরা তাহার পোষাক ও আসবাব-পত্র নামাইয়া ফেল, যাহাতে সে খালি হইয়া যায়। -(তাকমিলা ৫:৪০৫)

(৬৪৬৬) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَتْ حَلْ اللَّهُمَّ الْعَنْهَا. قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ".

(৬৪৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী ফুযায়ল বিন হুসায়ন (রহ.) তিনি ... আবূ বারযাহ আসলামী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একটি বালিকা একটি উটনীর উপর আরোহিত ছিল। সেইটির উপরে তাহার গোত্রের কিছু মালামাল ছিল। হঠাৎ সে নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইল এবং তাহাদের প্রতি রশি টানিয়া বালিকাটি বলিল, حَلْ اللَّهُمَّ الْعَنْهَا (উট চালনার শব্দ) 'হে আল্লাহ! ইহার উপর লানত বর্ষণ করুন'। রাবী বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই উটনীর উপর লা'নত করা হইয়াছে, সেইটি যেন আমাদের সহিত না থাকে।

(৬৪৬৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ "لاَ ايْمُ اللَّهِ لاَ تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللَّهِ". أَوْ كَمَا قَالَ.

(৬৪৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ ও সুলায়মান তায়মী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি মু'তামির (রহ.) বর্ণিত হাদীছে এইটুকু বাড়াইয়া বলিয়াছেন, "আল্লাহর কসম! আমাদের সহিত যেন সেই উটনীটি না থাকে, যাহার উপর আল্লাহর তরফ হইতে অভিশাপ বর্ষণ করা হইয়াছে, কিংবা তিনি যেইভাবে বলিয়াছেন।

(৬৪৬৮) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا".

(৬৪৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ একজন সিদ্দীকের পক্ষে অভিশাপকারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا (একজন সিদ্দীকের পক্ষে অভিশাপকারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়)। কেননা, অভিশাপ দেওয়া মুমিনগণের চরিত্র নহে। তাহার মধ্যে তো পরস্পরের মধ্যে রহমতের দু'আ করার চরিত্র দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই হাদীছের কারণ যাহা আল্লামা বায়হাকী (রহ.) 'শুয়াবুল ঈমান' গ্রন্থে ৪:২৯৪ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন ঃ عن عائشة رضى الله عنها قالت مر النبى صلى الله عليه وسلم بابى بكر - وهو يلعن رقيقه فالتفت اليه وقال - لعانين وصديقين؟ كلا ورب الكعبة - قال فاعتق ابوبكر رضى الله يومئذ بعض رقيقه - ثم جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لا اعود (হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁহার এক গোলামকে অভিশাপ দিতেছিলেন। তখন তিনি তাহার দিকে তাকাইয়া ইরশাদ করিলেন, অধিক লা'নতকারী এবং অধিক সিদ্দীক কি একসাথে হয়? কখনও নহে, কা'বার রব্বের কসম! তিনি বলেন, অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) সেই দিনই উক্ত গোলামটিকে আযাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, পুনরায় আর কখনও ইহা করিব না)। -(তাকমিলা ৫:৪০৬)

(৬৪৬৯) حَدَّثَنِيهِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬৪৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... 'আলা বিন আবদুর রহমান (রহ.) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৪৭০) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْجَادٍ مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَا خَادِمَهُ فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ. فَقَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৪৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... যায়দ বিন আসলাম (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, আবদুল মালিক বিন মারওয়ান উম্মু দারদা (রাযি.)-এর কাছে তাহার নিজের পক্ষ হইতে কিছু গৃহ সজ্জিত সামগ্রী পাঠাইলেন। এক রাত্রে আবদুল মালিক নিদ্রা হইতে জাগিয়া তাহার খাদিমকে ডাকিলেন। সে তাহার কাছে আসিতে দেরী করিয়া ফেলিল। ইহাতে তিনি তাহাকে লা'নত করিলেন। রাত্র পোহাইলে পর উম্মু দারদা (রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, আমি শুনিলাম যখন আপনি রাত্রে আপনার খাদিমকে ডাকিয়াছিলেন তখন তাহাকে অভিশাপ দিয়াছেন। এরপর তিনি বলিলেন, আমি আবূ দারদা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লা'নত-কারীরা কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারী কিংবা সাক্ষ্যদাতা হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِأَنْجَادٍ (গৃহ সজ্জিত সামগ্রী)। أَنْجَاد শব্দটি نجد (ن এবং ج বর্ণে যবর পঠনে)-এর বহুবচন। উহা হইল গৃহ সামগ্রী যাহা দ্বারা ঘর সজ্জিত করা হয় যেমন বিছানা, বালিশ, পর্দা ইত্যাদি। আল্লামা জাওহারী উল্লেখ করিয়াছেন ج বর্ণে সাকিনসহ পঠনে ইহা বহুবচন نجود ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ উম্মু দারদা (রাযি.) মালিক বিন মারওয়ান (রহ.)-এর ঘরে মেহমান হইয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৫:৪০৬-৪০৭)

لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারী কিংবা সাক্ষ্যদাতা হইতে পারিবে না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কিয়ামতের দিন মুমিনগণ স্বীয় জাহান্নামী মুমিন ভাইদের জন্য যখন সুপারিশ করিবেন তখন তাহারা সুপারিশ করিতে পারিবে না। আর وَلَا شُهَدَاءَ (আর সাক্ষ্যদাতাও হইতে পারিবে না) ইহাতে তিনটি অভিমত রহিয়াছে। সর্বাধিক সহীহ ও প্রসিদ্ধ অভিমত হইতেছে যে, (এক) কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীগণ যে, তাহাদের উম্মতের কাছে দ্বীনের দাওয়াত যথাযথভাবে তাবলীগ করিয়াছেন উহার সাক্ষ্য দিতে পারিবে না। (দুই) দুনইয়াতে সাক্ষী হইতে পারিবে না। অর্থাৎ তাহারা ফাসিক হওয়ার কারণে তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না। (তিন) তাহারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হইলেও শহীদের মত রিযিক প্রাপ্ত হইবে না। আর যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا (একজন সিদ্দীকের পক্ষে অভিশাপকারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়) এবং لايكون اللعانون شفعاء (অভিশাপকারীরা সুপারিশকারী হইতে পারিবে না) এতদুভয় বাক্যে التكثير (অধিক)-এর সীগা ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু তিনি لاعنا এবং اللاعنون ইরশাদ করেন নাই। কেননা, হাদীছে অত্যাধিক লা'নতকারীর তিরস্কার বর্ণিত হইয়াছে, একবার, দুইবার নহে। অধিকন্তু ইহা হইতে মুবাহ লা'নতও বাহির হইয়া গিয়াছে। যেমন শরীয়তে বর্ণিত হইয়াছে। لعنة الله على الظالمين (যালিমদের উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত হউক) لعن الله اليهود والنصارى (ইয়াহুদী-নাসারাদের উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হউক)। -(তাকমিলা ৫:৪০৭)

(৬৪৭১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ.

(৬৪৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ ও আসিম বিন নাযর তায়মী যায়দ বিন আসলাম (রহ.) হইতে এই সনদে হাফস বিন মায়সারা (রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৪৭২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي حَازِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৪৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হইবে না।

(৬৪৭৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ "إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً".

(৬৪৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহকে বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি মুশরিকদের বদ দু'আ করুন। তিনি বলিলেন ঃ আমি তো লা'নতকারী রূপে প্রেরিত হই নাই; বরং প্রেরিত হইয়াছি রহমত স্বরূপ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا (আমি তো লা'নতকারী রূপে প্রেরিত হই নাই)। অর্থাৎ অত্যধিক লা'নত করা আমার অভ্যাস এবং তরীকা নহে। তবে বীরে মাউনায় হত্যাকারী রি'ল যাকওয়ান সম্প্রদায়ের প্রতি বদদু'আ করা, ইহাতো এই হাদীছ বর্ণনা করিবার পূর্বেকার। কিংবা এই হাদীছ উক্ত হাদীছ রহিতকারী। কুরতুবী ইহাকেই প্রধান্য দিয়াছেন। কিংবা এই ব্যাপক হাদীছ হইতে উহা ব্যতিক্রম। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৪০৮)

بَابُ مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَبَّهُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ أَهْلاً لِذٰلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا وَرَحْمَةً

অনুচ্ছেদ ঃ যাহাদের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করিয়াছেন, তিরস্কার করিয়াছেন অথবা বদ-দু'আ করিয়াছেন; অথচ তাহারা ইহার যোগ্য নয়, তাহাদের জন্য তাহা পবিত্রতা, পুরস্কার ও রহমত স্বরূপ-এর বিবরণ

(৬৪৭৪) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ فَكَلَّمَاهُ بِشَىْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هٰذَانِ قَالَ "وَمَا ذَاكِ". قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا قَالَ

"أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا".

(৬৪৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুইজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। তাহারা তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে আলোচনা করিল। তাহা কী ছিল, আমি জানি না। এরপর তাহারা তাঁহাকে রাগান্বিত করিয়াছিল। তিনি তাহাদের উভয়কে লা'নত করিলেন এবং তিরস্কার করিলেন। যখন তাহারা বাহির হইয়া গেল আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সবাই আপনার কাছ হইতে কল্যাণ লাভ করিল। আর ইহারা দুইজনে কিছুই পাইবে না। তিনি বলিলেন, সে কী ব্যাপার! তিনি (আযিশা রাযি.) বলিলেন, আপনি তো তাহাদের উভয়কে লা'নত দিয়াছেন এবং তিরস্কার করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ তুমি কি জান আমার পালনকর্তার সহিত এই বিষয়ে আমার কী কথা হইয়াছে? আমি বলিয়াছিলাম, "হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ। আমি কোন মুসলমানকে লা'নত করিলে কিংবা তিরস্কার করিলে তাহা তুমি তাহার জন্য পবিত্রতা ও পুরস্কার বানাইয়া দিও।"

(৬৪৭৫) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ فِي حَدِيثِ عِيسَى فَخَلَوَا بِهِ فَسَبَّهُمَا وَلَعَنَهُمَا وَأَخْرَجَهُمَا.

(৬৪৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব, আলী বিন হুজর সা'দ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আলী বিন খাশরাম (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রাযি.) হইতে এই সনদে জারীর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ঈসা (রহ.) বর্ণিত হাদীছে বলেন, এরপর তাহারা তাঁহার সহিত একান্তে মিলিত হইলেন, তখন তিনি তাহাদের উভয়কে তিরস্কার করিলেন এবং তাহাদের লা'নত দিয়া বাহির করিয়া দিলেন।

(৬৪৭৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً".

(৬৪৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ। সুতরাং আমি কোন মুসলমানকে গালি দিলে কিংবা তাহাকে লা'নত করিলে অথবা মারিলে তখন আপনি তাহার জন্য তাহা পবিত্রতা ও রহমত বানাইয়া দিন।"

(৬৪৭৭) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ "زَكَاةً وَأَجْرًا".

(৬৪৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহার হাদীছে (رحمة এর স্থলে) زَكَاةً وَأَجْرًا (পবিত্রতা ও ছাওয়াব) উল্লিখিত হইয়াছে।

(৬৪৭৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. مِثْلَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى جَعَلَ "وَأَجْرًا". فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَعَلَ "وَرَحْمَةً". فِي حَدِيثِ جَابِرٍ.

(৬৪৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইবন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ঈসা (রহ.) বর্ণিত হাদীছে اَجْعَلْ (বানাইয়া দাও) উল্লেখ আছে। আর আবূ হুরায়রা এর হাদীছে اَجْرًا (পুরস্কার) কথাটির উল্লেখ রহিয়াছে এবং জাবির (রাযি.)-এর হাদীছে واجعل رحمةً (বানাইয়া দাও রহমত) কথাটির উল্লেখ আছে।

(৬৪৭৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَىُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلاَةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৪৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হইতে যেই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছি, আপনি কখনও তাহার খিলাফ করিবেন না। আমি তো একজন মানুষ। সুতরাং আমি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিলে, গালি দিলে, লা'নত করিলে, তাহাকে কোড়া লাগাইলে তাহা তাহার জন্য রহমত, পবিত্রতা ও নৈকট্য বানাইয়া দিন, যাহার দ্বারা সে কিয়ামত দিবসে তোমার নৈকট্য লাভ করিতে পারে।

(৬৪৮০) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ "أَوْ جَلَدُّهُ". قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَهِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هِيَ "جَلَدْتُهُ".

(৬৪৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ যিনাদ (রহ.) এই সনদে তাহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পার্থক্য এইটুকু যে, তিনি বলিয়াছেন, أَوْ جَلَدُّهُ (কিংবা আমি কোড়া মারিয়াছি) আবূ যিনাদ (রহ.) বলেন, এই শব্দটি আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর পরিভাষা মাত্র। আসলে এর অর্থ جَلَدْتُهُ (অর্থাৎ আমি তাহাকে শাস্তি দিয়াছি)।

(৬৪৮১) حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

(৬৪৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুলায়মান বিন মা'বাদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৪৮২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৪৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও নাসরিয়ীনের আযাদকৃত গোলাম সালিম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মদ তো একজন মানুষ। তিনি রাগান্বিত হন যেইভাবে একজন মানুষ রাগান্বিত হয়। আর আমি আপনার কাছ হইতে যেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছি আপনি কখনও তাহার খিলাফ করিবেন না। সুতরাং কোন মু'মিনকে আমি কষ্ট দিলে কিংবা তাহাকে গালি দিলে অথবা তাহাকে কোড়া লাগাইলে তাহা আপনি তাহার জন্য কাফ্‌ফারা ও নৈকট্য লাভের ওসীলা বানাইয়া দিন; যাহার দ্বারা কিয়ামত দিবসে সে আপনার নৈকট্য লাভ করিতে পারে।

(৬৪৮৩) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৪৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, "হে আল্লাহ! আমি কোন ঈমানদার বান্দাকে তিরস্কার করিলে আপনি তাহা তাহার জন্য কিয়ামত দিবসে আপনার নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানাইয়া দিন।"

(৬৪৮৪) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ كَفَّارَةً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৪৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হইতে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছি, আপনি কখনও তাহার খিলাফ করিবেন না। সুতরাং আমি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিলে কিংবা গালি বা শাস্তি দিলে আপনি তাহার জন্য তাহা কিয়ামত দিবসে কাফ্‌ফারা বানাইয়া দিন।

(৬৪৮৫) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَىُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا".

(৬৪৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি তো একজন মানুষ। আমি আমার পালনকর্তার সহিত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছি যে, কোন মুসলমান বান্দাকে আমি ভর্ৎসনা করিলে কিংবা তিরস্কার করিলে তাহা যেন তাহার জন্য পবিত্রতা ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য হয়।

(৬৪৮৬) حَدَّثَنِيهِ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬৪৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ খালফ (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি উক্ত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৪৮৭) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَةٌ وَهِىَ أُمُّ أَنَسٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَتِيمَةَ فَقَالَ "آنْتِ هِيَهْ لَقَدْ كَبِرْتِ لاَ كَبِرَ سِنُّكِ". فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِى فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ قَالَتِ الْجَارِيَةُ دَعَا عَلَىَّ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ يَكْبَرَ سِنِّى فَالآنَ لاَ يَكْبَرُ سِنِّى أَبَدًا أَوْ قَالَتْ قَرْنِى فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ". فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِى قَالَ "وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ". قَالَتْ زَعَمَتْ أَنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لاَ يَكْبَرَ سِنُّهَا وَلاَ يَكْبَرَ قَرْنُهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطِى عَلَى رَبِّى أَنِّى اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّى فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِى بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَقَالَ أَبُو مَعْنٍ يُتَيِّمَةٌ بِالتَّصْغِيرِ فِى الْمَوَاضِعِ الثَّلاَثَةِ مِنَ الْحَدِيثِ.

(৬৪৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবূ মা'আন রাকাশী (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রাযি.)-এর মাতা উম্মু সুলায়মের কাছে একজন ইয়াতীম বালিকা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন ঃ এই মেয়ে, তুমি তো বেশ বড় হইয়াছ; তবে তুমি দীর্ঘজীবি হইবে না। তখন ইয়াতীম বালিকাটি উম্মু সুলায়মের কাছে ফিরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন উম্মু সুলায়ম (রাযি.) বলিলেন, তোমার কী হইয়াছে? ওহে আমার মিষ্টি মেয়ে! মেয়েটি বলিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বদ দু'আ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি দীর্ঘজীবী হইব না। সুতরাং এখন হইতে আমি আর বয়সে বড় হইব না। অথবা সে سِنِّى এর স্থলে قَرْنِى (আমার সমবয়সী) বলিয়াছিল। এইকথা শ্রবণ করিয়া উম্মু সুলায়ম (রাযি.) তাড়াতাড়ি ওড়না পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ কী ব্যাপার, হে উম্মু সুলায়ম! তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি আমার ইয়াতীম বালিকাটিকে বদ দু'আ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন ঃ হে উম্মু সুলায়ম! সে কেমন কথা! কিসের বদ দু'আ? উম্মু সুলায়ম বলিলেন, সে তো ধারণা করিয়াছে যে, আপনি তাহাকে বদ্ দু'আ করিয়াছেন যেন তাহার বয়স না বাড়ে কিংবা তাহার সমবয়সীর বয়স বৃদ্ধি না পায়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকী হাসি দিয়া বলিলেন ঃ হে উম্মু সুলায়ম! তুমি কি জাননা যে, আমার পালনকর্তার সহিত এই মর্মে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছি এবং আমি বলিয়াছি যে, আমি তো একজন মানুষ। মানুষ যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে আমিও তাহাতে খুশী থাকি। আমি রাগান্বিত হই যেইভাবে মানুষ রাগান্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির বিপক্ষে বদ দু'আ করিলে সে যদি তাহার যোগ্য না হয় তাহা হইলে তাহা তাহার জন্য পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধি ও নৈকট্যের মাধ্যম বানাইয়া দিন, যাহার দ্বারা কিয়ামত দিবসে সে আপনার নৈকট্য লাভ করিতে পারে। আবূ মা'আন (রহ.) উল্লিখিত এক হাদীছে তিন জায়গায় يَتِيمَةٌ এর স্থলে يُتَيِّمَةٌ উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার অর্থ ছোট ইয়াতীম বালিকা।

(৬৪৮৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ قَالَ فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً وَقَالَ "اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ". قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِيَ "اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ". قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ "لاَ أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ". قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قُلْتُ لأُمَيَّةَ مَا حَطَأَنِي قَالَ قَفَدَنِي قَفْدَةً.

(৬৪৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বালকদের সহিত খেলাধূলা করিতেছিলাম। তখন রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইখানে আসিলেন। সেই সময় আমি একটি দরজার আড়ালে আত্মগোপন করিলাম। তিনি বলেন, তিনি আমাকে তাঁহার হাতে (আদর করিয়া) থাপ্পড় দিলেন এবং বলিলেন, যাও, মু'আবিয়াকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁহার কাছে গেলাম এবং বলিলাম, তিনি আহার করিতেছিলেন। (আমি ফিরিয়া আসিলে) তিনি বলেন, এরপর তিনি আমাকে বলিলেন, যাও, মু'আবিয়াকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। তখন আমি তাহার কাছে গেলাম এবং (ফিরিয়া আসিয়া) বলিলাম, তিনি পানাহার করিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ যেন তাহার উদর পূর্তি না করেন। ইবনুল মুছান্না (রহ.) বলেন, আমি উমায়্যাকে বলিলাম, مَا حَطَأَنِي আমাকে থাপ্পড় দিয়াছেন– এর অর্থ কি? তিনি বলিলেন, قَفَدَنِي قَفْدَةً অর্থাৎ তিনি আমাকে আদর করিয়াছেন।

(৬৪৮৯) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَبَأْتُ مِنْهُ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(৬৪৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ হামযা (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি ইবন আব্বাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি কতিপয় বালকের সহিত খেলিতেছিলাম। হঠাৎ রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইখানে আসিলেন। তখন আমি তাঁহার হইতে আত্মগোপন করিলাম। ... এরপর তিনি তাহার অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

بَابُ ذَمِّ ذِي الْوَجْهَيْنِ وَتَحْرِيمِ فِعْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ দ্বি-মুখী লোক ও তাহার কাজের নিন্দা প্রসঙ্গে

(৬৪৯০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ".

(৬৪৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ দুই চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে এই দলের কাছে এক চেহারায় আসিলে অন্য দলের কাছে অন্য চেহারায় যায়।

(৬৪৯১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ".

(৬৪৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন জুরায়জ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা মন্দ মানুষ সে-ই, যে দুই চেহারা বিশিষ্ট, একদলের কাছে এক মুখী হইয়া আসে ও অন্য দলের কাছে আরেক মুখী হইয়া যায়।

(৬৪৯২) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ".

(৬৪৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হিসাবে দুই চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে; যে এই দলের কাছে এক চেহারা নিয়া আসিবে, ঐ দলের কাছে অন্য চেহারা নিয়া যাইবে।

بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ وَبَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা বলা হারাম ও তাহা মুবাহ হওয়ার বিবরণ

(৬৪৯৩) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْحَرْبُ وَالإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

(৬৪৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হিজরতকারিণীদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে প্রথম বায়'আত গ্রহণকারীদের অন্যতমা উম্মু কুলসুম বিনত উকবা বিন মুঈত (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মাঝে আপোষ মীমাংসা করিয়া দেয়। সে কল্যাণের জন্যই বলে এবং কল্যাণের জন্যই চোগলখুরী করে। ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলিবার অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া আমি শ্রবণ করি নাই। যুদ্ধ ক্ষেত্রে, লোকদের মাঝে আপোষ-মীমাংসার জন্য, স্ত্রীর সহিত স্বামীর কথার ও স্বামীর সহিত স্ত্রীর কথা প্রসঙ্গে।

(৬৪৯৪) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ وَقَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ. بِمِثْلِ مَا جَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ.

(৬৪৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সালিহ (রহ.) বর্ণিত হাদীছে একটু পার্থক্য রহিয়াছে। রাবী বলেন, আর লোকেরা যাহা বলে তাহাতে তাঁহার অন্য কিছুর অনুমতি দানের কথা আমি শুনি নাই তিনটি ব্যতীত, যাহা ইবন শিহাব (রহ.)-এর উক্তিরূপে ইউনুস (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৪৯৫) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ إِلٰى قَوْلِهِ "وَنَمٰى خَيْرًا". وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

(৬৪৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... যুহরী (রাযি.) হইতে এই সনদে তাহার উক্তি نَمٰى خَيْرًا (কল্যাণের খাতিরেই চোগলখুরী করে) পর্যন্ত বর্ণিত আছে। এর পরের অংশ তিনি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ চোগলখুরী হারাম হওয়ার বিবরণ

(৬৪৯৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ". وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ كَذَّابًا".

(৬৪৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সাবধান! আমি তোমাদেরকে জানাইতেছি চোগলখুরী কী? ইহা হইতেছে রটনা করা, যাহাতে মানুষের মাঝে বৈরিতার সৃষ্টি হয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলিতে বলিতে সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়; আবার কেহ মিথ্যা বলিতে বলিতে মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।

بَابُ قُبْحِ الْكَذِبِ وَحُسْنِ الصِّدْقِ وَفَضْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যার মন্দত্ব এবং সত্যের সৌন্দর্য ও তাহার ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৪৯৭) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ كَذَّابًا".

(৬৪৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, উসমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সত্যবাদিতা নেকীর দিকে পথ প্রদর্শন করে আর নেকী জান্নাতের পথের নির্দেশ দেয়। কোন মানুষ সত্য কথা রপ্ত করিতে থাকিলে অবশেষে আল্লাহর কাছে (সত্যবাদী হিসাবে তাহার নাম) লিপিবদ্ধ হয়। আর মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে এবং জাহান্নামের দিকে পথ দেখায়। কোন মানুষ মিথ্যা বলিতে থাকিলে এমনকি আল্লাহর কাছে (তাহার নাম) মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।

(৬৪৯৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا ". قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(৬৪৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও হান্নাদ বিন সাররী (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সত্যবাদিতা তো নেকী; আর নেকী জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। কোন বান্দা সত্যের সংকল্প করিলে অবশেষে সত্যবাদী হিসাবে তাহার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। আর মিথ্যা তো পাপ এবং পাপ জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। আর কোন বান্দা মিথ্যা সংকল্প করিলে অবশেষে তাহার নাম মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইবন আবূ শায়বা (রহ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহার বর্ণিত হাদীছ বলিয়াছেন।

(৬৪৯৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ".

(৬৪৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সত্য আঁকড়াইয়া ধরা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা, নেকীর দিক পরিচালিত করে, আর নেকী জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলিবার অভ্যাস রপ্ত করিলে ও সত্যের উপর সংকল্পবদ্ধ হইলে আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা হইতে সাবধান থাক! কেননা, মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ নিশ্চিত (জাহান্নামের) অগ্নির দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এবং মিথ্যার উপর সংকল্পবদ্ধ হইলে তাহার নাম আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়।

(৬৫০০) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ عِيسَى " وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ ". وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ " حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ ".

(৬৫০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মিনজাব বিন হারিস তামিমী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... আ'মাশ হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি ঈসা (রহ.)-এর হাদীছে সত্যের উপর সংকল্পবদ্ধ হয় এবং মিথ্যার উপর সংকল্পবদ্ধ হয় উল্লেখ করেন নাই। আর ইবন মাসহার (রহ.) বর্ণিত হাদীছে অবশেষে 'আল্লাহ তাহাকে লিখিয়া দিবেন' কথাটির উল্লেখ রহিয়াছে।

بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبِأَيِّ شَىْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ

অনুচ্ছেদঃ ক্রোধের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহার ফযীলত এবং কিসে ক্রোধ দূর হয়-এর বিবরণ

(৬৫০১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ". قَالَ قُلْنَا الَّذِي لاَ يُولَدُ لَهُ. قَالَ "لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا". قَالَ "فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ". قَالَ قُلْنَا الَّذِي لاَ يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ "لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".

(৬৫০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও উসমান বিন আবী শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে কাহাকে নিঃসন্তান বলিয়া গণ্য কর? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যাহার সন্তান হয় না তাহাকেই নিঃসন্তান মনে করি। তিনি বলিলেন, সেই ব্যক্তি নিঃসন্তান নয়; বরং সেই ব্যক্তিই নিঃসন্তান, যে তাহার কোন সন্তান আগে পাঠায় নাই (অর্থাৎ যাহার জীবদ্দশায় তাহার সন্তান মৃত্যুবরণ করে নাই)। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা তোমাদের মধ্যে কাহাকে পাহলোয়ান বলিয়া গণ্য কর? আমরা বলিলাম, যাহাকে লোকেরা কুস্তিতে হারাইতে পারে না। তিনি বলিলেন, তাহা নয়; বরং (প্রকৃত বীর সে-ই) যে ক্রোধের সময় নিজেকে বশে রাখিতে পারে।

(৬৫০২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

(৬৫০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আমাশ (রাযি.) হইতে এই সনদে তাহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৫০৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالاَ كِلاَهُمَا قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".

(৬৫০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়, যে কুস্তিতে বিজয়ী হয় এবং প্রকৃত বীর সে-ই; যে ক্রোধের সময় নিজেকে বশে রাখিতে পারে।

(৬৫০৪) حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ". قَالُوا فَالشَّدِيدُ أَيُّمَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".

(৬৫০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজিব বিন ওয়ালীদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়, যে কুস্তিতে বিজয়ী হয়।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাহা হইলে প্রকৃত বীর কে? তিনি বলিলেন, প্রকৃত বীর সে-ই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে বশে রাখিতে পারে।

(৬৫০৫) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬৫০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৫০৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ". فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ فَقَالَ وَهَلْ تَرَى. وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّجُلَ

(৬৫০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তাঁহারা ... সুলায়মান বিন সারদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া দুই ব্যক্তি ঝগড়া-ঝাটিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদের একজনের দুই চক্ষু (রাগে) লাল হইয়া গেল এবং তাহার শিরা-উপশিরা খাড়া হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ আমি এমন একটি কালিমা জানি, যাহা পাঠ করিলে তাহার ক্রোধ দূর হইয়া যায়। আর তাহা হইতেছে أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই)। (এই কথা শুনিয়া) সেই ব্যক্তি বলিল, আপনি কি আমাকে পাগল ভাবিয়াছেন? ইবনুল আ'লা (রহ.) বলিলেন, এরপর তিনি বলিলেন, তুমি কী মনে করিতেছ? আর তিনি الرَّجُلَ (লোকটি) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৫০৭) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ". فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَتَدْرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آنِفًا قَالَ "إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ". فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَمَجْنُونًا تَرَانِي-

(৬৫০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী আল-জাহযামী (রহ.) তিনি ... সুলায়মান বিন সারদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দুই ব্যক্তি মারামারি করিতে উদ্যত হইল। তাহাদের একজন ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইল এবং তাহার চেহারা রাগে লাল হইয়া গেল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি নযর করিলে বলিলেন ঃ আমি এমন একটি কালিমা জানি যা পাঠ করিলে তাহা (ক্রোধ) তাহার হইতে চলিয়া যায়। (আর তাহা হইল) আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। তখন যারা' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্য হইতে একজন সেই ব্যক্তির দিকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,

তুমি কি জান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাত্র কী বলিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন, অবশ্যই আমি এমন একটি কালিমা জানি, তাহা যদি সে পাঠ করিত তাহা হইলে তাহার হইতে তাহা (গোস্বা) চলিয়া যাইত। (আর তা হইল) এই– "আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই"। তখন সে ব্যক্তি তাহাকে বলিল, তুমি কি আমাকে পাগল মনে করিয়াছ?

(৬৫০৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৫০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ خُلِقَ الإِنْسَانُ خَلْقًا لاَ يَتَمَالَكُ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, সে নিজকে বশে রাখিতে পারে না-এর বিবরণ

(৬৫০৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لاَ يَتَمَالَكُ".

(৬৫০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে যখন আদম (আ.)-এর আকৃতি দান করেন তখন তিনি তাহাকে তাঁহার ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিলেন। আর ইবলীস তাহার চতুর্দিকে ঘুরাফেরা করিতে এবং দেখিতে লাগিল যে, জিনিসটি কি? সে যখন দেখিতে পাইল তাহা শূন্য পাত্র তখন বুঝিল যে, (আল্লাহ) তাহাকে এমন এক মাখলুক রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে নিজকে বশে রাখিতে পারে না।

(৬৫১০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৬৫১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাদ এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডলে মারার নিষেধাজ্ঞা-এর বিবরণ

(৬৫১১) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ"

(৬৫১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ তাহার ভাই এর সহিত মারামারি করে তখন সে যেন তাহার চেহারায় না মারে।

(৬৫১২) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ".

(৬৫১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ যিনাদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন কাহাকে মারে ...।

(৬৫১৩) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ".

(৬৫১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন প্রহার করে তখন সে যেন চেহারা পরহেজ করে (চেহারায় আঘাত না করে)।

(৬৫১৪) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ".

(৬৫১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আম্বরী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তাহার ভাইকে প্রহার করে তাহা হইলে সে যেন তাহার মুখমণ্ডলে আঘাত না করে।

(৬৫১৫) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ".

(৬৫১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী আল-যাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আর ইবন হাতিম বর্ণিত হাদীছেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যখন তাহার ভাইকে প্রহার করে সে যেন তাহার চেহারা বাঁচাইয়া রাখে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)কে তাহার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৬৫১৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ الْمَرَاغِيِّ وَهُوَ أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ".

(৬৫১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তাহার ভাইকে প্রহার করে, সে যেন তাহার চেহারা বাঁচাইয়া রাখে।

بَابُ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি লোকদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয় তাহার জন্য কঠোর সতর্কবাণী-এর বিবরণ

(৬৫১৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ

فَقَالَ مَا هٰذَا قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ. فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا".

(৬৫১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন হাকীম বিন হিযাম (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি একবার সিরিয়ায় কয়েকজন লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যাহাদের সূর্য তাপে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাহাদের মাথার উপর গরম তৈল ঢালা হইতেছিল। তখন তিনি বলিলেন, এই কী ব্যাপার! তাহাকে বলা হইল যে, খাজনার জন্য শাস্তি দেওয়া হইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, সাবধান! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সেইসব লোকদের শাস্তি দিবেন, যাহারা দুন্ইয়াতে মানুষকে (না হক) শাস্তি দেয়।

(৬৫১৮) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا شَأْنُهُمْ قَالُوا حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ. فَقَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا".

(৬৫১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশামের পিতা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হিশাম বিন হাকীম বিন হিযাম (রাযি.) সিরিয়ার কৃষকদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ইহাদের তীব্র রৌদ্রতাপে দাঁড় করানো হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, ইহাদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, জিযয়ার জন্য ইহাদের পাকড়াও করা হইয়াছে। তখন হিশাম বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের শাস্তি দিবেন, যাহারা পৃথিবীতে (অন্যায়ভাবে) মানুষকে শাস্তি দেয়।

(৬৫১৯) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا.

(৬৫১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশাম হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি জারীর বর্ণিত হাদীছে এইটুকু অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, সেই সময় ফিলিস্তীনে তাহাদের শাসক (গভর্নর) ছিলেন উমায়র বিন সা'দ। তিনি তাঁহার কাছে যান এবং তাহার সহিত কথাবার্তা বলেন। এরপর তিনি তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলে তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

(৬৫২০) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هٰذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا".

(৬৫২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন হাকীম (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি হিম্স এলাকার আমীরকে দেখিতে পান যে, তিনি জিযয়া আদায়ের জন্য কৃষকদের রৌদ্রতাপে শাস্তি দিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন, এ কী? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেইসব লোকদের শাস্তি দিবেন, যাহারা দুন্ইয়াতে মানুষকে (না হক) শাস্তি দেয়।

بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি মসজিদে, বাজারে বা অন্য কোন লোক সমাবেশে অস্ত্রসহ প্রবেশ করে, তাহার তীরের ফলক ধরার নির্দেশ-এর বিবরণ

(৬৫২১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا.

(৬৫২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ রবী‘ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বর্শাফলকসহ মসজিদে আসিয়াছিল। সে এইগুলোর ধারালো দিক বাহির করিয়া রাখিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধারালো দিক আঁকড়াইয়া রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, যাহাতে কোন মুসলমান আঘাত না পায়।

(৬৫২২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا".

(৬৫২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি জাবির (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি তীরসহ মসজিদে প্রবেশ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ইহার ধারালো দিকটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখ।

(৬৫২৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا. وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ.

(৬৫২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে তীর বন্টন করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এর ধারালো দিকটি আগলিয়া রাখিয়া চলার নির্দেশ দেন। ইবন রুমহ (রহ.) বলেন, সে তীর (বর্শা) সাদাকা করিতেছিল।

(৬৫২৪) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا". قَالَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَاللهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ.

(৬৫২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ‘আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেউ যদি তাহার হাতে বর্শা নিয়া কোন মজলিসে কিংবা বাজারে

প্রবেশ করে তাহা হইলে সে যেন ইহার ধারালো দিকটা আগলিয়া রাখে। এরপরও যেন সে তাহার ধারালো দিকটা আগলিয়া রাখে। এরপরও যেন সে তাহার ধারালো দিকটা আগলিয়া রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা একে অপরের উপর বর্শা নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব।

(৬৫২৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَىْءٍ". أَوْ قَالَ "لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا".

(৬৫২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আশ'আরী ও মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেহ যখন হাতে বর্শা নিয়া আমাদের মসজিদে আসে কিংবা আমাদের বাজারে গমন করে সে যেন ইহার ধারালো দিকটা নিজের হাতের তালু দ্বারা আগলিয়া রাখে। নতুবা তাহা দ্বারা কোন মুসলমানের (দেহে) আঘাত লাগিতে পারে। অথবা তিনি বলিয়াছেন, সে যেন তাহার ধারালো অংশ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالسِّلاَحِ إِلَى مُسْلِمٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমানের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা নিষিদ্ধ-এর বিবরণ

(৬৫২৬) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ".

(৬৫২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রাযি.) তাঁহারা ... ইবন সীরীন (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার ভাই-এর প্রতি (লৌহ নির্মিত) অস্ত্র উত্তোলন করিয়া সে তাহা ত্যাগ না করা পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তাহাকে লা'নত করিতে থাকে যদিও তাহার ভাই বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় হয়।

(৬৫২৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬৫২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৫২৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ".

(৬৫২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাদ বিন মুনাব্বিহ (রহ.) বলেন, এই হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহার মধ্যে একটি হইতেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন তরবারী উচ্চ করিয়া তাহার ভাই এর প্রতি ইশারা না করে। কেননা, তোমরা জান না, শয়তান তাহার হাতে ভর করিয়া তাহাকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করিবে।

بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করার ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৫২৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ".

(৬৫২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। তখন সে রাস্তার উপর একটি কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ডাল দেখিতে পাইয়া তাহা সরাইয়া দিল। আল্লাহ তা'আলা তাহার এই ভাল কাজটি পছন্দ করেন এবং তাহাকে (তাহার গুনাহ) ক্ষমা করিয়া দিলেন।

(৬৫৩০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لاَ يُؤْذِيهِمْ. فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ".

(৬৫৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া চলার সময় একটি কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের শাখা দেখিয়া বলিল, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই মুসলমানগণের যাতায়াতের পথ হইতে ইহা সরাইয়া ফেলিব, যাহাতে তাহাদের কোন কষ্ট না হয়। এরপর সে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করে।

(৬৫৩১) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ".

(৬৫৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জান্নাতে এক ব্যক্তিকে একটি বৃক্ষে আনন্দ উপভোগ করিতে দেখিয়াছি। এই বৃক্ষটি সে রাস্তার উপর হইতে অপসারণ করিয়াছিল, যেইটি লোকদের কষ্ট দিত।

(৬৫৩২) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ".

(৬৫৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, একটি বৃক্ষ মুসলমানদের (রাস্তা অতিক্রম করার সময়) কষ্ট দিত। এক ব্যক্তি আসিয়া সেইটি কাটিয়া ফেলে, এরপর সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

(৬৫৩৩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَازِعِ حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ "اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ".

(৬৫৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন, যাহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারি। তিনি বলিলেন, মুসলমানদের যাতায়াতের রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরাইয়া দিবে।

(৬৫৩৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ فَزَوِّدْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "افْعَلْ كَذَا افْعَلْ كَذَا أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ وَأَمِرَّ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ".

(৬৫৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ বারযাহ আসলামী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি জানিনা, হয়তো আপনি চলিয়া যাইবেন (ইনতিকাল করিবেন) আর আমি বাঁচিয়া থাকিব। কাজেই আমাকে এমন কিছু পাথেয় দিয়া যান যাহা দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ এইটি করিবে, এইটি করিবে। আবূ বকর (রহ.) তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরাইয়া ফেলিবে।

بَابُ تَحْرِيمِ تَعْذِيبِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُؤْذِي

অনুচ্ছেদ ঃ বিড়াল ও এইরূপ জন্তু যাহা মানুষকে কষ্ট দেয় না, তাহাদের শাস্তি দেওয়া-এর বিবরণ

(৬৫৩৫) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ يَعْنِي ابْنَ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ".

(৬৫৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা বিন উবায়দ দাবায়িয়্যু (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে একটি স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া হয়। এই বিড়ালটি সে বাঁধিয়া রাখে। অবশেষে সেইটি মারা যায়। এরপর সে স্ত্রীলোকটি জাহান্নামে প্রবেশ করে। সে উক্ত বিড়ালটিকে বন্দী অবস্থায় খাবারও দেয় নাই, পানিও পান করায় নাই, এমনকি ভূ-পৃষ্ঠের কীট-পতঙ্গ খাইয়া সেইটাকে বাঁচিবার সুযোগও দেয় নাই।

(৬৫৩৬) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ جَمِيعًا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ.

(৬৫৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ বিন জা'ফর বিন ইয়াহইয়াহ বিন খালিদ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে জুওয়ায়রিয়া বর্ণিত হাদীছের অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৫৩৭) وَحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ أَوْثَقَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ " .

(৬৫৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, একজন স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের জন্য আযাব দেওয়া হয়। সে এইটিকে বাঁধিয়া রাখে এবং এইটিকে খাবারও দেয় নাই এবং পানিও পান করায় নাই; এমনকি ভূ-পৃষ্ঠের কীট-পতঙ্গ খাইয়া বাঁচিয়া থাকার জন্য তাহাকে বন্ধনমুক্তও করে নাই।

(৬৫৩৮) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(৬৫৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৫৩৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا أَوْ هِرٍّ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمِّمُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً " .

(৬৫৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। এরপর তিনি এইরূপ বেশ কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি এই ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, একজন স্ত্রীলোক একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার দরুণ জাহান্নামে প্রবেশ করে। সে এইটিকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখে এবং বন্দী দশায় সে এইটিকে খাবার দেয় নাই, পানীয় দেয় নাই এবং তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ছাড়িয়াও দেয় নাই, যাহাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খাইয়া বাঁচিতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুৎপিপাসায় (কাতর হইয়া) মারা যায়।

بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার হারাম হওয়া-এর বিবরণ

(৬৫৪০) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الأَغَرِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ " .

(৬৫৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন ইউসুফ আযদী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ইয্যত সম্মান আল্লাহর ভূষণ এবং অহংকার তাঁহার চাদর। যেই ব্যক্তি এই ব্যাপারে আমার সহিত ঝগড়ায় অবতীর্ণ হইবে আমি তাহাকে অবশ্যই শাস্তি দিব।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقْنِيطِ الإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষকে আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ করা নিষিদ্ধ-এর বিবরণ

(৬৫৪১) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ "أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنٍ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِى يَتَأَلَّى عَلَىَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ". أَوْ كَمَا قَالَ.

(৬৫৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... জুনদুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি বলিল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবেন না। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ সেই ব্যক্তি কে যে কসম খাইয়া বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করিব না? আমি অমুককে ক্ষমা করিয়া দিলাম এবং তাহার কাজ (কসম)কে ব্যর্থ করিয়া দিলাম, কিংবা তিনি যেমন বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ (আমি অমুককে ক্ষমা করিয়া দিলাম)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের দলীল যে, তাওবা ব্যতীতও আল্লাহ তা'আলা যাহাকে চান তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দিতে পারেন। -(তাকমিলা ৫:৪৪২)

وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ (তাহার কাজ (কসম)কে ব্যর্থ করিয়া দিলাম)। মু'তাযিলারা ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, কবীরা গুনাহের দ্বারা আমল নষ্ট (ব্যর্থ) হইয়া যায়। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে কুফর ব্যতীত আমল ব্যর্থ হয় না। এই আমল ব্যর্থ হওয়ার ব্যাখ্যা হইতেছে যে, গুনাহের তুলনায় নেক কর্ম কম হইয়া যাইবে। ইহা রূপকভাবে ব্যর্থ নামকরণ করা হইয়াছে। এইরূপ সম্ভাবনাও রহিয়াছে তাহার অন্য কোন এমন আমল আছে যাহার কারণে সে কুফরীতে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে, ইহা আমাদের পূর্বের শরীআতে ছিল, ফলে এই হুকুম তাহাদের জন্য প্রযোজ্য। -(তাকমিলা ৫:৪৪২)

بَابُ فَضْلِ الضُّعَفَاءِ وَالْخَامِلِينَ

অনুচ্ছেদ ঃ অসহায় ও পতিত ব্যক্তিদের ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৫৪২) حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ".

(৬৫৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এমন অনেক আলুথালু কেশধারী মলিন চেহারা বিশিষ্ট নিগৃহীত অধঃপতিত ব্যক্তি রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহর নামে কসম করিলে আল্লাহ তাহা সত্যে পরিণত করিয়া দেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ هَلَكَ النَّاسُ

অনুচ্ছেদ ঃ 'মানুষ ধ্বংস হউক' বলা নিষিদ্ধ-এর বিবরণ

(৬৫৪৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ

سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ". قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ لاَ أَدْرِى أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ.

(৬৫৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কানাব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি বলে, ‘মানুষ ধ্বংস হউক’ তাহা হইলে সে সর্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, আমি জানিনা যে, তিনি أَهْلَكَهُمْ সে তাহাদের ধ্বংস করিয়াছে– বলিয়াছেন, না أَهْلَكُهُمْ তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত বলিয়াছেন? ك বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ أَوْ أَهْلَكُهُمْ (কিংবা তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত) বলিয়াছেন। أَهْلَكُهُمْ শব্দটির ك বর্ণে পেশ পঠনে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে অত্যধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। -(তাকমিলা ৫:৪৪৪)

(৬৫৪৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ جَمِيعًا عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬৫৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সুহায়ল (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার ও কল্যাণ করা-এর বিবরণ

(৬৫৪৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِىَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ".

(৬৫৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, জিবরাঈল (আ.) প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে এমনভাবে জোর দিয়া নির্দেশ দেন যে, আমি ধারণা করিতেছিলাম তিনি সম্ভবত তাহাকে ওয়ারিছ বানাইয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَتْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الادب অধ্যায়ে باب الوصاة بالجار এ আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে الادب অধ্যায়ে باب حق الجار এবং তিরমিযী শরীফে البر والصلة অধ্যায়ে باب ما جاء فى حق الجار এবং ইবন মাজা শরীফে الادب অধ্যায়ে باب حق الجار এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৪৪৫)

يُوصِينِى بِالْجَارِ (প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে এমনভাবে জোর দিয়া নির্দেশ দেন)। অর্থাৎ তাহার প্রতি দয়াদ্রতা প্রদর্শন এবং তাহার সহিত সদ্ব্যবহার ও ভদ্র আচরণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। الجار (প্রতিবেশী) শব্দটি মুসলিম ও কাফির, আবিদ ও ফাসিক, বন্ধু ও শত্রু, মুসাফির ও মুকীম, উপকারকারী ও ক্ষতিকারক, বন্ধু ও শত্রু, মুসাফির ও মুকীম, আত্মীয় ও

অনাত্মীয়, ঘর হিসাবে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই পরস্পর স্তর অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আল্লামা তিবরানী জাবির (রাযি.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন :

قال الجيران ثلاثة ـ جار له حق، وهو مشرك ـ له حق الجوار وجار له حقان وهو مسلم ـ له حق الجوار وحق الاسلام ـ وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم ـ له حق الجوار والاسلام والرحم ـ

তিনি ইরশাদ করেন, প্রতিবেশীসমূহ তিন প্রকার। এক প্রকার প্রতিবেশী তাহার শুধু প্রতিবেশীর আচরণ পাওয়ার হকদার, সে হইল মুশরিক। দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবেশীর দুইটি হক প্রাপ্য একটি হইল প্রতিবেশীর আচরণ পাওয়া এবং দ্বিতীয়টি ইসলাম হওয়ার হকদার। তিনি হইলেন মুসলিম প্রতিবেশী। আর তৃতীয় প্রকার প্রতিবেশী তিনটি হক প্রাপ্য প্রতিবেশীর হক, ইসলামের হক এবং আত্মীয়তার হক, তিনি হইলেন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। -(ফতহুল বারী ১০:৪৪২, তাকমিলা ৫:৪৪৫ সংক্ষিপ্ত)

(৬৫৪৬) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬৫৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৫৪৭) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ".

(৬৫৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারিরী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমনভাবে নির্দেশ দিতেছিলেন যে, আমি ধারণা করিতেছিলাম তিনি সম্ভবত তাহাকে ওয়ারিছ বানাইয়া দিবেন।

(৬৫৪৮) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ".

(৬৫৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ যার (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, হে আবূ যার! যখন তুমি তরকারী রান্না করিবে তখন তাহাতে পানি (শুরুওয়া) বেশী দিও এবং প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখিও।

(৬৫৪৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي "إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ".

(৬৫৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে অসীয়ত করিয়াছেন, যখন তুমি তরকারী রান্না কর তখন তাহাতে পানি বেশী করিয়া দিবে। এরপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর পরিজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। এরপর তাহা হইতে তাহাদের গৃহে কিছু সৌজন্যমূলক পৌছাইয়া দিও।

بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلاَقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষাৎকালে হাসি মুখে থাকা মুস্তাহাব

(৬৫৫০) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْخَزَّازَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ".

(৬৫৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান মিসমাঈ (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন ঃ কোন কিছু দান করাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, এমনকি (অপারগতায়) তোমার ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাকেও।

بَابُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যাহা হারাম নয় এমন বিষয়ে সুপারিশ করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৬৫৫১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ "اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ".

(৬৫৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোন ব্যক্তি প্রয়োজন নিয়া আসিলে তিনি তাঁহার সংগীদের বলিতেন, তোমরা ইহার জন্য সুপারিশ কর, তাহা হইলে সাওয়াব পাইবে। আর আল্লাহ তাঁহার নবীর মুখে এমন সমাধান দেন যাহা তিনি পছন্দ করেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَمُجَانَبَةِ قُرَنَاءِ السَّوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সৎ লোকের সাহচর্য পছন্দ করা এবং মন্দ লোকের সংসর্গ হইতে দূরে থাকা

(৬৫৫২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً".

(৬৫৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আলা হামদানী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : সৎ সাথী ও মন্দ সাথীর উপমা মিশকধারী ও অগ্নিকুণ্ডে ফুঁৎকার দানকারীর (কামারের) মত। মিশকধারী (বিক্রেতা) হয়তো তোমাকে কিছু দিবে (সুগন্ধি নেওয়ার জন্য হাতে কিছুটা লাগাইয়া দিবে) অথবা তুমি তাহার নিকট হইতে কিছুটা খরিদ করিতে পারিবে কিংবা তুমি তাহার

কাছ হইতে সুঘ্রাণ লাভ করিবে। আর অগ্নিকুণ্ডে ফুঁকদানকারী হয়তো তোমার কাপড় পুড়াইয়া দিবে অথবা তুমি তাহার দুর্গন্ধ পাইবে।

بَابُ فَضْلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ কন্যা সন্তানের প্রতি সদ্ব্যবহারের ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৫৫৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ".

(৬৫৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন কাহযায (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন বাহরাম ও আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার কাছে একটি স্ত্রীলোক আসিল। তখন তাহার সহিত তাহার দুইটি মেয়ে ছিল। সে আমার কাছে কিছু চাহিল। সে একটি খেজুর ছাড়া আমার কাছে কিছু পাইল না। আমি সেই খেজুরটিই তাহাকে দিলাম। সে সেইটি নিয়া তাহা তাহার দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল। নিজে তাহা হইতে কিছুই খাইল না। এরপর সে উঠিয়া চলিয়া গেল। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসিলে তাঁহার কাছে আমি ঘটনাটি বর্ণনা করিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি কন্যা সন্তান লালন পালনের পরীক্ষায় নিঃপতিত হয় আর তাহাদের সহিত সে সদ্ব্যবহার করে, তাহার জন্য ইহারা জাহান্নামের পর্দা হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الزكاة অধ্যায়ে باب اتقوا النار ولو بشق تمرة এবং الادب অধ্যায়ে باب رحمة الولد وتقبيله এর মধ্যে আছে। আর তিরমিযী শরীফে البر والصلة অধ্যায়ে باب ماجاء فى النفقة على البنات এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৪৫১)

جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ (একদা আমার কাছে একটি স্ত্রীলোক আসিল। তখন তাহার সহিত তাহার দুইটি মেয়ে ছিল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৪২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন তাহাদের নাম জানা নাই। তবে আগত ইরাক বিন মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে যে, সে মিসকীন ছিল। -(তাকমিলা ৫:৪৫১)

مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ (যেই ব্যক্তি কন্যা সন্তান লালন পালনের পরীক্ষায় নিঃপতিত হয়)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, পরীক্ষা নিঃপতিতের নামকরণ তো মানুষ স্বভাবগতভাবে তাহাদের লালন-পালনে অপছন্দ করিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (যখন তাহাদের কাহারও কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখ কাল হইয়া যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হইতে থাকে। –সূরা নাহল ৫৮) 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, এই আয়াতে তো আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলমানের শান তো এইরূপ নহে যে, তাহার মেয়ে সন্তান হইলে অপছন্দ করিবে। প্রকাশ্য যে, الابتلاء (পরীক্ষায় নিঃপতিত) শব্দটি ব্যবহার করিয়া ইশারা করা হইয়াছে যে, ছেলে সন্তানের অপেক্ষা মেয়ে সন্তান লালন পালন করা অধিক কষ্টকর। কেননা,

তাহাদের ব্যাপারে ভয় বেশী। আবার মাতা-পিতার জন্য তাহাদের উপার্জনও কম। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) তাহার শায়খ হইতে নকল করেন যে, এই স্থানে الابتلاء শব্দটি الاختيار (পরখ, যাচাই, পরীক্ষা, অনুসন্ধান)-এর অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং কোন প্রশ্ন থাকিল না। -(তাকমিলা ৫:৪৫১)

(৬৫৫৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ".

(৬৫৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক দুঃস্থ মহিলা তাহার দুইজন কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে আসিল। আমি তাহাদেরকে তিনটি খেজুর খাইতে দিলাম। সে কন্যাদ্বয়ের প্রত্যেককে একটি করিয়া খেজুর দিল এবং একটি নিজে খাওয়ার জন্য তাহার মুখে তুলিল, ইত্যবসরে কন্যা দুইটি এই খেজুরটিও খাইতে চাহিল। সে তখন নিজে খাওয়ার জন্য যেই খেজুরটি মুখে তুলিয়াছিল সেইটি তাহাদের দুইজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল। তাহার এই ব্যাপার আমাকে অবাক করিয়া দিল। পরে আমি সে যাহা করিয়াছে তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই কারণে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন অথবা তিনি তাহাকে এই কারণে জাহান্নাম হইতে নাজাত দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ (আমি তাহাদেরকে তিনটি খেজুর খাইতে দিলাম)। প্রকাশ্যভাবে ইহা সাবিক হাদীছের বিপরীত হয় যে, উহাতে আছে একটি খেজুর ছাড়া আমার কাছে কিছু পাইলাম না। এতদুভয় রিওয়ায়তে এইভাবে সমন্বয় সম্ভব যে, প্রত্যেককে একটি করিয়া দেওয়ার জন্য ছাড়া আর খেজুর পাইলাম না। অথবা এই ভাবেও সমন্বয় সম্ভব যে, প্রথমে একটি খেজুর ছাড়া আর ছিল না। পরে আরও দুইটি পাইয়াছিলেন। তাহাও দিয়া দিলেন। -(তাকমিলা ৫:৪৫২)

(৬৫৫৫) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ". وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

(৬৫৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দুইজন কন্যা সন্তানকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত লালনপালন করে, কিয়ামত দিবসে সে ও আমি এমন অবস্থায় আসিব, ইহা বলিয়া তিনি তাঁহার হাতের আংগুলগুলি একত্র করিলেন।

بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীর ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৫৫৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ".

(৬৫৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমান ব্যক্তির তিনটি সন্তান মারা গেলে তাহাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবে না, কসম বাস্তবায়নের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা ব্যতীত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (কসম বাস্তবায়নের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা ব্যতীত)। এই স্থানে কসম দ্বারা মর্ম হইতেছে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যে তথায় পৌঁছিবে না। ইহা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা –সূরা মরিয়ম ৭১) প্রত্যেক মুমিনকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু অতিক্রম বহু প্রকারের হইবে। হাদীছের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, যাহার তিন সন্তান ইনতিকাল করিবে তাহাকে জাহান্নাম স্পর্শ করিবে না; বরং সে পুলসিরাত এমন দ্রুত গতিতে অতিক্রম করিবে যে, জাহান্নামের অগ্নি কিছুই প্রভাব ফেলিতে পারিবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জাহান্নাম হইতে মাফ করুন। -(তাকমিলা ৫:৪৫৩)

(৬৫৫৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَبِمَعْنَى حَدِيثِهِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ "فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ".

(৬৫৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী মালিকের সনদে তাহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সুফিয়ান (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছে– সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, কসম বাস্তবায়ন ব্যতীত।

(৬৫৫৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ "لَا يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَوِ اثْنَيْنِ".

(৬৫৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় আনসারী মহিলাদের লক্ষ্য করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কারো তিনটি সন্তান মারা গেলে সে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যধারণ করে তাহা হইলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তখন এক মহিলা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন মারা গেলে? তিনি বলিলেন, দুইজন হইলেও।

(৬৫৫৯) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. قَالَ "اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا". فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ "مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ".

(৬৫৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী ফুযায়ল বিন হুসায়ন (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম! পুরুষ লোকেরাই আপনার কথাবার্তা (হাদীছ) শ্রবণ করিয়া থাকে। সুতরাং আপনি আপনার পক্ষ হইতে আমাদের (নারী সমাজের) জন্য একটি দিন নির্ধারিত করিয়া দিন, যেই দিন আমরা আপনার কাছে সমবেত হইব এবং আল্লাহ আপনাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে আমাদের শিখাইবেন। তিনি বলিলেন ঃ বেশ তো, অমুক অমুক দিন তোমরা একত্র হইবে। তাহারা (নির্ধারিত দিনে) সমবেত হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কাছে আসিলেন এবং আল্লাহ তাঁহাকে যাহা শিখাইয়াছেন তাহা হইতে তাহাদের শিক্ষা দিলেন। এরপর তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক তাহার জীবদ্দশায় তিনটি সন্তান আগাম পাঠাইলে অর্থাৎ তিনটি সন্তান মারা গেলে সেই সন্তানরা কিয়ামত দিবসে পর্দা হিসাবে গণ্য হইবে। তখন জনৈক মহিলা আরয করিলেন, দুইজন, দুইজন, দুইজন হইলে (কি হুকুম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ, দুইজন হইলেও, দুইজন হইলেও, দুইজন হইলেও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب هل يجعل للنساء يوم على حدة فى العلم অধ্যায়ে العلم এবং باب فضل من مات له ولد فاحتسب العلم অধ্যায়ে الجنائز এবং باب تعليم النبى صلى الله عليه وسلم امته من الرجال والنساء অধ্যায়ে الاعتصام بالكتاب والسنة এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৪৫৪)

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (তখন জনৈক মহিলা আরয করিলেন)। তিনি হইলেন আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর মাতা উম্মু সুলায়ম (রাযি.)। -(তাকমিলা ৫:৪৫৫)

وَاثْنَيْنِ (দুইজন হইলেও) এক সন্তান মৃত্যুবরণকারীর মাতা-পিতার সম্পর্কে এই হাদীছে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। তবে কতিপয় যঈফ রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে, এক সন্তান মৃত্যুবরণকারীর মাতা-পিতাও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সেই সকল রিওয়ায়তসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ রিওয়ায়ত হইতেছে তিরমিযী শরীফে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে মারফু হাদীছ من كان له فرطان من امتى ادخله الله الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط؟ قال ومن كان له فرط (আমার উম্মতের যাহার দুইটি সন্তান আগাম পাঠাইল আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিবেন। তখন হযরত আয়িশা (রাযি.) আরয করিলেন, যাহার একটি সন্তান আগাম পাঠাইল। তিনি ইরশাদ করিলেন একটি সন্তান আগাম পাঠাইলেও)। কিন্তু এই সূত্রে বর্ণিত হাদীছে দলীল দেওয়ার মত কিছু নাই; বরং নাসাঈ ইবন হাব্বান (রহ.) আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যেই মহিলাটি আরয করিয়াছিলেন, দুইজন। তিনি ইহার পর আফসূস করিয়া বলিয়াছিলেন, হায় আমি যদি 'আর একজন' বলিতাম? এই রিওয়ায়ত সনদের দিক দিয়া তিরমিযীর উপর্যুক্ত রিওয়ায়ত হইতে শক্তিশালী। -(তাকমিলা ৫:৪৫৫)

(৬৫৬০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَزَادَا جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ".

(৬৫৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবদুর রহমান বিন ইসবাহানী (রহ.) এই সনদে তাহার মর্মার্থের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহারা সবাই আবদুর রহমান বিন ইসবাহানী (রহ.) হইতে এইটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আবূ হাযিমকে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, এমন তিনটি সন্তান যাহারা গুনাহ লিখা পরিমাণ বয়োঃপ্রাপ্ত হয় নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (যাহারা গুনাহ লিখা পরিমাণ বয়োঃপ্রাপ্ত হয় নাই)। الْحِنْثَ হইল الذنب (পাপ, গুনাহ, অপরাধ, অন্যায়) যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ وَكَانُوا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ (তাহারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবিয়া থাকিত। –সূরা ওয়াকিয়া ৪৬) অর্থ হইতেছে তাহারা বয়োঃপ্রাপ্ত হয় নাই যে, তাহাদের গুনাহ লিখা হইবে। -(তাকমিলা ৫:৪৫৬)

(৬৫৬১) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ قَالَ نَعَمْ "صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ قَالَ بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلاَ يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلاَ يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ". وَفِي رِوَايَةِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ

(৬৫৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রাযি.) তাঁহারা ... আবূ হাস্সান (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিলাম, আমার দুইটি পুত্র সন্তান মারা গিয়াছে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরফ হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিবেন, যাহাতে আমরা মৃতদের সম্পর্কে আমাদের অন্তরে সান্ত্বনা পাইতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তাহাদের জন্য তাহাদের ছোট সন্তানরা জান্নাতের প্রজাপতি তুল্য। তাহাদের কেহ কেহ তাহার পিতার সহিত মিলিত হইবে, অথবা তিনি বলিয়াছেন পিতামাতা উভয়ের সহিত মিলিত হইবে। এরপর তাহার পরিধানের বস্ত্র কিংবা হাত ধরিবে, যেইভাবে এখন আমি তোমার কাপড়ের আঁচল ধরিয়াছি। এরপর আর পরিত্যাগ করিবে না, অথবা তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাহাকে তাহার বাপ-মা সহ জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ছাড়িবে না। সুয়ায়দ (রহ.)-এর বর্ণনায় 'আবূ সলীল আমাদিগকে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন,' উল্লেখ আছে।

(৬৫৬২) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ.

(৬৫৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি তায়মী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এমন কিছু শুনিয়াছেন, যাহা আমাদের মৃতদের সম্পর্কে আমাদের অন্তরে প্রশান্তি আনিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

(৬৫৬৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنُونَ ابْنَ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً قَالَ "دَفَنْتِ ثَلاَثَةً". قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ "لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ". قَالَ عُمَرُ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ جَدِّهِ. وَقَالَ الْبَاقُونَ عَنْ طَلْقٍ. وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدَّ.

(৬৫৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্ত্রীলোক তাহার একটি পুত্র সন্তান নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিল, ইয়া নবী আল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি তাহার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আমি তিনটি সন্তান দাফন করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, তুমি তিনটি সন্তান কবরস্থ করিয়াছ? সে বলিল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তুমি তো অবশ্যই জাহান্নাম হইতে একটি মযবূত দেয়াল নির্মাণ করিয়াছ। তাহাদের মধ্য হইতে উমর বিন হাফস তাঁহার দাদার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশিষ্টরা তালক (রহ.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা দাদার উল্লেখ করেন নাই।

(৬৫৬৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيِّ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَشْتَكِي وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً. قَالَ "لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ". قَالَ زُهَيْرٌ عَنْ طَلْقٍ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْكُنْيَةَ.

(৬৫৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্ত্রীলোক তাহার একটি পুত্র সন্তান নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে অসুস্থ এবং তাহার ব্যাপারে আশংকা করিতেছি। আর আমি তিনটি সন্তান দাফন করিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি জাহান্নাম হইতে একটি মযবূত প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছ। যুহায়র (রহ.) তালক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি কুনিয়াত উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ الْعِبَادُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তাঁহার বান্দারাও তাহাকে ভালোবাসেন-এর বিবরণ

(৬৫৬৫) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ".

(৬৫৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরীল (আ.)কে ডাকিয়া পাঠান এবং বলেন, আমি অমুককে ভালোবাসি, তুমিও তাহাকে ভালোবাস। তিনি বলেন, তখন জিবরীল (আ.) তাহাকে ভালোবাসেন। এরপর তিনি আসমানে ঘোষণা দিয়া বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং আপনারাও তাহাকে ভালোবাসুন। তখন আসমানের অধিবাসীরা তাহাকে ভালোবাসেন। তিনি বলেন, এরপর পৃথিবীবাসীর অন্তরে সে মকবূল বান্দা হিসাবে গণ্য হয়। আর আল্লাহ যখন কোন বান্দার উপর রাগান্বিত হন তখন জিবরীল (আ.)কে ডাকিয়া পাঠান এবং বলেন, আমি অমুক বান্দার উপর রাগান্বিত, তুমিও তাহার সহিত নাখোশ হও। তিনি বলেন, তখন জিবরীল (আ.) তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হন। এরপর তিনি আসমানের অধিবাসীদের প্রতি ঘোষণা দিয়া বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অমুকের উপর ক্রোধান্বিত। সুতরাং আপনারাও তাহার প্রতি দুশমনি করুন। তিনি বলেন, তখন তাহারা তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। এরপর পৃথিবীবাসীর অন্তরে তাহার প্রতি শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়া যায়।

(৬৫৬৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ح وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبُغْضِ.

(৬৫৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সুহায়ল (রাযি.) এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে ইবনুল মুসায়্যাব (রহ.)-এর হাদীছে الْبُغْضِ নাখোশ শব্দটির উল্লেখ নাই।

(৬৫৬৭) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنَّا بِعَرَفَةَ فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لأَبِي يَا أَبَتِ إِنِّي أَرَى اللَّهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ لِمَا لَهُ مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ. فَقَالَ بِأَبِيكَ أَنْتَ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْلٍ.

(৬৫৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ সালিহ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের মাঠে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন আমীরুল হাজ্জ উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) আসিলেন। লোকেরা তাঁহাকে দেখার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। তখন আমি আমার পিতাকে বলিলাম, হে আব্বাজান! আমার মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)কে ভালোবাসেন। তিনি বলেন, সে কি? অর্থাৎ তুমি কিভাবে বুঝিলে? আমি বলিলাম, এই কারণে যে, মানুষের অন্তরে তাহার ভালোবাসা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, তোমার বাবার কসম! আমি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। এরপর তিনি সুহায়ল (রাযি.) হইতে জারীর (রাযি.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

بَابُ الأَرْوَاحِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আত্মাসমূহ যুগলের সহিত একত্রিত হয়-এর বিবরণ

(৬৫৬৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ".

(৬৫৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সাদৃশ্যের সহিত সম্পৃক্ত। ইহাদের মধ্যে যাহারা পরস্পরকে চিনে তাহারা পৃথিবীতে পরস্পরে সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যাহারা সেইখানে পৃথক ছিল তাহারা এইখানেও আলাদা থাকে।

(৬৫৬৯) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ قَالَ "النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ".

(৬৫৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে মারফূ' সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপমা হইতেছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত। জাহিলি যুগে যাহারা সর্বোত্তম ছিলেন তাহারা ইসলামী যুগেও সর্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যখন তাহারা সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করেন (দীনের সমঝদার হইয়া থাকেন)। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত

কারণে পৃথক পৃথক। সেইখানে যে সব আত্মা পরস্পরে পরিচিত ছিল দুন্ইয়াতে সেইগুলো সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ; আর সেইখানে যেইগুলো অপরিচিত ছিল, এইখানেও তাহারা অপরিচিত।

بَابُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

অনুচ্ছেদ ঃ যে যাহাকে ভালোবাসে সে তাহার সহিতই থাকিবে-এর বিবরণ

(৬৫৭০) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَتَى السَّاعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا أَعْدَدْتَ لَهَا". قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".

(৬৫৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন ঃ তুমি কিয়ামতের জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছ? সে বলিল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ভালোবাসা। তিনি বলিলেন, তুমি তাহারই সহিত থাকিবে যাহাকে তুমি ভালোবাস।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الادب অধ্যায়ে باب علامة الحب في الله এবং باب ماجاء في قول الرجل ويلك এবং فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে باب مناقب عمر رضي الله عنه এবং الاحكام অধ্যায়ে باب الفتيا والقضاء في الطريق এ আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে الادب অধ্যায়ে باب اخبار الرجل بمحبته له এবং তিরমিযী শরীফে الزهد অধ্যায়ে باب ما جاء ان المرأ مع من احب এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৪৬২)

أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) তাহকীকসহ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেন, সে হইল যুল খুওইয়াইসিরা আল-ইয়ামযনী। সে ঐ ব্যক্তি যিনি মসজিদে পেশাব করিয়াছিল। -(তাকমিলা ৫:৪৬২)

(৬৫৭১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ "وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا". فَلَمْ يَذْكُرْ كَبِيرًا. قَالَ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ "فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".

(৬৫৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে? তিনি বলিলেন ঃ তুমি তাহার জন্য কি সঞ্চয় করিয়াছ? তখন সে বেশী কিছু উল্লেখ করিতে পারিল না। তিনি বলেন, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহার সহিতই উঠিবে যাহাকে তুমি ভালোবাস।

(৬৫৭২) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ أَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي.

(৬৫৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। এরপর তাহার অনুরূপ (বর্ণিত)। তবে এই বর্ণনায় এতটুকু পার্থক্য রহিয়াছে ঃ বেদুঈনটি বলিল, আমি কিয়ামতের জন্য বড় ধরণের কোন সম্বল যোগাড় করি নাই, যাহার উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি।

(৬৫৭৩) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ "وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ". قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ "فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ". قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ". قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ.

(৬৫৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী' আতাকী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে? তিনি বলিলেন ঃ তুমি সেই দিনের জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছ? সে বলিল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ভালোবাসা। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই তুমি তাহার সহিত উঠিবে যাহাকে তুমি ভালোবাস। আনাস (রাযি.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পরে আমরা এত বেশী খুশী হই নাই যতটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী– "তুমি তাহার সহিতই থাকিবে যাহাকে তুমি ভালোবাস" দ্বারা আনন্দ লাভ করিয়াছি। আনাস (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহ, তাঁহার রাসূল, আবূ বকর (রাযি.) ও উমর (রাযি.)কে ভালোবাসি। সুতরাং আমি আশা করি যে, কিয়ামত দিবসে আমি তাহাদের সহিত থাকিব, যদিও আমি তাঁহাদের মত আমল করিতে পারি নাই।

(৬৫৭৪) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَنَسٍ فَأَنَا أُحِبُّ. وَمَا بَعْدَهُ.

(৬৫৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন উবায়দ গুবারী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তবে জা'ফর বিন সুলায়মান (রহ.) আনাসের উক্তি "আমি ভালোবাসি এবং তাহার পরবর্তী অংশ" উল্লেখ করেন নাই।

(৬৫৭৫) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَارِجَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِينَا رَجُلاً عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا أَعْدَدْتَ لَهَا". قَالَ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ "فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".

(৬৫৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে মসজিদে নববী হইতে বাহির হইতেছিলাম। তখন মসজিদের দরযায় এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কিয়ামত

কবে সংঘটিত হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ তুমি কিয়ামতের জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছ? তিনি বলেন, তখন লোকটি চুপ রহিল। এরপর সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো সে জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সালাত, সিয়াম ও সাদাকা-খয়রাত সঞ্চয় করি নাই। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বলিলেন, তুমি তাহার সহিতই থাকিবে যাহাকে তুমি ভালোবাস।

(৬৫৭৬) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

(৬৫৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবদুল আযীয ইয়াশকারী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহার অনুরূপ বর্ণিত।

(৬৫৭৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا ح وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(৬৫৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা, ইবনুল মুছান্না, ইবন বাশ্‌শার, আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত।

(৬৫৭৮) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ".

(৬৫৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিল। এরপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন, যে একটি কাওমকে ভালোবাসে অথচ সে তাহাদের সাথে সম্পৃক্ত হয় নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যে যাহাকে ভালোবাসে সে তাহার সহিতই থাকিবে।

(৬৫৭৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬৫৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৫৮০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنِ الأَعْمَشِ.

(৬৫৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। এরপর তিনি আ'মাশ (রহ.) সূত্রে জারীর (রাযি.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

بَابُ إِذَا أُثْنِيَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِيَ بُشْرَى وَلَا تَضُرُّهُ

অনুচ্ছেদ ঃ নেক্‌কার লোকের প্রশংসা সুসংবাদ স্বরূপ এবং তাহা তাহার ক্ষতির কারণ নয়

(৬৫৮১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ "تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ".

(৬৫৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী, আবূ রাবী', আবূ কামিল জাহদারী, ফুযায়ল বিন হুসায়ন (রহ.) তাঁহারা ... আবূ যার গিফারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করা হইল, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি অভিমত, যে নেক আমল করে এবং লোকেরা তাহার প্রশংসা করে? তিনি বলিলেন, ইহাতো মু'মিন ব্যক্তির জন্য তাৎক্ষণিক সুসংবাদ।

(৬৫৮২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ بِإِسْنَادِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ. كَمَا قَالَ حَمَّادٌ.

(৬৫৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক (রহ.) তিনি ... হাম্মাদ বিন যায়িদের সনদে আবূ ইমরান জাওনী (রহ.) হইতে তাহার অনুরূপ বর্ণিত। আবদুস সামাদ (রহ.) ব্যতীত শু'বার সূত্রে অন্যান্যদের হাদীছে 'এবং লোকেরা এর জন্য তাহাকে ভালোবাসে' উল্লেখ আছে। আর আবদুস সামাদ (রহ.) বর্ণিত হাদীছে হাম্মাদ যেইভাবে বলিয়াছেন তদ্রূপ 'লোকেরা তাহার প্রশংসা করে' উল্লেখ রহিয়াছে।

كِتَابُ الْقَدَرِ

অধ্যায় ঃ তাকদীর

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, যেই সকল হাদীছে কাযা-কদর আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে বলিয়া প্রমাণিত হয় উক্ত সকল হাদীছ সংকলন করা। তাকদীরের বিস্তারিত মাসয়ালার স্থান কিতাবুল আকায়িদ ওয়াল কালাম বর্ণিত হয়। তবে এই সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের শুরুতে হাদীছে জিবরাঈল-এর অধীনে বেশ আলোচনা গিয়াছে। বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম অল্প জ্ঞানের অধিকারী মানব জাতি তাহা আয়ত্ব করা কঠিন। তাই তাহাতে বেশী আলোচনায় না গিয়া তাকদীরের উপর ঈমান রাখা জরুরী। ইহাতেই নিরাপদ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৪৬৮ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ كَيْفِيَّةِ الْخَلْقِ الآدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাতৃ উদরে মানুষের সৃষ্টি রহস্য, তাহার অদৃষ্ট, রিযক, আমল, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ-এর বিবরণ

(৬৫৮৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالُوا حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا".

(৬৫৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদূক (সত্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠরূপে প্রত্যায়িত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হাদীছ শুনাইয়াছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের শুক্র তাহার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন জমাট থাকে। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে তাহা একটি গোশত পিণ্ডের রূপ নেয়। এরপর আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে একজন ফিরিশতা পাঠানো হয়। সে তাহাতে রূহ ফুঁকিয়া দেন। আর তাঁহাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর তাহা হইল এই– তাহার রিযক, তাহার মৃত্যুক্ষণ, তাহার কর্ম এবং তাহার বদকার ও নেক্‌কার হওয়া। সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ জান্নাতীদের মত আমল করিতে থাকে। অবশেষে তাহার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লিখন তাহার উপর জয়ী হইয়া যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের কাজ-কর্ম করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ-কর্ম করিতে থাকে। অবশেষে তাহার ও জাহান্নামের মাঝখানে একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে। এরপর ভাগ্যলিপি তাহার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ ইবন মাসউদ (রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে القدر অধ্যায়ে এবং باب خلق ادم و ذريته এবং الانبياء অধ্যায়ে باب ذكر الملائكة এবং بدء الخلق অধ্যায়ে এবং التوحيد অধ্যায়ে باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين এ আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে السنة অধ্যায়ে এবং তিরমিযী শরীফে القدر অধ্যায়ে باب ما جاء ان الاعمال بالخواتيم এবং ইবন মাজা গ্রন্থের মুকাদ্দামায় باب في القدر এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৪৬৯)

وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (আর তিনি সত্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠরূপে প্রত্যায়িত)। আল্লামা তীবী বলেন, এই বাক্যটি جملة حالية হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবার جملة معترضة হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর ইহাই উত্তম, সকল অবস্থা ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। আর ইহা তাঁহার স্বভাব ও অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। الصادق -এর অর্থ হইতেছে হক কথার সহিত খবর দানকারী, সত্যপরায়ন, ইহা কর্মের উপরও প্রয়োগ হয়। আর المصدوق - এর অর্থ যাহার কথা প্রত্যায়িত। অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠারূপে প্রত্যায়িত। -(তাকমিলা ৫:৪৬৯)

(৬৫৮৪) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. قَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً". وَقَالَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ "أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا". وَأَمَّا فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى "أَرْبَعِينَ يَوْمًا".

(৬৫৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... জারীর বিন আবদুল হামীদ, ঈসা বিন ইউনুস, ওয়াকী' ও শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (আমাশ) ওয়াকী', বর্ণিত হাদীছে বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কাহারও সৃষ্টি (শুক্র) তাহার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন ও রাত্রি জমাট রাখা হয়। আর তিনি শু'বার সূত্রে মু'আয বর্ণিত হাদীছে বলিয়াছেন, চল্লিশ রাত কিংবা চল্লিশ দিন। কিন্তু জারীর ও ঈসা (রহ.)-এর হাদীছে কেবলমাত্র أَرْبَعِينَ يَوْمًا (চল্লিশ দিনের) কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

(৬৫৮৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ".

(৬৫৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... হুযায়ফ বিন উসায়দ (রহ.) হইতে মারফূ' সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জরায়ুতে চল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ দিন শুক্র স্থির থাকার পর সেইখানে ফিরিশতা প্রবেশ করে। এরপর সে বলিতে থাকে, হে পরওয়ারদিগার! সে কি পাপী না পুণ্যবান? তখন লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর সে বলিতে থাকে, সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? তখন নির্দেশ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। তাহার আমল, আচরণ, নিয়তি ও জীবিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর ফলকটিকে ভাঁজ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে কোন সংযোজন করা হইবে না এবং বিয়োজনও নয়।

(৬৫৮৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ. فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ. قَالَ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَجَلُهُ. فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ رِزْقُهُ. فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ".

(৬৫৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমাদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তাঁহারা ... আ'মির বিন ওয়াসিলা (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে তাহার মাতৃ উদর হইতে হতভাগ্য রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর ভাগ্যবান ব্যক্তি সে, যে অন্যের কাছ হইতে নসীহত লাভ করে। এরপর তিনি (আমির বিন ওয়াসিলা-র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী হুযায়ফা বিন উসায়দ গিফারী (রাযি.)-এর কাছে আসিলেন। তখন তিনি তাঁহার কাছে আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.)-এর উক্তি বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, আমল ব্যতীত একজন মানুষ কিভাবে গুনাহগার হইতে পারে? এরপর তিনি (হুযায়ফা রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি ইহাতে বিস্ময়বোধ করিতেছ? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ যখন শুক্রের উপর বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হইয়া যায় তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফিরিশতা পাঠান। সে সেইটিকে (শুক্রকে) একটি আকৃতি দান করেন, তাহার কান, চোখ, চামড়া, গোশত ও হাড় সৃষ্টি করিয়া দেয়। এরপর সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! সে কি পুরুষ, না স্ত্রীলোক হইবে? তখন তোমার রব্ব যাহা চান নির্দেশ দেন এবং ফিরিশতা নির্দেশ মুতাবিক লিপিবদ্ধ করেন। এরপর সে বলিতে থাকে, হে আমার পালনকর্তা! তাহার বয়স কত হইবে? তখন তোমার রব্ব যাহা চান তাহাই বলেন এবং সেই মুতাবিক ফিরিশতা লিখেন। এরপর সে বলিতে থাকে, হে আমার পালনকর্তা! তাহার জীবিকা কি হইবে? তখন তোমার রব্ব তাঁহার মর্জি মাফিক মীমাংসা করেন এবং ফিরিশতা তাহা লিপিবদ্ধ করেন। এরপর ফিরিশতা তাঁহার হাতে একটি লিপি নিয়া বাহির হইয়া পড়েন। সে তাহাতে বাড়ায়ও না এবং কমায়ও না।

(৬৫৮৭) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.

(৬৫৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উসমান নাওফালী (রহ.) তিনি ... আবূ তোফায়ল (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। এরপর তিনি আমর বিন হারিছ (রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৬৫৮৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ "إِنَّ النُّطْفَةَ تَقَعُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ". قَالَ زُهَيْرٌ حَسِبْتُهُ قَالَ الَّذِي يَخْلُقُهَا "فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَيَجْعَلُهُ

اللهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ فَيَجْعَلُهُ اللهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِيٍّ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ مَا أَجَلُهُ مَا خُلُقُهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ اللهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا".

(৬৫৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবূ খালফ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ তোফায়ল আবূ সুরায়হ হুযায়ফা বিন আসীদ গিফারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এই দুই কানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, শুক্র জরায়ূতে চল্লিশ রাত অবস্থান করে। এরপর একজন ফিরিশতা তাহাকে আকৃতি দান করেন। রাবী যুহায়র (রহ.) বলেন, আমার ধারণা মতে তিনি বলিয়াছেন, "যাহাকে তিনি সৃষ্টি করেন" তখন তিনি বলিতে থাকেন, হে আমার পালনকর্তা! সে কি পুরুষ, না স্ত্রীলোক? এরপর আল্লাহ তাহাকে পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক বানাইয়া দেন। এরপর তিনি (ফিরিশতা) বলিতে থাকেন, হে আমার পালনকর্তা! সে কি পূর্ণাঙ্গ হইবে না অপূর্ণাঙ্গ? তখন আল্লাহ তাহাকে পূর্ণাঙ্গ কিংবা অপূর্ণ করিয়া দেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার পালনকর্তা! তাহার জীবিকা, তাহার বয়স, তাহার চরিত্র কি হইবে? এরপর আল্লাহ তাহাকে বদকার কিংবা নেককার বানাইয়া দেন।

(৬৫৮৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ حَدَّثَنِي أَبِي كُلْثُومٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلًا بِالرَّحِمِ إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا بِإِذْنِ اللهِ لِبِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً". ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(৬৫৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল ওয়ারিস বিন আবদুস সামাদ (রহ.) তিনি ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী হুযায়ফা বিন আসীদ গিফারী (রাযি.) হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফূ' সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তাঁহার নির্দেশক্রমে কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন জরায়ূতে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করিয়া দেন চল্লিশের কিছু বেশী দিনের জন্য। এরপর তিনি তাহাদের হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

(৬৫৯০) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَرَفَعَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ قَالَ "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ قَالَ الْمَلَكُ أَىْ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ".

(৬৫৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন জাহদারী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে মারফূ' সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রেহেমে একজন ফিরিশ্তা নিযুক্ত করিয়া দেন। তখন ফিরিশ্তা বলিতে থাকেন, হে আমার পালনকর্তা! এখন তো বীর্য। হে আমার পালনকর্তা! এখনও জমাট রক্ত। হে আমার পালনকর্তা! এখনও গোশতের টুকরা। এরপর যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করার ফয়সালা করেন তখন ফিরিশ্তা বলেন, হে আমার রব্ব! সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক, বদকার, না নেক্কার হইবে? তাহার জীবিকা কী হইবে? তাহার আয়ূ কী হইবে? এরপর নির্দেশ মুতাবিক তাহার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই এই সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ (হে আমার পালনকর্তা! এখন তো বীর্য)। نطفة শব্দটি পেশ এবং তানভীনের সহিত পঠনে অর্থাৎ وقعت فى الرحم نطفة (মাতৃগর্ভে বীর্য পতিত হইয়াছে)। আর কাবেসী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে শেষ বর্ণে যবর দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ خلقت يا رب نطفة (হে আমার পালনকর্তা! আপনি বীর্য সৃষ্টি করিয়াছেন)। ফিরিশতা তিনটি বিষয়ের

আহ্বান এক সাথে নহে। বরং প্রত্যেকটির জন্য একটি নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর। ইহাতে আল্লাহ তা'আলাকে অবহিত করা নহে। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এই ব্যাপারে ফিরিশতা হইতে অধিক জানেন। বরং ইহা দ্বারা সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ করার প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং পূর্ণাঙ্গ আকৃতি দানের দু'আ করা কিংবা ইহার অন্বেষণ প্রভৃতি করা। ইহা যেমন মরিয়মের মা বলিয়াছিলেন : رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى (হে আমার রব্ব! আমি ইহাকে কন্যা প্রসব করিয়াছি। –সূরা আলে-ইমরান ৩৬)। -(উমদাতুল কারী ২:১২৪, তাকমিলা ৫:৪৭৭)

(৬৫৯১) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً". قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَقَالَ "مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ". فَقَالَ "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ". ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

(৬৫৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকী' গারকাদে একটি জানাযাতে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন এবং আমরাও তাঁহার পাশে বসিলাম। তাঁহার সহিত তাঁহার ছড়িটিও ছিল। তিনি মাথা ঝুঁকাইয়া ছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার ছড়ি দ্বারা যমীনে টোকা দিতেছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যাহার ঠিকানা আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ও জাহান্নামে নির্ধারণ করেন নাই এবং সে বদকার হইবে ও পুণ্যবান হইবে, তাও লিপিবদ্ধ করেন নাই। বর্ণনাকারী বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমরা কি আমাদের অদৃষ্ট লিপির উপর স্থির থাকিয়া আমল ছাড়িয়া দিব না? তখন তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি নেক্‌কারদের অন্তর্ভুক্ত সে নেক্‌কারদের আমলের দিকে পরিচালিত হইবে। আর যেই ব্যক্তি বদকারদের অন্তর্ভুক্ত সে বদকারদের আমলের দিকে পরিচালিত হইবে। এরপর তিনি বলিলেন, তোমরা আমল করিয়া যাও। প্রত্যেকের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নেক আমলকারীদের জন্য নেক আমল করা সহজ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু বদকারদের জন্য বদকারী আমল সহজ করিয়া দেওয়া হইবে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করিলেন ঃ অতএব যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাহাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করিব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাহাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করিব। (লায়ল ৫-১০)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَلِيٍّ (আলী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الجنائز অধ্যায়ে باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه এবং تفسير سورة الليل এবং الادب অধ্যায়ে باب الرجل ينكث الشيء بيده في الارض এবং القدر অধ্যায়ে باب وكان امر الله قدرا مقدورا এবং التوحيد অধ্যায়ে باب قول الله تعالى - ولقد يسرنا القران للذكر এ আছে। আর আবূ দাউদ السنة অধ্যায়ে باب في القدر এবং তিরমিযী শরীফে القدر অধ্যায়ে باب ما جاء في الشقاء والسعادة এবং تفسير سورة الليل আছে এবং ইবন মাজায় আছে। -(তাকমিলা ৫:৪৭৮)

মুসলিম ফর্মা -২১-১৯/২

فِى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ (বাকী' গারকাদে)। ইহা হইল মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান। মূলত البقيع হইল বিভিন্ন ধরণের গাছ উদগত যমীন। আর الغرقد শব্দটি غ এবং ق বর্ণে যবর এবং ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে কাঁটাদার গাছ যাহা বাকী'তে উদগত হয়। এখন তো গাছ নাই কিন্তু নামটি অত্যাবশ্যকভাবে রহিয়া গিয়াছে। আল্লামা আসমাঈ (রহ.) বলেন, হযরত উছমান বিন মাযউন (রাযি.) দাফনের দিনে এই স্থানের কাঁটাদার গাছগুলি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। আল্লামা ইয়াকূত (রহ.) বলেন, মদীনায় 'বাকীউয যুবায়র এবং বাকীউল খায়ল'-ও রহিয়াছে। আর যায়দ বিন ছাবিত (রাযি.)-এর ঘরের পাশে 'বাকী-উল খাবজাহ' রহিয়াছে। অনুরূপই আল্লামা সুহায়লী (রহ.) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন। -(উমদাতুল কারী ৪:২০৯, ঐ)

(৬৫৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَ فَأَخَذَ عُودًا. وَلَمْ يَقُلْ مِخْصَرَةً وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬৫৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও হান্নাদ বিন সারী (রহ.) তাঁহারা ... মানসূর হইতে এই সনদে উক্ত মর্মে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (মানসূর) বলেন, তিনি একটি কাষ্ঠখণ্ড হাতে নিলেন এবং ছড়ির কথা তিনি বলেন নাই। ইবন আবূ শায়বা (রহ.) আবুল আহওয়াস (রহ.)-এর সূত্রে তাহার হাদীছে বলিয়াছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করিলেন।

(৬৫৯৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ نَعْمَلُ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ "لَا اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ". ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} إِلَى قَوْلِهِ {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}

(৬৫৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব, আবূ সাঈদ আশাজ্জ বিন নুমায়র ও আবূ কুরাইব (রহ.) তাঁহারা ... আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখণ্ড কাষ্ঠ হাতে নিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাহা দ্বারা যমীনে টোকা দিতেছিলেন। এরপর তিনি তাহার মাথা উঠাইলেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকানা তিনি জানেন না। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাহা হইলে আমরা কাজ-কর্ম ছাড়িয়া কি ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিব না? তিনি বলিলেন, না, বরং আমল করিতে থাক। যাহাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাই তাহার জন্য সহজ করা হইয়াছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করিলেন ঃ অতএব যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে ... আমি তাহাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করিব– পর্যন্ত। (লায়ল ৫-১০)

(৬৫৯৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ أَنَّهُمَا سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

(৬৫৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আলী (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৫৯৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ قَالَ "لاَ. بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ". قَالَ فَفِيمَ الْعَمَلُ قَالَ زُهَيْرٌ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو الزُّبَيْرِ بِشَىْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَسَأَلْتُ مَا قَالَ فَقَالَ "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ".

(৬৫৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস ও ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুরাকা বিন মালিক বিন জুশাম (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের জন্য আমাদের দীন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, যেন আমরা এইমাত্র সৃষ্ট হইয়াছি। আজকের আমল কি ঐ বিষয়ের উপর যাহার সম্পর্কে কলমের লিখন শুকাইয়া গিয়াছে এবং তাকদীর কার্যকরী হইয়া গিয়াছে? নাকি আমরা ভবিষ্যতে যাহার সম্মুখীন হইব? তিনি বলিলেন, না; বরং ঐ বিষয়ের উপর যাহার সম্পর্কে লিখনী শুকাইয়া গিয়াছে এবং তাকদীর কার্যকরী হইয়া গিয়াছে। সুরাকা বলিলেন, তাহা হইলে আমল করার প্রয়োজন কি? যুহায়র বলেন, এরপর আবূ যুবায়র কিছু কথা বলিলেন, যাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তখন আমি (লোকদেরকে) জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি বলিয়াছেন। তখন তিনি বলিয়াছেন, তোমরা আমল করিতে থাক; প্রত্যেকের জন্য সেই পথ সুগম করা হইয়াছে।

(৬৫৯৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْمَعْنَى وَفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ".

(৬৫৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই মর্মে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার আমলের পথ সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৬৫৯৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ الضُّبَعِيِّ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ فَقَالَ "نَعَمْ". قَالَ قِيلَ فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ "كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ".

(৬৫৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদের চিহ্নিত করা হইয়া গিয়াছে কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহা হইলে আমলকারী কিসের জন্য আমল করিবে? তিনি বলিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই কাজই সহজ করিয়া দেওয়া হইবে, যাহার জন্য তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(৬৫৯৮) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

(৬৫৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফররূখ, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব, ইসহাক বিন ইবরাহীম, ইবন নুমায়র, ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া ও ইবন মুছান্না (রহ.) সব সূত্রেই ইয়াযীদ রিশক (রহ.) হইতে উক্ত সনদে হাম্মাদের হাদীছের মর্মে বর্ণনা করিয়াছেন। আর আবদুল ওয়ারিছ বর্ণিত হাদীছে তিনি বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)!

(৬৫৯৯) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَفَلاَ يَكُونُ ظُلْمًا قَالَ فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا وَقُلْتُ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُ اللهِ وَمِلْكُ يَدِهِ فَلاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. فَقَالَ لِي يَرْحَمُكَ اللهُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلاَّ لأَحْزُرَ عَقْلَكَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ "لاَ بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ".

(৬৫৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... আবুল আসওয়াদ দায়লী (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান বিন হুসায়ন (রাযি.) আমাকে বলিলেন, আজকাল লোকেরা যেইসব আমল করে এবং যেই কষ্ট করে, সেই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তাহা কি এমন কিছু যাহা তাহাদের উপর নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ভাগ্যলিপি দ্বারা তাহাদের উপর পূর্ব নির্ধারিত? নাকি ভবিষ্যতে তাহারা কবিরে যাহা তাহাদের কাছে তাহাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়া আসিয়াছেন এবং যাহাদের উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? তখন আমি বলিলাম, বরং ব্যাপারটি তো তাহাদের উপর অতীতে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। রাবী বলেন, তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তাহা কি যুলুম হইবে না। তিনি বলিলেন, ইহাতে আমি খুবই ঘাবড়াইয়া গেলাম এবং বলিলাম, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁহার ক্ষমতাধীন। সুতরাং তিনি যাহা করেন, সেই বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিতে পারিবে না; বরং তাহাদেরই জবাবদিহি করিতে হইবে। এরপর তিনি আমাকে বলিলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি আপনাকে প্রশ্ন করিয়া আপনার উপলব্ধি অনুমান করিতে চাহিয়াছিলাম। মুযায়না গোত্রের দুইজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! লোকেরা বর্তমানে যেই সকল আমল করে এবং কষ্ট করে, সেইগুলি কি তাহাদের জন্য ফায়সালা হইয়া গিয়াছে, আগেই তাকদীর দ্বারা নির্ধারিত, নাকি ভবিষ্যতে তাহারা সেই সকল আমল করিবে, যাহা তাহাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কাছে নিয়া আসিয়াছেন এবং তাহাদের উপর দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? তখন তিনি বলিলেন, না; বরং বিষয়টি তাহাদের জন্য ফায়সালা করা হইয়াছে এবং পূর্ব হইতেই তাহাদের জন্য তাহা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে? আল্লাহর কিতাবে তাহার প্রমাণ ঃ শপথ প্রাণের এবং যিনি তাহা সুবিন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহার। অতঃপর তাহাকে তাহার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন। -(সূরা শামস: ৭-৮)

(৬৬০০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ".

(৬৬০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া জান্নাতীদের ন্যায় আমল করিবে। এরপর জাহান্নামীদের আমলের সহিত তাহার আমল সমাপ্ত হয়। আর এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করিবে। এরপর জান্নাতীদের আমলের সহিত তাহার আমল সমাপ্ত হইবে।

(৬৬০১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

(৬৬০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করিবে; অথচ সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোন ব্যক্তি সাধারণের দৃষ্টিতে জাহান্নামীদের ন্যায় কাজ করিবে, অথচ সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত।

بَابُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ আদম (আ.) ও মূসা (আ.)-এর বিতর্ক

(৬৬০২) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ وَابْنِ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللّٰهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِى بِأَرْبَعِينَ سَنَةً". فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم "فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى". وَفِى حَدِيثِ ابْنِ أَبِى عُمَرَ وَابْنِ عَبْدَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا خَطَّ . وَقَالَ الآخَرُ كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ.

(৬৬০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম, ইবরাহীম বিন দীনার, ইবন আবূ উমর মাক্কী ও আহমাদ বিন আবাদা দাবিয়্যু ও তাউস (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আদম (আ.) ও মূসা (আ.)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়। মূসা (আ.) বলিলেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের বঞ্চিত করিয়াছেন এবং জান্নাত হইতে আমাদেরকে বাহির করিয়া দিয়াছেন। তখন আদম (আ.) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি তো মূসা (আ.)। আল্লাহ তা'আলা আপনার সহিত কথা বলিয়া আপনাকে মনোনীত (সম্মানিত) করিয়াছেন এবং আপনাকে লিখিত কিতাব (তাওরাত) দিয়াছেন। আপনি কি এমন বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন যাহা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর উপর তর্কে বিজয়ী হইলেন। আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর উপর তর্কে বিজয়ী হইলেন। আর ইবন উমর ও ইবন আবাদাহ বর্ণিত হাদীছে তাহাদের একজন বলিয়াছেন, লিখিয়া দিয়াছেন অন্যজন বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার হাতে তোমার জন্য তাওরাত লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الانبياء অধ্যায়ে وباب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى এবং باب واصطنعتك لنفسى এ تفسير سورة طه এবং باب وفاة موسى وذكره بعده এবং القدر অধ্যায়ে باب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما এ باب تحاج ادم وموسى عند الله এবং التوحيد অধ্যায়ে আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে السنة অধ্যায়ে باب فى القدر এবং তিরমিযী القدر অধ্যায়ে মুয়াত্তা মালিক গ্রন্থে القدر অধ্যায়ে باب النهى عن القول فى القدر এবং ইবন মাজা গ্রন্থের মুকাদ্দামায় باب فى القدر এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৪৮৬)

فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى (আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর উপর তর্কে বিজয়ী হইলেন)। অর্থাৎ غلبه فى الحجة (তর্কে বিজয়ী হইলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দলীলের দিক দিয়া আদম (আ.)কে তায়ীদ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাকদীর অস্বীকারকারী কাদারিয়াদের অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। কিন্তু আবার বাহ্যিকভাবে জাবারিয়াদের তায়িদ হয়। এই হিসাবে যে, আদম (আ.)-এর দলীল যদি সহীহ হয় তাহা হইলে কাফির ও পাপিষ্টরা বলিবে যে, আমাদের তিরস্কার কেন? এই কুফর, পাপ, অশ্লীল প্রভৃতি তো আমাদের পূর্ব হইতেই তাকদীরে লিখা। কাজেই ইহার উপর তিরস্কার নাই এবং আযাবও নাই। নাউযুবিল্লাহ।

উলামায়ে কিরাম এই প্রশ্নের জবাব বিভিন্নভাবে দিয়াছেন। সর্বাধিক সুন্দর জবাব হইতেছে যাহা অকাট্য নস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি তাহার গুনাহ হইতে তাওবা করিয়াছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাহার তাওবা কবূল করিয়াছেন। কাজেই তাওবাকৃত গুনাহের ব্যাপারে কাহারও প্রতি তিরস্কার করা সমীচীন নহে। কেননা, গুনাহ হইতে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যে গুনাহ করে নাই। প্রশ্ন হয় যে, আদম (আ.) এই জবাব না দিয়া অন্য জবাব দিলেন কেন? তিনি তো বলিতে পারিতেন। আমি উক্ত গুনাহ হইতে তাওবা করিয়াছি আর আল্লাহ তা'আলা আমার তাওবা কবূল করিয়াছেন। কাজেই সেই ব্যাপারে আমাকে তুমি তিরস্কার করিতেছো কেন? কিন্তু তিনি এই জবাব না দিয়া জবাব দিয়াছেন তাকদীরে নির্ধারিত ছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১১:৫১০ পৃষ্ঠায় এই আপত্তির জবাব দিতে গিয়া কতিপয় আলিমের অভিমত নকল করেন যে, হযরত আদম (আ.) ইহাতে قدر (তাকদীর) এবং كسب (উপার্জন) দুই বস্তু জমায়েত করিয়াছেন। তাওবা দ্বারা উপার্জন মিটিয়া যায়। আল্লাহ যখন তাহার উপার্জিত গুনাহটি মাফ করিয়া দিলেন, অতঃপর তাকদীর ব্যতীত আর কিছু থাকেনা। এই জন্য আদম (আ.) তাকদীরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা তিরস্কারের কিছু নাই। কেননা, ইহা আল্লাহ তা'আলার কর্ম। তাঁহার কর্মে কোন প্রশ্ন নাই। অধিকন্তু এই জবাবের মধ্যে অতিরিক্ত লাভ হইয়াছে যে, তাকদীর প্রমাণিত। -(তাকমিলা ৫:৪৮৭)

(৬৬০৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ".

(৬৬০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আদম (আ.) ও মূসা (আ.) পরস্পরে বিতর্কে অবতীর্ণ হইলেন। মূসা (আ.) বলিলেন, আপনি তো সেই আদম (আ.) যিনি লোকদের গোমরাহ করিয়াছেন এবং জান্নাত হইতে তাহাদের বহিষ্কার করিয়াছেন। তখন আদম (আ.) বলিলেন, আপনি তো সেই ব্যক্তি (নবী) যাহাতে আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে ইলম দান করিয়াছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব দিয়া মানুষের কাছে পাঠাইয়াছেন। মূসা (আ.) বলিলেন, হ্যাঁ। আদম (আ.) বলিলেন, আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে অভিযুক্ত করিয়াছেন, যাহা আমার সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ আমার উপর নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

(৬৬০৪) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ هُرْمُزَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَىْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ مُوسَى بِأَرْبَعِينَ عَامًا . قَالَ آدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا ‏ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ‏ قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى " .

(৬৬০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মূসা বিন আবদুল্লাহ বিন মূসা, ইবন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আনসারী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আদম (আ.) ও মূসা (আ.) তাঁহাদের পালনকর্তার কাছে তর্কে অবতীর্ণ হইলেন। আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর উপর বিজয়ী হইলেন। মূসা (আ.) বলিলেন, আপনি তো সেই আদম (আ.) যাহাকে আল্লাহ তা'আলা আপন হাতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনার মাঝে তিনি তাঁহার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছেন, তিনি তাঁহার ফিরিশতাদের দ্বারা আপনাকে সাজদা করাইয়াছেন এবং তাঁহার জান্নাত আপনাকে বসবাস করিতে দিয়াছেন। অথচ আপনি আপনার ভুলের দ্বারা মানুষকে পৃথিবীতে অবতরণ করাইয়াছেন। আদম (আ.) বলিলেন, আপনি তো সেই মূসা (আ.) যাহাকে আল্লাহ তা'আলা রিসালতের দায়িত্ব ও তাঁহার কালামসহ মনোনীত করিয়াছেন এবং আপনাকে দান করাইয়াছেন ফলকসমূহ, যাহাতে সবকিছুর বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে এবং একান্তে কথোপকথনের জন্য নৈকট্য দান করিয়াছেন। সুতরাং আমার সৃষ্টির কত বছর আগে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কি আপনি দেখিতে পাইয়াছেন? মূসা (আ.) বলিলেন, চল্লিশ বছর আগে। আদম (আ.) বলিলেন, আপনি কি তাহাতে পান নাই– 'আদম তাঁহার পালনকর্তার নির্দেশ অমান্য করিয়াছে এবং পথ হারা হইয়াছে'। বলিলেন, হ্যাঁ। আদম (আ.) বলিলেন, এরপর আপনি আমাকে আমার এমন কাজের জন্য কেন তিরস্কার করিতেছেন যাহা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর আগে আল্লাহ তা'আলা আমার উপর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর উপর বিজয়ী হইলেন।

(৬৬০৫) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى " .

(৬৬০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইবন হাতিম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আদম (আ.) ও মূসা (আ.) বিতর্কে লিপ্ত হইলেন। তখন মূসা (আ.) তাহাকে বলিয়াছেন, আপনি তো সেই আদম (আ.) যাহাকে তাঁহার ভুল জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে। তখন আদম (আ.) তাহাকে বলিলেন, তুমি তো সেই মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলা যাহাকে তাঁহার রিসালাত ও কালামের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। এরপরও তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ, এমন একটি বিষয়ের কারণে, যাহা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার উপর নির্ধারিত হইয়াছিল। ফলে আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর উপর বিজয়ী হইলেন।

(৬৬০৬) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

(৬৬০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রাফি (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের হাদীছের মর্মের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৬০৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(৬৬০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিনহাল দারীর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৬০৮) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ".

(৬৬০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন আবদুল্লাহ বিন সারহ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্যলিপি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সেই সময় আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা নির্দিষ্টকরণ মর্ম। অর্থাৎ লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করার সময়। অন্যথায় আসল তাকদীর নহে। ইহা তো চিরস্থায়ী, যাহার প্রথম নাই। -(নওয়াভী ২:৩৩৫)

عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (আর সেই সময় আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে। আল্লাহ তা'আলাই ইহার আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভালো জানেন। -(তাকমিলা ৫:৪৯১)

(৬৬০৯) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي هَانِئٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

(৬৬০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর এবং মুহাম্মদ বিন সাহল তামিমী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হানী (রাযি.)-এর সূত্রে এই সনদে তাহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে পার্থক্য এইটুকু যে, তাহারা দুইজন "তাঁহার আরশ পানির উপর ছিল" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ تَصْرِيفِ اللهِ تَعَالَى الْقُلُوبَ كَيْفَ شَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলা যেইভাবে চান কলবসমূহ পরিবর্তন করেন

(৬৬১০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ".

(৬৬১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, আদম সন্তানের কলবসমূহ পরম দয়াময় আল্লাহ তা'আলার দুই আঙ্গুলের মাঝে একটি কলবের মত। তিনি যেইভাবে ইচ্ছা তাহা পরিবর্তন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, "কলবসমূহ পরিচালনাকারী হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কলবকে আপনার আনুগত্যের উপর স্থির রাখুন।"

بَابُ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ সকল কিছুই পরিমিত পরিমাণে (সৃষ্ট)-এর বিবরণ

(৬৬১১) حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ".

(৬৬১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ (রহ.) তিনি ... তাউস (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবীকে দেখিতে পাইয়াছি। তাহারা বলিতেন যে, সকল কিছুই পরিমিত পরিমাণে (সৃষ্ট)। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সকল কিছুই পরিমিত পরিমাণে সৃষ্ট; এমনকি অক্ষমতা ও সক্ষমতাও অথবা সক্ষমতা ও অক্ষমতাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ (এমনকি অক্ষমতা ও সক্ষমতাও)। الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ শব্দদ্বয় كل এর উপর عطف হিসাবে শেষ বর্ণদ্বয়ে পেশ দ্বারা পঠিত। আবার شيئ এর উপর عطف হিসাবে শেষ বর্ণদ্বয়ে যের দ্বারা পঠিত। العجز এর অর্থ হয়তো অক্ষমতা কিংবা অর্থ ওয়াজিব কর্ম বর্জন করা, কালক্ষেপণ করা ও ওয়াক্ত হইতে বিলম্বিত করা। সম্ভবত ইবাদত হইতে অক্ষমতা মর্ম। তবে দুন্‌ইয়া ও আখিরাতে উভয় কর্মে ব্যাপক অর্থ গ্রহণেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর الكيس হইল العجز (অক্ষমতা, অপারগতা, দুর্বলতা, বার্ধক্য)-এর বিপরীত। আর তাহা হইল সকল বিষয়ে প্রফুল্লতা-উদ্যম এবং বিচক্ষণ-দক্ষ হওয়া। হাদীছ শরীফের অর্থ হইতেছে অক্ষমের অক্ষমতা তাকদীরে নির্ধারিত এবং সক্ষমের সক্ষমতা তাকদীরেই নির্ধারিত। -(তাকমিলা ৫:৪৯৪)

(৬৬১২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ { يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ * إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }

(৬৬১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। তখন এই আয়াত নাযিল হইল, "যেইদিন তাহাদের অধোমুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে এবং বলা হইবে জাহান্নামের আগুনের দহনস্বাদ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেকটি বস্তু পরিমিত রূপে সৃষ্টি করিয়াছি।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেকটি বস্তু পরিমিত রূপে সৃষ্টি করিয়াছি। -সূরা কামার ৪৯) قَدَر শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাণ করা। কোন বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরী করা। আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হইতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজাহানের সকল শ্রেণীর বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাণ সহকারে ছোট-বড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরী করিয়াছেন। অঙ্গুলিসমূহ একই রূপ তৈরী করেন নাই– দৈর্ঘ্য পার্থক্য রাখিয়াছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ রাখিয়াছেন। খোলা বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করিয়াছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিলে আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হইতে দেখা যাইবে।

শরীআতের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি আল্লাহ প্রদত্ত তাকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ কোন কোন হাদীছের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থও নিয়াছেন।

মুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রিওয়ায়তে আবূ হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, কুরায়শ কাফিররা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ করিলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়া আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ আদিকালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন বিশ্বের যাহা কিছু সৃষ্টি লাভ করে তাহা এই আদিকালীন তাকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টি লাভ করে।

তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্ম বিশ্বাস। যে ইহাকে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফির। আর যাহারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়া অস্বীকার করে, তাহারা ফাসিক। আহমদ, আবূ দাউদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক উম্মতের কিছু লোক মজুসী (অগ্নিপুজক কাফির) থাকে। আমার উম্মতে মজুসী তাহারা, যাহারা তাকদীরকে মানে না। তাহারা অসুস্থ হইলেও খবর নিও না এবং মরিয়া গেলে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করিও না। -(রূহুল মাআনী, মাআরিফুল কুরআন)

بَابُ قُدِّرَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَى وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বনী আদমের যিনা ইত্যাদির অংশ পূর্ব নির্ধারিত

(৬৬১৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ " . قَالَ عَبْدٌ فِي رِوَايَتِهِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ .

(৬৬১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) যাহা বলিয়াছেন 'লামাম' (আকর্ষণীয় বড় গোনাহ) সম্পর্কে তাহার চাইতে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কিছু আমি দেখি নাই। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের যিনার যে অংশ নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহা সে অবশ্যই পাইবে। আর দুই চোখের যিনা দৃষ্টিপাত করা, কানের যিনা শ্রবণ করা, জিহ্বার যিনা কথোপকথন, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা হেঁটে যাওয়া, অন্তরের যিনা আকাংখ্যা ও কামনা করা। আর গুপ্তস্থান তাহা বাস্তবায়িত করে কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাউসের বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب الاستئذان অধ্যায়ে الاستئذان এ আছে আর আবূ দাউদ শরীফে باب وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون القدر অধ্যায়ে এবং من اجل البصر باب ما يؤمر به من غض البصر এ আছে। النكاح অধ্যায়ে -(তাকমিলা ৫:৪৯৫)

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ ('লামাম' সম্পর্কে তাহার চাইতে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কিছু আমি দেখি নাই)। اللمم শব্দটির ل ও م বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ইরশাদের দিকে ইশারা করা হইয়াছে : اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ (যাহারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীলকার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে ছোটখাট অপরাধ করিলেও। সূরা নাজম ৩২) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করিয়া তাহাদের পরিচয় এই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা সাধারণভাবে কবীরা গুনাহ হইতে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম হইতে দূরে থাকে। ইহাতে لمم শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হইয়াছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তাফসীরের সারসংক্ষেপ লিখিত হইয়াছে যে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাহাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি হইতে বঞ্চিত করে না।

لمم শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেঈগণের কাছ হইতে দুই রকম উক্তি বর্ণিত হইয়াছে। (এক) ইহার অর্থ সগীরা অর্থাৎ ছোটখাট গুনাহ। (দুই) ইহার অর্থ সেই সকল গুনাহ, যাহা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তাহা হইতে তাওবা করতঃ চিরতরে বর্জন করা হয়। এই উক্তিও ইবন কাছীর প্রথমে মুজাহিদ হইতে এবং পরে হযরত ইবন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সারমর্মও এই যে, কোন সৎলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গুনাহ হইয়া গেলে যদি সে তাওবা করে তবে সে-ও সৎকর্মী ও মুত্তাকীদের তালিকা হইতে বাদ পরিবে না। -(মাআরিফুল কুরআন লি শফী (রহ.) সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর)

(৬৬১৪) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ".

(৬৬১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, আদম সন্তানের উপর যিনার যে অংশ লিপিবদ্ধ আছে তাহা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হইবে। দুই চোখের যিনা হইল দৃষ্টিপাত করা, দুই কানের যিনা হইল শ্রবণ করা, রসনার যিনা হইল কথোপকথন করা, হাতের যিনা হইল স্পর্শ করা, পায়ের যিনা হইল হাঁটিয়া যাওয়া, অন্তরের যিনা হইতেছে আকাংখা ও কামনা করা। আর গুপ্তাঙ্গ তাহা বাস্তবায়িত করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

بَابُ مَعْنَى كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ

অনুচ্ছেদ ঃ 'প্রত্যেক জাতক নিস্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে'-এর অর্থ এবং কাফিরদের ও মুসলিমদের মৃত শিশুদের বিষয়ে হুকুম।

(৬৬১৫) حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الآيَةَ.

(৬৬১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজিব বিন ওয়ালীদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, প্রতিটি নবজাতক ফিতরাতে জন্মগ্রহণ করে। এরপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রীস্টান বানায় এবং অগ্নিপূজক বানায়, যেমন চতুস্পদ জানোয়ার পূর্ণাঙ্গ চতুস্পদ বাচ্চা প্রসব করে। তোমরা কি তাহাতে কোন কর্তিত অঙ্গ বাচ্চা দেখ? অতঃপর আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে পার : "ইহাই আল্লাহর প্রকৃতি যাহার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই।"−(সূরা রূম ৩০)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب اذا الجنائز অধ্যায়ে باب لاتبديل لخلق এবং তাফসীরে সূরা রূম باب ما قيل فى اولاد المشركين এবং اسلم الصبى فمات هل يصلى عليه এবং الله باب الله اعلم بما كانوا عاملين القدر অধ্যায়ে এ আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ, তিরমিযী ও মুয়াত্তা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৫:৪৯৭)

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (প্রতিটি নবজাতক ফিতরাতে জন্মগ্রহণ করে)। আর রাবী হাদীছের শেষে বলেন, তোমরা নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে পার : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الاية (ইহাই আল্লাহর প্রকৃতি, যাহার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। -সূরা রূম ৩০)

ফিতরত বলিয়া কি বুঝানো হইয়াছে :

মাআরিফুল কুরআন গ্রন্থকার আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) লিখেন, এই সম্পর্কে তাফসীরকারগণের অনেক উক্তির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

(এক) ফিতরত বলিয়া ইসলাম বুঝানো হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হইবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতা-মাতা তাহাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়িম থাকে না। সহীহ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

(দুই) ফিতরত বলিয়া যোগ্যতা বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চিনিবার এবং তাঁহাকে মানিয়া চলিবার যোগ্যতা নিহিত রহিয়াছে। ইহার ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রহিয়াছে। (এক) এই আয়াতের পরই বলা হইয়াছে لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ (আল্লাহ সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই) এইখানে خَلْقِ اللهِ বলিয়া পূর্বোল্লিখিত فِطْرَةَ اللهِ কেই বুঝানো হইয়াছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ এই ফিতরত কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। অথচ আলোচ্য হাদীছ এবং সহীহ বুখারীর হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর পিতা-মাতা মাঝে মাঝে সন্তানকে ইয়াহুদী কিংবা খ্রীষ্টান করিয়া দেয়। যদি ফিতরতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, যাহাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা কিরূপে সহীহ হইবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফির বেশী পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরত হইলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন? দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খাযির (আ.) যেই বালককে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহার সম্পর্কে সহীহ হাদীছে বলা হইয়াছে, এই বালকের ফিতরতে কুফর ছিল। তাই খাযির (আ.) তাহাকে হত্যা করেন। ফিতরতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকের মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ করা জরুরী। কাজেই এই হাদীছ তাহার পরিপন্থী।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন বিষয় হইয়া থাকে, যাহার পরিবর্তন করিতেও সে সক্ষম নহে, তবে ইহা কোন ইচ্ছাধীন বিষয় হইল না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের সওয়াব কিরূপে অর্জন হইবে। কারণ ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই ছাওয়াব পাওয়া যায়। চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ হাদীছে অনুরূপ ফিকাহবিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতা-মাতা কাফির হইলে সন্তানকে কাফির করা হয় এবং তাহার কাফন-দাফন ইসলামী নিয়মে করা হয় না।

এই সকল আপত্তি ইমাম তুরপুশতী 'মাসাবীহ' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ভিত্তিতেই তিনি ফিতরতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। কেননা, এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে এই কথাও ঠিক যে, ইহাতে কোন পরিবর্তন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতা-মাতা কিংবা অন্য কাহারও প্ররোচনায় কাফির হইয়া যায়, তাহার মধ্যে ইসলামের সত্যতা চিনিয়া নেওয়ার যোগ্যতা নিঃশেষ হইয়া যায় না। খাযির (আ.)-এর হাতে নিহত বালক কাফির হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও ইহা জরুরী হয় না যে, তাহার মধ্যে সত্যকে বোঝিবার যোগ্যতা ছিল না। এই আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই ইহার কারণে বিরাট ছাওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতা-মাতা সন্তানকে ইয়াহুদী কিংবা খ্রীস্টান করিয়া দেওয়ার যে কথা সহীহ মুসলিমের আলোচ্য হাদীছ এবং বুখারী খরীফে আছে। তাহার অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তাহার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহ প্রদত্ত ছিল এবং তাহাকে ইসলামের দিকেই নেয়া যাইত, কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে সেই দিকে যাইতে দেয়নাই। পূববর্তী মনীষীগণ হইতে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যতঃ মূল ইসলাম নহে; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাকেই বুঝানো হইয়াছে পূর্ববর্তী মনীষীগণের উক্তির এই অর্থ মুহাদ্দিছে দেহলুভী (রহ.) মিশকাতের টীকা 'লুমআতে' বর্ণনা করিয়াছেন।

لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ (আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই)। এ উল্লিখিত বক্তব্য হইতে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরত তথা সত্যকে চিনিবার যোগ্যতা কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশে কাফির করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করিতে পারে না। -(মাআরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরের সংক্ষিপ্ত)

(৬৬১৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ "كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً". وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ.

(৬৬১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মা'মার (রহ.) বলেন, যেমন চতুষ্পদ জানোয়ার বাচ্চা প্রসব করে এবং তিনি جَمْعَاءَ (পূর্ণাঙ্গ) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৬১৭) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ". ثُمَّ يَقُولُ اقْرَءُوا ‏فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

(৬৬১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও আহমাদ বিন ঈসা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেকটি শিশু নিষ্পাপ অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করে। এরপর তিনি বলিয়াছেন, তোমরা তিলাওয়াত করিতে পার : "আল্লাহর ফিতরাত তাহাই যাহার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই প্রতিষ্ঠিত দীন।"

(৬৬১৮) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُلِدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ". فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ "اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ".

(৬৬১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রীস্টান বানায় এবং মুশরিক বানায়। তখন এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সে এর আগেই মারা যায় তাহা হইলে সেই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, আল্লাহই ভাল জানেন তাহারা কি কাজ করিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ (আল্লাহই ভাল জানেন তাহারা কি কাজ করিত)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিয়া দিলেন আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন তাহারা কি কাজ করিত। ফলে আল্লাহ চাহিলে জান্নাতে দাখিল করাইয়া দিবেন, তিনি চাহিলে জাহান্নাম দিবেন। বয়োঃপ্রাপ্তি পূর্বে শিশুরা মৃত্যুবরণ করিলে তাহাদের কি হুকুম এই ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, মুসলিমদের শিশু সর্বসম্মতি মতে জান্নাতী। আর মুশরিকদের শিশুদের ব্যাপারে তিনটি অভিমত রহিয়াছে : অধিকাংশের মতে পিতা-মাতার সহিত জাহান্নামে যাইবে। আর কতিপয় আলিম তাওয়াককুফ করিয়াছেন। আর সহীহ অভিমত হইতেছে যাহা মুহাককিকীনের অভিমত, তাহারা জান্নাতী। তাহারা এই হাদীছের জবাব দিয়াছেন যে, ইহাতে জাহান্নামে যাওয়ার কথা উল্লেখ নাই; বরং ইহার মর্ম এইরূপ যে, সে বয়ো-প্রাপ্ত হইলে আল্লাহ জানেন সে কি আমল করিত। কিন্তু সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাই সে জান্নাতী। আর খাযির (আ.) যেই শিশুটি হত্যা করিয়াছিলেন যাহার পিতা-মাতা মুসলমান ছিল। হাদীছে যে তাহাকে কাফির বলা হইয়াছে ইহার মর্ম হইতেছে যে, সে বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে কাফির হইত এবং তাহার পিতা-মাতাকেও কাফির করিয়া ছাড়িত। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(নওয়াভী ২:৩৩৭)

(৬৬১৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. فِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ "مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ "إِلاَّ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ "لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ".

(৬৬১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন নুমায়র

বর্ণিত হাদীছে "প্রত্যেকটি শিশু মিল্লাতে ইসলামীর উপর জন্মগ্রহণ করেন" আর আবূ মু'আবিয়া (রহ.)-এর সূত্রে আবূ বকর (রাযি.)-এর বর্ণনায় "এই মিল্লাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, এমনকি মুখে স্পষ্ট করিয়া কথা বলা পর্যন্ত (তাহার উপর বহাল থাকে)" এবং আবূ মু'আবিয়া (রহ.)-এর সূত্রে আবূ কুরায়ব (রহ.)-এর বর্ণনায় "এমন কোন শিশু নাই যা এই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে না, এমনকি তাহার ভাষা ব্যক্ত করা পর্যন্ত" রহিয়াছে।

(৬৬২০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هٰذِهِ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنْتِجُونَ الإِبِلَ فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا". قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا قَالَ "اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ".

(৬৬২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাদ বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই হাদীছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবূ হুরায়রা (রাযি.) আমাদেরকে বর্ণনা করিয়াছেন। এরপর তিনি তাহার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয় সে এই ফিতরাতের উপরই ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রীস্টান বানায়, যেমন উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকে। তোমরা কি তাহাদের মধ্যে কানকাটা দেখিতে পাও? বরং তোমরাই সেইগুলির কান ছিদ্র করিয়া থাক। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যেই বাচ্চাটি শৈশবেই মারিয়া যাইবে, তাহার সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? তিনি বলিলেন, তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

(৬৬২১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا".

(৬৬২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, প্রতিটি মানব সন্তানকে তাহার মা ফিতরাতের উপর জন্মদান করে। পরে তাহার পিতামাতাই তাহাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রীস্টান বানায় এবং অগ্নি উপাসক বানায়। যদি তাহার পিতামাতা মুসলিম হইয়া থাকে, তাহা হইলে শিশুটি মুসলিম হইবে। প্রত্যেক মানব শিশুকে তাহার মাতার প্রসবকালে শয়তান তাহার দুই পাঁজরে খোঁচা দিয়া থাকেন। তবে মারইয়াম ও তাহার পুত্র ঈসা (আ.)কে শয়তান খোঁচা দিতে পারে নাই।

(৬৬২২) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ "اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ".

(৬৬২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের সন্তানাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তাহাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

(৬৬২৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ح وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ

ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْقِلٍ سُئِلَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ.

(৬৬২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ, আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন বাহরাম ও সালামা বিন শাবীব (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে ইউনুস ও ইবন আবূ যি'র (রহ.)-এর সনদে তাহাদের দুইজনের (শু'আয়ব ও মা'কাল) হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে শুআয়ব ও মা'কাল বর্ণিত হাদীছে একটু পার্থক্য আছে। তথায় أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ এর স্থলে ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ (মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি) উল্লেখ আছে।

(৬৬২৪) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا فَقَالَ "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ".

(৬৬২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের শিশু যারা মারা গিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হইল। তখন তিনি বলিলেন, তাহারা যাহা করিত সেই বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন।

(৬৬২৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ إِذْ خَلَقَهُمْ".

(৬৬২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... তিনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি বলিলেন, তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহরই ভাল জ্ঞান আছে। কেননা তিনিই তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৬৬২৬) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا".

(৬৬২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... উবাই বিন কা'ব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই যেই বালকটিকে খাযির (আ.) (আল্লাহর নির্দেশে) কতল করিয়াছিলেন সে কাফির হিসাবে চিহ্নিত ছিল। যদি সে বাঁচিয়া থাকত তাহা হইলে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা সে তাহার পিতা-মাতাকে কষ্ট দিত।

(৬৬২৭) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ فَقُلْتُ طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَوَلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًا وَلِهَذِهِ أَهْلًا".

(৬৬২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি মু'মিন জননী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বালক মারা গেলে আমি বলিলাম, তাহার জন্য সুসংবাদ। সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখিদের অন্যতম (অর্থাৎ অবাধে বিচরণ করিবে)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন জান্নাত

এবং সৃষ্টি করিয়াছেন জাহান্নাম। তারপর তিনি এই জান্নাতের জন্য উপযুক্ত অধিবাসী এবং জাহান্নামের জন্য অধিবাসী সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৬৬২৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ "أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ".

(৬৬২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... মু'মিন জননী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আনসার বালকের জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই বালকটি তো ভাগ্যবান। সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখিদের অন্যতম। সে মন্দকাজ করে নাই এবং পাপ তাহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি বলিলেন, ইহা ছাড়া আরো কিছু হে আয়িশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য যাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদেরকে সেই উদ্দেশ্যেই পয়দা করিয়াছেন এবং তখন তাহারা তাহাদের বাপ দাদাদের ঔরসে ছিল। আর তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের জাহান্নামের জন্য তাহাদের সেই উদ্দেশ্যেই পয়দা করিয়াছেন এবং তাহাদের বাপ দাদাদের ঔরসে ছিল।

(৬৬২৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِ وَكِيعٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

(৬৬২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ (রহ.) তিনি ... তালহা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) ওয়াকী' (রহ.)-এর সনদে তাহার হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ بَيَانِ أَنَّ الآجَالَ وَالأَرْزَاقَ وَغَيْرَهَا لاَ تَزِيدُ وَلاَ تَنْقُصُ عَمَّا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ বয়স, জীবিকা ইত্যাদি নির্ধারিত তাকদীর হইতে হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না-এর বিবরণ

(৬৬৩০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "قَدْ سَأَلْتِ اللَّهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ". قَالَ وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ قَالَ مِسْعَرٌ وَأُرَاهُ قَالَ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ مَسْخٍ فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلاً وَلاَ عَقِبًا وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ".

(৬৬৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রাযি.) বলেন, হে আল্লাহ! আমার স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

মুসলিম ফর্মা -২১-২০/২

ওয়াসাল্লাম আমার পিতা আবূ সুফিয়ান ও আমার ভাই মু'আবিয়া (রাযি.)-এর সহিত আমাকে সুখময় জীবন দান করুন। আবদুল্লাহ বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তো আল্লাহর কাছে নির্ধারিত বয়স, সীমিত সময় এবং বণ্টনকৃত জীবিকা সম্পর্কে প্রার্থনা করিলে। এইগুলি কখনোই ত্বরান্বিত হইবে না কিংবা বিলম্বিতও হইবে না। যদি তুমি আল্লাহ কাছে জাহান্নাম হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কিংবা কবরের আযাব হইতে বাঁচার জন্য দু'আ করিতে তাহা হইলে উত্তম কিংবা শ্রেয় হইত। তিনি বলেন, তাঁহার কাছে (বণূ ইসরাঈলের) বানরে রূপান্তরিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইল। মিস'আর বলেন, আমি মনে করি, শূকরে রূপান্তরিত হওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা যাহাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাদের কোন বংশ বা উত্তরসূরী রাখেন নাই। ঐ আকৃতি পরিবর্তনের পূর্বেও পৃথিবীতে বানর ও শূকর ছিল।

(৬৬৩১) حَدَّثَنَاهُ أَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ بِشْرٍ وَوَكِيعٍ جَمِيعًا "مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ".

(৬৬৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... মিস'আর হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইবন বিশর ও ওয়াকী হইতে তাঁহার হাদীছে مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ (জাহান্নামের আগুন এবং কবর আযাব হইতে) উল্লেখ রহিয়াছে।

(৬৬৩২) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِحَجَّاجٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لاَ يُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ وَلاَ يُؤَخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ وَلَوْ سَأَلْتِ اللّٰهَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ". قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا أَوْ يُعَذِّبْ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ".

(৬৬৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও হাজ্জাজ বিন শা'ঈর (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রাযি.) বলিলেন, হে আল্লাহ! আমার স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতা আবূ সুফিয়ান ও আমার ভাই মু'আবিয়া (রাযি.)-এর সহিত আমাকে সুখী জীবন দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি তো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিলে নির্ধারিত বয়স, সীমাবদ্ধ অবকাশ এবং বণ্টিত জীবিকা, যাহার কিছুই অবতরণের পূর্বে ত্বরান্বিত হইবে না এবং অবতীর্ণ হওয়ার পরে বিলম্বিত হইবে না। যদি তুমি আল্লাহর কাছে দু'আ করিতে যেন তিনি তোমাকে জাহান্নাম হইতে এবং কবর আযাব হইতে রেহাই দান করেন তাহা হইলে তা তোমার খুবই ভাল হইত। বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বানর ও শূকরগুলিই তো বিকৃতি প্রাপ্ত দল? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে ধ্বংস করেন কিংবা যে জাতিকে (বিকৃতি ঘটিয়ে) আযাব দেন, তাহাদের বংশধর অবশিষ্ট রাখেন না। আর বিকৃতি ঘটার পূর্বেও পৃথিবীতে বানর ও শূকর ছিল।

(৬৬৩৩) حَدَّثَنِيهِ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ". قَالَ ابْنُ مَعْبَدٍ وَرَوَى بَعْضُهُمْ "قَبْلَ حِلِّهِ". أَىْ نُزُولِهِ.

(৬৬৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ দাউদ সুলায়মান বিন মা'বাদ (রহ.) তিনি ... সুফিয়ান (রহ.) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে آثَارٍ مَوطوءة (সীমাবদ্ধ অবকাশ) এর স্থলে آثَارٍ مَبْلُوغَةٍ (সীমিত সংগতি) রহিয়াছে। ইবন মা'বাদ (রহ.) বলিয়াছেন, কেহ قَبْلَ حِلِّهِ (অবতরণের পূর্বে)-এর অর্থ করিয়াছেন نُزُولِهِ অর্থাৎ অবতরণের পূর্বে।

بَابُ فِي الأَمْرِ بِالْقُوَّةِ وَتَرْكِ الْعَجْزِ وَالاِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ وَتَفْوِيضِ الْمَقَادِيرِ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কাজকর্মে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা পরিহারের নির্দেশ এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ও তাহার উপর ভরসা করা।

(৬৬৩৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ".

(৬৬৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, শক্তিশালী মু'মিন দুর্বলের তুলনায় আল্লাহর কাছে উত্তম ও অতীব প্রিয়। প্রত্যেকটি কল্যাণকর বস্তুর মধ্যে তুমি লাভের আকাংখা কর, যাহাতে তোমার উপকার হইবে। এরূপ মনে করো না যে, যদি আমি এইরূপ করিতাম তবে এইরূপ হইত না। বরং এই বল যে, আল্লাহ তা'আলা যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন এবং তিনি যাহা চাহিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। কেননা, তোমার لَوْ (যদি) শব্দটি শয়তানের আমলের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে।

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় ঃ ইল্‌ম

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ مُتَّبِعِيهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الاِخْتِلاَفِ فِي الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুতাশাবিহুল কুরআন (অস্পষ্ট আয়াত)-এর অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়া ও ইহার অনুসারীদের ভীতি প্রদর্শন এবং কুরআনে বর্ণিত বিষয়ে মতভেদ নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে।

(৬৬৩৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلاَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ { قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ".

(৬৬৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করিলেন, "তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার কিছু আয়াত রহিয়াছে সুস্পষ্ট; সেইগুলিই কিতাবের আসল অংশ আর অন্যগুলি রূপক। সুতরাং যাহাদের অন্তরে কুটিলতা রহিয়াছে তাহারা অনুসরণ করিয়া ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যেকার রূপকগুলির। আর সেইগুলির ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেহ জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর, তাহারা বলেন : আমরা ইহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। এই সকলই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ হইতে নাযিল হইয়াছে। "আর বোধশক্তি সম্পন্নরা ছাড়া অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।" -(সূরা আলে ইমরান ৭) তিনি (আয়িশা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা সেই সব লোকদের দেখিতে পাইবে যাহারা সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অর্থের সন্ধ্যানে ব্যাপৃত, এরাই সেই সব ব্যক্তি, যাহাদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আমরা তাহাদের থেকে দূরে থাকিব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ الخ (তাহার কিছু আয়াত রহিয়াছে সুস্পষ্ট; সেইগুলিই কিতাবের আসল অংশ আর অন্যগুলি রূপক...)। মাআরিফুল কুরআন গ্রন্থকার (রহ.) লিখেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা খ্রীস্টনদের বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের মূলোৎপাটন করিয়াছেন। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কুরআন মজীদে এই সকল বাক্য মুতাশাবিহাত অর্থাৎ রূপক। এই সকল বাক্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এইগুলি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

মধ্যকার একটা গোপন রহস্য। এইগুলির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্বসাধারণ অবগত হইতে পারে না; বরং এই সকল শব্দের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সাধারণ মানুষের জন্যে বৈধ নয়। এইগুলি সম্পর্কে বিশ্বাস করা জরুরী যে, এই সকল বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সত্য। ইহার অতিরিক্ত ঘাঁটা-ঘাঁটি করিবার অনুমতি নাই।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বা রূপক আয়াতের কথা উল্লেখ করিয়া একটি সাধারণ মূলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই মূলনীতিটি বুঝিয়া নেওয়ার পর অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ : কুরআন মজীদে দুই প্রকার আয়াত আছে। এক প্রকারকে 'মুহকামাত' তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর প্রকারকে 'মুশতাবিহাত' তথা অস্পষ্ট ও রূপক আয়াত বলা হয়।

আরবী ভাষায় নিয়মাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি যে সকল আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে, সেই সকল আয়াতকে মুহকামাত বলে এবং এইরূপ ব্যক্তি যে সকল আয়াতের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝিতে সক্ষম না হয়, সে সকল আয়াতকে 'মুশতাবিহাত' বলে। (মাযহারী ২য় খণ্ড)

প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ্ তা'আলা 'উম্মুল কিতাব' আখ্যা দিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, এই সকল আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এই সকল আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতা মুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য : অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এইগুলি সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা এই যে, এই সকল আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখিতে হইবে। যে অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাহাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে, যাহা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। এই ব্যাপারে স্বীকৃত মূলনীতি কিংবা কোন ব্যাখ্যা অথবা, কদর্য করা বৈধ নয়। উদাহরণতঃ হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট উক্তি এইরূপ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ (সে আমার নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেহ নয়। -সূরা যুখরুফ ৫৯) অন্যত্র বলা হইয়াছে إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ (আল্লাহ তা'আলার কাছে ঈসা (আ.)-এর উদাহরণ হইতেছে আদম (আ.)-এর অনুরূপ। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। -সূরা আলে ইমরান ৫৯)।

এই সকল আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঈসা (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত বান্দা এবং তাঁহার সৃষ্ট। অতএব 'তিনি উপাস্য, তিনি আল্লাহর পুত্র'– খ্রীস্টানদের এই সকল দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট।

এখন যদি কোন ব্যক্তি এই সকল সুস্পষ্ট প্রমাণ হইতে চোখ বন্ধ করিয়া শুধু 'আল্লাহর বাক্য' এবং 'আল্লাহর আত্মা' ইত্যাদি অস্পষ্ট আয়াত সম্বল করিয়া হঠকারিতা শুরু করিয়া দেয় এবং এইগুলির এমন অর্থ নেয়, যাহা সুস্পষ্ট আয়াত ও পরম্পরাগত বর্ণনার বিপরীত, তাহা হইলে ইহাকে তাহার বক্রতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি বলা যায়?

কারণ, অস্পষ্ট আয়াতসমূহের নির্ভুল উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, তিনিই কৃপা ও অনুগ্রহপূর্বক যাহাকে যতখানি ইচ্ছা জানাইয়া দেন। সুতরাং এমন অস্পষ্ট আয়াত হইতে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিয়া স্বমতের অনুকূলে কোন অর্থ বাহির শুদ্ধ হইবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ (সুতরাং যাহাদের অন্তরে কুটিলতা রহিয়াছে)। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, যাহারা সুস্থ স্বভাব-সম্পন্ন তাহারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়া বেশী তথ্যানুসন্ধান ও ঘাঁটা-ঘাঁটি করে না; এবং তাহারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এই আয়াতটিও আল্লাহর সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হিকমতের কারণে ইহার অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন নাই প্রকৃতপক্ষে এই পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। ইহার বিপরীতে কিছু সংখ্যক লোক এমনও আছে, যাহাদের অন্তর বক্রতাসম্পন্ন। তাহারা সুস্পষ্ট আয়াত হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া অস্পষ্ট আয়াত নিয়া ঘাঁটা-ঘাঁটিতে লিপ্ত থাকে এবং তাহা হইতে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বাহির করিয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পায়। এইরূপ লোকদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ (আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর, তাহারা বলেন : আমরা ইহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি)। জ্ঞানের গভীরতার অধিকারী কারা? এই সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, ইহারা হইলেন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত। তাহারা কুরআন ও সুন্নাহর সেই ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ মনে করে।

যাহা সাহাবায়ে কিরাম, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমায় বর্ণিত রহিয়াছে। তাঁহারা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে কুরআনী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন এবং অস্পষ্ট আয়াতসমূহের যেই সকল অর্থ তাঁহাদের বোধগম্য নয়, নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য স্বীকার করিয়া সেইগুলিকে তাঁহারা আল্লাহর নিকটই সোপর্দ করেন। তাঁহারা স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তির জন্য গর্বিত নয়; বরং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কাছে দৃঢ়তা ও অধিকতর জ্ঞান-গরিমা ও অন্তর-দৃষ্টি কামনা করিতে থাকেন। তাহাদের মন-মস্তিস্ক অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে পড়িয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহী নন। তাঁহারা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় প্রকার আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ তাহাদের বিশ্বাস এই যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস হইতে আগত। তবে এক প্রকার অর্থাৎ সুস্পষ্ট আয়াতের অর্থ জানা আমাদের জন্যে উপকারী ও জরুরী ছিল। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা তাহা গোপন রাখেন নাই; বরং খোলাখুলি বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন এবং অন্য প্রকার অর্থাৎ অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা বিশেষ হিকমতের কারণে বর্ণনা করেন নাই। কাজেই তাহা জানা আমাদের জন্য জরুরী নয়। সংক্ষেপে এইরূপ আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট। -(মাযহারী, মাআরিফুল কুরআন)

(৬৬৩৬) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْكِتَابِ".

(৬৬৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন জাহদারী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তিনি বলেন, তখন তিনি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে দুই ব্যক্তির মতবিরোধের আওয়ায শ্রবণ করিতে পান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে আসিলেন, তখন তাঁহার চেহারায় গোস্বার চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা আল্লাহর কিতাবে মতবিরোধ করার দরুণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هَجَّرْتُ অর্থাৎ بكرت (আমি সকালে) وذهبت اليه فى وقت باكر (আর আমি একদা সকাল বেলা তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গেলাম। -(তাকমিলা ৫:৫১৫)

(৬৬৩৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا".

(৬৬৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করিতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের অন্তর ও মুখ অনুকূল থাকে। আর যখন অন্তর ও মুখ প্রতিকুল হয় তখন উঠিয়া যাইবে।

(৬৬৩৮) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَبٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا".

(৬৬৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরের আকর্ষণ বদ্ধমূল থাকে ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত কর। আর যখন প্রতিকূলতা আসিয়া পড়ে তখন উঠিয়া যাইবে।

(৬৬৩৯) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ قَالَ لَنَا جُنْدَبٌ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ بِالْكُوفَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ". بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

(৬৬৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন সাঈদ বিন সাকার দারেমী (রহ.) তিনি ... আবূ ইমরান (রাযি.) বলেন, আমরা কূফাতে ছোট ছিলাম। তখন জুনদুব (রাযি.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করিতে থাক ... তাঁহাদের দুইজনের হাদীছের অনুরূপ।

بَابُ فِي الأَلَدِّ الْخَصِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বাপেক্ষা ঝগড়াকারী প্রসঙ্গে

(৬৬৪০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ".

(৬৬৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ওয়াকী' (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা মন্দ সেই ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা ঝগড়াটে।

بَابُ اتِّبَاعِ سُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের আদর্শ অনুসরণ-এর বিবরণ

(৬৬৪১) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ "فَمَنْ".

(৬৬৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি-পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করিবে, এক বিঘত এক বিঘতের সাথে ও হাত হাতের সাথে, এমনকি তাহারা যদি গুঁই সাপের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলেও তোমরা তাহাদের অনুসরণ করিবে। আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! পূর্ববর্তী উম্মত বলিতে তো ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান বুঝি। তিনি ইরশাদ করিলেন, আর কে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

এই হাদীছ মু'জিযা, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাহা বলিয়াছেন অনুরূপই হইতেছে। -(নওয়াভী)

(৬৬৪২) وَحَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৬৬৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমাদের কতিপয় সঙ্গী, তাহারা ... যায়িদ বিন আসলাম (রহ.) হইতে এই সনদে তাহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৬৪৩) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

(৬৬৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আবূ ইসহাক ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বলেন আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আতা বিন ইয়াসার (রহ.)-এর সূত্রে যায়িদ বিন আসলাম (রহ.) তাঁহার অনুরূপ হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

بَابُ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

অনুচ্ছেদ ঃ অতিশয় উক্তিকারী ধ্বংস হইয়াছে

(৬৬৪৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ". قَالَهَا ثَلاَثًا.

(৬৬৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, অতিশয় উক্তিকারী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনি এই কথাটি তিনবার বলিয়াছেন।

بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আখেরী যমানায় ইলম উঠিয়া যাওয়া, মূর্খতা ও ফিতনা প্রকাশ পাওয়া-এর বিবরণ

(৬৬৪৫) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا".

(৬৬৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম হইল ইলম উঠিয়া যাইবে, মুর্খতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, মদ্যপান ও ব্যভিচারের প্রসার ঘটিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب رفع العلم العلم অধ্যায়ে المحاربين এবং فى فاتحته এবং الاشربة অধ্যায়ে باب يقل الرجال ويكثر النساء এবং النكاح অধ্যায়ে وظهور الجهل এবং অধ্যায়ে باب اثم الزناد এর মধ্যে আছে। তাহা ছাড়া তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৫:৫২০)

أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ (ইলম উঠিয়া যাইবে)। অর্থাৎ আলিমগণকে উঠাইয়া নেওয়ার মাধ্যমে। ফলে কোন আলিম থাকিবে না। তখন লোকেরা জাহিলদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করিবে। ফলে তাহারা না জানিয়া ফতওয়া দিবে। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৫২০)

(৬৬৪৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ

بَعْدِى سَمِعَهُ مِنْهُ "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ".

(৬৬৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করিব, যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি এবং আমার পরে কেহ তাহা তোমাদের কাছে বর্ণনা করে নাই? আমি তাঁহার কাছে শ্রবণ করিয়াছি যে, কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম হইতেছে ইল্‌ম উঠিয়া যাইবে, মূর্খতা প্রকাশ পাইবে, যিনা বিস্তৃত হইবে, মদ্যপান প্রচলিত হইবে, পুরুষ (-এর সংখ্যা) হ্রাস পাইবে, নারীরা অবশিষ্ট থাকিবে, এমনকি পঞ্চাশ জন নারীর জন্য একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক থাকিবে।

(৬৬৪৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِى حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ وَعَبْدَةَ لاَ يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(৬৬৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন বিশর ও আবাদা (রহ.) বর্ণিত হাদীছে 'তাহা তোমাদের কাছে আমার পরে কেহ বর্ণনা করিবে না।' আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ... উল্লেখ আছে। এরপর তিনি (আবাদা) তাহার অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬৬৪৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبِى قَالاَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِى مُوسَى فَقَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ".

(৬৬৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ ওয়ায়িল (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.)-এর সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে এমন এক সময় আসিবে যখন ইলম উঠাইয়া নেওয়া হইবে। সে সময় মূর্খতা অবতীর্ণ হইবে এবং 'হারাজ' বৃদ্ধি পাইবে। 'হারাজ' মানে হত্যা।

(৬৬৪৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِى النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِى مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ.

(৬৬৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাদর বিন আবূ নাদর (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ ও আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ... কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তিনি ... শাকীক (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.)-এর সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁহারা হাদীছ আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ... এরপর তাহারা ওয়াকী' ও ইবন নুমায়র (রাযি.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৬৬৫০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬৬৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইবন নুমায়র ও ইসহাক হানযালী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৬৫১) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬৬৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ ওয়ায়িল (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.)-এর সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁহারা হাদীছ আলোচনা করিতেছিলেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন।

(৬৬৫২) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ". قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ "الْقَتْلُ".

(৬৬৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হইলে ইলম উঠাইয়া নেওয়া হইবে, ফিতনা প্রকাশ পাইবে, কৃপণতা বৃদ্ধি পাইবে এবং হারাজ বাড়িয়া যাইবে। লোকেরা বলিল, 'হারাজ' কি? তিনি বলিলেন, কতল (হত্যা)।

(৬৬৫৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ". ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

(৬৬৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যুগ নিকটবর্তী, ইলমহ্রাস পাইবে। এরপর তাহার অনুরূপ উল্লেখ করেন।

(৬৬৫৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ". ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا.

(৬৬৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করিয়াছেন, যুগ নিকটবর্তী হইলে ইল্ম উঠাইয়া নেওয়া হইবে। এরপর মা'মার (রহ.) তাঁহাদের (ইউনুস ও শু'আয়ব রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

(৬৬৫৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا " وَيُلْقَى الشُّحُّ " .

(৬৬৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর, ইবন নুমায়র, আবূ কুরায়ব ও আমরুন নাকিদ মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবূ তাহির (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বলেন, যুহরী হুমাইদ হইতে আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে সালিম, হাম্মাম ও আবূ ইউনূস (রহ.) يُلْقَى الشُّحُّ (কৃপণতা ছড়াইয়া পড়িবে) কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৬৫৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا " .

(৬৬৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে ইল্ম কাড়িয়া নিবেন না। তবে তিনি আলিম শ্রেণীকে কবয করিয়া ইলম তুলিয়া নিবেন। যখন কোন আলিম থাকিবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদের নেতা বানাইয়া নিবে। তাহাদের কাছে ফাতওয়া চাওয়া হইবে এবং তাহারা না জানিয়া ফাতওয়া দিবে। ইহাতে তাহারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হইবে এবং লোকদেরও পথভ্রষ্ট করিবে।

(৬৬৫৭) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهُ فَرَدَّ عَلَيْنَا الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ .

(৬৬৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী' 'আতাকী', ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব, আবূ কুরায়ব বিন আবূ উমর, মুহাম্মদ

বিন হাতিম ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে জারীর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) উমর বিন আলী (রহ.) বর্ণিত হাদীছে এই টুকু বাড়াইয়া বলিয়াছেন– 'এরপর আমি (উরওয়া) এক বছরের মাথায় (পরে)' আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি হাদীসটি যেমন বলিয়াছিলেন, আমাকে অনুরূপ বলিলেন। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৬৬৫৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي جَعْفَرٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

(৬৬৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হিশাম বিন উরওয়া বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

(৬৬৫৯) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَسَائِلْهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِلْمًا كَثِيرًا قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُرْوَةُ فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ اللهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُءُوسًا جُهَّالًا يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ". قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ أَعْظَمَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَتْهُ قَالَتْ أَحَدَّثَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا قَالَ عُرْوَةُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ فَالْقَهُ ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَرَّتِهِ الأُولَى. قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ قَالَتْ مَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ.

(৬৬৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজায়বী (রহ.) তিনি ... উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, হে আমার ভগ্নীপুত্র! আমার কাছে খবর আসিয়াছে যে, আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) আমাদের সহিত হজ্জ পালন করিতে আসিয়াছেন। তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা কর। কেননা, তিনি নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বহু জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন। তিনি (উরওয়া) বলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট এমন অনেক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উরওয়া (রহ.) বলেন, সে সব বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিকট হইতে ইল্‌ম ছিনাইয়া নিবেন না। তবে তিনি আলিমদের কবয করিয়া নিবেন। সুতরাং তাহাদের সহিত ইল্‌মও উঠিয়া যাইবে। আর মানুষের মাঝে অবশিষ্ট থাকিবে জাহিল নেতৃবৃন্দ। তাহারা না জানিয়া লোকদের ফাতওয়া দিবে। ফলে তাহারা গোমরাহ হইবে এবং তাহাদেরও গোমরাহ করিবে। উরওয়া (র.) বলেন, আমি যখন এই হাদীছটি আয়িশা (রাযি.)-এর কাছে বর্ণনা করিলাম তখন তিনি ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেন এবং অস্বীকার করিয়া বলিলেন, তিনি (আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি.) কি তোমাকে হাদীছ শুনাইয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইটি বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন? উরওয়া (রহ.) বলিলেন, যখন এক আগন্তুক আসিল তখন তিনি তাহাকে (উরওয়া (রহ.)কে) বলিলেন, নিশ্চয়ই ইবন আমর (রাযি.) আগমন করিয়াছেন। তাহার সহিত সাক্ষাৎ

কর। এরপর তাহাকে সেই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর যাহা ইল্‌ম বিষয়ে তিনি তোমার কাছে উল্লেখ করিয়াছেন। উরওয়া (রহ.) বলিলেন, তখন আমি তাহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি তাহা আমার কাছে উল্লেখ করিলেন, যেমন প্রথমবার তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। উরওয়া বলেন, যখন আমি তাঁহাকে (আয়িশা (রাযি.)কে) বিষয়টি অবহিত করিলাম তখন তিনি বলিলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.)কে সত্যবাদী বলিয়া জানি এবং তিনি এই হাদীছে কিছুমাত্র বেশী কিংবা কম করেন নাই।

بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلاَلَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি কোন ভাল রীতি কিংবা মন্দ রীতি প্রচলন করে এবং যেই ব্যক্তি সত্য পথের দিকে আহ্বান করে কিংবা গোমরাহীর দিকে ডাকে-এর বিবরণ

(৬৬৬০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الضُّحَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلاَلٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَئُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ".

(৬৬৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। তাহাদের পরিধানে ছিল পশমী বস্ত্র। তিনি তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলেন। তাহারা ছিল অভাবে পতিত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করিলেন। লোকেরা সাদাকা দিতে ইতস্তত করিতেছিল। এমনকি ইহার প্রতিক্রিয়া তাঁহার চেহারায় প্রতিভাত হইল। রাবী বলেন, এরপর একজন আনসারী ব্যক্তি একটি রূপার (টাকার) থলে নিয়া আসিলেন। এরপর আরেকজন আসিলেন। এরপর একের পর এক আসিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহার চেহারায় খুশীর চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল রীতির প্রচলন করিবে এবং পরবর্তীকালে সেই অনুযায়ী আমল করা হয় তাহা হইলে আমলকারীর পুরস্কারের সমপরিমাণ সাওয়াব তাহার জন্য লিপিবদ্ধ করা হইবে। ইহাতে তাহাদের পুরস্কারে কোন রূপ ঘাটতি হইবে না। আর যেই ব্যক্তি ইসলামে কোন কুরীতির প্রচলন করিবে এবং তারপরে সেই অনুযায়ী আমল করা হয় তাহা হইলে ঐ আমলকারীর মন্দ ফলের সমপরিমাণ গুনাহ তাহার জন্য লিপিবদ্ধ করা হইবে। ইহাতে তাহাদের গুনাহ কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না।

(৬৬৬১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ.

(৬৬৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... জারীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন এবং লোকদের সাদাকা করার জন্য উৎসাহিত করিলেন। এরপর জারীর বর্ণিত হাদীছের মর্ম অনুযায়ী।

(৬৬৬২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِيُّ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ". ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

(৬৬৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা কোন ভাল কাজের প্রচলন করে না, যাহার উপর তাহার পরে আমল করা হয়। এরপর তিনি পূরো হাদীছটি উল্লেখ করেন।

(৬৬৬৩) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

(৬৬৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী, আবূ কামিল ও মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক (রহ.) তাঁহারা ... জারীর (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তাঁহারা ... জারীর (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছের অনুরূপ।

(৬৬৬৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا".

(৬৬৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানায় তাহার জন্য সেই পথের অনুসারীদের পুরস্কারের অনুরূপ পুরস্কার রহিয়াছে। ইহাতে তাহাদের পুরস্কার হইতে কিছুমাত্র ঘাটতি হইবে না। আর যেই ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহ্বান জানাইবে তাহার উপর সেই পথের অনুসারীদের গোনাহের অনুরূপ গোনাহ বর্তাইবে। ইহাতে তাহাদের গোনাহসমূহ কিছুমাত্র হালকা হইবে না।

كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ

অধ্যায় ঃ যিক্‌র, দু'আ, তাওবা ও ইস্তিগ্‌ফার

بَابُ الْحَثِّ عَلَى ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার যিকিরের প্রতি উৎসাহ দান

(৬৬৬৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِى إِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً".

(৬৬৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে তাহার ধারণা অনুযায়ী। যখন সে আমার যিকির করে তখন আমি তাহার সহিত থাকি। বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করিলে আমিও তাহাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে কোন মজলিসে আমার যিকির (স্মরণ) করে তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহাদের হইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত আগাইয়া আসে তাহা হইলে আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে হাঁটিয়া আসে আমি তাহার দিকে দ্রুত আসি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে التوبة অধ্যায়ে باب فى الحض على التوبة তেও আছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে التوحيد অধ্যায়ে باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৫৩১)

وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِى (যখন সে আমার যিকির করে তখন আমি তাহার সঙ্গে থাকি)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ রহমত, তাওফীক, হিদায়াত এবং তত্ত্বাবধানে সঙ্গে থাকি। আর আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وهو معكم اينما كنتم (তোমরা যেইখানেই থাক তিনি তোমাদের সহিত আছেন) আয়াতের অর্থ হইতেছে যে, অবগতি ও পরিবেষ্টনে। আর কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, অর্থাৎ পর্যবেক্ষণে ও হিফাযতে কিংবা আমিই সে সত্তা আমার যিকিরের জন্য তাহাকে তাউফীক দিয়া থাকি। -(তাকমিলা ৫:৫৩২)

إِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى (বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করিলে আমিও তাহাকে একাকী স্মরণ করি)। অর্থাৎ বান্দা আমার পাক-পবিত্রতা গোপনে বর্ণনা করিলে আমি তাহাকে গোপনে ছাওয়াব প্রদান করিয়া থাকি। -(ঐ)

وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ (আর যদি সে কোন মজলিসে আমার যিকির (স্মরণ) করে তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহাদের হইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি)। প্রকাশ্য যে, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে ফিরিশতাগণ। ইহা দ্বারা কতিপয় দলীল দিয়া বলেন বনী আদম হইতে ফিরিশতাগণ উত্তম। ইহা মু'তাযিলা ও কতিপয় ফালাসিফার অভিমত। আহলে সুন্নতের কতিপয় বিশেষজ্ঞ এই মত পোষণ করেন। কিন্তু জমহুরে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অভিমত হইতেছে নবীগণ ফিরিশতাগণ হইতে উত্তম। অনুরূপ বনী আদমের নেক্কার অধিকাংশ লোক সাধারণ ফিরিশতাগণ হইতে উত্তম। ইহার দলীল হইতেছে ফিরিশতাগণ হযরত আদম (আ.)কে সাজদা করার আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছের

জবাব হইতেছে যে, জমহুরে আহলে সুন্নাহ বিভিন্নভাবে তাবীল করিয়াছেন। ইহার একটি হইতেছে যে, উত্তম মজলিশ দ্বারা মর্ম নবীগণ ও ফিরিশতাগণের মজলিস। -(তাকমিলা ৫:৫৩৩)

أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (আমি তাহার দিকে দ্রুত আসি)। الهرولة অর্থ السعى (দ্রুত)। হাদীছের অর্থ যেই ব্যক্তি আমার ইবাদত করিবে আমি তাহাকে আমার রহমত, তাওফীক এবং তত্ত্বাবধানে অন্তর্ভুক্ত করি। -(তাকমিলা ৫:৫৩৪)

(৬৬৬৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ "وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا".

(৬৬৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে 'যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তাহা হইলে আমি তাহার দিকে এক গজ আগাইয়া আসি' কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৬৬৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللّٰهَ قَالَ إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي بِشِبْرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِذِرَاعٍ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعَ".

(৬৬৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এইগুলি আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ। এরপর তিনি কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেন। এর মধ্যে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন কোন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তখন আমি তাহার পানে এক হাত আগাইয়া আসি। আর যখন সে এক হাত আগায় তখন আমি একগজ আগাই। যখন সে একগজ আগাইয়া আসে তখন আমি তাহার দিকে অতি দ্রুত আসি।

(৬৬৬৮) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ "سِيرُوا هٰذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ" قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ "الذَّاكِرُونَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ".

(৬৬৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমায়্যা বিন বিসতাম আয়শী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে জুমদান নামক একটি পাহাড়ের নিকটে গেলেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা এই জুমদান পর্বতে পরিভ্রমণ কর। এইখানে 'মুফাররিদরা' অতিক্রম করিয়াছে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, 'মুফাররিদ' কারা, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বলিলেন, অধিক যিকিরকারী ও অধিক যিকিরকারিণী।

بَابُ فِي أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নামসমূহ ও তাহার হিফাযতকারীর ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৬৬৯) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ "مَنْ أَحْصَاهَا".

(৬৬৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যেই ব্যক্তি তাহার হিফাযত করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর আল্লাহ তা'আলা বেজোড়। তিনি বেজোড় পছন্দ করেন। ইবন আবূ উমর (রহ.)-এর বর্ণনায় مَنْ حَفِظَهَا (যে হিফাযত করে) এর স্থলে مَنْ أَحْصَاهَا (যে গণনা করে) উল্লেখ আছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الدعوات অধ্যায়ে باب لله عزوجل مائة এবং التوحيد অধ্যায়ে باب ان الله مائة اسم এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে الدعوات অধ্যায়ে এবং ইবন মাজা শরীফে الدعاء অধ্যায়ে باب اسماء الله تعالى عزوجل এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৫৩৫)

لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا (আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম আছে)। এই হাদীছে নামগুলি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। অন্য হাদীছে আছে তাহা নিম্নরূপ :

> اَللّٰهُ، الرحمٰن، الرحيم، المَلِك، القُدُّوس، السلام، المؤمن، المُهَيْمِنُ، العزيز، الجبار، المتكبر،
> اَلْخَالِقُ، البارئ، المصوّر، الغفار، القهار، التواب، الوَهَّابُ، اخلاق، الرزاق، الفتاح، العليم،
> اَلْحَلِيْمُ، العظيم، الواسع، الحكيم، الحي، القيوم، السميع، البصير، اللطيف، الخبير، العلي،
> اَلْكَبِيْرُ، المحيط، القدير، المولى، النصير، الكريم، الرقيب، القريب، المجيب، الوكيل،
> اَلْحَسِيْبُ، الحفيظ، المقيت، الودود، المجيد، الوارث، الشهيد، الولي، الحميد، الحق،
> المُبِيْنُ، القوى، المتين، الغنى، المالك، الشديد، القادر، المقتدر، القاهر، الكافى،
> الشَّاكِرُ، المستعان، الفاطر، البديع، الغافر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الكفيل،
> اَلْغَالِبُ، الحكم، العالم، الرفيع، الحافظ، المنتقم، القائم، المحيى، الجامع، المَلِيْكُ،
> المُتَعَالِى، النور، الهادى، الغفور، الشكور، العفوّ، الرءوف، الاكرم، الأعلى، البر، الحفى،
> اَلرَّبُّ، الإله، الواحد، الأحد، الصمد،

- (তাকমিলা ৫:৫৩৬-৫৩৭)

مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (যেই ব্যক্তি তাহার হিফাযত করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে)। অন্য রিওয়ায়তে আছে من احصاها (যে ব্যক্তি তাহা গণনা করে) এই স্থানে এক জামাআত আলিম বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে হিফয করা। আর কেহ বলেন, احصاها অর্থ الايمان بها (ইহার উপর ঈমান আনে)। আর কেহ বলেন, এই মুতাবিক আমল করে। আর কেহ বলেন, এইগুলি অনুধাবন করে। তবে হিফয করার ব্যাখ্যাই অধিক প্রকাশ্য। -(তাকমিলা ৫:৫৩৭)

(৬৬৭০) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ". وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ".

(৬৬৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে। যেই ব্যক্তি তাহা গণনা করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হাম্মাম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এইটুকু বাড়াইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি বেজোড় এবং তিনি বেজোড় ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ (তিনি বেজোড় এবং তিনি বেজোড়কে ভালোবাসেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এক দুই হইতে আফযল। কেননা বেজোড় জোড় হইতে আফযল। কারণ বেজোড় হইল স্রষ্টার গুণ আর জোড় হইল সৃষ্টির গুণ। -(তাকমিলা ৫:৫৩৮)

بَابُ الْعَزْمِ بِالدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ إِنْ شِئْتَ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর সংকল্প এবং এই কথা না বলা যে, 'আল্লাহ তুমি যদি চাও'-এর বিবরণ

(৬৬৭১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ".

(৬৬৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেউ যখন দু'আ করিবে তখন দৃঢ় সংকল্পের সাথে দু'আ করিবে। আর সে যেন "হে আল্লাহ! যদি আপনি চান তাহা হইলে আমাকে দান করুন" না বলে। কেননা, আল্লাহর উপর জোর করার কেহ নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ আল্লাহ তা'আলার উপর কোন কল্যাণকামী নাই। তিনি যাহা করেন নিজ খুশী ও সন্তোষেই করিয়া থাকেন। কাজেই বান্দার এই শর্ত লাগানোর কি প্রয়োজন। ইহাতে এক প্রকার অমুখাপেক্ষী প্রকাশিত হয়। বান্দার জন্য উচিত তাহার মাওলার কাছে কান্নাকাটি করিয়া প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

(৬৬৭২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ".

(৬৬৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেউ যখন দু'আ করে তখন সে যেন না বলে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ (হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে ক্ষমা করুন)। বরং সে যেন সংকল্পে দৃঢ়তার সাথে দু'আ করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যাহা দান করেন তাহা আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন কোন বড় জিনিস নয়।

(৬৬৭৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكْرِهَ لَهُ".

(৬৬৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মূসা আনসারী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন কখনও না বলে যে, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ (হে আল্লাহ! আপনি চাহিলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করিলে আমার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন)। সে যেন অবশ্যই দৃঢ় সংকল্পের সাথে দু'আ করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মহান কারিগর, তিনি যাহা ইচ্ছা তৈরী করেন। তাঁহাকে বল প্রয়োগকারী কেহ নাই।

بَابُ تَمَنِّي كَرَاهَةِ الْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিপদ আপতিত হইলে মৃত্যু কামনা মাকরূহ-এর বিবরণ

(৬৬৭৪) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي".

(৬৬৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন বিপদ আপতিত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি অগত্যা মৃত্যু কামনা করিতেই হয় তাহা হইলে সে যেন বলে– "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হায়াত আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর যদি আমার জন্য মৃত্যু মঙ্গলজনক হয়, তবে আমাকে মৃত্যু দান করুন।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ (তোমাদের কেহ যেন বিপদ আপতিত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে)। সালাফি সালিহীনের এক জামাআত ইহা দ্বারা দুনইয়াবী বিপদ আপতিত হওয়া মর্ম নিয়াছেন। কেননা, পারলৌকিক বিপদ তথা দ্বীনে ফিতনা আপতিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে মৃত্যুর কামনা করা নিষেধের আওতাধীন নহে। -(তাকমিলা ৫:৫৪০ সংক্ষিপ্ত)

(৬৬৭৫) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ كِلاَهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ".

(৬৬৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ খালফ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ (তাহার উপর পতিত বিপদের কারণে) এর স্থলে مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ (যে বিপদ তাহার উপর আপতিত হইয়াছে তাহা হইতে) বলিয়াছেন।

(৬৬৭৬) حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ وَأَنَسٌ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ قَالَ أَنَسٌ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ". لَتَمَنَّيْتُهُ.

(৬৬৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন উমর (রহ.) তিনি ... নাযর বিন আনাস ও আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রাযি.) বলিয়াছেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "তোমাদের কেহ কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না" না বলিতেন তাহা হইলে অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করিতাম।

(৬৬৭৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ فَقَالَ لَوْمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

(৬৬৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... কায়স বিন আবূ হাযিম (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রাযি.)-এর

কাছে গেলাম। তিনি তাঁহার পেটে সাতটি আঘাত পেয়েছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মৃত্যুকে আহ্বান জানাইতে নিষেধ না করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহাকে ডাকিতাম।

(৬৬৭৮) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৬৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র, উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয ও ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) ইসমাঈল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৬৭৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا".

(৬৬৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাদ বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি এই মর্মে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার পূর্বে যেন মৃত্যুর জন্য দু'আ না করে। কেননা, তোমাদের কেহ মারা গেলে তাহার আমল বন্ধ হইয়া যায়। আর মু'মিন ব্যক্তির বয়স দীর্ঘায়িত হইলে ইহাতে তাহার কল্যাণ হইয়া থাকে।

بَابُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যাহারা আল্লাহর দীদার পছন্দ করে আল্লাহ তাহাদের সাক্ষাৎ পছন্দ করেন আর যাহারা আল্লাহর দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ তাহাদের সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন-এর বিবরণ

(৬৬৮০) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ".

(৬৬৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... উবাদা বিন সামিত (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার পছন্দ করে আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (উবাদা বিন সামিত (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب من الرقاق অধ্যায়ে احب لقاء الله احب الله لقاءه এ আছে। আর তিরমিযী ও নাসাঈ গ্রন্থে الجنائز অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৫:৫৪৩)

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ (যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার পছন্দ করে)। আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) নিহায়া কিতাবে বলেন, এই স্থানে 'আল্লাহর দীদার' দ্বারা মর্ম হইতেছে আখিরাতের বাড়ীতে পৌঁছা এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে যাহা আছে, তাহা আবেদন করা। ইহা দ্বারা মৃত্যু কামনা করা উদ্দেশ্য নহে। কেননা, মৃত্যু কামনা করা মাকরূহ। -(তাকমিলা ৫:৫৪৩)

(৬৬৮১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

(৬৬৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন মুছান্না ও বাশ্শার (রহ.) তিনি ... উবাদা বিন সামিত (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৬৮২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ". فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ "لَيْسَ كَذَلِكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ".

(৬৬৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রুয্যী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহও তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহও তাহার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। তখন আমি বলিলাম, ইয়া নবী আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কি মৃত্যু অপছন্দ করেন, যেমন আমরা সবাই তাহা অপছন্দ করি? তিনি বলেন, বিষয়টি এইরূপ নয়। তবে যখন একজন মু'মিনকে আল্লাহর রহমত, তাঁহার রিযামন্দি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে এবং আল্লাহও তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যখন কাফিরকে আল্লাহর আযাব ও তাহার অসুন্তুষ্টির খবর দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তাহার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

(৬৬৮৩) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৬৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৬৮৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ".

(৬৬৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর দীদার পছন্দ করে আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। আর মৃত্যু আল্লাহর সহিত সাক্ষাতের পূর্বে সংঘটিত হয়।

(৬৬৮৫) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ.

(৬৬৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি খবর দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন।

(৬৬৮৬) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ". قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا. فَقَالَتْ إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ". وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ. فَقَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ بِالَّذِى تَذْهَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ وَتَشَنَّجَتِ الأَصَابِعُ فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

(৬৬৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশ'আসী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, এরপর আমি (শুরাহ) আয়িশা (রাযি.)-এর কাছে আসিলাম এবং বলিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। যদি বিষয়টি এইরূপ হয় তাহা হইলে আমরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তখন তিনি (আয়িশা রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মত যেই ব্যক্তি ধ্বংস হইয়াছে, সে বস্তুতঃই ধ্বংস হইয়াছে। বিষয়টি কী? তিনি (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালোবাসে আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ ভালোবাসেন। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহও তাহার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। আর আমাদের মাঝে এমন কেহ নাই, যে মৃত্যুকে অপছন্দ করে না। তখন তিনি (আয়িশা রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাই বলিয়াছেন। তবে তুমি যাহা বুঝিয়াছ ব্যাপারটি ঠিক তাহা নয়। প্রকৃতপক্ষে যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে, শ্বাস বক্ষে আটকাইয়া যাইবে, শরীরের লোম শিউরে উঠিবে এবং আংগুলগুলি সংকুচিত হইয়া যাইবে তখন যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করিবে আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করিবেন এবং সেই সময় যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করিবে আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ অপছন্দ করিবেন।

(৬৬৮৭) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنِى جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْثَرٍ.

(৬৬৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক হানযালী (রহ.) তিনি ... মুতাররিফ (রহ.)-এর সনদে আবসার (রাযি.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৬৮৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِىُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ".

(৬৬৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ আমির আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালোবাসে আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ ভালোবাসেন। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহও তাহার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالٰى

অনুচ্ছেদ ঃ যিক্‌র, দু'আ, আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা এবং মানুষের প্রতি সুধারণার ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৬৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِى".

(৬৬৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার বান্দার ধারণানুরূপ আমি আছি। আর আমি তাহার সহিত থাকি যখন সে আমাকে ডাকে।

(৬৬৯০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِى مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا وَإِذَا أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً".

(৬৬৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার বিন উসমান আবদী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন, যখন আমার বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তখন আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত আগাইয়া আসে তখন আমি তাহার দিকে এক গজ আগাইয়া আসি। আর যখন সে আমার দিকে হাঁটিয়া আসে তখন আমি তাহার দিকে দৌঁড়াইয়া আসি।

(৬৬৯১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ "إِذَا أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً".

(৬৬৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা কায়সী (রহ.) তিনি ... মু'তামির (রহ.) তাহার পিতার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর তিনি তাহার বর্ণনায় إِذَا أَتَانِى يَمْشِى (যখন সে পায়ে হাঁটিয়া আসে) উল্লেখ করেন নাই।

(৬৬৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِى كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِى فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُ وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً".

(৬৬৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার কাছে তাহার ধারণা অনুযায়ী থাকি। যখন সে আমার যিকির করে তখন আমি তাহার সঙ্গী হইয়া যাই। যখন সে একাকী আমার যিকির করে তখন আমি একাকী তাহাকে স্মরণ করি। যখন সে কোন মজলিসে আমার যিকির করে তখন আমি তাহাকে তাহার হইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে এক হাত আগাইয়া আসি। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তাহা হইলে আমি তাহার দিকে এক গজ (দু'হাত) আগাইয়া আসি। যদি সে আমার দিকে পায়ে হাঁটিয়া আসে আমি তাহার দিকে দৌঁড়াইয়া আসি।

(৬৬৯৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً". قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(৬৬৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি একটি নেক কাজ করিবে তাহার জন্য রহিয়াছে দশগুণ পুরস্কার; আর আমি তাহাকে আরও বাড়াইয়া দিব। আর যেই ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করিবে তাহার প্রতিফল সেই কাজের অনুরূপ কিংবা আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। যেই ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে এক হাত আগাইয়া আসি। আর যেই ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে এক গজ আগাইয়া আসি। যেই ব্যক্তি আমার কাছে হাঁটিয়া আসে আমি তাহার দিকে দৌঁড়াইয়া আসি। যেই ব্যক্তি আমার কাছে পৃথিবী সমান গোনাহ করে এবং আমার সহিত কাউকে শরীক স্থির করে নাই আমি তাহার সহিত অনুরূপ পৃথিবী তুল্য মাগফিরাত নিয়া মিলিত হই। ইবরাহীম বলেন, হাসান বিন বিশর ওয়াকী' সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৬৯৪) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ".

(৬৬৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আ'মাশ সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি বলিয়াছেন, তাহার জন্য রহিয়াছে দশগুণ পুরস্কার অথবা আমি আরও বাড়াইয়া দিব।

بَابُ كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ দুন্‌ইয়াতে শাস্তি ত্বরান্বিত করার দু'আ করা মাকরূহ-এর বিবরণ

(৬৬৯৫) حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَىْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ". قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "سُبْحَانَ اللَّهِ لاَ تُطِيقُهُ أَوْ لاَ تَسْتَطِيعُهُ أَفَلاَ قُلْتَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ". قَالَ فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ.

(৬৬৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুল খাত্তাব যিয়াদ বিন ইয়াহইয়া হাস্‌সানী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলিমের রোগ সেবার জন্য গেলেন। সে অসুখে কাতর হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কি কোন দু'আ করিয়াছিলে কিংবা আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে কিছু কামনা করিয়াছিলে? সে বলিল, হ্যাঁ। আমি বলিয়াছিলাম, হে আল্লাহ! আপনি আখিরাতে আমাকে যে শাস্তি দিবেন তাহা এই দুন্‌ইয়াতেই ত্বরান্বিত করিয়া দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! তোমার এমন শক্তি নাই যে, তাহা বহন করিবে? অথবা তুমি তাহা বরদাশত করিতে পারিবে না। তুমি এইরূপ বলিলে না কেন? হে আল্লাহ! আমাদের কল্যাণ দাও দুন্‌ইয়াতে এবং কল্যাণ দান কর আখিরাতে। আর জাহান্নাম হইতে আমাদের নাজাত দাও। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তিনি তাহার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। আর আল্লাহ তাহাকে নিরাময় করেন।

(৬৬৯৬) حَدَّثَنَاهُ عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ إِلٰى قَوْلِهِ "وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ". وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ.

(৬৬৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আসিম বিন নযর তায়মী (রহ.) তিনি ... হুমায়দ (রহ.) এবং জাহান্নাম থেকে আমাদের বাঁচান' পর্যন্ত এই সনদে উল্লেখ করিয়াছেন। এর অতিরিক্ত অংশ তিনি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৬৯৭) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُهُ وَقَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حُمَيْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللّٰهِ". وَلَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا اللّٰهَ لَهُ فَشَفَاهُ.

(৬৬৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার এক সাহাবীর অসুখে দেখিতে যান। সে ভীষণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। হুমায়দের হাদীছের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেন। তবে তাহার বর্ণনায় এইটুকু পার্থক্য যে, 'আল্লাহর আযাব বরদাশত করার মত শক্তি তোমার নাই' আর এরপর 'তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করিলেন এবং আল্লাহ তাহাকে নিরাময় করেন' কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৬৯৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

(৬৬৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিকরের মজলিসের ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৬৯৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتّٰى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا

مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ. قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لاَ أَىْ رَبِّ. قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ. قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لاَ. قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ".

(৬৬৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার একদল ভ্রাম্যমান অতিরিক্ত ফিরিশতা আছে। তাহারা যিকিরের মজলিসসমূহ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। তাঁহারা যখন কোন যিকিরের মজলিস পায় তখন সেইখানে তাহাদের (যিকিরকারীদের) সহিত বসিয়া যায়। আর তাঁহারা একে অপরকে তাহাদের পক্ষ বিস্তার করিয়া ঢাকিয়া নেয়। এমনিভাবে তাঁহারা তাহাদের ও নিকটবর্তী আসমানের ফাঁকা স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলে। যিকিরকারীরা যখন আলাদা হইয়া যায় তখন তাঁহারা আসমানে আরোহণ করে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাহাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? অথচ তিনি তাহাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। তখন তাঁহারা বলিতে থাকেন, আমরা যমীনে অবস্থানকারী আপনার বান্দাদের নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা আপনার তাসবীহ্ পাঠ করে, তাকবীর পাঠ করে, (তাহলীল পাঠ করে) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির করে, আপনার প্রশংসা ঘোষণা করে এবং আপনার কাছে তাহাদের কাংখিত বস্তু কামনা করে। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দারা আমার কাছে কি চায়? তাঁহারা বলেন, তাহারা আপনার কাছে আপনার জান্নাত কামনা করে। তিনি বলেন, তাহারা কি আমার জান্নাত দেখিয়াছে? তাঁহারা বলেন, না; হে আমাদের পালনকর্তা! তিনি বলেন, যদি তাহারা আমার জান্নাত দেখিতে পাইত তাহা হইলে কী করিত? তাঁহারা বলেন, তাহা হইলে তাহারা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিত। তিনি বলেন, কিসের থেকে তাহারা আমার কাছে পানাহ চাইত? তাঁহারা বলেন, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার জাহান্নাম হইতে। তিনি বলেন, তাহারা কি আমার জাহান্নাম দেখিয়াছে? তাহারা বলেন, না; তাহারা দেখেন নাই। তিনি বলেন, যদি তাহারা আমার জাহান্নাম দেখিতে পাইত তাহা হইলে কী করিত? তাহারা বলেন, তাহা হইলে তাহারা আপনার কাছে মাগফিরাত কামনা করিত। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আমি তাহাদের ক্ষমা করিয়া দিলাম এবং তাহারা যাহা চাহিয়াছিল আমি তাহা তাহাদের দান করিলাম। আর তাহারা যাহা হইতে পানাহ চাহিয়াছিল আমি তাহা হইতে তাহাদের নাজাত দিয়াছি। এরপর তাহারা বলিবে, হে আমাদের পালনকর্তা! তাহাদের মধ্যে তো অমুক গোনাহগার বান্দা ছিল, যে তাহাদের (যাকেরীনদের) সহিত মজলিসের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় বসিয়াছিল। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আমি তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দিলাম। তাহারা তো এমন একটি সম্প্রদায় যাহাদের সহিত তাহাদের সাথীরা শত্রুতা পোষণ করে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الدعوات অধ্যায়ে باب فضل ذكر الله تعالى এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৫৪৯)

مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً (একদল ভ্রাম্যমান ফিরিশতা)। অর্থাৎ يكثرون السير অত্যধিক ভ্রমণ করে। -(ঐ)

فُضْلًا (অতিরিক্ত)। উলামায়ে কিরাম ইহাকে কয়েকভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন। (এক) ف এবং ض বর্ণে পেশ দ্বারা। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহাই আমাদের শহরে অধিক প্রসিদ্ধ। (দুই) ف বর্ণে পেশ ض বর্ণে সাকিনসহ। (তিন) ف বর্ণে যবর ض বর্ণে সাকিনসহ। (চার) فضل শব্দটি ض ও ف বর্ণে পেশ ل বর্ণে পেশ। ইহা مبتدا এর خبر উহ্য। (পাঁচ) মদসহ فضلاء পঠিত, ইহা فاضل এর বহুবচন। প্রথম চারি পদ্ধতির অর্থ হইতেছে এই ফিরিশতাগুলি অতিরিক্ত যাহারা সৃষ্টির অন্য কোন কাজে নিয়োজিত নহে। তাহারা কেবল যিক্র মজলিসের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। (তাক: ৫:৫৫০)

بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِاللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের কল্যাণ দান কর দুন্ইয়াতে এবং কল্যাণ দান কর আখিরাতে আর জাহান্নাম হইতে আমাদের নাজাত দাও-এ দু'আর ফযীলত।

(৬৭০০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ "اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ". قَالَ وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ.

(৬৭০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবদুল আযীয বিন সুহায়ব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাতাদা আনাস (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন দু'আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পাঠ করিতেন? তিনি বলিলেন, তিনি যে দু'আ দ্বারা অধিক দু'আ করিতেন তাহাতে বলিতেন, "হে আল্লাহ! আমাদের দান কর দুন্ইয়ায় কল্যাণ এবং পরকালে কল্যাণ। আর আমাদের রক্ষা কর জাহান্নামের আযাব হইতে।" রাবী বলেন, আনাস (রা.) যখন কোন দু'আ করিবার ইচ্ছা করিতেন তিনি এই দু'আ পাঠ করিতেন। যখন তিনি কোন কিছুর ব্যাপারে দু'আ করিবার ইচ্ছা করিতেন তখন এই দু'আ পড়িতেন।

(৬৭০১) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".

(৬৭০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পাঠ করিতেন, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের কল্যাণ দান কর পার্থিব জীবনে, কল্যাণ দান কর আখিরাতে। আর জাহান্নামের আযাব হইতে আমাদের রক্ষা কর।

بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) ও দু'আর ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৭০২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ".

(৬৭০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (আল্লাহ ব্যতীত কোন

ইলাহ নাই; তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই; রাজত্ব তাঁহারই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁহারই; তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান) এই দু'আ দিনে একশ' বার পাঠ করে সে দশজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাইবে, তাহার আমলনামায় একশ' নেকী লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং তাহার হইতে একশ গোনাহ মুছে দেওয়া হইবে। আর তাহা ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান (তাহার কুমন্ত্রণা) হইতে তাহার জন্য রক্ষাকবচ হইয়া যায়। সেদিন সে যাহা করিয়াছে তাহার চেয়ে অধিক পুণ্যবান কেহ হইবে না। কিন্তু কেহ তাহার বেশী আমল করিলে তাহার কথা ভিন্ন। আর যেই ব্যক্তি দিনে একশ' বার 'আমি আল্লাহর প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করছি' পাঠ করিবে, তাহার যাবতীয় গোনাহ মোচন করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।

(৬৭০৩) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ".

(৬৭০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক উমুবী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহ্ পবিত্র ও সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই) একশ' বার পাঠ করে কিয়ামতের দিনে তাহার হইতে উত্তম আমল নিয়া কেহ আসিবে না। তবে সে ছাড়া, যেই ব্যক্তি তদানুরূপ আমল করে কিংবা তাহার হইতে আরও বেশী আমল করে।

(৬৭০৪) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِى الْعَقَدِىَّ حَدَّثَنَا عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ "مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ. بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬৭০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুলায়মান বিন উবায়দুল্লাহ আবূ আইউব গায়লানী (রহ.) তিনি ... আমর বিন মায়মূন (রহ.) বলেন, যেই ব্যক্তি দশবার لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নেই', সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁহারই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁহারই, তিনি-ই সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান" পাঠ করিবে সে যেন ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের চারজন গোলামকে মুক্তি দান করিল। সুলায়মান (রহ.) রাবী ইবন খায়সাম (রহ.)-এর সূত্রে অনুরূপ বলিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কাহার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমর বিন মায়মূন (রহ.) হইতে। তিনি বলেন, তখন আমি আমর বিন মায়মূন (রহ.)-এর কাছে গেলাম এবং বলিলাম, আপনি কাহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আবূ আইউব আনসারী (রাযি.) হইতে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৭০৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ".

(৬৭০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, যুহায়র বিন হারব, আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ বিন তারীফ বাজালী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দুইটি কালিমা জিহ্বার উপর (উচ্চারণে) খুবই হালকা, মীযানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী, রাহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ)-এর কাছে খুবই প্রিয়। তাহা হইল 'আমি আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি, আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الدعوات অধ্যায়ে باب فضل التسبيح এবং الأيمان والنذور অধ্যায়ে باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى او قرأ এবং التوحيد অধ্যায়ে باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ইহা সহীহ বুখারী শরীফের শেষ হাদীছ। তাহা ছাড়া তিরমিযী শরীফে الدعوات অধ্যায়ে এবং ইবন মাজা গ্রন্থে আদব অধ্যায়ে باب فضل التسبيح এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৫৫৬)

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ الخ (দুইটি কালিমা জিহ্বার উপর (উচ্চারণে) খুবই হালকা ...)। كلمتان শব্দটি خبر (বিধেয়) আর خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ও ইহার পরবর্তী অংশ উহার صفت হইয়াছে। আর (উদ্দেশ্য) হইল المبتداء سبحان الله بحمده الخ আর শ্রোতার আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে خبر কে مبتداء এর উপর مقدم করা হয়। আর خبر যখন وصف বর্ণনা দ্বারা দীর্ঘায়িত হয় তখন তাহাকে تقديم করাই সুন্দর পরিভাষা। কেননা সুন্দর গুণাবলী অধিক হইলে শ্রোতার শ্রবণের আগ্রহ সৃষ্টি হয় অধিক। -(তাকমিলা ৫:৫৫৬)

حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ (রাহমান-এর কাছে খুবই প্রিয়)। অর্থাৎ محبوبتان قائلهما (এতদুভয় উক্তিকারী মাহবুব)। আর বিশেষভাবে الرحمن (পরম দয়ালু আল্লাহ) শব্দটি উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে যে, বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার রহমতের প্রশস্ততা বর্ণনা করাই হাদীছের উদ্দেশ্য। এই হিসাবে অল্প আমল অধিক ছাওয়াব প্রদানের মাধ্যমে হইবে। -(তাকমিলা ৫:৫৫৭)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ (আমি আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি)। কেহ বলেন, এই বাক্যে و বর্ণ حالية হইবে। উহ্য বাক্যটি اسبح الله متلبسا بحمدى له من اجل توفيقه হইবে। আর কেহ বলেন, عاطفة হইবে। উহ্য বাক্যটি اسبح الله واتلبس بحمده হইবে। আর ب বর্ণটি প্রথমে উহ্য শব্দের সহিত সম্পর্ক হইতে পারে। উহ্য বাক্যটি اثنى عليه بحمده হইবে। -(তাকমিলা ৫:৫৫৭)

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ (আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি)। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমাদের কতিপয় শায়খ বলেন, প্রথম বাক্য তথা سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অনুপযোগী গুণাবলী হইতে পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ যাবতীয় প্রশংসার গুণাবলীর অধিকার বলিয়া স্বীকার করা। ইহার দ্বারা অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি হয়। কেননা, প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত এবং সিফাতে কামালের সমাবেত সত্তা মহব্বতের হকদার। আর দ্বিতীয় বাক্য তথা سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ হইল আল্লাহর মহিয়ান গরিয়ান বর্ণনা করা। আর ইহা দ্বারা অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয়। কাজেই خوف (ভয়) এবং حب (মুহব্বত) যখন এক সাথে জমায়েত হয় তখন خشية (আশংকা, আতঙ্ক) লাভ হয়। আর ইহাই বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে আলিমগণই কেবল তাঁহাকে ভয় করে। -সূরা ফাতির ২৮) এই দিক হইতে দুই বাক্যের শ্রেষ্ঠ ছাওয়াব প্রমাণিত হয়। -(ঐ, সংক্ষিপ্ত)

(৬৭০৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ".

(৬৭০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমি বলি 'আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান' পাঠ করা আমার অধিক পছন্দনীয় সেই সব জিনিস হইতে, যাহার উপর সূর্য উদিত হয়।

(৬৭০৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ "قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ". قَالَ فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي قَالَ "قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي". قَالَ مُوسَى أَمَّا عَافِنِي فَأَنَا أَتَوَهَّمُ وَمَا أَدْرِي. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَ مُوسَى.

(৬৭০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক বেদুঈন আসিয়া বলিল, আমাকে একটি কালাম শিক্ষা দিন, যাহা আমি পাঠ করিব। তিনি বলিলেন, তুমি বল– আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই, আল্লাহ মহান, সর্বাপেক্ষা মহান, আল্লাহরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকার সাধ্য কাহারও নাই, তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। সে বলিল, এইসব তো আমার পালনকর্তার জন্য। আমার জন্য কি? তিনি বলিলেন, বল, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে হিদায়াত নসীব করুন এবং আমাকে রিযক দান করুন। মূসা (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (عَافِنِي) আমাকে ক্ষমা করুনও বলিয়াছেন। তবে আমার তাহা সঠিক জানা নাই। ইবন আবূ শায়বা (রহ.) তাহার হাদীছে মূসার উক্তি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৭০৮) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي".

(৬৭০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... আবূ মালিক আশজায়ী (রহ.) তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এই দু'আ শিক্ষা দিতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে হিদায়াত করুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন।

(৬৭০৯) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي".

(৬৭০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আযহার ওয়াসিতী (রহ.) তিনি ... আবূ মালিক আশজায়ীর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করিত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এই কালেমাসমূহ পাঠ করার নির্দেশ দিতেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রোগমুক্ত করিয়া দিন এবং আমার জীবিকা প্রসারিত করিয়া দিন।

(৬৭১০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ "قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي". وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الإِبْهَامَ "فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ".

(৬৭১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ মালিক (রাযি.)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তাঁহার কাছে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি যখন আমার রব্বের কাছে প্রার্থনা করিব তখন কিভাবে তাহা ব্যক্ত করিব? তিনি বলিলেন, তুমি বল, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন। আর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যতীত সব আংগুল একত্রিত করিয়া বলিলেন, এই শব্দগুলি তোমার দুন্ইয়া ও আখিরাতকে একত্রিত করিয়া দিবে।

(৬৭১১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ". فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ "يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ".

(৬৭১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... মুস'আব বিন সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীছ শুনাইয়াছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী অর্জন করিতে সক্ষম? তখন সেইখানে উপবিষ্টদের মধ্য হইতে এক প্রশ্নকারী বলিল, আমাদের কেহ কিভাবে এক হাজার নেকী অর্জন করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন, সে একশ'বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করিলে তাহার জন্য এক হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং তাহার হইতে এক হাজার গোনাহ মিটাইয়া দেওয়া হইবে।

بَابُ فَضْلِ الاِجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الذِّكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন তিলাওয়াত ও যিকিরের জন্য সমাবেশের ফযীলত-এর বিবরণ ৩৩৭

(৬৭১২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى

الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ"

(৬৭১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আলা হামদানী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন মু'মিনের পার্থিব কোন বিপদ-আপদ দূর করিয়া দিবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তাহার হইতে বিপদ দূরীভূত করিবেন। যেই ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের দুর্দশা লাঘব করিবে, আল্লাহ তা'আলা দুন্ইয়া ও আখিরাতে তাহার দুর্দশা মোচন করিবেন। যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের ত্রুটি গোপন রাখিবে আল্লাহ তা'আলা দুন্ইয়া ও আখিরাতে তাহার ত্রুটি গোপন রাখিবেন। বান্দা যতক্ষণ তাহার ভাই-এর সাহায্যে নিয়োজিত থাকে আল্লাহ্ ততক্ষণ তাহার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন। যেই ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করিয়া দেন। যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্র ঘরসমূহের কোন একটিতে সমবেত হইয়া আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তাহার পর্যালোচনায় নিয়োজিত থাকে তখন তাহাদের উপর স্বস্তি অবতীর্ণ হয়। রহমতের শামিয়ানা তাহাদের আচ্ছাদিত করে এবং ফিরিশতাগণ তাহাদের পরিবেষ্টন করিয়া রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নৈকট্যধারীদের (ফিরিশতাগণের) মাঝে তাহাদের স্মরণ করেন। আর যেই ব্যক্তির আমল তাহাকে পিছাইয়া দিবে তাহার বংশ মর্যাদা তাহাকে আগাইয়া নিতে পারিবে না।

(৬৭১৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ.

(৬৭১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও নাসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ... আবূ মু'আবিয়া (রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ। আবূ উসামার হাদীছে একটু পার্থক্য রহিয়াছে। তাহার হাদীছে "অভাবগ্রস্তের অভাব লাঘব করার" উল্লেখ নাই।

(৬৭১৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ".

(৬৭১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আগাররী আবী মুসলিম (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) সাক্ষ্য দিতেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর যিকির করিতে বসিলে একদল ফিরিশতা তাহাদের পরিবেষ্টন করিয়া নেন এবং রহমত তাহাদের উপর আচ্ছাদন হইয়া যায়। আর তাহাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কাছের ফিরিশতাগণের মাঝে তাহাদের স্মরণ করেন।

(৬৭১৫) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৬৭১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... শু'বা হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৭১৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ. قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ "مَا أَجْلَسَكُمْ". قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ "آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ". قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ "أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ".

(৬৭১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা.) মসজিদে একটি 'হালকা'য় আসিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে তোমাদের এইখানে বসাইয়াছে (তোমরা এইখানে বসিয়াছ কেন)? তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহর যিক্র করিতে বসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! ইহা ছাড়া আর কিছু তোমাদেরকে বসায় নাই? (তোমরা কি শুধু এই জন্যই বসিয়াছ?) তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম! ইহা ছাড়া আর কিছু আমাদেরকে বসায় নাই। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিন্দা করিব, সেই উদ্দেশ্যে কসম করিতে বলি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে আমার যে মর্যাদা ছিল সেই অনুযায়ী আমার থেকে কম হাদীছ বর্ণনাকারী কেহ নাই। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবীদের একটি 'হালকা'য় যোগ দিয়া বলিলেন, কিসে তোমাদের বসাইয়াছে? তাহারা বলিল, আমরা বসিয়াছি আল্লাহর যিকির ও তাঁহার প্রশংসা করার জন্য। যেহেতু তিনি আমাদের ইসলামের দিকে পরিচালিত করিয়াছেন এবং আমাদের উপর তিনি তাঁহার অনুগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের কি কেবল এইটিই বসাইয়াছে? তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম! আমরা শুধুমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই বসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিন্দা করার উদ্দেশ্যে কসম খাইতে বলি নাই; বরং আমার কাছে জিবরীল (আ.) আসিয়াছেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু ফিরিশতাগণের কাছে তোমাদের ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ الاِسْتِغْفَارِ وَالاِسْتِكْثَارِ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ অধিক পরিমাণে ইসতিগ্ফারের ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৭১৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ".

(৬৭১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ রাবী' আতাকী (রহ.) তাঁহারা ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী আগার মুযানী (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার ক্বলবে (কখনো কখনো) পর্দা পড়িয়া যায়, তাই আমি প্রতিদিন একশ' বার ইসতিগ্ফার পাঠ করিয়া থাকি।

(৬৭১৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الأَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ".

মুসলিম ফর্মা -২২-২৭/২

(৬৭১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ বুরদাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী আগার (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, ইব্ন উমর (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। কেননা আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক একশ’ বার তাওবা করিয়া থাকি।

(৬৭১৯) حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৭১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু’আয, ইব্ন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... শু’বার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৭২০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ".

(৬৭২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, আবূ খায়সামা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যেই ব্যক্তি পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তাওবা করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার তাওবা কবূল করিবেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আস্তে যিক্‌র করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৬৭২১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ". قَالَ وَأَنَا خَلْفَهُ وَأَنَا أَقُولُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ فَقَالَ "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ". فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ".

(৬৭২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কোন এক সফরে ছিলাম। তখন লোকেরা জোরে জোরে তাক্‌বীর পাঠ করিতেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সদয় হও। কেননা, তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকিতেছ না। নিশ্চয়ই তোমরা আহ্বান জানাইতেছ এমন এক সত্তাকে যিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী এবং তিনি তোমাদের সহিত আছেন। আবূ মূসা (রা.) বলেন, আমি তাঁহার পিছনে ছিলাম। তখন আমি বলিতেছিলাম, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কাহারও ভাল কাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকার সাধ্য নাই। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হে আবদুল্লাহ বিন কায়স! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের কোন একটি

ভাণ্ডারের সন্ধান দেব না? তখন আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বলিলেন, তুমি বল, لَاحَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কাহারও (ভাল কাজের দিকে) অগ্রসর হওয়া এবং (মন্দ কাজ হইতে) বিরত থাকার সাধ্য নেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ (তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সদয় হও)। اِرْبَعُوا শব্দটি همزه امر এ যের এবং ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ হইতেছে ارفقوا بانفسكم واخفضوا اصواتكم (তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সদয় হও, আর তোমরা তোমাদের স্বর নীচ রাখ)। -(তাকমিলা ৫:৫৬৫)

إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا (কেননা, তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকিতেছ না)। আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করেন এবং জানেন যে তাহার যিক্র ও দু'আ করেন। চাই যিক্র এবং দু'আ নীচুস্বরে করুক না কেন? এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যিক্র এবং দু'আ নিম্নস্বরে এবং গোপনে করা মুস্তাহাব। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً (তোমরা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক, কাকুতি-মিনতি করিয়া এবং সংগোপনে। -সূরা আরাফ ৫৫)। এই স্থানে উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন যে, উচ্চস্বরে যিক্র করা হইতে নিম্নস্বরে যিক্র করা উত্তম। যদিও উচ্চস্বরে যিক্র করা জায়িয, তবে শর্ত হইতেছে রিয়া উদ্দেশ্যে না হওয়া এবং অন্য কাহারও কষ্টের কারণ না হওয়া। -(তাকমিলা ৫:৫৬৫-৫৬৬ সংক্ষিপ্ত)

(৬৭২২) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৬৭২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রাযি.) তাঁহারা ... আসিম সূত্রে এই সনদে তাহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৭২৩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَصْعَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلَا ثَنِيَّةً نَادَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ قَالَ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّكُمْ لَا تُنَادُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا". قَالَ فَقَالَ "يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ". قُلْتُ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ".

(৬৭২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল, ফুযায়ল বিন হুসায়ন (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তাহারা (সাহাবীগণ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন এবং তাহারা 'সানিয়া' নামক স্থানে একটি ঘাঁটিতে আরোহণ করিতেছিলেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি যখনই কোন টিলার উপর উঠিত তখন উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ মহান' বলিত। তিনি (রাবী) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তো নিশ্চয়ই কোন বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে আহ্বান করিতেছ না। তিনি বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবূ মূসা অথবা হে আবদুল্লাহ বিন কায়স! আমি কি তোমাকে একটি কালিমা বলিয়া দিব যাহা জান্নাতের ভাণ্ডার তুল্য? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেইটা কি? তিনি বলিলেন, 'আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কাহারও ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকার সাধ্য নেই।'

(৬৭২৪) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(৬৭২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসিলেন। এরপর তিনি তাহার অনুরূপ উল্লেখ করেন।

(৬৭২৫) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَاصِمٍ.

(৬৭২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন খাল্‌ফ বিন হিশাম ও আবূ রাবী' (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। কোন এক যুদ্ধে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। এরপর তিনি আসিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

(৬৭২৬) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ "وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ". وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

(৬৭২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কোন এক যুদ্ধে ছিলাম। এরপর তিনি পুরো হাদীছ উল্লেখ করেন। তিনি তাহার বর্ণনায় বলিয়াছেন, "তোমরা যাহাকে আহ্বান করিতেছ তিনি তোমাদের উটের গর্দান হইতেও নিকটতম।" তবে তাহার হাদীছে لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ কথাটির উল্লেখ নেই।

(৬৭২৭) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ". فَقُلْتُ بَلَى. فَقَالَ "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ".

(৬৭২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি কালিমার কথা বলিয়া দিব না? অথবা তিনি বলিয়াছেন, জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার সম্পর্কে বলিব না? তখন আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ 'আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কাহারও ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকার সাধ্য নেই।'

(৬৭২৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ "قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا وَقَالَ قُتَيْبَةُ كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

(৬৭২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ বকর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বলিলেন, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন, যাহা আমি আমার সালাতে পড়িব। তিনি বলিলেন, তুমি বল, "হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর সাংঘাতিক বড় রকমের যুলুম করিয়াছি।" কুতায়বা (রাযি.) বলেন, 'অত্যধিক'। আপনি ব্যতীত কেহ গোনাহসমূহ ক্ষমা করিতে পারে না। সুতরাং আপনি আপনার তরফ হইতে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৬৭২৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي وَفِي بَيْتِي. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "ظُلْمًا كَثِيرًا".

(৬৭২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবুল খায়ের (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যাহার দ্বারা আমি আমার সালাতে ও ঘরে দু'আ করিতে পারি। এরপর তিনি লায়ছের হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাহাতে এইটুকু পার্থক্য রহিয়াছে যে, তিনি (ظُلْمًا كَثِيرًا) 'অনেক যুলুম' উল্লেখ করিয়াছেন।

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَغَيْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার অনিষ্ট হইতে পানাহ্ চাওয়া-এর বিবরণ

(৬৭৩০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ "اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ".

(৬৭৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল দু'আ করিতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের ফিত্না হইতে পানাহ চাই, জাহান্নামের আযাব হইতে পানাহ চাই, কবরের ফিত্না, কবর আযাব ও ধন-সম্পদের ফিত্না এবং দারিদ্রের ফিত্নার অনিষ্ট হইতে আপনার পানাহ চাই। আমি আপনার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিত্নার অশুভ পরিণতি হইতে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমার পাপ রাশি বরফ ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধুয়ে সাফ করিয়া দিন। আমার কলব পরিচ্ছন্ন করিয়া দিন যেইভাবে আপনি সাদা কাপড় ময়লা থেকে সাফ করিয়া দেন। আমি ও আমার পাপরাশির মধ্যে ব্যবধান করিয়া দিন যেমন আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অলসতা, বার্ধক্য, পাপ ও ধার-কর্জ হইতে পানাহ চাই।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে باب ما يستعاذ المساجد অধ্যায়ে এবং باب الدعاء قبل السلام এও আছে আর সহীহ বুখারী শরীফে صفة الصلاة অধ্যায়ে منه في الصلاة باب এবং باب التعوذ من المأثم والمغرم এবং الدعوات অধ্যায়ে এবং باب من استعاذ من الدين الاستقراض অধ্যায়ে الفتن এবং باب التعوذ من فتنة الفقر এবং باب الاستعاذة من فتنة الغنى এবং الاستعاذة من ارذل العمر অধ্যায়ে باب ذكر الدجال এ আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৫:৫৬৯)

وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ (পাপ ও ধার-কর্জ হইতে পানাহ চাই)। الْمَأْثَمِ হইল اثم (পাপ, গুনাহ) আর المغرم হইল الدين (ধার-কর্জ)। সহীহ বুখারী এই হাদীছের শেষে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার-কর্জ হইতে অত্যধিক পানাহ চাওয়ার কারণ কি? তিনি জবাবে ইরশাদ করিলেন, যখন কোন ব্যক্তি কর্জদার হইয়া যায় তখন কথা বলিলে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করিলে খেলাফ করে। -(তাকমিলা ৫:৫৭০)

(৬৭৩১) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৬৭৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

(৬৭৩২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ".

(৬৭৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য, কৃপণতা হইতে পানাহ চাহিতেছি। আমি আপনার কাছে আরও পানাহ চাহিতেছি কবর আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিত্‌নার অনিষ্ট হইতে।"

(৬৭৩৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ يَزِيدَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلُهُ "وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ".

(৬৭৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহার অনুরূপ বর্ণিত। তবে ইয়াযীদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহর বাণী 'জীবন ও মৃত্যুর ফিত্‌নার অনিষ্ট হইতে' কথাটির উল্লেখ নেই।

(৬৭৩৪) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنْ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا وَالْبُخْلِ.

(৬৭৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত যে, তিনি পানাহ চাহিয়াছেন বর্ণিত বস্তুসমূহ হইতে এবং কৃপণতা হইতে।

(৬৭৩৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ الأَعْوَرُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ".

(৬৭৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' আবদী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আসমূহ পাঠ করিতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কৃপণতা, অলসতা, বার্ধক্যের দৈন্য, কবর আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না হইতে পানাহ চাই।"

بَابُ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আশ্রয় চাওয়া অদৃষ্টের অনিষ্ট হইতে, পাপের স্পর্শ হইতে, দুশমনের দুশমনি হইতে এবং মুসীবতের দুঃখ হইতে-এর বিবরণ

(৬৭৩৬) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي سُمَىٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ وَمِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ قَالَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُفْيَانُ أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا.

(৬৭৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় চাহিতেন অদৃষ্টের অনিষ্ট হইতে, পাপের স্পর্শ হইতে, দুশমনের দুশমনি হইতে এবং মুসিবতের দুঃখ হইতে। আমর তাঁহার হাদীছে বলিয়াছেন যে, সুফিয়ান (র.) বলিয়াছেন, আমি সন্দেহ পোষণ করিতেছি, ইহার হইতে একটি বাড়াইয়া বলিতে।

(৬৭৩৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ".

(৬৭৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... খাওলা বিনত হাকীম সুলামিয়্যা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন মনযিলে অবতরণ করিয়া বলিবে, "আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালাম দ্বারা তাঁহার কাছে তাঁহার সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে আশ্রয় চাই।" সে ঐ মনযিল হইতে অন্যত্র রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত তাহাকে কোন কিছুই কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

(৬৭৩৮) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنَا عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ". قَالَ يَعْقُوبُ وَقَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ قَالَ "أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ".

(৬৭৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মা'রূফ ও আবূ তাহির (রহ.) তাঁহারা ... খাওলা বিনত হাকীম সুলামিয়্যা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন কোন মনযিলে অবস্থান করে তখন সে যেন এই দু'আ পাঠ করে– "আমি পরিপূর্ণ কালাম দ্বারা আল্লাহর কাছে তাঁহার সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে আশ্রয় চাই। ইহাতে সেই ব্যক্তি এই মনযিল হইতে অন্যত্র রওনা হওয়া অবধি কোন কিছু তাহাকে ক্ষতি করিতে পারিবে না। ইয়াকূব (র.) বলেন, কা'কা' বিন হাকীম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি বড় কষ্ট পাইতেছি। গত রাতে একটি বিচ্ছু আমাকে দংশন করিয়াছে। তিনি বলিলেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় এই দু'আটি পাঠ করিতে أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (আমি পরিপূর্ণ কালাম দ্বারা আল্লাহর কাছে তাঁহার সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে আশ্রয় চাই) তাহা হইলে সে তোমাকে কষ্ট দিতে পারিত না।

(৬৭৩৯) وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ مَوْلَى غَطَفَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.

(৬৭৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ঈসা বিন হাম্মাদ মিসরী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল এবং বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি বিচ্ছু দংশন করিয়াছে। এরপর ইবন ওয়াহাব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রা ও শোওয়ার সময় দু'আ-এর বিবরণ

(৬৭৪০) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلاَمِكَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ". قَالَ فَرَدَّدْتُهُنَّ لأَسْتَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ "قُلْ آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ".

(৬৭৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... বারা'আ বিন আযিব (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করিবে তখন সালাতের ন্যায় তুমি অযূ করিয়া নিবে। এরপর ডান কাত হইয়া শুইয়া পড়িবে। এরপর তুমি বল, "হে আল্লাহ! আমি আমার মুখমণ্ডল আপনার দিকে সোপর্দ করিলাম, আমার কাজ-কর্ম আপনার কাছে সমর্পণ করিলাম। আমি পুরস্কার

লাভের আশায় এবং শাস্তির ভয় পোষণ পূর্বক আপনার উপর ভরসা করিলাম। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও ঠিকানা নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান আনিলাম, আপনি যে নবীকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলাম।" আর এই বাক্যগুলোকে তোমার শেষ কথা বানাইয়া নাও। এরপর যদি তুমি এই রাতে ইনতিকাল কর তাহা হইলে তুমি ইসলামের উপরই ইনতিকাল করিলে। বারা'আ (রাযি.) বলেন, আমি এই বাক্যগুলি স্মরণে রাখার জন্য পুনর্বার পড়িলাম। তখন আমি বলিলাম, আমি আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহাকে আপনি রাসূলরূপে পাঠাইয়াছেন। অর্থাৎ 'আপনার নবীর' স্থলে 'আপনার রাসূল' বলিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি বল, আমি ঈমান আনিয়াছি আপনার নবীর প্রতি যাহাকে আপনি পাঠাইয়াছেন।

(৬৭৪১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنًا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ مَنْصُورًا أَتَمُّ حَدِيثًا وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ "وَإِنْ أَصْبَحَ أَصَابَ خَيْرًا".

(৬৭৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... বারা'আ বিন আযিব (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মানসূর বর্ণিত হাদীছটি পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সা'দ বিন উবায়দা হুসায়নের হাদীছে 'যদি তাহার সকাল হয় তাহা হইলে সে কল্যাণ লাভ করিবে' কথাটি অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬৭৪২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَقُولَ "اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ". وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ مِنَ اللَّيْلِ.

(৬৭৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... বারা'আ বিন আযিব (রা.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যেন রাতে শয্যা গ্রহণের সময় সে বলে– "হে আল্লাহ! আমি আমার জীবন আপনার কাছে সঁপিয়া দিলাম। আমার মুখমণ্ডল আপনার প্রতি ফিরাইলাম, আমার পিঠ আপনার কাছে ঠেকাইলাম, পুরস্কার লাভের আশায়; কোন ঠিকানা ও আশ্রয় নেই। আমি ঈমান আনিয়াছি আপনার কিতাবের প্রতি যাহা আপনি নাযিল করিয়াছেন এবং রাসূলের প্রতি যাহাকে আপনি পাঠাইয়াছেন।" এরপর যদি সে ঐ রাতে ইনতিকাল করে তাহা হইলে ইসলামের উপরই ইনতিকাল করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহার হাদীছে مِنَ اللَّيْلِ 'রাত্রিকালে' শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৭৪৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ "يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ" بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا".

(৬৭৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... বারা'আ বিন আযিব (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিলেন, হে অমুক! যখন তুমি তোমার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে। এরপর আমর বিন মুররা

বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি বলিয়াছেন, “এবং আপনার সেই নবীর প্রতি, যাহাকে আপনি পাঠাইয়াছেন।” যদি তুমি রাতে মারা যাও তাহা হইলে ইসলামের উপরই মারা গেলে। যদি ভোর বেলায় উঠ তাহা হইলে তোমার কল্যাণ হইবে।

(৬৭৪৪) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ "وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا".

(৬৭৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... বারা'আ বিন আযিব (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন। এরপর তাহার অনুরূপ। তবে তিনি “যদি তুমি ভোর বেলায় উঠ তাহা হইলে তোমার কল্যাণ হইবে” কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৭৪৫) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ "اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ". وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".

(৬৭৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ্ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... বারা'আ বিন আযিব (রা.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যাগ্রহণ করিতেন তখন তিনি বলিতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই জীবিত আছি আর তোমার নামেই মৃত্যবরণ করিতেছি।” আর যখন তিনি নিদ্রা হইতে উঠিতেন তখন বলিতেন, “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবন দান করিয়াছেন। আর তাহার দিকেই প্রত্যাবর্তন।”

(৬৭৪৬) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ "اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ نَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ. وَلَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ.

(৬৭৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উক্বা বিন মুকরিম আম্মী ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, যখন শয্যাগ্রহণ করিবে তখন বলিবে, “হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমিই তাহার মৃত্যুদানকারী। তোমার জন্য তাহার (নফসের) জীবন ও মৃত্যু। যদি আপনি তাহাকে জীবিত রাখেন তাহা হইলে তাহার হিফাযত করুন। আর যদি আপনি তাহার মৃত্যু ঘটান তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুস্থতা কামনা করিতেছি।” তখন সে তাহাকে বলিল, আপনি তাহা উমর (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, উমর (রাযি.) হইতে যিনি উত্তম (অর্থাৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি। ইবন নাফি' (রহ.) তাহার বর্ণনায় আবদুল্লাহ বিন হারিস (রহ.) হইতে বলিয়াছেন। তিনি سَمِعْتُ শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৬৭৪৭) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَىْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ

الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ " . وَكَانَ يَرْوِي ذٰلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(৬৭৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... সুহায়ল (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সালিহ আমাদিগকে নির্দেশ দিতেন, যখন আমাদের কেহ নিদ্রায় যায় সে যেন ডান কাত হইয়া শয্যাগ্রহণ করে। এরপর তিনি বলিতেন, "হে আল্লাহ! আপনি আসমান, যমীন ও মহান আরশের পালনকর্তা। আমাদের পালনকর্তা ও সবকিছুর পালনকর্তা। আপনি বীজ ও উদ্ভিদের সৃষ্টিকর্তা, আপনি তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী। আমি আপনার কাছে সকল কিছুর অনিষ্ট হইতে পানাহ চাই। আপনিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। হে আল্লাহ! আপনিই আদি, আপনার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই এবং আপনিই অন্ত, আপনার পরে কোনকিছু নাই। আপনিই যাহির, আপনার উর্ধে কেহ নাই। আপনিই বাতিন, আপনার অগোচরে কিছু নাই। আমাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিন এবং দারিদ্র্য হইতে আমাদের অমুখাপেক্ষী করিয়া দিন।" তিনি (আবূ সালিহ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রেও এ হাদীছটি রিওয়ায়ত করিতেন।

(৬৭৪৮) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ " مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا " .

(৬৭৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল হামীদ বিন বায়ান ওয়াসেতী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিতেন যে, যখন আমরা শয্যা গ্রহণ করি তখন যেন আমরা বলি। এরপর জারীরের হাদীছের অনুরূপ। আর তিনি বলিয়াছেন, সকল প্রাণীর অনিষ্ট হইতে যাহাদের নিয়ন্ত্রণকর্তা আপনিই।

(৬৭৪৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبِي كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا " قُولِي اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ " . بِمِثْلِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ.

(৬৭৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া একজন খাদিম চাহিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি বল, "সাত আসমানের মালিক হে আল্লাহ! ...." (তারপর) সুহায়লের পিতা হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

(৬৭৫০) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللهَ فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ " .

(৬৭৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মূসা আনসারী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন তাহার শয্যা গ্রহণ করিতে বিছানায় আসে, সে যেন তাহার কাপড়ের আঁচল দিয়া বিছানা ঝাড়িয়া নেয় এবং বিসমিল্লাহ পড়িয়া নেয়। কেননা সে জানেনা যে, শয্যা ত্যাগ করার পর তাহার বিছানায় কি আছে। এরপর যখন সে শয্যা গ্রহণ করিবে তখন যেন ডান কাত হইয়া শয্যা গ্রহণ করে। এরপর সে যেন বলে, হে আমার পালনকর্তা! আপনি পবিত্র। আপনার নামেই আমি আমার পাঁজর রাখিলাম, আপনার নামেই তাহা উঠাইব। আপনি যদি আমার প্রাণ বায়ু নিভাইয়া দেন তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর যদি আপনি তাহাকে উঠিবার অবকাশ দেন তাহা হইলে তাহাকে হিফাযত করুন, যেমন আপনি আপনার নেক বান্দাদের হিফাযত করিয়া থাকেন।"

(৬৭৫১) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "ثُمَّ لْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي فَإِنْ أَحْيَيْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا".

(৬৭৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন উমর (রহ.) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এরপর সে যেন বলে "হে আমার পালনকর্তা! আপনার নামে আমার পার্শ্ব রাখিলাম। যদি আপনি আমার প্রাণ জীবিত রাখেন তাহা হইলে তাহার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।"

(৬৭৫২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ".

(৬৭৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করিতেন তখন তিনি বলিতেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের আহার দিয়াছেন, পানি পান করাইয়াছেন, তিনি আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, আমাদের আশ্রয় দিয়াছেন। এমন অনেক আছে যাহাদের জন্য কোন পৃষ্ঠপোষক নাই, আশ্রয় দাতাও নাই।"

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ

অনুচ্ছেদ ঃ কৃত আমল ও না করা আমলের অনিষ্ট হইতে পানাহ চাওয়া-এর বিবরণ

(৬৭৫৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ اللهَ قَالَتْ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ".

(৬৭৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... ফারওয়া বিন নাওফিল আশজা'ঈ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে কি কি দু'আ করিতেন? তিনি বলিলেন, তিনি বলিতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সেইসব কর্মের অনিষ্ট হইতে পানাহ চাই যাহা আমি আমল করিয়াছি এবং আমি যাহা করি নাই তাহা হইতে।"

(৬৭৫৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ".

(৬৭৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... ফারওয়া বিন নাওফিল (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাযি.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তিনি বলিতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সেইসব কর্মের অনিষ্ট হইতে পানাহ চাই যাহা আমি করিয়াছি এবং যাহা আমি করি নাই।"

(৬৭৫৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ "وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ".

(৬৭৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার, মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা (রহ.) তাঁহারা ... হুসায়ন (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ বিন জাফরের হাদীছে 'এবং আমি যাহা করি নাই তাহার অনিষ্ট হইতে' কথাটি নাই।

(৬৭৫৬) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ".

(৬৭৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন হাশিম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি তাঁহার দু'আয় বলিতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই সেই সব আমলের অনিষ্ট হইতে, যাহা আমি করিয়াছি এবং যাহা আমি করি নাই তাহা হইতেও।"

(৬৭৫৭) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ".

(৬৭৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনারই আনুগত্য পোষণ করিতেছি, আপনার প্রতিই ঈমান আনিয়াছি, আপনার উপরই ভরসা করিতেছি, আপনার দিকেই রুজু' হইয়াছি এবং আপনার সাহায্যেই দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছি। হে আল্লাহ! আপনার ইয্‌যতের কাছে পানাহ চাইতেছি। আপনি ব্যতীত ইলাহ নেই। আপনি আমাকে পথ ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করুন। আপনি চিরঞ্জীব সত্তা, যাহার মৃত্যু নাই। আর জিন্ন ও মানব জাতি মরিয়া যাইবেই।"

(৬৭৫৮) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ "سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ".

(৬৭৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকিতেন তখন ভোরবেলা বলিতেন, "শ্রোতা আল্লাহর প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছে, তাঁহার বখশিশ আমাদের জন্য কল্যাণ বহিয়া আনিয়াছে। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের সঙ্গী হও। আমাদের উপর ফযল ও করম কর। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই জাহান্নাম হইতে।"

(৬৭৫৯) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ".

(৬৭৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আম্বারী (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) তাঁহার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি এই দু'আ দ্বারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাইতেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার গোনাহ, আমার মূর্খতা ও আমার কাজের সীমালংঘন ক্ষমা করিয়া দিন। আপনিই এই বিষয়ে আমার হইতে অধিক জ্ঞাত। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন আমার উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন অপরাধ এবং আমার ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সব রকমের অপরাধ (যাহা আমি করিয়াছি)। হে আল্লাহ! ক্ষমা করিয়া দিন যাহা আমি আগে করিয়া ফেলিয়াছি এবং যাহা আমি পরে করিব, যাহা আমি গোপনে করিয়াছি এবং যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি। আর আপনি আমার হইতে আমার বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত। আপনিই অগ্রবর্তী এবং আপনিই পরবর্তী। আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"

(৬৭৬০) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৭৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... শু'বা (রাযি.) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৭৬১) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْقُطَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَاىَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ".

(৬৭৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন দীনার (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার দীন পরিশুদ্ধ করিয়া দিন, যেই দীন আমার রক্ষাকবচ। আপনি সংশোধন করিয়া দিন আমার দুন্ইয়াকে, যেইখানে আমর জীবিকা রহিয়াছে। আপনি কল্যাণকর করিয়া দিন আমার আখিরাতকে, যেইখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। আপনি আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করিয়া দিন প্রত্যেকটি কল্যাণময় কাজের জন্য এবং আপনি আমার মৃত্যুকে আরামদায়ক বানাইয়া দিন সবকিছুর অনিষ্ট হইতে।"

(৬৭৬২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى".

(৬৭৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি এই বলিয়া দু'আ করিতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, নিষ্কলুষতা ও পরমুখাপেক্ষী-হীনতার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।"

(৬৭৬৩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ فِي رِوَايَتِهِ "وَالْعِفَّةَ".

(৬৭৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ ইসহাক (রহ.) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে পার্থক্য এইটুকু যে, ইবন মুছান্না তাহার বর্ণনায় الْعَفَافَ এর স্থলে الْعِفَّةَ (হারাম হইতে পবিত্রতা) উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬৭৬৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا".

(৬৭৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... যায়িদ বিন আরকাম (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছে তেমনই বলিব যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, তিনি বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলিতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আযাব হইতে। হে আল্লাহ! তুমি আমার নফসে (অন্তর) তাকওয়া দান করুন এবং ইহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া দিন। আপনি ইহাকে সর্বোত্তম পরিশোধনকারী, মালিক ও আশ্রয়স্থল। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অনুপকারী ইল্‌ম হইতে ও ভয় ভীতিহীন কলব হইতে; অতৃপ্ত নফসের অনিষ্ট হইতে ও এমন দু'আ হইতে যাহা কবুল হয় না।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ (অনুপকারী ইল্‌ম হইতে)। সেই ইল্‌ম যাহা মুতাবিক আলিম আমল করেন না। ইহা হইতে আল্লাহ তা'আলার সমীপে পানাহ চাই। -(তাকমিলা ৫:৫৯০)

(৬৭৬৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمْسَى قَالَ "أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ". قَالَ الْحَسَنُ فَحَدَّثَنِي الزُّبَيْدُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا "لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ".

(৬৭৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হইত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হইয়াছি এবং আল্লাহর রাজ্যও সন্ধ্যায়

পৌঁছিয়াছে। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি ব্যতীত ইলাহ নেই। তিনি একক সত্তা, তাঁহার শরীক নাই।" হাসান (রহ.) বলেন, আমাকে যুবায়দ (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবরাহীম (রহ.) হইতে এই দু'আটি হিফ্য করিয়াছেন, "রাজত্ব তাঁহারই, প্রশংসা তাঁহারই, তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এই রাতের কল্যাণ কামনা করি এবং এই রাতের অনিষ্ট হইতে পানাহ চাই এবং ইহার পরবর্তী রাত হইতেও। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই অলসতা হইতে ও অহংকারের অনিষ্ট হইতে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই জাহান্নামের আযাব হইতে এবং কবর আযাব হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ (আল্লাহর রাজ্যও সন্ধ্যায় পৌঁছিয়াছে)। এই স্থানে حدوث (অস্থায়ী) বুঝানো উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে আল্লাহর রাজ্য যেমন সকালে প্রতিষ্ঠিত তেমন সন্ধায়ও প্রতিষ্ঠিত, চিরস্থায়ী। -(তাকমিলা ৫:৫৭০)

(৬৭৬৬) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمْسَى قَالَ "أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ". قَالَ أُرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ "لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ". وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا "أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ".

(৬৭৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হইত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হইয়াছি এবং আল্লাহর রাজ্যও সন্ধ্যায় পৌঁছিয়াছে। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই। তিনি একক সত্তা, তাঁহার শরীক নেই।" রাবী মনে করেন যে, তিনি তাহার দু'আর মধ্যে বলিয়াছেন, "রাজত্ব তাঁহারই, প্রশংসা তাঁহারই এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার কাছে কল্যাণ চাই এই রাতের এবং পরবর্তী রাতেরও। আর আমি আপনার কাছে পানাহ চাহিতেছি এই রাতের অনিষ্ট হইতে এবং পরবর্তী রাতের অনিষ্ট হইতেও। হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই অলসতা, অহংকারের মন্দ পরিণাম হইতে। হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই জাহান্নাম ও কবর আযাব হইতে।" আর যখন সকাল হইত, তিনি বলিতেন, "আমরা সকালে উপনীত হইয়াছি এবং আল্লাহর রাজ্যও সকালে পৌঁছিয়াছে।"

(৬৭৬৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمْسَى قَالَ "أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ". قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَزَادَنِي فِيهِ زُبَيْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

(৬৭৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হইত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হইয়াছি এবং বিশ্ব আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় পৌঁছিয়াছে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই। আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই। তিনি একক সত্তা, তাঁহার শরীক

নেই।" হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কল্যাণ চাই এই রাত ও তাহার পরবর্তী রাতের এবং আমি আপনার কাছে পানাহ চাই এই রাত ও ইহার পরবর্তী রাতের অনিষ্ট হইতে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই। অলসতা, বার্ধক্য, অহংকারের অনিষ্ট, দুন্ইয়ার ফিত্না ও কবর আযাব হইতে।" হাসান বিন উবায়দুল্লাহ (রহ.) বলিয়াছেন, যুবায়দ ... আবদুল্লাহ (রাযি.) সূত্রে মারফূ সনদে একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই। তিনি একক সত্তা, তাঁহার কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁহারই, প্রশংসা তাঁহারই এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"

(৬৭৬৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَىْءَ بَعْدَهُ".

(৬৭৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, "আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই। তিনি একক সত্তা, তিনি তাঁহার বাহিনীকে ইয্যত দিয়াছেন এবং তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন। আর তিনি একাই কাফির বাহিনীর উপর প্রবল হইয়াছেন। তাঁহার পরে আর কোনকিছু নেই।

(৬৭৬৯) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "قُلِ اللّٰهُمَّ اهْدِنِى وَسَدِّدْنِى وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ".

(৬৭৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তুমি বল– "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে সরল পথে পরিচালিত করুন।" তিনি আমাকে আরও বলিয়াছেন, "তোমরা সোজা রাস্তায় চলার মত হিদায়াত এবং তীর সোজা করার মত সরলতার সহিত তাঁহাকে স্মরণ কর।"

(৬৭৭০) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "قُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ". ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(৬৭৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইব্ন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আসিম বিন কুলায়ব (রহ.) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এইভাবে বলিতে বলিয়াছেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হিদায়াত ও সরল পথ কামনা করিতেছি।" এরপর তিনি তাহার অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

بَابُ التَّسْبِيحِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ দিনের প্রথম ভাগে ও শোওয়ার সময় তাসবীহ পাঠ-এর বিবরণ

(৬৭৭১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِى عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِى مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِىَ جَالِسَةٌ فَقَالَ "مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِى فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا". قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم "لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ".

(৬৭৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আমরুন নাকিদ, ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... জুওয়ায়রিয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যূষে তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইলেন। যখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করিলেন তখন তিনি সালাতের জায়গায় ছিলেন। এরপর তিনি 'দুহা'-র পরে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও তিনি বসিয়াছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যেই অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলাম তুমি সেই অবস্থায়ই আছ। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে যাওয়ার পর চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করিয়াছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যাহা বলিয়াছ তাহার সাথে ওযন করিলে এই কালিমা চারটির ওযনই বেশী হইবে। কালিমাগুলো এই سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ (আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহার অগণিত সৃষ্টির সমান, তাঁহার সন্তুষ্টি, তাঁহার আরশের ওযনের পরিমাণ এবং তাঁহার কালিমার সংখ্যার পরিমাণ)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِدَادَ كَلِمَاتِهِ (এবং তাঁহার কালিমার সংখ্যার পরিমাণ)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, মূলতঃ المداد শব্দটি الحبر (কালি) অর্থে ব্যবহৃত। যাহা কলম দ্বারা লিখা হয়। এই স্থানে শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। مداد শব্দটি مصدر হইয়া المدد অর্থে ব্যবহৃত। المدد হইল ما يكثر به الشئ যাহা দ্বারা বস্তু অধিক হয়। উলামায়ে কিরাম বলেন, এই স্থানে শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কালিমার সংখ্যা গণনা করা যায় না। ইহা দ্বারা মর্ম হইল অত্যধিক বুঝানো। কেননা প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে সৃষ্টির সংখ্যা অধিক হইলেও গণণাযোগ্য। অতঃপর আরশের ওযন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ব্যতীত কেহ জানে না। অতঃপর ইহা হইতেও উচ্চ স্তরের কথাটি উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলে এই শব্দটি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যাহার সংখ্যা গণনা করা যায় না। -(তাকমিলা ৫:৫৯৪)

(৬৭৭২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي رِشْدِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ".

(৬৭৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... জুওয়ায়রিয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাছে আসিলেন অথবা ফজরের সালাতের পরে তিনি আসিলেন। এরপর বর্ণনাকারী তাহার অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে ইহাতে পার্থক্য এই যে, তিনি বলিয়াছেন, "আমি আল্লাহর প্রশংসার সহিত পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহার অসংখ্য সৃষ্টির পরিমাণ, তাঁহার সন্তুষ্টির সমান, তাঁহার আরশের ওযন পরিমাণ এবং তাঁহার কালিমাসমূহের সংখ্যার পরিমাণ।"

(৬৭৭৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي يَدِهَا وَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "عَلَى مَكَانِكُمَا". فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي ثُمَّ

قَالَ "أَلاَ أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَنْ تُكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدَاهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ".

(৬৭৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রাযি.) যাঁতা পিষতে গিয়া তাঁহার হাতে ব্যথা পাইলেন। তিনি একটি খাদিম চাওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাইলেন না। তিনি আয়িশা (রাযি.)-এর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে বিষয়টি অবহিত করিলেন। এরপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন তখন আয়িশা (রাযি.) তাঁহার কাছে ফাতিমা (রাযি.)-এর আগমনের বিষয় জানাইলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসিলেন। তখন আমরা আমাদের শয্যাগ্রহণ করিতেছিলাম। আমরা আমাদের শয্যা হইতে উঠিতে চাহিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "তোমরা তোমাদের জায়গায় থাক। এরপর তিনি আমাদের সামনে বসিলেন। তখন আমি তাঁহার কদম মুবারকের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দিব না, যাহা তোমরা চাহিয়াছিলে তাহার হইতে উত্তম? যখন তোমরা তোমাদের শয্যাগ্রহণ করিবে তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ এবং ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ পড়িবে। এইটি তোমাদের জন্য খাদিমের হইতে উত্তম।"

(৬৭৭৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ "أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا مِنَ اللَّيْلِ".

(৬৭৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয ও ইবন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মু'আযের হাদীছে مِنَ اللَّيْلِ (রাত) শব্দটি অতিরিক্ত উল্লেখ আছে।

(৬৭৭৫) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِنَحْوِ حَدِيثِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَلِيٌّ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قِيلَ لَهُ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ قَالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ. وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ

(৬৭৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও উবায়দ বিন ইয়ায়িশ (রহ.) তাঁহারা ... আলী (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইবন আবূ লায়লা সূত্রে হাকামের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাকাম (রহ.) হাদীছে এইটুকু বাড়াইয়া বলিয়াছেন যে, আলী (রাযি.) বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শোনার পর হইতে কখনও আমি তাহা ছাড়ি নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সিফ্ফীনের রাতেও কি? তিনি বলিলেন, সিফ্ফীনের রাতেও নয়। ইবন আবূ লায়লা সূত্রে আতা বর্ণিত হাদীছে তিনি বলিয়াছেন, আমি তাহাকে বলিলাম, "সিফ্ফীনের রাতেও কি ছাড়িয়া দেন নাই?"

(৬৭৭৬) حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ خَادِمًا وَشَكَتِ الْعَمَلَ فَقَالَ "مَا

أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا". قَالَ "أَلاَ أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ تُسَبِّحِينَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدِينَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ".

(৬৭৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমায়্যা বিন বিসতাম আয়শী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফাতিমা (রাযি.) একজন খাদিমের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন এবং অনেক কাজের অভিযোগ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার কাছে তো কোন খাদিম নাই। তিনি বলিলেন, তবে আমি কি তোমাকে এমন কিছুর কথা বলিব না, যাহা তোমার খাদিম হইতে উত্তম? তাহা হইল রাতে শয্যাগ্রহণের সময় তুমি ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করিবে।"

(৬৭৭৭) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৭৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সুহায়ল (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ صِيَاحِ الدِّيكِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোরগ ডাকার সময় দু'আ করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৬৭৭৮) حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا".

(৬৭৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শ্রবণ করিতে পাইবে তখন আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ চাহিবে। কেননা সে ফিরিশ্তা দেখিয়া থাকে। আর যখন তোমরা গাধার বিকট আওয়ায শ্রবণ করিতে পাইবে তখন আল্লাহর কাছে শয়তান হইতে পানাহ চাহিবে। কেননা সে শয়তান দেখিয়া থাকে।

بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কঠিন মুসীবতের (সময়ের) দু'আ-এর বিবরণ

(৬৭৭৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ".

(৬৭৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না, ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন বিপদের সময় বলিতেন, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (মহান, সহিষ্ণু আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নাই। মহান

আরশের অধিপতি আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ নাই। আসমানের ও যমীনের রব্ব এবং সম্মানিত আরশের রব্ব আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নাই)।

(৬৭৮০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَتَمُّ.

(৬৭৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হিশাম (রাযি.)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর মু'আয বিন হিশামের হাদীছ অধিক পূর্ণাঙ্গ।

(৬৭৮১) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ".

(৬৭৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যগুলো দ্বারা দু'আ করিতেন এবং কঠিন বিপদের সময় এইগুলি বলিতেন। এরপর তিনি কাতাদা সূত্রে মু'আয বিন হিশামের হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেন। এই বর্ণনায় 'আসমান-যমীনের পালনকর্তা' কথাটি আছে।

(৬৭৮২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ وَزَادَ مَعَهُنَّ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ".

(৬৭৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ (বিপদ) তাঁহার সম্মুখীন হইত তখন তিনি বলিতেন ...। এরপর তিনি মু'আযের পিতার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন এবং এর সাথে "মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'-এর ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৭৮৩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الْكَلاَمِ أَفْضَلُ قَالَ "مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ".

(৬৭৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন কালাম সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ফিরিশ্তা অথবা তাঁহার বান্দাদের জন্য যেই কালাম পছন্দ করিয়াছেন, তাহা হইল, سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (আমি আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি)।

(৬৭৮৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ مِنْ عَنَزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ. فَقَالَ "إِنَّ أَحَبَّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ".

(৬৭৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, হে আবূ যার! আমি কি তোমাকে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম বালিয়া দিব না? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কালামটি আপনি আমাকে বলিয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম হইল, سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (আমি আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি)।

بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের জন্য গায়েবানা দু'আর ফযীলত-এর বিবরণ

(৬৭৮৫) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْوَكِيعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ".

(৬৭৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন উমর বিন হাফস ওয়াকী' (রহ.) তিনি ... আবূ দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমান বান্দা তাহার ভাই-এর অনুপস্থিতিতে তাহার জন্য দু'আ করিলে একজন ফিরিশ্‌তা তাহার জবাবে বলে "আর তোমার জন্যও অনুরূপ।"

(৬৭৮৬) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَرْوَانَ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ".

(৬৭৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... উম্মু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি তাহার ভাই-এর অনুপস্থিতিতে তাহার জন্য দু'আ করে, তাহার জন্য একজন নিয়োজিত ফিরিশতা 'আমীন' বলিতে থাকে এবং বলে, তোমার জন্যও অনুরূপ।

(৬৭৮৭) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ "دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ". قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(৬৭৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... উম্মু দারদা (রাযি.)-এর স্বামী সাফওয়ান বিন আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়াতে আবূ দারদা (রাযি.)-এর ঘরে গেলাম। আমি তাহাকে ঘরে পাইলাম না; বরং সেইখানে উম্মু দারদাকে পাইলাম। তিনি বলিলেন, আপনি কি এই বছর হজ্জ পালন করিবেন? আমি বলিলাম, জি হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কাছে আমাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করিবেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, একজন মুসলমান বান্দা তাহার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাহার জন্য দু'আ করিলে তাহা কবূল হয়। তাহার মাথায় একজন ফিরিশতা নিয়োজিত থাকেন, যখন সে তাহার ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন নিয়োজিত ফিরিশ্তা বলিয়া থাকে "আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ"। তিনি বলেন, এরপর আমি বাজারের দিকে বাহির হইলাম। আর আবূ দারদা (রাযি.)-এর দেখা পাইলাম, তখন তিনি আমাকে তাহার অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিলেন।

(৬৭৮৮) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ.

(৬৭৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল মালিক বিন আবূ সুলায়মান হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, সাফওয়ান বিন আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান (রহ.)-এর সূত্রে।

بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানাহারের পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৬৭৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا".

(৬৭৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট, যে খাওয়ার পরে তাহার জন্য 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে এবং পানীয় পান করার পরে তাহার শুকরিয়া স্বরূপ 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে।

(৬৭৯০) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৭৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন।

بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আকারী তাড়াহুড়া না করিলে তাহার দু'আ কবূল হয়। সে বলে, আমি দু'আ করিলাম কিন্তু কবূল হইল না-এর বিবরণ

(৬৭৯১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلاَ أَوْ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي".

(৬৭৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কাহারোর দু'আ তখনই কবুল করা হয় যখন সে তাড়াহুড়া না করে। (তাড়াহুড়া করিয়া দু'আ করার পর) সে তো বলিতে থাকে, আমি আমার পালনকর্তার সকাশে দু'আ করিলাম; অথচ তিনি আমার দু'আ কবূল করিলেন না।

(৬৭৯২) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ لَيْثٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي".

(৬৭৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কাহারও দু'আ তখনই কবুল করা হয় যখন সে তাড়াহুড়া না করে। সে বলিতে থাকে, আমি আমার পালনকর্তার কাছে দু'আ করিলাম আর তিনি আমার দু'আ কবূল করিলেন না।

(৬৭৯৩) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الاِسْتِعْجَالُ قَالَ "يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ".

(৬৭৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, বান্দার দু'আ হরহামেশা কবুল করা হয় যদি না সে পাপ কর্মের জন্য কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দু'আ করে এবং (দু'আয়) তাড়াহুড়া না করে। প্রশ্ন করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (দু'আয়) তাড়াহুড়া করা কি? তিনি বলিলেন, সে বলিতে থাকে, আমি দু'আ তো করিতেছি, আমি দু'আ তো করিতেছি; কিন্তু তাহা কবুল হইল কিনা দেখিতে পাইলাম না। তখন সে নিরাশ হইয়া পড়ে এবং দু'আ করা ছাড়িয়া দেয়।

بَابُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ وَبَيَانُ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসী অধিকাংশই দরিদ্র এবং জাহান্নামবাসী অধিকাংশই নারী আর নারী সম্পর্কিত ফিত্‌নার বর্ণনা

(৬৭৯৪) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ".

(৬৭৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ, যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন (রহ.) তাঁহারা ... উসামা বিন যায়দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমি জান্নাতের প্রবেশ পথে দাঁড়াইলাম, দেখিলাম, অধিকাংশই যাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতেছে তাহারা মিস্‌কীন আর সম্পদশালীরা বন্দী অবস্থায়। যাহারা জাহান্নামী তাহাদের জাহান্নামে নিয়া যাওয়ার নির্দেশ হইল। আমি জাহান্নামের প্রবেশ পথে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম যে, অধিকাংশই যাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা মহিলা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (উসামা বিন যায়দ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب لا تاذن النكاح অধ্যায়ে باب لا تاذن المرأة في بيت زوجها لاحد الا باذنه এবং الرقاق অধ্যায়ে باب صفة الجنة والنار এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৬০৯)

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ (আমি জান্নাতের প্রবেশ পথে দাঁড়াইলাম)। সম্ভবত ইহা মি'রাজের রাত্রির ঘটনা কিংবা স্বপ্নে। আল্লামা দাওদী (রহ.) অপর একটি সম্ভাবনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সূর্য গ্রহণের দিন হইবে, সেই দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৬০৯)

وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ (আর সম্পদশালীরা বন্দী অবস্থায়)। الجد হইল الحظ (সুখী, ভাগ্যবান) এবং النصيب (ভাগ্য, তাকদীর, অংশ, অদৃষ্ট)। আর এই স্থানে اصحاب الجد দ্বারা মর্ম হইতেছে সম্পদশালী, দুন্‌ইয়াতে সম্মানের অধিকারী। তাহারা সম্পদের হিসাব দিতে গিয়া বন্দী অবস্থায় থাকিবে। আর ইহা অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। -(তাকমিলা ৫:৬০৯)

فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ (দেখিলাম যে, অধিকাংশই যাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিয়াছে, মহিলা)। ইহার কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীছ শরীফে ইরশাদ করিয়াছেন, তাহারা অভিসম্পাৎ বেশী করে এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা যায় তাহারা দুন্‌ইয়ার চাকচিক্যের প্রতি বেশী ধাবিত, আর আখিরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৫:৬০৯)

(৬৭৯৫) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم "اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ".

(৬৭৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমি জান্নাতের দিকে উঁকি দিলাম, দেখিতে পাইলাম, উহার অধিকাংশ অধিবাসীই ফকীর। অতঃপর আমি জাহান্নামের দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম, তাহার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ (দেখিতে পাইলাম, উহার অধিকাংশ অধিবাসীই ফকীর)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ اطلعت في الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء (আমি জান্নাতের দিকে উঁকি দিলাম দেখিতে পাইলাম, উহার অধিকাংশ অধিবাসীই ফকীর) দ্বারা এই মর্ম নহে যে, ধনীর উপর ফকীরের ফযীলত; বরং ইহার অর্থ তো হইতেছে যে, দুন্‌ইয়াতে ধনীর তুলনায় ফকীরের সংখ্যা অধিক। দুন্‌ইয়ার অবস্থা বর্ণনা করা। অন্যথায় ফকীর হওয়াই জান্নাতে প্রবেশের কারণ নহে; বরং তাহারা দরিদ্রতার সহিত নেক কর্ম করিয়া যোগ্যতা লাভ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছে। কেননা নেক কর্ম না থাকিলে দরিদ্রতার কোন ফযীলত নাই। -(তাকমিলা ৫:৬১০ সংক্ষিপ্ত)

(৬৭৯৬) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৭৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৭৯৭) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اطَّلَعَ فِي النَّارِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَيُّوبَ.

(৬৭৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের দিকে উঁকি দিয়া দেখিলেন। এরপর রাবী' আইউবের হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬৭৯৮) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ سَمِعَ أَبَا رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(৬৭৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ... অতঃপর সাঈদ (রহ.) তাহার অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬৭৯৯) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ كَانَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَانِ فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتِ الأُخْرَى جِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلاَنَةَ فَقَالَ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ".

(৬৭৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... আবূ তায়্যাহ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ (রহ.)-এর দুই স্ত্রী

ছিল। তিনি একদা তাহাদের একজনের কাছ হইতে আসিলেন। তখন অন্যজন বলিল, আপনি তো অমুকের নিকট হইতে আসিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি ইমরান বিন হুসায়ন (রাযি.)-এর নিকট হইতে আসিয়াছি। তিনি আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতের অল্প সংখ্যক অধিবাসী নারী।

(৬৮০০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ.

(৬৮০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ওয়ালীদ বিন আবদুল হামীদ (রহ.) তিনি ... আবূ তায়্যাহ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুতাররিফকে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তাহার দুইজন স্ত্রী ছিল। মু'আযের বর্ণিত হাদীছের মর্মের অনুরূপ।

(৬৮০১) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ".

(৬৮০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল কারীম আবূ যুর'আ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আর মধ্যে একটি ছিল এই, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই, আপনার নিয়ামত সরিয়া যাওয়া, আপনার ক্ষমা ওলটপালন হইয়া যাওয়া, আপনার আকস্মিক শাস্তি ও আপনার সব রকমের অসন্তুষ্টি হইতে।"

(৬৮০২) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ".

(৬৮০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... উসামা বিন যায়িদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমি আমার (ওফাতের) পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিত্না রাখিয়া যাই নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (উসামা বিন যায়িদ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে النكاح অধ্যায়ে باب ما يتقى من شؤم المرأة এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে الادب অধ্যায়ে باب ما جاء في التحذير من فتنة النساء এবং ইবন মাজা শরীফে الفتن অধ্যায়ে باب فتنة النساء এ আছে। -(তাকমিলা ৫:৬১২)

أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিত্না ...)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় পুরুষদের জন্য অন্যান্য ফিত্নার তুলনা নারীদের কারণেই অধিকতর ফিত্না সমাবৃত হইবে। আর ইহা এইভাবে যে, কারণ পুরুষদের স্বভাব নারীদের প্রতি আকর্ষণ। আর এই আকর্ষণ ও প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রে গুনাহে পতিত করে। যেমন তাহাদের মধ্য হইতে গায়রে মুহরিমদের প্রতি নজর করা। শরীআত অনুমোদন ব্যতীত তাহাদের হইতে স্বাদ গ্রহণ করা প্রভৃতি। -(তাকমিলা ৫:৬১২)

(৬৮০৩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ".

(৬৮০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আম্বারী, সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... উসামা বিন যায়িদ বিন হারিসা ও সাঈদ বিন যায়িদ বিন আম্‌র বিন নুফায়ল (রাযি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার (ওফাতের) পরে মানুষের মাঝে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিত্‌না রাখিয়া যাই নাই।

(৬৮০৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬৮০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... সুলায়মান তায়মী হইতে এই সনদে তাহার অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(৬৮০৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ". وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ "لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ".

(৬৮০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই দুন্‌ইয়া টাটকা সবুজ মিষ্ট ফলের মত লোভনীয়। আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদের খলীফা হিসাবে পাঠাইয়াছেন। তিনি দেখিতে চান যে, তোমরা কি কর? তোমরা দুন্‌ইয়া ও নারী হইতে সাবধান থাক। কেননা, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফিতনা দেখা দিয়াছিল তাহা ছিল নারীকে কেন্দ্র করিয়া। ইবন বাশ্‌শার (রহ.) বর্ণিত হাদীছে فَيَنْظُرُ এর স্থলে لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (তোমরা কি কর তা দেখার জন্য তিনি তোমাদের দুন্‌ইয়াতে পাঠাইয়াছেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ (নিশ্চয়ই দুনইয়া টাটকা সবুজ মিষ্ট ফলের মত লোভনীয়)। এই বাক্যে দুই বস্তুর সাদৃশ্যতা বর্ণনা করা হইয়াছে। (এক) মনোমুগ্ধকর রং। যেমন সবুজ মিষ্টি ফল, নফস ইহার প্রতি লোভকারী। অনুরূপ দুন্‌ইয়াও। (দুই) তাড়াতাড়ি ধ্বংসশীল। কেননা, সবুজ রঙের মিষ্টি বস্তু তাড়াতাড়ি নষ্ট ও ধ্বংস হইয়া যায়। -(তাকমিলা ৫:৬১৩)

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ (তোমরা দুন্‌ইয়া ও নারী হইতে সাবধান থাক)। অর্থাৎ তোমাদের নফসকে তাহাদের ফিত্‌নার সমাবৃত হইতে বাঁচাও। -(তাকমিলা ৫:৬১৩)

فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ (বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফিতনা দেখা দিয়াছিল তাহা ছিল নারীকে কেন্দ্র করিয়া)। ইহা দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে বালআম যমীনে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল উহার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। বালআম সম্প্রদায় তাহাদের মহিলাদের বনূ ইসরাঈলের সৈন্যদের দিকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফলে বনূ ইসরাঈলদের কতক তাহাদের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় মহামারীতে পতিত হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৫:৬১৩)

بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلَاثَةِ وَالتَّوَسُّلِ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ গুহাবাসী তিন ব্যক্তির কিস্‌সা এবং নেক আমলের ওয়াসীলা দিয়া দু'আ করা-এর বিবরণ

(৬৮০৬) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ أَبَا ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأَتِي وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمٍ الشَّجَرُ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ.

وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً. فَفَرَجَ لَهُمْ. وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي. قُلْتُ اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا. فَقَالَ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا. فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ مَا بَقِيَ.

(৬৮০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক মুসায়্যাবী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, একদা তিন ব্যক্তির একটি দল পথে হাঁটিয়া চলিতেছিল। পথে তাহাদের উপর বৃষ্টি নামিল। তখন তাহারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। ইত্যবসরে পর্বতগাত্র হইতে একটি পাথর খণ্ড খসিয়া তাহাদের গুহার মুখ চাপা দিল। ফলে গুহার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তখন তাহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল, আপন আপন নেক আমলের প্রতি লক্ষ্য কর, যাহা তোমরা আল্লাহর দরবারে সন্তুষ্টি লাভের জন্য করিয়াছ এবং সেই নেক আমলের ওয়াসীলা দিয়া আল্লাহর কাছে দু'আ করিতে থাক। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে পাথরটি সরাইয়া দিবেন। তখন তাহাদের একজন বলিল, হে আল্লাহ! আমার পিতামাতা ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। আমার একজন স্ত্রী ও ছোট ছোট সন্তানাদি ছিল। আমি তাহাদের (জীবিকার) জন্য মেষ-বক্‌রী মাঠে চরাইতাম। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আমি সেগুলির দুধ দোহন করিতাম এবং আমি আমার পুত্র কন্যাদের আগে প্রথমেই আমার পিতামাতাকে দুধ পান করাইতাম। একদিন একটি গাছ আমাকে দূরে নিয়া গেল (অর্থাৎ চারণভূমি দূরে ছিল)। ইহাতে আমার ঘরে ফিরতে রাত হইয়া গেল। আমি তাহাদের (পিতামাতা) উভয়কে ঘুমন্ত অবস্থায় পাইলাম। এরপর আমি পূর্বের মতই দুধ দোহন করিলাম। আমি দুধ নিয়া আমার পিতামাতার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ করা অপছন্দ মনে করিলাম এবং তাহাদের আগে সন্তানদের দুধ পান করানোও অপছন্দ করিলাম।

তখন আমার সন্তানরা ক্ষুৎপিপাসায় আমার দুই পায়ের কাছে কাতরাইতেছিল। তাহাদের ও আমার এই অবস্থা চলিল। অবশেষে ভোর হইয়া গেল। যদি আপনি মনে করেন যে, আমি এই কাজ আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করিয়াছি, তাহা হইলে আমাদের জন্য একটা সুড়ঙ্গ করিয়া দিন, যদ্দারা আমরা আসমান দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাতে একটি সুড়ঙ্গ করিয়া দিলেন। তাহা দিয়া তাহারা আসমান দেখিতে পাইল।

আরেক জন বলিল, হে আল্লাহ! আমার ঘটনা এই, আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষ যেইভাবে নারীকে ভালোবাসে আমি তাহাকে তেমন ভালোবাসিতাম। আমি তাহাকে একান্ত কাছে পাইতে চাহিলাম। সে তাহাতে অস্বীকৃতি জানাইল এবং একশ' দীনার বায়না ধরিল। আমি চেষ্টা করিয়া একশ' দীনার সঞ্চয় করিলাম। এরপর সেইগুলি নিয়া তাহার কাছে গেলাম। যখন আমি তাহার দুই পায়ের মাঝখানে বসিলাম, তখন সে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে ছিপি খুলিও না (কুমারিত্ব নষ্ট করিও না)। একথা শুনিয়া আমি তাহার উপর হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আপনি যদি মনে করেন যে, একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমি এই কাজ করিয়াছি তাহা হইলে আমাদের জন্য একটি সুড়ঙ্গ খুলিয়া দিন। তখন তিনি তাহাদের জন্য আরেকটু ফাঁক করিয়া দিলেন। অপর ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ! আমি এক 'ফারাক' (এক কিলোগ্রাম) শস্যের বিনিময়ে একজন মজুর নিয়োগ করিয়াছিলাম। সে তাহার কাজ সমাধা করিয়া তাহার প্রাপ্য মজুরী দাবী করিল। আমি এক 'ফারাক' (শস্য) তাহার সামনে পেশ করিলাম। কিন্তু সে তাহা নিল না। আমি সেই শস্য যমীনে চাষ করিতে থাকিলাম। পরিশেষে তাহা দিয়া গরু-বকরী ও রাখাল সংগ্রহ করিলাম। পরে সে আমার কাছে আসিল এবং বলিল, আল্লাহকে ভয় কর। আর আমার প্রাপ্য পরিশোধের ব্যাপারে আমার উপর যুল্ম করিও না। আমি বলিলাম, তুমি এই গরু ও রাখাল নিয়া যাও। তখন সে তাহা নিয়া চলিয়া গেল। যদি আপনি জানেন যে, আমি এই কাজটি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করিয়াছি তাহা হইলে অবশিষ্ট অংশ খুলিয়া দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা গুহার মুখের অবশিষ্ট অংশ খুলিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الانبياء অধ্যায়ে باب ما ذكر عن بنى اسرائيل এ আছে। তাহা ছাড়া البيوع-الاجارة-المزارعة-الحرث والمزارعة এবং الادب অধ্যায়ে আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে البيوع অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৫:৬১৩)

بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ (একদা তিন ব্যক্তির একটি দল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:৫০৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, তাহাদের নাম জানা নাই। -(তাকমিলা ৫:৬১৩)

فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ (তখন তাহারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল)। কেহ বলেন, এই গুহাটির নাম আর-রাকীম। যাহা কুরআন মজীদে সূরা কাহফের ঘটনায় উল্লেখ হইয়াছে। -(তাকমিলা ৫:৬১৪)

فَادْعُوا اللّٰهَ تَعَالَى بِهَا (এবং সেই নেক আমলের ওয়াসীলা দিয়া আল্লাহর কাছে দু'আ করিতে থাক)। অর্থাৎ সেই নেক আমলের উসীলায়। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিপদের সময় এবং ইসতিসকার দু'আ নিজ নিজ নেক আমলের উসীলা দিয়া দু'আ করা মুস্তাহাব। কেননা তাহারা করিয়াছে এবং কবূলও হইয়াছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রশংসায় উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৫:৬১৫)

(৬৮০৭) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَرَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

وَزَادُوا فِي حَدِيثِهِمْ "وَخَرَجُوا يَمْشُونَ". وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ "يَتَمَاشَوْنَ". إِلاَّ عُبَيْدَ اللَّهِ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ "وَخَرَجُوا". وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهَا شَيْئًا.

(৬৮০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর ও আবদ বিন হুমায়দ, সুওয়ায়দ বিন সাঈদ, আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ বিন তারীক বাজালী যুহায়র বিন হারব, হাসান হলওয়ানী, আবদ বিন হুমায়দ ও ইব্ন উমর (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, মূসা বিন উক্বা (রহ.) সূত্রের আবূ যামরা (রহ.)-এর হাদীছের মর্ম অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের হাদীছের এইটুকু বেশী উল্লেখ করিয়াছেন خَرَجُوا يَمْشُونَ তাহারা পায়ে হাঁটিয়া বাহির হইয়াছিল, সালিহ (রহ.)-এর হাদীছে يَتَمَاشَوْنَ 'তাহারা পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছিল' উল্লেখ আছে। উবায়দুল্লাহর হাদীছে خَرَجُوا তাহারা বাহির হইল উল্লেখ আছে। এরপর তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

(৬৮০৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ابْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ". وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ "اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ لاَ أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً". وَقَالَ "فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ". وَقَالَ "فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ فَارْتَعَجَتْ". وَقَالَ "فَخَرَجُوا مِنَ الْغَارِ يَمْشُونَ".

(৬৮০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাহল তামিমী, আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন বাহরাম এবং আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, একদা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের তিন জনে একটি দল চলিল। অবশেষে তাহারা রাত্রিতে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। অতঃপর ইবন উমর (রাযি.) সূত্রে নাফি' (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইহাতে আছে তাহাদের একজন বলিল, হে আল্লাহ আমার মাতাপিতা ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। আমি তাহাদের পূর্বে আর কাহাকেও রাত্রে দুধ পান করাইতাম না, পরিবার বর্গকেও নহে এবং গোলামদেরকেও নহে। আর (দ্বিতীয় জন) বলিল, উক্ত মহিলা আমার প্রত্যাশা পূরণে অস্বীকৃতি জানাইল। অবশেষে এক বছর অভাবে সমাবৃত হইল এবং আমার কাছে আসিল আমি তাহাকে একশত বিশ দিনার দিলাম। আর (তৃতীয় জন) বলিল, মজুরী বিনিময়ে একজন মজুর নিয়োগ করিয়াছিল। সে তার মজুরী না নিয়া চলিয়া গেল। অবশেষে তাহার উক্ত মজুরী দ্বারা আমি অনেক সম্পদ লাভ করিলাম। পরে সে আসিয়া গরবর করিলে তাহাকে সকল মাল দিয়া দিলাম। রাবী বলেন, পরে তাহারা গুহা হইতে পায়ে হাটিয়া বাহির হইয়া চলিল।

كِتَابُ التَّوْبَةِ

অধ্যায় ঃ তাওবা

بَابُ فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ তাওবার ব্যাপারে উৎসাহ দান ও তাহাতে আনন্দবোধ-এর বিবরণ

(৬৮০৯) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللهِ لَلّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلاَةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ".

(৬৮০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করিয়াছেন, আমার প্রতি বান্দার ধারণা মুতাবিক আমি তাহার সঙ্গে আচরণ করি। সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে আছি। মরু বিয়াবানে তোমাদের কেউ হারানো পশু পাওয়ার পর যে খুশী হয় আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবার পর ইহা হইতেও অধিক খুশী হন। যদি কেহ এক বিঘত পরিমাণ আমার দিকে আগাইয়া আসে তবে আমি তাহার প্রতি একহাত আগাইয়া যাই। যদি কেহ এক হাত পরিমাণ আমার দিকে আগাইয়া আসে, তবে আমি এক গজ পরিমাণ তাহার দিকে আগাইয়া যাই। যদি কেহ আমার দিকে হাঁটিয়া আসে তবে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের التوحيد অধ্যায়ে باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم و روايته عن رابة এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে الدعوات অধ্যায়ে باب حسن الظن بالله এবং ইবন মাজা গ্রন্থে الادب অধ্যায়ে باب فضل العمل এ আছে। এই হাদীছের কিছু অংশ পূর্বে ذكر অধ্যায়ে গিয়াছে। -(তাকমিলা ৬:৩)

اَلتَّوْبَةَ এর আভিধানিক অর্থ الرجوع (প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন, পুনরাগমন, ফিরিয়া আসা) আর শরীআতের পরিভাষায় ترك الذنب۔ والندم على فعله۔ والعزم على عدم العود (গুনাহ পরিত্যাগ করা, কৃতকর্মে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, পুনরায় না করা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা)

أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ (আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই)। أُهَرْوِلُ অর্থ اسعى (দৌড়াইয়া যাওয়া, দ্রুত যাওয়া) -(তাকমিলা ৬:৩)

(৬৮১০) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا".

(৬৮১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাব কা'নাবী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি হারানো পশু পাওয়ার পর যে পরিমাণ খুশী হয়, তোমাদের তাওবার পর আল্লাহ তা'আলা ইহার চাইতেও অধিক খুশী হন।

(৬৮১১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ.

(৬৮১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৮১২) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثَيْنِ حَدِيثًا عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ. فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ".

(৬৮১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হারিস বিন সুওয়ায়দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার শুশ্রূষা করিবার জন্য একদা আমি তাঁহার নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাকে দুইটি হাদীছ শোনাইলেন। একটি নিজের পক্ষ হইতে এবং অপরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইকথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে ঐ ব্যক্তির চাইতেও অধিক আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি ছায়া-পানিহীন আশংকাপূর্ণ আরণ্যে ঘুমাইয়া পড়ে এবং তাহার সহিত থাকে পানাহার সামগ্রী বহনকারী একটি সাওয়ারী। তারপর ঘুম হইতে জাগিয়া দেখে যে, সাওয়ারীটি সেইখানে নাই। এরপর সে সেইটি তালাশ করিতে করিতে পিপাসার্ত হইয়া পড়ে এবং বলে, আমি আমার আগের জায়গায়ই ফিরিয়া যাইব এবং ঘুমাইতে ঘুমাইতে মরিয়া যাইব। (এই কথা বলিয়া) সে মৃত্যুর জন্য বাহুতে মাথা রাখিল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হইয়া সে দেখিল, পানাহার সামগ্রী বহনকারী সাওয়ারীটি তার শিয়রের পার্শ্বেই। (সাওয়ারী এবং পানাহার সামগ্রী পাইয়া) লোকটি যে পরিমাণ খুশী হয়, মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে আল্লাহ্ ইহার হইতেও অধিক আনন্দিত হন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ (ছায়া-পানিহীন আরণ্যে)। دَوِيَّة শব্দটি د বর্ণে যবর এবং و ও ى বর্ণে তাশদীদসহ অর্থ ছায়া-পানিহীন নির্জন মরুভূমি। ইহা الدوّ এর দিকে সম্বন্ধ। তাহা হইল বৃক্ষহীন প্রান্তর। অচিরেই আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.)-এর রিওয়ায়তে داوية রহিয়াছে। داوية শব্দটি د এর পর الف এবং و তাশদীদবিহীন ও ى তাশদীদসহ পঠিত উহাও অভিধানে دوية ই। দুই و এর একটিকে الف দ্বারা পরিবর্তিত। -(তাকমিলা ৬:৫)

(৬৮১৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "مِنْ رَجُلٍ بِدَاوِيَّةٍ مِنَ الأَرْضِ".

(৬৮১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উক্ত সনদে এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার হাদীছে রহিয়াছে মরুভূমির সেই লোকটির চাইতেও অধিক খুশী হন।

(৬৮১৪) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ". بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

(৬৮১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... উমারা বিন উমায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হারিস বিন সুওয়ায়দকে একথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আবদুল্লাহ আমার নিকট দুইটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। একটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এবং অপরটি তাহার নিজের পক্ষ হইতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহার মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে অধিকতর আনন্দিত হন। অতঃপর জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

(৬৮১৫) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ خَطَبَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ "لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَأَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ فَنَزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَانِيًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَالِثًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ فَلَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى حَالِهِ".

قَالَ سِمَاكٌ فَزَعَمَ الشَّعْبِيُّ أَنَّ النُّعْمَانَ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ.

(৬৮১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আনবারী (রহ.) তিনি ... সিমাক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নু'মান বিন বাশীর (রাযি.) খোতবা দিতে গিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাঁহার বান্দার তাওবার কারণে ঐ ব্যক্তি হইতেও অধিকতর খুশী হন, যে তাহার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও এর বোচকা একটি উটের উপর তুলিয়া দিয়া চলিতে থাকে এবং অবশেষে এক মরুদ্যানে উপস্থিত হয়। তখন দুপুর হইয়া যায়। তখন সে নামিয়া বৃক্ষের নীচে দিবা নিদ্রা (قيلولة) যায়। সে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার উটটি চলিয়া যায়। সে জাগ্রত হইয়া ঐ টিলায় দৌড়াইয়া গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। এরপর সে অপর টিলায় দৌড়াইয়া গেল কিন্তু সেইখানেও সে কিছু দেখিতে পাইল না। তারপর সে তৃতীয় এক টিলায় দৌড়াইয়া যায়, কিন্তু ওখানেও সে কিছুই দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে যেইখানে ঘুমাইয়া ছিল সেইখানে আসিয়া বসিয়া থাকিল। এই সময় হঠাৎ হাটতে হাটতে উটটি তাহার নিকট চলিয়া আসে। অমনি সে তাহার হাতে ইহার লাগাম চাপিয়া ধরে। আল্লাহ তাহার মু'মিন বান্দার হাওবার কারণে ঐ উট প্রাপ্ত ব্যক্তির হইতেও অধিক আনন্দিত হন। বর্ণনাকারী সিমাক (রহ.) বলেন, শা'বী (রহ.) বলিয়াছেন, নু'মান এই হাদীছটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মারফু হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আমি নু'মান (রাযি.)কে হাদীসটি মারফূ'ভাবে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করি নাই।

(৬৮১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَجَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلاَ شَرَابٌ وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ". قُلْنَا شَدِيدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَمَا وَاللَّهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ". قَالَ جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ.

(৬৮১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও জাফর বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... বারা'আ বিন আযিব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এই সম্বন্ধে তোমরা কী মনে কর যে, এক ব্যক্তি, যাহার কাছে পানাহারের কোন বস্তু নাই, এমন মরু বিয়াবানে উট চলিয়া যায় এবং ইহার লাগাম মাটিতে হেঁচড়াইয়া চলিতে থাকে, অথচ ইহার উপর রহিয়াছে সেই ব্যক্তির পানাহারের সামগ্রী। তখন সে তাহা তালাশ করিয়া ক্লান্ত হইয়া যায়। আর এই সময় উক্ত সাওয়ারী কোন বৃক্ষের নীচ দিয়া যাওয়ার সময় যদি ইহার লাগাম উক্ত বৃক্ষের কান্ডের সাথে আটকাইয়া যায়, আর আটকানো অবস্থায় যদি সে সেইটি পাইয়া যায়, তাহা হইলে এই ব্যক্তি কি পরিমাণ আনন্দিত হইবে? সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সে খুবই আনন্দিত হইবে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, স্বীয় বান্দার তাওবার কারণে সাওয়ারী প্রাপ্ত, উক্ত ব্যক্তির চাইতেও আল্লাহ তা'আলা অধিকতর আনন্দিত হন। জাফর (রহ.) إِيَادٍ عَنْ إِيَادٍ এর স্থলে إِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৮১৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ . أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ" .

(৬৮১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যখন আল্লাহর নিকট তাওবা করে তখন তিনি ঐ ব্যক্তি হইতেও অধিক খুশী হন, যে মরু-বিয়াবানে নিজ সাওয়ারীর উপর আরোহিত ছিল। তারপর সাওয়ারীটি তাহার হইতে পালাইয়া গেল। আর তাহার উপর ছিল তাহার খাদ্য ও পানীয়। এরপর নিরাশ হইয়া সে একটি বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া বিশ্রাম করে এবং তাহার সাওয়ারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সাওয়ারীটি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। অমনিই সে উহার লাগাম ধরিয়া ফেলে। তারপর সে আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করিয়া ফেলিয়াছে।

(৬৮১৮) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ" .

(৬৮১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দার তাওবার কারণে তোমাদের ঐ ব্যক্তি হইতেও অধিক আনন্দিত হন, যে জাগিয়াই তাহার ঐ উটটি পাইয়া গেল, যাহা সে মরু-বিয়াবানে হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

(৬৮১৯) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬৮১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ দারেমী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ سُقُوطِ الذُّنُوبِ بِالاِسْتِغْفَارِ تَوْبَةً

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিগ্ফার ও তাওবা দ্বারা গুনাহ ঝরিয়া যাওয়া-এর বিবরণ

(৬৮২০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاصِّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ".

(৬৮২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ আইয়্যুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রুত একটি হাদীছ আমি তোমাদের কাছ হইতে গোপন রাখিয়াছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইকথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যদি তোমরা গুনাহ না করিতে তবে আল্লাহ তা'আলা এমন মাখলূক সৃষ্টি করিতেন যাহারা গুনাহ করিত এবং আল্লাহ্ তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (আবূ আইয়্যুব (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ তিরমিযী শরীফে الدعوات অধ্যায়ে ১০৫ অনুচ্ছেদে হাদীছ নং ৩৫৩৩-এ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৬:৮)

كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا الخ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রুত একটি হাদীছ আমি তোমাদের কাছ হইতে গোপন রাখিয়াছিলাম)। আমি তো হাদীছ এই আশংকায় গোপন রাখিয়াছিলাম যে, লোকেরা গুনাহে লিপ্ত হইবে। কিন্তু ইলম গোপন করার গুনাহ হইতে বাচিবার উদ্দেশ্যে এখন মৃত্যুর সময় তাহা বর্ণনা করিয়া দিতেছি। -(ঐ)

يَغْفِرُ لَهُمْ (আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিতেন)। অর্থাৎ তাহাদের ইসতিগফারের কারণে। ইহা লজ্জিত গুনাহগারের জন্য সান্ত্বনা রহিয়াছে। কেননা, তাহাদের ইসতিগফার ও তাওবা দ্বারা গুনাহ মিটিয়া যাইবে। হাদীছের অর্থ সুস্পষ্ট। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এই সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে ভাল মন্দ দিয়াছেন এক বিশেষ হিকমতে যাহা তিনিই ভাল জানেন। গুনাহ সৃষ্টির মধ্যে হিকমত রহিয়াছে যেমন নেক সৃষ্টির মধ্যে হিকমত রহিয়াছে। মানুষের জন্য গুনাহে সমাবৃত হওয়া সমীচীন নহে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইহা সুস্পষ্টভাবে হারাম করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কেহ যদি কোন গুনাহ করিয়া ফেলে তবে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হইতে নিরাশ হইতে নাই। কেননা, ইসতিগফার দ্বারা ইহার কাফ্ফারা হইয়া যায়। -(তাকমিলা ৬:৮)

(৬৮২১) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عِيَاضٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ".

(৬৮২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের এমন কোন গুনাহ না থাকিত যাহা আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দেন, তবে আল্লাহ অবশ্যই এমন কাওম সৃষ্টি করিতেন যাহাদের গুনাহ হইত এবং তিনি তাহা ক্ষমা করিয়া দিতেন।

(৬৮২২) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ".

(৬৮২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তোমরা গুনাহ না করতে তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের ধ্বংস করিয়া এমন কাওম সৃষ্টি করিতেন যাহারা গুনাহ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং তিনি তাহাদের ক্ষমা করিয়া দিতেন।

بَابُ فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ فِي أُمُورِ الآخِرَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَجَوَازِ تَرْكِ ذَٰلِكَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ وَالاِشْتِغَالِ بِالدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বদা আল্লহর যিকর ও পরকালের বিষয়ে চিন্তা করা ও মোরাকাবায় থাকা এবং কখনও কখনও তাহা হইতে বিরত থাকা ও পার্থিব কাজে মশগুল হওয়া-এর বিবরণ

(৬৮২৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَمَا ذَاكَ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً". ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

(৬৮২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও কাতান বিন নুসায়র (রহ.) তাঁহারা ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাতিব হানযালা আল উসায়দী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) আমার সাথে সাক্ষাৎ করিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন আছ, হে হানযালা? তিনি বলেন, উত্তরে আমি বলিলাম, হানযালা তো মুনাফিক হইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ তুমি কি বলিতেছ? হানযালা (রাযি.) বলেন, আমি বলিলাম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসি, অবস্থান করি, তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, যেন চোখ দিয়া আমরা উভয়টি প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার হইতে বাহির হইয়া নিজেদের স্ত্রী-সন্তান এবং ধন-সম্পদের মাঝে ডুবিয়া যাই তখন আমরা ইহার অনেক কিছুই ভুলিয়া যাই। আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আমারও তো এই অবস্থা। তারপর আমি এবং আবূ বকর (রাযি.) রওয়ানা হইলাম এবং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! হানযালা মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা কী? আমি বলিলাম, আমরা আপনার নিকট থাকি, আপনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, যেন আমরা তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। কিন্তু এরপর আমরা যখন আপনার কাছ হইতে বাহির হই এবং স্ত্রী-

সন্তান সন্ততি ও ধন-সম্পদের মাঝে যাই তখন আমরা ইহার অনেক কিছুই ভুলিয়া যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি! আমার নিকট থাকা কালে তোমাদের যে হাল হয়, যদি তোমরা সর্বদা এ অবস্থায় অবিচল থাকিতে এবং সর্বদা আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকিতে তবে অবশ্যই ফিরিশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করিত। কিন্তু হে হানযালা! এক ঘণ্টা (আল্লাহর স্মরণে) আর এক ঘণ্টা (পার্থিব প্রয়োজনে) ব্যয় করিবে। কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَاعَةً وَسَاعَةً (এক ঘণ্টা (আল্লাহর স্মরণে) আর এক ঘণ্টা (পার্থিব প্রয়োজনে) ব্যয় করিবে)। অর্থাৎ এক ঘণ্টা তোমার রব্বের যিকর এবং জান্নাত ও জাহান্নামের ধ্যান করিবে, আর অপর ঘণ্টা পার্থিব প্রয়োজনে মশগুল থাকিবে। মানুষ গুনাহের কাজে লিপ্ত না হইলে ইহা শরীআতে নিষেধ নাই।

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিক্র ও হুযূরে কলব থাকা যদিও প্রশংসিত। কিন্তু ইহা মাকসূদ নহে। মাকসূদ হইতেছে মানুষ আ'মালে সালিহায় নিয়োজিত হইবে এবং হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। মানুষ তাহার পার্থিব প্রয়োজনের দিকে মনোনিবেশ করা মুনাফেকী নহে; বরং নিজে প্রাণবন্ত করা এবং হকূক আদায়ের নিয়্যতে মনোনিবেশ করা আমালে সালিহায় গণ্য হইবে। ফলে এই মনোনিবেশ যিক্রুল্লাহ-এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই জন্যই তাহারা বলেন, كل مطيع لله فهو ذاكر (আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক অনুগত বান্দাই যিক্রকারী)। -(তাকমিলা ৬:১১)

(৬৮২৪) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَوَعَظَنَا فَذَكَّرَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِّبْيَانَ وَلَاعَبْتُ الْمَرْأَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ. فَلَقِينَا رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ نَافَقَ حَنْظَلَةُ فَقَالَ "مَهْ". فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فَقَالَ "يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّرُقِ".

(৬৮২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... হানযালা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। তিনি আমাদের উপদেশ দিলেন এবং জাহান্নামের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি বলেন, তারপর আমি বাড়ীতে আসলাম এবং ছেলে-মেয়েদের সাথে হাসি-তামাশা করিলাম এবং স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করিলাম। এরপর আমি বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। অমনি আবূ বকর (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমিও তো এইরূপ করি, যেমন তুমি বলিলে। তারপর আমরা উভয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হানযালা তো মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহা কী? তখন আমি আমার পুরা অবস্থা বর্ণনা করিলাম। এরপর আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, আমিও তো এইরূপ করি যেমন হানযালা করিয়াছে। তিনি বলিলেন, হে হানযালা! কিছু সময় আল্লাহর স্মরণের জন্য এবং কিছু সময় পার্থিব কাজের জন্য। ওয়ায-নসীহতের সময় তোমাদের হৃদয় যেমন থাকে, সর্বদাই যদি তাহা এই অবস্থায় থাকিত তবে ফিরিশ্তাগণ অবশ্যই তোমাদের সহিত মুসাফাহা করিত। এমনকি পথে-ঘাটে তাহারা তোমাদের সালাম করিত।

(৬৮২৫) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ التَّمِيمِيِّ الْأُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَّرَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

(৬৮২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... কাতিব হান্‌যালা তায়মী উসায়দী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তারপর সুফিয়ান (রাযি.) হাদীছটি পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার রহমতের প্রশস্ততা এবং তাঁহার গযবের উপর তাঁহার রহমতের প্রাধান্য-এর বিবরণ

(৬৮২৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي".

(৬৮২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মাখলূক সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং তাহা তাঁহার কাছে আরশের উপরে রহিয়াছে। (তিনি বলেন) আমার গযবের চাইতে আমার রহমতের প্রাধান্য রহিয়াছে।

(৬৮২৭) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي".

(৬৮২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আমার গযবের চাইতে আমার রহমত অগ্রগামী হইয়াছে।

(৬৮২৮) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي".

(৬৮২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশরাম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মাখলূক সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার কাছেই রহিয়াছে। (তাতে তিনি লিপিবদ্ধ করেন) আমার গযব অপেক্ষা আমার রহমত প্রাধান্য রহিয়াছে।

(৬৮২৯) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ".

(৬৮২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আল্লাহ তাঁহার রহমতকে একশত ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ

নিজের নিকট রাখিয়াছেন এবং এক ভাগ পৃথিবীতে নাযিল করিয়াছেন। রহমতের এই অংশ হইতেই সৃষ্টজীব পরস্পর একে অন্যের প্রতি দয়া করে, এমনকি প্রাণী পর্যন্ত; এই কারণেই স্বীয় ক্ষুর নিজ সন্তানাদির গায়ে লাগবে, এই ভয়ে তাহা উঠাইয়া নেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الادب অধ্যায়ে باب جعل الله الرحمة فى مائة جزء এবং الرقاق অধ্যায়ে باب الرجاء مع الخوف এ আছে। আর তিরমিযী الدعوات অধ্যায়ে এবং ইবন মাজা الذهد অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৬:১৪)

مِائَةَ جُزْءٍ (একশত ভাগ)। আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, এই স্থানে একশত ভাগ তো বুঝার সহজের জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মাখলুকের কাছে যাহা আছে কম এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে যাহা আছে বেশী। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার রহমত অসংখ্য, গণনাযোগ্য নহে। -(তাকমিলা ৬:১৪ সংক্ষিপ্ত)

(৬৮৩০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "خَلَقَ اللَّهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ وَخَبَأَ عِنْدَهُ مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً".

(৬৮৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা একশত ভাগ রহমত সৃষ্টি করিয়া একভাগ সৃষ্টির মাঝে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন এবং নিরানব্বই ভাগ নিজের নিকট গোপন রাখিয়াছেন।

(৬৮৩১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৬৮৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর একশত ভাগ রহমত আছে। তন্মধ্যে এক ভাগ রহমত তিনি জিন, ইনসান, চতুষ্পদ জন্তু ও কীট-পতঙ্গের মাঝে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। এই এক ভাগ রহমতের কারণেই সৃষ্টি জীব পরস্পর একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং এই এক ভাগ রহমতের ভিত্তিতেই বন্য পশু নিজ সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। মহান আল্লাহ তাঁহার একশত ভাগ রহমতের নিরানব্বই ভাগ রহমত নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।

(৬৮৩২) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ".

(৬৮৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মূসা (রহ.) তিনি ... সালমান ফারসী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার একশত ভাগ রহমত আছে। তন্মধ্যে এক ভাগ রহমতের দ্বারাই সৃষ্ট জীব পরস্পর একে অন্যের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে। বাকী নিরানব্বই ভাগ রহমত রাখা হইয়াছে কিয়ামত দিবসের জন্য।

(৬৮৩৩) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৬৮৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রাযি.) তিনি ... মু'তামিরের পিতা হইতে উক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৮৩৪) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرْضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ".

(৬৮৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সালমান (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন আল্লাহ তা'আলা একশত রহমত সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেকটি রহমত আকাশ ও পৃথিবীর বধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ। এই একশত রহমত হইতে একভাগ রহমত পৃথিবীর জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন। এর কারণেই মা সন্তানের প্রতি দয়া করে এবং বন্য পশু ও পাখীর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। অবশেষে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা এই রহমত দ্বারা পূর্ণ করিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ)। অর্থাৎ ملؤه (পরিপূর্ণ) আর طباق শব্দটি خبر হওয়ার কারণে منصوب হইবে। উহ্য বাক্যটি خلقها طباق الخ হইবে। আর তাহাতে পেশ দিয়া পঠনও জায়িয حال হইবে। ইহার مبتداء হইল كل رحمة বাক্য। -(তাকমিলা ৬:১৫)

(৬৮৩৫) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لِحَسَنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ". قُلْنَا لاَ وَاللهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَلّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا".

(৬৮৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী এবং মুহাম্মদ বিন সাহল তায়মী (রহ.) তাঁহারা ... উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। একদা তিনি কয়েকজন কয়েদী নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলেন। কয়েদীদের মধ্যে থেকে একজন মহিলা কেবলই খোঁজাখুঁজি করছিল। সে বন্দীদের মাঝে কোন শিশুকে পাওয়া মাত্র তাহাকে কোলে নিয়া পেটের সাথে জড়িয়ে ধরে তাহাকে দুগ্ধ পান করাইত। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্ত্রীলোকটি কি তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে রাজি হইবে? আমরা বলিলাম, না। আল্লাহর কসম! সে কখনো তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সন্তানের প্রতি এই স্ত্রীলোকটির দয়া হইতেও আল্লাহ অধিক দয়ালু।

(৬৮৩৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ".

(৬৮৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর নিকট যে পরিমাণ আযাব ও শাস্তি রহিয়াছে, যদি তাহা মু'মিনগণ জানিত তবে কেহ তাঁহার নিকট জান্নাত কামনা করিত না। অনুরূপভাবে আল্লাহর নিকট যে পরিমাণ রহমত আছে, কাফিররা যদি তাহা জানিত তবে কেহ তাহার জান্নাত হইতে নিরাশ হইত না।

(৬৮৩৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ابْنِ بِنْتِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ".

(৬৮৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন মারযুক বিনতে মাহদী বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি যে জীবনে কখনও কোন পুণ্যের কাজ করে নাই, মৃত্যুর সময় তাহার পরিবার পরিজনকে ডাকিয়া বলিল, মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে পুড়িয়া ভস্মীভূত করিয়া উহার অর্ধাংশ স্থলে এবং অর্ধাংশ পানিতে উড়াইয়া দিবে। কারণ আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আমাকে ধরিতে পারেন তবে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যাহা দুন্‌ইয়ার অন্য কাহাকেও তিনি কখনও দেন নাই। তারপর লোকটি যখন মারা গেল তখন তাহার পরিবারের লোকেরা সে যেইরূপ নির্দেশ দিয়াছিল সেইরূপ করিল। তখন আল্লাহ তা'আলা স্থল ভাগকে নির্দেশ দিলে সে তাহার মধ্যস্থিত সবকিছু (ছাই) একত্রিত করিয়া দিল। এরপর জলভাগকে নির্দেশ দিলেন। সেও তাহার মধ্যস্থিত সবকিছু একত্রিত করিয়া দিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন করিলে কেন? সে বলিল, হে আমার পালনকর্তা! আপনার ভয়ে, আপনি তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الانبياء অধ্যায়ে باب ما ذكر عن بنى اسرائيل এবং التوحيد অধ্যায়ে باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله এ আছে। তাহা ছাড়া নাসাঈ, মুয়াত্তা ও ইবন মাজা শরীফে আছে। -(তাকমিলা ৬:১৭)

رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ (এক ব্যক্তি যে জীবনে কখনও কোন পুণ্যের কাজ করে নাই)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) তিবরানী (রহ.) হইতে নকল করেন যে, উক্ত লোকটি বনূ ইসরাঈলের ছিল। সে কবরসমূহ খনন করিত। -(ঐ)

فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ (কারণ আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আমাকে ধরিতে পারেন)। বাহ্যিকভাবে এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে আল্লাহর শক্তি অস্বীকার করিয়াছে। আর ইহা কুফরী। মহান শক্তিধর আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। তাহা হইলে কিভাবে তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইল? উলামায়ে কিরাম এই প্রশ্নের জবাব বিভিন্নভাবে দিয়াছেন।

(ক) কতিপয় আলিম বলেন সে আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করে নাই; বরং সে আল্লাহর সিফতসমূহের কোন একটি সিফাতের ব্যাপারে অজ্ঞতা রহিয়াছে। কুফর তো হইতেছে তাউহীদে অস্বীকার করা। আল্লাহর সিফতসমূহের কোন সিফত সম্পর্কে অজ্ঞতা পোষণ করা কাফির হওয়া অত্যাবশ্যক হয় না। ইহাই ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.)-এর সর্বশেষ মাযহাব। (খ) এই লোকটি সেই যুগের ছিল যখন কেবলমাত্র তাউহীদ দ্বারা উপকার হইত। আর সহীহ মাযহাব অনুযায়ী শরীআত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কেহ মুকাল্লাফ হয় না।

(গ) সর্বাধিক উত্তম জবাব হইতেছে কথাটি প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ হইবে। তবে লোকটি ভয়-আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃত অর্থের দিকে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে কথা বলে নাই; বরং এমন হালাতে কথাটি বলিয়াছে যাহাতে অমনোযোগী, হতবুদ্ধি এবং ভুলের মধ্যে ছিল। যাহা পাকড়াও যোগ্য নহে। -(তাকমিলা ৬:১৮)

(৬৮৩৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ أَلاَ أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا . قَالَ فَفَعَلُوا ذٰلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلأَرْضِ أَدِّي مَا أَخَذْتِ . فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ . فَغَفَرَ لَهُ بِذٰلِكَ" .

(৬৮৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার নিজের প্রতি যুলম করিয়াছে। এরপর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সে তাহার সন্তানদেরকে অসিয়্যাত করিল এবং বলিল, আমি মরিয়া যাওয়ার পর তোমরা আমাকে আগুনে পুড়াইয়া ছাই গুলোকে উত্তমরূপে পিষিবে। তারপর আমাকে সমুদ্রের মাঝে বায়ুতে উড়াইয়া দিবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি আমাকে পান, তবে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন, যাহা আর কাহাকেও দেন নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সন্তানগণ তাহার সাথে অনুরূপ আচরণ করিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা মাটিকে বলিলেন, তুমি তাহার যেই ছাই গ্রাস করিয়াছ তাহা একত্রিত করিয়া দাও। ফলে সে সোজা দাঁড়াইয়া গেল। এই সময় আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাজ করার ব্যাপারে কিসে তোমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে? উত্তরে সে বলিল, خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ (হে রব্ব! আপনার ভয়ে) অথবা مَخَافَتُكَ (আপনার ভয়ে)। তারপর এই কথার বিনিময়ে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

(৬৮৩৯) قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً" . قَالَ الزُّهْرِيُّ ذٰلِكَ لِئَلاَّ يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلاَ يَيْأَسَ رَجُلٌ .

(৬৮৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) অপর এক সূত্রে যুহরী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কোন এক স্ত্রীলোক বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়াছে। সে বিড়ালটি বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে কোন খাদ্য প্রদান করে নাই এবং জমিন থেকে কীট পতঙ্গ খাওয়ার জন্য তাহাকে ছাড়িয়াও দেয় নাই। এমনিভাবে বিড়ালটি মরিয়া যায়। যুহরী (রহ.) বলেন, উপর্যুক্ত হাদীছ দুইটি এই জন্যই বয়ান বর্ণনা করা হইয়াছে, যেন মানুষ আমল বর্জন করিয়া আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া না থাকে এবং যেন মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে নিরাশ না হইয়া যায়।

(৬৮৪০) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ" . بِنَحْوِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِلَى قَوْلِهِ "فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ" . وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ الْمَرْأَةِ فِي قِصَّةِ الْهِرَّةِ وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ "فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ شَىْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا أَدِّ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ" .

(৬৮৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী', ইবন দাউদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, জনৈক বান্দা তাহার নিজের আত্মার প্রতি যুলম করিয়াছে। তারপর তিনি فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ পর্যন্ত মা'মারের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বিড়ালের ঘটনা মহিলা সম্পর্কিত

হাদীসটির উল্লেখ এইখানে নাই। তবে যুবায়দী (রহ.)-এর হাদীছে আছে, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা– যাহারা তাহার শরীরের অংশ গ্রাস করেছে, তাহাদের বলিলেন, তাহার যেই যেই অংশ তোমরা গ্রাস করিয়াছ, তাহা একত্রিত করিয়া দাও।

(৬৮৪১) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَّ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَاشَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا فَقَالَ لِوَلَدِهِ لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَوْ لَأُوَلِّيَنَّ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْحَقُونِي وَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي قَالَ فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَرَبِّي فَقَالَ اللَّهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ فَقَالَ مَخَافَتُكَ. قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا."

(৬৮৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ্ বিন মু'আয আল-আনবারী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, পূর্ববর্তী যমানায় এক ব্যক্তি ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বহু সন্তান এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়াছিলেন। সে তাহার সন্তানদেরকে বলিল, আমি যাহা তোমাদের নির্দেশ দিব হয় তো অবশ্যই তোমরা তাহা পূর্ণ করিবে অথবা আমি অন্য কাহাকেও আমার সম্পদের উত্তরাধিকার করিয়া দিব। আমি মরিয়া গেলে আমাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার স্মরণ হয় যে, সে ইহাও বলিয়াছে যে, তারপর পিষে আমাকে বাতাসে উড়াইয়া দিবে। কেননা, আল্লাহর নিকট অগ্রে আমি কোন নেকী প্রেরণ করি নাই। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ক্ষমতাশালী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ বিষয়ে সে তাহার সন্তানদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিল। তারপর তাহারা তাহার পিতার ব্যাপারে সেরূপ করিল। আমার পালনকর্তার শপথ! তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাজ করার ব্যাপারে কিসে তোমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে? সে বলিল, আপনার ভয়। এই কথা শ্রবণ করিয়া আল্লাহ্ তাহাকে আর কোন শাস্তি দেন নাই।

(৬৮৪২) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ ذَكَرُوا جَمِيعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ وَأَبِي عَوَانَةَ "أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا". وَفِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ "فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا". قَالَ فَسَّرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا. وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ "فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْتَأَرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا". وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ "مَا امْتَأَرَ". بِالْمِيمِ.

(৬৮৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিসী, কাতাদা, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, শায়বান বিন আবদুর রহমান ও ইবনুল মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণিত। তাহারা সকলেই শু'বার সনদের মত উক্ত হাদীছটি শু'বার হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীছের মধ্যে رَاشَهُ اللَّهُ এর স্থলে رَغَسَهُ (আল্লাহ্ তাহাকে দান করিয়াছেন) বর্ণিত আছে। এবং তায়মীর হাদীছের মধ্যে لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا এর স্থলে لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا বর্ণিত আছে। কাতাদা (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে আল্লাহর নিকট কোন কিছুই সঞ্চয় করে নাই। শায়বানের হাদীছে আছে, مَا ابْتَأَرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا এবং আবূ আওয়ানার হাদীছে আছে مَا امْتَأَرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا তাহা ميم এর সাথে।

بَابُ قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّنُوبُ وَالتَّوْبَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহের কারণে তাওবা কবূল হয়, এমনকি বারবার গুনাহের পর তাওবা করলেও-এর বিবরণ

(৬৮৪৩) حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ "أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ". قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى لاَ أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ "اعْمَلْ مَا شِئْتَ".

(৬৮৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক বান্দা গুনাহ করিয়া বলিল, হে আমার পালনকর্তা! আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দাও। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমার বান্দা গুনাহ করিয়াছে এবং সে জানে যে, তাহার একজন পালনকর্তা আছে, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। এই কথা বলার পর সে পুনরায় গুনাহ করিল এবং বলিল, হে আমার মনিব! আমার গুনাহ মা'ফ করিয়া দাও। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমার এক বান্দা গুনাহ করিয়াছে এবং সে জানে যে, তাহার একজন পালনকর্তা আছে, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর সে আবারও গুনাহ করিয়া বলিল, হে আমার রব্ব! আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দাও। এইকথা শ্রবণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা আবারও বলিলেন, আমার বান্দা গুনাহ করিয়াছে এবং সে জানে যে, তাহার একজন মালিক আছে, যিনি বান্দার গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে বান্দা! এখন যাহা ইচ্ছা তুমি আমল কর। আমি তোমার গুনাহ মা'ফ করিয়া দিয়াছি। বর্ণনাকারী আবদুল আ'লা বলেন, "এখন যাহা ইচ্ছা তুমি আমল কর" কথাটি আল্লাহ তা'আলা তৃতীয়বারের পর বলিয়াছেন, না চতুর্থবারের পর বলিয়াছেন, তাহা আমি জানি না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ (এখন যাহা ইচ্ছা তুমি আমল কর। আমি তোমার গুনাহ মা'ফ করিয়া দিয়াছি)। এই অর্থ হইতেছে যতক্ষণ গুনাহ করিতে থাকিবে অতঃপর তাওবা করিবে, আমি তোমার গুনাহ মাফ করিয়া দিব। -(তাকমিলা ৬:৩১ সংক্ষিপ্ত)

(৬৮৪৪) قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَةَ الْقُرَشِيُّ الْقُشَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৮৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ আহমাদ (রহ.) তিনি আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ নাসরী (রহ.) হইতে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৮৪৫) حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا". بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. وَذَكَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ "أَذْنَبَ ذَنْبًا". وَفِي الثَّالِثَةِ "قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ".

(৬৮৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'এক ব্যক্তি গুনাহ করিল' এই মর্মে একটি হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তারপর রাবী হাম্মাদ বিন সালামার অনুরূপ হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীসের মধ্যে أَذْنَبَ ذَنْبًا কথাটি তিনবার বর্ণিত আছে এবং তৃতীয়বারের পর রয়েছে– 'আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম।' সুতরাং এখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই আমল করুক।'

(৬৮৪৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا".

(৬৮৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, রাতে আল্লাহ তা'আলা তাহার স্বীয় করুণার হস্ত সম্প্রসারিত করেন যেন দিবসের অপরাধী তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া তাহার নিকট তাওবা করে। অনুরূপভাবে দিবসে তিনি তাহার স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করেন যেন রাতের অপরাধী তাহার প্রতি ধাবিত হয় ও তাঁহার নিকট তাওবা করে। এমনিভাবে প্রতিনিয়ত চলিতে থাকিবে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।

(৬৮৪৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৬৮৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ غَيْرَةِ اللهِ تَعَالَى وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর আত্মমর্যাদা এবং অশ্লীলতা হারাম হওয়া-এর বিবরণ

(৬৮৪৮) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ".

(৬৮৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর তুলনায় আত্মপ্রশংসা অধিক পছন্দকারী কেহ নাই। এই কারণেই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর তুলনায় অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্নও কোন সত্তা নাই। এই কারণেই প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতাকে তিনি হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

(৬৮৪৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ"

(৬৮৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, আবূ কুরায়ব ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর হইতে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর

কোন সত্তা নেই। এই কারণেই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতাকে তিনি হারাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং আল্লাহ তা'আলা হইতে আত্মপ্রশংসা অধিক পছন্দকারীও আর কোন সত্তা নাই।

(৬৮৫০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ "لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ".

(৬৮৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর তুলনায় অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কোন সত্তা নাই। এই জন্যই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতাকে তিনি হারাম করিয়া দিয়াছেন। এমনিভাবে আল্লাহ থেকে অধিক আত্মপ্রশংসা পছন্দকারীও কেহ নাই। এই কারণেই তিনি তাঁহার নিজ সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

(৬৮৫১) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ".

(৬৮৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর তুলনায় অধিক আত্মপ্রশংসা পছন্দকারী কেহ নাই। এই জন্যই তিনি তাঁহার নিজ সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর তুলনায় অধিক আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্নও কোন ব্যক্তি নাই। এই কারণেই তিনি সমস্ত অশ্লীলতাকে হারাম করিয়াছেন। আল্লাহর তুলনায় অধিক পরিমাণে ওযর গ্রহণকারীও আর কোন সত্তা নাই। এই কারণেই তিনি কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

(৬৮৫২) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ".

(৬৮৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করেন এবং মু'মিনগণও নিজ আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করে। আল্লাহর আত্মমর্যাদায় আঘাত আসে যখন মু'মিন আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজে আগাইয়া যায়।

(৬৮৫৩) قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(৬৮৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আসমা বিনতে আবূ বকর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আল্লাহর থেকে অধিক আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কোন সত্তা নাই।

(৬৮৫৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ خَاصَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءَ.

(৬৮৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাজ্জাজের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়তের মধ্যে আসমা (রাযি.)-এর কথা উল্লেখ নাই।

(৬৮৫৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لاَ شَىْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(৬৮৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দামী (রহ.) তিনি ... আসমা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা থেকে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কেহ নাই।

(৬৮৫৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا".

(৬৮৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মু'মিন মু'মিনের জন্য আত্মমর্যাদা রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন।

(৬৮৫৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৮৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আলাআ (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী : সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয় (সূরা হুদ ১১৪)-এর বিবরণ

(৬৮৫৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَنَزَلَتْ {أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَلِيَ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي".

(৬৮৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক স্ত্রীলোককে চুম্বন করিয়া ফেলে। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া এই কথা উল্লেখ করিল। রাবী বলেন, তখন নাযিল হইল, "সালাত কায়িম করিবে দিবসের দুই প্রান্তে রজনীর কিছু অংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাহাদের জন্য এক উপদেশ।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই হুকুম কি একমাত্র আমার জন্য? তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের যে কেহ আমল করিবে তাহার জন্যও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়)। অর্থাৎ সৎকর্ম সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যায়। মানুষ যদি সগীরা গুনাহ করে তারপর সৎকর্ম করে তাহা হইলে সৎকর্ম এই সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। এই হুকুম কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। কেননা অন্য স্থানে বর্ণিত হইয়াছে যে, সৎকর্ম তো সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা হয় কিন্তু কবীরা গুনাহের নহে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ (যেইগুলি সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হইয়াছে যদি তোমরা সেইসব বড় গোনাহগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দিব –সূরা নিসা ৩১)। -(তাকমিলা ৬:৩০)

(৬৮৫৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ إِمَّا قُبْلَةً أَوْ مَسًّا بِيَدٍ أَوْ شَيْئًا كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ.

(৬৮৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আলা (রহ.) তিনি ... ইবন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, সে এক মহিলাকে চুমু দিয়াছে বা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়াছে অথবা তেমন কিছু করিয়াছে। এই বলিয়া সে ইহার কাফ্ফারা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জানিতে চাহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা উপর্যুক্ত আয়াত নাযিল করিলেন। পরবর্তী অংশ ইয়াযীদের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৮৬০) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَ أَصَابَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ شَيْئًا دُونَ الْفَاحِشَةِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ وَالْمُعْتَمِرِ.

(৬৮৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সুলায়মান তায়মী (রহ.)-এর সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত এক স্ত্রীলোকের সাথে কিছু আচরণ করিল। তারপর সে উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর নিকট আসিল। উমর (রাযি.) তাহার এ কাজটিকে গুরুতর অপরাধ মনে করিলেন। তারপর সে আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর নিকট আসিল। তিনিও এই কাজটিকে গুরুতর অপরাধ মনে করিলেন। অবশেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিল। তারপর বর্ণনাকারী হাদীছটি ইয়াযীদ এবং মু'তামির (রাযি.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৮৬১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هٰذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً دَعَاهُ وَتَلاَ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ {أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللهِ هٰذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ "بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً".

মুসলিম ফর্মা -২২-২৫/২

(৬৮৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনার এক প্রান্তে এক স্ত্রীলোককে আমি উপভোগ করিয়াছি। সহবাস ব্যতিরেকে তাহার সহিত আমি মিলিত হইয়াছি। আমিই সেই ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পর্কে আপনার যাহা ইচ্ছা ফয়সালা দিন। তখন উমর (রাযি.) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ তো তোমার অপরাধ গোপন রাখিয়াছেন। তুমিও যদি তোমার নিজের ব্যাপারটি গোপন রাখিতে! বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আর কোন উত্তর দেন নাই। তারপর লোকটি উঠিয়া যাইতে লাগিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাহার পশ্চাতে পাঠাইলেন। সে তাহাকে ডাকিয়া আনিল। তিনি তাহার সামনে এই আয়াত পাঠ করিলেন : "সালাত কায়িম করিবে দিবসের দুই প্রান্তে এবং রজনীর কিছু অংশে। সৎকর্ম নিশ্চয়ই অসৎকর্মকে মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, ইহা হইল তাহাদের এক উপদেশ।" তখন লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর নবী! এই হুকুম কি তাহার জন্য খাস? উত্তরে তিনি বলিলেন, না; বরং সমস্ত মানুষের জন্যই এই হুকুম প্রযোজ্য।

(৬৮৬২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ خَالِهِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِى الأَحْوَصِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ مُعَاذٌ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا لِهَذَا خَاصَّةً أَوْ لَنَا عَامَّةً قَالَ "بَلْ لَكُمْ عَامَّةً".

(৬৮৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবুল আহওয়াসের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীছের মধ্যে আছে, তখন মু'আয (রা.) প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই হুকুম কি শুধু তাহার জন্য, না আমাদের সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য? উত্তরে তিনি ইরশাদ করিলেন, না; বরং তোমাদের সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

(৬৮৬৩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ "هَلْ حَضَرْتَ الصَّلاَةَ مَعَنَا". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "قَدْ غُفِرَ لَكَ".

(৬৮৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি 'হদ্দ' কায়িম হওয়ার যোগ্য কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং আপনি আমার উপর 'তাহা' কায়িম করুন। রাবী বলেন, তখন সালাতের ওয়াক্ত হইল এবং লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সালাত আদায় করিল। সালাত পুরা হইয়া গেলে লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার উপর 'হদ্দ' কায়েম হওয়ার মত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং আপনি আল কুরআনের বিধান অনুসারে আমার উপর 'হদ্দ' কায়িম করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কি আমাদের সহিত সালাতে ছিলে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ أَصَبْتُ حَدًّا (আমি 'হদ্দ' কায়িম হওয়ার যোগ্য কাজ করিয়া ফেলিয়াছি)। সম্ভবত এই ব্যক্তি হইবে সেই ব্যক্তি যাহার কথা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)-এর বর্ণিত (৬৮৬০নং) হাদীছে গিয়াছে। সে ধারণা করিয়াছিল মহিলার সহিত যাহা করিয়াছে তাহা দ্বারা 'হদ্দ' ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বস্তুতভাবে তাহাতে 'হদ্দ' ওয়াজিব হয় না। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হদ্দ' কায়িম করেন নাই। বরং তাহাকে সালাতের মাধ্যমে মাগফিরাতের সুসংবাদ প্রদান করিলেন। আবার অন্য ঘটনা হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৬:৩২ সংক্ষিপ্ত)

(৬৮৬৪) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ . فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ . فَسَكَتَ عَنْهُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو أُمَامَةَ فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ انْصَرَفَ وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ " . قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلاَةَ مَعَنَا " . فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ أَوْ قَالَ ذَنْبَكَ " .

(৬৮৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরা তাঁহার সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! 'হদ্দ' কায়িম হওয়ার অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং আপনি আমার উপর 'হদ্দ' কায়িম করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করিয়া রহিলেন। সে পুনরায় বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার দ্বারা 'হদ্দ' হওয়ার মত অপরাধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আপনি আমার উপর 'হদ্দ' কায়িম করুন। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করিয়া রহিলেন। লোকটি তৃতীয়বার অনুরূপ বলিল। এমতাবস্থায় সালাত শুরু হইল। সালাত শেষ হইয়া গেলে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিলেন। রাবী আবূ উমামা (রাযি.) বলেন, লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করিতে লাগিল। আবূ উমামা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে কি উত্তর দেন তাহা দেখার জন্য তিনি সালাত শেষে ফিরিয়া আসিলে আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। এরপর প্রশ্নকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়া আবার বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার উপর 'হদ্দ' হওয়ার মত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং আমার উপর 'হদ্দ' কায়িম করুন। আবূ উমামা (রাযি.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় তুমি কি উত্তমরূপে অযূ কর নাই? সে বলিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমাদের সহিত সালাত আদায় কর নাই? সে বলিল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার 'হদ্দ' ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, অথবা ইরশাদ করিলেন, তোমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

بَابُ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হত্যাকারীর তাওবা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য; যদিও সে বহু হত্যা করিয়া থাকে।

(৬৮৬৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَانَ فِيمَنْ كَانَ

قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لاَ. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ. وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ". قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِهِ.

(৬৮৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক লোক ছিল। সে নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করার পর জিজ্ঞাসা করিল, এ পৃথিবীতে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি কে? তাহাকে এক রাহিবের সন্ধান দেওয়া হয়। সে তাহার কাছে আসিয়া বলিল যে, সে নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার জন্য কি তাওবা আছে? রাহিব বলিল, না। তখন সে রাহিবকেও হত্যা করিয়া ফেলিল। অতএব সে রাহিবের হত্যা দ্বারা একশত পূর্ণ করিল। তারপর সে আবার প্রশ্ন করিল, এই পৃথিবীতে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? তখন তাহাকে এক আলিম ব্যক্তির সন্ধান দেওয়া হইল। সেই আলিমকে সে বলিল যে, সে একশত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে, তাহার জন্য কি তাওবা আছে? আলিম ব্যক্তি বলিলেন, হ্যাঁ। কে অন্তরায় হইতে পারে এই ব্যক্তি ও তাওবার মধ্যে? তুমি অমুক দেশে যাও। সেইখানে কতিপয় লোক আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত আছে। তুমিও তাহাদের সহিত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হইয়া যাও। নিজের দেশে আর কখনও ফিরিয়া যাইবে না। কেননা এ দেশটি বড় মন্দ। তারপর সে চলিতে লাগিল। এমন কি যখন সে অর্ধ পথে পৌঁছে তখন তাহার মৃত্যু আসিল। এরপর রহমতের ফিরিশ্‌তা ও আযাবের ফিরিশতার মধ্যে তাহার সম্পর্কে ঝগড়া লাগিয়া গেল। রহমতের ফিরিশতারা বলিলেন, সে অন্তরের আবেগ নিয়া আল্লাহর দিকে তাওবার জন্য ধাবিত হইয়া আসিয়াছে। আর আযাবের ফিরিশতারা বলিলেন, সে তো কখনও নেক আমল করে নাই। এই সময় মানুষের আকৃতিতে এক ফিরিশ্‌তা আসিলেন। তাহারা তাঁহাকে তাঁহাদের মধ্যে মীমাংসাকারী নির্ধারণ করিলেন। তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরা উভয় স্থান মাপিয়া নাও। উভয় স্থানের মধ্যে যে স্থানের দিকে সে অধিক নিকটবর্তী হইবে তাহাকে সেই স্থানেরই গণ্য করা হইবে। তাহারা মাপিলেন, তখন তাঁহারা তাহাকে উদ্দিষ্ট স্থানের অধিক নিকটবর্তী পাইলেন। তখন রহমতের ফিরিশতা তাহাকে কবজা করিয়া নিলেন। কাতাদা (রহ.) বলেন, হাসান (রহ.) বলিয়াছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যখন তাহার মৃত্যু আসিল, তখন সে বুকের উপর ভর দিয়া কিছু আগাইয়া গেল।

(৬৮৬৬) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الصِّدِّيقِ النَّاجِيَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ. فَقَتَلَ الرَّاهِبَ ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَأَى بِصَدْرِهِ ثُمَّ مَاتَ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا".

(৬৮৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আনবারী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করিলেন, এক ব্যক্তি নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার কি তাওবা আছে? অবশেষে সে এক পাদরীর নিকট আসিয়া এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। পাদরী বলিল, তোমার জন্য তাওবা নাই। তখন সে পাদরীকে মারিয়া ফেলিল। এরপর সে আবারও লোকদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তারপর সে এক জনপদ হইতে অন্য জনপদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল যেইখানে কিছু নেক লোকের বসবাস ছিল। রাস্তার এক অংশে তাহাকে মৃত্যু পাইয়া বসিল। তখন সে বুকের উপর ভর করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইল। তারপর সে মারা গেল। তখন রহমতের ফিরিশ্তা ও আযাবের ফিরিশ্তা তাহার সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হইল। তখন দেখা গেল যে, সে নেক লোকদের জনপদের দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী রহিয়াছে। তাই তাহাকে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হইল।

(৬৮৬৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وَزَادَ فِيهِ "فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي".

(৬৮৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রাযি.)-এর সূত্রে মু'আয বিন মু'আযের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এ হাদীছে অতিরিক্ত আছে যে, তখন আল্লাহ এই ভূমির প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন যেন তাহা দূরবর্তী হইয়া যায় এবং ঐ ভূমির প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন যেন তাহা নিকটবর্তী হইয়া যায়।

(৬৮৬৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ".

(৬৮৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে এক এক জন খ্রীস্টান বা ইয়াহুদী দিয়া বলিবেন, এই হচ্ছে তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তিপণ।

(৬৮৬৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَوْنًا وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا". قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عَوْنٍ قَوْلَهُ.

(৬৮৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যখন কোন মুসলমান মারা যায় তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার স্থলে একজন ইয়াহুদী বা খ্রীস্টান ব্যক্তিকে জাহান্নামে দাখিল করেন। তারপর উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) আবূ বুরদা (রাযি.)কে ঐ আল্লাহর কসম দিয়া তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার পিতা কি সত্যিই এই কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি কসম খাইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বর্ণনাকারী বলেন, "উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) তাহাকে কসম দিয়াছেন এবং আউন এর কথাটি অস্বীকার করেন নাই।" এই কথাটি সাঈদ আমার নিকট বর্ণনা করে নাই।

(৬৮৭০) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَفَّانَ وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عُتْبَةَ.

(৬৮৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... কাতাদা (রাযি.) হইতে এই সনদে আফ্‌ফানের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীছে রহিয়াছে 'আউন বিন উতবা বলেন।

(৬৮৭১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى". فِيمَا أَحْسِبُ أَنَا. قَالَ أَبُو رَوْحٍ لاَ أَدْرِى مِمَّنِ الشَّكُّ. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَبُوكَ حَدَّثَكَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ نَعَمْ.

(৬৮৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন আব্বাদ বিন জাবালা বিন আবূ রাওয়াদ (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কতিপয় মুসলমান পাহাড় সমান গুনাহ নিয়া কিয়ামতের ময়দানে আসিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর তাহা ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের উপর দিয়া দিবেন। বর্ণনাকারী হাদীছের শেষোক্ত কথাটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। রাবী আবূ রাওহ (রহ.) বলেন, কাহার পক্ষ হইতে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে, তাহা আমার জানা নাই। আবূ বুরদা (রহ.) বলেন, এই হাদীছটি আমি উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা এই হাদীছটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি শ্রবণ করিয়া তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছে কি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ।

(৬৮৭২) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى النَّجْوَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَعْرِفُ. قَالَ فَإِنِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَإِنِّى أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ".

(৬৮৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... সাফওয়ান বিন মুহরিয (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাজওয়া (আল্লাহ ও বান্দার গোপন কথা) সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কিরূপ শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, কিয়ামত দিবসে মু'মিনদেরকে তাহাদের রব্বের নিকটবর্তী করা হইবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর পর্দা ঢালিয়া দিবেন এবং তাহার গুনাহ সম্পর্কে তাহার হইতে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি তোমার গুনাহ জান কি? সে বলিবে, আয় রব্ব! আমি জানি। তারপর তিনি বলিবেন, তোমার এ গুনাহ দুন্‌ইয়ায় আমি গোপন রাখিয়াছিলাম। আজ তোমার এই গুনাহগুলিকে আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম। তারপর তাহার নেকীর আমলনামা তাহার নিকট দেওয়া হইবে। এরপর কাফির ও মুনাফিক লোকদেরকে উপস্থিত সমস্ত মানুষের সামনে ডাকিয়া ঘোষণা দেওয়া হইবে, ইহারাই তাহারা যাহারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছে।

بَابُ حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কা'ব বিন মালিক (রাযি.) ও তাঁহার দুই সঙ্গীর তাওবা-এর বিবরণ

(৬৮৭৩) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ مَوْلَى بَنِى أُمَيَّةَ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ كَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّى قَدْ تَخَلَّفْتُ فِى غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا وَكَانَ مِنْ خَبَرِى حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّى لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّى حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِى تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللّٰهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِى تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَرٍّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا فَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِى يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ الدِّيوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ يَظُنُّ أَنَّ ذٰلِكَ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْىٌ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَغَزَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَىْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا. وَأَقُولُ فِى نَفْسِى أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذٰلِكَ إِذَا أَرَدْتُ.

فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادَى بِى حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِى شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادَى بِى حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ فَيَا لَيْتَنِى فَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لِى فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِى النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَحْزُنُنِى أَنِّى لَا أَرَى لِى أُسْوَةً إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِى النِّفَاقِ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْقَوْمِ بِتَبُوكَ "مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِى عِطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبَيِّضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ". فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِىُّ وَهُوَ الَّذِى تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ.

فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ لِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَىْءٍ أَبَدًا فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ " تَعَالَ " . فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي " مَا خَلَّفَكَ " . أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي عُذْرٌ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ " . فَقُمْتُ ـ

وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَكَ . قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُكَذِّبَ نَفْسِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلاَنِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ قَالَ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي . قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ قَالَ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَقَالَ تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِيَ الأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَاىَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لاَ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي نَظَرَ إِلَىَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَىَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ حَتَّى جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ

بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلاَءِ ‏.‏ فَتَيَامَمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَىَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ قَالَ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ ‏"‏ لاَ وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَىْءٍ وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا ‏.‏

قَالَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَتِكَ فَقَدْ أَذِنَ لاِمْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ قَالَ فَقُلْتُ لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ قَالَ فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنَا قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَىَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَىَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ ‏.‏ قَالَ فَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَىَّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَىَّ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي وَأَوْفَى الْجَبَلَ فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي فَنَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَىَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ ‏.‏

فَلَبِسْتُهُمَا فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِتَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ ‏.‏ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ ‏.‏ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُولُ ‏"‏ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَقَالَ ‏"‏ لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ‏"‏ ‏.‏ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ قَالَ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ قَالَ وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِي هَذَا أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي اللَّهُ بِهِ وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِي هَذَا وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ ‏.‏

قَالَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ } لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ { حَتَّى بَلَغَ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ { قَالَ كَعْبٌ وَاللّٰهِ مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللّٰهُ لِلإِسْلاَمِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا إِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْىَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ وَقَالَ اللّٰهُ } سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ { قَالَ كَعْبٌ كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللّٰهُ فِيهِ فَبِذَلِكَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ } وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا { وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللّٰهُ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ.

(৬৮৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমাদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম ইবন শিহাব (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের অভিযানে রওয়ানা হন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল, সিরিয়ার আরব খ্রীস্টান ও রোমকরা। ইবন শিহাব বলেন, আমাকে আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক (রহ.) বলেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন কা'ব বলিয়াছেন, কা'ব বিন মালিক (রাযি.) অন্ধ হইয়া যাওয়ার পর তাহার সন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন তাঁহার চালক। আমি কা'ব বিন মালিক (রাযি.)কে তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ইতিবৃত্ত নিজ মুখে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। কা'ব বিন মালিক (রাযি.) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত যুদ্ধ করিয়াছেন, তাবূক যুদ্ধ ব্যতীত ইহার সব ক'টির মধ্যেই আমি তাঁহার সহিত শরীক ছিলাম। তবে বদর যুদ্ধে আমি তাঁহার সাথে শরীক হইতে পারি নাই। আর যাহারা পশ্চাতে রহিয়াছে তাহাদের কাহাকেও অভিযুক্ত করেন নাই। তখন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ শুধুমাত্র কুরায়শ কাফিলার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমান ও কাফিরদের অনির্ধারিত সময়ে সমবেত করিয়া দেন। আকাবার রাত্রে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হইতে ইসলামের উপর অঙ্গীকার নিতেছিলেন, সে রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। বদর যুদ্ধ যদিও মানুষের নিকট সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, তথাপি আকাবা রজনীর পরিবর্তে বদর যুদ্ধে শরীক হওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় নয়।

তাবূক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার ব্যাপারে আমার ঘটনা হইতেছে এই যে, যখন এ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তখন আমি যেমন শক্তিশালী ও স্বচ্ছল ছিলাম, তেমন আর কখনও ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এর পূর্বে এমনকি দু'টি সাওয়ারী আমি আর কখনও একত্রে জমা করিতে পারি নাই। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় দু'টি সাওয়ারীর অধিকারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিযানে যান প্রচন্ড গরমের কালে। সফর ছিল দূর মরু প্রান্তরের। বহু সংখ্যক শত্রুর সম্মুখীন হইতে যাইতেছিলেন। তাই তিনি বিষয়টি মুসলমানদের সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন, যাহাতে তাহারা যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া নিতে পারে। যুদ্ধের গতিবিধি সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে জানাইয়া দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মুসলমানের সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল না কোন সংরক্ষণকারী কিতাবে অর্থাৎ রেজিষ্টারে। কা'ব বলেন, সুতরাং যেই ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করে সে কমপক্ষে এই ধারণা করিতে পারিত যে, তাহার অনুপস্থিতি গোপন থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার সম্পর্কে ওহী নাযিল হয়। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যখন গাছের ফল পাকছিল এবং বৃক্ষের ছায়া ছিল আনন্দদায়ক। আর আমিও ছিলাম এইগুলির প্রতি আকৃষ্ট। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে বাড়ী হইতে সকালে বাহির হইতাম, কিন্তু কোন প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই ফিরিয়া আসিতাম এবং মনে মনে বলিতাম, আমি তো যুদ্ধে যাইতে সক্ষম, যখনই ইচ্ছা করি। আমার ব্যাপার এইভাবেই চলিতে লাগিল। এইদিকে লোকজন বাস্তব প্রস্তুতি চালাইয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুষে রওয়ানা হইলেন এবং তাঁহার সহিত মুসলিমগণও রওয়ানা হইয়া গেল। কিন্তু আমি কোন প্রস্তুতিই গ্রহণ করি নাই। পরদিন সকালে আমি বাহির হইলাম। কিন্তু কোন প্রস্তুতি গ্রহণ না করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম। এইভাবে আমার সময় দীর্ঘায়িত হইতে লাগিল। এইদিকে লোকজন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় আর মুজাহিদীনের দল বহু দূরে চলিয়া যায়। তখন আমি ভাবতে লাগিলাম যে, আমিও রওয়ানা হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়ে যাই। আফসোস! আমি যদি তাহাই করিতাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা হয় নাই।

পরবর্তী অবস্থা হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে চলিয়া যাওয়ার পর আমি যখন রাস্তায় বাহির হইতাম তকন এই ব্যাপারে আমাকে ব্যথিত করিত যে, আমি অনুসরণীয় কাহাকেও দেখিতে পাইতাম না, শুধু এমন লোক যাহাদের উপর নিফাকের অভিযোগ রহিয়াছে অথবা সেই সকল অক্ষম লোক যাহাদের আল্লাহ তা'আলা মা'যূর হিসাবে অবকাশ দিয়াছেন। এইদিকে তাবূক পৌঁছিবার পূর্বে রাস্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা মোটেই আলোচনা করেন নাই। কিন্তু তাবূক পৌঁছিবার পর লোকদের মাঝে বসা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কা'ব বিন মালিক কি করিয়াছে? তখন বনূ সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাহার লালজোড়া এবং তাহার ডানবাঁয়ের প্রতি দৃষ্টি তাহাকে বিরত রাখিয়াছে। তখন মু'আয বিন জাবাল (রাযি.) বলিলেন, তুমি বড় মন্দ কথা বলিয়াছ। ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর কসম! আমরা তো তাহাকে ভালই জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব রহিলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুভ্র বসন পরিহিত এক ব্যক্তিকে ধূলা উড়াইয়া আসিতে দেখিয়া বলিলেন, আবূ খায়সামাই হইবে। দেখা গেল, তিনি আনসারী সাহাবী আবূ খায়সামা (রাযি.) আর তিনি সেই ব্যক্তি যিনি এক সা' খেজুর সাদাকা করিয়াছিলেন যাহার উপর মুশরিকরা ভর্ৎসনা করিয়াছিল।

কা'ব বিন মালিক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সংবাদ আমার নিকট পৌঁছিবার পর আমার উপর চিন্তার বোঝা নামিয়া আসিল। আমি মনে মনে মিথ্যা ওযর কল্পনা করিতে লাগিলাম এবং এমন কথা ভাবতে লাগিলাম যাহা বলিয়া আমি তাঁহার ক্রোধ হইতে বাঁচিতে পারি। আর এ ব্যাপারে আমি বুদ্ধিমান আপন জনেরও সাহায্য নিতে লাগিলাম। অবশেষে যখন আমাকে বলা হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছিয়াই যাইতেছেন, তখন আমার অন্তর হইতে সমস্ত বাতিল কল্পনা দূর হইয়া গেল। এমনকি আমি অনুভব করিলাম যে, কোন কিছুতেই আমি তাঁহার কাছ হইতে অব্যাহতি পাইব না। তাই আমি তাঁহার কাছে সত্য বলারই সংকল্প করিয়া নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোর বেলা সফর হইতে আগমন করিলেন। তাঁহার রীতি ছিল, সফর হইতে প্রত্যাবর্তন

করিয়া প্রথমে তিনি মসজিদে আসিতেন এবং তথায় দুই রাক'আত (সালাত) আদায় করিয়া মানুষের সহিত সাক্ষাতের জন্য বসিতেন। এইবারও যখন তিনি বসিলেন, তখন যাহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই তাহারা আসিয়া অজুহাত পেশ করিতে শুরু করিল এবং ইহার উপর কসম খাইতে লাগিল। এই সকল লোক সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রকাশ্য অজুহাত গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের হইতে বায়'আত নিয়া তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর তাহাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করিলেন। অবশেষে আমি উপস্থিত হইয়া সালাম করিলাম। তখন তিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তির হাসির ন্যায় মুচকি হাসিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, আস। আমি আসিয়া তাঁহার সামনে বসিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে তোমাকে পশ্চাতে রাখিয়াছিল? তুমি কি সাওয়ারী ক্রয় কর নাই? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি যদি আপনি ছাড়া কোন দুনইয়াদার মানুষের নিকট বসিতাম তবে আপনি দেখিতেন যে, অবশ্যই আমি কোন ওযর পেশ করিয়া তাহার ক্রোধ হইতে বাঁচিয়া যাইতাম। কারণ আমাকে তর্কের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমার বিশ্বাস, আজ যদি আমি মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে আমার প্রতি রাযী করিয়া নেই, তবে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি এবং ইহাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবে ইহাতে আল্লাহর পক্ষ হইতে আমি কল্যাণজনক পরিণামের আশা রাখি। আল্লাহর কসম! আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহর কসম! আপনার (অভিযান) হইতে পিছনে থাকার সময়ের তুলনায় কোন সময় আমি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ও অধিক প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশ্যই এ ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়াছে। তারপর তিনি বলিলেন, তুমি চলিয়া যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তোমার সম্বন্ধে ফয়সালা দেন। তারপর আমি উঠিয়া গেলাম।

তখন বনূ সালমা গোত্রের কতিপয় লোক দৌড়াইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল, আল্লাহর কসম! আমার তো ইতোপূর্বে তোমাকে আর কোন অন্যায় করিতে দেখি নাই। যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল, তাহারা যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ওযর পেশ করিয়াছে সেইভাবে ওযর পেশ করিতে কি তুমি অপারগ ছিলে? অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইসতিগফারই তোমার গুনাহের জন্য যথেষ্ট হইত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! এইভাবে তাহারা আমাকে এত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবার গিয়া আমার নিজের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা হইতে লাগিল। আমি লোকদের বলিলাম, আমার মত আর কারো এমন অবস্থা হইয়াছে কি? তাহারা বলিল, হ্যাঁ, আরো দুইজন তোমার মত করিয়াছে। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহারাও অনুরূপ বলিয়াছেন এবং তোমাকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাদেরকেও তাহাই বলা হইয়াছে। আমি বলিলাম, তাহারা কাহারা? তাহারা বলিল, তাঁহারা হইলেন, মুররা বিন রাবী'আ আমিরী ও হিলাল বিন উমায়্যা ওয়াকিফী (রাযি.)। কা'ব বলেন, তাঁহারা আমার নিকট এমন দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিল, যাঁহারা ছিলেন নেক্কার, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী। ইহারা দুইজনই ছিলেন অনুসরণযোগ্য। কা'ব (রাযি.) বলেন, যখন তাহারা ঐ দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিল, তখন আমি চলে গেলাম। এইদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই তাহাদের মধ্য হইতে শুধু আমাদের তিনজনের সাথে মুসলমানদের কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এরপর লোকেরা আমাদের পরিহার করিল অথবা বলিয়াছেন, আমাদের সাথে তাহাদের ব্যবহার বদলে গেল।

এমনকি যমীনও যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল, (মনে হইল) যেই ভূমি আমি চিনতাম, ইহা যেন তাহা নাই। এমনি করিয়া পঞ্চাশ রাত্র কাটালাম। আর আমার দুই সাথী ছিলেন হীনবল, তাই তাঁহারা নিজ নিজ ঘরে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। আর আমি তাহাদের মধ্যে কম বয়স্ক ও সবল ছিলাম। আমি রাস্তায়

বাহির হইতাম, সালাতে শরীক হইতাম এবং বাজারেও ঘোরাফেরা করিতাম। কিন্তু কেউ আমার সহিত কোন কথা বলিত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের পর নিজ স্থানে বসা ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁহার নিকট আসিলাম, তাহাকে সালাম করিলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম, তিনি সালামের জওয়াব প্রদান করিয়া তাঁহার ওষ্ঠযুগল নাড়াইয়াছেন কি না? তারপর আমি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিলাম এবং গোপন চাহনির মাধ্যমে আমি তাঁহার দিকে তাকাইলাম। যখন আমি সালাতে মশগুল হইতাম তখন তিনি আমার প্রতি নযর দেন। কিন্তু আমি যখন তাঁহার দিকে তাকাই তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। আমার প্রতি মুসলমানদের এই কঠোর আচরণ যখন দীর্ঘায়িত হইয়া গেল তখন আমি গিয়া আবূ কাতাদা (রাযি.)-এর বাগানের প্রাচীরের উপর উঠিলাম। তিনি ছিলেন আমার চাচাতো ভাই এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। উপরে উঠিয়াই আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! তিনি আমার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম! দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি জান না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি পুনরায় তাঁহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। এইবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তারপর আবারও আমি তাঁহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ভাল জানেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার দুই নয়ন দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। অবশেষে পিছন ফিরিয়া আমি আবার দেয়ালের উপর চড়িলাম।

তারপর আমি কোন একদিন মদীনার বাজার দিয়া যাইতেছিলাম, এই সময় মদীনার বাজারে শাক-সব্জি বিক্রির উদ্দেশ্যে আগত সিরিয়ার কৃষকদের মধ্য হইতে একজন বলিতে লাগিল, আমাকে কা'ব বিন মালিকের ঠিকানা বলিতে পারে, এমন কোন ব্যক্তি আছে কি? লোকেরা ইশারায় আমাকে দেখাইয়া দিলে সে আমার নিকট আসিল এবং গাস্‌সান সম্রাটের পক্ষ হইতে আমাকে একটি পত্র দিল। আমি লেখাপড়া জানিতাম। তাই আমি তাহা পাঠ করিলাম। ইহাতে লেখা ছিল, "আমি জানিতে পারিলাম যে, তোমার সঙ্গী মুহাম্মদ তোমার প্রতি যুলুম করিতেছে। অথচ আল্লাহ পাক তোমাকে নীচু ঘরে জন্ম দেন নাই এবং ধ্বংসাত্মক স্থানেও নয়। সুতরাং তুমি আমাদের নিকট চলিয়া আস। আমরা তোমার সহযোগিতা করিব।।" এই পত্র পাঠ মাত্র আমি বলিলাম, ইহাও আরেক ধরনের পরীক্ষা। তখন এই পত্রটি নিয়া আমি উনানের নিকট গেলাম এবং উহা আগুনে জ্বালাইয়া দিলাম।

চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু এইদিকে কোন ওহী আসিতেছে না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক বার্তাবাহক আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে তোমার স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি কি তাহাকে তালাক দিয়া দিব, না অন্য কিছু করিব? তিনি বলিলেন, না তালাক দিতে হইবে না। বরং তুমি তাহার হইতে পৃথক হইয়া যাও এবং তাহার সহিত সহবাস করিও না। তিনি বলেন, আমার অন্য সঙ্গীদের নিকটও অনুরূপ বার্তা প্রেরণ করা হইল। কা'ব (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি তোমার পিতার বাড়ী চলিয়া যাও এবং যেই পর্যন্ত আল্লাহ পাক এই সম্পর্কে কোন ফয়সালা না করেন ততদিন সেইখানেই অবস্থান করিবে। কা'ব (রাযি.) বলেন, তারপর হিলাল বিন উমায়্যা (রাযি.)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হিলাল বিন উমায়্যা একজন বৃদ্ধ-বেকার ব্যক্তি। তাঁহার কোন খাদিম নাই। যদি আমি তাঁহার খিদমত করি, আপনি কি তাহা অপছন্দ করেন? তিনি বলিলেন, না, আমি খিদমতকে অপছন্দ করিনা। তবে সে তোমার সহিত সহবাস করিতে পারিবে না। এই কথা শুনে হিলাল (রাযি.)-এর স্ত্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম! কোন কাজের ব্যাপারেই তাহার মনে কোন স্পন্দন নাই এবং আল্লাহর কসম! ঐ ঘটনার পর হইতে অদ্যাবধি সে

কেঁদেই দিনাতিপাত করিতেছে। তিনি বলেন, আমার পরিবারের কেহ কেহ বলিলেন, আচ্ছা তুমিও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি নিয়া নিতে। তিনি তো হিলাল বিন উমায়্যার স্ত্রীকে তাঁহার স্বামীর খিদমতের অনুমতি দিয়াছেন। কা'ব বলেন, আমি বলিলাম, আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিব না। কারণ আমি যুবক মানুষ। আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করিলে না জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন। এই অবস্থায় আরও দশ রাত কাটাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হইতে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তখন হইতে আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়।

কা'ব বলেন, পঞ্চাশতম রাতের ফজরের সালাত আমি আমার গৃহের ছাদের উপর আদায় করিলাম। এরপর যখন আমি ঐ অবস্থায় বসা ছিলাম, যাহা আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে উল্লেখ করিয়াছেন, "অর্থাৎ আমার জান আমার মধ্যে গুটাইয়া গেছে এবং প্রশস্ত পৃথিবী আমার কাছে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে", তখন আমি একজন ঘোষণাকারীর আওয়াজ শ্রবণ করিলাম, যিনি সালা পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন, হে কা'ব বিন মালিক! তোমার জন্য সুসংবাদ। কা'ব বলেন, তখন আমি সাজদায় লুটাইয়া পড়িলাম এবং আমি বুঝিতে পারিলাম যে, প্রশস্ততা আসিয়া গেছে। কা'ব বলেন, এইদিকে ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে ঘোষণা করিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওবা কবুল করিয়াছেন। তখনই লোকেরা আমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ছুটিয়া গেলেন এবং আমার সাথীদ্বয়কে খুশখবরী পৌঁছানোর জন্য কয়েকজন লোক তাহাদের নিকট গেলেন। আর আমার দিকে একজন ঘোড়ার উপর সাওয়ার হইয়া রওয়ানা হইলেন এবং আসলাম গোত্রের আর এক ব্যক্তিও রওয়ানা হইলেন। আর তিনি পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া ঘোষণা দিলেন। আর অশ্বের চাইতেও আওয়াজের গতি অতিদ্রুত। তারপর যাহার সুসংবাদের আওয়াজ আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম– তিনি আমার নিকট আসিলে আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র দুইটি সুসংবাদের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে দিয়া দিলাম। আল্লাহর কসম! সেইদিন ঐ দুইটি কাপড় ব্যতীত আমি আর কোন কাপড়ের মালিক ছিলাম না। অতএব আমি দুইটি কাপড় ধার নিয়া পরিধান করিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমি রওয়ানা দিলাম। আমার তাওবা কবুলের মুবারকবাদ জানানোর জন্য লোকেরা দলে দলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, আল্লাহর ক্ষমা তোমার জন্য মুবারক হওক। এমতাবস্থায় আমি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদেই উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁহার পাশে লোকজন রহিয়াছে। তখন তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযি.) দাঁড়াইলেন এবং দৌড়াইয়া আসিয়া আমার সহিত মুসাফাহা করিলেন এবং তিনি আমাকে মুবারকবাদ জানাইলেন। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তখন তিনি ছাড়া আর কেহ (আমাকে দেখিয়া) দাঁড়ান নাই। রাবী বলেন, কা'ব তালহার এই সদাচরণের কথা ভুলেন নাই। কা'ব বিন মালিক (রাযি.) বলেন, তারপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিলাম তখন তাঁহার চেহারা খুশীতে চমকাইতে ছিল। তিনি বলিলেন, তোমার মা তোমাকে জন্ম দেওয়ার পর হইতে যতদিন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে তোমার জন্য এই মুবারক দিনটির সুসংবাদ।

কা'ব (রাযি.) বলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা কি আপনার পক্ষ হইতে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! না মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে? তিনি বলিলেন, না, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুশী হইতেন, তখন তাঁহার চেহারা মুবারক এমনভাবে প্রদীপ্ত হইত যেন তাহা এক খন্ড চাঁদ। কা'ব (রাযি.) বলেন, আমরা তাঁহার চেহারা দেখেই তাহা বুঝিতে পারিতাম। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁহার সামনে বসিলাম তখন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার তাওবার শুকরিয়া হিসেবে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য সাদাকা স্বরূপ দান

করিয়া আমার সমস্ত মাল হইতে মুক্ত হইতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখিয়া দাও। ইহাই তোমার জন্য উত্তম। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আমি খায়বরে প্রাপ্ত অংশটুকু রাখিয়া দিব। কা'ব (রাযি.) বলেন, এরপর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সত্য কথাই আমাকে মুক্তি দিয়াছে; তাই যতদিন জীবিত থাকি আমি সত্য ছাড়া বলিব না। তিনি বলেন, আল্লাহ কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সে সত্য কথা বলিবার পর, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন; আল্লাহ তা'আলা আর কোন মুসলিম ব্যক্তির প্রতি এইরূপ করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। আল্লাহ কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এই আলোচনা করার পর অদ্যাবধি ইচ্ছাকৃতভাবে আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। আমার আশা, অবশিষ্ট জীবনেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে মিথ্যা হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন। কা'ব (রাযি.) বলেন, আমার তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন : "আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যাহারা তাহার অনুগমন করিয়াছিল সংকটকালে, এমনকি যখন তাহাদের এক দলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাহাদেরকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র-পরম দয়ালু। এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিনজনকেও, যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল, যেই পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিষহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন, যাহাতে তাহারা তাওবা করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। -(সূরা তাওবা ১১৭-১১৯)

কা'ব (রাযি.) বলেন, আল্লাহ কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সেইদিন সত্য কথা বলার কারণে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যেই অনুগ্রহ করিয়াছেন, অনুরূপ অনুগ্রহ ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি আর কখনও করেন নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সেইদিন মিথ্যা বলি নাই। যদি বলিতাম তবে অবশ্যই আমি ধ্বংস হইয়া যাইতাম, যেমন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল মিথ্যাবাদীগণ। ওহী অবতরণ কালে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদীদের এমন কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, যাহা আর কাহাকে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহারা আল্লাহর শপথ করিবে, যেন তোমরা তাহাদের উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাহাদেরকে উপেক্ষা করিবে তাহারা অপবিত্র, তাহাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ জাহান্নাম তাহাদের আবাস স্থল। তাহারা তোমাদের নিকট হলফ করিবে যাহাতে তোমরা তাহাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা তাহাদের প্রতি তুষ্ট হইলেও আল্লাহ ফাসিক (সত্যত্যাগী) লোকদের প্রতি তুষ্ট হইবেন না। (সূরা তাওবা ৯৫-৯৬) কা'ব (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শপথ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাদের ওযর গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাদের বায়'আত করিয়াছিলেন এবং যাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাদের হইতে আমাদের তিনজনের বিষয়টিকে বিলম্বিত করা হইয়াছিল। আল্লাহর পক্ষ হইতে ফয়সালা আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিষয়টিকে স্থগিত রাখিয়াছিলেন। তাই আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আর তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিনজনকেও যাহাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল। خلفوا শব্দের অর্থ 'যুদ্ধ হইতে আমাদের পিছনে থাকা' নয়। বরং এর অর্থ হইতেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক 'আমাদের বিষয়টিকে স্থগিত রাখা।' ঐ সমস্ত লোকদের তুলনায় যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে শপথ করিয়াছিল এবং ওযর পেশ করিয়াছিল; অতঃপর তিনি তাহা কবূল করিয়াছিলেন।

(৬৮৭৪) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَوَاءً.

(৬৮৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.)-এর সূত্রে ইউনূস (রহ.)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৮৭৫) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ عَلَى يُونُسَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ أَبَا خَيْثَمَةَ وَلُحُوقَهُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(৬৮৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক (রাযি.) যিনি অন্ধ হইয়া যাওয়ার পর কা'ব (রাযি.)কে টানিয়া নিতেন, বলিয়াছেন, তাবূক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত শরীক না হইয়া গৃহে বসিয়া থাকিবার সময় কা'ব বিন মালিক (রাযি.)কে আমি এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই দিকে যুদ্ধ করার জন্য যাইতেন সাধারণতঃ তিনি আলোচনায় ঐ জায়গার কথা উল্লেখ না করিয়া অন্য জায়গার কথা উল্লেখ করিতেন। তবে এই যুদ্ধের কথা পরিস্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্রের এই হাদীছের মধ্যে আবূ খায়সামার কথা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা উল্লেখ নাই।

(৬৮৭৬) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ أُصِيبَ بَصَرُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ قَوْمِهِ وَأَوْعَاهُمْ لأَحَادِيثِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ يُحَدِّثُ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَاسٍ كَثِيرٍ يَزِيدُونَ عَلَى عَشَرَةِ آلاَفٍ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ دِيوَانُ حَافِظٍ.

(৬৮৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন কা'ব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। কা'ব (রাযি.) চক্ষু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর উবায়দুল্লাহ তাঁহাকে টানিয়া নিয়া যাইতেন। উবায়দুল্লাহ (রাযি.) তাঁহার কাওমের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের হাদীছ অধিক সংরক্ষণকারী ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিন ব্যক্তির তাওবা আল্লাহ কবুল করিয়াছিলেন, আমার পিতা কা'ব বিন মালিক (রাযি.) ঐ তিন ব্যক্তির একজন ছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত যুদ্ধ

মুসলিম শরীফ -২২-২৬/১

করিয়াছেন ইহার মধ্যে তিনি দু'টি ব্যতীত আর কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পিছনে থাকেন নাই। তারপর তিনি আগের অনুরূপ ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু সৈন্য সামন্ত নিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের সংখ্যা দশ হাজারের চাইতেও অধিক ছিল। কোন তালিকায় তাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না।

بَابُ فِي حَدِيثِ الإِفْكِ وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ

অনুচ্ছেদ ঃ অপবাদ রটনা করা এবং অপবাদ রটনাকারীর তাওবা কবূল হওয়া-এর বিবরণ

(৬৮৭৭) حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالسِّيَاقُ حَدِيثُ مَعْمَرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدٍ وَابْنِ رَافِعٍ قَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلْقَمَةُ بْنِ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ اقْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوِهِ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِيَ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ .

قَالَتْ وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُهَبَّلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَوَاللهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ .

فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ وَلاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي

لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللُّطْفَ الَّذِى كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِى إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ "كَيْفَ تِيكُمْ" . فَذَاكَ يَرِيبُنِى وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقِهْتُ وَخَرَجَتْ مَعِى أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَلاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُوَلِ فِى التَّنَزُّهِ وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا .

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِىَ بِنْتُ أَبِى رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِى رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتِى حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِى مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ . فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلاً قَدْ شَهِدَ بَدْرًا . قَالَتْ أَىْ هَنْتَاهُ أَوَلَمْ تَسْمَعِى مَا قَالَ قُلْتُ وَمَاذَا قَالَ قَالَتْ فَأَخْبَرَتْنِى بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِى فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِى فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ "كَيْفَ تِيكُمْ" . قُلْتُ أَتَأْذَنُ لِى أَنْ آتِىَ أَبَوَىَّ قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا . فَأَذِنَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجِئْتُ أَبَوَىَّ فَقُلْتُ لأُمِّى يَا أُمَّتَاهْ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِى عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِى دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِى .

وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِى فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالَّذِى يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِى يَعْلَمُ فِى نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمْ أَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرِيرَةَ فَقَالَ "أَىْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَىْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ" . قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِى الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ ابْنِ سَلُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ "يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِى مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِى أَهْلِ بَيْتِى فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِى إِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِى إِلاَّ مَعِى" .

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنْصَارِىُّ فَقَالَ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ . فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ .

قَالَتْ وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَأَبَوَاىَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي اسْتَأْذَنَتْ عَلَىَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَىْءٍ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ".

قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لأَبِي أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا قَالَ. فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لأُمِّي أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نُفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُونَنِي وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتْ وَأَنَا وَاللَّهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْىٌ يُتْلَى وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا.

قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْىِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ "أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ". فَقَالَتْ لِي أُمِّي قُومِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} عَشْرَ آيَاتٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ بَرَاءَتِي قَالَتْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللَّهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى} إِلَى قَوْلِهِ {أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرِي "مَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ". فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا. قَالَتْ

عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَهٰذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ.

(৬৮৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাব্বান বিন মূসা, ইসহাক বিন ইবরাহীম আল-হানযালী, মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.), সাঈদ বিন মুসায়্যাব, উরওয়া বিন যুবায়র, আলকামা বিন ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা সকলেই আয়েশা (রাযি.)-এর ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন, অপবাদ রটনাকারীরা তাঁহার ব্যাপারে যে অপবাদ রটনা করিয়া বলিয়াছিল। তারপর রটানো অপবাদ থেকে আল্লাহ তাঁহাকে নির্দোষ ঘোষণা করিলেন। বর্ণনাকারী যুহরী (রহ.) বলেন, তাঁহারা সকলেই আমার নিকট হাদীছের এক এক অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ অন্যের তুলনায় উক্ত হাদীছের কঠোর হাফিয ছিলেন এবং তাহা উত্তমরূপে বর্ণনা করিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁহারা আমার নিকট যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বর্ণনা আমি যথাযথ ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম। একের হাদীছ অন্যের হাদীছকে সত্যায়িত করে। তাঁহারা সকলেই আলোচনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি তাঁহার স্ত্রীদের মাঝে লটারী দিতেন। যাঁহার নাম আসিত তাঁহাকেই তিনি তাঁহার সহিত সফরে নিতেন। আয়িশা (রাযি.) বলেন, এক যুদ্ধ-সফরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লটারী দিলেন এবং ইহাতে আমার নাম উঠিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর এই যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। সাওয়ারী অবস্থায় আমি হাওদার ভিতরে থাকিতাম এবং অবতরণ কালেও হাওদার ভিতর থাকিতাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ হইতে অব্যাহতির পর প্রত্যাবর্তন করিয়া মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিবার পর এক রাত্রে তিনি রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। লোকজন যখন রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা দিল, তখন আমি দাঁড়াইয়া চলিতে লাগিলাম; এমনকি আমি সৈন্যদেরকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম। এরপর আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন (প্রস্রাব পায়খানা) সারিয়া সাওয়ারীর নিকট আসিলাম এবং স্বীয় বুকে হাত দিয়া দেখিলাম, যিফারী পুতির তৈরী আমার হারটি হারাইয়া গিয়াছে। তাই পূর্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া আমি আমার হারটি তালাশ করিলাম। ইহাতে আমার বিলম্ব হইয়া গেল। এদিকে হাওদা বহনকারী লোকজন আসিয়া হাওদা উঠাইয়া আমার বহনকারী উটের উপর রাখিয়া দিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, আমি হাওদার ভিতরেই আছি।

আয়িশা (রাযি.) বলেন, তখনকার মহিলারা হালকা-পাতলা গড়নেরই হইত। না অধিক ভারী, না অধিক মোটা। কারণ তাহারা কম খানা খাইত। তাই উত্তোলনকালে হাওদার ওযন তাহাদের নিকট সাধারণ অবস্থা হইতে ব্যতিক্রম মনে হয় নাই। অধিকন্তু তখন আমি অল্প বয়স্কা ছিলাম। অবশেষে লোকেরা উট দাঁড় করাইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সৈন্যরা রওয়ানা হইয়া যাওয়ার পর আমি আমার হার পাইলাম। তারপর আমি পূর্ববর্তী স্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, তথায় কোন জন-মানুষের আওয়াজ নাই আর সাড়া দেওয়ার মত কোন ব্যক্তিও তথায় নাই। তখন আমি ইচ্ছা করিলাম, আমি যেইখানে বসা ছিলাম সেইখানেই বসিয়া থাকিব এবং আমি ভাবিলাম, লোকেরা যখন খুঁজিয়া আমাকে পাইবে না তখন অবশ্যই তাহারা আমার সন্ধানে আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। আয়িশা (রাযি.) বলেন, আমি আমার জায়গায় উপবিষ্ট অবস্থায় আমার ঘুম আসিল আর আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল আস্‌সুলামী আয-যাক্‌ওয়ানী নামক এক ব্যক্তি ছিল। আরামের উদ্দেশ্যে

সৈন্যদের পিছনে শেষ রাত্রে সে আগের জায়গায়ই রহিয়া গিয়াছিল। পরে সে রওয়ানা হইয়া প্রত্যূষে আমার স্থানে পৌঁছিল। দূর হইতে সে একটি মানব দেহ দেখিতে পাইয়া আমার নিকট আসিল এবং আমাকে দেখিয়া সে চিনিয়া ফেলিল। কেননা, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখিয়াছিল। আমাকে চিনিয়া সে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়িলে তাঁহার ইন্না লিল্লাহ্ ...-এর আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আমি আমার চাদর দিয়া স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া নিলাম। আল্লাহর কসম! সে আমার সাথে কোন কথা বলে নাই এবং "ইন্না লিল্লাহ ..." পাঠ ছাড়া তাহার কোন কথাই আমি শ্রবণ করি নাই। তারপর সে তাহার উট বসাইয়া স্বীয় হস্ত বিছাইয়া দিলে আমি তাহার উটের পৃষ্ঠে উঠিলাম। আর সে পায়ে হাঁটিয়া আমাকে সহ উট হাঁকাইয়া নিয়া চলিল। যাইতে যাইতে আমরা সৈন্য দলের নিকট গিয়া পৌঁছিলাম। তখন তাহারা দ্বিপ্রহরের প্রচন্ড রোদের মাঝে সাওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া ভূমিতে অবস্থান করিতেছিল।

আয়িশা (রাযি.) বলেন, আমার বিষয়ে যাহারা ধ্বংস হওয়ার তাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল। অবশেষে আমরা মদীনায় পৌঁছিলাম। মদীনায় পৌঁছিবার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ ছিলাম। এদিকে মদীনার লোকজন অপবাদ রটনাকারীদের কথা গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল। এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারি নাই। তবে এ রুগ্ন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে পূর্বের ন্যায় স্নেহ না পাওয়ার ফলে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করিয়া কেবল সালাম করিয়া বলিতেন, এই মহিলা কেমন আছে? এ আচরণ আমাকে সন্দিহান করিয়া তুলিল। আমি সেই (মন্দ) বিষয়টি সম্বন্ধে জানতাম না। তারপর রোগ মুক্ত হওয়ার পর আমি বাহির হইলাম। আমার সাথে মিসতাহ্-এর আম্মাও মানাসি' প্রান্তরের দিকে। সেইটি ছিল আমাদের শৌচাগার। আমরা রাত্রে বাহির হইতাম এবং রাত্রেই চলিয়া আসিতাম। এই হইল আমাদের ঘরের কাছে শৌচাগার নির্মাণের পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনা। তখন আগের দিনের আরব লোকদের মত ময়দানে গিয়া আমরা শৌচকার্য সারিতাম। আর আমরা গৃহকোণে শৌচাগার নির্মাণ করা অপসন্দ করিতাম।

একদা আমি এবং মিসতাহ্-এর আম্মা যাইতে লাগিলাম। সে ছিল আবূ রুহম বিন মুত্তালিব বিন আবদ মান্নাফের কন্যা এবং তাহার মা ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খালা সাখর বিন আমির এর কন্যা। তাঁহার সন্তানের নাম ছিল মিসতাহ্ বিন উসাসা বিন আব্বাদ বিন মুত্তালিব। মোটকথা, আমি ও বিনতি আবূ রহম (মিসতাহ্-এর আম্মা) নিজ নিজ শৌচকার্য সারিয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলাম। এমন সময় মিসতাহ্-এর আম্মা নিজ চাদরে পেঁচ খাইয়া হোঁচট খাইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আর সে বলিয়া উঠিল মিসতাহ্ ধ্বংস হওক। তখন আমি বলিলাম, তুমি অন্যায় কথা বলিয়াছ। তুমি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে মন্দ বকিতেছ? সে বলিল, হে অবলা নারী! মিসতাহ্ কি বলিয়াছে তুমি কি শোন নাই? আমি বলিলাম, সে কি বলিয়াছে? আয়িশা (রাযি.) বলেন, তারপর সে অপবাদ রটনাকারীরা কি বলিয়াছে, সেই সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিল। ইহাতে আমার রোগ কয়েকগুণ বাড়িয়া গেল। আমি যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে সালাম করিলেন এবং বলিলেন, এই মহিলা কেমন আছে? তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আমাকে আমার বাবা-মায়ের বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আয়িশা (রাযি.) বলেন, তখন আমি আমার বাবা-মায়ের বাড়ী গিয়া এই বিষয়টির অনুসন্ধান করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার মাতা-পিতার নিকট চলিয়া আসিলাম। তারপর আমি আমার আম্মাকে বলিলাম, আম্মাজান! লোকেরা কী কথা বলিতেছে? তিনি বলিলেন, মা! এদিকে কান দিয়ো না এবং ইহাকে খারাপ মনে করিও না। আল্লাহর কসম! কারো যদি কোন

সুন্দরী স্ত্রী থাকে ও সে তাহাকে ভালোবাসে আর ঐ মহিলার কোন সতীনও থাকে তবে সতীনরা তাহার দোষচর্চা করিবে না এইরূপ খুব কমই হয়। আয়িশা (রাযি.) বলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, সুবহানাল্লাহ! লোকেরা এই কথা রটাতে আরম্ভ করিয়াছে? তারপর কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি সারা রাত্র কাটালাম। এমনকি ভোরেও আর অশ্রু বন্ধ হইল না। আমি ঘুমাইতে পারি নাই, সকালেও আমি কাঁদিতেছিলাম।

এইদিকে আমাকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) এবং উসামা বিন যায়িদ (রাযি.)কে ডাকালেন। তখন ওহী স্থগিত ছিল। তিনি বলেন, উসামা বিন যায়িদ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের সতীত্ব এবং তাঁহাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা সম্পর্কে যাহা জানিতেন সেই দিকেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইঙ্গিত দিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আয়িশা (রাযি.) আপনার স্ত্রী, ভালো ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই আমাদের জানা নেই। আর আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহ তো আপনার উপর কোন সংকীর্ণতা চাপাইয়া দেন নাই। সর্বোপরি আয়িশা (রাযি.) ছাড়াও বহু স্ত্রীলোক আছে। আপনি যদি দাসী (বারীরা)কে জিজ্ঞাসা করেন তবে সে সত্য বলিয়া দিবে। আয়িশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরা (রাযি.)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে বারীরা! সন্দেহমূলক কোন কাজে আয়িশাকে তুমি কখনও দেখিয়াছ কি? বারীরা (রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি যদি তাঁহার মাঝে কোনকিছু দেখিতাম তবে অবশ্যই তাঁহার দোষ আমি বর্ণনা করিতাম। তবে সে একজন অল্প বয়স্কা মেয়ে। পরিবারের জন্য আটার খামীর রাখিয়াই সে ঘুমাইয়া পড়িত আর বকরী আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিত। এই দোষ ব্যতীত অধিক কোন দোষ আয়িশার মধ্যে আছে বলিয়া আমার জানা নেই। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়াইয়া আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল হইতে প্রতিশোধ কামনা করিলেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমার পরিবার সম্পর্কে যেই ব্যক্তির পক্ষ হইতে কষ্টদায়ক বাক্যের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছিয়াছে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত কোন ব্যক্তি এইখানে আছে কি? আমি তো আমার পরিবার সম্পর্কে ভাল ব্যতীত অন্য কোন কথা জানি না এবং যেই ব্যক্তি সম্পর্কে তাহারা অপবাদ রটনা করিতেছে তাহাকেও আমি নেক্কার বলিয়াই জানি। সে তো আমাকে ব্যতীত আমার গৃহে কখনও প্রবেশ করিত না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া সা'দ বিন মু'আয আনসারী (রাযি.) দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার পক্ষ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। অপবাদ রটনাকারী ব্যক্তি যদি আউস গোত্রের হয় তবে আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। আর যদি সে আমাদের ভ্রাতা খাযরাজ গোত্রের হয় তবে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন। আমরা আপনার নির্দেশ পালন করিব। আয়িশা (রাযি.) বলেন, তখন খাযরাজ সর্দার সা'দ বিন উবাদা (রাযি.) দাঁড়াইলেন। তিনি একজন নেক্কার লোক ছিলেন। তবে তখন বংশীয় অহমিকা তাঁহাকে ক্রোধে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই তিনি সা'দ বিন মু'আযকে বলিলেন, আল্লাহর কসম! তুমি তাহাকে হত্যা করিও না। তুমি তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে না। একথা শ্রবণ করিয়া সা'দ বিন মু'আয (রাযি.)-এর চাচাতো ভাই উসায়দ বিন হুযায়র (রাযি.) দাঁড়াইয়া সা'দ বিন উবাদা (রাযি.)কে বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাহাকে হত্যা করিব। অবশ্যই তুমি মুনাফিক, তাই মুনাফিকদের পক্ষে কথা বলিতেছ। এই সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরা পরস্পর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এমনকি তাহারা যুদ্ধের সংকল্প করিয়া বসিল। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও

তাহাদের সামনে মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদেরকে থামাইয়া শান্ত করিলেন। তাহারা চুপ হইল এবং তিনি নিজেও আর কোন কথা বলিলেন না।

আয়িশা (রাযি.) বলেন, সেইদিন আমি সারাক্ষণ কাঁদিয়া কাটাইলাম। অবিরত ধারায় আমার অশ্রুপাত হইতেছিল। রাত্রে একটুও আমার ঘুম আসিল না। অতঃপর দ্বিতীয় রাতেও আমি কাঁদিয়া কাটালাম। এই রাতেও অবিরত আমার অশ্রুপাত হইল এবং একটুকুও ঘুমাইতে পারিলাম না। ইহা দেখে আমার আব্বা-আম্মা মনে করিতেছিলেন যে, কান্নায় আমার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম, আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আনসার স্ত্রীলোক আমার নিকট আসার অনুমতি চাহিলে আমি তাহাকে অনুমতি দিলাম। সে আসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। আয়িশা (রাযি.) বলেন, আমাদের যখন এই অবস্থা এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট প্রবেশ করিলেন এবং আমাদেরকে সালাম করিয়া বসিলেন। আয়িশা (রাযি.) বলেন, অথচ আমার সম্বন্ধে যাহা বলাবলি হইতেছে তারপর হইতে তিনি আমার কাছে বসেন নাই। এইভাবে এক মাস চলিয়া গেল। আমার বিষয়ে তাঁহার নিকট কোন ওহী আসিল না। আয়িশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া তাশাহহুদ পাঠ করিলেন। তারপর বলিলেন, যাহা হোক হে আয়িশা! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট এমন এমন সংবাদ পৌঁছিয়াছে। যদি তুমি এই ব্যাপারে নিষ্পাপ এবং পবিত্র হও তবে শীগ্‌গীরই আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতার ব্যাপারে ঘোষণা করিবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া থাকে তবে তুমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাওবা কর। কেননা, বান্দা গুনাহ স্বীকার করিয়া তাওবা করিলে আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করেন।

আয়িশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁহার কথা শেষ করিলেন, তখন আমার অশ্রুপাত বন্ধ হইয়া গেল। এমনকি এরপর আর এক ফোটা অশ্রুও আমি অনুভব করিলাম না। এরপর আমি আমার পিতাকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন, আমার পক্ষ হইতে তাহার জবাব দিন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কি জবাব দিব, আমি তাহা জানি না। তারপর আমি আমার আম্মাকে বলিলাম, আমার পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জবাব দিন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি জবাব দিব, আমি তাহা জানি না। আমি বলিলাম, তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআন শরীফও বেশী পড়িতে পারিতাম না। এই অবস্থা দেখিয়া আমিই তখন বলিলাম, আল্লাহর কসম! আমি জানি, আপনারা এই অপবাদের কথা শুনিয়াছেন, মনে তাহা গাঁথিয়া গিয়াছে এবং আপনারা তাহা বিশ্বাস করিয়া নিয়াছেন। সুতরাং এখন যদি আমি বলি, আমি নিষ্কলুষ তবে এই বিষয়ে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করিবেন না। আর যদি আমি স্বীকার করি, যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি নিষ্পাপ, তবে আপনারা তাহা বিশ্বাস করিবেন। আল্লাহর কসম! আমার ও আপনাদের জন্য (নবী) ইউসুফ (আ.)-এর পিতার কথার উদাহরণ ব্যতীত অন্য কোন উদাহরণ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। তিনি বলিয়াছিলেন, "সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার আশ্রয়স্থল।" এই কথা বলিয়া আমি মুখ ফিরাইয়া নিলাম এবং বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। আয়িশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ তো ঐ মুহূর্তেও জানেন যে, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ এবং অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমার পবিত্রতা প্রকাশ করিয়া দিবেন। তবে আল্লাহর কসম! আমি ধারণা করি নাই যে, আল্লাহ তা'আলা আমার এই বিষয়ে ওহী নাযিল করিবেন, যাহা পঠিত হইবে। কেননা, পঠিত হওয়ার মত আল্লাহ কর্তৃক আমার সম্বন্ধে কোন আয়াত নাযিল করা হইতে আমার অবস্থা অধিক নিম্নমানের। তবে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কোন বিষয় দেখানো হইবে যাহার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমার পবিত্রতা জানাইয়া দিবেন।

আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও তাঁহার স্থান ছাড়িয়া উঠেন নাই এবং বাড়ীর লোকও কেহ বাহিরে যায় নাই। এই সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীর উপর ওহী নাযিল করেন। ওহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যেই কষ্টকর অবস্থা দেখা দিত সেই অবস্থা দেখা দিল। এমনকি তাঁহার প্রতি নাযিলকৃত বাণীর ওযনের কারণে প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁহার দেহ হইতে মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়াইয়া পড়িত। আয়িশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই কষ্টকর অবস্থা চলিয়া গেলে তিনি হাসিতে লাগিলেন এবং প্রথমে যে কথাটি বলিলেন তা হইল : হে আয়িশা! খোশ খবরী গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার আম্মা আমাকে বলিলেন, তুমি উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান প্রদর্শন কর। আমি বলিলাম, আমি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিব না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও প্রশংসা করিব না। তিনিই আমার পবিত্রতা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিয়াছেন। আয়িশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার পবিত্রতা সম্বন্ধে দশটি আয়াত (সূরা নূর ১১-২১) নাযিল করিয়াছেন। "যাহারা অপবাদ রটনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদেরই একটি দল, ইহাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না; বরং ইহা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" .... আয়িশা (রাযি.) বলেন, আত্মীয় বন্ধন ও দারিদ্রের কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) মিসতাহকে আর্থিক সহযোগিতা করিতেন। কিন্তু আয়িশা সম্পর্কে সে যাহা বলিয়াছিল সেই কারণে আবূ বকর (রাযি.) কসম করিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য দিব না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা দান করিবে না আত্মীয় স্বজনকে ... ...। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন", পর্যন্ত। হাব্বান বিন মূসা (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.) বলিয়াছেন, আল-কুরআনের মাঝে এ আয়াত বড়ই আশাব্যঞ্জক। তারপর আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। এরপর তিনি মিসতাহ (রাযি.)-এর জন্য যেই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা পুনরায় ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। আর বলিলেন, তাহাকে আমি এই অর্থ দেওয়া কখনও বন্ধ করিব না।

আয়িশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণী যয়নাব বিন্ত জাহশ (রাযি.)কে আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি যয়নাবকে বলিয়াছিলেন, তুমি আয়িশা সম্পর্কে কি জান বা দেখিয়াছ? উত্তরে তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কান ও চোখকে রক্ষা করিয়াছি। আল্লাহর কসম! তাঁহার সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া কিছুই জানি না। আয়িশা (রাযি.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে তিনিই সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ ভীতির দ্বারা আল্লাহ্ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অথচ তাঁহার বোন হামানা বিনত জাহ্‌শ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিবাদ-বিতণ্ডা করে, আর এইভাবে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হইয়া যায়। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, ঐ লোকদের কাছ হইতে আমার নিকট যাহা পৌঁছিয়াছে তাহা এই হাদীছ। তবে রাবী ইউনূসের হাদীছের মধ্যে রহিয়াছে, 'গোত্রীয় অহমিকা তাহাকে উত্তেজিত করে।'

(৬৮৭৮) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ بِإِسْنَادِهِمَا. وَفِي حَدِيثِ فُلَيْحٍ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ. وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ. كَقَوْلِ يُونُسَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنَّ أَبِي

وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ. قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَفِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مُوعِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُوغِرِينَ. قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ مَا قَوْلُهُ مُوغِرِينَ قَالَ الْوَغْرَةُ شِدَّةُ الْحَرِّ.

(৬৮৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী' আল-আতাকী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হাসান বিন আলী আল-হুলওয়ানী (রাযি.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে ইউনূস এবং মা'মারের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাকারী যুলায়জের হাদীছে আছে, গোত্রীয় অহমিকা তাহাকে মূর্খতা সুলভ আচরণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। মা'মার তাঁহার বর্ণনায় যেমন বলিয়াছেন। আর সালিহের হাদীছের মধ্যে ইউনুসের বর্ণনার মত ইহাতে রহিয়াছে احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ অর্থাৎ 'গোত্রী অহমিকা তাহাকে উসকাইয়া দিল।' সালিহের হাদীছে ইহাও রহিয়াছে যে, উরওয়া (রহ.) বলেন, আয়িশা (রাযি.) হাস্‌সান বিন সাবিত (রাযি.)কে গাল-মন্দ বলার বিষয়টিকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি বলিতেন, হাস্‌সান তো নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন, "আমার পিতা-মাতা, আমার ইয্‌যত সবকিছুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইয্‌যত-সম্মানের জন্য রক্ষাকবচ।" ইহাতে অতিরিক্ত ইহাও রহিয়াছে যে, আয়িশা (রাযি.) বলেন, যেই ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে তিনি বলিতেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি কখনও কোন মহিলার-আবরণ উন্মোচন করি নাই। অতঃপর তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হন। ইয়াকুব বিন ইবরাহীমের হাদীছে রহিয়াছে مُوعِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ কিন্তু আবদুর রাজ্জাক (রহ.) বলেন, مُوغِرِينَ আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) বলেন, আমি আবদুর রাজ্জাককে مُوغِرِينَ শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, الْوَغْرَةُ অর্থ প্রচণ্ড গরম।

(৬৮৭৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي وَايْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِي". وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ وَلَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتِي فَسَأَلَ جَارِيَتِي فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ عَجِينَهَا أَوْ قَالَتْ خَمِيرَهَا شَكَّ هِشَامٌ فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ. وَقَدْ بَلَغَ الأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَفِيهِ أَيْضًا مِنَ الزِّيَادَةِ وَكَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهِ مِسْطَحٌ وَحَمْنَةُ وَحَسَّانُ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ وَحَمْنَةُ.

(৬৮৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। আয়িশা (রাযি.) বলেন, আমার ব্যাপারে লোকেরা যখন কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করিল, যাহা আমি জানিনা, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া তাশাহ্হুদ পাঠ করিলেন এবং আল্লাহর শানের উপযুক্ত শব্দের মাধ্যমে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, অতঃপর যাহারা আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটাইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্বন্ধে মন্দ কোন কিছুই জানিনা এবং তাহারা যাহার ব্যাপারে অপবাদ রটাইতেছে তাঁহার সম্বন্ধেও খারাপ কিছু আমি জানিনা। আমার অনুপস্থিতিতে সে আমার গৃহে কখনও প্রবেশ করে নাই এবং আমি যখন সফরে বাহির হইয়াছি সেও তখন আমার সাথে সফরে বাহির হইয়াছে। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ কাহিনীসহ হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার বাঁদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তখন সে বলিল, আল্লাহর কসম! আয়িশা (রাযি.)-এর মধ্যে আমি কোন দোষ দেখি নাই। তবে তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন, আর বকরী আসিয়া মথিত আটা খাইয়া ফেলিত। অথবা বলিলেন, খামীর খাইয়া ফেলিত। বর্ণনাকারী হিশাম ইহাতে সন্দেহ করিয়াছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন সাহাবী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সত্য কথা বল। এমনকি তাঁহারা তাহার সামনে ঘটনা তুলিয়া ধরিলেন। তখন বারীরা বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম! স্বর্ণকার খাঁটি স্বর্ণের টুকরা সম্বন্ধে যেমন জানে আমিও আয়িশা সম্পর্কে সেইরূপ জানি। যেই ব্যক্তি সম্বন্ধে এই অপবাদ রটানো হইতেছিল তাহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিবার পর তিনিও বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম! কোন মহিলার আবরণ আমি কখনও উন্মোচন করি নাই। আয়িশা (রাযি.) বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হন। ইহাতে আরো অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে ছিলেন মিসতাহ, হামনা ও হাস্‌সান। আর মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া এইসব একত্রিত করিত। সে এবং হামনাই এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করিয়াছে।

بَابُ بَرَاءَةِ حَرَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرِّيبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেরেম সন্দেহমুক্ত হওয়া-এর বিবরণ

(৬৮৮০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ "اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ". فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اخْرُجْ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ.

(৬৮৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মে ওয়ালাদের সাথে এক ব্যক্তির প্রতি অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাযি.)কে বলিলেন, যাও। তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। আলী (রাযি.) তাহার নিকট গিয়া দেখিলেন, সে কূপের মধ্যে শরীর শীতল করিতেছে। আলী (রাযি.) তাহাকে বলিলেন, বাহির হইয়া আস। সে আলী (রাযি.)-এর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। তিনি তাহাকে বাহির করিলেন এবং দেখিলেন, তাহার পুরুষাঙ্গ সমূলে কর্তিত, তাহার লিঙ্গ নাই। তখন আলী (রাযি.) তাহাকে হত্যা করা হইতে বিরত থাকিলেন। তারপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে তো লিঙ্গ কর্তিত, তাহার তো লিঙ্গ নাই।

كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ وَأَحْكَامِهِمْ

অধ্যায় ঃ মুনাফিকদের আচরণ এবং তাহাদের সম্পর্কে বিধান

(৬৮৮১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ لأَصْحَابِهِ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ. قَالَ زُهَيْرٌ وَهِيَ قِرَاءَةُ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ. وَقَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقِي {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} قَالَ ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. وَقَوْلُهُ {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} وَقَالَ كَانُوا رِجَالاً أَجْمَلَ شَيْءٍ.

(৬৮৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... যায়দ বিন আরকাম (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কোন এক সফরে আমরা বাহির হইলাম। এই সফরে লোকজন ভীষণ কষ্টে পড়ে। তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই তাহার সঙ্গীদেরকে বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গীদের জন্য তোমরা কিছু ব্যয় করিও না, যাহাতে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া পড়ে। যুহায়র (রহ.) বলেন, এই হইল সেই ব্যক্তির কিরাআত যে, مَنْ حَوْلَهُ পড়ে। আর সে ইহাও বলিল, আমরা মদীনায় ফিরিয়া গেলে সেইখান হইতে অবশ্যই প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করিবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া তাহার এই কথাবার্তা সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করিলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে জোরদার কসম খাইয়া বলিল যে, সে এমন কাজ করে নাই। আর বলিল, যায়িদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছে। যায়িদ (রাযি.) বলেন, তাহাদের এই কথায় আমি মনে ভীষণ কষ্ট পাইলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার সত্যবাদিতার পক্ষে নাযিল করিলেন, ...إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের ডাকিলেন যাহাতে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, তখন তাহারা তাহাদের মাথা ফিরাইয়া নিল। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন : كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ তাহারা দেয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ। যায়িদ (রাযি.) বলেন, বাহ্যত তাহারা ছিল মানুষ খুবই সুন্দর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ (যায়দ বিন আরকাম (রাযি.) হইতে শ্রবণ করেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে তাফসীরে سورة المنافقين অধ্যায়ে باب اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد এবং باب قوله تعالى و اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد এবং باب اتخذوا ايمانهم جنة এবং باب ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا এবং باب اذا رايتهم تعجبك اجسامهم এবং باب اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله এ আছে। এবং তিরমিযী শরীফে باب من سورة المنافقين এ আছে। -(তাকমিলা ৬:৯৩)

فِي سَفَرٍ (এক সফরে)। নাসায়ী শরীফে মুহাম্মদ বিন কা'ব (রহ.) সূত্রে যায়দ বিন আরকাম (রাযি.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে গযূয়ায়ে তবুকে ছিলেন। -(তাকমিলা ৬:৯৩)

وَهِيَ قِرَاءَةُ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ (এই হইল সেই ব্যক্তির কিরাআত যে, مَنْ حَوْلَهُ পড়ে)। مِنْ حَوْلِهِ শব্দটি কুরআনে কারীমে নাই আর রাবীর উদ্দেশ্যও আয়াত তিলাওয়াত করা নহে। তিনি কেবল আবুদল্লাহ বিন উবাই-এর কথা নকল করা উদ্দেশ্য। কতিপয় আলিম বলেন, مِنْ حَوْلِهِ শব্দটি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)-এর কিরাআতেও আছে। আর কতিপয় কারী م এবং ل বর্ণে যের দ্বারা مِنْ حَوْلِهِ পড়েন। আর কতিপয় উভয় বর্ণে যবর দ্বারা مَنْ حَوْلَهُ বলেন। দ্বিতীয় পঠনে ينفضوا শব্দের فاعل এর ضمير হইতে بدل হইয়াছে। প্রত্যেক হিসাবে বর্তমানে قراأت متاترة এর মধ্যে বিদ্যমান নাই। প্রকাশ্য যে, ইহা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) কর্তৃক قراأت تفسيريّة হইবে। আর এই ধরণের অতিরিক্ত তাফসিরিয়াকে কিরাআত নাম করণ করা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৬:৯৪)

كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ (বাহ্যত তাহারা ছিল মানুষ খুবই সুন্দর)। ইহা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ (তাহাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। সূরা মুনাফিকুন ৪)-এর তাফসীর। আর كانوا خشب مسندة (তাহারা দেয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ) ইহা তাহাদের শরীরের উদাহরণ। -(তাকমিলা ৬:৯৪)

(৬৮৮২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(৬৮৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও আহমাদ বিন আবদা (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন উবাই এর কবরের নিকট আসিলেন এবং তাহাকে তাহার কবর হইতে উঠাইয়া স্বীয় হাটুর উপর রাখিলেন এবং তিনি তাহার উপর থুথু দিলেন এবং তাহাকে স্বীয় জামা পরাইলেন। আল্লাহই এই সম্পর্কে ভালো জানেন।

(৬৮৮৩) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

(৬৮৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউসুফ আযদী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন উবাইকে কবরে ঢুকানোর পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট আসিলেন। পরবর্তী অংশ সুফিয়ানের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৮৮৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ". قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}

(৬৮৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন উবাই এর ইন্তিকালের পর তদীয় সন্তান আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলেন এবং তাঁহার পিতার কাফনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামাটি চাহিলেন। তিনি তাঁহাকে জামাটি দিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার পিতার সালাতে জানাযা পড়ানোর জন্য অনুরোধ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালাতে জানাযা আদায়ের জন্য দাঁড়াইলেন। এমতাবস্থায় উমর (রাযি.) দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার জানাযা কি আপনি পড়াইবেন? আর আল্লাহ তা'আলা তাহার সালাতে জানাযা পড়াইতে আপনাকে নিষেধ করিয়াছেন। এইকথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই বিষয়ে তো আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইখতিয়ার দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "আপনি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন– উভয়ই সমান, আপনি সত্তরবার তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ তাহাদের ক্ষমা করিবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি সত্তরেরও অধিকবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। উমর (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো মুনাফিক ছিল। এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালাতে জানাযা আদায় করিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, "তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে আপনি কখনও তাহার জন্য জানাযার সালাত আদায় করিবেন না এবং তাহার কবর পার্শ্বে দাঁড়াইবেন না।"

(৬৮৮৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

(৬৮৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (রাযি.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে উক্ত সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, এরপর হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের সালাতে জানাযা আদায় করা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলেন।

(৬৮৮৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ وَقَالَ الآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَهُوَ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ { الآيَةَ.

(৬৮৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ উমার মাক্কী (রহ.) তিনি ... ইবন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহর নিকট তিন ব্যক্তি একত্রিত হইল। ইহাদের দুইজন ছিল কুরায়শী এবং একজন ছিল সাকাফী অথবা দুইজন ছিল সাকাফী এবং একজন ছিল কুরায়শী। তাহাদের হৃদয়ের বুদ্ধিমত্তা খুব সামান্যই ছিল। তবে পেটে যথেষ্ট চর্বী ছিল। তাহাদের একজন বলিল, আমরা যাহা বলি আল্লাহ্ সব শ্রবণ করেন, একথা কি তোমরা জান না? তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে আল্লাহ্ তাহা শ্রবণ করিতে পান। তবে আস্তে কথা বলিলে আল্লাহ্ তাহা শ্রবণ করেন না। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে যদি তিনি শ্রবণ করিতে পান তবে আস্তে কথা বলিলেও তিনি

তাহা শ্রবণ করিতে পাবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন, "তোমরা গোপন করিতে পারিতে না এই কারণে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে ইহার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।"

(৬৮৮৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوِهِ.

(৬৮৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন খাল্লাদ বাহিলী, ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৮৮৮) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ قَالَ بَعْضُهُمْ نَقْتُلُهُمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ. فَنَزَلَتْ {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ}

(৬৮৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আল-আনবারী (রহ.) তিনি ... যায়দ বিন সাবিত (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। এমতাবস্থায় কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল। তাহাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। কেহ বলিল, আমরা তাহাদের হত্যা করিয়া ফেলিব, আর কেহ বলিল, আমরা তাহাদের হত্যা করিব না। তখন নাযিল হইল, "তোমাদের কি হইল, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া গেলে, যখন আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্টে করেন তোমরা কি তাহাকে সৎ পথে পরিচালিত করিতে চাও এবং আল্লাহ্ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।'

(৬৮৮৯) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৬৮৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবূ বাকরা বিন নাফি' (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৮৯০) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَزَلَتْ {لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

(৬৮৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ বিন সাহল তামীমী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় কতিপয় মুনাফিক ব্যক্তির অভ্যাস এই ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাহির হইতেন তখন তাহারা পশ্চাতে থাকিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই তাহারা আনন্দ লাভ করিত। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাগমন করিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়া অজুহাত পেশ করিত, শপথ করিত এবং আশা করিত যেন তাহারা যাহা করে নাই এমন কার্যের প্রশংসা করা হয়। তখন নাযিল হইল, "যাহারা নিজেরা যাহা করিয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যাহা নিজেরা করে নাই এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হইতে ভালোবাসে, তাহারা শাস্তি হইতে মুক্তি পাবে– আপনি কখনও এরূপ মনে করিবেন না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মান্তিক শাস্তি।"

(৬৮৯১) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ اذْهَبْ يَا رَافِعُ لِبَوَّابِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ مِنَّا فَرِحَ بِمَا أَتَى وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ الآيَةِ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ} وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ{ هٰذِهِ الآيَةَ وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ} لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا{ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا بِذٰلِكَ إِلَيْهِ وَفَرِحُوا بِمَا أَتَوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ.

(৬৮৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাঁহারা ... হুমায়দ বিন আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মারওয়ান তাঁহার দারোয়ান রাফি'কে বলিলেন, তুমি ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট যাও এবং বল, নিজে যাহা করিয়াছ তাহাতে আনন্দিত হওয়া এবং যাহা করে নাই তাহাতে প্রশংসিত হইতে গিয়া আমাদের কেহ যদি শাস্তি পায় তবে আমরা সকলেই শাস্তি পাইব। ইবন আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, এই আয়াতের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এই আয়াত তো আহলে কিতাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তারপর ইবন আব্বাস (রাযি.) এই আয়াত পাঠ করিলেন– "স্মরণ কর, যাহাদের কিতাব দেওয়া হইয়াছিল আল্লাহ তাহাদের হইতে প্রতিশ্রুতি নিয়াছিলেন, তোমরা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবে এবং তাহা গোপন করিবে না।" এরপর ইবন আব্বাস (রাযি.) পাঠ করিলেন, "তিনি যাহা দিয়াছেন তাহাকে যাহারা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে; সুতরাং তাহারা যাহা ক্রয় করে তাহা কত নিকৃষ্ট!" অতঃপর ইবন আব্বাস (রাযি.) পাঠ করিলেন, "যাহারা নিজেরা যাহা করেছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যাহা নিজেরা করে নাই তাহার জন্য প্রশংসিত হইতে ভালোবাসে, তাহারা শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে, এইরূপ আপনি কখনো মনে করিবেন না। তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।" অতঃপর ইবন আব্বাস (রাযি.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাবীদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পর তাহারা তাহা গোপন করে এবং পরিবর্তে তাহারা তাঁহাকে অন্য কথা বলিয়া দিল। এরপর তাহারা এমন ভান করিয়া বাহির হইল যে, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যথাযথ উত্তর তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করিয়াছে। এই কারণে তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশংসা কামনা করিল এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়টি গোপন করার মাধ্যমে তাহারা যে কাজ আঞ্জাম দিয়াছে ইহাতে খুবই আনন্দিত হইল। ইহাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা মর্মন্তুদ শাস্তির কথা ঘোষণা দিয়াছেন।

(৬৮৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارٍ أَرَأَيْتُمْ صَنِيعَكُمْ هٰذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلِيٍّ أَرَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ أَوْ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ أَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ وَأَرْبَعَةٌ". لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيهِمْ.

(৬৮৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... কায়স (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্মার (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আলী (রাযি.)-এর বিষয়টিতে তুমি যেই পন্থা অবলম্বন করিলে, ইহা কি তোমার রায় না এই সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কোন নির্দেশ দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব সাধারণকে যে কথা বলেন নাই, এমন কোন কথা তিনি আমাকে বলিয়া যান নাই। তবে হুযায়ফা (রাযি.) আমাকে বলিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবাদের মধ্যে বারজন মুনাফিক লোক আছে। ইহাদের আটজন জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। 'দুয়ালা' (এক প্রকার বড় ধরনের ফোঁড়া) আট ব্যক্তিকে খতম করিয়া দিবে। আসওয়াদ (রহ.) বলেন, অবশিষ্ট চার ব্যক্তি সম্বন্ধে শু'বা কি বলিয়াছেন, আমার তাহা মনে নাই।

(৬৮৯৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قُلْنَا لِعَمَّارٍ أَرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ أَرَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ أَوْ عَهْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ فِي أُمَّتِي". قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ. وَقَالَ غُنْدَرٌ أُرَاهُ قَالَ "فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ".

(৬৮৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবঙ মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... কায়স বিন উবাদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আম্মার (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদের এই লড়াই সম্পর্কে বলুন তো, তাহা কি আপনাদের নিজস্ব মতের ভিত্তিতে? তবে মত তো ভুলও হইতে পারে, ঠিকও হইতে পারে। অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে বিশেষভাবে আপনাদের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বসাধারণকে যেই নির্দেশ দেন নাই, এমন কিছু তিনি বিশেষভাবে আমাদেরকেও দেন নাই। তিনি বলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে বর্ণনাকারী শু'বা (রহ.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে বারজন মুনাফিক হইবে। তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং জান্নাতের ঘ্রাণও পাইবে না, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করিবে। তাহাদের মধ্যে আট জনের (ধ্বংসের) জন্য 'দুবায়লা' যথেষ্ট হইবে। 'দুবায়লা' হইল অগ্নিফোঁড়া, যাহা কাঁধের মধ্যে প্রকাশ পাইয়া বুক ভেদ করিয়া বাহির হইবে।

(৬৮৯৪) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ قَالَ كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ وَعَذَرَ ثَلاَثَةً قَالُوا مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ. وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَى فَقَالَ " إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلاَ يَسْبِقُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ ". فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

(৬৮৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ তুফায়ল (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকাবায় উপস্থিত এক জনেরও হুযায়ফা (রাযি.)-এর মধ্যে মানুষের মাঝে যেমন মনোমালিন্য হইয়া থাকে তেমন কিছু ছিল। সে তাহাকে প্রশ্ন করিল, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, বল, আকাবায় উপস্থিত লোকদের সংখ্যা কত ছিল? হুযায়ফা (রাযি.)কে লোকেরা বলিল, সে যেহেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাই আপনি বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আমাদের অবহিত করা হইয়াছে যে, তাহাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ। আর যদি তুমিও তাহাদের মধ্যে হইয়া থাক, তবে তাহাদের সংখ্যা হইবে পনের। আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, ইহাদের বারজন পার্থির জীবনে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন এবং যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াইবে সেইদিনও। বাকী তিনজন ওযর পেশ করিয়া বলিয়াছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহ্বানকারীর আওয়াজ আমরা শুনি নাই এবং কাওমের লোকদের প্রয়াসও আমাদের জানা ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তরময় ময়দানে ছিলেন। অতঃপর তিনি সেইখান হইতে আগাইয়া চলিলেন এবং বলিলেন, (আমাদের গন্তব্যস্থলের) পানি অতি সামান্য। কেহ আমার আগে সেইখানে যাইবে না। কিন্তু তিনি সেইখানে গিয়া দেখিলেন যে, কতিপয় লোক তাহার আগেই চলিয়া আসিয়াছে। সেইদিন তিনি তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত করিলেন।

(৬৮৯৫) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ". قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ ". فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ وَاللَّهِ لأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ. قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ.

(৬৮৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আনবারী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মুরার মাটিতে কে আরোহণ করিবে? যে আরোহণ করিবে, তাহার গুনাহ তদ্রূপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, যেমন বনী ইসলাঈলকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জাবির (রাযি.) বলেন, প্রথমে ঐ ঘাঁটিতে আরোহণ করিল আমাদের বনী খাযরাজের ঘোড়াগুলি। তারপর লোকেরা পিছনে আসিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, লাল উষ্ট্রের মালিক ব্যতীত। তখন আমরা ঐ লোকটির নিকট গিয়া বলিলাম, আস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। সে বলিল, আমি যদি আমার হারানো উটটি পাইয়া যাই তবে অবশ্যই আমার জন্য তোমাদের সঙ্গীর দু'আর থেকে শ্রেয়। জাবির (রাযি.) বলেন, এই লোকটি তাহার হারানো উষ্ট্রি তালাশে ছিল।

(৬৮৯৬) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ يَصْعَدُ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ أَوِ الْمَرَارِ". بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَإِذَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ جَاءَ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ.

(৬৮৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিসী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, মুরার ঘাঁটিতে কে আরোহণ করিবে? পরবর্তী অংশ মু'আযের হাদীছের অনুরূপ। তবে ইহাতে অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, তখন তিনি এক বেদুঈনকে দেখিলেন, সে তাহার হারানো উট সন্ধান করিয়া আসিতেছি।

(৬৮৯৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَرَفَعُوهُ قَالُوا هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ فَأُعْجِبُوا بِهِ فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللَّهُ عُنُقَهُ فِيهِمْ فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا.

(৬৮৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নাজ্জারের এক ব্যক্তি আমাদের মাঝে ছিল। সে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে-ইমরান পড়িয়া ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লেখার দায়িত্ব পালন করিত। পরে পালাইয়া সে কিতাবীদের সাথে ভীড়িয়া যায়। রাবী বলেন, তাহারা তাহাকে খুব সম্মান করিল এবং বলিল, এই লোকটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাতিব ছিল। ইহাতে তাহারা খুবই আনন্দিত হইল। তারপর বিলম্ব হয় নাই, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্যেই তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। এরপর তাহারা তাহার জন্য গর্ত করিয়া তাহাকে গাড়িয়া দিল। সকালে দেখা গেল যে, যমীন তাহার লাশ উপরে ফেলিয়া দিয়াছে। এরপর আবার তাহারা গর্ত করিয়া তাহাকে পুঁতে দিল। সকালে এইবার দেখা গেল যে, যমীন তাহার লাশ মাটির উপর ফেলিয়া দিয়াছে। তারপর আবার তাহারা তাহার জন্য গর্ত করিয়া তাহাকে তাহাতে গাড়িয়া রাখিল। সকালে দেখা গেল, এবারও যমীন তাহার লাশ মাটির উপর ফেলিয়া দিয়াছে। কাজেই তাহারা তাহাকে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছাড়িয়া দিল।

(৬৮৯৮) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ". فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ.

(৬৮৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিলে এমনভাবে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় যে, মনে হইতেছিল যেন আরোহীকে উড়াইয়া নিয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কোন মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে এই বাতাস প্রবাহিত হইয়াছে। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছিলেন, তখন দেখা গেল, এক বড় মুনাফিকের মৃত্যু হইয়াছে।

(৬৮৯৯) حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مَوْعُوكًا قَالَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَشَدَّ حَرًّا . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ " . لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِهِ .

(৬৮৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আব্বাস বিন আবদুল আযীম আনবারী (রহ.) তিনি ... আয়াস (রহ.) বলেন যে, আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে জ্বরে আক্রান্ত এক ব্যক্তির সেবা করিলাম। আমি আমার হাত তাহার শরীরে রাখিয়া বলিলাম, কসম! আজকের মত এমন তাপমাত্রা আমি আর কোন ব্যক্তির দেখি নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কিয়ামতের দিন ইহার হইতেও অধিক তাপমাত্রা সম্পন্ন ব্যক্তিটির সংবাদ আমি কি তোমাদেরকে দিব না? তাহারা ঐ সওয়ার ব্যক্তি যাহারা ঘাড় ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। এইকথা তিনি বলিলেন, সেই সময়কার তাঁহার সাথিদের মধ্য হইতে দুইজনের প্রতি লক্ষ্য করে।

(৬৯০০) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً " .

(৬৯০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুনাফিকের উপমা ঐ বকরীর ন্যায়, যাহা দুই পালের মাঝে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। একবার এই দিকে আবার সেই দিকে।

(৬৯০১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " تَكِرُّ فِي هَذِهِ مَرَّةً وَفِي هَذِهِ مَرَّةً " .

(৬৯০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে রহিয়াছে, একবার আসে আবার যায় ঐ পালে।

كِتَابُ صِفَاتِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অধ্যায় ঃ কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ

(৬৯০২) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ اقْرَءُوا} فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا{".

(৬৯০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামতের মাঠে হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তাহার ওযন মশার ডানার বরাবরও হইবে না। তোমরা পড়িয়া নাও "কিয়ামতের দিন আমি তাহাদের জন্য কোন ওযন স্থাপন করিব না।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে তাফসীর সূরা কাহফ-এর باب اولئك الذين كفروا بربهم ولقائه এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৬:১১০)

لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ (আল্লাহর কাছে তাহার ওযন মশার ডানার বরাবরও হইবে না)। অর্থাৎ তাহার কোন মান-মর্যাদা থাকিবে না অর্থ্যাৎ তাহার মন্দ আমলের কারণে তাহার কোন মর্যাদা থাকিবে না। নাউযুবিল্লাহ। -(তাকমিলা ৬:১১০)

(৬৯০৩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

(৬৯০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ইয়াহুদী আলিম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! অথবা (বলিল) হে আবুল কাসিম "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশকে এক আঙ্গুলে, যমীনকে এক আঙ্গুলে, পর্বত ও বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে; পানি ও মাটি এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে তুলিয়া ধরিবেন। তারপর এইগুলি দুলিয়া বলিবেন, আমিই বাদশাহ, আমিই অধিপতি।" পাদরীর কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময়ের সাথে তাহার সত্যায়ন স্বরূপ হাসিলেন। এরপর তিনি পাঠ করিলেন, "তাহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে নাই। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে তাঁহার ডান হাতের আয়ত্বে। পবিত্র ও মহান তিনি, তাহারা যাহাকে শরীক করে, তিনি তাহার উর্ধ্বে।"

(৬৯০৪) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ. وَقَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا لِمَا قَالَ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ". وَتَلاَ الآيَةَ.

(৬৯০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... মানসূর (রহ.) হইতে উক্ত সূত্রে বলিয়াছেন যে, জনৈক ইয়াহুদী আলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিল, পরবর্তী অংশ ফুযায়েলের হাদীছের অনুরূপ। 'এইগুলি দুলিয়া' কথাটির উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে ইহাও রহিয়াছে যে, তাহার কথায় আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাহার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এমনভাবে হাসিতে দেখিয়াছি যে, তাঁহার মাড়ির মুবারক দাঁত প্রকাশ পায়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তাহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে নাই' ... পূর্ণ আয়াত পাঠ করেন।

(৬৯০৫) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَالْخَلاَئِقَ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. قَالَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

(৬৯০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমর বিন হাফস বিন গিয়াছ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। কিতাবী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবুল কাসিম! আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী এক আঙ্গুলে, ভূমণ্ডল এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজি ও ভূমি এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি এক আঙ্গুলে তুলিয়া ধরিবেন। তারপর তিনি বলিবেন, আমিই বাদশাহ, আমিই অধিপতি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে হাসিতে দেখি যে, তাঁহার মাড়ির মুবারক দাঁতগুলি প্রকাশ পায়। এরপর বলিলেন, "তাহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে নাই।"

(৬৯০৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَالْخَلاَئِقَ عَلَى إِصْبَعٍ. وَلَكِنْ فِي حَدِيثِهِ وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ تَصْدِيقًا لَهُ تَعَجُّبًا لِمَا قَالَ.

(৬৯০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইসহাক বিন ইবরাহীম, আলী বিন খাশরাম ও উসমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.)-এর সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাদের সকলের বর্ণনায়ই রহিয়াছে যে, 'বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে এবং ভূমি এক আঙ্গুলে'। তবে জারীরের হাদীছে "সমস্ত সৃষ্টি এক আঙ্গুলে" কথাটি নাই। অবশ্য তাঁহার হাদীছে 'পর্বতমালা এক আঙ্গুলে' কথাটি রহিয়াছে। জারীর (রাযি.)-এর হাদীছে অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, তাহার কথায় আশ্চর্যান্বিত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে সমর্থন করেন।

(৬৯০৭) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَقْبِضُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ".

(৬৯০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত পৃথিবী তাঁহার হাতের মুষ্টিতে নিয়া নিবেন এবং আকাশ মন্ডলী তাঁহার ডান হাতে গুটাইয়া নিবেন। অতঃপর তিনি বলিবেন, আমিই বাদশাহ্। পৃথিবীর বাদশাহগণ কোথায়?

(৬৯০৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَطْوِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ".

(৬৯০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী গুটাইয়া নিবেন। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে ডান হস্তে ধরিয়া বলিবেন, আমিই বাদশাহ। কোথায় জবরদস্ত লোকেরা, কোথায় অহংকারীরা? এরপর তিনি বাম হাতে সমস্ত পৃথিবী গুটাইয়া নিবেন এবং বলিবেন, আমিই বাদশাহ। কোথায় জবরদস্ত লোকেরা, কোথায় অহংকারীরা?

(৬৯০৯) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ أَنَا اللَّهُ وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا أَنَا الْمَلِكُ" حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَىْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(৬৯০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম (রহ.) হইতে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)-এর দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও সমস্ত পৃথিবী তাঁহার হস্তদ্বয়ে তুলিয়া ধরিবেন এবং বলিবেন, আমিই আল্লাহ। এই সময় তিনি তাঁহার আঙ্গুলগুলি বন্ধ করিলেন ও খুলিলেন। (তারপর বলিবেন) আমিই বাদশাহ।' আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বলেন, এমনকি তখন আমি দেখিতে পাইতেছিলাম যে, মিম্বরের নিম্নাংশের কিছু দুলিতেছিল। তখন আমি ভাবিতেছিলাম, হয়তো মিম্বরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়া পড়িয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا (এই সময় তিনি তাঁহার আঙ্গুলগুলি বন্ধ করিলেন ও খুলিলেন)। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিবার সময় লোকদেরকে এই মাখলূকাত আল্লাহর মুষ্টির আয়ত্বে থাকিবার বিষয়টি বুঝানোর জন্য স্বীয় আঙ্গুলগুলি বন্ধ করিলেন এবং খুলিলেন। -(তাকমিলা ৬:১১৪ সংক্ষিপ্ত)

(৬৯১০) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ "يَأْخُذُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ". ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ.

(৬৯১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর দেখিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন, মহা পরাক্রমশালী সত্তা আকাশ ও সমস্ত পৃথিবী স্বীয় হস্তদ্বয়ে তুলিয়া ধরিবেন। পরবর্তী অংশ ইয়াকুবের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَخَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ ঃ সৃষ্টির সূচনা এবং আদম (আ.)-এর সৃষ্টি

(৬৯১১) حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَقَالَ "خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ وَفِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ".

(৬৯১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরায়জ বিন ইউনুস ও হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিয়া ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেন। রোববার দিন তিনি ইহাতে পর্বত সৃষ্টি করেন। সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার দিন তিনি আপদ বিপদ সৃষ্টি করেন। বুধবার দিন তিনি নূর সৃষ্টি করেন। বৃহস্পতিবার দিন তিনি পৃথিবীতে পশু-পাখি ছড়াইয়া দেন এবং জুমু'আর দিন আসরের পর তিনি আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জুমু'আর দিনের সময় সমূহের শেষ মুহূর্তে সর্বশেষ মাখলূক আসর হইতে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৬৯১২) قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْبِسْطَامِيُّ وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ بِنْتِ حَفْصٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ حَجَّاجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(৬৯১২) ইবরাহীম বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বিস্তামী (রহ.) তিনি হইলেন হুসায়ন বিন ঈসা, সাহল বিন আম্মার (রহ.) তাঁহারা ... হাজ্জাজ (রহ.) হইতে এই হাদীছ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ فِي الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَصِفَةِ الأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুনরুত্থান, হাশর-নশর ও কিয়ামত দিবসে পৃথিবীর অবস্থা-এর বিবরণ

(৬৯১৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لأَحَدٍ".

(৬৯১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির ন্যায় (গোল) লালচে সাদা যমীনের উপরে লোকদের একত্রিত করা হইবে। সেইখানে কারো কোন বিশেষ নিদর্শন বিদ্যমান থাকিবে না।

(৬৯১৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ "عَلَى الصِّرَاطِ".

(৬৯১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর বাণী "যে দিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইয়া যাইবে এবং আকাশ মণ্ডলীও"– সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তবে সেই দিন লোকেরা কোথায় থাকিবে? তিনি বলিলেন, সিরাতের উপর।

بَابُ نُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বেহেশ্‌তবাসীগণের মেহমানদারী-এর বিবরণ

(৬৯১৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَكْفَؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلاً لأَهْلِ الْجَنَّةِ". قَالَ فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ "بَلَى". قَالَ تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ "بَلَى". قَالَ إِدَامُهُمْ بَالاَمُ وَنُونٌ. قَالُوا وَمَا هٰذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا.

(৬৯১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শু'আয়ব লায়স (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সমস্ত পৃথিবী কিয়ামতের দিন একটি রুটির ন্যায় হইয়া যাইবে। আল্লাহ সেইটি নিজ হাতে ওলট-পালট করিবেন, যেমন তোমাদের মধ্যে কেহ সফরের সময় নিজ রুটি ওলট-পালট করে। ইহা দিয়া হইবে জান্নাতবাসীর জন্য মেহমানদারী। এই সময় এক ইয়াহুদী ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আবুল কাসিম! রহমান আপনার প্রতি বরকত দান করুন। কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের মেহমানদারী সম্পর্কে আপনাকে জানাইব কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। ইয়াহুদী বলিল, 'এই পৃথিবীটি একটি রুটিতে পরিণত হইয়া যাইবে,' যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকাইয়া এমনভাবে হাসিয়া দিলেন যে, তাঁহার মাড়ির মুবারক দাঁত প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইয়াহুদী বলিল, তাহাদের তরকারী কি হইবে তাহা কি আপনাকে বলিব? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। সে বলিল, তাহাদের তরকারী হইবে লাম এবং নূন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কি? সে বলিল, ষাঁড় এবং মাছ– যাহাদের কলিজার অতিরিক্ত অংশ হইতে সত্তর হাজার লোক খাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِدَامُهُمْ بَالَامُ وَنُونٌ (তাহাদের তরকারী হইবে লাম এবং নূন)। النون হইল الحوت (মাছ) আর بالام (লাম)-এর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। সহীহ অর্থ যাহা মুহাক্কিকীন গ্রহণ করিয়াছেন যে, এই শব্দটি ইবরানী, ইহার অর্থ ثور (ষাঁড়, বলদ) ইয়াহুদী নিজের ভাষার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আরবী হইলে সাহাবাগণ বুঝিতে সক্ষম হইতেন, জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হইত না। -(তাকমিলা ৬:১২০)

(৬৯১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم "لَوْ تَابَعَنِى عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِىٌّ إِلَّا أَسْلَمَ".

(৬৯১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল হারিসী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দশজন ইয়াহুদী যদি আমার অনুসরণ করিত তবে এই ভূ-পৃষ্ঠে কোন ইয়াহুদী মুসলমান হওয়া ব্যতীত অবশিষ্ট থাকিত না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْ تَابَعَنِى عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ (দশজন ইয়াহুদী যদি আমার অনুসরণ করিত)। এই স্থানে দশজন দ্বারা বিশেষ দশজন মর্ম (যাহারা ইয়াহুদীদের সর্দার ছিল) অন্যথায় দশজনের অধিক ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৬:১২১)

بَابُ سُؤَالِ الْيَهُودِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّوحِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ الآيَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়াহুদীদের রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও আল্লাহর বাণী 'তাহারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে-এর বিবরণ

(৬৯১৭) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالُوا مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَىْءٍ تَكْرَهُونَهُ. فَقَالُوا سَلُوهُ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَسَأَلَهُ عَنِ الرُّوحِ قَالَ فَأَسْكَتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَقُمْتُ مَكَانِى فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْىُ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(৬৯১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমর বিন হাফস বিন গিয়াছ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এক শস্যক্ষেত্রে চলিতেছিলাম। সেই সময় তিনি একটি খেজুর শাখার ছড়ির উপর ভর দিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি কয়েকজন ইয়াহুদীর পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন। তখন তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, রুহ সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহাদের কেহ কেহ বলিল, কি সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে যে, তোমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? তোমাদের যেন এমন কথার সম্মুখীন না হইতে হয়, যাহা তোমরা পছন্দ কর

না। ইহার পরও তাহারা বলিল, তাহাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা কর। অবশেষে তাহাদের কেহ উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব রহিলেন। তাহার কোন জবাব দিলেন না। আমি বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইতেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিজের স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর ওহী নাযিল শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "তোমাকে তাহারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত এবং তোমাদের যেই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ؟ (কি সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে তোমাদের যে ...)। رابه হইল اذا علم منه الريب (যখন তাহার হইতে সন্দেহ জানা হয়)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে ইহাতে তোমাদের কি সন্দেহ রহিয়াছে যে, এমন কি তোমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হইয়াছে। -(তাকমিলা ৬:১২১)

(৬৯১৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ. بِنَحْوِ حَدِيثِ حَفْصٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَمَا أُوتُوا. مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ خَشْرَمٍ.

(৬৯১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ, ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী এবং আলী বিন খাশরাম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মদীনার একটি ক্ষেতে হাটিতেছিলাম। এরপর তিনি হাফসের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ওয়াকী-এর হাদীছে আছে وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (আর তোমাদের যেই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি সামান্য)। আর খাশরামের সূত্রে বর্ণিত ঈসার হাদীছে রহিয়াছে وَمَا أُوتُوا।

(৬৯১৯) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَرْوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي نَخْلٍ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ عَنِ الأَعْمَشِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً.

(৬৯১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক খেজুর বাগানে খর্জুর ডালের লাঠির উপর ভর দিয়া চলিতেছিলেন। তারপর তিনি আ'মাশ হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহার বর্ণনার মধ্যে রহিয়াছে وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (আর তোমাদের যেই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি সামান্য)।

(৬৯২০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لَنْ أَقْضِيَكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي لَنْ أَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ

بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ. قَالَ وَكِيعٌ كَذَا قَالَ الأَعْمَشُ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا إِلَى قَوْلِهِ {وَيَأْتِينَا فَرْدًا}

(৬৯২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... খাব্বাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আস বিন ওয়ায়েলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। ইহার তাগাদায় আমি তাহার নিকট গেলাম। সে বলিল, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করিবে ততক্ষণ তোমার পাওনা দিব না। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, আমি কখনো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করিব না, তুমি মরিয়া গিয়া পুনরায় জীবিত হইয়া আসিলেও। সে বলিল, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিব? তাহা হইলে তখনই আমি আমার মাল এবং সন্তানাদি লাভ করিয়া তোমার পাওনা পরিশোধ করিব। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়, "আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাকে যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবে। .... এবং সে আমার নিকট আসিবে একাকী।"

(৬৯২১) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ عَمَلاً فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ.

(৬৯২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব, ইবন নুমায়র, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন উমার, ... আ'মাশ (রহ.)-এর সূত্রে এই সনদে ওয়াকী'র হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে জারীরের হাদীছের মধ্যে আছে যে, খাব্বাব (রাযি.) বলেন, জাহিলী যুগে আমি কর্মকার ছিলাম। তখন 'আস বিন ওয়ায়েলকে আমি একটি কাজ করে দিয়াছিলাম। তারপর আমি তাহা তাগাদা করার জন্য তাহার নিকট গেলাম।

بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ الآيَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী "আপনি তাহাদের মাঝে থাকা অবস্থায় কখনও আল্লাহ তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন না"-এর বিবরণ

(৬৯২২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَهْلٍ اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(৬৯২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আনবারী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ জাহল বলিল, "হে আল্লাহ! ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।" তখন নাযিল হইল, "আল্লাহ এমন নন যে, হে নবী! আপনি তাহাদের মধ্যে থাকিবেন অথচ তিনি তাহাদের শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অথচ তিনি তাহাদের শাস্তি দিবেন। এবং তাহাদের কি বা বলিবার আছে যে, আল্লাহ তাহাদের শাস্তি দিবেন না, অথচ তাহারা লোকদের মাসজিদুল হারাম হইতে নিবৃত্ত করে?" ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী "নিশ্চয় মানুষ সীমালংঘণকারী, সে কি নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে?"-এর বিবরণ

(৬৯২৩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ فَقِيلَ نَعَمْ. فَقَالَ وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ لأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ قَالَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكِصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا". قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا نَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ كَلَّا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى * إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى * أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ { أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى * كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ * كَلَّا لَا تُطِعْهُ زَادَ عُبَيْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ. وَزَادَ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ يَعْنِي قَوْمَهُ.

(৬৯২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা কায়সী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ জাহল বলিয়াছিল, মুহাম্মদ কি তাঁহার মুখমণ্ডল যমীনের উপর রাখিয়াছে? লোকেরা বলিল, হ্যাঁ রাখিয়াছে। তখন সে বলিল, আমি লাত এবং উয্যার কসম করিয়া বলিতেছি, আমি যদি তাহাকে এমন করিতে দেখি তবে অবশ্যই আমি তাহার ঘাঁড় পদদলিত করিব। অথবা তাহার মুখমণ্ডল আমি মাটিতে মেখে দিব। (নাউযুবিল্লাহ) অতঃপর একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ে মগ্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘাঁড়কে পদদলিত করার লক্ষ্যে তাঁহার নিকট আসিল। হঠাৎ করে লোকেরা দেখিতে পাইল যে, সে একা একা স্বীয় হস্তদ্বয়ের দ্বারা কোন কিছুকে প্রতিহত করা অবস্থায় পা পা করিয়া পিছনের দিকে সরিয়া আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার কি হইয়াছে? উত্তরে সে বলিল, আমি দেখিয়াছি যে, আমার এবং তাঁহার মাঝে আগুণের একটি প্রকান্ড খাদক, ভয়াবহ অবস্থা এবং কতগুলি ডানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে যদি আমার নিকটে আসিত, তবে ফিরিশতাগণ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুক্রা টুক্রা করিয়া ছিঁড়িয়া নিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, (বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীছের মধ্যে এই কথাটি আছে, না এই মর্মে তাহার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে, এই বিষয়টি আমার জানা নাই।) "কখনও ঠিক নয়, মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। আপনার পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত। আপনি কি তাহাকে দেখিয়াছেন, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে? আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি, যদি সে সৎপথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়, আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি, যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়া নেয়, তবে সে কি জানেনা যে, আল্লাহ দেখেন? সাবধান, সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাহাকে হেঁচড়াইয়া নিয়া

যাইব মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া, মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ। অতএব সে তাহার নাদিয়াহ অর্থাৎ তাহার সম্প্রদায়কে আহ্বান করুক।"

بَابُ الدُّخَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধুম্র প্রসঙ্গে-এর বিবরণ

(৬৯২৪) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ جُلُوسًا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ قَاصًّا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَجَلَسَ وَهُوَ غَضْبَانُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا فَقَالَ "اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ". قَالَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوعِ وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرَى كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللهَ لَهُمْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّكُمْ عَائِدُونَ}. قَالَ أَفَيُكْشَفُ عَذَابُ الآخِرَةِ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانِ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ.

(৬৯২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি মাসরূক (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)-এর নিকট বসা ছিলাম। এই সময় তিনি আমাদের মাঝে কাত হইয়া শুইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আবু আবদুর রহমান! কিনদা দ্বার প্রান্তে এক ওয়ায়িয বলিয়াছেন, কুরআনে বর্ণিত ধোঁয়ার ঘটনাটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে। তাহা প্রবাহিত হইয়া কাফিরদের শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দিবে এবং ইহাতে মু'মিনদের সর্দির মত অবস্থা হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি রাগান্বিত হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের কেহ কোন কথা জানিলে সে যেন তাহাই বলে। আর যে না জানে সে যেন বলে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। কেননা প্রকৃত জ্ঞানের কথা হইতেছে যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই সেই বিষয়ে বলিবে, আল্লাহই ভাল জানেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন, "বল, আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি মিথ্যা দাবীদারদের অন্তর্ভুক্ত নই।" প্রকৃত অবস্থা তো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের মধ্যে দীনবিমুখতা দেখিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ (আ.)-এর সময়ের মত দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর তাহাদের উপর চাপাইয়া দাও। অতঃপর তাহাদের উপর দুর্ভিক্ষ এমনভাবে আপতিত হইল যে, উহা সব কিছুকে শেষ করিয়া দিল। ফলে ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা চামড়া ও মৃত দেহ খাইতে শুরু করিল। এমনকি তাহাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকাইলে শুধু ধোঁয়ার ন্যায়ই দেখিতে পাইত। অতঃপর আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনি তো আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং

আত্মীয়তার হক আদায় করার নির্দেশ দিয়া আসিতেছেন, অথচ আপনার কাওম তো ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আপনি তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। (এই প্রসঙ্গে) আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছিলেন, "অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সেই দিনের, যেইদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হইবে আকাশ এবং উহা আবৃত করিয়া ফেলিবে মানব জাতিকে। ইহাই হইবে মর্মন্তুদ শাস্তি। ..... তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।" পর্যন্ত। আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আখিরাতের আযাব কি লাঘব করা হইবে? (আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন), "যেইদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করিব, সেই দিন আমি অবশ্যই তোমাদের কাছ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।" 'বাতশার' দ্বারা বদরের যুদ্ধ উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ধোঁয়ার নিদর্শন, পাকড়াও, শাস্তি ও রোমের ঘটনা তো অতীত হইয়া গিয়াছে।

(৬৯২৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ رَجُلٌ فَقَالَ تَرَكْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلاً يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ يُفَسِّرُ هَذِهِ الآيَةَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ قَالَ يَأْتِي النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُخَانٌ فَيَأْخُذُ بِأَنْفَاسِهِمْ حَتَّى يَأْخُذَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ اللهُ أَعْلَمُ. إِنَّمَا كَانَ هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَحَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرِ اللهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَقَالَ "لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ". قَالَ فَدَعَا اللهَ لَهُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} قَالَ فَمُطِرُوا فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ قَالَ عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ.

(৬৯২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, উছমান বিন আবূ শায়বা, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... মাসরূক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি মসজিদে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া আসিয়াছি, সে কুরআনের মনগড়া তাফসীর করিতেছে। সে يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন ধোঁয়া আসিয়া লোকদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, তাহাদের শ্বাসরোধ করিয়া ফেলিবে, এমনকি ইহাতে লোকদের সর্দির মত অবস্থা হইয়া যাইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আবদুল্লাহ (রাযি.) বলিলেন, যেই ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে সে তাহা বর্ণনা করিবে। আর যে না জানে তাহার বলা উচিত, আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ, অজানা বিষয় সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন, এই কথা বলাই মানুষের বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। কেননা, এই বিষয়টি তখনই সংঘটিত হইয়াছিল, যখন কুরায়শরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাফরমানী করিয়াছিল। তখন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন যেন ইউসুফ (আ.)-এর সময়ের সাত বছরের মত দুর্ভিক্ষ তাহাদের উপর আপতিত হয়। তারপর তাহাদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হইল যে, কেহ আসমানের দিকে তাকালে সে ধোঁয়ার মত দেখিত, এমনকি তাহারা

হাড্ডি খাওয়া শুরু করিল। তখন এক ব্যক্তি আসিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তাহারা হয়তো ধ্বংস হইয়া গেল। তিনি মুযার গোত্রের লোকটিকে বলিলেন, তুমি তো বড় সাহসী। রাবী বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, "আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য লাঘব করিতেছি। তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায়ই ফিরিয়া যাইবে।" বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদের উপর খুব বৃষ্টি হইল। অতঃপর তাহাদের যখন স্বচ্ছলতা ফিরিয়া আসিল তখন তাহারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, "অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সেদিনের, যেই দিন ধূম্রাচ্ছন্ন হইবে আকাশ এবং উহা আবৃত করে ফেলিবে মানব জাতিকে। এই হইবে মর্মান্তুদ শাস্তি। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য লাঘব করিব, তোমরা তো পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে। যেইদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করিব, সেই দিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই।" বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ বদরের দিন।

(৬৯২৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَاللِّزَامُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ.

(৬৯২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় অতীত হইয়া গিয়াছে : ধোঁয়া, শাস্তি রোম-এর পরাজয়, পাকড়াও এবং চন্দ্রের নিদর্শন।

(৬৯২৭) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৬৯২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৬৯২৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ﴾ قَالَ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ أَوِ الدُّخَانُ. شُعْبَةُ الشَّاكُّ فِى الْبَطْشَةِ أَوِ الدُّخَانِ.

(৬৯২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না, মুহাম্মদ বিন বাশ্শার ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... উবাই বিন কা'ব (রাযি.) বলিয়াছেন, আল্লাহর বাণী "গুরু শাস্তির পূর্বে তাহাদের আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব" ইহার উদ্দেশ্য হইল পার্থিব বালা-মুসীবত, রোমের পরাজয়, পাকড়াও অথবা ধোঁয়া। পাকড়াও না ধোঁয়া এই বিষয়ে শু'বা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার বিবরণ

(৬৯২৯) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِقَّتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اشْهَدُوا".

(৬৯২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

(৬৯৩০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اشْهَدُوا".

(৬৯৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ইসহাক বিন ইবরাহীম, উমর বিন হাফ্স বিন গিয়াছ ও মিনজাব বিন তামিমী (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনায় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। এক খণ্ড পাহাড়ের এই পাশে পড়ল এবং অপর খণ্ড পড়িল পাহাড়ের সেই পাশে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

(৬৯৩১) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِلْقَتَيْنِ فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ اشْهَدْ".

(৬৯৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আনবারী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এর এক খণ্ড পাহাড় ঢাকিয়া ফেলিল এবং অপর এক খণ্ড পাহাড়ের উপর গিয়া পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।

(৬৯৩২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ.

(৬৯৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৯৩৩) وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فَقَالَ "اشْهَدُوا اشْهَدُوا".

(৬৯৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন বিশর বিন খালিদ ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রাযি.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইবন আবূ আদী (রহ.)-এর হাদীছের মধ্যে আছে যে, তারপর তিনি বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, তোমরা সাক্ষী থাক।

(৬৯৩৪) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ.

(৬৯৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসী লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাহাদের একটি নিদর্শন দেখানোর দাবী করিল। তিনি তাহাদের দুইবার চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন দেখাইলেন।

(৬৯৩৫) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ.

(৬৯৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে শায়বানের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৯৩৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬৯৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তবে আবূ দাউদ (রহ.)-এর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে।

(৬৯৩৭) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৬৯৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মূসা বিন কুরায়শ তামিমী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে।

بَابُ لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলা হইতে অধিক ধৈর্যশীল আর কোন সত্তা নেই-এর বিবরণ

(৬৯৩৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ".

(৬৯৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কষ্টদায়ক কোন কথা শ্রবণ করার পর আল্লাহ তা'আলা হইতে অধিক ধৈর্যশীল আর কোন সত্তা নেই। মানুষ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে এবং তাঁহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে ইহার পরও তিনি তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দেন। এবং তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেন।

(৬৯৩৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ إِلاَّ قَوْلَهُ "وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ". فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ.

(৬৯৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ (এবং তাঁহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে) কথাটি এই হাদীছের মধ্যে উল্লেখ নেই।

(৬৯৪০) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ".

(৬৯৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন কায়স (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কষ্টদায়ক কোন কথা শ্রবণ করার পর আল্লাহর তুলনায় অধিক ধৈর্যশীল আর কেহ নেই। কেননা, মানুষ আল্লাহর সাথে শরীক নির্ধারণ করে এবং তাঁহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, এতদসত্ত্বেও তিনি তাহাদের জীবনোপকরণ দান করেন, তাহাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাহাদেরকে প্রয়োজনীয় সবকিছু দান করেন।

بَابُ طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بِمِلْءِ الأَرْضِ ذَهَبًا

অনুচ্ছেদ ঃ কাফিরদের কাছে পৃথিবী ভরা স্বর্ণ মুক্তিপণ চাওয়া-এর বিবরণ

(৬৯৪১) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَلاَ أُدْخِلَكَ النَّارَ فَأَبَيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ".

(৬৯৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আনবারী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে যাহার শাস্তি সর্বাধিক লঘু হইবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, পৃথিবী এবং

পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে সবকিছু যদি তোমার হইয়া যায়, তবে কি তুমি এই সবকিছু মুক্তিপণ স্বরূপ দান করিয়া নিজেকে আযাব হইতে রক্ষা করিবে? সে বলিবে, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি বলিবেন, তুমি আদমের পৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় আমি তো তোমার নিকট ইহা হইতেও সহজ জিনিস কামনা করিয়াছিলাম। তাহা হইল, তুমি শিরক করিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলিয়াছেন, তাহা হইলে আমি তোমাকে জাহান্নামে দাখিল করিব না। কিন্তু তুমি তাহা না মানিয়া শিরকে লিপ্ত রহিয়াছ।

(৬৯৪২) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ إِلَّا قَوْلَهُ " وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ " . فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ .

(৬৯৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ কথাটি উল্লেখ নেই।

(৬৯৪৩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ " .

(৬৯৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন কাওয়ারিরী, ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হইবে, তুমি কি বল, যদি তুমি পৃথিবী ভর স্বর্ণের মালিক হও, তাহা হইলে মুক্তিপণ স্বরূপ উহা দান করিয়া তুমি কি নিজেকে আযাব হইতে রক্ষা করিবে? সে বলিবে, হ্যাঁ। তখন তাহাকে বলা হইবে, তোমার থেকে তো ইহা হইতে সহজ জিনিস চাওয়া হইয়াছিল।

(৬৯৪৪) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَيُقَالُ لَهُ كَذَبْتَ قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ " .

(৬৯৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ ও আমর বিন যুরারা (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে রহিয়াছে যে, তাহাকে বলা হইবে, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। তোমার নিকট তো ইহা হইতে সহজ বস্তু কাম্য ছিল।

بَابُ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে অধোমুখী করা-এর বিবরণ

(৬৯৪৫) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ "أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

(৬৯৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে অধোমুখী করিয়া কিভাবে উঠানো হইবে? তিনি বলিলেন, যিনি দুন্ইয়াতে উভয় পায়ের উপর ভর করিয়া চালাইয়াছেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন তাহাদেরকে মুখের উপর ভর করিয়া চালাইতে সক্ষম হইবেন না? এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমার পালনকর্তার ইয্যতের কসম! নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম হইবেন।

(৬৯৪৬) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ".

(৬৯৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, জাহান্নামের উপযোগী-দুন্ইয়ায় সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আনা হইবে। তারপর তাহাকে জাহান্নামের আগুনে একবার অবগাহন করাইয়া বলা হইবে, হে আদম সন্তান! দুন্ইয়াতে আরাম-আয়েশ কখনও তুমি দেখিয়াছ কি? কখনও তুমি স্বাচ্ছন্দ অবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াছ কি? সে বলিবে, আল্লাহর কসম! হে আমার পালনকর্তা! না, কখনও দেখি নাই। তারপর জান্নাতের উপযোগী দুন্ইয়ায় সর্বাধিক খারাপ অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিকে আনা হইবে। তারপর তাহাকে জান্নাতে একবার অবগাহন করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদম সন্তান! কখনও তুমি কষ্ট দেখিয়াছ কি, কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াছ কি? সে বলিবে, আল্লাহর কসম! হে আমার পালনকর্তা! কখনও আমি কষ্টের সাথে দিনাতিপাত করি নাই এবং দুঃখ কখনও দেখি নাই।

بَابُ جَزَاءِ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَتَعْجِيلِ حَسَنَاتِ الْكَافِرِ فِي الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ নেকীর প্রতিদান মু'মিনকে দুন্‌ইয়া ও আখিরাত উভয় জগতে প্রদান করা হয় এবং কাফিরের নেকীর প্রতিদান দুন্‌ইয়াতেই ত্বরান্বিত করা হয়-এর বিবরণ

(৬৯৪৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا".

(৬৯৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, একটি নেকীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা কোন মু'মিন বান্দার প্রতি যুলম করিবেন না; বরং তিনি এর বিনিময় দুন্‌ইয়াতে প্রদান করিবেন এবং আখিরাতেও প্রদান করিবেন। আর কাফির ব্যক্তি পার্থিব জগতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে নেক আমল করে এর বিনিময়ে তিনি তাহাকে জীবনোপকরণ প্রদান করেন। অবশেষে আখিরাতে প্রতিদান দেওয়ার মত তাহার নিকট কোন নেকীই থাকিবে না।

(৬৯৪৮) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ".

(৬৯৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আসিম বিন নযর তামিমী (রহ.) তিনি... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাফির যদি পৃথিবীতে কোন নেক আমল করে তবে ইহার বিনিময়ে পৃথিবীতেই তাহাকে জীবিকা প্রদান করা হইয়া থাকে। আর মু'মিনদের নেকী আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের সঞ্চয় হিসাবে রাখিয়া দেন এবং আনুগত্যের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে দুন্‌ইয়াতেও জীবনোপকরণ প্রদান করিয়া থাকেন।

(৬৯৪৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

(৬৯৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রাযী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَشَجَرِ الأَرْزِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনের উপমা শস্যক্ষেত্রের ন্যায় এবং মুনাফিক ও কাফিরের উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়-এর বিবরণ

(৬৯৫০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلاَءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ".

(৬৯৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করিলেন, মু'মিনের উপমা শস্যক্ষেত্রের ন্যায়। বাতাস সর্বদা উহাকে আন্দোলিত করে। অনুরূপভাবে মু'মিনের উপরও সর্বদা বিপদ-আপদ আসিতে থাকে। কিন্তু মুনাফিকের উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়। মূল কাটা যায়; কিন্তু উহা আন্দোলিত হয় না।

(৬৯৫১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَكَانَ قَوْلِهِ تُمِيلُهُ "تُفِيئُهُ".

(৬৯৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবদুর রায্যাকের হাদীছের মধ্যে تُمِيلُهُ এর স্থলে تُفِيئُهُ বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৬৯৫২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيحُ وَتَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لاَ يُفِيئُهَا شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً".

(৬৯৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... কা'ব বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, মু'মিনের উপমা নরম চারাগাছের ন্যায়। বাতাস উহাকে আন্দোলিত করিয়া কখনও উহাকে নুওয়াইয়া ফেলে আবার কখনও একেবারে সোজা করিয়া ফেলে। এমনিভাবে অবশেষে উহা শুকাইয়া যায়। আর কাফিরের উপমা হইতেছে স্বীয় কাণ্ডে দণ্ডায়মান দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়। কোন কিছুই উহাকে আন্দোলিত করিতে পারে না। কিন্তু ইহা একেবারেই মূলোৎপাটিত হইয়া যায়।

(৬৯৫৩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ الَّتِي لاَ يُصِيبُهَا شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً".

(৬৯৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... কা'ব বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, মু'মিন ব্যক্তির উপমা নরম চারাগাছের ন্যায়। বাতাস উহাকে আন্দোলিত করে। বাতাস কখনও উহাকে শুয়ে দেয়, আবার কখনও একেবারে সোজা দাঁড় করিয়া দেয়। এমনি করে তাহার মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হয়। আর মুনাফিকের উপমা দণ্ডায়মান দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়, কোন কিছুই উহাকে নত করিতে পারে না। ফলে উহাকে একেবারেই মূলোচ্ছেদ করিয়া দেয়।

(৬৯৫৪) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّ مَحْمُودًا قَالَ

فِي رِوَايَتِهِ عَنْ بِشْرٍ "وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ". وَأَمَّا ابْنُ حَاتِمٍ فَقَالَ "مَثَلُ الْمُنَافِقِ". كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ.

(৬৯৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও মাহমূদ বিন গায়লান (রহ.) তাঁহারা ... কা'ব বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মাহমূদের রিওয়ায়তে বিশরের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কাফিরের উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়। এবং ইবন হাতিম (রাযি.) যুহায়র (রাযি.)-এর মত مَثَلُ الْكَافِرِ এর পরিবর্তে مَثَلُ الْمُنَافِقِ অর্থাৎ মুনাফিকের উপমার কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬৯৫৫) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَقَالاَ جَمِيعًا فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ يَحْيَى "وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الأَرْزَةِ" .

(৬৯৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার ও আবদুল্লাহ বিন হাশিম (রহ.) তাঁহারা ... কা'ব বিন মালিক (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহারা উভয়ই ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাফিরের উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়।

بَابُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনের উপমা খেজুর বৃক্ষের ন্যায়-এর বিবরণ

(৬৯৫৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ" . فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي . قَالَ عَبْدُ اللهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَقَالَ "هِيَ النَّخْلَةُ" . قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ قَالَ لأَنْ تَكُونَ قُلْتَ هِيَ النَّخْلَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

(৬৯৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ, যাহার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তাহা হইল মু'মিনের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বলিতে পার, সেইটা কোন গাছ? অতঃপর লোকজনের খিয়াল জঙ্গলের গাছ পালার দিকে গেল। আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আমার মনে হইতে লাগিল যে, তাহা হইল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করিলাম। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনিই আমাদেরকে তাহা বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, উহা হইল খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যাহা আসিয়াছিল তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি যদি তখন তাহা বলিয়া দিতে যে, উহা হইল খেজুর গাছ, তবে আমি অমুক অমুক জিনিস লাভ করার চাইতেও বেশী খুশী হইতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هِيَ النَّخْلَةُ (উহা হইল খেজুর গাছ)। আল্লামা আইনী (রহ.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ২:১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, সাদৃশ্য বর্ণনার কারণ সম্পর্কে মতানৈক্য হইয়াছে। কেহ বলেন, ইহার মধ্যে অনেক উপকার। সর্বদা ছায়া দেয়, ফল মিষ্টি, সর্বদা পাওয়া যায়। ইহার ফল বাহির হওয়ার পর হইতে শুকানো পর্যন্ত আহারযোগ্য। শুকানোর পর সংরক্ষণ করা যায়। তাহা

ছাড়া ইহার লাকড়ি, পাতা এবং শাখা হইতে অনেক উপকার লাভ করা যায়। ইহার ডাল জ্বালানি কাঠ, লাঠি, বেষ্টনকারী, বন্ধ করা, রশি, পাত্র ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। -(তাকমিলা ৬:১৫৪ সংক্ষিপ্ত)

(৬৯৫৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا لأَصْحَابِهِ "أَخْبِرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ". فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَذْكُرُونَ شَجَرًا مِنْ شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأُلْقِيَ فِي نَفْسِي أَوْ رُوعِيَ أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا فَإِذَا أَسْنَانُ الْقَوْمِ فَأَهَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا سَكَتُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هِيَ النَّخْلَةُ".

(৬৯৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহ গুবারী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবীগণকে বলিলেন, এমন একটি গাছ আছে, যাহার দৃষ্টান্ত মু'মিনের ন্যায়, এই গাছটি কি গাছ, তোমরা কি আমাকে বলিতে পার? তখন লোকেরা জংগলের গাছসমূহ হইতে এক একটি গাছের কথা উল্লেখ করিল। ইবন উমর (রাযি.) বলেন, আমার মনে হইতে লাগিল, তাহা হইল খেজুর গাছ। তখন আমি বলার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু তথায় যেহেতু সমাজের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণও ছিলেন, তাই আমি কথা বলিতে ভয় পাইতেছিলাম। লোকজন চুপ হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, উহা হইল খেজুর গাছ।

(৬৯৫৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ. فَذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا.

(৬৯৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন আবূ উমার (রহ.) তাঁহারা ... মুজাহিদ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় ইবন উমর (রাযি.)-এর সহিত ছিলাম। একটি হাদীছ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কোন হাদীছ বর্ণনা করিতে তাঁহাকে আমি শ্রবণ করি নাই। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাহার নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হইল। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছ দুইটির ন্যায় এই হাদীছটি বর্ণনা করিলেন।

(৬৯৫৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُمَّارٍ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(৬৯৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... মুজাহিদ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হইল। অতঃপর তিনি পূর্বোক্তদের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৯৬০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ شِبْهِ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لاَ يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا". قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَعَلَّ مُسْلِمًا قَالَ وَتُؤْتِي أُكُلَهَا. وَكَذَا وَجَدْتُ عِنْدَ غَيْرِي أَيْضًا وَلاَ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ

فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لاَ يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

(৬৯৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম। এই সময় তিনি বলিলেন, এমন একটি গাছ আছে যাহা মুসলমান ব্যক্তির অনুরূপ, যাহার পাতা কখনও ঝরে পড়ে না, গাছটি কি গাছ তোমরা কি আমাকে বলিতে পার? ইবরাহীম বিন সুফিয়ান (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলিয়াছেন, وَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ যাহা প্রত্যেক মওসূমে ফল দান করে। তবে আমি ব্যতীত অন্যান্যদের বর্ণনায়ও আমি পাইয়াছি وَلاَ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ অর্থাৎ لاَ ব্যতীত। ইবন উমর (রাযি.) বলেন, আমার মনে হইতে লাগিল, তাহা হইল খেজুর গাছ। কিন্তু তখন আমি দেখিলাম যে, আবূ বকর ও উমর (রাযি.) কিছুই বলিতেছেন না। তাই কোন কথা বা কিছু বলা আমি পছন্দ করিলাম না। কিন্তু উমর (রাযি.) এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি তুমি বলিয়া দিতে তবে অমুক অমুক জিনিস লাভ করা হইতেও আমি অধিক খুশী হইতাম।

بَابُ تَحْرِيشِ الشَّيْطَانِ وَبَعْثِهِ سَرَايَاهُ لِفِتْنَةِ النَّاسِ وَأَنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَرِينًا

অনুচ্ছেদ ঃ শয়তানের উসকাইয়া দেওয়া, মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শয়তান কর্তৃক সেনাদল প্রেরণ করা এবং প্রতিটি মানুষের সাথে একজন সঙ্গী রহিয়াছে-এর বিবরণ

(৬৯৬১) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ".

(৬৯৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, আরব ভূখণ্ডে মুসল্লীগণ শয়তানের উপাসনা করিবে, এই বিষয়ে শয়তান নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহাদের একজনকে অন্যের বিরুদ্ধে উসকাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয় নাই।

(৬৯৬২) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৬৯৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রাযি.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৯৬৩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً".

(৬৯৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই ইবলীসের আরশ সমুদ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে লোকদেরকে ফিতনায় লিপ্ত করার জন্য তার বাহিনী প্রেরণ করে। শয়তানের নিকট সর্বাধিক বড় সে-ই, যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী।

(৬৯৬৪) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ". قَالَ الأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ "فَيَلْتَزِمُهُ".

(৬৯৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবলীস পানির উপর তাহার আরশ স্থাপন করতঃ তাহার বাহিনী প্রেরণ করে। তাহাদের মধ্যে তাহার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত সে-ই যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাহাদের একজন আসিয়া বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করিয়াছি। সে বলে, তুমি কিছুই কর নাই। অতঃপর অন্যজন আসিয়া বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করিয়াছি। এমনকি তাহার হইতে তাহার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছি। অতঃপর শয়তান তাহাকে তাহার নিকটবর্তী করিয়া নেয় এবং বলে হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করিয়াছ। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলিয়াছেন, অতঃপর শয়তান তাহাকে তাহার বুকের সহিত জড়াইয়া নেয়।

(৬৯৬৫) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "يَبْعَثُ الشَّيْطَانُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً".

(৬৯৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তান তাহার সৈন্য বাহিনীকে প্রেরণ করতঃ লোকদেরকে ফিতনায় লিপ্ত করে। তাহাদের মধ্যে সে-ই তাহার নিকট সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী যে অধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী।

(৬৯৬৬) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ". قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ".

(৬৯৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই একটি শয়তান নির্ধারিত আছে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। কিন্তু তাহার মুকাবালায় আল্লাহ আমাকে সহযোগিতা করিয়াছেন। এখন আমি তাহার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ। এখন সে আমাকে ভাল কাজ ব্যতিরেকে কখনও অন্য কিছুর নির্দেশ দেয় না।

(৬৯৬৭) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِيَانِ ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ "وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ".

(৬৯৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না, ইবন বাশ্‌শার ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে জারীরের সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সুফিয়ান (রহ.)-এর হাদীছের মধ্যে আছে যে, প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি শয়তান সঙ্গী এবং একজন ফিরিশতা সঙ্গী নিয়োজিত রহিয়াছে।

(৬৯৬৮) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً. قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ "مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ". فَقُلْتُ وَمَا لِي لاَ يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ". قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَمَعِيَ شَيْطَانٌ قَالَ "نَعَمْ". قُلْتُ وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَالَ "نَعَمْ". قُلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ".

(৬৯৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট হইতে বাহির হইলেন। তিনি বলেন, ইহাতে আমার মনে কিছুটা ঈর্ষা জাগিল। অতঃপর তিনি আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে আয়িশা! তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি ঈর্ষা পোষণ করিতেছ? উত্তরে আমি বলিলাম, আমার মত মহিলা আপনার মত স্বামীর প্রতি কে ঈর্ষা করিবে না। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার শয়তান কি তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথেও কি শয়তান রহিয়াছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অতঃপর আমি বলিলাম, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান রহিয়াছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও কি রহিয়াছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার মুকাবালায় আমাকে সহযোগিতা করিয়াছেন। এখন তাহার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

بَابُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিই তাহার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যাইবে না; বরং জান্নাতে যাইবে আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে-এর বিবরণ

(৬৯৬৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ". قَالَ رَجُلٌ وَلاَ إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "وَلاَ إِيَّاىَ إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَلَكِنْ سَدِّدُوا".

(৬৯৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তির আমলই তাহাকে নাজাত দিতে পারিবে না। এই কথা শ্রবণ করিয়া জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করিয়া নেন। তোমরা অবশ্য মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবে।

(৬৯৭০) وَحَدَّثَنِيهِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ " . وَلَمْ يَذْكُرْ " وَلَكِنْ سَدِّدُوا " .

(৬৯৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইউনুস বিন আবদুল আ'লা আস সাদাফী (রহ.) তিনি ... বুকায়র বিন আশাজ্জ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে بِرَحْمَةٍ مِنْهُ এর সহিত وَفَضْلٍ শব্দটিও বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইহাতে وَلَكِنْ سَدِّدُوا কথাটি উল্লেখ নেই।

(৬৯৭১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ " . فَقِيلَ وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ " .

(৬৯৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যাহার আমল তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিতে পারে। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি নন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ আমিও নহে। তবে আল্লাহ যদি তাঁহার অনুগ্রহের দ্বারা আমাকে আবৃত করিয়া নেন।

(৬৯৭২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ " . قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ " . وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ عَلَى رَأْسِهِ " وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ " .

(৬৯৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যাহার আমল তাহাকে নাজাত দিতে পারে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি নন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁহার ক্ষমা ও রহমতের দ্বারা আবৃত করিয়া নেন। বর্ণনাকারী ইবন আউন (রহ.) স্বীয় হস্ত দ্বারা নিজ মাথার দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, আমিও না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করিয়া নেন।

(৬৯৭৩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ أَحَدٌ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ " . قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَدَارَكَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ " .

(৬৯৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন কোন ব্যক্তি নেই, যাহার আমল তাহাকে নাজাত দিতে পারে। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি নন? তিনি বলিলেন, আমিও নই। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁহার রহমত দ্বারা অভিষিক্ত করেন।

(৬৯৭৪) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ". قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ".

(৬৯৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কাহারও আমল তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিতে পারিবে না। সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি নন? তিনি বলিলেন, আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁহার অনুগ্রহ ও রহমত দ্বারা ঢাকিয়া নেন।

(৬৯৭৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْتَ قَالَ "وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ".

(৬৯৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং এর নিকটবর্তী তরীকা ইখতিয়ার কর। তোমরা জনিয়া রাখ, তোমাদের কেহ আমলের দ্বারা নাজাত লাভ করিতে পারিবে না। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনিও নন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমিও নই। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে আবৃত করিয়া নেন।

(৬৯৭৬) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

(৬৯৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৯৭৭) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا كَرِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

(৬৯৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আমাশ (রহ.)-এর সূত্রে ইবন নুমায়র (রহ.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৯৭৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَزَادَ "وَأَبْشِرُوا".

(৬৯৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে অতিরিক্ত রহিয়াছে وَأَبْشِرُوا অর্থাৎ তোমরা খোশ-খবরী গ্রহণ কর।

(৬৯৭৯) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلاَ يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلاَ أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ".

(৬৯৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তাহার আমল জান্নাতে দাখিল করিতে পারিবে না। এবং জাহান্নাম হইতে পানাহ্ দিতে পারিবে না। আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ্র রহমত শামিলে হাল থাকে।

(৬৯৮০) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ". قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ".

(৬৯৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, এর নিকটবর্তী পন্থা ধারণ কর এবং শুভ সংবাদ গ্রহণ কর, কাহারও আমলই তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইতে পারিবে না। সাহাবীগণ প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বলিলেন, আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁহার রহমত দ্বারা আবৃত করিয়া নেন। তোমরা জানিয়া রাখ, সার্বক্ষণিক আমলই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল, যদিও তাহা পরিমাণে কম হয় না কেন।

(৬৯৮১) وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ "وَأَبْشِرُوا".

(৬৯৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... মূসা বিন উকবা (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে তাহারা وَأَبْشِرُوا কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ إِكْثَارِ الأَعْمَالِ وَالاِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ অধিক আমল ও সকষ্ট ইবাদত-এর বিবরণ

(৬৯৮২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ أَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ "أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا".

(৬৯৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে সালাত আদায় করিয়াছেন যে, তাঁহার উভয় পদযুগল ফুলিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহাকে বলা হইল, আপনি এত কষ্ট করিতেছেন কেন? আপনার তো পূর্বাপর সমুদয় বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না?

(৬৯৮৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ قَالُوا قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ "أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا".

(৬৯৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে এমনভাবে কিয়াম করিতেন যে, ইহাতে তাঁহার পদযুগল ফুলিয়া যাইত। ইহা দেখিয়া সাহাবীগণ বলিলেন, আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সমুদয় বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না?

(৬৯৮৪) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلَاهُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ "يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا".

(৬৯৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মা'রূফ ও হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আদায় করিতেন তখন এমনভাবে কিয়াম করিতেন যে, ইহাতে তাঁহার উভয় পদযুগল ফাটিয়া যাইত। ইহা দেখিয়া আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এইরূপ করিতেছেন কেন? অথচ পূর্বাপর আপনার সমুদয় বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, হে আয়িশা! আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না?

بَابُ الاِقْتِصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ায-নসীহতের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা-এর বিবরণ

(৬৯৮৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللهِ نَنْتَظِرُهُ فَمَرَّ بِنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ فَقُلْنَا أَعْلِمْهُ بِمَكَانِنَا. فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَقَالَ إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

(৬৯৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... শাকীক (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর অপেক্ষায় আমরা তাঁহার (বাড়ীর) দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিলাম। এই সময় ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া নাখয়ী (রহ.) আমাদের নিকট দিয়া যাইতে লাগিলেন। আমরা তাহাকে বলিলাম, আপনি তাহাকে আমাদের অবস্থানের খবরটি দিন। তিনি ভিতরে তাঁহার নিকট গেলেন। অতঃপর বিলম্ব না করিয়া আবদুল্লাহ (রাযি.) আমাদের সামনে বাহির হইয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের অবস্থানের সংবাদ আমাকে পৌঁছানো হইয়াছে। তবে তোমাদের নিকট আসিতে এই জিনিসই আমাকে বারণ করিয়াছে যে, আমি যেন তোমাদেরকে উত্যক্ত না করিয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নির্দিষ্ট দিনে ওয়ায-নসীহত করিতেন, আমরা যাহাতে বিরক্ত না হই।

(৬৯৮৬) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَزَادَ مِنْجَابٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.

(৬৯৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মিনজাব বিন হারিছ তামীমী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবংইসহাক বিন ইবরাহীম ও আলী বিন খাশরাম (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৯৮৭) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ إِلاَّ كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

(৬৯৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ওয়ায়েলের পিতা শাকীক (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রাযি.) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিন আমাদেরকে নসীহত করিতেন। জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা আপনার হইতে হাদীছ শ্রবণ করিতে পছন্দ করি এবং আগ্রহ পোষণ করি। আমরা চাই, আপনি আমাদের নিকট প্রত্যহ হাদীছ বর্ণনা করেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, এই কাজ হইতে আমাকে যাহা বিরত রাখে তাহা হইল, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করা পছন্দ করি না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নির্দিষ্ট দিনে ওয়ায-নসীহত করিতেন, আমরা যাহাতে বিরক্ত না হই।

كِتَابُ صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَصِفَةُ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا

অধ্যায় ঃ জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামত ও জান্নাতবাসীগণের বিবরণ

(৬৯৮৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ".

(৬৯৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতকে বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে কষ্টকর বস্তু দ্বারা এবং জাহান্নামকে বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে লোভনীয় বস্তু দ্বারা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ (জান্নাতকে বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে কষ্টকর বস্তু দ্বারা)। حُفَّت শব্দটি ح বর্ণে পেশ ف বর্ণে তাশদীদসহ حف الشئ হইতে নিঃসৃত। যখন উহা দ্বারা বেষ্টন করা থাকে। আর الحفاف হইল কোন বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত যাহা সরানো ব্যতীত উহাতে পৌঁছা যায় না। কাজেই কষ্টকর মরুভূমি অতিক্রম ব্যতীত জান্নাতে পৌঁছা যায় না। এই স্থানে المكاره দ্বারা মর্ম হইল যাহা مكروه (অসুবিধা, কষ্ট, বিপদ)-এর বহুবচন। অর্থাৎ আ'মালে সালিহা যাহা কষ্ট-সাধনা দ্বারা অর্জিত হয় এবং শাহওয়াত হইতে সবর অবলম্বন দ্বারা লাভ হয়। -(তাকমিলা ৬:১৭১)

حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (জাহান্নামকে বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে লোভনীয় বস্তু দ্বারা)। অর্থাৎ নিষিদ্ধ শাহওয়াত। তাহা মদ, ব্যভিচার, বেগানা মহিলার দিকে দৃষ্টি, গীবত প্রভৃতি। -(তাকমিলা ৬:১৭২)

(৬৯৮৯) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৬৯৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬৯৯০) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ". مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

(৬৯৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশ'আরী ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রাখিয়াছি যাহা কখনও কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কান শুনে নাই এবং কোন অন্তঃকরণ কখনও কল্পনাও করে নাই। হুবহু এ কথাটি আল-কুরআনেও বিদ্যমান রহিয়াছে– "কেহ জানে না তাহাদের জন্য নয়ন প্রতিকর কী লুকায়িত রাখা হইয়াছে, তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।" (সূরা সাজদা ১৭)

(٦٩٩١) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ".

(৬৯৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু কখনও দেখে নাই, কোন কান কখনও শুনে নাই এবং কোন অন্তঃকরণ যাহা কখনও কল্পনাও করে নাই। এইসব নিয়ামত আমি সঞ্চিত রাখিয়া দিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যাহা জানাইয়াছেন তাহা রাখ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ (আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যাহা জানাইয়াছেন তাহা রাখ)। بَلْهَ শব্দটি اسم فعل হইয়া دع (রাখ, ছাড়িয়া দাও)-এর অর্থে ব্যবহৃত। ইহার অর্থ হইতেছে মহান আল্লাহ জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে যাহা জানাইছেন তাহা রাখ। কেননা, যাহা জানানো হয় নাই উহার তুলনা ইহা খুবই অল্প। -(তাকমিলা ৬:১৭৩)

(٦٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. ذُخْرًا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ". ثُمَّ قَرَأَ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

(৬৯৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস তৈরী করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু কখনও দেখে নাই, কোন কান কখনও শুনে নাই এবং যাহা কোন অন্তঃকরণ কখনও কল্পনাও করে নাই। এইগুলি আমি তোমাদের জন্য জমা করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। এইসব ছাড়া আল্লাহ তোমাদেরকে যাহা কিছু দেখাইয়াছেন ইহার কোনই মূল্য নেই। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন, "কেহই জানেনা তাহাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।" (সূরা সাজদা ১৭)

(٦٩٩٣) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ أَبَا حَازِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَدِيثِهِ " فِيهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ". ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

(৬৯৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মারূফ ও হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহ.) তাঁহারা ... সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বর্ণনাতীতভাবে জান্নাতের প্রশংসা করিয়া শেষ পর্যায়ে বলিলেন, ইহাতে এমন সব নিয়ামত রহিয়াছে যাহা কোন চক্ষু কখনও দেখে নাই, কোন কান কখনও শ্রবণ করে নাই এবং কোন অন্তঃকরণ কখনও কল্পনাও করে নাই। অতঃপর পাঠ

করিলেন– 'তাহারা শয্যা ত্যাগ করতঃ তাহাদের পালনকর্তাকে ডাকে, আশায় ও আশংকায় এবং তাহাদেরকে যে রিযক দান করিয়াছি তাহা হইতে তাহারা ব্যয় করে। কেহই জানেনা তাহাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।"

بَابُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যাহার ছায়ায় একজন আরোহী একশত বছর পর্যন্ত সফর করিতে পারিবে-এর বিবরণ

(৬৯৯৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ " .

(৬৯৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যাহার ছায়ায় একজন আরোহী একশত বছর পর্যন্ত সফর করিতে পারিবে।

(৬৯৯৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَزَادَ " لاَ يَقْطَعُهَا " .

(৬৯৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, ইহাতেও সে সফর শেষ করিতে পারিবে না।

(৬৯৯৬) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا " . قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا " .

(৬৯৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম হানযালী (রহ.) সাহল বিন সা'দ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ রহিয়াছে, যাহার ছায়ায় একজন আরোহী একশত বছর সফর করিয়াও তাহা শেষ করিতে পারিবে না। বর্ণনাকারী আবূ হাযিম (রহ.) বলেন, নু'মান বিন আবূ আয়্যাশ যুরাকীর নিকট এই হাদীছ আমি বর্ণনা করার পর তিনি বলিলেন, আমাকে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যাহা স্ফুর্তিবাজ দ্রুতগামী আরোহী একশত বছর পর্যন্ত সফর করিয়াও অতিক্রম করিতে পারিবে না।

بَابُ إِحْلاَلِ الرِّضْوَانِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلاَ يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসীগণের উপর (চিরস্থায়ী) সন্তুষ্টি নাযিল হওয়া এবং কখনো অসন্তুষ্ট না হওয়া

(৬৯৯৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَىُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا".

(৬৯৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন সাহম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহ.) তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতী লোকদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হে জান্নাতীগণ! তাহারা বলিবে, হে আমদের পালনকর্তা! আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত আছি। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর তিনি বলিবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তাহারা উত্তর দিবে, হে আমাদের পালনকর্তা! কেন আমরা সন্তুষ্ট হইব না? অথচ আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করিয়াছেন যাহা আপনার সৃষ্টি জগতের অন্য কাহাকেও দান করেন নাই। তিনি বলিবেন, আমি কি তোমাদেরকে ইহার হইতে উত্তম জিনিস দান করিব না? তাহারা বলিবে, হে আমাদের রব্ব! ইহার চাইতে উত্তম বস্তু আর কি হইতে পারে? অতঃপর আল্লাহ বলিবেন : আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করিব। ইহারপর তোমাদের উপর আমি আর কখনও অসন্তুষ্ট হইব না।

بَابُ تَرَائِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ الْغُرَفِ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ فِي السَّمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতীগণ আকাশের তারকারাজির ন্যায়ই বালাখানাসমূহ দেখিতে পাইবে-এর বিবরণ

(৬৯৯৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ". قَالَ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي الأُفُقِ الشَّرْقِيِّ أَوِ الْغَرْبِيِّ".

(৬৯৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতী লোকেরা জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানাসমূহ দেখিতে পাইবে, তোমরা যেমন আকাশের তারকারাজি দেখিয়া থাক। বর্ণনাকারী বলেন, নু'মান বিন আবূ আয়্যাশের নিকট এই হাদীছটি আমি বর্ণনা করার পর তিনি বলিলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, যেমনিভাবে তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তের তারকারাজি দেখিয়া থাক।

(৬৯৯৯) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ.

(৬৯৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ হাযিম (রহ.) হইতে এর সনদে ইয়াকুবের হাদীছে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭০০০) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ

فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنَ الأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ. قَالَ "بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ".

(৭০০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন ইয়াহইয়া বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতের বাসিন্দাগণ জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানাসমূহ উপর হইতে দেখিতে পাইবে। যেমন দূরবর্তী উজ্জ্বল তারকারাজি তোমরা আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তে দেখিতে পাও। কেননা, তাহাদের পরস্পরে মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান থাকিবে। এ কথা শ্রবণ করিয়া সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ স্তরসমূহ তো নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট। তাহাদের ব্যতীত অন্যরা তো এই স্তরে কখনও পৌঁছিতে পারিবে না। উত্তরে তিনি বলিলেন, কেন পারিবে না, নিশ্চয়ই পারিবে। যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ আমি তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, যে সমস্ত লোক আল্লাহতে ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছে, তাহারা সকলেই এই মর্যাদা সম্পন্ন স্তরসমূহে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে।

بَابُ فِيمَنْ يَوَدُّ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের বিনিময়ে দেখিতে ভালোবাসিবে-এর বিবরণ

(৭০০১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ".

(৭০০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমাকে অধিক মহব্বতকারী ঐ সমস্ত লোকেরা হবে, যাহারা আবির্ভূত হইবে আমার তিরোধানের পর, তাহারা কামনা করিবে, হায় যদি তাহাদের পরিবার-পরিজন এবং ধনৈশ্চর্যের বিনিময়েও আমাকে দেখিতে পাইত।

(৭০০২) حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً. فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً".

(৭০০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ উসমান সাঈদ বিন আবদুল জাব্বার আল-বাসরী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে একটি বাজার থাকিবে। প্রত্যেক জুমু'আয় জান্নাতী লোকেরা ইহাতে সমবেত হইবে। অতঃপর উত্তরের বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেইখানকার ধূলা-বালি তাহাদের মুখমণ্ডল ও কাপড় চোপড়ে গিয়া লাগিবে। ইহাতে তাহাদের সৌন্দর্য এবং গায়ের রং আরো বৃদ্ধি পাইবে। অতঃপর তাহারা নিজ পরিবারের নিকট ফিরিয়া আসিবে। আসিয়া দেখিবে, তাহাদের গায়ের রং এবং সৌন্দর্য বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরপর তাহাদের পরিবারের লোকেরা বলিবে, আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট হইতে যাইবার পর তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি

পাইয়াছে। উত্তরে তাহারাও বলিবে, আল্লাহর শপথ! তোমাদের গায়ের সৌন্দর্য আমাদের কাছ হইতে যাইবার পর বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

بَابُ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَصِفَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বপ্রথম যেই দলটি জান্নাতে প্রবেশ করিবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত তাহাদের চেহারা দীপ্তিমান হইবে এবং তাঁহাদের গুণাবলী ও স্ত্রীগণ-এর বিবরণ

(৭০০৩) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ إِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ أَمِ النِّسَاءُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوَلَمْ يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ".

(৭০০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ ও ইয়াকূব বিন ইবরাহীম আদদাওরাকী (রহ.) তাঁহারা ... মুহাম্মদ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা হয়ত গর্ব প্রকাশ করিয়া বলিল, অথবা আলোচনা করতঃ বলিল, জান্নাতে পুরুষ বেশী হইবে, না মহিলা? এই কথা শ্রবণ করিয়া আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন নাই, যে দলটি জান্নাতে প্রথম প্রবেশ করিবে তাহাদের চেহারা হইবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান। তাহাদের পর যাহারা জান্নাতে যাইবে তাহাদের চেহারা হইবে ঊর্দ্ধাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। তাহাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকিবে দুইজন স্ত্রী। গোশতের এইপাশ হইতে তাহাদের পায়ের গোছার মগজ দেখা যাইবে। জান্নাতের মধ্যে কেহ অবিবাহিত থাকিবে না।

(৭০০৪) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَيُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ فَسَأَلُوا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

(৭০০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইবন সীরীন (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কাহারা অধিক জান্নাতী হইবে, এ বিষয়ে পুরুষ ও মহিলাগণ বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হইল। অতঃপর তাহারা এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি ইবন উলায়্যার মত বলিলেন, আবূল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলিয়াছেন।

(৭০০৫) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ" ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ".

(৭০০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেই ব্যক্তি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (অন্য সনদে) কুতায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথমে যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান হইবে। তাহাদের পর যাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহাদের চেহারা আকাশের উদিত উজ্জ্বল তারকারাজির ন্যায় হইবে। তাহারা পেশাব-পায়খানা করিবে না, থু-থু ফেলিবে না এবং নাক ঝাড়িবে না। তাহাদের চিরুনি হইবে স্বর্ণের। তাহাদের শরীরের ঘাম হইতে মিশকের ঘ্রাণ আসিবে এবং তাহাদের আংটি হইবে অগুরু কাষ্ঠের তৈরী। তাহাদের স্ত্রী হইবে আয়তলোচনা হুর। তাহাদের চরিত্র হইবে একই ব্যক্তির চরিত্রের ন্যায়। আদি পিতা আদম (আ.)-এর আকৃতি হইবে তাহাদের আকৃতি। ষাট হাত লম্বা হইবে তাহাদের দেহ।

(৭০০৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ لاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَبْزُقُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا". قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ. وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ.

(৭০০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথমে আমার উম্মতের যেই দলটি জান্নাতে যাইবে তাহাদের চেহারা হইবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান। অতঃপর যাহারা জান্নাতে যাইবে তাহাদের চেহারা হইবে উর্ধাকাশে উদিত নক্ষত্ররাজির ন্যায়। অতঃপর যাহারা জান্নাতে যাইবে তাহাদের কয়েকটি স্তর হইবে। তাহারা পেশাব-পায়খানা করিবে না, নাক ঝাড়িবে না এবং থু-থু ফেলিবে না। তাহাদের চিরুনি হইবে স্বর্ণের এবং তাহাদের আংটিগুলো হইবে অগুরু কাষ্ঠের তৈরী। তাহাদের শরীরের ঘাম হইতে মিশকের ঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হইবে। তাহাদের চরিত্র একই ব্যক্তির চরিত্রের ন্যায় হইবে। তাহারা তাহাদের আদি পিতা আদম (আ.)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা হইবে। অতঃপর ইবন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব উভয়ই عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইবন আবূ শায়বা (রহ.) বলিয়াছেন, তাহাদের আকৃতি তাহাদের পিতা আদম (আ.)-এর আকৃতি হইবে।

بَابُ فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا وَتَسْبِيحِهِمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাত ও জান্নাতবাসীগণের বর্ণনা এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাহাদের তাসবীহ-এর বিবরণ

(৭০০৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأَلُوَّةِ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ

زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا".

(৭০০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে একটি হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই দলটি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান হইবে। তথায় তাহারা থু-থু ফেলিবে না, নাক ঝাড়িবে না এবং পায়খানাও করিবে না। তথায় তাহাদের বরতন এবং চিরুনিসমূহ স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত হইবে। তাহাদের আংটিগুলো হইবে অগুরু কাষ্ঠের নির্মিত। তাহাদের শরীরের ঘাম মিশকের ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত হইবে। তাহাদের প্রত্যেকেরই দুইজন করিয়া স্ত্রী থাকিবে। সৌন্দর্যের কারণে গোশতের উপর হইতে তাহাদের পায়ের গোছার মগজ দেখা যাইবে। তাহাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকিবে না এবং থাকিবে না কোন হিংসা বিদ্বেষ। তাহাদের হৃদয় একই হৃদয়ের ন্যায় হইবে। তাহারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করিবে।

(৭০০৮) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ". قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ "جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ".

(৭০০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতী লোকেরা জান্নাতে পানাহার করিবে। তবে থু-থু ফেলিবে না, পেশাব-পায়খানা করিবে না এবং নাকও ঝাড়িবে না। এই কথা শ্রবণ করিয়া সাহাবীগণ বলিলেন, তবে ভক্ষিত খানা যাইবে কোথায়? উত্তরে তিনি বলিলেন, এক ঢেকুরে শেষ হইয়া যাইবে। তাহাদের শরীরের ঘাম মিশকের ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত হইবে। তাসবীহ-তাহলীল করার যোগ্যতা তাহাদের অন্তকরণে ইলহাম করা হয় যেমন ইলহাম করা হয় তাহাদের মাঝে তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস।

(৭০০৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ "كَرَشْحِ الْمِسْكِ".

(৭০০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে كَرَشْحِ الْمِسْكِ (মিশকের ন্যায় সুঘ্রাণ যুক্ত) পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭০১০) وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ". قَالَ وَفِي حَدِيثِ حَجَّاجٍ "طَعَامُهُمْ ذَلِكَ".

(৭০১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল-হুলওয়ানী ও হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তাঁহারা ... জাবরি বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতী লোকেরা তথায় পানাহার করিবে। তবে তাহারা

তথায় পেশাব-পায়খানা করিবে না এবং নাকও ঝাড়িবে না। তাহাদের এই খাদ্য ঢেকুরের মাধ্যমে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তাহাদের শরীরের ঘাম মিশকের ন্যায় সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত করিবে। তাসবীহ-তাহলীলের যোগ্যতা তাহাদের অন্তকরণে ইলহাম করা হইবে যেমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস তাহাদের মাঝে ইলহাম করা হয়। তবে হাজ্জাজের হাদীছে অতিরিক্ত এই কথা বর্ণিত রহিয়াছে যে, طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ।

(৭০১১) وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ".

(৭০১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন ইয়াহইয়া আল উমুবী (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। তবে ইহাতে অতিরিক্ত এই কথা বর্ণিত রহিয়াছে যে, يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ (তাসবীহ-তাকবীর-এর যোগ্যতা তাহাদের অন্তকরণে ইলহাম করা হইবে যেমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস তাহাদের মাঝে ইলহাম করা হয়)।

بَابُ فِي دَوَامِ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতীগণের নিয়ামত চিরস্থয়ী। আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং তাহাদের সম্বোধন করে বলা হইবে, তোমরা যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে-এর বিবরণ

(৭০১২) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ".

(৭০১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে সে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং চিন্তামুক্ত থাকবে। তাহার কাপড় কখনও পুরাতন হইবে না এবং তাঁহার যৌবন কখনও শেষ হইবে না।

(৭০১৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الأَغَرَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا". فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

(৭০১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন আহ্বানকারী জান্নাতী লোকদেরকে আহ্বান করিয়া বলিবে, এইখানে সর্বদা তোমরা সুস্থ থাকিবে, আর কখনও অসুস্থ হইবে না। তোমরা যুবক থাকিবে, কখনও আর তোমরা বৃদ্ধ হইবে না। তোমরা সর্বদা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবে, কখনও আর তোমরা কষ্ট-ক্লেশে পতিত হইবে না। এই মর্মে মহা মহিম আল্লাহর বাণী : এবং তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, তোমরা যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে।

(৭০১৪) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي قُدَامَةَ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ مِيلاً لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا".

(৭০১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন কায়স (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে মু'মিনদের জন্য ভিতর শূন্য লুলু পাথরের একটি তাঁবু নির্মাণ করা হইবে। ইহার দৈর্ঘ হইবে ষাট মাইল। মু'মিনদের স্ত্রীগণও ইহাতে থাকিবে। তাহারা তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাফেরাও করিবে। তবে পরস্পর একে অন্যকে দেখিতে পাইবে না।

(৭০১৫) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ".

(৭০১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান আল মিসমাঈ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন কায়স (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতে মু'মিনদের জন্য ভিতর শূন্য লুলু পাথরের তাঁবু নির্মাণ করা হইবে। ইহার প্রস্থ হইবে ষাট মাইল। ইহার প্রত্যেক প্রান্তেই মানুষ থাকিবে। তাহারা পরস্পর একে অন্যের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাফেরা করিবে। কিন্তু একে অপরকে দেখিতে পাইবে না।

(৭০১৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ لِلْمُؤْمِنِ لاَ يَرَاهُمُ الآخَرُونَ".

(৭০১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মণি-মুক্তার তাঁবু হইবে। উর্ধাকাশের দিকে ইহার দৈর্ঘ্য হইবে ষাট মাইল। ইহার প্রত্যেক কোণে মু'মিনদের স্ত্রীগণ থাকিবে। তবে পরস্পর একে অপরকে দেখিতে পাইবে না।

(৭০১৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ".

(৭০১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সায়হান, জায়হান, ফুরাত ও নীল এইসব জান্নাতের নহর সমূহেরই অন্তর্ভুক্ত।

(৭০১৮) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ".

(৭০১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন কতিপয় লোক জান্নাতে যাইবে, যাহাদের হৃদয় পাখীর হৃদয়ের ন্যায়।

(৭০১৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ قَالَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الآنَ".

(৭০১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)কে তাহার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার দৈর্ঘ্য হইল ষাট হাত। সৃষ্টির পর তিনি তাহাকে বলিলেন, যাও, এই সমস্তদেরকে সালাম কর। তাহারা হইতেছে ফিরিশতাদের উপবিষ্ট একটি দল। সালামের জবাবে তাহারা কি বলে তাহা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কেননা, তোমার এবং তোমার আওলাদের অভিবাদন এই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি গেলেন ও বলিলেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। উত্তরে তাহারা বলিলেন, 'আস্‌সালামু আলাইকা ওয়ারাহমাতুল্লাহ'। তাঁহারা ওয়া রাহমাতুল্লাহ বাড়াইয়া বলিয়াছেন। এরপর তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে যাইবে সে আদম (আ.)-এর আকৃতিতে যাইবে। তাহার দৈর্ঘ্য হইবে ষাট হাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর হইতে সৃষ্টির দেহের পরিমাণ দিন দিন কমতে থাকে অদ্যাবধি পর্যন্ত।

بَابُ فِي شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَقَعْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ জাহান্নামের আগুনের প্রবল উত্তাপের এবং তলদেশ-এর বিবরণ

(৭০২০) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا".

(৭০২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমার বিন হাফস বিন গিয়াছ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জাহান্নামকে আনা হইবে। সেইদিন ইহার মধ্যে সত্তর হাজার লাগাম থাকিবে। প্রতিটি লাগামের সাথে থাকিবে সত্তর হাজার ফিরিশতা। তাহারা উহা টানিয়া নিয়া যাইবে।

(৭০২১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "نَارُكُمْ هٰذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ". قَالُوا وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا".

(৭০২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের এই অগ্নি যা আদম সন্তানগণ প্রজ্জ্বলিত করে তাহা জাহান্নামের অগ্নির তাপমাত্রার সত্তর ভাগের একভাগ। সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! এই আগুন কি যথেষ্ট ছিল না? তিনি বলিলেন, সেই আগুন তো এই আগুনের তুলনায় উনসত্তর গুণ বেশী তাপমাত্রা সম্পন্ন। এই উনসত্তরের প্রতিটি গুণ দুন্ইয়ার আগুনের সমমানের।

(৭০২২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا".

(৭০২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবুয্ যিনাদের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে হাম্মাম (রহ.) كُلُّهَا এর স্থলে كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا বলিয়াছেন।

(৭০২৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "تَدْرُونَ مَا هٰذَا". قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "هٰذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا".

(৭০২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বসাছিলাম। হঠাৎ 'ধপাস' করে একটি আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এ কিসের আওয়াজ, তোমরা কি জান? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, ইহা একটি পাথর যাহা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিপেক্ষ করা হয়েছিল। অতঃপর তাহা কেবল যেতেই ছিল। যেতে যেতে এখন উহা তাহার অতল তলে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

(৭০২৪) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "هٰذَا وَقَعَ فِي أَسْفَلِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا".

(৭০২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে অতিরিক্ত এই কথা বর্ণিত রহিয়াছে যে, এই পাথরটি এখন জাহান্নামের অতল তলে গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাই তোমরা 'ঠাস' করে আওয়াজ শ্রবণ করিতে পাইয়াছ।

(৭০২৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ".

(৭০২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সামুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, জাহান্নামীদের কাহাকে তো অগ্নি তার উভয় টাখনু পর্যন্ত গ্রাস করিয়া নিবে; আবার কাউকে তাহার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করিয়া নিবে এবং কাহাকে তার গর্দান পর্যন্ত গ্রাস করিয়া নিবে।

(৭০২৬) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ".

(৭০২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন যুরারা (রহ.) তিনি ... সামুরা বিন জুনদাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, অগ্নি জাহান্নামীদের কাহাকে তাহার উভয় টাখনু পর্যন্ত গ্রাস করিয়া নিবে, কাহাকে তাহার উভয় হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করিয়া নিবে, কাহাকে তাহার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করিয়া নিবে, আবার কাহাকে তাহার হাঁসুলী পর্যন্ত গ্রাস করিয়া নিবে।

(৭০২৭) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَجَعَلَ مَكَانَ حُجْزَتِهِ حَقْوَيْهِ.

(৭০২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... সাঈদ (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তবে ইহাতে حُجْزَتِهِ এর পরিবর্তে حَقْوَيْهِ শব্দটি বর্ণিত আছে।

بَابُ النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ দুর্দান্ত প্রতাপশালীরা জাহান্নামে এবং দুর্বলেরা যাবে জান্নাতে-এর বিবরণ

(৭০২৮) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَرُبَّمَا قَالَ أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِهَذِهِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا".

(৭০২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জাহান্নাম ও জান্নাত পরস্পর ঝগড়া করিল। অতঃপর জাহান্নাম বলিল, প্রতিপত্তি সম্পন্ন অহংকারী লোকেরা আমার মধ্যে প্রবেশ করিবে। জান্নাত বলিল, দুর্বল ও নিঃস্ব লোকেরা আমার মধ্যে প্রবেশ করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে বলিলেন, তুমি আমার আযাব, যাহাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা শাস্তি দিব। কোন কোন সময় তিনি বলিয়াছেন, যাহাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা আক্রান্ত করিব। এরপর তিনি জান্নাতকে বলিলেন, তুমি আমার রহমত, যাহাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা করুণা সিক্ত করিব। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকিবে ভরপুর খোরাক।

(৭০২৯) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ. فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ. فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ".

(৭০২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি‘ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, একদা জাহান্নাম ও জান্নাত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো। জাহান্নাম বলিল, অহংকারী এবং প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন লোকেরা আমার মাঝে প্রবেশ করিবে। জান্নাত বলিল, আমার কি হইল, মানুষের মাঝে যাহারা দুর্বল, নীচু স্তরের এবং অক্ষম, তাহারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করিবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলিলেন, তুমি আমার রহমত, আমার বান্দাদের যাহার প্রতি ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা করুণা বর্ষণ করিব। এরপর তিনি জাহান্নামকে বলিলেন, তুমি আমার আযাব, আমার বান্দাদের যাহাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা শাস্তি দিব। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে ভরপুর হিস্যা। এতদসত্ত্বেও জাহান্নাম পূর্ণ হইবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা ইহাতে স্বীয় (কুদরতী) পা মুবারক রাখিবেন। তখন জাহান্নাম বলিবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট। এই সময়ই জাহান্নাম পূর্ণ হইবে এবং জাহান্নামীদের উপর হুমড়ী খাইয়া গিয়া পড়িবে।

(৭০৩০) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ". وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ.

(৭০৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আউন হিলালী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদা জান্নাত ও জাহান্নাম তর্ক যুদ্ধে লিপ্ত হইল। অতঃপর ইবন সীরীন (রহ.) আবূয্ যিনাদের হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭০৩১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ قَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ تَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلاَ يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا".

(৭০৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি‘ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীছ হইতেছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর ঝগড়া করিয়াছে। জাহান্নাম বলিল, প্রতিপত্তিশালী ও

দম্ভকারীদের জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। জান্নাত বলিল, আমার কি হইল, আমাতে কেবল দুর্বল ও নগণ্য লোকেরাই প্রবেশ করিবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলিলেন, তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাহাকে চাই তাহার প্রতি আমি রহমত নাযিল করিব। আর তিনি জাহান্নামকে বলিলেন, তুমি আমার আযাব। তোমার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের যাহাকে ইচ্ছা আযাব দিব। বস্তুতঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে ভরপুর হিস্যা। কিন্তু জাহান্নাম কিছুতেই পূর্ণ হইবে না। অবশেষে তিনি স্বীয় (কুদরতী) পা মুবারক তাহাতে স্থাপন করিবেন। তখন জাহান্নাম বলিবে, ব্যস, ব্যস, ব্যস। তখনই কেবল জাহান্নাম পূর্ণ হইবে এবং ইহার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলিয়া গিয়া সংকুচিত হইয়া আসিবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কারো উপর যুলুম করিবেন না। আর জান্নাত পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা অন্য মাখলূক সৃষ্টি করিবেন।

(৭০৩২) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ". فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى قَوْلِهِ "وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا". وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ.

(৭০৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদা জান্নাত ও জাহান্নাম ঝগড়া করিল। অতঃপর তিনি আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا এর পরিবর্তে وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا (অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেককে ভরপুর হিস্যা প্রদান করা আমার দায়িত্ব) কথাটি বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহার পরবর্তী অতিরিক্ত অংশটুকু এইখানে বিবৃত হয়নি।

(৭০৩৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ. وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ".

(৭০৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জাহান্নাম সর্বদা বলিবে, আরও অধিক আছে কি? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যত আপন (কুদরতী) পা মুবারক তাহাতে স্থাপন করিবেন। তখন সে বলিবে, আপনার ইয্‌যতের কসম! ব্যস, ব্যস, ব্যস। তখন ইহার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলিয়া গিয়া সংকুচিত হইয়া আসিবে।

(৭০৩৪) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ.

(৭০৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শায়বানের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭০৩৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ فَأَخْبَرَنَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ. وَلاَ يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ".

(৭০৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রুয্যী (রহ.) মহান আল্লাহর বাণী يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ এর ব্যাখ্যায় আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অব্যাহতভাবে (জাহান্নামীদেরকে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তবুও জাহান্নাম বলিবে, আরো অধিক আছে কি? অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত ইহাতে আপন (কুদরতী) পা মুবারক স্থাপন করিবেন। তখন ইহার এক অংশ অপর অংশের সাথে মিলিয়া গিয়া সংকুচিত হইয়া আসিবে এবং বলিবে, তোমার ইয্যত ও অনুগ্রহের কসম! ব্যস, ব্যস। আর সর্বদা জান্নাতের মধ্যে স্থান খালি থাকিয়া যাইবে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ইহার জন্য অন্য মাখলূক পয়দা করিবেন এবং খালি স্থানে তাহাদেরকে স্থান দিবেন।

(৭০৩৬) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْقَى ثُمَّ يُنْشِئُ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ".

(৭০৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর যেই পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণ স্থান জান্নাতে খালি থাকিবে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছা মুতাবিক ইহার জন্য অন্য মাখলূক সৃষ্টি করিবেন।

(৭০৩৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْحَدِيثِ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ قَالَ وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالَ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ". قَالَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا.

(৭০৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হইবে একটি মোটাসোটা মেষের আকারে। আবূ কুরায়ব অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়া বলেন, অতঃপর তাহাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে দাঁড় করানো হইবে। এরপর উভয়ই অবশিষ্ট হাদীছ একই রকম বর্ণনা করিয়াছেন। তখন কেহ বলিবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা কি ইহাকে চিনো? এইকথা শ্রবণ করিয়া তাহারা মাথা উঠাইয়া দেখিবে এবং বলিবে, হ্যাঁ, ইহা তো মৃত্যু। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বলা হইবে, হে জাহান্নামীগণ! তোমরা কি ইহাকে চিনো? তখন তাহারা মাথা তুলিয়া দেখিবে এবং বলিবে, হ্যাঁ, ইহা তো মৃত্যু। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হইবে এবং উহাকে যবাহ করা হইবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বলা হইবে, হে জান্নাতীগণ! মৃত্যু নাই, তোমরা অনন্তকাল এইখানে থাকিবে। হে জাহান্নামীরা! মৃত্যু নাই, তোমরা অনন্তকাল এইখানেই থাকিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করিলেন, "তুমি তাহাদেরকে সতর্ক করিয়া দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। এখন তাহারা গাফিল এবং তাহারা বিশ্বাস করে না।" এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্ত দ্বারা দুন্‌ইয়ার প্রতি ইংগিত করিলেন।

(৭০৩৮) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ". ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ". وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا.

(৭০৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন জান্নাতী লোকদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হইবে এবং জাহান্নামী লোকদেরকে জাহান্নামে দাখিল করা হইবে, তখন বলা হইবে, হে জান্নাতবাসীগণ! অতঃপর জারীর (রহ.) আবূ মু'আবিয়া (রহ.)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم এর পরিবর্তে فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ইহাতে 'অতঃপর তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা দুন্ইয়ার দিকে ইংগিত করিয়াছেন' এ কথাটিও তিনি উল্লেখ করেন নাই।

(৭০৩৯) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ".

(৭০৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, হাসান বিন আলী-আল হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর তাহাদের মধ্যখানে জনৈক ঘোষণাকারী দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিবে, হে জান্নাতবাসীগণ! এখন মৃত্যু নাই, হে জাহান্নামীরা! এখন মৃত্যু নাই। অনন্তকাল তোমরা স্ব-স্ব স্থানেই থাকিবে।

(৭০৪০) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ. فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ".

(৭০৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আল-আইলী ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে, আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, তখন মৃত্যুকে আনা হইবে এবং তাহাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানে দাঁড় করাইয়া যবাহ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে জান্নাতীগণ! এখানে আর তোমাদের মৃত্যু নাই। অনুরূপভাবে জাহান্নামীদেরকেও বলা হইবে, হে জাহান্নামীরা! আর তোমাদের মৃত্যু নাই। ইহাতে জান্নাতীদের খুশীর সাথে আরো খুশী বর্ধিত হইবে এবং জাহান্নামীদের শোকের সাথে আরো শোক সংযোজিত হইবে।

(৭০৪১) حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ".

(৭০৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরায়জ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কাফিরদের দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য হইবে এবং তাহাদের চর্মের দুর্গন্ধ তিন দিনের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছিবে।

(৭০৪২) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ "مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ". وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَكِيعِيُّ "فِي النَّارِ".

(৭০৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব ও আহমাদ বিন উমর ওয়াকীঈ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নামে কাফিরদের উভয় কাঁধের মধ্যখানে দ্রুতগামী আরোহী ব্যক্তির তিন দিনের দূরত্বের পথ হইবে। তবে ওয়াকীঈ (রহ.) فِي النَّارِ কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৭০৪৩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ". قَالُوا بَلَى. قَالَ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ". ثُمَّ قَالَ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ". قَالُوا بَلَى. قَالَ "كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ".

(৭০৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মু'আয আনবারী (রহ.) তিনি ... হারিছা বিন ওয়াহ্ব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমি কি তোমাদেরকে কিছু সংখ্যক জান্নাতবাসীর পরিচয় জানাবো না? সাহাবীগণ বলিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, তাহারা হইবে দুর্বল এবং নম্র স্বভাবের লোক। যাহারা আল্লাহর নামে শপথ করিলে আল্লাহ তাহা পূরণ করেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি তোমাদেরকে কিছু সংখ্যক দোযখবাসীর পরিচয় জানাবো না? সাহাবীগণ বলিলেন, হ্যাঁ, জানাইবেন। তিনি বলিলেন, তাহারা হইবে অত্যাচারী, দাম্ভিক ও অহংকারী লোক।

(৭০৪৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "أَلَا أَدُلُّكُمْ".

(৭০৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... শু'বা (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদের বলিব না।

(৭০৪৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ".

(৭০৪১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... হারিছা বিন ওয়াহ্‌ব খুযাঈ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতী লোকদের পরিচয় আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না? তাহারা হইবে দুর্বল-নম্র স্বভাবের লোক। যাহারা আল্লাহর নামে শপথ করিলে আল্লাহ তাহা পূরণ করেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় জানাবো না? তাহারা হইবে দাম্ভিব, কুখ্যাত এবং অহংকারী লোক।

(৭০৪৬) حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لأَبَرَّهُ".

(৭০৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কতিপয় লোক এমন আছে, যাহারা ধুলায় ধুসরিত, দ্বার দ্বার হইতে বিতাড়িত। তাহারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহা পূরণ করেন।

(৭০৪৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَذَكَرَ الَّذِى عَقَرَهَا فَقَالَ "إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا انْبَعَثَ بِهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِى رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِى زَمْعَةَ". ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ "إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ". فِى رِوَايَةِ أَبِى بَكْرٍ "جَلْدَ الأَمَةِ". وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ "جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ". ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِى ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ "إِلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ".

(৭০৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন যাম'আ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দানকালে উষ্ট্রী সম্পর্কে এবং যেই ব্যক্তি ওটার পা কাটিয়াছিল তাহার সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, যখন ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য তাহাদের কাওমের সবচেয়ে দুর্ভাগা লোকটি উঠিয়াছিল, তখন এই কাজের জন্য উঠিয়াছিল ঐ কাওমের সবচাইতে শক্তিশালী, নিষ্ঠুর, বিদ্রোহী ও দুর্ভাগা লোকটি। সে ছিল, আবূ যাম'আর মত ব্যক্তি। এই খুতবায় তিনি মহিলাদের সম্পর্কেও আলোচনা করিলেন এবং তাহাদেরকে উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে তাহার স্ত্রীকে মারপিট করে। আবূ বকরের বর্ণনায় আছে, ক্রীতদাসীর মত মারপিট করে। আবূ কুরায়বের বর্ণনায় আছে, ক্রীতদাসের মত মারপিট করে। কিন্তু আবার ঐ দিন শেষে রাতের বেলা তাহার সাথে মিলিত হয়। তারপর তিনি বায়ূ নিঃসরণ করে হাসি দেওয়া সম্পর্কে ওয়ায করিলেন এবং বলিলেন, এমন কাজের ব্যাপারে তোমরা কেন হাসিবে যাহা নিজেও করিবে।

(৭০৪৮) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبَا بَنِى كَعْبٍ هٰؤُلَاءِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ".

(৭০৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বনী কা'বের বাপ আমর বিন লুহায় বিন কাম'আ বিন খিনদাফকে জাহান্নামের মধ্যে দেখেছি। পেট হইতে তাহার সব নাড়ী-ভুড়ি বাহির হইয়া পড়িতেছে, আর সে সেগুলিকে টানিয়া নিয়া হাঁটিতেছে।

(৭০৪৯) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ الْبَحِيرَةَ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَأَمَّا السَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلِهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَىْءٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السُّيُوبَ " .

(৭০৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... সাঈদ বিন মাসায়্যাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বাহীরা' বলা হয় এমন উষ্ট্রীকে, যাহা কোন দেবতার নামে মানত করিয়া স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহাকে আর কেহ দোহন করে না। 'সাইবা' বলা হয় এমন উটকে, যাহা কাফিররা তাহাদের দেবতার নামে ছড়িয়া দিত। এইভাবে ছড়িয়া দেওয়ার পর ইহার পিঠে কোন বোঝা বহন করা হইত না। ইবন মুসায়্যাব (রাযি.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমি জাহান্নামের মধ্যে আমর বিন আমির খুযাঈকে দেখিয়াছি, সে তাহার নাড়ী-ভুড়ি টানিয়া নিয়া হাঁটিতেছে। দেবদেবীর নামে সে-ই সর্বপ্রথম উট ছাড়িয়া ছিল।

(৭০৫০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا " .

(৭০৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দুই প্রকার মানুষ জাহান্নামী হইবে। আমি তাহাদেরকে দেখি নাই। এক প্রকার ঐ সমস্ত মানুষ যাহাদের নিকট গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকিবে। তাহারা ইহার দ্বারা লোকদের প্রহার করিবে। দ্বিতীয় প্রকার ঐ সমস্ত মহিলা, যাহারা বস্ত্র পরিহিতা কিন্তু উলঙ্গ, বিচ্যুতকারিণী ও স্বয়ং বিচ্যুত। যাহাদের মাথার খোপা বুখতী উটের পিঠের উঁচু কুজোর ন্যায়। তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাইবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এতো-এতো দূরত্বে পাওয়া যাইবে।

(৭০৫১) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ " .

(৭০৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, অচিরেই দীর্ঘ হায়াত পাইলে তুমি দেখিতে পাইবে এমন এক কওম, যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক। সকাল হইবে তাহাদের আল্লাহর গযবের মধ্যে এবং সন্ধ্যা হইবে তাহাদের আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে।

(৭০৫২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللّٰهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ".

(৭০৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ, আবূ বকর বিন নাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, দীর্ঘ হায়াত পাইলে অচিরেই তুমি এমন এক সম্প্রদায় দেখিতে পাইবে, যাহাদের সকাল হইবে আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে এবং সন্ধ্যা হইবে আল্লাহর অভিসম্পাতের মধ্যে। তাহাদের হাতে থাকিবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক।

بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুন্‌ইয়ার নশ্বরতা ও হাশরের বিবরণ

(৭০৫৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هٰذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ". وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا غَيْرَ يَحْيَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذٰلِكَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ أَخِي بَنِي فِهْرٍ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا قَالَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِالإِبْهَامِ.

(৭০৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... বনূ ফিহরের ভ্রাতা মুসতাওরিদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর শপথ! দুন্‌ইয়া আখিরাতের তুলনায় এতখানিই, যেমন তোমাদের কেহ তাহার এই আঙ্গুলটি নদীতে ভিজাইয়া দেখিল যে, ইহাতে কি পরিমাণ পানি লাগিয়াছে। এই সময় বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করিয়াছেন। ইয়াহইয়া ব্যতীত সকলের বর্ণনার মধ্যেই আছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আবূ উসামার বর্ণনার মধ্যেও এই কথা উল্লিখিত রহিয়াছে যে, ইসমাঈল বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা ইশারা করিয়াছেন।

(৭০৫৪) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ صلى الله عليه وسلم "يَا عَائِشَةُ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ".

(৭০৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কিয়ামতের দিন লোকদেরকে একত্রিত করা হইবে খালি পা, নগ্ন দেহ এবং খাতনা বিহীন অবস্থায়। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষ এবং

মহিলা এক সাথেই উত্থিত হইবে কি? তবে তো তাহারা পরস্পর একে অন্যের প্রতি নযর করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আয়িশা! তখনকার অবস্থা এতো কঠিন ও ভীতিকর হইবে যে, তাহারা একে অন্যের প্রতি নযর করিবে না।

(৭০৫৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ "غُرْلاً".

(৭০৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... হাতিম বিন সাগীরা (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে غُرْلاً 'খাতনাবিহীন' কথাটি উল্লেখ নেই।

(৭০৫৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ "إِنَّكُمْ مُلاَقُو اللَّهِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً". وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ يَخْطُبُ.

(৭০৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবারত অবস্থায় এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, অবশ্যই তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করিবে পায়ে হাটিয়া, খালি পা, নগ্ন দেহ ও খাতনাহীন অবস্থায়। তবে যুহায়র (রহ.) তাঁর হাদীছে খুতবা দানের কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৭০৫৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلاَ وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي. فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ فَيُقَالُ لِي إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ". وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَمُعَاذٍ "فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ".

(৭০৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপদেশ সম্বলিত ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর সামনে খালি পা এবং নগ্ন দেহ অবস্থায় উপস্থিত হইবে। যেমন প্রথম দিন সৃষ্টি শুরু করিয়াছিলাম, তেমনি তাহার পুনরাবৃত্তি করিব। ইহা আমার একটি ওয়াদা, তা পালন করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাহা পালন করিবই। সাবধান! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মাঝে

সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ.)কে পোশাক পরানো হইবে। সাবধান! আমার উম্মতের কতিপয় লোককে আনা হইবে এবং তাহাদেরকে বাঁ দিকে নিয়া যাওয়া হইবে। তখন আমি বলিব, হে আমার রব! ইহারা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হইবে, আপনি জানেন না আপনার পরে ইহারা কত নূতন কথা উদ্ভাবন করিয়াছিল। আমি তখন আল্লাহর নেক বান্দা (ঈসা আ.)-এর মত বলিব, এবং যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলিয়া নিলেন তখন আপনিই তো ছিলেন তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী, আপনি যদি তাহাদেরকে শাস্তি দেন তবে তাহারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাহাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তখন বলা হইবে, আপনি তাহাদের হইতে বিদায় গ্রহণের পর তাহারা সর্বদা মুখ ফিরাইয়া উল্টা পথে চলিতেছিল। ওয়াকী এবং মু'আযের হাদীছের মধ্যে রহিয়াছে فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (তখন বলা হইবে, নিশ্চয়ই আপনি জানেন না আপনার পর তাহারা কি নতুন জিনিস উদ্ভাবন করিয়াছিল)।

(৭০৫৮) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا".

(৭০৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লোকদেরকে তিন দলে বিভক্ত করিয়া একত্রিত করা হইবে। প্রথম দল আশাবাদী এবং ভীত লোকদের দল। দ্বিতীয় দলে সেসব লোক যাহাদের দুইজন থাকিবে এক উটের উপর, কোন উটের উপর তিনজন, কোনটির উপর চারজন, আর কোনটির উপর সাওয়ার হইবে দশজন। অবশিষ্টরা হইবে সে সমস্ত লোক যাহাদেরকে আগুন তাড়াইয়া নিয়া যাইবে। তাহারা যেইখানে রাত্রিযাপন করিবে আগুনও তাহাদের সহিত রাত কাটাইবে। তাহারা যেইখানে শয়ন করিবে আগুনও তাহাদের সাথে থাকিবে। যেইখানে তাহাদের সকাল হইবে আগুনও তাহাদের সাথে থাকিবে। আর যেইখানে তাহাদের সন্ধ্যা হইবে একই সঙ্গে আগুনও তাহাদের সাথে অবস্থান করিবে।

بَابُ فِي صِفَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَعَانَنَا اللهُ عَلَى أَهْوَالِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত দিবসের বিবরণ। এইদিনের ভয়াবহ অবস্থাতে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন-এর বিবরণ

(৭০৫৯) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنُونَ ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ "يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ "يَقُومُ النَّاسُ". لَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ.

(৭০৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ এর ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেইদিন মানুষ অর্ধ কর্ণ পর্যন্ত ঘামে

ডুবন্ত দণ্ডায়মান হইবে। ইবন মুছান্নার বর্ণনামতে তিনি يَوْمُ শব্দটি উল্লেখ করা ব্যতিরেকে শুধু يَقُومُ النَّاسُ উল্লেখ করিয়াছেন।

(৭০৬০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ كِلاَهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَصَالِحٍ "حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ".

(৭০৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক মুসায়্যিবী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন জা'ফর বিন ইয়াহ্ইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ নাসর তাম্মার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উবায়দুল্লাহর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মূসা বিন উকবা ও সালিহ (রহ.)-এর হাদীছের মধ্যে আছে যে, حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ (এমনকি সেই দিন অর্ধ কর্ণ পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত হইবে)।

(৭০৬১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ". يَشُكُّ ثَوْرٌ أَيَّهُمَا قَالَ.

(৭০৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন ঘাম সত্তর বাঁ'আ (উভয় হাতের প্রশস্ততা) পরিমিত ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িবে। অধিকন্তু তাহা মানুষের মুখমণ্ডল পর্যন্ত বা কর্ণ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনটির কথা বলিয়াছেন, এই বিষয়ে বর্ণনাকারী ছাওর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

(৭০৬২) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ". قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ. قَالَ "فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا". قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ.

(৭০৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মূসা আবূ সালিহ (রহ.) তিনি ... মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে। ফলে তাহা মানুষের থেকে এক মাইলের দূরত্বের ভিতর চলিয়া আসিবে। বর্ণনাকারী সুলায়মান

বিন আমির (রহ.) বলেন, আমি জানিনা, مِيل বলে কি বুঝানো হইয়াছে, ভূমির দূরত্ব, না চোখে সুরমা দেওয়ার শলাকা। মানুষ তাহাদের আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবন্ত থাকিবে। কেহ তা হাঁটু পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে, কেহ কোমর পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে আর কারো মুখ পর্যন্ত ঘাম থাকিবে। বর্ণনাকারী বলেন, এই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুখের প্রতি ইশারা করিলেন।

بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুন্‌ইয়াতে জান্নাতী ও জাহান্নামী লোকদের পরিচয়-এর বিবরণ

(৭০৬৩) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ وَاللَّفْظُ لأَبِي غَسَّانَ وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ "أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً قَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ قَالَ وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِي لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ". وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ "وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ". وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّانَ فِي حَدِيثِهِ "وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ".

(৭০৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান আল-মিসমাঈ, মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) ইয়ায বিন হিমার আল-মুজাশিঈ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ রত অবস্থায় বলিলেন : সাবধান! আমার পালনকর্তা আজ আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়েছেন, এই থেকে তোমাদেরকে এমন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, যে বিষয়ে তোমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তাহা হইল এই যে, আমি আমার বান্দাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিব তাহা পরিপূর্ণরূপে হালাল। আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের নিকট শয়তান আসিয়া তাহাদেরকে দীন হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাহাদের জন্য হালাল করিয়াছিলাম সে তাহা হারাম করিয়া দেয়। অধিকন্তু সে তাহাদেরকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শিরক করার জন্য নির্দেশ দেয়, যে বিষয়ে আমি কোন সনদ পাঠাই নাই। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীদের প্রতি নযর করিয়া কিতাবীদের কতিপয় লোক ব্যতীত আরব-আজম সকলকে অপসন্দ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং তোমার দ্বারা অন্যদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে দুনইয়াতে প্রেরণ করিয়াছি এবং তোমার প্রতি আমি এমন কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা পানি কখনও ধুয়ে-মুছে ফেলিতে পারিবে না। ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তুমি উহা পাঠ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুরায়শ গোত্রের লোকদেরকে জ্বালাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ

আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। আমি তখন বলিলাম, হে আমার পালনকর্তা! আমি যদি এই কাজ করি তাহা হইলে তাহারা তো আমার মাথা ভাঙ্গিয়া রুটির ন্যায় টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তাহারা যেমনিভাবে তোমাকে বহিষ্কার করিয়াছে ঠিক তদ্রূপ তুমিও তাহাদেরকে বহিস্কার করিয়া দাও। তুমি তাহাদের সাথে যুদ্ধ কর। আমি তোমাকে সাহায্য করিব। ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তোমার জন্যও ব্যয় করা হইবে। তুমি একটি বাহিনী প্রেরণ কর, আমি অনুরূপ বাহিনী প্রেরণ করিব। যাহারা তোমার আনুগত্য করে তাহাদেরকে সঙ্গে নিয়া যাহারা তোমার বিরুদ্ধাচারণ করে তাহাদের সাথে লড়াই কর। তিন প্রকার মানুষ জান্নাতী হইবে। এক প্রকার মানুষ তাহারা, যাহারা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং নেক কাজের তাওফীক লাভে ধন্য লোক। দ্বিতীয় ঐ সমস্ত মানুষ, যাহারা দয়ালু এবং আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি কোমলচিত্ত। তৃতীয় ঐ সমস্ত মানুষ, যাহারা পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, যাঞ্চাকারী নয় এবং সন্তানাদি সম্পন্ন লোক। অতঃপর তিনি বলিলেন, পাঁচ প্রকার মানুষ জাহান্নামী হইবে। এক. এমন দুর্বল মানুষ, যাহাদের মাঝে পার্থক্য ক্ষমতা নেই, যাহারা তোমাদের এমন তাবেদার যে, না তাহারা পরিবার-পরিজন চায়, না ধনৈশ্বর্য। দুই. এমন খিয়ানতকারী মানুষ, সাধারণ বিষয়েও যে খিয়ানত করে যাহার লোভ কারো নিকটই লুক্কায়িত নাই। তিন. ঐ লোক, যে তোমার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের ব্যাপারে তোমার সাথে সকাল-সন্ধ্যা প্রতারণা করে। অবশেষে তিনি কৃপণতা, মিথ্যা বলা এবং গালমন্দ করার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তবে আবূ গাস্সান (রহ.) তাহার হাদীছের মধ্যে وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ (ব্যয় করুন আল্লাহর পথে, আপনার জন্যও ব্যয় করা হইবে) কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৭০৬৪) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ "كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ".

(৭০৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে তিনি كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ (আমি আমার বান্দাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিব তাহা পরিপূর্ণরূপে হালাল) কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৭০৬৫) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

(৭০৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন বিশর আল-আবদী (রহ.) তিনি ... ইয়ায বিন হিমার হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করিলেন। শেষাংশে রহিয়াছে, কাতাদা (রহ.) বলেন, আমি মুতাররিফকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৭০৬৬) وَحَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَطَرٍ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي". وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ فِيهِ "وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ". وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ "وَهُمْ فِيكُمْ تَبَعًا

لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا " . فَقُلْتُ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلَّا وَلِيدَتُهُمْ يَطَؤُهَا .

(৭০৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ আম্মার হুসায়ন বিন হুরায়ছ (রহ.) তিনি ... বনূ মুজাশি' এর ভ্রাতা ইয়ায বিন হিমার (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দানকালে আমাদের মাঝে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি কাতাদা (রহ.) হইতে হিশামের সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে অতিরিক্ত এইকথা উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা নম্রতা প্রদর্শন কর, যেন কেহ কাহারো উপর গর্ব না করে এবং যেন কেহ কাহারো প্রতি সীমালংঘন না করে। এই হাদীছে এইকথাও রহিয়াছে যে, তাহারা তোমাদের এমন অনুগামী যে, না তাহারা স্ত্রী চায় আর না তাহারা ধন-সম্পদ চায়। কাতাদা (রহ.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ আবদুল্লাহ! এমনটি কি হইবে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই জাহিলিয়্যাতের যুগে আমি তাহাদেরকে পাইয়াছি। এক গোত্রে কোন এক ব্যক্তি ছিল। সে বকরী চরাইত। মনিবের দাসী ব্যতীত সেইখানে তাহার নিকট কেহ যাইত না। তাহার সাথেই সে সহবাস করিত।

بَابُ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ عَلَيْهِ وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে তাহার জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ঠিকানা প্রদর্শন করানো, কবরের আযাব প্রমাণ করা এবং উহা হইতে পানাহ চাওয়া-এর বিবরণ

(৭০৬৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(৭০৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সকাল-সন্ধ্যা তাহার সামনে তাহার ঠিকানা পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতবাসী হয় তবে জান্নাতবাসীদের হইতে আর যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামীদের হইতে। আর তাহাকে বলা হইবে, এইটাই তোমার বাসস্থান। কিয়ামতের পুনরুত্থান পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকিবে।

(৭০৬৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ " . قَالَ " ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(৭০৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট তাহার ঠিকানা পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতবাসী হয় তবে জান্নাত আর যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নাম। অতঃপর তাহাকে বলা হয়, এইটাই তোমার ঐ বাসস্থান যেথায় তুমি কিয়ামতের দিন প্রেরিত হইবে।

(৭০৬৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَمْ

أَشْهَدْهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ حَدَّثَنِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ قَالَ كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ فَقَالَ "مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ". فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا. قَالَ "فَمَتَى مَاتَ هَؤُلاَءِ". قَالَ مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ. فَقَالَ "إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ". ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ". قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ". قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ". قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ". قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

(৭০৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... যায়িদ বিন সাবিত (রাযি.)-এর সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম না; বরং আমাকে যায়িদ বিন সাবিত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে তাঁহার একটি খচ্চরের উপর সাওয়ার ছিলেন। এই সময় আমরা তাঁহার সহিত ছিলাম। হঠাৎ উহা লাফাইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে ফেলিয়া দেওয়ার উপক্রম করিল। দেখা গেল, সেইখানে ছয়টি কিংবা পাঁচটি অথবা চারটি কবর রহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, জুবায়রী অনুরূপ বর্ণনা করিতেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কবরবাসীদেরকে কে চিনে? তখন এক ব্যক্তি বলিলেন, আমি চিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কখন মৃত্যুবরণ করিয়াছে? তিনি বলিলেন, তাহারা শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই উম্মতকে তাহাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হইবে। তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করিবে, এই আশংকা না হইলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করিতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবরের আযাব শ্রবণ করান যাহা আমি শ্রবণ করিতে পারিতেছি। অতঃপর তিনি আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা সকলে জাহান্নামের শাস্তি হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বলিলেন, জাহান্নামের শাস্তি হইতে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা সকলে কবরের আযাব হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বলিলেন, কবরের আযাব হইতে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সমুদয় ফিতনা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তাহারা বলিলেন, প্রকাশ্য ও গোপন সমুদয় ফিতনা হইতে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই। এরপর তিনি আবারও বলিলেন, তোমরা দাজ্জালের ফিতনা হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাও। সাহাবীগণ বলিলেন, দাজ্জালের ফিতনা হইতে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই।

(৭০৭০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ".

(৭০৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করিবে এই ভয় না থাকিলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করিতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের কিছু বিষয় শ্রবণ করাইয়া দেন।

(৭০৭১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ "يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا".

(৭০৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ আইয়ূব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইলেন। এই সময় তিনি একটি আওয়াজ শ্রবণ করিতে পাইয়া বলিলেন, ইয়াহুদী লোকদেরকে তাহাদের কবরের মধ্যে শাস্তি দেওয়া হইতেছে।

(৭০৭২) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ". قَالَ "يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ". قَالَ "فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ". قَالَ "فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ". قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا". قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

(৭০৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, বান্দাকে যখন তাহার কবরের মধ্যে রাখিয়া তাহার সঙ্গী-সাথীরা তথা হইতে ফিরিয়া আসে এবং সে তাহাদের জুতার আওয়াজ শ্রবণ করিতে পায় তখন তাহার নিকট দুইজন ফেরেশ্‌তা আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া বসায়। অতঃপর তাহাকে তাহারা প্রশ্ন করে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলিতে? মু'মিন বান্দা তখন বলিবে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁহার রাসূল। তখন তাহাকে বলা হয়, জাহান্নামে তুমি তোমার আসন দেখিয়া নাও। আল্লাহ তা'আলা তোমার এই আসনকে জান্নাতের আসনের দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তখন সে তাহার উভয় আসন দেখিয়া নেয়। বর্ণনাকারী কাতাদা (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট এই কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অতঃপর তাহার কবরকে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সত্তর হাত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং সবুজ শ্যামল গাছের দ্বারা ভরপুর করিয়া দেয়া হয় কিয়ামত পর্যন্তের জন্য।

(৭০৭৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا".

(৭০৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিনহাল দারীর (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন তাহার কবরে রাখা হয় তখন সে তাহার সঙ্গী-সাথীদের প্রত্যাবর্তনকালে তাহাদের জুতার আওয়াজ শ্রবণ করিতে পায়।

(৭০৭৪) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ " . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ .

(৭০৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন যারারা (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, বান্দাকে যখন তাহার কবরে রাখিয়া তাহার সঙ্গী-সাথীগণ ফিরিয়া আসে। অতঃপর সাঈদ (রহ.) শায়বানের সূত্রে কাতাদা হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭০৭৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ قَالَ " نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم . فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ " .

(৭০৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার বিন উছমান আবদী (রহ.) তিনি ... বারাআ বিন আযিব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ "যাহারা শ্বাশত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদেরকে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন"– সম্পর্কে বলেন, এই আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কবরে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়, তোমার রব কে? সে বলে, আমার রব্ব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এইটাই আল্লাহর নিম্নবর্ণিত বাণীর অর্থ, "যাহারা শ্বাশত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদেরকে আল্লাহ ইহ-জগতে ও পর-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন।"

(৭০৭৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنُونَ ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ .

(৭০৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাঁহারা ... বারাআ বিন আযিব (রাযি.) হইতে আল্লাহর বাণী : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ (যাহারা শ্বাশত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইহ জগতে ও পর-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন।) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

(৭০৭৭) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ " إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا " . قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ . قَالَ " وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ . فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ " . قَالَ " وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ قَالَ حَمَّادٌ

وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ. قَالَ فَيُقَالُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا.

(৭০৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর আল-কাওয়ারিরী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈমানদার ব্যক্তির রূহ কব্‌য করার পর দুইজন ফিরিশ্‌তা আসিয়া তাহার রূহ উর্দ্ধাকাশে উঠাইয়া নিয়া যায়। বর্ণনাকারী হাম্মাদ (রহ.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) এইখানে ঐ রূহের সুগন্ধি এবং মিশকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আকাশের বাসিন্দারা বলিতে থাকে, কোন্ পবিত্রাত্মা পৃথিবী হইতে আগমন করিয়াছে! আল্লাহ্ তোমার প্রতি এবং তোমার আবাদকৃত শরীরের প্রতি রহমত নাযিল করুন। অতঃপর তাহাকে তাহার পালনকর্তার নিকট নিয়া যায় এবং তাহারা বলিতে থাকে, তাহাকে তাহার স্থানে নিয়া যাও। কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা এইখানেই বসবাস করিবে। আর যখন কোন কাফির ব্যক্তির রূহ বের হয়– বর্ণনাকারী হাম্মাদ (রহ.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) এইখানে তাহার দূর্গন্ধ এবং তাহার প্রতি অভিসম্পাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তখন আকাশের অধিবাসীরা বলিতে থাকে, কোন খবীস আত্মা পৃথিবী হইতে আসিয়াছে। অতঃপর বলা হয়, তাহাকে তাহার স্থানে নিয়া যাও। কিয়ামত পর্যন্ত তাহারা এইখানেই বসবাস করিবে। আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ে জড়ানো একটি পাতলা কাপড় দ্বারা নিজের নাকটি এইভাবে ধরিলেন।

(৭০৭৮) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَتَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرِ فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي قَالَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ أَمَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ قَالَ يَقُولُ عُمَرُ سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي. ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالأَمْسِ يَقُولُ "هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ". قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَجُعِلُوا فِي بِئْرٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ "يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيَ اللهُ حَقًّا". قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا قَالَ "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيْئًا".

(৭০৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন উমর বিন সালীত আল-হুযালী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাযি.)-এর সাথে একদা আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। তখন আমরা চাঁদ দেখিতেছিলাম। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম, তাই আমি চাঁদ দেখিয়া ফেলিলাম। আমি ব্যতীত কেহ বলে নাই যে, সে চাঁদ দেখিয়াছে। তিনি বলেন, আমি উমর (রাযি.)কে বলিতেছিলাম, আপনি কি চাঁদ দেখিতেছেন না? এ-ই তো চাঁদ। কিন্তু তিনি দেখিতেছিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর (রাযি.) বলিতেছিলেন, অল্পক্ষণের মাঝেই আমি দেখিতে পাইব। আনাস (রাযি.) বলেন, আমি বিছানায় চিত হইয়া শুইয়া ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আমাদের নিকট বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফিরদের ঘটনা বর্ণনা করিতে শুরু করিলেন। বলিলেন, গতকাল বদর যুদ্ধাদের ধরাশায়ী হইবার স্থান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দেখাইতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আল্লাহর ইচ্ছায় এইটা অমুকের ধরাশায়ী হইবার স্থান। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রাযি.) বলিয়াছেন, শপথ সেই সত্তার, যিনি তাঁহাকে সত্য

বাণীসহ প্রেরণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সীমারেখা বলিয়া দিয়াছেন, তাহারা সেই সীমারেখা একটুও অতিক্রম করে নাই। অতঃপর তাহাদেরকে একটি কূপে এক জনের উপর অপর জনকে নিক্ষেপ করা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন : হে অমুকের ছেলে অমুক, হে অমুকের ছেলে অমুক! আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যেই ওয়াদা তোমাদের সাথে করিয়াছেন তোমরা কি তাহা সঠিক পাইয়াছ? আমার পালনকর্তা আমার সাথে যে ওয়াদা করিয়াছেন আমি তাহা সঠিক পাইয়াছি। তখন উমর (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেসব দেহে প্রাণ নাই, আপনি তাহাদের সাথে কিভাবে কথা বলিতেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন : আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমরা তাহাদের চাইতে বেশী শ্রবণ করিতেছ না। তবে তাহারা এই কথার উত্তর দিতে সক্ষম নয়।

(৭০৭৯) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلاَثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ " يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا ". فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا ". ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ.

(৭০৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে নিহত লোকদেরকে তিন দিন পর্যন্ত এইভাবেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদের লাশের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং তাহাদেরকে আওয়াজ দিয়া বলিলেন, হে হিশামের পুত্র আবূ জাহল, হে উমায়্যা বিন খালফ, হে উতবা বিন রাবী'আ, হে শায়বা বিন রাবী'আ! তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সাথে যাহা ওয়াদা করিয়াছেন তোমরা কি তাহা সঠিক পাওনি? আমার পালনকর্তা আমার সাথে যাহা ওয়াদা করিয়াছেন আমি তাহা সঠিক পাইয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কথা উমর (রাযি.) শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহারা তো মৃত। কিভাবে তাহারা শ্রবণ করিবে এবং কিভাবে তাহারা উত্তর দিবে? তিনি বলিলেন, আমি তাহাদেরকে যাহা বলিতেছি এই কথা তাহাদের হইতে তোমরা অধিক শ্রবণ করিতেছ না। তবে তাহারা জবাব দিতে সক্ষম নয়। অতঃপর তিনি তাহাদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাহাদেরকে হেঁচড়াইয়া নিয়া বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হইল।

(৭০৮০) حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً وَفِي حَدِيثِ رَوْحٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَأُلْقُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ.

(৭০৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউসুফ বিন হাম্মাদ (রহ.) তিনি ... আবূ তালহা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফিরদের উপর জয়লাভ করিলেন, তখন তিনি বিশের অধিক কুরায়শ নেতৃবৃন্দ– রাওহ (রাযি.) বলেন, চব্বিশ জন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাহাদের লাশ বদর প্রান্তরে এক নোংরা

মুসলিম শরীফ -২২-৩১/১

আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হইল। অতঃপর তিনি আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত সাবিতের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ إِثْبَاتِ الْحِسَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিসাব নিকাশের বিবরণ

(৭০৮১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ". فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَقَالَ "لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ".

(৭০৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন যাহার হিসাব যাচাই করা হইবে তাহার আযাব অবধারিত। আমি প্রশ্ন করিলাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নাই : فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا "তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে"। এইকথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, ইহা তো হিসাব নয়; বরং ইহা তো শুধু নামেমাত্র পেশ করা। কারণ কিয়ামতের দিন যাহার হিসাব যাচাই করা হইবে তাহার আযাব অবধারিত।

(৭০৮২) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৭০৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী আল-আতাকী ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... আইউব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭০৮৩) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَ "ذَاكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ".

(৭০৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন বিশর বিন হাকাম আল-আবদী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাহার হিসাব যাচাই করা হইবে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম, আল্লাহ কি সহজ হিসাবের কথা বলেন নাই? তিনি বলিলেন, ইহা তো শুধু নামেমাত্র পেশ করা। কারণ যাহার হিসাব যাচাই করা হইবে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

(৭০৮৪) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ". ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ.

(৭০৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাহার হিসাব যাচাই করা হইবে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর উছমান বিন আসওয়াদ (রহ.) আবূ ইউনুসের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ الأَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি নেক ধারণা পোষণ করা-এর বিবরণ

(৭০৮৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلاَثٍ يَقُولُ "لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ".

(৭০৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের তিন দিন পূর্বে তাঁহাকে আমি এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর প্রতি নেক ধারণা পোষণরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

(৭০৮৬) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৭০৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭০৮৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ "لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(৭০৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ দাউদ সুলায়মান বিন মা'বাদ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের তিন দিন পূর্বে আমি তাঁহাকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর প্রতি নেক ধারণা পোষণ করা অবস্থায় মারা যায়।

(৭০৮৮) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ".

(৭০৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইকথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, প্রত্যেক বান্দা কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উত্থিত হইবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

(৭০৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ.

(৭০৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি سَمِعْتُ না বলিয়া عَنِ النَّبِيِّ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭০৯০) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ".

(৭০৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজীবী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইকথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে আযাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন তখন এই আযাব ঐ সম্প্রদায়ে অবস্থিত সকলকেই গ্রাস করিয়া নেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন স্বীয় আমলের উপর উত্থিত হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ (তখন এই আযাব ঐ সম্প্রদায়ে অবস্থিত সকলকেই গ্রাস করিয়া নেয়)। ইহা দ্বারা দুন্‌ইয়াবী আযাব মর্ম। কেননা, ইহাতে নেক-কার ও বদকার উভয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (আর তোমরা এমন ফাসাদ হইতে বাঁচিয়া থাক যাহা বিশষতঃ শুধু তাহাদের উপর পতিত হইবে না যাহারা তোমাদের মধ্যে জালিম– সূরা আনফাল ২৫) অনুগত্যশীলদের উপরও আযাব পৌঁছিবে। হয়তো তাহারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করে নাই। যাহা তাহাদের জন্য সমীচীন ছিল। কিংবা আখিরাতে দ্রুত ছাওয়াব প্রদানের জন্য। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ ثم بعثوا على اعمالهم (অতঃপর কিয়ামতের দিন স্বীয় আ'মালের উপর উত্থিত হইবে)। ইহার অর্থ হইতেছে দুন্‌ইয়াবী আযাব যদিও সৎ এবং অসৎ সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপক। কিন্তু আখিরাতের প্রতিদান স্বীয় আ'মালের ভিত্তিতে হইবে। ফলে গুনাহগার শাস্তির উপযোগী এবং নেক-কার ছাওয়াবের হকদার হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৬:২৫২)

كِتَابُ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ

অধ্যায় ঃ ফিত্‌নাসমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

الفتن শব্দটি فتنة এর বহুবচন। মূলত الفتن (ف বর্ণে যবর ও ت বর্ণে সাকিনসহ) খাদ হইতে খাঁটি বাছাই করার জন্য স্বর্ণকে আগুনে প্রবেশ করানো। ইহা মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ (যেই দিন তাহারা অগ্নিতে পতিত হইবে। -সূরা যারিয়াত ১৩) আর আযাবের উপরও প্রয়োগ হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا (সাবধান! তাহারা তো পূর্ব হইতেই পথভ্রষ্ট। -সূরা তাওবা ৪৯) কিতাবুল ফাত্‌ন-এর উদ্দেশ্য হইতেছে যে, এই অধ্যায়ে ফিত্‌না সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীছসমূহ সংকলন করা হইবে যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যেই সকল ফিত্‌না প্রকাশিত হইবে তাহা ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন।

আর الاشراط শব্দটি شرط (ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে)-এর বহুবচন। العلامة (নিদর্শন, চিহ্ন, আলামত)-এর অর্থে ব্যবহৃত (কামূস) আর اشراط الساعة দ্বারা মর্ম হইল কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শনাবলী। -(তাকমিলা ৬:২৫৩)

(৭০৯১) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ". وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ "نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ".

(৭০৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ (রহ.) তিনি ... যায়নাব বিনত জাহাশ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন। এই সময়ে তিনি বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত দুর্যোগে আরবরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। আজ ইয়াজুজ-মা'জূজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলিয়া গিয়াছে। এই সময় সুফিয়ান স্বীয় হস্ত দ্বারা দশের চক্র বানাইলেন। তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে নেক লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব? জবাবে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ যখন পাপাচার বেশী হইবে।

(৭০৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادُوا فِي الْإِسْنَادِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.

(৭০৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, সাঈদ বিন আমর আশআশী, যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে তাহারা অতিরিক্ত এই কথাটি عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭০৯৩) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَزِعًا مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ". وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ "نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ".

(৭০৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী যায়নাব বিন্ত জাহ্‌শ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাহির হইলেন। তখন তাঁহার চেহারা মুবারক লাল বর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিতেছিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত দুর্যোগে আরবরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। আজ ইয়াজূজ মা'জূজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলিয়া গিয়াছে। এই সময় তিনি তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলির দ্বারা চক্র বানাইলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের মধ্যে নেক লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেশী হইবে।

(৭০৯৪) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ.

(৭০৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়স (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমর নাকিদ (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে ইউনুস (রহ.)-এর সূত্রে যুহরী (রাযি.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭০৯৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ". وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِينَ.

(৭০৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আজ ইয়াজূজ ও মা'জূজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলিয়া গিয়াছে। এই সময় উহায়ব (রহ.) নব্বই ইঙ্গিতের গিরা করিলেন।

(৭০৯৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلاَهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ

فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ " يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ ". وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ.

(৭০৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ বিন কিবতিয়্যা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস বিন আবূ রাবী'আ এবং আবদুল্লাহ বিন সুফিয়ান (রহ.) উভয়ই উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রাযি.)-এর নিকট গেলেন। আমি তাঁহাদের সাথে ছিলাম। তাঁহারা তাহাকে ঐ বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা ভূমিতে ধ্বসিয়া যাইবে। তখন ইবন যুবায়র (রাযি.)-এর খিলাফতকাল ছিল। উত্তরে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জনৈক আশ্রয় গ্রহণকারী বায়তুল্লাহ শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তখন তাহার বিরুদ্ধে একটি সেনাদল প্রেরণ করা হইবে। তাহারা যখন এক ময়দানে অবস্থান নিবে তখন তাহারা ভূমিতে ধ্বসিয়া যাইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে ইহা কি করিয়া প্রযোজ্য হইতে পারে যে অসন্তুষ্ট চিত্তে এই অভিযানে শরীক হইয়াছে? জবাবে তিনি বলিলেন, তাহাদের সাথে তাহাকেসহ ধ্বসিয়া দেওয়া হইবে। তবে কিয়ামতের দিন তাহার উত্থান হইবে স্বীয় নিয়্যাতের ভিত্তিতে। বর্ণনাকারী আবূ জা'ফর (রহ.) বলেন, এই হইল মদীনার ময়দান।

(৭০৯৭) حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ إِنَّهَا إِنَّمَا قَالَتْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ كَلاَّ وَاللهِ إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ.

(৭০৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আবদুল আযীয বিন রুফায় (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে আছে, আমি আবূ জা'ফর (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, উম্মে সালামা (রাযি.) তো কোন এক ময়দানের কথা বলিয়াছেন। আবূ জা'ফর (রহ.) বলিলেন, কখনও নয়, আল্লাহর কসম! ইহা তো মদীনার ময়দান।

(৭০৯৮) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلاَ يَبْقَى إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ ". فَقَالَ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(৭০৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... হাফসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, একটি সৈন্যদল এই গৃহের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার ইচ্ছা করিবে। অতঃপর তাহারা যখন এক ময়দানে পদার্পণ করিবে তখন তাহাদের মাঝের অংশটি ভূমিতে ধ্বসিয়া যাইবে। এই সময় অগ্রভাগের সৈন্যরা পিছনের সৈন্যদেরকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে থাকিবে। অতঃপর সকলেই ভূমিতে ধ্বসিয়া যাইবে। বাঁচিয়া যাওয়া একটি লোক ব্যতীত তাহাদের কেহ আর অবশিষ্ট থাকিবে না। সে-ই তাহাদের সম্পর্কে অন্যদেরকে সংবাদ দিবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া এক ব্যক্তি বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুমি হাফসা (রাযি.)-এর উপর মিথ্যা আরোপ কর নাই এবং হাফসা (রাযি.)-এর ব্যাপারেও আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যা আরোপ করেন নাই।

(৭০৯৯) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ يَعْنِى الْكَعْبَةَ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلاَ عَدَدٌ وَلاَ عُدَّةٌ يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ". قَالَ يُوسُفُ وَأَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَئِذٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِهَذَا الْجَيْشِ. قَالَ زَيْدٌ وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْجَيْشَ الَّذِى ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ.

(৭০৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এমন সম্প্রদায় এই গৃহ তথা কা'বার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, যাহাদের প্রতিরোধ শক্তি থাকিবে না, থাকিবে না তাহাদের উল্লেখযোগ্য সৈন্য সংখ্যা এবং থাকিবে না তাহাদের আসবাব সামগ্রী। তাহাদের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করা হইবে। তাহারা উদ্ভিদ শূন্য এক ময়দানে আসিতেই তাহাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়া দেওয়া হইবে। বর্ণনাকারী ইউসুফ (রহ.) বলেন, এই সময় সিরিয়াবাসীরা মক্কাবাসীদের সাথে লড়াই করার জন্য আসিতেছিল। আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম! তাহারা এই সৈন্যবাহিনী নয়। বর্ণনাকারী যায়িদ (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হইতে ইউসুফ ইবন মাহিকের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান (রহ.) যেই বাহিনীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনি সেই বাহিনীর কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৭১০০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ عَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى مَنَامِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِى مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ. فَقَالَ "الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِى يَؤُمُّونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ". فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ. قَالَ "نَعَمْ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ".

(৭১০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত পা নাড়াইলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অদ্য রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আপনি এমন আচরণ করিয়াছেন, যাহা পূর্বে আপনি কখনও করেন নাই। তিনি বলিলেন, আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কুরায়শ বংশীয় এক ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাঁহার কারণে আমার উম্মতের একদল লোক বায়তুল্লাহর উপর আক্রমণের ইচ্ছা করিবে। তাহারা রওয়ানা হইয়া উদ্ভিদশূন্য ময়দানে আসিতেই তাহাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়া দেওয়া হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বিভিন্ন রকমের মানুষই তো রাস্তা দিয়া চলে। জবাবে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তাহাদের মধ্যে কেহ তো স্বেচ্ছায় আগমণকারী, কেহ আপারগ, আবার কেহ পথিক মুসাফির। তাহারা সকলে এক সাথেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তবে বিভিন্ন মিল্লাতের অনুসারী হিসাবে তাহাদের উত্থান হইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে তাহাদের নিয়্যাতের ভিত্তিতে উত্থিত করিবেন।

(৭১০১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ "هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ".

(৭১০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা আমর নাকিদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... উসামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সুউচ্চ এক দালানের উপর আরোহণ করিয়া বলিলেন, আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি তোমরা কি তাহা দেখিয়াছ? আমি তোমাদের গৃহের অভ্যন্তরে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় বিপদাপদ পতিত হইবার স্থানসমূহ দেখিতে পাইতেছি।

(৭১০২) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৭১০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

(৭১০৩) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ".

(৭১০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, শীঘ্রই এমন ফিত্না দেখা দিবে, যখন বসিয়া থাকা ব্যক্তি দাঁড়ান ব্যক্তি হইতে ভাল থাকিবে। আর দাঁড়ান ব্যক্তি তখন চলমান ব্যক্তি হইতে ভালো থাকিবে। আর চলমান ব্যক্তি তখন দ্রুতগামী ব্যক্তি হইতে ভাল থাকিবে। যে ফিতনায় লিপ্ত হইবে তাহাকে সেই ফিতনা ধ্বংস করিয়া দিবে। আর যে তখন আশ্রয়স্থল পাইবে, সে উহা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত।

(৭১০৪) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ. مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ "مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".

(৭১০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... নাওফাল বিন মু'আবিয়া (রহ.) হইতে আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর এই হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবূ বকর (রাযি.) ইহাতে সালাতের কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যাহার সালাত ছুটিয়া গেল তাহার যেন পরিবার পরিজন এবং সমুদয় ধন-সম্পদ ধ্বংস হইয়া গেল।

(৭১০৫) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ".

(৭১০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, অচিরেই ফিত্না দেখা দিবে। তখন ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তি হইতে ভালো থাকিবে। আর জাগ্রত ব্যক্তি তখন দাঁড়ান ব্যক্তি হইতে ভালো থাকিবে। এবং দাঁড়ান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি হইতে ভালো থাকিবে। তখন যদি কোন ব্যক্তি আশ্রয়স্থল অথবা মুক্তস্থান পায় তবে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

(৭১০৬) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَفَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ إِلَى مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ فِي أَرْضِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا هَلْ سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ فِي الْفِتَنِ حَدِيثًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ". قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ قَالَ "يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لْيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ". قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي قَالَ "يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ".

(৭১০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী ফুযায়ল বিন হুসায়ন (রহ.) তিনি ... উছমান আশ-শাহহাম (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম বিন আবূ বাকরা (রহ.) তাহার স্বীয় ভূমিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় আমি ও ফারকাদ সাবাখী তাহার নিকট গেলাম। এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আপনার আব্বাকে ফিতনা সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন? জবাবে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি আবূ বাকরা (রহ.)কে এই কথা বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, অচিরেই ফিত্না দেখা দিবে। সাবধান, যেইখানে ফিত্না দেখা দিবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হইতে ভালো থাকিবে। আর চলমান ব্যক্তি তখন দ্রুতগামী ব্যক্তি হইতে ভালো থাকিবে। সাবধান! যখন ফিত্না আপতিত হইবে অথবা সংঘটিত হইবে, এমতাবস্থায় যেই ব্যক্তি উটের মালিক সে তাহার উট নিয়া ব্যস্ত থাকুক। আর যাহার বকরী আছে সে তাহার বকরী নিয়া ব্যস্ত থাকুক এবং যাহার যমীন আছে সে তাহার যমীন নিয়া ব্যস্ত থাকুক। এই কথা শ্রবণ করিয়া তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যাহার উট, বকরী ও যমীন কিছুই নেই, সে কি করিবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, সে তাহার তরবারি হস্তে ধারণ করতঃ প্রস্তরাঘাতে উহার ধারাল তীক্ষ্ণ অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। অতঃপর সে রক্ষা পাইতে চাইলে রক্ষা লাভ করুক। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ!

আমি কি পৌছাইয়া দিয়াছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছাইয়া দিয়াছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছাইয়া দিয়াছি? এই সময় জনৈক ব্যক্তি বলির, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি চাপ সৃষ্টি করিয়া দুই সারির কোন একটিতে অথবা দুই দলের কোন এক দলে আমাকে নিয়া যায়, আর কোন এক ব্যক্তি তাহার তরবারি দ্বারা আমাকে আঘাত করে বা তীর আসিয়া আমার গায়ে লাগে এবং আমাকে সে মারিয়া ফালায়, তবে আমার অবস্থা কি হইবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, তবে সে তাহার এবং তোমার পাপের ভার বহন করিবে এবং চির জাহান্নামী হইয়া যাইবে।

(৭১০৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِهِ وَانْتَهَى حَدِيثُ وَكِيعٍ عِنْدَ قَوْلِهِ "إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ". وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

(৭১০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... উছমান আশ-শাহহাম (রহ.) হইতে এই সনদে ইবন আবূ আদী (রহ.)-এর হাদীছটি হাম্মাদের হাদীছের অনুরূপ শেষ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। তবে إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ পর্যন্ত ওয়াকী' (রহ.)-এর হাদীছটি শেষ হইয়াছে। এর পরবর্তী অংশটি তিনি আর উল্লেখ করেন নাই।

(৭১০৮) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَحْنَفُ قَالَ قُلْتُ أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي عَلِيًّا قَالَ فَقَالَ لِي يَا أَحْنَفُ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ". قَالَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ "إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ".

(৭১০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন আল-জাহদারী (রহ.) তিনি ... আহনাফ বিন কায়স (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বাহির হইলাম। এই লোকটিকে সাহায্য করা আমার ইচ্ছা ছিল। এই সময় আবূ বাকরা (রাযি.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হইল। তখন তিনি বলিলেন, হে আহনাফ! তুমি কোথায় যাইতে চাহিতেছ? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই আলী (রাযি.)-এর সাহায্য করার জন্য আমি যাইতে চাহিতেছি। আহনাফ (রাযি.) বলিলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, হে আহনাফ! চলিয়া যাও। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যখন দুইজন মুসলমান তলোয়ার নিয়া পরস্পর যুদ্ধ করে তখন হত্যাকারী ও হত্যাকৃত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হইবে। এইকথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম অথবা বলা হইল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হত্যাকারীর অবস্থা তো এ-ই, তবে নিহত ব্যক্তির অবস্থা কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, সে তাহার সাথীকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

(৭১০৯) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَالْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ".

(৭১০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন আবদা আয্‌যাব্বী (রহ.) ... আবূ বাকরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যদি দুইজন মুসলমান তলোয়ার নিয়া পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী হইবে।

(৭১১০) وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِى كَامِلٍ عَنْ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِهِ.

(৭১১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তিনি ... আইউব (রহ.) হইতে এই সনদে আবূ কামিলের সূত্রে হাম্মাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১১১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاَحَ فَهُمَا فِى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعًا".

(৭১১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ বাকরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি দুইজন মুসলমানের একজন তাহার অন্য ভ্রাতার উপর অস্ত্রধারণ করে তবে তাহারা উভয়ই জাহান্নামের প্রান্তে আসিয়া উপনীত হয়। অতঃপর যখন তাহাদের একজন তাহার অপর সঙ্গীকে হত্যা করিয়া ফেলে, তখন তাহারা উভয়ই জাহান্নামে দাখিল হইয়া যায়।

(৭১১২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ".

(৭১১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইতেছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত সংঘটিত হইবে না, যতক্ষণ না দুইটি বড় দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাহাদের মাঝে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হইবে। অথচ তাহাদের উভয়ের দাবী একই হইবে।

(৭১১৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ". قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ "الْقَتْلُ الْقَتْلُ".

(৭১১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হইবে না, যতক্ষণ না 'হারজ' বৃদ্ধি পাইবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'হারজ' কি? জবাবে তিনি বলিলেন, হত্যা, হত্যা।

(৭১১৪) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا".

(৭১১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী' আল-আতাকী ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... সাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত পৃথিবীকে ভাজ করিয়া আমার সামনে রাখিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আমি ইহার পূর্ব দিগন্ত হইতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখিয়া নিয়াছি। পৃথিবীর যেই পরিমাণ অংশ গুটাইয়া আমার সম্মুখে রাখা হইয়াছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মতের রাজত্ব পৌঁছিবে। আমাকে লাল ও সাদা দুইটি ধনাগার দেওয়া হইয়াছে। আমি আমার উম্মতের জন্য আমার পালনকর্তার নিকট এই দু'আ করিয়াছি, যেন তিনি তাহাদেরকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। এবং যেন তিনি তাহাদের উপর নিজেদের ব্যতীত এমন কোন শত্রুকে চাপাইয়া না দেন যাহারা তাহাদের দলকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার পালনকর্তা বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আমি যাহা সিদ্ধান্ত করি তাহা কখনও প্রতিহত হয় না। আমি তোমার দু'আ কবুল করিয়াছি। আমি তোমার উম্মতকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করিব না এবং তাহাদের উপর তাহাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য এমন কোন শত্রুকে চাপাইয়া দিব না যাহারা তাহাদের সমষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবে। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে লোক সমবেত হইয়া চেষ্টা করে না কেন। তবে মুসলমানগণ পরস্পর একে অপরকে ধ্বংস করিবে এবং একে অপরকে বন্দী করিবে।

(৭১১৫) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَوَى لِيَ الأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ". ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ.

(৭১১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... সাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, পৃথিবীকে গুটাইয়া আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে পেশ করিয়াছেন। আমি ইহার পূর্ব দিগন্ত হইতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখিয়া নিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে লাল ও সাদা দুইটি ধন-ভাণ্ডার দান করিয়াছেন। অতঃপর কাতাদা (রহ.) আইউবের সূত্রে আবূ কিলাবা (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১১৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ ذَاتَ

يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم "سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاَثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا".

(৭১১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আলিয়া হইতে আসিয়া বনূ মু'আবিয়ায় অবস্থিত মসজিদের নিকট গেলেন। অতঃপর তিনি উক্ত মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিলেন। আমরাও তাঁহার সাথে সালাত আদায় করিলাম। এই সময় তিনি তাঁহার পালনকর্তার নিকট দীর্ঘ দু'আ করিলেন। এবং দু'আ শেষে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এরপর তিনি বলিলেন, আমি আমার পালনকর্তার নিকট তিনটি জিনিস কামনা করিয়াছি। তন্মধ্যে তিনি আমাকে দুইটি প্রদান করিয়াছেন এবং একটি প্রদান করেন নাই। আমি আমার পালনকর্তার নিকট কামনা করিয়াছিলাম, যেন তিনি আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এই দু'আ কবুল করিয়াছেন। তাঁহার নিকট ইহাও প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবাইয়া ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এই দু'আও কবুল করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট এই মর্মেও দু'আ করিয়াছিলাম যে, যেন মুসলমান পরস্পর একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। তিনি আমার এই দু'আ কবুল করেন নাই।

(৭১১৭) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

(৭১১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি সাহাবীগণের একটি দলের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোথাও হইতে আসিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ মু'আবিয়ায় অবস্থিত মসজিদের নিকট গেলেন। অতঃপর তিনি ইবন নুমায়রের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১১৮) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ كَانَ يَقُولُ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَمَا بِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسَرَّ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّثْهُ غَيْرِي وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ "مِنْهُنَّ ثَلاَثٌ لاَ يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ". قَالَ حُذَيْفَةُ فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي.

(৭১১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজিবী (রহ.) তিনি ... আবূ ইদরীস খাওলানী (রহ.) হইতে বর্ণিত। হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযি.) বলেন, আমার ও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়কালের মাঝে ঘটমান ফিতনা সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞান। বস্তুতঃ

বিষয়টি এমন নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের নিকট বর্ণনা না করিয়া কেবল আমার নিকটই এই বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক মজলিসে আমি ছিলাম। ইহাতে তিনি ফিতনা সম্পর্কে বর্ণনা করিতেছিলেন এবং গুনিয়া গুনিয়া বর্ণনা করিতেছিলেন। এইগুলির তিনটি এমন, যাহা কোন কিছুকেই অব্যাহতি দিবে না। ইহার কতেকটি গ্রীষ্মের ঝঞ্ঝা বায়ুর ন্যায়। আবার কতেকটি ছোট এবং কতেকটি বড়। হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, মজলিসে উপস্থিত লোকদের আমি ব্যতীত সকলেই এই পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

(৭১১৯) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هٰؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ.

(৭১১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হইয়া কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমস্ত ফিতনার কথা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর যে স্মরণ রাখিবার সে স্মরণ রাখিল এবং যে ভুলিয়া যাওয়ার সে ভুলিয়া গেল। তিনি বলেন, আমার এই সাথীগণ জানেন যে, এর কতিপয় বিষয় এমন আছে, যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু উহা সংঘটিত হইতে দেখিয়া আমার তাহা পুনরায় স্মরণ হইয়া যায়। বিষয়টি ঠিক তদ্রুপ যেমন এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির চেহারা দেখে, অতঃপর সে তাহার হইতে অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার পর পুনরায় দেখিয়া সে তাহাকে চিনিয়া নেয়।

(৭১২০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

(৭১২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ পর্যন্ত অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছের পরবর্তী অংশটি সুফিয়ান (রহ.) উল্লেখ করেন নাই।

(৭১২১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ.

(৭১২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমুদয় ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সংবাদ দিয়াছেন। ফিতনা সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় সম্পর্কে আমি তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছি। তবে মদীনাবাসীকে কিসে মদীনা হইতে বাহির করিবে এই বিষয়ে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

(৭১২২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৭১২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

(৭১২৩) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ يَعْنِي عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا.

(৭১২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াকুব বিন ইবরাহীম দাওরাকী ও হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তাঁহারা আবূ যায়িদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়া ফজরের সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহণ করিয়া খুতবা দিলেন। অবশেষে যুহরের সালাতের সময় হইল। তিনি মিম্বর হইতে অবতরণ করতঃ সালাত আদায় করিলেন। এরপর আবার মিম্বরে আরোহণ করতঃ তিনি খুত্বা দিলেন। এইবার আসরের সালাতের সময় হইল। তিনি মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া সালাত আদায় করিয়া পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং আমাদেরকে লক্ষ্য করিয়া খুত্বা দিলেন। অতঃপর সূর্য অস্তমিত হইলে তিনি আমাদেরকে যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে ইত্যাকার বিষয়ে সংবাদ দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি এই কথাগুলি সর্বাধিক স্মরণ রাখিয়াছেন আমাদের মাঝে এই বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত।

بَابُ فِي الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ফিত্না সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গায়িত হইবে-এর বিবরণ

(৭১২৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ أَنَا. قَالَ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ وَكَيْفَ قَالَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ". فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ فَقُلْتُ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا. قَالَ فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. قَالَ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ.

(৭১২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও মুহাম্মদ বিন আ'লা ইবন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমরা উমর (রাযি.)-এর নিকট বসা ছিলাম। এই সময় তিনি বললেন, ফিত্না সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ তোমাদের কাহার স্মরণ আছে? আমি বলিলাম, আমার স্মরণ আছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, ব্যস, তুমি তো খুব সাহসী। তিনি কি বলিয়াছেন, বল। অতঃপর আমি বলিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, স্বীয় নাফস, সন্তান-সন্ততি এবং প্রতিবেশীর ব্যাপারে মানুষ যে ফিতনায় আক্রান্ত হয়, তাহার সিয়াম, সালাত, সাদাকা এবং সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দানই হইল এইগুলির জন্য কাফ্ফারা। এই কথা শ্রবণ করিয়া উমর (রাযি.) বলিলেন, আমি তো এই ফিতনা সম্পর্কে শ্রবণ করিতে চাহি নাই। বরং সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় যে ফিত্না আপতিত, আমি তো কেবল তাহাই শ্রবণ করিতে চাহিয়াছি। তখন আমি বলিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক, ইহাতে আপনার উদ্দেশ্য কি? এই ফিতনা ও আপনার মাঝে এক রুদ্ধদ্বার অন্তরায় রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দ্বার কি ভাঙ্গা হইবে, না খোলা হইবে? আমি বলিলাম, খোলা হইবে না; বরং ভাঙ্গা হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া উমর (রাযি.) বলিলেন, তবে তো তাহা আর কখনও বন্ধ হইবে না। বর্ণনাকারী শাকীক (রহ.) বলেন, আমরা হুযায়ফা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে সেই দ্বার, উমর (রাযি.) তাহা কি জানিতেন? জবাবে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আগামী দিনের পর রাত্র, এই কথাটি যেমন জানিতেন, ঠিক তদ্রুপ ঐ বিষয়টিও তিনি জানিতেন। হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, আমি তাঁহাকে ভুল হাদীছ শ্রবণ করাই নাই। শাকীক (রহ.) বলেন, কে সেই দ্বার, এই সম্পর্কে হুযায়ফা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিতে আমরা ভয় পাইতেছিলাম। তাই আমরা মাসরূক (রহ.)কে বলিলাম, আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি হুযায়ফা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। হুযায়ফা (রাযি.) বলিলেন, এই দ্বার উমর (রাযি.) নিজেই।

(৭১২৫) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ.

(৭১২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি আ'মাশ (রাযি.) হইতে এই সনদে আবূ মু'আবিয়ার অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ঈসা (রহ.)-এর সূত্রে শাকীক (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছের মধ্যে তিনি বলিয়াছেন, আমি হুযায়ফা (রাযি.)কে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৭১২৬) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الْفِتْنَةِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৭১২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রাযি.) তিনি ... হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাযি.) বলিয়াছেন, ফিত্না সম্পর্কে আমাকে কে হাদীছ শুনাইতে পারিবে? অতঃপর সুফিয়ান (রহ.) পূর্ববর্তীদের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১২৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ جُنْدُبٌ جِئْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ فَقُلْتُ لَيُهَرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَا هُنَا دِمَاءٌ. فَقَالَ ذَاكَ

الرَّجُلُ كَلَّا وَاللهِ. قُلْتُ بَلَى وَاللهِ. قَالَ كَلَّا وَاللهِ. قُلْتُ بَلَى وَاللهِ. قَالَ كَلَّا وَاللهِ إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنِيهِ. قُلْتُ بِئْسَ الْجَلِيسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ تَسْمَعُنِي أُخَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَنْهَانِي ثُمَّ قُلْتُ مَا هَذَا الْغَضَبُ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ فَإِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةُ.

(৭১২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাঁহারা ... মুহাম্মদ (রহ.) হইতে বর্ণিত। জুনদুব (রাযি.) বলেন, জার'আর দিন আমি আসিলাম। দেখিলাম, এক ব্যক্তি উপবিষ্ট আছে। আমি বলিলাম, আজ তো এইখানে কয়েকটি খুন হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকটি বলিল, কখনও না। আল্লাহর কসম! খুন হইবে না। আমি বলিলাম, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই খুন হইবে। সে আবারও বলিল, আল্লাহর কসম! কখনও খুন হইবে না। আমি বলিলাম, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই খুন হইবে। পুনরায় সে বলিল, আল্লাহর কসম! খুন কখনও হইবে না। এই সম্বন্ধে আমি একটি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি, যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। আজ হইতে তুমি আমার একজন নিকৃষ্ট সাথী। কারণ তুমি শ্রবণ করিতে পাইতেছ যে, আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ শ্রবণ করা সত্ত্বেও তুমি আমাকে বারণ করিতেছ না। অতঃপর আমি বলিলাম, রাগ হওয়াতে কি ফায়দা? তাই আমি তাহার দিকে আগাইয়া গেলাম এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। পরে জানিতে পাইলাম, তিনি হইলেন হুযায়ফা (রাযি.)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ جُنْدُبٌ (জুনদুব (রাযি.) বলেন) جُنْدُبٌ শব্দটি ج এবং د বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন د বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ ইবন আবদুল্লাহ বিন সুফয়ান আল-বাজালী (রাযি.)। তিনি সুহবত লাভ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৬:২৮৬)

جِئْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ (জারা'আর দিন আমি আসিলাম)। الْجَرَعَةِ শব্দটি ج এবং ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন ر বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। জারাআ কুফার নিকটবর্তী তাবীকুল হারারতের পার্শ্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আর ইয়াউমুল জারাআ হইল সেই দিন যেই দিন কুফাবাসী হযরত উছমান (রাযি.) কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসককে ফিরাইয়া দিয়াছিল এবং তাহারা হযরত উছমান (রাযি.)-এর কাছে আবূ মূসা আশআরী (রাযি.)কে প্রশাসক নিযুক্ত করার জন্য বলিয়াছিল। অবশেষে তিনি তাহাই করিলেন। -(তাকমিলা ৬:২৮৬-২৮৭)

لَيُهَرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَاهُنَا دِمَاءٌ (আজ তো এইখানে কয়েকটি খুন হইবে)। এই কথাটি বলার কারণ হইতেছে যখন তিনি দেখিলেন হযরত উছমান কর্তৃক নিযুক্ত লোকটির ব্যাপারে বিতর্ক লিপ্ত হইলেন, তখন তিনি আশংকা করিয়াছিলেন এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। -(তাকমিলা ৬:২৮৭)

بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত কায়েম হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফোরাত তাহার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পর্বত বাহির করিয়া দিবে-এর বিবরণ

(৭১২৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو".

(৭১২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত কায়েম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ফোরাত তাহার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পর্বত বাহির করিয়া দিবে। লোকেরা ইহা নিয়া লড়াই করিবে এবং এক শতের মধ্যে নিরানব্বই জন মারা যাইবে। তাহাদের প্রত্যেকেই বলিবে, সম্ভবত আমি বাঁচিয়া যাইব।

(৭১২৯) وَحَدَّثَنِى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ فَقَالَ أَبِى إِنْ رَأَيْتَهُ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ.

(৭১২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমায়্যা বিন বিসতাম (রহ.) তিনি ... সুহায়ল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাতে অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমার পিতা বলিয়াছেন, যদি তোমরা ঐ পর্বত দেখ তবে তোমরা ইহার কাছেও যাইও না।

(৭১৩০) حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا".

(৭১৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মাসউদ সাহল বিন উছমান (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : অচিরেই ফোরাত তাহার মধ্যস্থিত স্বর্ণখনি বাহির করিয়া দিবে। সুতরাং এই সময় যাহারা উপস্থিত থাকিবে তাহারা যেন ইহা হইতে কিছুই গ্রহণ না করে।

(৭১৩১) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا".

(৭১৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাহল বিন উছমান (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : অচিরেই ফোরাত তাহার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পাহাড় বাহির করিয়া দিবে। সুতরাং এই সময় যাহারা উপস্থিত থাকিবে তাহারা যেন ইহা হইতে কিছুই গ্রহণ না করে।

(৭১৩২) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِىُّ وَاللَّفْظُ لأَبِى مَعْنٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ كُنْتُ وَاقِفًا مَعَ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِى طَلَبِ الدُّنْيَا. قُلْتُ أَجَلْ. قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ قَالَ فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ". قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ وَقَفْتُ أَنَا وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فِى ظِلِّ أُجُمِ حَسَّانَ.

(৭১৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন ও আবূ মা'আন রুক্কাশী (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন হারিস বিন নাওফাল (রহ.) হইতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি উবাই বিন কা'ব (রাযি.)-এর সহিত দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বলিলেন, বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতঃ মানুষ পার্থিব সম্পদ উপার্জনের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকিবে। আমি বলিলাম, হ্যাঁ, ঠিকই। তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, অচিরেই ফোরাত তাহার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পাহাড় বাহির করিয়া দিবে। এই কথা শ্রবণ করা মাত্রই লোকজন সেই দিকে চলিতে আরম্ভ করিবে। সেইখানকার লোকেরা বলিবে, আমরা যদি লোকদেরকে ছাড়িয়া দেই তবে তাহারা সবই নিয়া চলিয়া যাইবে। এই নিয়া তাহারা পরস্পর যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবে এবং ইহাতে একশতের নিরানব্বই জন লোকই নিহত হইবে। বর্ণনাকারী আবূ কামিল (রহ.) তাহার হাদীছে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি এবং উবাই ইবন কা'ব (রাযি.) হাস্‌সানের কিল্লার ছায়ায় দণ্ডায়মান ছিলাম।

(৭১৩৩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا وَمَنَعَتِ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ". شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

(৭১৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দ বিন ইয়াঈশ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক সময় ইরাক তাহার রৌপ্য মুদ্রা এবং কাফীয দিতে অস্বীকার করিবে। সিরিয়াও তাহার মুদ এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে অস্বীকার করিবে। অনুরূপভাবে মিসরও তাহাদের আরদাব এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করিবে। অবশেষে তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে। আবূ হুরায়রার রক্ত-মাংস এই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতেছে।

بَابُ فِي فَتْحِ قُسْطُنْطِينِيَّةَ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তাম্বুল বিজয়, দাজ্জাল বাহির হওয়া এবং ঈসা বিন মারিয়াম (আ.)-এর অবতরণ

(৭১৩৪) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتِ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لاَ وَاللَّهِ لاَ نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لاَ يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ. فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لاَنْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ".

(৭১৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : কিয়ামত কায়েম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমীয় সেনাবাহিনী 'আ'মাক' অথবা 'দাবেক' নগরীতে অবতরণ করিবে। তখন তাহাদের মুকাবালায় মদীনা হইতে এই পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বাহির হইবে। অতঃপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হওয়ার পর রোমীয়গণ বলিবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের হইতে পৃথক হইয়া যাও, যাহারা আমাদের লোকদেরকে বন্দী করিয়াছে। আমরা তাহাদের সাথে লড়াই করিব। তখন মুসলমানগণ বলিবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের ভ্রাতাদের হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না। অবশেষে তাহাদের পরস্পর যুদ্ধ হইবে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পালাইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা কখনও তাহাদের তাওবা কবুল করিবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হইবে এবং তাহারা হইবে আল্লাহর নিকট শহীদানের মাঝে সর্বোত্তম শহীদ। আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হইবে। জীবনে আর কখনও তাহারা ফিতনায় আক্রান্ত হইবে না। তাহারাই ইস্তাম্বুল জয় করিবে। তাহারা নিজেদের তরবারী যায়তুন বৃক্ষে লটকাইয়া যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বন্টন করিতে থাকিবে। এমতাবস্থায় তাহাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করিয়া বলিতে থাকিবে, দাজ্জাল তোমাদের পিছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া মুসলমানরা সেইখান হইতে বাহির হইবে। অথচ ইহা ছিল মিথ্যা খবর। তাহারা যখন সিরিয়া পৌঁছিবে তখন দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে এবং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইতে শুরু করিবে তখন সালাতের সময় হইবে। অতঃপর ঈসা (আ.) অবতরণ করিবেন এবং সালাতে তাহাদের ইমামত করিবেন। আল্লাহর শত্রু তাহাকে দেখামাত্রই বিগলিত হইয়া যাইবে যেমন লবণ পানিতে গলিয়া যায়। যদি ঈসা (আ.) কাহাকেও এমনিই ছাড়িয়া দেন তবে সেও নিজে নিজেই বিগলিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে তাহাকে হত্যা করিবেন এবং তাহার রক্ত ঈসা (আ.)-এর বর্শাতে তিনি তাহাদেরকে দেখাইয়া দিবেন।

بَابُ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোমীয়দের সংখ্যাধিক্য হইলে কিয়ামত কায়িম হইবে-এর বিবরণ

(৭১৩৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ". فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو أَبْصِرْ مَا تَقُولُ. قَالَ أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالًا أَرْبَعًا إِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ.

(৭১৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শু'আয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... মুসতাওরিদ আল-কুরাশী (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি আমর বিন আস (রাযি.)-এর নিকট বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, খ্রীস্টানদের সংখ্যা যখন সর্বাধিক হইবে তখন কিয়ামত কায়িম হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া ইবনুল আস (রাযি.) তাহাকে বলিলেন, কি বলিতেছ, ভেবে-চিন্তে বল। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি আমি তাহাই বলিতেছি। অতঃপর আমর বিন আস (রাযি.) বলিলেন, তুমি যদি বল, তবে সত্যই বলিয়াছ। কেননা, খ্রীস্টানদের মাঝে চারটি বৈশিষ্ট্য আছে। ফিতনার সময় তাহারা সর্বাধিক ধৈর্যের পরিচয় দিয়া থাকে এবং মুসীবতের পর তড়িৎ তাহাদের মধ্যে হুঁশ ফিরিয়া আসে। পলায়নের পর সর্বপ্রথম তাহারা হামলা করে এবং মিসকীন, ইয়াতীম ও দুর্বলের জন্য তাহারা সর্বাধিক কল্যাণকামী। তাহাদের পঞ্চম সুন্দর গুণটি হইল এই যে, তাহারা রাজন্যবর্গের যুলুম প্রতিহত করণে অধিক তৎপর।

(৭১৩৬) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْقُرَشِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ". قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ قُلْتُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَالَ عَمْرٌو لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّهُمْ لأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَأَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَخَيْرُ النَّاسِ لِمَسَاكِينِهِمْ وَضُعَفَائِهِمْ.

(৭১৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... মুসতাওরিদ আল-কুরাশী (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রোমীয়দের সংখ্যা যখন সর্বাধিক হইবে তখন কিয়ামত কায়িম হইবে। এই সংবাদ আমর বিন আস (রাযি.)-এর নিকট পৌঁছিবার পর তিনি বলিলেন, এই কেমন হাদীছ, যাহা সম্বন্ধে লোকেরা বলিতেছে যে, ইহা নাকি তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেছ? জবাবে মুস্তাওরিদ (রাযি.) তাহাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি আমি তাহাই বলিতেছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমর (রাযি.) বলিলেন, তুমি যদি বলে থাক তাহা ঠিকই আছে। কেননা, তাহারা ফিতনার সময় সর্বাধিক ধৈর্যশীল হইবে এবং মুসীবতের পর সবার পূর্বে তাহাদের হুঁশ ফিরিয়া আসিবে। সর্বোপরি তাহারা হইল মিসকীন এবং দুর্বল মানুষের জন্য অধিক হিতাকাংখী।

(৭১৩৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إِلاَّ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتِ السَّاعَةُ. قَالَ فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى لاَ يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلاَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ فَقَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ. قُلْتُ الرُّومَ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا فَيَفِيءُ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لاَ يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا فَيَتَعَادُّ بَنُو الأَبِ كَانُوا

مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ". قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ.

(৭১৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... উসায়র বিন জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কূফা নগরীতে লাল ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইল। এই সময় এক ব্যক্তি কূফায় আসিল। তাহার কথার তকিয়্যাই ইহা-ই ছিল যে, হে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ! কিয়ামত কায়িম হইবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ অবন্টিত থাকিবে এবং যতক্ষণ না লোক গনীমতের ব্যাপারে নিরানন্দ প্রকাশ করিবে। অতঃপর তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা সিরিয়ার প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, আল্লাহর শত্রুরা সমবেত হইবে মুসলমানদের সাথে লড়াই করার জন্য এবং মুসলমানগণও তাহাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, আল্লাহর শত্রু বলিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য হইল রোমীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায়। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। এবং তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। তখন মুসলিম সম্প্রদায় একটি দল অগ্রে প্রেরণ করিবে, তাহারা মৃত্যুর জন্য সামনে অগ্রসর হইবে। জয়লাভ করা ব্যতিরেকে তাহারা পিছনে ফিরিবে না। এরপর পরস্পর তাহাদের মাঝে যুদ্ধ হইবে। যুদ্ধ করিতে করিতে রাত্র হইয়া যাইবে। অতঃপর উভয় পক্ষের সৈন্য জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই ফিরিয়া চলিয়া যাইবে। যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যেই দলটি অগ্রে গিয়াছিল তাহারা সকলেই মরিয়া যাইবে। অতঃপর পূর্ববর্তী দিন মুসলমানগণ মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল অগ্রে প্রেরণ করিবে। তাহারা বিজয়ী না হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে না। এইদিনও পরস্পরের মাঝে মারাত্মক যুদ্ধ হইবে। অবশেষে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। উভয় বাহিনী জয়লাভ করা ব্যতীতই নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিবে। যেই দলটি অগ্রে ছিল তাহারা সরিয়া যাইবে। অতঃপর তৃতীয় দিন পুনঃরায় মুসলমানগণ মৃত্যু বা বিজয়ের উদ্দেশ্যে অপর একটি বাহিনী প্রেরণ করিবে। এই যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। অবশেষে জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই উভয় বাহিনী ফিরিয়া যাইবে। তবে মুসলিম বাহিনীর সামনের সেনাদলটি শহীদ হইয়া যাইবে। এরপর যুদ্ধের চতুর্থ দিবসে অবশিষ্ট মুসলমানগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সম্মুখ পানে আগাইয়া যাইবে। সেইদিন কাফিরদের উপর আল্লাহ তা'আলা অমঙ্গল চক্র চাপাইয়া দিবেন। অতঃপর এমন যুদ্ধ হইবে যাহা জীবনে কেহ দেখিবে না অথবা যাহা জীবনে কেহ দেখে নাই। অবশেষে তাহাদের শরীরের উপর পাখী উড়িতে থাকিবে। পাখী তাহাদেরকে অতিক্রম করিবে না; এমতাবস্থায় তাহা মাটিতে পড়ে মরিয়া যাইবে। একশত মানুষ বিশিষ্ট পূর্ব পুরুষদের একটি গোত্র, ইহাদের থেকে মাত্র এক ব্যক্তি বেঁচে থাকিবে। এমতাবস্থায় কেমন করিয়া গনীমতের সম্পদ নিয়া লোকেরা আনন্দ উৎসব করিবে এবং কেমন করিয়া উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন করা হইবে। মুসলমানগণ এই সময় আরেকটি ভয়াবহ বিপদের সংবাদ শ্রবণ করিতে পাইবে এবং এই মর্মে একটি আওয়াজ তাহাদের নিকট পৌঁছিবে যে, দাজ্জাল তাহাদের পিছনে তাহাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। এই সংবাদ শুনতেই তাহারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলিয়া দিয়া রওয়ানা হইয়া যাইবে এবং দশজন অশ্বারোহী ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসাবে প্রেরণ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাজ্জালের সংবাদ সংগ্রাহক দলের প্রতিটি ব্যক্তির নাম, তাহাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাহাদের অশ্বের রং সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। এই পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দল সেইদিন তাহারাই হইবে। ইবন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহার রেওয়ায়তের মধ্যে يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ এর পরিবর্তে أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১৩৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهَبَّتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةَ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ.

(৭১৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন উবায়দ গুবারী (রহ.) তিনি ... ইউসায়র বিন জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন মাসউদ (রাযি.)-এর নিকট ছিলাম। তখন লাল রক্তিম ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইল। অতঃপর তিনি পূর্বের ন্যায় অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইবন উলায়্যার হাদীছটি পূর্ণাঙ্গ এবং প্রশান্তিদায়ক।

(৭১৩৯) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَيْتُ مَلآنُ قَالَ فَهَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

(৭১৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররুখ (রহ.) তিনি ... উসায়র বিন জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)-এর বাড়ীতে ছিলাম। বাড়ীটি তখন লোকে লোকারণ্য ছিল। ইবন উসায়র-এর মত তিনিও বলিলেন, তখন কূফা নগরীতে লাল রক্তিম ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইল।

بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ فُتُوحَاتِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে মুসলিমগণ যেইসকল বিজয় লাভ করিবেন-এর বিবরণ

(৭১৪০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ فَإِنَّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ قَالَ فَقَالَتْ لِي نَفْسِي ائْتِهِمْ فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لَا يَغْتَالُونَهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَعَلَّهُ نَجِيٌّ مَعَهُمْ. فَأَتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ قَالَ فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ أَعُدُّهُنَّ فِي يَدِي قَالَ "تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ". قَالَ فَقَالَ نَافِعٌ يَا جَابِرُ لَا نَرَى الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ.

(৭১৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... নাফি বিন উত্বা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তখন পশ্চিম দিক হইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক দল লোক আসিল। তাহাদের গায়ে ছিল পশমের কাপড়। তাহারা এক টিলার নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করিল। এইসময় তাহারা ছিল দণ্ডায়মান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উপবিষ্ট। আমার মন তখন আমাকে বলিল, তুমি যাও এবং তাহাদের ও

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে গিয়া দাঁড়াও, যেন তাহারা প্রতারণা করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে না পারে। পুনঃরায় আবার আমার মনে আসিল, সম্ভবতঃ তিনি তাহাদের সাথে কোন গোপন আলাপ করিয়াছেন। তথাপিও আমি গেলাম এবং তাহাদের ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই সময় আমি তাঁহার হইতে চারটি কথা মুখস্থ করিলাম এবং তিনি এই কথাগুলি আমার হাত দ্বারাই গণনা করাইলেন। তিনি বলেন, তোমরা জাযিরাতুল আরবে যুদ্ধ করিবে, আল্লাহ তাহা বিজিত করিয়া দিবেন। অতঃপর পারস্যবাসীদের সাথে যুদ্ধ করিবে, আল্লাহ তাহাও বিজিত করিয়া দিবেন। এরপর রোমীয়দের সাথে যুদ্ধ করিবে, আল্লাহ তা'আলা ইহাতেও তোমাদের বিজয়ী করিয়া দিবেন। অবশেষে তোমরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করিবে, এইখানেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিজয়ী করিবেন। বর্ণনাকারী নাফি' (রহ.) বলেন, হে জাবির! আমাদের ধারণা রোম বিজয়ের পর দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে।

بَابُ فِي الآيَاتِ الَّتِي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের পূর্বে যেইসব আলামত দেখা দিবে-এর বিবরণ

(৭১৪১) حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ "مَا تَذَاكَرُونَ". قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ "إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ". فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

(৭১৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ খায়সামা যুহায়র বিন হারব, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর মাক্কী (রহ.) তাঁহারা ... হুযায়ফা বিন আসীদ আল-গিফারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আলোচনা করিতেছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি নিয়া আলোচনা করিতেছ? জবাবে তাঁহারা বলিলেন, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ নিদর্শন দেখিবে। অতঃপর তিনি ধুম্র, দাজ্জাল, দাব্বা, পশ্চিম দিগন্ত হইতে সূর্য উদিত হওয়া, মারইয়াম তনয় ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, ইয়াজূজ মা'জূজ এবং তিনবার ভূমি ধ্বসে যাওয়া তথা পূর্ব প্রান্তে ভূমি ধ্বস, পশ্চিম প্রান্তে ভূমি ধ্বস এবং আরব উপদ্বীপে ভূমি ধ্বসের কথা উল্লেখ করিলেন। এই নিদর্শন সমূহের পর এক অগ্নি প্রকাশিত হইবে, যাহা তাহাদেরকে ইয়ামান হইতে হাঁকাইয়া ময়দানে হাশরের দিকে নিয়া যাইবে।

(৭১৪২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ "مَا تَذْكُرُونَ". قُلْنَا السَّاعَةَ. قَالَ "إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ

تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ". قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ. مِثْلَ ذَلِكَ لاَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَاشِرَةِ نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ الآخَرُ وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ.

(৭১৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আনবারী (রহ.) তিনি ... আবূ সারীহা বিন আসীদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কামরার ভিতর ছিলেন। তখন আমরা তাঁহার হইতে একটু নীচু স্থানে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আমাদের নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি আলোচনা করিতেছিলে? আমরা বলিলাম, কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না যতক্ষণ না দশটি নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। পূর্ব দিগন্তে ভূমি ধ্বস, পশ্চিম দিগন্তে ভূমি ধ্বস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধ্বস, ধুম্র, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, ইয়াজূজ-মা'জূজ, পশ্চিম দিগন্ত হইতে সূর্য উদিত হওয়া এবং সর্বশেষ আদন দেশের প্রান্ত হইতে অগ্নি প্রকাশিত হওয়া এবং লোকদেরকে হাঁকাইয়া নিয়া যাওয়া। শু'বা (রহ.) বলেন, এই বর্ণনায় দশম নিদর্শনের কথা উল্লেখ নেই। তবে অন্য বর্ণনায় দশম নিদর্শন হিসাবে কোথাও ঈসা (আ.)-এর অবতরণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, আবার কোথাও উল্লেখ রহিয়াছে যে, সর্বশেষ এমন ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইবে, উহা লোকদেরকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

(৭১৪৩) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ تَنْزِلُ مَعَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا. قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَقَالَ الآخَرُ رِيحٌ تُلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ.

(৭১৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... আবূ সারীহা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কামরার ভিতর ছিলেন। আমরা তার নীচে ছিলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীছটি পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শু'বা (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলিয়াছেন : তাহারা যেইখানে অবতরণ করিবে আগুনও সেইখানে অবতরণ করিবে এবং তাহারা যেইখানে দ্বিপ্রহরে শয়ন করিবে আগুনও সেইখানে তাহাদের সঙ্গে দ্বিপ্রহরে থাকিবে। বর্ণনাকারী শু'বা (রহ.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবূ সারীহার এই হাদীছটি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মারফূ' হিসাবে তিনি এই হাদীছটি উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, দশম নিদর্শনটি হইল, ঈসা (আ.)-এর অবতরণ। কিন্তু অপর ব্যক্তি বলিয়াছেন, দশম নির্দশনটি হইল, তখন এমন ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইবে, যাহা লোকদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে।

(৭১৪৪) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ بِنَحْوِهِ قَالَ وَالْعَاشِرَةُ نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ.

(৭১৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ সারীহা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করিতেছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে আসিলেন। অতঃপর তিনি মু'আয ও ইবন আবূ জা'ফরের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাহার হাদীছের শেষাংশে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দশম নিদর্শনটি হইল, মারইয়াম তনয় ঈসা (আ.)-এর অবতরণ। বর্ণনাকারী শু'বা (রহ.) বলেন, আবদুল আযীয (রহ.) এই হাদীছটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেন নাই।

بَابُ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত কায়িম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত হিজায ভূমি হইতে অগ্নি প্রকাশিত হইবে-এর বিবরণ

(৭১৪৫) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى".

(৭১৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত কায়েম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হিজাযভূমি হইতে একটি অগ্নি প্রকাশিত হইবে। ফলে বসরায় অবস্থান রত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত হইয়া যাইবে।

(৭১৪৬) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ". قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ فَكَمْ ذَلِكَ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ كَذَا وَكَذَا مِيلاً.

(৭১৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন-নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মদীনার বাড়ি ঘর ইহাব অথবা ইউহাব পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। যুহায়র (রহ.) বলেন, আমি সুহায়ল (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা মদীনা হইতে কত দূরে অবস্থিত? তিনি বলিলেন, এতো-এতো মাইল দূরে অবস্থিত।

(৭১৪৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لاَ تُمْطَرُوا وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا".

(৭১৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ হইবে না। বরং দুর্ভিক্ষ হইবে ঐ কারণে যে, কেবল বৃষ্টি হইতে থাকিবে, বৃষ্টিই কেবল হইতে থাকিবে। ফলে ভূমি কোন কিছুই উদগত করিবে না।

بَابُ الْفِتْنَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফিত্না পূর্ব দিক হইতে আত্মপ্রকাশ করিবে, যেইদিক হইতে শয়তানের শিং উদিত হইবে-এর বিবরণ

(৭১৪৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ "أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ".

(৭১৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বমুখী ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, ফিত্না এইদিক হইতে, ফিত্না এইদিক হইতে– যেইদিক হইতে শয়তানের শিং উদিত হইবে।

(৭১৪৯) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ "الْفِتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ". قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ.

(৭১৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর আল-কাওয়ারিরী, মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন সঈদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা (রাযি.)-এর দরজার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার আঙ্গুল দ্বারা প্রাচ্যের দিকে ইংগিত করিয়া বলিলেন, ফিত্না এই দিক হইতে– যেইদিক হইতে শয়তানের শিং উদিত হইবে। এই কথাটি তিনি দুই বা তিনবার বলিয়াছেন। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহার বর্ণনার মাঝে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (রাযি.)-এর দরজার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন।

(৭১৫০) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ "هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ".

(৭১৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাচ্যমুখী হইয়া বলিলেন, ফিত্না এই দিক হইতে, ফিত্না এই দিক হইতে, অবশ্যই ফিত্না এই দিক হইতে– যেইদিক হইতে শয়তানের শিং উদিত হইবে।

(৭১৫১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ "رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ". يَعْنِي الْمَشْرِقَ.

(৭১৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (রাযি.)-এর গৃহ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, কুফরীর মাথা এইদিক হইতে– যেইদিক হইতে শয়তানের শিং উদিত হইবে। অর্থাৎ প্রাচ্যের দিক হইতে।

(৭১৫২) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ "هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا". ثَلاَثًا "حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ".

(৭১৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রাচ্যের দিকে ইংগিত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, সাবধান! ফিত্‌না এইদিক হইতে, সাবধান ফিত্‌না এইদিক হইতে, তিনবার বলিয়া তিনি বলিলেন, যেইদিক হইতে শয়তানের শিং উদিত হইবে।

(৭১৫৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَا هُنَا". وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ "مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ". وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ‏وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا‏ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سَالِمٍ لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ.

(৭১৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আবান, ওয়াসিল বিন আবদুল আ'লা ও আহমদ বিন উমর ওয়াকীঈ (রহ.) তাঁহারা ... সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিতেন, হে ইরাকবাসী! আমি তোমাদেরকে সগীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি না এবং যাহারা কবীরা গুনাহ করিতেছে তাহাদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিতেছি না। আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় হস্ত দ্বারা প্রাচ্যের দিকে ইংগিত করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, ফিত্‌না এইদিক হইতে আসিবে– যেইদিক হইতে শয়তানের শিং উদিত হইবে। অথচ তোমরা পরস্পর হানাহানি করিতেছ। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হইতে মুক্তি দেই। আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করিয়াছি।" বর্ণনাকারী আহমাদ বিন উমর (রহ.) তাঁহার বর্ণনায় عَنْ سَالِمٍ না বলিয়া سَمِعْتُ سَالِمًا বলিয়াছেন।

بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعْبُدَ دَوْسٌ ذَا الْخَلَصَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত সংঘটিত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দাউদ গোত্রীয় লোকেরা যুল-খালাসের পূজা করিবে-এর বিবরণ

(৭১৫৪) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ". وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ.

(৭১৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না যতক্ষণ না দাউস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব যূলখালাসা মূর্তির নিকট ঘর্ষিত হইবে। যুলখালাসা একটি মূর্তি ছিল, দাউস গোত্রীয় লোকেরা প্রাক-ইসলামী যুগে তাবালা নামক স্থানে এর পূজা করিত।

(৭১৫৫) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَأَبُو مَعْنٍ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي مَعْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا قَالَ "إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ".

(৭১৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল আল জাহদারী, আবূ মা'আন যায়িদ বিন ইয়াযীদ রুকাশী (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাত্র দিন খতম হইবে না, যতক্ষণ না লাত ও উয্যা দেবতার পূজা পুনরায় আরম্ভ করা হয়। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে, "তিনিই তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ, সকল দীনের উপর উহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা উহা অপসন্দ করে।" এই আয়াত নাযিলের পর আমি তো মনে করিয়াছিলাম যে, এই ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ করা হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা অবশ্যই হইবে। তবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন ততদিন পর্যন্ত তাহা বলবৎ থাকিবে। অতঃপর তিনি স্বচ্ছ বায়ু প্রবাহিত করিবেন। ফলে যাহাদের হৃদয়ে দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাহাদের প্রত্যেকেই মরিয়া সাফ হইয়া যাইবে। অবশেষে যাহাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই তাহারাই কেবল বেঁচে থাকিবে। অতঃপর আবার পূর্ব পুরুষদের ধর্মে ফিরিয়া যাইবে।

(৭১৫৬) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৭১৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবদুল হামীদ বিন জা'ফর হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১৫৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ".

(৭১৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত কায়িম হইবে না, যতক্ষণ না এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়া যাত্রাকালে বলিবে, হায়! আমি যদি তাহার স্থানে হইতাম।

(৭১৫৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلاَّ الْبَلاَءُ".

(৭১৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ বিন আবান বিন সালিহ ও মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ রিফাঈ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, দুন্ইয়া খতম হইবে না যতক্ষণ না এক ব্যক্তি কবরের পার্শ্ব দিয়া যাত্রাকালে উহার উপর গড়াগড়ি দিয়া বলিবে, হায়! এই কবরবাসীর স্থানে যদি আমি হইতাম। তাহার নিকট দীন থাকিবে না; থাকিবে কেবল বালা-মুসীবত।

(৭১৫৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَىِّ شَىْءٍ قَتَلَ وَلاَ يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ قُتِلَ".

(৭১৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর মাক্কী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, মানুষের নিকট এমন এক সময় আসিবে, যখন হত্যাকারী জানিবে না যে, কি অপরাধে সে হত্যা করিতেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানিবে না যে, কি অপরাধে সে নিহত হইয়াছে।

(৭১৬০) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لاَ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ". فَقِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ "الْهَرْجُ. الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبَانَ قَالَ هُوَ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ. لَمْ يَذْكُرِ الأَسْلَمِيَّ.

(৭১৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আবান, ওয়াসিল বিন আবদুল্লাহ আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সত্তার শপথ! যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, দুন্ইয়া খতম হইবে না যেই পর্যন্ত না মানুষের নিকট আসে এমন এক যুগ, যখন হত্যাকারী জানিবে না যে, কি অপরাধে সে হত্যা করিতেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানিবে না যে, কি অপরাধে সে নিহত হইয়াছে। প্রশ্ন করা হইল, এমন যুলুম কিভাবে হইবে? তিনি উত্তরে বলিলেন, সে যুগটা হইবে হত্যার যুগ। এইরূপ যুগের হন্তা ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী হইবে। বর্ণনাকারী আবান হইল, ইয়াযীদ বিন কায়সান। তিনি ইসমাঈল (রহ.) হইতে এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আসলামী শব্দটি তিনি উল্লেখ করিন নাই।

(৭১৬১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ".

(৭১৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন আবূ উমর বাক্কী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবিসিনিয়ার এক ব্যক্তি কা'বা গৃহকে ধ্বংস করিবে; তাহার উভয় পায়ের গোছা ছোট ছোট হইবে।

(৭১৬২) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ".

(৭১৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবিসিনিয়ার এক ব্যক্তি কা'বা গৃহকে ধ্বংস করিবে; তাহার উভয় পায়ের গোছা ছোট ছোট হইবে।

(৭১৬৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ يُخَرِّبُ بَيْتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(৭১৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ছোট ছোট গোছা বিশিষ্ট আবিসিনিয়ার এক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ঘরকে ধ্বংস করিবে।

(৭১৬৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ".

(৭১৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না যতক্ষণ না কাহতান গোত্র হইতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে, যে লোকদেরকে লাঠি দ্বারা পরিচালিত করিবে।

(৭১৬৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ". قَالَ مُسْلِمٌ هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ شَرِيكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَعُمَيْرٌ وَعَبْدُ الْكَبِيرِ بَنُو عَبْدِ الْمَجِيدِ.

(৭১৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার আল-আবাদী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাত্র দিন খতম হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহ্‌জাহ্‌ নামক ব্যক্তি বাদশাহ হইবে। তাহারা চার ভাই– শরীক, উবায়দুল্লাহ, উমায়র ও আবদুল কবীর। তাহারা সকলেই আবদুল মজীদের সন্তান।

(৭১৬৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ".

(৭১৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না যে পর্যন্ত না, তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করিবে, যাহাদের মুখমণ্ডল হইবে চামড়া জড়ানো ঢালের ন্যায় মাংসল। কিয়ামত কায়িম হইবে না, যেই পর্যন্ত না তোমরা এমন জাতির সাথে যুদ্ধ করিবে, যাহাদের জুতা হইবে পশমের।

(৭১৬৭) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلَكُمْ أُمَّةٌ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ".

(৭১৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না যে পর্যন্ত না তোমরা এমন এক দলের সাথে যুদ্ধ করিবে যাহারা পশমী জুতা পরিধান করিবে। তাহাদের মুখমণ্ডল হইবে চামড়া জড়ানো ঢালের ন্যায় মাংসল।

(৭১৬৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الآنُفِ".

(৭১৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না, যে পর্যন্ত তোমরা এমন কাওমের সাথে যুদ্ধ না করিবে যাহাদের চক্ষু হইবে ছোট ছোট এবং নাসিকা হইবে অনুন্নত।

(৭১৬৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ".

(৭১৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না, যে পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ না করিবে। তাহারা এমন সম্প্রদায়, যাহাদের মুখমণ্ডল হইবে চামড়া জড়ানো ঢালের ন্যায় মাংসল। তাহারা পশমী পোষাক পরিবে এবং পশমের উপর হাঁটবে।

(৭১৭০) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ حُمْرُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الأَعْيُنِ".

(৭১৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব ও আবূ উসামা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের পূর্বে তোমরা এমন এক কাওমের সাথে যুদ্ধ করিবে, যাহাদের জুতা হইবে পশমের। তাহাদের মুখমণ্ডল চামড়া জড়ানো ঢালের ন্যায় মাংসল এবং রক্ত বর্ণ হইবে এবং তাহাদের চক্ষু হইবে ছোট ছোট।

(৭১৭১) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لاَ يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلاَ دِرْهَمٌ. قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَاكَ. ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لاَ يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلاَ مُدْىٌ. قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الرُّومِ. ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لاَ يَعُدُّهُ عَدَدًا". قَالَ قُلْتُ لأَبِي نَضْرَةَ وَأَبِي الْعَلاَءِ أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالاَ لاَ.

(৭১৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অচিরেই ইরাক বাসীরা না খাদ্যশস্য পাইবে না দিরহাম পাইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহার কারণে এই বিপদ আসিবে? তিনি বলিলেন, অনারবদের কারণে। তাহারা খাদ্য শস্য ও দিরহাম আসিতে দিবে না। তিনি আবার বলিলেন, অচিরেই সিরিয়াবাসীর নিকট কোন দীনার আসিবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসিবে না। আমরা প্রশ্ন করিলাম, এই বিপদ কোন দিক হইতে আগমন করিবে? তিনি বলিলেন, রোমের দিক হইতে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিলেন, আমার উম্মাতের শেষভাগে একজন খলীফা হইবে। সে হাত ভরিয়া ভরিয়া অর্থ সম্পদ দান করিবে, গণনা করিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ নাদরা ও আবুল আলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদের ধারণায় ইনি কি উমর বিন আবদুল আযীয? তাহারা জবাবে বলিলেন, না।

(৭১৭২) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৭১৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জুরায়রী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলিম ফর্মা -২২-৩৩/২

(৭১৭৩) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مِنْ خُلَفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثْيًا لاَ يَعُدُّهُ عَدَدًا". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ "يَحْثِي الْمَالَ".

(৭১৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী আল-জাহযামী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের খলীফাদের মধ্যে একজন খলীফা এমন হইবে, যে হাত ভরিয়া ভরিয়া দান করিবে এবং মালের কোন গণনাই করিবে না। ইবন হুজর (রহ.)-এর রিওয়ায়তে يَحْثُو الْمَالَ এর পরিবর্তে يَحْثِي الْمَالَ বর্ণিত আছে।

(৭১৭৪) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ".

(৭১৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ ও জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আখেরী যুগে এমন খলীফা পয়দা হইবে, যে মাল বণ্টন করিবে কিন্তু কোন গণনা করিবে না।

(৭১৭৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৭১৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১৭৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارٍ حِينَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ "بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ".

(৭১৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমাকে জানাইয়াছেন যে, আম্মার (রাযি.) যখন পরিখা খনন করিতেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, ইবন সুমায়্যা-এর উপর ভয়াবহ বিপদ আপতিত হইবে এবং একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করিবে।

(৭১৭৭) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالُوا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ

كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةَ. وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أُرَاهُ يَعْنِي أَبَا قَتَادَةَ. وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ وَيَقُولُ "وَيْسَ". أَوْ يَقُولُ "يَا وَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ".

(৭১৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মু'আয বিন আব্বাদ আর-আনবারী ও হুরায়ম বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম, ইসহাক বিন মানসূর, মাহমূদ বিন গায়লান ও মুহাম্মদ বিন কুদামা (রহ.) তাঁহারা আবূ মাসলামা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে নদরের হাদীছের মধ্যে রহিয়াছে যে, أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةَ এবং খালিদ বিন হারিছের হাদীছের মধ্যে আছে, أُرَاهُ يَعْنِي أَبَا قَتَادَةَ। অর্থাৎ সে লোকটি হইল, আবূ কাতাদা (রাযি.) খালিদের হাদীছের মধ্যে يُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ এর স্থলে وَيْس বা يَا وَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ বর্ণিত আছে।

(৭১৭৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ عُقْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارٍ "تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ".

(৭১৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উক্‌বা বিন মুকাররম আম্মী ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাঁহারা ... উম্মে সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মার (রাযি.)কে বলিয়াছেন, তোমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী লোকেরা হত্যা করিবে।

(৭১৭৯) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ وَالْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِمَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৭১৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... উম্মে সালামা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১৮০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ".

(৭১৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উম্মে সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আম্মার (রাযি.)কে রাষ্ট্রদ্রোহি লোকেরা হত্যা করিবে।

(৭১৮১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يُهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ". قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ "لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ".

(৭১৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কুরায়শের এই গোত্রটি আমার উম্মতকে ধ্বংস করিবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সাহাবীগণ প্রশ্ন করিলেন, আপনি আমাদের কি নির্দেশ দিতেছেন। জবাবে তিনি বলিলেন, তখন যদি লোকেরা তাহাদের হইতে দূরে সরিয়া যায়।

(৭১৮২) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ فِي مَعْنَاهُ.

(৭১৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইবরাহীম দাওরাকী (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১৮৩) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قَدْ مَاتَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

(৭১৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পারস্য রাজ নিপাত গিয়াছে। অতঃপর পারস্য রাজ আর হইবে না এবং যখন রোম সম্রাট নিপাত যাইবে তারপর আর কোন রোম সম্রাট হইবে না। শপথ ঐ সত্তার, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা তাহাদের ধন-ভাণ্ডার অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় লুটাইয়া দিবে।

(৭১৮৪) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

(৭১৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে সুফিয়ান (রহ.)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১৮৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هَلَكَ كِسْرَى ثُمَّ لاَ يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لاَ يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

(৭১৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীছ হইতেছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, পারস্য রাজ নিপাত গিয়াছে, এরপর আর কেহ পারস্য রাজ হইবে না। রোম সম্রাট অবশ্যই ধ্বংস হইয়া যাইবে। এরপর আর কোন রোম সম্রাট হইবে না। তোমরা তাহাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে বণ্টন করিবে।

(৭১৮৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ". فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَوَاءً.

(৭১৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পারস্য রাজ নিপাত যাইবে। এরপর আর কেহ পারস্য রাজ হইবে না। অতঃপর জাবির (রাযি.) আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১৮৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الأَبْيَضِ". قَالَ قُتَيْبَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَمْ يَشُكَّ.

(৭১৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ কামিল আল-জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, নিশ্চয়ই মুসলমান অথবা মু'মিনদের একটি দল শুভ্র প্রাসাদে সংরক্ষিত পারস্য রাজ্যের ধনভাণ্ডার জয় করিবে। বর্ণনাকারী কুতায়বা দ্বিধাহীনভাবে মুসলমানদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৭১৮৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ.

(৭১৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... সিমাক বিন হারব (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি, আবূ আওয়ানা (রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ।

(৭১৮৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ". قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا". قَالَ ثَوْرٌ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ "الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخَرُ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَيُفَرَّجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ. فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَىْءٍ وَيَرْجِعُونَ".

(৭১৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি ঐ শহরের কথা শ্রবণ করিয়াছ, যাহার এক প্রান্তে স্থল ভাগ এবং এক প্রান্তে জলভাগ? উত্তরে সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! শ্রবণ করিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসহাক (আ.)-এর সন্তানদের সত্তর হাজার লোক এই শহরের লোকদের সাথে যুদ্ধ না করিবে। তাহারা শহরের দ্বার প্রান্তে উপনীত হইয়া কোন অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবে না এবং কোন তীরও চালাইবে না; বরং তাহারা একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার' বলিবে; অমনি এর এক প্রান্ত ভূমিস্যাৎ হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী সাওর (রহ.) বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার কাছে বর্ণনাকারী ব্যক্তি সমুদ্রস্থিত প্রান্তের কথা বলিয়াছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার তাহারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার' বলিবে। ইহাতে শহরের অপর প্রান্ত ভূমিষ্যাৎ হইয়া যাইবে। এরপর তাহারা তৃতীয়বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার' বলিবে। তাহারা যখন গনীমতের মাল বণ্টনে ব্যস্ত থাকিবে, তখন কেউ চীৎকার করিয়া ঘোষণা

করিবে, দাজ্জালের আবির্ভাব হইয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিতেই তাহারা ধন-সম্পদ ফেলিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিবে।

(৭১৯০) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(৭১৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মারযুক (রহ.) তিনি ... সাওর বিন যায়দ দিয়লী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭১৯১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ".

(৭১৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অবশ্যই তোমরা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ করিবে এবং তোমরা তাহাদেরকে হত্যা করিবে, অবশেষে পাথর বলিবে, হে মুসলিম! ইহাই তো ইয়াহুদী। তুমি তাহাকে হত্যা কর।

(৭১৯২) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ "هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي".

(৭১৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে রহিয়াছে هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي অর্থাৎ এই তো আমার পশ্চাতে ইয়াহুদী লুকাইয়া আছে।

(৭১৯৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تَقْتَتِلُونَ أَنْتُمْ وَيَهُودُ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ".

(৭১৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা এবং ইয়াহুদী সম্প্রদায় পরস্পর লড়াই করিবে। অবশেষে প্রস্তর খণ্ড বলিবে, হে মুসলিম! এই তো ইয়াহুদী আমার পশ্চাতে লুকাইয়া আছে, তাহাকে তুমি হত্যা কর।

(৭১৯৪) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ".

(৭১৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করিবে। অতঃপর তোমরা তাহাদের উপর বিজয়ী হইবে। অবশেষে পাথর বলিবে, হে মুসলিম! এই তো ইয়াহুদী আমার পশ্চাতে লুকাইয়া আছে, তাহাকে তুমি হত্যা কর।

(৭১৯৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتّٰى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ. إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ".

(৭১৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণ ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই না করিবে। মুসলমানগণ তাহাদেরকে হত্যা করিবে। ফলে তাহারা পাথর বা বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করিবে। তখন প্রস্তর বা বৃক্ষ বলিবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা! এই তো ইয়াহুদী আমার পশ্চাতে। আস, তাহাকে হত্যা কর। কিন্তু 'গারকাদ' নামক বৃক্ষ এ কথা বলিবে না। কারণ ইহা হইতেছে ইয়াহুদীদের বৃক্ষ।

(৭১৯৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ". وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ.

(৭১৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কামিল আল-জাহদারী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, কিয়ামতের পূর্বে কতিপয় মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব হইবে। তবে আবুল আহওয়াসের বর্ণনায় অতিরিক্ত এই কথা বর্ণিত আছে যে, আমি জাবির (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, শ্রবণ করিয়াছি।

(৭১৯৭) وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. قَالَ سِمَاكٌ وَسَمِعْتُ أَخِي يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَاحْذَرُوهُمْ.

(৭১৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... সিমাক (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সিমাক (রহ.) বলেন, আমি আমার ভ্রাতাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, জাবির (রাযি.) বলিয়াছেন, তোমরা তাহাদের হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

(৭১৯৮) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ".

(৭১৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত কায়িম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হয়। আবির্ভাবের পর তাহারা প্রত্যেকেই বলিবে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসূল।

(৭১৯৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَنْبَعِثَ.

(৭১৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে শুধু حَتَّى يَنْبَعِثَ পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ইব্‌ন সায়্যাদ-এর বিবরণ

(৭২০০) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانٍ فِيهِمُ ابْنُ صَيَّادٍ فَفَرَّ الصِّبْيَانُ وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ فَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "تَرِبَتْ يَدَاكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ". فَقَالَ لاَ. بَلْ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَرَى فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ".

(৭২০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। এই সময় আমরা কতিপয় বালকের নিকট দিয়া গেলাম। তাহাদের মধ্যে ইবন সায়্যাদও বিদ্যমান ছিল। বালকেরা পালাইয়া গেল এবং ইবন সায়্যাদ বসিয়া রহিল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা বিরক্তিবোধ করিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তোমার উভয় হস্ত ধূলায় ধুসরিত হউক। তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলিল, না; বরং আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল। এই কথা শ্রবণ করিয়া উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যাহা মনে করিতেছ, যদি সে তাই হয়, তবে তো তুমি তাহাকে কতল করিতে সক্ষম হইবে না।

(৭২০১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا". فَقَالَ دُخٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ". فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "دَعْهُ فَإِنْ يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ لَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ".

(৭২০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পায়চারি করিতেছিলাম। এমতাবস্থায় আমরা ইবন সায়্যাদের নিকট দিয়া অতিবাহিত হইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তোমার ব্যাপারে আমি একটি কথা গোপন রাখিয়াছি। ইবন সায়্যাদ বলিল, আপনার অন্তরে دُخٌّ (ধুঁয়া) শব্দটি লুক্কায়িত আছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চলিয়া যাও অভিশপ্ত, তুমি তোমার পরিমণ্ডল অতিক্রম করিতে পারিবে না। তখন উমর (রাযি.) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ছাড়িয়া দিন। এখনই আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে ছাড়, যাহার সম্পর্কে তুমি আশংকা করিতেছ সে যদি ঐ ব্যক্তিই হইয়া থাকে তবে তুমি তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে না।

(৭২০২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَقِيَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ". فَقَالَ هُوَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ مَا تَرَى". قَالَ أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ وَمَا تَرَى". قَالَ أَرَى صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا أَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لُبِسَ عَلَيْهِ دَعُوهُ".

(৭২০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মদীনার কোন এক গলিতে ইবন সায়্যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর ও উমর (রাযি.)-এর সামনাসামনি দেখা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন সায়্যাদকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর রাসূল? জবাবে সে বলিল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তো আল্লাহর প্রতি, তাঁহার ফিরিশতাগণের প্রতি ও তাঁহার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ? সে বলিল, আমি আপনার উপর আরশ দেখিতে পাইতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তো সমুদ্রে ইবলীসের আরশ দেখিতে পাইতেছ। আচ্ছা তুমি আর কি দেখিতে পাইতেছ? সে বলিল, আমি দুইজন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদীকে অথবা দুইজন মিথ্যাবাদী ও একজন সত্যবাদীকে দেখিতে পাইতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। সে নিজের সম্পর্কে সন্দিহান।

(৭২০৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَقِيَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ صَائِدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ صَائِدٍ مَعَ الْغِلْمَانِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيِّ.

(৭২০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন সায়্যাদকে দেখিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আবূ বকর ও উমর (রাযি.) ছিলেন এবং ইবন সায়্যাদ ছিল কতিপয় বালকের সাথে। অতঃপর তিনি জুরায়রী (রাযি.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২০৪) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ صَائِدٍ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي أَمَا قَدْ لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ أَنِّي الدَّجَّالُ أَلَسْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّهُ لاَ يُولَدُ لَهُ". قَالَ قُلْتُ بَلَى. قَالَ فَقَدْ وُلِدَ لِي. أَوَلَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلاَ مَكَّةَ". قُلْتُ بَلَى. قَالَ فَقَدْ وُلِدْتُ بِالْمَدِينَةِ وَهَذَا أَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِهِ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ وَأَيْنَ هُوَ. قَالَ فَلَبَسَنِي.

(৭২০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর আল-কাওয়ারীরী ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মক্কা যাওয়ার পথে ইবন সায়্যাদ মক্কা পর্যন্ত আমার সফর সঙ্গী ছিল। পথিমধ্যে সে আমাকে বলিল, মানুষের কানাঘুষায় আমার খুব কষ্ট হইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, আমিই দাজ্জাল। আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করেন নাই যে, দাজ্জালের কোন সন্তান হইবে না? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, হ্যাঁ, শ্রবণ করিয়াছি। তখন সে বলিল, আমার তো সন্তানাদি রহিয়াছে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করেন নাই যে, দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। আমি বলিলাম, হ্যাঁ, শ্রবণ করিয়াছি। সে বলিল, দেখুন, আমি তো মদীনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এখন মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। এই সকল কথা বলার পর উপসংহারে সে বলিল, আল্লাহর কসম! তবে আমি জানি, দাজ্জাল কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার বাড়ী কোথায় এবং এখন সে কোথায় আছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, এই ধরণের কথা বলিয়া সে আমাকে মহা ফাঁপরে ফেলিয়া দিল।

(৭২০৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ صَائِدٍ وَأَخَذَتْنِي مِنْهُ ذَمَامَةٌ هَذَا عَذَرْتُ النَّاسَ مَا لِي وَلَكُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ أَلَمْ يَقُلْ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّهُ يَهُودِيٌّ". وَقَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ "وَلاَ يُولَدُ لَهُ". وَقَدْ وُلِدَ لِي. وَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ مَكَّةَ". وَقَدْ حَجَجْتُ. قَالَ فَمَا زَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فِيَّ قَوْلُهُ. قَالَ فَقَالَ لَهُ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ الآنَ حَيْثُ هُوَ وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. قَالَ وَقِيلَ لَهُ أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ قَالَ فَقَالَ لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ.

(৭২০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবন সায়্যাদ আমার সাথে কিছু কথাবার্তা বলিল। ইহাতে আমি লজ্জিত হইলাম। সে বলিল, লোকদের নিকট ওযর পেশ করিলাম এবং বলিলাম, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথীরা! আমার ব্যাপারে তোমাদের কি হইয়াছে? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এই কথা বলেন নাই যে, দাজ্জাল ইয়াহুদী হইবে? আমি তো মুসলমান। তিনি তো বলিয়াছেন, দাজ্জালের কোন সন্তান হইবে না। আমার তো সন্তানাদি রহিয়াছে। তিনি তো ইহাও বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের উপর মক্কায় প্রবেশ করা হারাম করিয়া দিয়াছেন। অথচ আমি তো হজ্জও করিয়াছি। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, সে অনর্গল এমনভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল, যাহার ফলে আমি তাহাকে সত্যবাদী মনে করার কাছাকাছি পৌঁছিয়া গেলাম। অতঃপর সে বলিল, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি জানি, দাজ্জাল এখন কোথায় আছে। আমি তাহার পিতামাতাকেও চিনি। লোকেরা ইবন সায়্যাদকে প্রশ্ন করিল, তুমি দাজ্জাল হও, ইহা কি তুমি পসন্দ কর? জবাবে সে বলিল, যদি আমাকে দাজ্জাল বানানো হয়, তবে আমি তাহা অপসন্দ করিব না।

(৭২০৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا وَمَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ فَاسْتَوْحَشْتُ

مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ قَالَ وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي. فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسٍّ فَقَالَ اشْرَبْ أَبَا سَعِيدٍ. فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ. مَا بِي إِلاَّ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ أَوْ قَالَ آخُذَ عَنْ يَدِهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلاً فَأُعَلِّقَهُ بِشَجَرَةٍ ثُمَّ أَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِيَ النَّاسُ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هُوَ كَافِرٌ". وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هُوَ عَقِيمٌ لاَ يُولَدُ لَهُ". وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلاَ مَكَّةَ". وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ. ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوَ الآنَ. قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ.

(৭২০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। আমাদের সাথে ছিল ইবন সায়িদ। অতঃপর এক স্থানে আমরা অবতরণ করিলাম। লোকেরা এদিক-ওদিক চলিয়া গেল। কেবল আমি এবং সে রহিয়া গেলাম। লোকেরা ইবন সায়্যাদ সম্পর্কে যে কথা বলাবলি করিতেছিল, এই কারণে আমি তাহার থেকে ভীষণ আতংকবোধ করিতেছিলাম। তিনি বলেন, ইবন সায়্যাদ তাহার মাল-পত্র আমার মালের সাথে আনিয়া রাখিল। আমি বলিলাম, গরম খুব প্রচণ্ড। তুমি যদি তোমার মালামাল ঐ বৃক্ষের নীচে নিয়া রাখিতে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সে তাহাই করিল। অতঃপর আমাদের সামনে কতগুলি বকরী আসিল। ইহা দেখে ইবন সায়্যাদ সেইখানে গেল এবং এক পাত্র দুধ নিয়া আসিল। এরপর সে আমাকে বলিল, হে আবূ সাঈদ! তুমি দুধ পান করিয়া নাও। আমি বলিলাম, গরম খুব প্রচন্ড। দুধও গরম। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, দুধ পান না করার কারণ এইটাই ছিল যে, তাহার হাতে দুধ পান করা বা তাহার হাত হইতে দুধ গ্রহণ করা আমি পসন্দ করি নাই। ইহা দেখিয়া ইবন সায়্যাদ বলিল, হে আবূ সাঈদ! লোকেরা আমার সম্পর্কে যেই কথা কানাঘুষা করিয়া বলিতেছে, এই কারণে এখন আমার ইচ্ছা যে, আমি একটি রশি নিয়া উহা গাছে লটকাইয়া ফাঁসি দিয়া মরিয়া যাই। অতঃপর সে বলিল, হে আবূ সাঈদ! তোমাদের আনসার সম্প্রদায়ের তুলনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ আর কাহার নিকট অধিক লুক্কায়িত আছে? তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত নও? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন নাই যে, দাজ্জাল কাফির হইবে? অথচ আমি মুসলমান। তিনি কি বলেন নাই যে, দাজ্জাল বন্ধ্যা এবং সন্তানহীন হইবে? অথচ মদীনায় আমি আমার সন্তান রাখিয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন নাই যে, দাজ্জাল মক্কা-মদীনা প্রবেশ করিতে পারিবে না? অথচ আমি মদীনা হইতে আসিয়াছি এবং মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, তাহার কথায় আমি তাহার পক্ষ অবলম্বন করার কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম। অতঃপর ইবন সায়্যাদ বলিল, আল্লাহর কসম! আমি তাহাকে (দাজ্জালকে) চিনি, তাহার জন্মস্থান চিনি এবং এখন সে কোথায় আছে, তাহাও আমি জানি। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, তোমার সমস্ত দিন ধ্বংস হউক, অকল্যাণকর হউক।

(৭২০৭) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاِبْنِ صَائِدٍ "مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ". قَالَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ "صَدَقْتَ".

(৭২০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী আল-জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন সায়িদকে প্রশ্ন করিলেন, জান্নাতের মাটি কিরূপ হইবে? সে বলিল, হে আবুল কাসিম! জান্নাতের মাটি ময়দার মত সাদা এবং খাঁটি মেশকের মত সুগন্ধিযুক্ত হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ।

(৭২০৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ "دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ".

(৭২০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন সায়্যাদ জান্নাতের মাটি কিরূপ হইবে, এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলিলেন, জান্নাতের মাটি ময়দার মত সাদা এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত হইবে।

(৭২০৯) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ الدَّجَّالُ فَقُلْتُ أَتَحْلِفُ بِاللَّهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

(৭২০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আল-আনবারী (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন মুনকাদির (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহকে আল্লাহর নামে শপথ করিয়া এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, ইবন সায়্যাদই হইল দাজ্জাল। আমি বলিলাম, আপনি আল্লাহর নামে শপথ করিয়া এই কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি উমর (রাযি.)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শপথ করিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কথাকে অস্বীকার করেন নাই।

(৭২১০) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاِبْنِ صَيَّادٍ "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ". فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ "آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ". ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَاذَا تَرَى". قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ". ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا". فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ "هُوَ الدُّخُّ". فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ". فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ".

وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّخْلَ طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ

النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَآهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ يَا صَافِ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ. فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ". قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ "إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعَلَّمُوا أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حَذَّرَ النَّاسَ الدَّجَّالَ "إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ أَوْ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ". وَقَالَ "تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ".

(৭২১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন হারমালা বিন ইমরান আত-তুজীবী (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) একদল মানুষসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ইবন সায়্যাদের নিকট গেলেন। তখন তাহাকে বনী মাগালার কিল্লার নিকট একদল বালকের সাথে ক্রীড়ারত অবস্থায় পাইলেন। তখন ইবন সায়্যাদ বালিগ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে তাহা জানিত না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্ত দ্বারা তাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিতেছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল? এই কথা শ্রবণ করিয়া ইবন সায়্যাদ তাঁহার প্রতি তাকাইল এবং বলিল যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। অতঃপর ইবন সায়্যাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল যে, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার কোন উত্তর দেন নাই। অধিকন্তু তিনি বলিলেন, আমি ঈমান আনয়ন করিয়াছি আল্লাহর প্রতি ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ? ইবন সায়্যাদ বলিল, আমার নিকট একজন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী লোক আসে। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তোমার বিষয়টি হযবরল হইয়া গিয়াছে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য একটি কথা আমি মনে মনে গোপন রাখিয়াছি। শুনামাত্রই ইবন সায়্যাদ বলিল, তা হইতেছে دُخٌّ (ধুঁয়া)। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দূর হইয়া যাও। তুমি তোমার পরিমণ্ডল অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতঃপর উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি এখনই তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি সে দাজ্জাল হয়, তবে তো তাহাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে না। আর যদি সে দাজ্জাল না হয় তবে তাহাকে হত্যা করার মাঝে কোন কল্যাণ নাই।

সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উবাই বিন কা'ব (রাযি.) সেই বাগানের দিকে চলিলেন, যেইখানে ইবন সায়্যাদ বসবাস করিত। বাগানের মধ্যে আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যাহাতে ইবন সায়্যাদ তাঁহাকে দেখিবার পূর্বেই তিনি তাহার কথা শুনিয়া নেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিলেন যে, সে তাহার বিছানায় একটি চাদরে আবৃত অবস্থায় গুনগুন করিয়া কি যেন বলিতেছিল। এইদিকে ইবন সায়্যাদের মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিল যে, তিনি বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছেন। সে তৎক্ষণাৎ ইবন

সায়্যাদকে বলিয়া উঠিল, হে সাফ! ইহা ইবন সায়্যাদের নাম। মুহাম্মদ আসিয়া গিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিতেই ইবন সায়্যাদ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার মা তাহাকে সাবধান না করিলে সে পরিষ্কার বলিয়া ফেলিত। সালিম (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বলিয়াছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা দিলেন। তাহাতে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিৎনা সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি, যেমন প্রত্যেক নবী তাঁহার সম্প্রদায়কে এই সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন। এমনকি নূহ (আ.)ও তাঁহার কাওমকে এই সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন। তবে এই সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিতেছি, যা কোন নবী তাঁহার সম্প্রদায়কে বলেন নাই। তাহা হইল এই যে, তোমরা জানিয়া রাখ, দাজ্জাল কানা হইবে। আল্লাহ তা'আলা কানা নন। ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আমাকে উমর বিন সাবিত আনসারী বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী যেই দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন সেইদিন তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে কাফির লেখা থাকিবে। যেই ব্যক্তি তাহার কার্যক্রম অপসন্দ করিবে সে উহা পাঠ করিতে পারিবে অথবা প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই উহা পাঠ করিতে সক্ষম হইবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তাহার পালনকর্তাকে দেখিতে সক্ষম হইবে না।

(৭২১১) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ عليه وسلم وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى وَجَدَ ابْنَ صَيَّادٍ غُلَامًا قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مُعَاوِيَةَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ إِلَى مُنْتَهَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أُبَيٌّ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ قَالَ لَوْ تَرَكَتْهُ أُمُّهُ بَيَّنَ أَمْرَهُ.

(৭২১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... সালিম বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবীসহ চলিলেন। ইহাতে উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)ও ছিলেন। তিনি ইবন সায়্যাদকে বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বালক অবস্থায় বনী মু'আবিয়্যার কিল্লার নিকট অন্যান্য বালকদের সাথে ক্রীয়ারত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি উমর বিন ছাবিতের হাদীছের শেষ পর্যন্ত ইউনুসের অনুরূপ হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইয়াকূবের এই হাদীছের মধ্যে অতিরিক্ত এই কথা বর্ণিত রহিয়াছে যে, আমার পিতা لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ এর স্থলে لَوْ تَرَكَتْهُ أُمُّهُ بَيَّنَ أَمْرَهُ (যদি তাহার মা না বলিত, তবে তাহার বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যাইত) বর্ণিত আছে।

(৭২১২) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ. بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي انْطِلَاقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ.

(৭২১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ ও সালামা বিন শাবীব (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবীসহ ইবন সায়্যাদের নিকট গেলেন। তাহাদের মধ্যে উমর বিন

খাত্তাব (রাযি.)ও ছিলেন। এই সময় সে বনী মাগালার কিল্লার নিকট একদল বালকের সাথে খেলাধূলা করিতেছিল তখন সে বালক ছিল। বর্ণনাকারী এই হাদীছটি ইউনুস এবং মালিকের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) ইবন উমরের হাদীছ তথা উবাই বিন কা'বের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাগানের দিকে যাওয়ার হাদীছটি উল্লেখ করেন নাই।

(৭২১৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَائِدٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً أَغْضَبَهُ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلأَ السِّكَّةَ فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ رَحِمَكَ اللهُ مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَائِدٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا".

(৭২১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ ও উবাদা (রহ.) তাঁহারা ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার এক গলিতে ইবন উমর (রাযি.) ইবন সায়্যাদের সাক্ষাৎ পান। তিনি তাহাকে এমন কিছু কথা বলেন, যাহার ফলে সে রাগে ফুলিতে থাকে। সে এমন ফুলিল যে, সমগ্র গলি যেন পূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর ইবন উমর (রাযি.) হাফসা (রাযি.)-এর নিকট গেলেন। তিনি পূর্বেই এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি অনর্থক কেন তাহাকে খোঁচা দিতে গেলেন? আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দাজ্জাল যখন বাহির হইবে তবে কোন ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া বাহির হইবে।

(৭২১৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ نَافِعٌ يَقُولُ ابْنُ صَيَّادٍ. قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقِيتُهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ هَلْ تَحَدَّثُونَ أَنَّهُ هُوَ قَالَ لاَ وَاللهِ قَالَ قُلْتُ كَذَبْتَنِي وَاللهِ لَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالاً وَوَلَدًا فَكَذَلِكَ هُوَ زَعَمُوا الْيَوْمَ قَالَ فَتَحَدَّثْنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ قَالَ فَلَقِيتُهُ لَقْيَةً أُخْرَى وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى قَالَ لاَ أَدْرِي قَالَ قُلْتُ لاَ تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ. قَالَ فَنَخَرَ كَأَشَدِّ نَخِيرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ قَالَ فَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعِيَ حَتَّى تَكَسَّرَتْ وَأَمَّا أَنَا فَوَاللهِ مَا شَعَرْتُ قَالَ وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدَّثَهَا فَقَالَتْ مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قَالَ "إِنَّ أَوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَغْضَبُهُ".

(৭২১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণিত। ইবন উমর (রাযি.) বলেন, ইবন সায়্যাদের সাথে আমার দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। একবার সাক্ষাতের পর আমি জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি বলেন যে, ইবন সায়্যাদই দাজ্জাল? জবাবে সে বলিল, আল্লাহর শপথ, কখনও না। আমি বলিলাম, তাহা হইলে তো তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ। আল্লাহর কসম! তোমাদের জনৈক ব্যক্তি তো আমাকে এই মর্মে সংবাদ দিয়াছে যে, সে মৃত্যুবরণ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সর্বাধিক বিত্তশালী এবং সন্তান-সন্ততি সম্পন্ন না হইবে। আজ তো অনুরূপই হইয়াছে বলে সে মন্তব্য করিতেছে। অতঃপর ইবন সায়্যাদ আমাদের সাথে আলোচনা করিল। তারপর আমি তাহার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম। ইবন সায়্যাদের সাথে আরেকবার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তখন তাহার চক্ষু ফুলা অবস্থায় ছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার চোখের কি অবস্থা, কি আমি দেখিতে পাইতেছি? সে বলিল, আমি জানিনা। আমি বলিলাম, তোমার মাথায় চক্ষু অথচ তুমি জাননা! অতঃপর সে বলিল, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমার এই লাঠিতেও তিনি চক্ষু পয়দা করিয়া দিতে পারেন। তারপর সে গাধার চেয়েও বিকট আওয়াজে চিৎকার করিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি শ্রবণ করিয়াছি, আমার কতিপয় সাথী বলিয়াছেন যে, আমি

তাহাকে আমার লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়াছি। ফলে লাঠিটি টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়াছে। আল্লাহর কসম অথচ এই সম্পর্কে আমি কোন কিছুই জানি না। নাফি' (রহ.) বলেন, তারপর আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাযি.)-এর নিকট আসিলেন এবং তাহার নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, ইবন সায়্যাদের নিকট আপনার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কাহারো প্রতি ক্রোধই প্রথমে দাজ্জালকে মানুষের সামনে বাহির করিয়া নিয়া আসিবে।

بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের বিবরণ, তাহার পরিচয় এবং তাহার সাথে যাহা থাকিবে-এর বিবরণ

(৭২১৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَقَالَ "إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ. أَلَا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ".

(৭২১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে দাজ্জালের আলোচনা করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কানা নন। কিন্তু সাবধান! দাজ্জালের ডান চক্ষু কানা হইবে। আর তাহা যেন আঙ্গুরের ন্যায় ফোলা হইবে।

(৭২১৬) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৭২১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রাবী' ও আবূ কামিল (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২১৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر".

(৭২১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক নবীই তাহার উম্মতকে কানা মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন। সাবধান! দাজ্জাল কানা হইবে। তোমাদের পালনকর্তা কানা নন। দাজ্জালের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে ك ف ر লেখা থাকিবে।

(৭২১৮) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الدَّجَّالُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر أَيْ كَافِرٌ".

(৭২১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দাজ্জালের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে ك ف ر লেখা থাকিবে।

(৭২১৯) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ". ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك ف ر "يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ".

(৭২১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দাজ্জালের চক্ষু ফোলা হইবে। তাহার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে কাফির লেখা থাকিবে। ইহার বানান হইতেছে ك-ف-ر প্রত্যেক মুসলমানই এ লিখা পাঠ করিতে পারিবে।

(৭২২০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ".

(৭২২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, মুহাম্মদ বিন আলা' ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দাজ্জালের বাম চক্ষু কানা হইবে। তাহার দেহে ঘন চুল হইবে। তাহার সাথে জান্নাত ও দোযখ থাকিবে। পক্ষান্তরে তাহার জাহান্নাম জান্নাত হইবে এবং তাহার জান্নাত জাহান্নাম হইবে।

(৭২২১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدُهُمَا رَأْىَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ وَالآخَرُ رَأْىَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغَمِّضْ ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ".

(৭২২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দাজ্জালের সাথে কি থাকিবে, এই সম্পর্কে আমি নিশ্চিত অবগত আছি। তাহার সাথে প্রবাহমান দুইটি নহর থাকিবে। একটি দৃশ্যত সাদা পানি এবং অপরটি দৃশ্যত লেলিহান অগ্নি মনে হইবে। যদি কেহ সুযোগ পায় তবে সে যেন ঐ নহরে প্রবেশ করে যাহাকে দৃশ্যত অগ্নি মনে হইবে এবং চক্ষু বন্ধ করতঃ মাথা অবনমিত করিয়া সে যেন উহা হইতে পানি সেবন করে। উহা হইবে ঠাণ্ডা পানি। দাজ্জালের চক্ষু ফোলা হইবে এবং তাহার চোখে পুরু নখ থাকবে এবং উভয় চোখের মাঝখানে আলাদা আলাদাভাবে কাফির লেখা থাকিবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মু'মিন ব্যক্তি এই লেখা পাঠ করিতে পারিবে।

(৭২২২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ

মুসলিম ফর্মা -২২-৩৪/২

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَّالِ "إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ فَلَا تَهْلِكُوا". قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৭২২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দাজ্জালের সাথে পানি ও আগুন থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার আগুনই হইবে সুশীতল পানি এবং তাহার পানিই হইবে অগ্নি। সুতরাং নিজেকে ধ্বংস করিও না। বর্ণনাকারী আবূ মাসউদ (রাযি.) বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়াছি।

(৭২২৩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّجَّالِ. قَالَ "إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ". فَقَالَ عُقْبَةُ وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ تَصْدِيقًا لِحُذَيْفَةَ.

(৭২২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর (রহ.) তিনি উকবা বিন আমির ও আবূ মাসউদ আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রিবঈ বিন হিরাশ (রহ.) বলেন, আমি উকবা বিন আমির ও আবূ মাসউদ আনসারী (রাযি.)-এর সাথে হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযি.)-এর নিকট গেলাম। তারপর উকবা (রাযি.) হুযায়ফা (রাযি.)কে বলিলেন, আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা আমাদেরকেও শোনান। তিনি বলিলেন, দাজ্জাল যখন আবির্ভূত হইবে তখন তাহার সাথে পানি ও আগুন থাকিবে। কিন্তু মানুষ যাহাকে পানি দেখিবে সেইটা হইবে দাহনশীল অগ্নি। আর যেইটাকে মানুষ অগ্নি দেখিবে সেইটা হইবে সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানি। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই সময়কাল পায় সে যেন দৃশ্যত যাহাকে অগ্নি দেখা যাইতেছে তাহাতেই প্রবেশ করে। কেননা, প্রকৃত পক্ষে সেইটা হইবে সুপেয় সুমিষ্ট পানি। তারপর হুযায়ফার সমর্থন করিয়া উকবা (রহ.) বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি।

(৭২২৪) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حُجْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ "لأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ نَهْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ فَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي يَرَاهُ أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً". قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ هَكَذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ.

(৭২২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... রিবঈ বিন হিরাশ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুযায়ফা ও আবূ মাসউদ (রাযি.) একত্রিত হইলেন। তখন হুযায়ফা (রাযি.) বলিলেন, দাজ্জালের সাথে যাহা থাকিবে এই সম্পর্কে আমি তাহার হইতে সর্বাধিক জ্ঞাত। তাহার সাথে একটি পানির নহর এবং একটি আগুনের নহর থাকিবে। যেইটাকে দৃশ্যত অগ্নি মনে হইবে সেইটাই হইবে পানি। আর যেইটাকে দৃশ্যত পানি মনে হইবে সেইটাই হইবে আগুন। তোমাদের কেহ যদি এই সময়কাল পায় এবং সে পানি পান করার ইচ্ছা করে তবে সে যেন যাহা দৃশ্যত অগ্নি মনে হইবে তাহা হইতে পান করে। কেননা, এইখানেই সে পানি পাইবে। বর্ণনাকারী আবূ মাসউদ (রাযি.) বলেন, আমিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৭২২৫) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ".

(৭২২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন বিষয় বলিব না কি, যাহা কোন নবী তাহার কাওমকে আজ পর্যন্ত বলেন নাই? শোন, দাজ্জাল কানা হইবে এবং তাহার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম নামে দুইটি প্রতারণার বস্তু থাকিবে। সে যাহাকে জান্নাত বলিবে সেইটি আসলে হইবে জাহান্নাম। দেখ, দাজ্জালের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে ভীতি-প্রদর্শন করিতেছি, যেমন নূহ (আ.) তাঁহার সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(৭২২৬) حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمْصَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ "مَا شَأْنُكُمْ". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ. فَقَالَ "غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالاً يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ "أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ".

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ "لاَ اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ "كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَىْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ. فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ.

ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ. وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ. فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ".

(৭২২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ খায়সামা যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মিহরান রাযী (রহ.) তিনি ... নাওয়াস বিন সাম'আন (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। আলোচনাকালে তিনি কখনও আওয়াজ ছোট করিলেন, আবার কখনও আওয়াজ বড় করিলেন। ফলে আমরা মনে করিলাম যে, দাজ্জাল বৃক্ষরাজির এই ঝাড়ের মধ্যেই বুঝি আসিয়া পড়িয়াছে। অতঃপর আমরা সন্ধ্যায় আবার তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি আমাদের মাঝে ইহার কিছু আলামত দেখিতে পাইয়া বলিলেন, তোমাদের কি অবস্থা? আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাতে আপনি কখনও আওয়াজ ছোট করিয়াছেন, আবার কখনও বড় করিয়াছেন। ফলে আমরা মনে করিয়াছি যে, দাজ্জাল বুঝি এই ঝাড়ের মধ্যেই বিদ্যমান। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, দাজ্জাল নয়; বরং তোমাদের ব্যাপারে অন্য কিছুর আমি অধিক আশংকা করিতেছি। শোন, আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জালের আবির্ভাব হয় তবে আমি নিজেই তাহাকে প্রতিহত করিব। তোমাদের প্রয়োজন হইবে না। আর যদি আমি তোমাদের মাঝে না থাকা অবস্থায় দাজ্জালের আবির্ভাব হয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে তাহাকে প্রতিহত করিবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ তা'আলাই হইলেন আমার পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধায়ক। দাজ্জাল যুবক এবং কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট হইবে। তাহার চক্ষু হইবে স্ফীত আঙ্গুরের ন্যায়। আমি তাহাকে কাফির আবদুল উয্যা বিন কুতনের সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করিতেছি। তোমাদের যে কেহ দাজ্জালের সময়কাল পাইবে সে যেন সূরা কাহফের প্রথমোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে। সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যপথ হইতে আবির্ভূত হইবে। সে ডানে-বামে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! অবিচল থাকিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত। এর প্রথম দিনটি এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হইবে। অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের দিনসমূহের মতই হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যেইদিন এক বছরের সমান হইবে, উহাতে এক দিনের সালাতই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে? জবাবে তিনি বলিলেন, না; বরং তোমরা এইদিন হিসাবে ঐ দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া নিবে। আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দাজ্জাল পৃথিবীতে কেমন করিয়া চলিবে? তিনি বলিলেন, বাতাসে পরিচালিত মেঘের ন্যায়। সে এক সম্প্রদায়ের নিকট আসিয়া তাহাদেরকে কুফরীর দিকে আহ্বান করিবে। তাহারা তাহার উপর ঈমান আনয়ন করিবে এবং তাহার ডাকে সাড়া দিবে। অতঃপর সে আকাশকে হুকুম করিবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করিবে এবং ভূমিকে নির্দেশ দিবে, ভূমি গাছ-পালা ও শষ্য উদগত করিবে। এরপর সন্ধ্যায় তাহাদের গবাদী পশুগুলো পূর্বের তুলনায় অধিক লম্বা, কু'জ, প্রশস্ত স্তন এবং উদরপূর্ণ অবস্থায় তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে। অতঃপর দাজ্জাল অপর এক সম্প্রদায়ের নিকট আসিবে এবং তাহাদেরকে কুফরীর প্রতি আহ্বান করিবে। তাহারা তাহার কথাকে উপেক্ষা করিবে। ফলে সে তাহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া চলিয়া যাইবে। অমনি তাহাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ ও পানির অনটন দেখা দিবে এবং তাহাদের হাতে তাহাদের ধন-সম্পদ কিছুই থাকিবে না। তখন দাজ্জাল এক পতিত স্থান অতিক্রমকালে উহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, তুমি তোমার গুপ্তধন বাহির করিয়া দাও। তখন যমীনের ধন-ভাণ্ডার বাহির হইয়া তাহার চতুষ্পার্শে একত্রিত হইতে থাকিবে, যেমন মধু মক্ষিকা তাহাদের সর্দারের চারিপাশে সমবেত হয়। তৎপর দাজ্জাল এক যুবক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিবে এবং তাহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়া তীরের লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দুই ফাঁক করিয়া ফেলিবে। অতঃপর সে পুনরায় তাহাকে ডাকিবে। যুবক দেদীপ্যমান হাস্যোজ্জল চেহারায় তাহার দিকে আগাইয়া আসিবে। এই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মারঈয়াম তনয় ঈসা (আ.)কে প্রেরণ করিবেন। তিনি দুই ফিরিশতার কাঁধের উপর ভর করিয়া গোলাপী রং এর জোড়া পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরীর পূর্ব দিকের শুভ্র মিনারের উপর অবতরণ করিবেন। যখন তিনি তাঁহার মাথা ঝুঁকাইবেন তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম তাঁহার শরীর হইতে গড়াইয়া পড়িবে। তিনি যে কোন কাফিরের নিকট যাইবেন সে-ই তাঁহার শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাঁহার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাইবে তাঁহার শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছিবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করিতে থাকিবেন। অবশেষে তাহাকে 'বাবে লুদ' নামক স্থানে গিয়া পাকড়াও করিবেন এবং তাহাকে হত্যা করিবেন।

অতঃপর ঈসা (আ.) ঐ সম্প্রদায়ের নিকট যাইবেন, যাহাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের ফিতনা হইতে হিফাযত করিয়াছেন। তাহাদের নিকট গিয়া তিনি তাহাদের চেহারায় হাত বুলাইয়া জান্নাতে তাহাদের স্থানসমূহ সম্পর্কে সংবাদ দিবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.)-এর প্রতি এই মর্মে অহী নাযিল করিবেন যে, আমি আমার বান্দাদেরকে নাযিল করিয়াছি, যাহাদের সাথে কাহারও যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি তাহাদেরকে নিয়া তূর পর্বতে চলিয়া যাও। তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ-মা'জূজ সম্প্রদায়কে প্রেরণ করিবেন। তাহারা প্রতি উঁচু ভূমি হইতে ছুটিয়া আসিবে। তাহাদের প্রথম দলটি তবরিস্তান সমুদ্রের নিকট আসিয়া ইহার সমুদয় পানি পান করিয়া নিঃশেষ করিয়া দিবে। অতঃপর তাহাদের সর্বশেষ দলটি এই স্থান দিয়া যাত্রাকালে বলিবে, এই সমুদ্রে এক সময় অবশ্যই পানি ছিল। তাহারা আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) এবং তাঁহার সঙ্গীদেরকে অবরোধ করিয়া রাখিবে। ফলে তাহাদের নিকট একটি বলদের মাথা বর্তমানে তোমাদের নিকট একশত দীনারের মূল্যের চাইতেও অধিক মূল্যবান প্রতিপন্ন হইবে। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ-মা'জূজ সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব প্রেরণ করিবেন। তাহাদের ঘাড়ে এক প্রকার পোকা হইবে। ইহাতে একজন মানুষের মৃত্যুর ন্যায় তাহারাও সবাই মরিয়া খতম হইয়া যাইবে। অতঃপর ঈসা (আ.) ও তাঁহার সঙ্গীগণ পাহাড় হইতে যমীনে বাহির হইয়া আসিবেন। কিন্তু তাহারা অর্ধ হাত জায়গাও এমন পাইবেন না যেইখানে তাহাদের পঁচা লাশ ও লাশের দুর্গন্ধ নাই। অতঃপর ঈসা (আ.) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ পুনরায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা এক ধরণের পাখি প্রেরণ করিবেন। তাহারা তাহাদেরকে বহন করিয়া আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক স্থানে নিয়া ফেলিবে। এরপর আল্লাহ এমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন যাহার ফলে কাঁচা-পাকা কোন ঘরই আর বাকী থাকিবে না। ইহাতে যমীন বিধৌত হইয়া উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। অতঃপর পুনরায় যমীনকে এই মর্মে নির্দেশ

দেওয়া হইবে যে, হে যমীন! তুমি আবার মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। অতঃপর পুনরায় যমীনকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইবে যে, হে যমীন! তুমি আবার শস্য উৎপন্ন কর এবং তোমার বরকত ফিরাইয়া দাও। সেইদিন একদল মানুষ একটি ডালিম ভক্ষণ করিবে এবং ইহার বাকলের নীচে লোকেরা ছায়া গ্রহণ করিবে। দুধের মধ্যে বরকত হইবে। ফলে দুগ্ধবতী একটি উটই একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হইবে, দুগ্ধবতী একটি গাভী এক গোত্রীয় মানুষের জন্য যথেষ্ট হইবে এবং যথেষ্ট হইবে দুগ্ধবতী একটি বকরী এক দাদার সন্তানের জন্য। এই সময় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত আরামদায়ক একটি বাতাস প্রেরণ করিবেন। এই বাতাস সমস্ত ঈমানদার লোকদের বগলে গিয়া লাগিবে এবং সমস্ত মু'মিন মুসলমানদের রূহ কবয করিয়া নিয়া যাইবে। তখন একমাত্র মন্দ লোকেরাই এ পৃথিবীতে বাকী থাকিবে। তাহারা গাধার ন্যায় পরস্পর একে অন্যের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে। ইহাদের উপরই কিয়ামত কায়িম হইবে।

(৭২২৭) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثِ الآخَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَمَا ذَكَرْنَا وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ "لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ "فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَىْ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ".

(৭২২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে "এখানেও এক সময় পানি ছিল" এই কথার পর অতিরিক্ত এ কথাও বর্ণিত আছে যে, অতঃপর তাহারা আগাইতে থাকিবে। অবশেষে যাইতে যাইতে তাহারা 'জাবালে খায়র' নামক স্থানে গিয়া পৌঁছিবে। এই হইল বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি পাহাড়। এইখানে পৌঁছিয়া তাহারা বলিবে, আমরা তো দুন্ইয়াবাসীদেরকে খতম করিয়া দিয়াছি। আস, আসমানের সত্তাকেও খতম করিয়া দেই। ইহা বলিয়াই তাহারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করিতে থাকিবে। আল্লাহ তা'আলা তীর রক্তে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের প্রতি আবার ফিরাইয়া দিবেন। বর্ণনাকারী ইবন হুজরের বর্ণনায় অতিরিক্ত এই কথাও রহিয়াছে যে, আল্লাহ বলিবেন, আমি আমার বান্দাদেরকে নাযিল করিয়াছি, যাহাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কাহারও নাই।

بَابُ فِي صِفَةِ الدَّجَّالِ وَتَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَقَتْلِهِ الْمُؤْمِنَ وَإِحْيَائِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের পরিচিতি, মদীনা (প্রবেশ) তাহাদের জন্য হারাম এবং একজন মু'মিনকে হত্যা ও জীবিত করণ-এর বিবরণ

(৭২২৮) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ وَالسِّيَاقُ لِعَبْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا قَالَ "يَأْتِي وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْتَهِي إِلَى بَعْضِ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ فَيَقُولُونَ لاَ. قَالَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الآنَ قَالَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ". قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ يُقَالُ إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

(৭২২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ, হাসান হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এক দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন। দাজ্জাল সম্পর্কে তিনি ইহাও বলিলেন যে, দাজ্জাল আসিবে, কিন্তু মদীনার রাস্তা ঘাটে প্রবেশ করা তাহার জন্য হারাম ও অসাধ্য কাজ হইবে। কাজেই সে মদীনার আশে পাশে কোন প্রস্তরপূর্ণ ভূমিতে অবতরণ করিবে। তাহার মুকাবালার জন্য মদীনা হইতে এক ব্যক্তি তাহার কাছে যাইবে, যে সেইদিন শ্রেষ্ঠ মানব হইবে। সে বলিবে, আমি সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছি যে, তুই সে দাজ্জাল, যাহার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। দাজ্জাল বলিবে, লোক সকল! যদি আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করি অতঃপর জীবিত করি তবে তোমাদের মনে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকিবে কি? লোকেরা বলিবে, না। তারপর সে তাহাকে হত্যা করিবে; অতঃপর জীবিত করিবে; জীবিত করার পর সে ব্যক্তি বলিবে, আল্লাহর কসম! এখন তো তোমার ব্যাপারে আমার জ্ঞান আরও বাড়িয়া গেছে, যাহা ইতোপূর্বে কখনও ছিল না। দাজ্জাল আবারও তাহাকে হত্যা করিতে চাহিবে। কিন্তু করিতে সক্ষম হইবে না। আবূ ইসহাক বলেন, নিশ্চয় এই ব্যক্তি হইলেন খাযির আলাইহিস সালাম।

(٩٢٢٩) وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِى هٰذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(৭২২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(٩٢٣٠) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعْمِدُ فَيَقُولُ أَعْمِدُ إِلَى هٰذَا الَّذِى خَرَجَ قَالَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُولُ مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ. فَيَقُولُونَ اقْتُلُوهُ. فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ قَالَ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِى ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ فَيَقُولُ خُذُوهُ وَشُجُّوهُ. فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا - قَالَ - فَيَقُولُ أَوَمَا تُؤْمِنُ بِى قَالَ فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِى الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قُمْ. فَيَسْتَوِى قَائِمًا قَالَ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُؤْمِنُ بِى فَيَقُولُ مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً قَالَ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَعْدِى بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ وَإِنَّمَا أُلْقِىَ فِى الْجَنَّةِ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هٰذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

(৭২৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন কাহযায (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের পর জনৈক মুসলিম ব্যক্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইবে। অতঃপর রাস্তায় অস্ত্রধারী দাজ্জাল বাহিনীর সাথে তাহার সাক্ষাৎ হইবে। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় যাইবে? সে বলিবে, আবির্ভূত দাজ্জালের নিকট যাইব। তাহারা তাহাকে আবারও জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি আমাদের মালিকের উপর ঈমান আনয়ন কর নাই। সে বলিবে, আমাদের পালনকর্তা গুপ্ত নন। দাজ্জালের লোকেরা তাহার সম্পর্কে বলিবে,

তোমরা তাহাকে হত্যা করিয়া দাও। তখন তাহাদের পরস্পর একে অপরকে বলিবে, আমাদের মালিক কাহাকেও তাহার সামনে নেয়া ব্যতিরেকে হত্যা করিতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন নাই? অতঃপর তাহারা তাহাকে নিয়া দাজ্জালের নিকট যাইবে। দাজ্জালকে দেখামাত্রই সে বলিবে, হে লোক সকল! এ তো সেই দাজ্জাল, যাহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বর্ণনা দিয়াছেন। এরপর দাজ্জাল তাহার লোকদেরকে আগন্তুক ব্যক্তির মাথা ছিন্ন-ভিন্ন করার নির্দেশ দিয়া বলিবে, তাহাকে ধর এবং তাহার মাথা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দাও। অতঃপর তাহার পেট ও পৃষ্ঠে আঘাত করা হইবে। পুনরায় দাজ্জাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না। তিনি বলিবেন, তুমি তো মাসীহ দাজ্জাল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর দাজ্জাল তাহার সম্পর্কে হুকুম দিবে। দাজ্জালের হুকুমে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাহাকে করাতে চিরিয়া দুইফাঁক করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর দাজ্জাল উভয় টুকরার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, উঠ। সে সোজা দাঁড়াইয়া যাইবে। অতঃপর আবারো তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান রাখ না? জবাবে তিনি বলিবেন, তোমার ব্যাপারে প্রতীতি আমার মাঝে কেবল বাড়িয়াই চলিবে। অতঃপর আগন্তুক ব্যক্তি বলিবে, হে লোক সকল! আমার পর দাজ্জাল আর কাহারও সাথে এমন আচরণ করিতে সক্ষম হইবে না। এরপর যবাহ করার জন্য দাজ্জাল তাহাকে পাকড়াও করিবে। কিন্তু তাহার গলা হইতে হাসুলী পর্যন্ত শরীর তামায় পরিণত হইয়া যাইবে। ফলে দাজ্জাল তাহাকে যবাহ করিতে সক্ষম হইবে না। উপায় না দেখিয়া দাজ্জাল তখন তাহার হাত-পা ধরিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিবে। লোকেরা মনে করিবে, দাজ্জাল তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করিয়াছে। বস্তুতঃ নিক্ষিপ্ত হইবে সে জান্নাতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট এই ব্যক্তিই হইবে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম শহীদ।

(৭২৩১) حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ قَالَ "وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لاَ يَضُرُّكَ". قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالأَنْهَارَ قَالَ "هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ".

(৭২৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শিহাব বিন আব্বাদ আল-আবাদী (রহ.) তিনি ... মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার তুলনায় এতো অধিক আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। তিনি বলিয়াছেন, তোমার কিসের চিন্তা? সে তোমার কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। উত্তরে আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! লোকেরা বলাবলি করিতেছে যে, তাহার সাথে খাদ্য এবং পানির নহর থাকিবে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এইটা তো আল্লাহর নিকট তাহার চাইতেও অনেক সহজ।

(৭২৩২) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ قَالَ "وَمَا سُؤَالُكَ". قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ وَنَهَرٌ مِنْ مَاءٍ. قَالَ "هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ".

(৭২৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরায়জ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমার চাইতে অধিক জিজ্ঞাসা আর কেহ করে নাই। আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তোমার কি প্রশ্ন? তিনি বলেন, উত্তরে আমি বলিলাম, যেহেতু লোকেরা বলাবলি করিতেছে যে, তাহার সাথে রুটি

ও গোশতের পাহাড় এবং পানির ঝর্ণা থাকিবে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এইটা তো আল্লাহর নিকট তাহার চাইতেও সহজ।

(৭২৩৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ فَقَالَ لِي "أَيْ بُنَيَّ".

(৭২৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল (রহ.) হইতে এই সনদে ইবরাহীম বিন হুমায়দের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইয়াযীদের হাদীছে অতিরিক্ত এই কথা রহিয়াছে যে, অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, হে বৎস!

بَابُ فِي خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَمُكْثِهِ فِي الأَرْضِ وَنُزُولِ عِيسَى وَقَتْلِهِ إِيَّاهُ وَذَهَابِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالإِيمَانِ وَبَقَاءِ شِرَارِ النَّاسِ وَعِبَادَتِهِمُ الأَوْثَانَ وَالنَّفْخِ فِي الصُّورِ وَبَعْثِ مَنْ فِي الْقُبُورِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং দুন্ইয়াতে তাহার অবস্থান, ঈসা (আ.)-এর অবতরণ এবং তাঁহার দ্বারা দাজ্জালকে হত্যা, দুন্ইয়া হইতে ভাল লোক এবং ঈমানের বিদায় গ্রহণ এবং খারাপ লোকদের অবস্থান, তাহাদের কর্তৃক মূর্তিপূজা, শিংগার ফুৎকার এবং কবর হইতে (সকলের) উত্থান-এর বিবরণ

(৭২৩৪) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا يُحَرَّقُ الْبَيْتُ وَيَكُونُ وَيَكُونُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ". قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا قَالَ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ قَالَ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ نُعْمَانُ الشَّاكُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ

قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كَمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ".

(৭২৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আল-আনবারী (রহ.) তিনি ... ইয়াকুব বিন আসিম বিন উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.)কে আমি এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, একদা এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, এ কেমন হাদীছ আপনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, এতো এতো দিনের মধ্যে কিয়ামত কায়িম হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ অথবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা অনুরূপ কোন শব্দ। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি তো কেবল এই কথাই বলিয়াছিলাম যে, অচিরেই তোমরা এমন ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবে যাহা ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দিবে। এই ঘটনা সংঘটিত হইবেই হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করিবে। আমি জানি না চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। এই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মারইয়াম তনয় ঈসা (আ.)কে প্রেরণ করিবেন। তাঁহার আকৃতি উরওয়া বিন মাসউদের অনুরূপ হইবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। অতঃপর সাতটি বছর লোকেরা এমনভাবে অতিবাহিত করিবে যে, দুই ব্যক্তির মাঝে কোন দুশমনী থাকিবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হইতে ঠান্ডা বায়ু প্রবাহিত করিবেন। ফলে যাহার অন্তরে কল্যাণ বা ঈমান থাকিবে, এই ধরণের কোন ব্যক্তিই এই পৃথিবীতে আর বাঁচিয়া থাকিবে না। বরং এই ধরণের প্রত্যেকের জান আল্লাহ তা'আলা কবয করিয়া নিবেন। এমন কি তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি পাহাড়ের অভ্যন্তরে গিয়াও আত্মগোপন করে তবে সেইখানেও বায়ু তাহার নিকট পৌঁছিয়া তাহার জান কবয করিয়া নিবে। আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তখন মন্দ লোকগুলি দুন্ইয়াতে বাকী থাকিবে। দ্রুতগামী পাখী এবং জ্ঞানশূন্য হিংস্র প্রাণীর ন্যায় তাহাদের আখলাক হইবে। তাহারা কল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া জানিবে না এবং অকল্যাণকে অকল্যাণ বলিয়া মনে করিবে না। এই সময় শয়তান এক আকৃতিতে তাহাদের নিকট আসিয়া বলিবে, তোমরা কি ডাকে সাড়া দিবে না? তাহারা বলিবে, আপনি আমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দিতেছেন? তখন সে তাহাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দিবে। এমতাবস্থায়ও তাহাদের জীবনোপকরণে প্রশস্ততা থাকিবে এবং তাহারা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করিবে। তখনই শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে। যে-ই এই আওয়ায শ্রবণ করিবে সে-ই তাহার ঘাড় একদিকে অবনমিত করিবে এবং অন্য দিকে উত্তোলন করিবে। এই আওয়ায সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তিই শ্রবণ করিতে পাইবে, যে তাহার উটের জন্য হাউয মেরামতের কাজে নিয়োজিত থাকিবে। আওয়াজ শুনামাত্রই সে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইবে। সাথে সাথে অন্যান্য লোকেরাও বেহুঁশ হইয়া যাইবে। অতঃপর মহান আল্লাহ শুক্র বিন্দুর মত বৃষ্টি প্রেরণ করিবেন বা বৃষ্টি নাযিল করিবেন। বর্ণনাকারী নু'মান (রহ.) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে মানুষের শরীর পরিবর্দ্ধিত হইবে। পুনরায় সিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে। তৎক্ষণাৎ তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে। অতঃপর আহ্বান করা হইবে যে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট আস। অতঃপর তাহাদেরকে থামাও, কারণ তাহাদেরকে প্রশ্ন করা হইবে। এরপর আবারও বলা হইবে, জাহান্নামী দল বাহির কর। জিজ্ঞাসা করা হইবে, কত জন? জবাবে বলা হইবে, প্রত্যেক হাজার হইতে নয়শত নিরানব্বই জন। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইহাই তো ঐ দিন, যেইদিন কিশোরকে পরিণত করিবে বৃদ্ধে এবং ইহাই চরম সংকটের দিন।

(৭২৩৫) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى

كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُحَدِّثَكُمْ بِشَىْءٍ إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا. فَكَانَ حَرِيقَ الْبَيْتِ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِى أُمَّتِى". وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَقَالَ فِى حَدِيثِهِ "فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّاتٍ وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ.

(৭২৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... ইয়াকূব বিন আসিম বিন উরওয়া বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আমরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি কি বলিয়াছেন, অমূক অমূক সময় কিয়ামত কায়িম হইবে? এইকথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদেরকে কোন কথাই আমি আর বলিব না। আমি তো এইকথাই বলিয়াছি যে, অল্প কিছু দিন পরেই তোমরা একটি ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবে। যাহা ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া দিবে। বর্ণনাকারী শু'বা এই কথা বা অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে। অতঃপর তিনি মু'আযের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন, যাহার অন্তরে অণুপরিমাণ ঈমান থাকিবে, এই ধরণের কোন ব্যক্তিই তখন আর বাকী থাকিবে না। বরং তাহার জান কবয করিয়া নেওয়া হইবে। মুহাম্মদ বিন জা'ফর (রহ.) বলেন, শু'বা (রহ.) এই হাদীছ আমার নিকট কয়েকবার বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমিও তাহার নিকট উহা পেশ করিয়াছি।

(৭২৩৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ أَبِى حَيَّانَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا".

(৭২৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমি একটি হাদীছ মুখস্থ করিয়াছি, যাহা কখনো আমি ভুলি নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হইল, পূর্ব দিক হইতে সূর্য উদিত হওয়া এবং পূর্বাহ্নের সময় দাব্বা মানুষের বাহির হওয়া। এই দুইটির যে কোনটি প্রথমে সংঘটিত হইবে পরক্ষণে দ্বিতীয়টিও তড়িৎ প্রকাশিত হইবে।

(৭২৩৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ قَالَ جَلَسَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ الآيَاتِ أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجًا الدَّجَّالُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو لَمْ يَقُلْ مَرْوَانُ شَيْئًا قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(৭২৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ যুর'আ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় মারওয়ান বিন হাকামের নিকট তিনজন মুসলমান উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের বিবরণ দিতেছিলেন এবং তাহারা তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। আলোচনায় তিনি বলিতেছিলেন যে, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের প্রথম নিদর্শন

হইল, দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া। এইকথা শ্রবণ করিয়া আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) বলিলেন, মারওয়ানের কথা কিছুই হয় নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এমন একটি হাদীছ আমি মুখস্থ করিয়াছি, যাহা কখনো আমি ভুলি নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২৩৮) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ تَذَاكَرُوا السَّاعَةَ عِنْدَ مَرْوَانَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ ضُحًى.

(৭২৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী আল-জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ যুর'আ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মারওয়ানের নিকট লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করিল। তখন আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্বোক্ত হাদীছ দুইটির অনুরূপ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তবে ইহাতে তিনি পূর্বাহ্নের কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৭২৩৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ شَعْبُ هَمْدَانَ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ فَقَالَ حَدِّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُسْنِدِيهِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ فَقَالَتْ لَئِنْ شِئْتَ لأَفْعَلَنَّ فَقَالَ لَهَا أَجَلْ حَدِّثِينِي. فَقَالَتْ نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ". فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ أَمْرِي بِيَدِكَ فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ "انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ". وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ فَقَالَ "لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ". وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ فِهْرِ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً.

فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ "لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ". ثُمَّ قَالَ "أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ". قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "إِنِّي وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ فَلَعِبَ بِهِمُ

الْمَوْجُ شَهْرًا فِى الْبَحْرِ ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِى الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِى أَقْرُبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقَالُوا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فِى الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ. قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِى فَأَخْبِرُونِى مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِى سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هٰذِهِ فَجَلَسْنَا فِى أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقُلْنَا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قُلْنَا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتِ اعْمِدُوا إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فِى الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَزِعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً.

فَقَالَ أَخْبِرُونِى عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ. قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ قَالَ أَخْبِرُونِى عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ قَالُوا هِىَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ. قَالَ أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ. قَالَ أَخْبِرُونِى عَنْ عَيْنِ زُغَرَ. قَالُوا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِى الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِىَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا. قَالَ أَخْبِرُونِى عَنْ نَبِىِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ. قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّى مُخْبِرُكُمْ عَنِّى إِنِّى أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنِّى أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِى فِى الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ فَأَسِيرَ فِى الأَرْضِ فَلاَ أَدَعَ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَىَّ كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِى مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِى عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِى الْمِنْبَرِ "هٰذِهِ طَيْبَةُ هٰذِهِ طَيْبَةُ هٰذِهِ طَيْبَةُ". يَعْنِى الْمَدِينَةَ "أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ". فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ "فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِى حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِى كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ أَلاَ إِنَّهُ فِى بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ". وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ. قَالَتْ فَحَفِظْتُ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৭২৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল ওয়ারিস বিন আবদুস সামাদ বিন আবদুল ওয়ারিছ ও হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তাঁহারা ... আমির বিন শারাহীল শা'বী (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি যাহ্হাক বিন কায়সের বোন ফাতিমা বিনত কায়স (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। যে সমস্ত মহিলাগণ প্রথমে হিজরত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। তিনি বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন, অন্যের দিকে সম্বোধন করা ব্যতিরেকে, এমন একটি হাদীছ আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যদি শ্রবণ করিতে চাও, তবে অবশ্যই আমি বর্ণনা করিব। সে বলিল, হ্যাঁ, আপনি বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, আমি ইবন মুগীরাকে বিবাহ করিয়াছি।

তখন তিনি কুরায়শী যুবকদের উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রথম যুদ্ধে শরীক হইয়াই তিনি শহীদ হইয়া যান। আমি বিধবা হইয়া যাওয়ার পর আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযি.) আমার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। পয়গাম পাঠান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরো কতপিয় সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাঁহার আযাদকৃত গোলাম উসামা বিন যায়িদের জন্য পয়গাম পাঠান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীছটি পূর্বেই শ্রবণ করিয়া ছিলাম যে, তিনি বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে সে যেন উসামাকেও ভালোবাসে। ফাতিমা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করার পর আমি তাহাকে বলিয়াছি, আমার বিষয়টি আপনার ইখতিয়ারে ছাড়িয়া দিলাম। আপনি যাহার সাথে ইচ্ছা আমাকে বিবাহ দিয়া দিন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তুমি উম্মে শারীকের নিকট চলিয়া যাও। উম্মে শারীক একজন আনসারী বিত্তশালী মহিলা, আল্লাহর পথে সে অধিক ব্যয় করে এবং তাহার নিকট অধিক অতিথি আসে। এইকথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, আমি তাহাই করিব। তখন তিনি বলিলেন, তুমি উম্মে শারীকের নিকট যাইও না। কেননা, উম্মে শারীক অধিক আপ্যায়নকারী মহিলা এবং আমি এইটাও পসন্দ করি না যে, তোমার উড়নী পড়িয়া যাক বা তোমার পায়ের গোছা হইতে কাপড় খসিয়া যাক আর লোকেরা তোমার শরীরের এমন স্থান দেখিয়া নিক যাহা তুমি কখনও পসন্দ কর না। তবে তুমি তোমার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূমের নিকট চলিয়া যাও। তিনি বনী ফিহরের এক ব্যক্তি। ফিহর কুরায়শেরই একটি শাখা গোত্র। ফাতিমা যে খান্দানের লোক তিনিও সেই খান্দানেরই মানুষ। আমি তাহার নিকট চলিয়া গেলাম। অতঃপর আমার ইদ্দত সমাপ্ত হইলে আমি জনৈক আহ্বানকারীর আওয়াজ শ্রবণ করিতে পাইলাম। বস্তুতঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত আহ্বানকারী ছিলেন। তিনি এই মর্মে আহ্বান করিতেছিলেন যে, সালাতের উদ্দেশ্যে তোমরা একত্রিত হইয়া যাও।

অতঃপর আমি মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সালাত আদায় করিলাম। তিনি বলেন, কাওমের পিছনে যে কাতারে মহিলাগণ ছিলেন আমি সেই কাতারেই ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযান্তে হাসিমুখে মিম্বরে বসিয়া গেলেন। অতঃপর বলিলেন, প্রত্যেকেই আপন আপন স্থানে বসিয়া যাও। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা কি জান, আমি কি জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করিয়াছি? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কোন আশা বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করি নাই। তবে আমি তোমাদেরকে কেবল এই জন্য একত্রিত করিয়াছি যে, তামীমদারী (রাযি.) প্রথমে খ্রীস্টান ছিল। সে আমার নিকট আসিয়া বায়'আত গ্রহণ করিয়াছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। সে আমার কাছে এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে যদ্বারা আমার সেই বর্ণনার সত্যায়ন হইয়া যায়, যাহা আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের শ্রুতিগোচর করিয়াছিলাম। সে আমাকে বলিয়াছে যে, একবার সে লখম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকসহ একটি সামুদ্রিক নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল। সামুদ্রিক তূফান এক মাস পর্যন্ত তাহাদেরকে নিয়া খেলা করিতে থাকে। অতঃপর সূর্যাস্তের সময় তাহারা সমুদ্রের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর তাহারা ছোট ছোট নৌকায় বসিয়া ঐ দ্বীপে প্রবেশ করে। দ্বীপে নামতেই জন্তুর মত একটি জিনিস তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার সমগ্র দেহ লোমে আবৃত ছিল। লোমের কারণে তাহার আগা-পাছা চিনা যাইতেছিল না। লোকেরা তাহাকে বলিল, হতভাগা, তুই কে? সে বলিল, আমি দাজ্জালের গুপ্তচর। লোকেরা বলিল, গুপ্তচর আবার কি? সে বলিল, লোক সকল! ঐযে গীর্জা দেখা যায়, সেইখানে চল। সেইখানে এক ব্যক্তি অধীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করিতেছে। তামীমদারী (রাযি.) বলেন, তাহার মুখে এক ব্যক্তির কথা শ্রবণ করিয়া আমরা ভীত হইলাম যে, সে আবার শয়তান তো নয়! আমরা দ্রুত হাটিয়া গীর্জায় প্রবেশ করতঃ এক বিশালদেহী ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। ইতোপূর্বে এমন আমরা আর কখনও দেখি নাই। লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায় দুই হাঁটুর মধ্য দিয়া তাহার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো। আমরা তাহাকে বলিলাম, তোর সর্বনাশ হওক, তুই কে? সে বলিল, তোমরা আমার

সন্ধান কিছু না কিছু পাইয়াই গিয়াছ। এখন তোমরা বল, তোমাদের পরিচয় কি? তাহারা বলিল, আমরা আরবের বাসিন্দা। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়িয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমরা সমুদ্রকে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় পাইয়াছি। এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবলে থাকিয়া আমরা তোমার এই দ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। অতঃপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করিয়া এই দ্বীপে আমরা প্রবেশ করিয়াছি। এইখানে আমরা একটি সর্বাঙ্গ লোমে আবৃত জন্তুকে দেখিতে পাইয়াছি। লোমের আধিক্যের কারণে আমরা তাহার আগা-পাছা চিহ্নিত করিতে পারিতেছিনা। আমরা তাহাকে বলিয়াছি, তোর সর্বনাশ হওক, তুই কে? সে বলিয়াছে, সে নাকি দাজ্জালের গুপ্তচর। আমরা বলিলাম, গুপ্তচর আবার কি? তখন সে বলিয়াছে, ঐ যে গীর্জা দেখা যায়, তোমরা সেইখানে চল। সেইখানে এক ব্যক্তি অধীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষায় আছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে আসিয়া গিয়াছি। আমরা তাহার কথায় আতংকিত হইয়া পড়িয়াছি; না জানি এ আবার কোন জ্বীন ভূত কিনা?

অতঃপর সে বলিল, তোমরা আমাকে বায়সানের খেজুর বাগানের খবর বল। আমরা বলিলাম, এর কোন বিষয়টি সম্পর্কে তুমি সংবাদ জানিতে পাইয়াছ? সে বলিল, বায়সানের খেজুর বাগানে ফল আছে কি না, এই সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তাহাকে আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, আছে। সে বলিল, সেইদিন নিকটেই যেইদিন এইগুলোতে ফল ধরিবে না। অতঃপর সে বলিল, আচ্ছা, তিবরিয়া সমুদ্র সম্পর্কে আমাকে অবগত কর। আমরা বলিলাম, এর কোন বিষয় সম্পর্কে তুমি আমাদের হইতে জানিতে চাহিতেছ? সে বলিল, এর মধ্যে পানি আছে কি? তাহারা বলিল, হ্যাঁ, সেইখানে বহু পানি আছে। অতঃপর সে বলিল, সেইদিন বেশী দূরে নয়, যখন এই সাগরে পানি থাকিবে না। সে আবার বলিল, 'যুগার' এর ঝর্ণা সম্পর্কে তোমরা আমাকে অবহিত কর। তাহারা বলিল, তুমি এর কি সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছ? সে বলিল, এর ঝর্ণাতে পানি আছে কি? এবং এই জনপদের লোকেরা তাহাদের ক্ষেত্রে এই ঝর্ণার পানি দেয় কি? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, ইহাতে বহু পানি আছে এবং এই জনপদের লোকেরা এই পানি দ্বারাই তাহাদের ক্ষেত সিক্ত করে। সে পুনরায় বলিল, তোমরা আমাকে উম্মীদের নবী সম্পর্কে সংবাদ দাও। সে এখন কি করিতেছে? তাহারা বলিল, তিনি মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসিয়াছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, আরবের লোকেরা তাহার সাথে যুদ্ধ করিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, করিয়াছে। সে বলিল, সে তাহাদের সাথে কিরূপ আচরণ করিয়াছে। আমরা তাহাকে সংবাদ দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জয়ী হইয়াছেন এবং তাঁহারা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিয়াছে। সে বলিল, ইহা কি হইয়াই গিয়াছে? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ। সে বলিল, বশ্যতা স্বীকার করিয়া নেওয়াই জনগণের জন্য মঙ্গলজনক ছিল। এখন আমি নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে বলিতেছি, আমিই মাসীহ দাজ্জাল। অতি সত্ত্বরই আমি এইখান হইতে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি পাইয়া যাইব। বাহিরে যাইয়া আমি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করিব। চল্লিশ দিনের ভিতর এমন কোন জনপদ থাকিবে না, যেইখানে আমি প্রবেশ না করিব। তবে মক্কা ও তায়্যিবা এই দুইটি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এই দুইটির কোন একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করিব, তখন এক ফিরিশতা উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সামনে আসিয়া আমাকে বাধা দিবে। এই দুইটি স্থানের সকল রাস্তায় ফিরিশতাদের পাহারা থাকিবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ছড়ি দ্বারা মিম্বরে আঘাত করিয়া বলিলেন, ইহা হইতেছে তায়্যিবা, ইহা হইতেছে তায়্যিবা,, ইহা হইতেছে তায়্যিবা। অর্থাৎ তায়্যিবা অর্থ এই মদীনাই। সাবধান! আমি কি এই কথাটি ইতোপূর্বে তোমাদেরকে বলি নাই? তখন লোকেরা বলিল, হ্যাঁ, আপনি বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তামীমদারীর কথাটি আমার খুবই পছন্দ হইয়াছে। যেহেতু তাহা সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার ঐ বর্ণনার, যাহা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল, মাদীনা ও মক্কা সম্পর্কে ইতোপূর্বে বলিয়াছি। তিনি আরও বলিলেন, সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়ামান সাগরে বরং পূর্বদিকে রহিয়াছে, পূর্বদিকে রহিয়াছে, পূর্বদিকে রহিয়াছে। এইসময় তিনি স্বীয় হস্তদ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করিলেন। বর্ণনাকারী ফাতিমা বিনত কায়স (রাযি.) বলেন, এই হাদীছ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মুখস্থ করিয়াছি।

(৭২৪০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ أَبُو عُثْمَانَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ يُقَالُ لَهُ رُطَبُ ابْنِ طَابٍ وَأَسْقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَتْ طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلاَثًا فَأَذِنَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي قَالَتْ فَنُودِيَ فِي النَّاسِ إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةً قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فِيمَنِ انْطَلَقَ مِنَ النَّاسِ قَالَتْ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ مِنَ النِّسَاءِ وَهُوَ يَلِي الْمُؤَخَّرَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ "إِنَّ بَنِي عَمٍّ لِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَتْ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَهْوَى بِمِخْصَرَتِهِ إِلَى الأَرْضِ وَقَالَ "هَذِهِ طَيْبَةُ". يَعْنِي الْمَدِينَةَ.

(৭২৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারেসী (রহ.) তিনি ... শা'বী (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রাযি.)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে তাজা খেজুর হাদিয়া দিলেন। এই খেজুরকে رُطَبُ ابْنِ طَابٍ বলা হয়। এবং যবের ছাতু পান করাইলেন। তারপর আমি তাহাকে তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে কোথায় ইদ্দত পালন করিবে? জবাবে তিনি বলিলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার বাপের বাড়ীতে ইদ্দত পালনের অনুমতি দিয়াছিলেন। ফাতিমা বিনত কায়স (রাযি.) বলেন, তখন লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেওয়া হইল, সালাতের উদ্দেশ্যে একত্রিত হইয়া যাও। অতঃপর এই ঘোষণা শুনিয়া যাহারা সমবেত হইলেন তাহাদের সাথে আমিও গেলাম এবং পুরুষের কাতারের পিছনে মহিলাদের কাতারের প্রথম সারিতে আমি দাঁড়াইলাম। সালাতান্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে বসিয়া খুৎবারত অবস্থায় এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তামীমদারীর চাচাতো ভাই একবার সমুদ্রে নৌকায় ভ্রমণ করিয়াছিল। অতঃপর তিনি হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তবে ইহাতে অতিরিক্ত এই কথা বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা বলেন, আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোমর হেলাইয়া মাটির দিকে ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, এই হইতেছে তায়্যিবা অর্থাৎ মদীনা।

(৭২৪১) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ غَيْلاَنَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَمِيمٌ الدَّارِيُّ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَتَاهَتْ بِهِ سَفِينَتُهُ فَسَقَطَ إِلَى جَزِيرَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْهَا يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا يَجُرُّ شَعَرَهُ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَدْ وَطِئْتُ الْبِلاَدَ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ. فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّاسِ فَحَدَّثَهُمْ قَالَ "هَذِهِ طَيْبَةُ وَذَاكَ الدَّجَّالُ".

(৭২৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল-হুলওয়ানী ও আহমাদ বিন উছমান নাওফিলী (রহ.) তাঁহারা ... ফাতিমা বিনত কায়স (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তামীমদারী আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মর্মে অবগত করিল যে, একদা সে সমুদ্রে নৌকায় আরোহণ করিল। তখন নৌকাটি তাহাকেসহ জায়গা হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল এবং দ্বীপের তটে গিয়া লাগিল। অতঃপর সে পানির উদ্দেশ্যে দ্বীপ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সেইখানে পৌঁছিয়া সে এমন এক ব্যক্তিকে দেখিল, যে তাহার লোম হেঁচড়াইয়া চলিতেছে। অতঃপর তিনি হাদীছের পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করিলেন। তবে ইহাতে ইহাও রহিয়াছে যে,

মুসলিম শরীফ -২২-৩৫/১

দাজ্জাল বলিবে, আমাকে যদি বাহির হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয় তবে আমি তায়্যিবা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামীমদারীকে লোকদের মাঝে নিয়া আসিলেন এবং সে তাহাদেরকে পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া শুনাইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তায়্যিবা এবং দাজ্জাল ঐ ব্যক্তিই।

(৭২৪২) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ قَوْمِهِ كَانُوا فِي الْبَحْرِ فِي سَفِينَةٍ لَهُمْ فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَخَرَجُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ

(৭২৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... ফাতিমা বিনত কায়স (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসিয়া বলিলেন, হে লোক সকল! তামীমদারী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক সময় তাঁহার কাওমের কতিপয় লোক সমুদ্রে নৌকায় চড়িয়া ভ্রমণ করিতেছিল। অতঃপর তাহাদের নৌকাটি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। উপায়ান্তর না পাইয়া তাহাদের কেহ কেহ নৌকার কাষ্ঠে ভর করিয়া সামুদ্রিক দ্বীপে গিয়া পৌঁছে। অতঃপর আবুয যিনাদ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২৪৩) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ".

(৭২৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মক্কা মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত শহরেই দাজ্জাল অনুপ্রবেশ করিবে। তবে মক্কা মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। কেননা, এই দুই শহরের প্রতিটি রাস্তায়ই ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ইহার পাহারাদারীতে নিয়োজিত থাকিবেন। অবশেষে দাজ্জাল মদীনার এক নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করিবে। তখন মদীনাতে তিনবার ভূমিকম্প হইবে। যাহার ফলে প্রত্যেক মুনাফিক ও কাফির মদীনা হইতে বাহির হইয়া তাহার নিকট চলিয়া যাইবে।

(৭২৪৪) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَيَأْتِي سَبَخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ وَقَالَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ.

(৭২৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর হাম্মাদ বিন সালামাহ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে রহিয়াছে যে, দাজ্জাল আসিয়া জুরফের এক অনুর্বর ভূমিতে অবতরণ করিবে এবং এইখানেই সে তাহার শিবির স্থাপন করিবে। যাহার ফলে প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও মহিলা তাহার নিকট চলিয়া যাইবে।

মুসলিম ফর্মা -২২-৩৫/২

بَابُ فِى بَقِيَّةٍ مِنْ أَحَادِيثِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল সম্পর্কে আরও কতিপয় হাদীছ

(৭২৪৫) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ".

(৭২৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবী মুযাহিম (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুগামী হইবে, তাহাদের গায়ে থাকিবে কালো চাদর।

(৭২৪৬) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ". قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ "هُمْ قَلِيلٌ".

(৭২৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... উম্মে শারীক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে পালাইয়া যাইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া উম্মে শারীক বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেইদিন আরবের লোকেরা কোথায় থাকিবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, তখন তাহারা সংখ্যায় কম হইবে।

(৭২৪৭) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৭২৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২৪৮) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمْ أَبُو الدَّهْمَاءِ وَأَبُو قَتَادَةَ قَالُوا كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ نَأْتِي عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ لَتُجَاوِزُونِي إِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا بِأَحْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي وَلاَ أَعْلَمَ بِحَدِيثِهِ مِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ".

(৭২৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ দাহমা, আবূ কাতাদা ও অনুরূপ আরও কতিপয় ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, হিশাম বিন আমির (রাযি.)-এর সম্মুখ দিয়া আমরা ইমরান বিন হুসায়নের নিকট যাইতাম। একদা হিশাম (রাযি.) বলিলেন, তোমরা আমাকে অতিক্রম করিয়া এমন মানুষের নিকট যাইতেছ, যাহারা আমার তুলনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে অধিক উপস্থিত হয় নাই এবং যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক জ্ঞাত নয়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মাঝে দাজ্জালের তুলনায় মারাত্মক আর কোন সৃষ্টি হইবে না।

(৭২৪৯) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَلاَثَةِ رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالُوا كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُخْتَارٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ" .

(৭২৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... তিন ব্যক্তি হইতে বর্ণিত, ইহাদের মধ্যে আবূ কাতাদাও আছেন, তাহারা আবদুল আযীয বিন মুখতারের মতই বলিয়াছেন যে, আমরা হিশাম বিন আমির (রাযি.)-এর সম্মুখ দিয়া ইমরান বিন হুসায়নের নিকট যাইতাম। তবে ইহাতে أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ এর স্থলে خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ কথাটি উল্লেখ আছে।

(৭২৫০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدُّخَانَ أَوِ الدَّجَّالَ أَوِ الدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ" .

(৭২৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব ও কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা তড়িৎ নেক আমল কর, তাহা হইল– ধুঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, খাস বিষয় ও আম বিষয়।

(৭২৫১) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا الدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الأَرْضِ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَأَمْرَ الْعَامَّةِ وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ" .

(৭২৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমায়্যা বিন বিসতাম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তড়িৎ তোমরা নেক আমল করিতে আরম্ভ কর। তাহা হইল দাজ্জাল, ধোঁয়া, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হওয়া, কিয়ামত এবং মাউত।

(৭২৫২) وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(৭২৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْهَرْجِ

অনুচ্ছেদ ঃ হত্যাকাণ্ডের সময় ইবাদত করার ফযীলত-এর বিবরণ

(৭২৫৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَىَّ" .

(৭২৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... মা'কাল বিন ইয়াসার (রাযি.) হইতে

বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হত্যাকাণ্ডের সময় ইবাদত করা আমার নিকট হিজরত করার সমতুল্য।

(৭২৫৪) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৭২৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল (রহ.) তিনি ... হাম্মাদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী-এর বিবরণ

(৭২৫৫) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ".

(৭২৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সর্বনিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কায়িম হইবে।

(৭২৫৬) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلاً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَهُوَ يَقُولُ "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا".

(৭২৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিয়া এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হইয়াছি এই দুইটির মত।

(৭২৫৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ". قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ كَفَضْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَهُ عَنْ أَنَسٍ أَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ.

(৭২৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হইয়াছি এই দুইটির মত। শু'বা (রাযি.) বলেন, আমি কাতাদা (রহ.)-এর নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি তাহার বর্ণনায় বলিতেন, যেমন এক আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের তুলনায় বড়। অতঃপর শু'বা (রাযি.) বলেন, এই কথাটি কাতাদা (রহ.) আনাস (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন না নিজের হইতেই বলিয়াছেন, তাহা আমি নিশ্চিত জানি না।

(৭২৫৮) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ وَأَبَا التَّيَّاحِ يُحَدِّثَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسًا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا". وَقَرَنَ شُعْبَةُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِيهِ.

(৭২৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব মারিসী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এবং কিয়ামত এই দুইটির মত প্রেরিত হইয়াছি। এই কথাটি বর্ণনা করিতে গিয়া শু'বা তাহার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলিকে এক সাথে মিলাইলেন।

(৭২৫৯) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا.

(৭২৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন ওয়ালীদ (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২৬০) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ يَعْنِي الضَّبِّيَّ وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(৭২৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২৬১) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ". قَالَ وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى.

(৭২৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান মিসমাঈ (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এবং কিয়ামত প্রেরিত হইয়াছি এই দুইটির মত। এ সময় তিনি তাঁহার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলিকে একত্রিত করিয়াছিলেন।

(৭২৬২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَقَالَ "إِنْ يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ".

(৭২৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়াই তাহাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিত, বলিত, কিয়ামত কখন হইবে? তখন তিনি তাহাদের মাঝে কম বয়স লোকটির প্রতি নযর করিয়া বলিতেন, এ যদি বাঁচিয়া থাকে তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমাদের কিয়ামত আসিয়া যাইবে।

(৭২৬৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلاَمُ فَعَسَى أَنْ لاَ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ".

(৭২৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিয়ামত কখন হইবে? তখন তাঁহার নিকট মুহাম্মদ নামক এক

আনসারী বালক উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এ বালক যদি বাঁচিয়া থাকে তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত কায়িম হইয়া যাইবে।

(৭২৬৪) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُنَيْهَةً ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ فَقَالَ "إِنْ عُمِّرَ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ". قَالَ قَالَ أَنَسٌ ذَاكَ الْغُلَامُ مِنْ أَتْرَابِي يَوْمَئِذٍ.

(৭২৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কিয়ামত কখন হইবে? এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিলেন। অতঃপর তিনি সম্মুখস্থ ইযদ গোত্রের এই যুবকের প্রতি তাকাইলেন, বস্তুতঃ ইয্দ শানুয়ার একটি শাখা গোত্র। অতঃপর তিনি বলিলেন, এই বালক যদি দীর্ঘ হায়াত পায় তবে তাহার বার্ধক্যে পদার্পণ করার পূর্বেই কিয়ামত কায়িম হইয়া যাইবে। আনাস (রাযি.) বলেন, তখন এই বালক আমার সমবয়স্ক ছিল।

(৭২৬৫) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِنْ يُؤَخَّرْ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ".

(৭২৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সমবয়স্ক মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.)-এর এই গোলাম একদা রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যদি তাহার হায়াত দীর্ঘায়িত হয় তবে সে বার্ধক্যে পৌছিবার পূর্বেই কিয়ামত কায়িম হইয়া যাইবে।

(৭২৬৬) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللِّقْحَةَ فَمَا يَصِلُ الإِنَاءُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ وَالرَّجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ الثَّوْبَ فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُومَ وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِي حَوْضِهِ فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ".

(৭২৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তি তাহার উষ্ট্রী দোহন করিবে; কিন্তু পাত্র তার মুখের কাছে পৌছিবার পূর্বেই কিয়ামত কায়িম হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে দুই ব্যক্তি কাপড় বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকিবে। তাহারা বেচা-কেনা শেষ না করতেই কিয়ামত কায়িম হইয়া যাইবে। এমনিভাবে এক ব্যক্তি তাহার হাউয মেরামত করিতে থাকিবে। কিন্তু মেরামত সারিয়া মুখ ফিরাইবার পূর্বেই কিয়ামত আসিয়া যাইবে।

بَابُ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান-এর বিবরণ

(৭২৬৭) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ". قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ. قَالُوا

أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ. قَالُوا أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ "ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ". قَالَ "وَلَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَىْءٌ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৭২৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, উভয় ফুঁৎকারের মাঝে চল্লিশ হইবে। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বলিলেন, আমি অস্বীকার করি। তাহারা আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি চল্লিশ মাস? এইবারও তিনি বলিলেন, ইহা অস্বীকার করি। অতঃপর আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইবে, ইহাতে মানুষের শরীর পরিবর্ধিত হইবে যেমন সবজী উদগত হয়। অতঃপর তিনি বলিলেন, তখন একটি হাড় ব্যতীত মানুষের সমস্ত শরীর পঁচিয়া যাইবে। আর সেই হাড়টি হইল, মেরুদণ্ডের হাড়। কিয়ামতের দিন এই হাড় হইতেই আবার মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা হইবে।

(৭২৬৮) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِىَّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ".

(৭২৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের সব কিছুই মাটি খাইয়া ফেলিবে। কেবল মেরুদণ্ডের হাড় বাকী থাকিবে। ইহার দ্বারাই প্রথমতঃ মানুষ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারাই আবার তাহাদেরকে সৃষ্টি করা হইবে।

(৭২৬৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ فِى الإِنْسَانِ عَظْمًا لاَ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَدًا فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالُوا أَىُّ عَظْمٍ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "عَجْبُ الذَّنَبِ".

(৭২৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীছ হইতেছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মানুষের শরীরে এমন একটি হাড় আছে, যাহা যমীন কখনও ভক্ষণ করিবে না। কিয়ামতের দিন ইহার দ্বারাই পুনরায় মানুষ সৃষ্টি করা হইবে। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা আবার কোন হাড়? তিনি বলিলেন, ইহা হইল, মেরুদণ্ডের হাড়।

كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ

অধ্যায় ঃ যুহ্দ ও দুন্‌ইয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতা সম্পর্কিত বর্ণনা

(৭২৯০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ " .

(৭২৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুন্‌ইয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত স্বরূপ।

(৭২৯১) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْىٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ " . فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ " أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ " . قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ " فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ " .

(৭২৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীয়া আঞ্চল হইতে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়া যাইতেছিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। যাইতে যাইতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি ইহার কান ধরিয়া বলিলেন, তোমাদের কেহ কি এক দিরহামের বিনিময়ে উহা নিতে আগ্রহী। তখন উপস্থিত লোকেরা বলিলেন, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা উহা নিতে আগ্রহী নই এবং এইটি নিয়া আমরা কি করিব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, বিনা পয়সায় তোমরা কি উহা নিতে আগ্রহী? তাহারা বলিলেন, ইহা যদি জীবিত হইত তবুও তো এইটা দোষী। কেননা ইহার কান হইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। আর এখন তো উহা মৃত, কিভাবে আমরা তাহা গ্রহণ করিব? এরপর তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! ইহা তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, আল্লাহর নিকট দুন্‌ইয়া ইহার চাইতেও অধিক তুচ্ছ।

(৭২৯২) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِيَانِ الثَّقَفِيَّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ فَلَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ هَذَا السَّكَكُ بِهِ عَيْبًا .

(৭২৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী ও ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন আর'আরা সামী (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সাকাফীর হাদীছের মধ্যে অতিরিক্ত এই কথা বর্ণিত রহিয়াছে যে, এইটি যদি জীবিতও হইত, তবুও ক্ষুদ্র কান একটি দোষণীয় ব্যাপার।

(৭২৯৩) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ { أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} قَالَ " يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ " .

(৭২৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... মুতাররিফ (রাযি.)-এর পিতা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলাম। তখন তিনি أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আদম সন্তানগণ বলে, আমার মাল, আমার মাল। বস্তুতঃ হে আদম সন্তান! তোমার মাল উহাই যাহা তুমি খাইয়াছ ও শেষ করিয়া দিয়াছ, পরিধান করিয়াছ ও পুরাতন করিয়া ফালাইয়া দিয়াছ এবং দান করিয়াছ ও অব্যাহত রাখিয়াছ।

(৭২৭৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَمَّامٍ.

(৭২৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তিনি ... মুতাররিফ (রাযি.)-এর পিতা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। অতঃপর তিনি হাম্মামের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২৭৫) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ " .

(৭২৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দাগণ বলে, আমার মাল, আমার মাল। অথচ তিনটিই হইল তাহার মাল, যাহা সে ভক্ষণ করিল এবং শেষ করিয়া দিল। অথবা যাহা সে পরিধান করিল এবং পুরাতন করিয়া দিল। কিংবা যাহা সে দান করিল এবং সঞ্চয় করিল। ইহা ছাড়া বাকীগুলো শেষ হইয়া যাইবে এবং মানুষের জন্য রাখিয়া যাইতে হইবে।

(৭২৭৬) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৭২৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... আলা বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২৭৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ " .

(৭২৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরূপে তাহার সাথে যায়। দুইটি তো ফিরিয়া আসে এবং একটি তাহার সঙ্গে থাকিয়া যায়। সঙ্গে গমন করে আত্মীয়স্বজন, ধন-সম্পদ এবং তাহার আমল। তাহার জাতি গোষ্ঠী ও মাল-দৌলত ফিরিয়া আসে আর থাকিয়া যায় শুধু আমল।

(৭২৭৮) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ

بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ " أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَىْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ". فَقَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ . وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ".

(৭২৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লা (রহ.) তিনি ... বনু আমের বিন লুওয়াই এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র আমর বিন আউফ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.)কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করিতে পাঠাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য আলা বিন হাযরামী (রাযি.)কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তারপর আবূ উবায়দা (রাযি.) বাহরাইন হইতে মাল নিয়া আসিলে, আনসার সাহাবীগণ তাঁহার আগমন খবর শ্রবণ করিল, এরপর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতান্তে মুখ ফিরাইয়া বসিলে তাহারা তাঁহার নিকট হাযির হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আমার মনে হইতেছে আবূ উবায়দা বাহরাইন হইতে কিছু নিয়া আসিয়াছে, এই খবর তোমরা শ্রবণ করিয়াছ? তাহারা বলিলেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তাহা তোমাদেরকে খুশী করাইবে আশা রাখ। আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসিবে এই ভয় আমি করি না। আমি তোমাদের সম্পর্কে এই ভয় করি যে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর দুন্ইয়া প্রশস্ত হইয়া গিয়াছিল, তেমনিভাবে তোমাদের উপরও দুন্ইয়া প্রশস্ত হইয়া যাইবে। অতঃপর তোমরা তেমনি প্রতিযোগিতা করিবে যেমন করিয়া তাহারা প্রতিযোগিতা করিয়াছে। অবশেষে তোমাদেরকেও ধ্বংস করিয়া দিবে যেমনিভাবে তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

(৭২৭৯) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمِثْلِ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ " وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ ".

(৭২৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি যুহরী (রহ.) হইতে ইউনুসের সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সালিহ (রহ.)-এর হাদীছের মধ্যে وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ এর স্থলে وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ (অবশেষে তোমাদেরকে তাহাদের মতই গাফিল করিয়া দিবে।) কথাটি বর্ণিত আছে।

(৭২৮০) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاحٍ هُوَ أَبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَىُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ".

(৭২৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন সাওয়াদ আমেরী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যখন রোম ও পারস্য বিজিত হইবে তখন তোমরা কি বলিবে? জবাবে আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযি.) বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে যেরূপ নির্দেশ দিবেন আমরা তাহাই বলিব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, অন্যকিছু কি বলিবে না? তখন তোমরা পরস্পর ঈর্ষা করিবে, তারপর হিংসা করিবে অতঃপর সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, এরপর শত্রুতা করিবে। অথবা এইরূপ কিছু কথা তিনি বলিয়াছেন। অতঃপর তোমরা নিঃস্ব মুহাজির লোকদের নিকট যাইবে এবং এক জনকে অপরের শাসক নিয়োগ করিবে।

(৭২৮১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ".

(৭২৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেহ যদি মাল ও আকৃতির দিক হইতে তাহার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করে তবে সে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাহার তুলনায় নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ্য করে, যাহাদের উপর তাহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

(৭২৮২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ سَوَاءً.

(৭২৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবুয যিনাদের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২৮৩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ". قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ "عَلَيْكُمْ".

(৭২৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমাদের তুলনায় নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি নযর কর। তবে তোমাদের তুলনায় উপরের স্তরের লোকদের প্রতি নযর করিও না। কেননা, আল্লাহর নি'আমতকে তুচ্ছ না ভাবার এইটাই উত্তম পন্থা। আবূ মু'আবিয়ার বর্ণনায় عَلَيْكُمْ শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণিত আছে।

(৭২৮৪) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ إِسْحَاقُ إِلَّا أَنَّ الأَبْرَصَ أَوِ الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الإِبِلُ وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ. فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ. فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا قَالَ فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ.

قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ.

(৭২৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয় জন টাক মাথা এবং তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করিলেন। তাই তিনি তাহাদের নিকট একজন ফিরিশতা পাঠাইলেন। ফিরিশতা প্রথমে কুষ্ঠরোগীর কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কি? সে বলিল, উত্তম রং, উত্তম চর্ম এবং আমার হইতে যেন এই ব্যাধি নিরাময় হইয়া যায়, যাহার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। অতঃপর ফিরিশতা তাহার শরীরে হাত বুলাইলেন। ইহাতে তাহার এই কুৎসিত ব্যাধি নিরাময় হইল এবং তাহাকে উত্তম রং ও উত্তম চর্ম প্রদান করা হইল। ফিরিশ্তা আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট প্রিয় মাল কি? সে বলিল, উট বা গাভী। বর্ণনাকারী ইসহাক সন্দেহ করিয়াছেন। তবে কুষ্ঠরোগী বা টাক মাথা তাহাদের একজন বলিল, উট আর অপর জন বলিল গাভী। অতঃপর

তাহাকে গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রদান করা হইল এবং বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে ইহাতে বরকত দান করুন। তারপর ফিরিশ্‌তা টাক মাথা ব্যক্তির নিকট আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট অধিক প্রিয় বস্তু কি? সে বলিল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এই ব্যাধি নিরাময় হইয়া যায় যাহার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করিতেছে। ফিরিশতা তাহার শরীরে হাত বুলাইলে তাহার ব্যাধি নিরাময় হইয়া যায়। অতঃপর তাহাকে প্রদান করা হইল সুন্দর চুল। পুনঃরায় ফিরিশ্‌তা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন যে, কোন মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলিল, গাভী। অতঃপর তাহাকে গর্ভবতী গাভী দান করা হইল এবং ফিরিশ্‌তা বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে ইহাতে বরকত দান করুন। অতঃপর ফিরিশ্‌তা তাহার চোখের উপর হাত বুলাইলে আল্লাহ তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দেন। তারপর ফিরিশতা পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলিল, বকরী। তাহাকে গর্ভবতী বকরী দান করা হইল। অতঃপর উষ্ট্রী, গাভী ও বকরী সবই বাচ্চা দিল। ফলে তাহার এক মাঠ উট, তাহার এক মাঠ গাভী এবং তাহার এক মাঠ বকরী হইয়া গেল।

অতঃপর ফিরিশতা অনতিকাল পরে তাহার প্রথম আকৃতিতে কুষ্ঠরোগীর নিকট আসিয়া বলিল, আমি একজন মিসকীন ও নিঃস্ব ব্যক্তি, সফরে আমার সমস্ত অবলম্বন শেষ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর ও তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে বাড়ী পৌঁছাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং যে আল্লাহ তোমাকে উত্তম রং, সুন্দর চামড়া এবং মাল দান করিয়াছেন তাহার নামে আমি তোমার নিকট একটি উট প্রার্থনা করিতেছি, যেন এই সফরে আমি উহাতে আরোহণ করিয়া বাড়ী পৌঁছিতে পারি। এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, দায়-দায়িত্ব অনেক বেশী। তখন ফিরিশতা বলিলেন, আমি তোমাকে চিনি বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কি নিঃস্ব, কুষ্ঠরোগী ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করিয়াছেন। সে বলিল, বাহ! আমরা তো বাপ-দাদার কাল হইতেই ক্রমাগত এই সম্পদের ওয়ারিস হইয়া আসিতেছি। অতঃপর ফিরিশতা বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া দেন। এইবার ফিরিশতা তাহার পূর্বের আকৃতিতে টাক মাথা ব্যক্তির নিকট আসিয়া ঐ ব্যক্তির মত তাহাকেও বলিলেন এবং সে-ও প্রথম ব্যক্তির মতই উত্তর দিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া দেন। এরপর ফিরিশতা তাঁহার পূর্বের আকৃতিতে অন্ধ ব্যক্তির নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি একজন নিঃস্ব, মুসাফির ব্যক্তি। আমার সফরের সমস্ত আসবাব অবলম্বন শেষ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা এবং তোমার সহযোগিতা ব্যতীত আজ বাড়ী পৌঁছা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেই আল্লাহ তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন তাহার নামে তোমার নিকট আমি একটি বকরী চাই যেন আমি সফর শেষে বাড়ী পৌঁছিতে পারি। এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকটি বলিল, হ্যাঁ, আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া দিয়াছেন। আপনার ইচ্ছামত আপনি নিয়া যান এবং যাহা মনে চায় রাখিয়া যান। আল্লাহর কসম! আজ আল্লাহর নামে আপনি যাহা নিবেন এই ব্যাপারে আমি আপনাকে বাধা দিব না। অতঃপর ফিরিশ্‌তা বলিলেন, তুমি তোমার মাল রাখিয়া দাও। তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা হইল। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দুই সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

(৭২৮৫) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ قَالَ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِبِلِهِ فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ أَنَزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ".

(৭২৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আব্বাস বিন আবদুল আযীম (রহ.) তাঁহারা ... আমের বিন সা'দ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিন বলেন, সা'দ বিন

ওয়াক্কাস (রাযি.) একদা তাহার উষ্ট্ররাজির মাঝে বসা ছিলেন, এমতাবস্থায় তাহার পুত্র উমর আসিল। সা'দ (রাযি.) তাহাকে দেখামাত্রই পাঠ করিলেন أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ অর্থাৎ এই আরোহী ব্যক্তির অকল্যাণ হইতে আমি পানাহ চাই। এরপর সে তাহার সাওয়ারী হইতে অবতরণ করিল এবং বলিল, আপনি লোকদেরকে ছাড়িয়া দিয়া উষ্ট্র এবং বকরীর মাঝে আসিয়া গিয়াছেন কি? অথচ রাজত্ব নিয়া লোকেরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত। এই কথা শ্রবণ করিয়া সা'দ (রাযি.) তাহার বক্ষে আঘাত করিয়া বলিলেন, চুপ থাক। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ভীরু, বিত্তশালী ও লোকালয় হইতে নির্জনে বাসকারী বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন।

(৭২৮৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ بِشْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الدِّينِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ نُمَيْرٍ إِذًا.

(৭২৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারেছী, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আরবের বাসিন্দাদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র পথে তীর নিক্ষেপ করিয়াছি। আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধ করিতাম। তখন হুবলা এবং সমর বৃক্ষের পাতা ব্যতিরেকে আমাদের নিকট খাবার মত কোন খাদ্যই থাকিত না। ফলে আমাদের এক একজন বকরীর মত মল ত্যাগ করিত। আর এখন বনূ আসাদের লোকেরা দীনী ব্যাপারে আমাদেরকে ধমক দিতেছে, এমনই যদি হয় তবে তো আমরা অকৃতকার্য এবং আমাদের আমল সবই ব্যর্থ। ইবন নুমায়র তাহার বর্ণনায় إِذًا শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৭২৮৭) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الْعَنْزُ مَا يَخْلِطُهُ بِشَىْءٍ.

(৭২৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে রহিয়াছে যে, ফলে আমাদের এক একজন বকরীর মত মল ত্যাগ করিত। ইহার সাথে কোন কিছুই মিশ্রিত থাকিত না।

(৭২৮৮) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَوَاللَّهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّزَرْتُ

بِنِصْفِهَا وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا فَسَتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا .

(৭২৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফররূখ (রহ.) তিনি ... খালিদ বিন উমায়র আদাবী (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্‌বা বিন গাযওয়ান (রাযি.) একদা আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন এবং প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন, আম্মা বা'দ! দুন্‌ইয়া ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সংবাদ দিয়াছে। দুন্‌ইয়ার সামান্য কিছু বাকী রহিয়াছে, যেমন খানার পর বরতনে কিছু খাদ্য উচ্ছিষ্ট থাকে, যাহা ভক্ষণকারী রাখিয়া দেয়। একদিন এই দুন্‌ইয়া ছাড়িয়া তোমরা অবিনশ্বর জগতের দিকে রওয়ানা করিবে। সুতরাং তোমরা ভবিষ্যতের জন্য কিছু নেকী নিয়া রওয়ানা কর। কেননা, আমার সামনে আলোচনা করা হইয়াছে যে, জাহান্নামের এক কোণে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হইবে। অতঃপর উহা সত্তর বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে যাইতে থাকিবে, তথাপিও উহা তাহার তলদেশে পৌঁছিতে পারিবে না। আল্লাহর শপথ! জাহান্নাম পূর্ণ হইয়া যাইবে। তোমরা কি ইহাতে বিস্ময় বোধ করিতেছ? এবং আমার নিকট ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, জান্নাতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চল্লিশ বছরের পথ। অচিরেই একদিন এমন আসিবে, যখন উহা মানুষের ভীড়ে পরিপূর্ণ থাকিবে। আমি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথী সাত ব্যক্তির সপ্তম জন ছিলাম। তখন আমাদের নিকট গাছের পাতা ব্যতীত আর কোন খাদ্যই ছিল না। ফলে আমাদের চোয়ালে ঘা হইয়া গেল। এই সময় আমি একটি চাদর পাইয়াছিলাম। অতঃপর আমার ও সা'দ বিন মালিকের জন্য আমি উহাকে দুই টুকরা করিয়া নেই। এক টুকরা দিয়া আমি লুঙ্গি বানাইয়াছি এবং অপর টুকরা দিয়া লুঙ্গি বানাইয়াছে সা'দ বিন মালিক (রাযি.)। আজ আমাদের সকলেই কোন না কোন শহরের আমীর। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আমার নিকট বড় এবং আল্লাহর নিকট ছোট হওয়া থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। সমস্ত পয়গাম্বরের নবুয়্যাতই এক পর্যায়ে নির্বাপিত হইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে উহা বাদশাহীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদের পর আগমনকারী আমীর-উমারাদের সংবাদ তোমরা অচিরেই পাইবে এবং তাহাদেরকে পরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৭২৮৯) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ خَطَبَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ .

(৭২৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন উমর বিন সালীত (রহ.) তিনি ... খালিদ বিন উমায়র (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি জাহিলী যুগ পাইয়াছিলেন, খালিদ (রহ.) বলেন, একদা উতবা বিন গাযওয়ান (রাযি.) বক্তৃতা দিলেন। তখন তিনি বসরার আমীর ছিলেন। অতঃপর ইসহাক সূত্রে শায়বানের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭২৯০) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا طَعَامُنَا إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا .

(৭২৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... খালিদ বিন উমায়র (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উতবা বিন গাযওয়ান (রাযি.)কে এইকথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি বলেন, এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথী সাতজনের সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম, তখন হুবলা বৃক্ষের পাতা ব্যতীত আমাদের কোন খাদ্য ছিল না। পাতা খাইতে খাইতে অবশেষে আমাদের চোয়ালে ঘা হইয়া যায়।

(৭২৯১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ "هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ". قَالُوا لاَ. قَالَ "فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ". قَالُوا لاَ. قَالَ "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى. قَالَ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ فَيَقُولُ لاَ. فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى أَىْ رَبِّ. فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ فَيَقُولُ لاَ. فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ. وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَا هُنَا إِذًا قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ".

(৭২৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন উমার (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের পালনকর্তাকে দেখিতে পাইব? উত্তরে তিনি বলিলেন, আকাশে মেঘ না থাকা অবস্থায় দ্বিপ্রহরের সময় সূর্য দেখিতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় কি? সাহাবীগণ বলিলেন, জী না। অতঃপর তিনি বলিলেন, আকাশে মেঘ না থাকা অবস্থায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় কি? সাহাবীগণ বলিলেন, জী না। এরপর তিনি বলিলেন, ঐ সত্তার শপথ! যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! চন্দ্র সূর্যের কোন একটি দেখিতে তোমাদের যেরূপ কষ্ট হয়, তোমাদের পালনকর্তাকেও দেখিতে তোমাদের ঠিক তদ্রূপ কষ্ট হইবে। আল্লাহর সাথে বান্দার মিলন হইবে। তখন তিনি বলিলেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে ইয্যত দান করি নাই। নেতৃত্ব দান করি নাই, জোড়া মিলাইয়া দেই নাই, ঘোড়া, উট তোমার অনুগত করিয়া দেই নাই এবং প্রাচুর্যের মাঝে তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করি নাই? জবাবে বান্দা বলিবে, হ্যাঁ, হে আমার পালনকর্তা! অতঃপর তিনি বলিবেন, তুমি কি মনে করিতে যে, তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করিবে? সে বলিবে, না। তখন আল্লাহ বলিবেন, তুমি যেমনিভাবে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে অনুরূপভাবে আমিও তোমাকে ভুলিয়া যাইতেছি। অতঃপর দ্বিতীয় অপর এক ব্যক্তির আল্লাহর সাথে মিলন হইবে। তখন তিনি তাহাকেও বলিবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মান দান করি নাই। নেতৃত্ব দেই নাই, তোমার জোড়া মিলাইয়া দেই নাই, উট-ঘোড়া তোমার অনুগত করিয়া দেই নাই এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহারের জন্য তোমাকে কি সুযোগ করিয়া দেই নাই? সে বলিবে, হ্যাঁ করিয়াছেন, হে আমার পালনকর্তা! অতঃপর তিনি বলিবেন, আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হইবে এই কথা তুমি মনে করিতে? সে বলিবে, না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তুমি যেমন আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে অনুরূপভাবে আমিও তোমাদেরকে বিস্মিত হব। অতঃপর তৃতীয় অপর এক ব্যক্তির আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হইবে। অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ বলিবেন। তখন লোকটি বলিবে, হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার প্রতি এবং কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি। আমি সালাত আদায় করিয়াছি, সাওম পালন করিয়াছি এবং সাদাকা করিয়াছি। এমনিভাবে সে যথাসম্ভব নিজের প্রশংসা করিবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, এখনই তোমার মিথ্যা প্রকাশিত হইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর তাহাকে বলা হইবে, এখনই আমি তোমার উপর আমার সাক্ষী কায়িম করিব। তখন বান্দা মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিবে যে, কে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে? তখন তাহার মুখে মোহর দেওয়া হইবে এবং তাহার উরু, গোশত ও হাড্ডিকে

বলা হইবে, তোমরা কথা বল। ফলে তাহার উরু, গোশত ও হাড্ডি তাহার আমল সম্পর্কে বলিতে থাকিবে। এই ব্যবস্থা এই জন্য করা হইবে যেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন অবকাশ তাহার আর বাকী না থাকে। এই ব্যক্তি হইতেছে মুনাফিক। তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হইবেন।

(৭২৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ فَقَالَ "هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ". قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ قَالَ يَقُولُ بَلَى. قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّي لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّي قَالَ فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ انْطِقِي. قَالَ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ قَالَ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلاَمِ قَالَ فَيَقُولُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا. فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ".

(৭২৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নযর বিন আবূ নযর (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। এই সময় তিনি হাসিয়া বলিলেন, তোমরা কি জান, আমি কেন হাসিতেছি? আমরা বলিলাম, এই সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, বান্দা তাহার পালনকর্তার সাথে যে কথা বলিবে, এই জন্য হাসিতেছি। তখন বান্দা বলিবে, হে আমার পালনকর্তা! আপনি কি আশ্রয় দেন নাই আমাকে যুলম হইতে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হ্যাঁ আমি কাহারও প্রতি যুলম করি নাই। অতঃপর বান্দা বলিবে, আমি আমার ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্য ব্যতীত অন্য কাহারও সাক্ষী হওয়াকে জায়িয মনে করি না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আজ তুমি নিজেই তোমর সাক্ষী হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং সম্মানিত লিপিকার বৃন্দও। অতঃপর বান্দার মুখের উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হইবে যে, তোমরা বল, তাহারা তাহার আমল সম্পর্কে বলিবে। এরপর বান্দাকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হইবে। তখন বান্দা তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, অভিশাপ তোমাদের প্রতি, তোমরা দূর হইয়া যাও। আমি তো তোমাদের জন্যই ঝগড়া করিয়া ছিলাম।

(৭২৯৩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا".

(৭২৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবার-পরিজনকে প্রয়োজন অনুপাতে জীবিকা দান করুন।

(৭২৯৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا". وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو "اللَّهُمَّ ارْزُقْ".

(৭২৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমর নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবার-পরিজনকে প্রয়োজন অনুপাতে জীবিকা দান কর। আমরের বর্ণনায় اللَّهُمَّ ارْزُقْ শব্দটি বর্ণিত আছে।

মুসলিম ফর্মা -২২-৩৬/২

(৭২৯৫) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ ذَكَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "كَفَافًا".

(৭২৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... উমর বিন কা'কা (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে قُوتًا এর স্থলে كَفَافًا শব্দ বর্ণিত আছে।

(৭২৯৬) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.

(৭২৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর তাঁহার পরিজন ধারাবাহিক তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হইয়া খান নাই। আর এই অবস্থায় তাঁহার ইনতিকাল হইয়া গেল।

(৭২৯৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ.

(৭২৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারাবাহিক তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হইয়া খান নাই। এই অবস্থায়ই তিনি তাঁহার পথে চলিয়া যান।

(৭২৯৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৭২৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ধারাবাহিক দুই দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার যবের রুটি কখনও তৃপ্ত হইয়া ভক্ষণ করেন নাই। এই অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইনতিকাল হইয়া যায়।

(৭২৯৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ بُرٍّ فَوْقَ ثَلاَثٍ.

(৭২৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন তিন দিনের অধিক গমের রুটি কখনও পরিতৃপ্ত হইয়া খান নাই।

(৭৩০০০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلاَثًا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ.

(৭৩০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ধারাবাহিক তিন দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হইয়া খান নাই। এই অবস্থায়ই তিনি তাঁহার পথে চলিয়া যান।

(৭৩০১) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ إِلَّا وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ.

(৭৩০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন দুই দিন পরিতৃপ্ত হইয়া গমের রুটি ভক্ষণ করেন নাই। দুই দিনের এক দিন তিনি খুরমা খাইয়াই কাটাইতেন।

(৭৩০২) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ.

(৭৩০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন মাস-মাস এমনভাবে কাটাইতাম যে, আমরা আগুনও জ্বালাইতাম না। আমরা শুধু খুরমা ও পানি খাইয়াই কাটাইয়া দিতাম।

(৭৩০৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ إِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ. وَلَمْ يَذْكُرْ آلَ مُحَمَّدٍ. وَزَادَ أَبُو كُرَيْبٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَا اللُّحَيْمُ.

(৭৩০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে যে, إِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ কিন্তু آلَ مُحَمَّدٍ কথাটির উল্লেখ নাই। আবূ কুরায়বের বর্ণনায় অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, হ্যাঁ, যখন গোশত আসিত তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত।

(৭৩০৪) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

(৭৩০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা বিন কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুন্‌ইয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমার পাত্রে সামান্য কিছু যব ছিল। আমি তাহা হইতেই খাইতাম। এইভাবে অনেক দিন চলিয়া যায়। অতঃপর আমি তাহা ওযন দিলাম। ফলে উহা শেষ হইয়া গেল।

(৭৩০৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللّٰهِ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ

وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَاهُ.

(৭৩০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আমার বোনের ছেলে! আমরা নতুন চাঁদ দেখিতাম এরপর পুনরায় নতুন চাঁদ দেখিতাম অর্থাৎ দুই মাসে তিনটি চাঁদ দেখিতাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে আগুন জ্বলিত না। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে খালা! আপনারা কিভাবে দিনাতিপাত করিতেন? তিনি বলিলেন, দুইটি কাল জিনিস– খুরমা ও পানি দ্বারা। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতপিয় আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাহাদের ছিল দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সেইগুলি দোহন করিয়া এর দুধ তাঁহার নিকট পাঠাইতেন এবং আমরা তা-ই পান করিতাম।

(৭৩০৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

(৭৩০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করিয়াছেন অথচ দুইবেলা তিনি রুটি ও যায়তুন দ্বারা কখনও পরিতৃপ্ত হন নাই।

(৭৩০৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَكِّيُّ الْعَطَّارُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَجَبِيُّ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

(৭৩০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ লোকেরা এখন দুইটি কাল বস্তু তথা খুরমা ও পানি খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে।

(৭৩০৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ الْمَاءِ وَالتَّمْرِ.

(৭৩০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইনতিকাল হইয়াছে, অথচ আমরা দুইটি কাল বস্তু তথা পানি ও খুরমা খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি।

(৭৩০৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ سُفْيَانَ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ.

(৭৩০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং নসর বিন আলী (রহ.) তিনি ... সুফিয়ান (রহ.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা

করিয়াছেন। তবে এইখানে শুধু وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ (আর আমরা দুই বস্তু তথা খুরমা ও পানি খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতাম না) এই কথাটিই বর্ণিত আছে।

(৭৩১০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّادٍ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَا أَشْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

(৭৩১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! বর্ণনাকারী ইবন আব্বাদ (রহ.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন, ঐ সত্তার কসম যাঁহার হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ! এক নাগাড়ে তিন দিন গমের রুটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পরিবার-পরিজনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায়ই তিনি দুন্‌ইয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

(৭৩১১) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ مِرَارًا يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

(৭৩১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ হাযিম (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা কয়েকবার ইশারা করতঃ এইকথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐ সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ, উপর্যুপরি তিন দিন পর্যন্ত আল্লাহর নবী ও তাঁহার পরিবার-পরিজন গমের রুটি দ্বারা কখনও পরিতৃপ্ত হন নাই। এমতাবস্থায় তিনি দুন্‌ইয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

(৭৩১২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ . وَقُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ بِهِ .

(৭৩১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... নু'মান বিন বাশীল (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহার করিতেছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি যে, পেট ভরার জন্য নিম্নমানের খেজুরও তিনি পান নাই। বর্ণনাকারী কুতায়বা بِهِ শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৭৩১৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُلاَئِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ .

(৭৩১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... সিমাক (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সিমাক (রহ.) যুহায়রের হাদীছের মধ্যে অতিরিক্ত এই কথাটি বর্ণনা করিয়াছেন যে, অথচ বর্তমানে তোমরা খুরমা ও মাখনের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ব্যতীত কোন খাদ্য পছন্দ কর না।

(৭৩১৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ.

(৭৩১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... সিমাক বিন হারব (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নু'মান (রহ.)কে বক্তৃতারত অবস্থায় আমি একথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, উমর (রাযি.) বলিয়াছেন, মানুষ কি পরিমাণ দুনিয়া কামাই করিয়াছি। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখিয়াছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারা দিন অস্থির থাকিতেন। পেট ভরার মত নিম্নমানের একটি খেজুরও তিনি পাইতেন না।

(৭৩১৫) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ قَالَ فَإِنَّ لِي خَادِمًا قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَجَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لاَ نَفَقَةٍ وَلاَ دَابَّةٍ وَلاَ مَتَاعٍ. فَقَالَ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا". قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ لاَ نَسْأَلُ شَيْئًا.

(৭৩১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাহাকে প্রশ্ন করিল যে, আমরা কি মুহাজির ফকীরদের অন্তর্ভুক্ত নই? এইকথা শ্রবণ করিয়া আবদুল্লাহ তাহাকে বলিলেন, তোমার কি স্ত্রী নাই, যাহার নিকট তুমি গিয়া থাক? জবাবে সে বলিল, হ্যাঁ আছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, বসবাস করার জন্য তোমার কি বাসস্থান নাই? সে বলিল, হ্যাঁ আছে। তখন তিনি বলিলেন, তবে তো তুমি ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে বলিল, আমার একজন খাদিমও আছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, তাহলে তো তুমি বাদশাহ। আবূ আবদুর রহমান বলেন, একদা তিন ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.)-এর নিকট আসিলেন। তখন আমি তাহার নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। আসিয়া তাহারা বলিল, হে আবূ মুহাম্মদ! আমাদের কোন কিছুই নাই। না ব্যয় করার মত পয়সা আছে, না আছে সাওয়ারী, না আছে কোন আসবাব সামগ্রী। অতঃপর তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা যাহা চাও আমি তাহাই করিব। তোমাদের মনে চাহিলে তোমরা আমার নিকট চলে আস। আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে যাহা রাখিয়াছেন আমি তোমাদেরকে তাহা দান করিব। তোমরা চাহিলে, বাদশাহর নিকট আমি তোমাদের আলোচনা করিব। আর তোমাদের মনে চাহিলে তোমরা ধৈর্যধারণ কর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কিয়ামতের দিন ফকীর মুহাজির ব্যক্তিগণ ধনীদের চাইতে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে পৌঁছিয়া যাইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমরা ধৈর্যধারণ করিব, আমরা কিছুই চাহি না।

بَابُ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ

অনুচ্ছেদ ঃ যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে (সামূদ সম্প্রদায়ের) তাহাদের জনপদ দিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ; তবে ক্রন্দনরত অবস্থায় যাহারা যায়, তাহার জন্য অনুমতি আছে

(৭৩১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِ الْحِجْرِ "لَا تَدْخُلُوا عَلَى هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ".

(৭৩১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসহাবে হিজর সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে সাহাবাদেরকে বলিয়াছেন, শাস্তি প্রাপ্ত এই সম্প্রদায়ের উপর দিয়া কান্না জড়িত অবস্থায় তোমাদের পথ অতিক্রম করা উচিৎ। যদি তোমাদের কান্না না আসে তাহাদের এলাকায় কিছুতেই প্রবেশ করিবে না। যাহাতে এমনটি না ঘটে যে, যে আযাব তাহাদের উপর নাযিল হইয়াছিল, অনুরূপ আযাব তোমাদের উপরও নাযিল হইয়া যায়।

(৭৩১৭) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَهُوَ يَذْكُرُ الْحِجْرَ مَسَاكِنَ ثَمُودَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْحِجْرِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ". ثُمَّ زَجَرَ فَأَسْرَعَ حَتَّى خَلَّفَهَا.

(৭৩১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একদা আমরা হিজর অধিবাসীদের এলাকা দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিলেন, যাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছে তাহাদের জনপদ দিয়া তোমরা কান্না জড়িত অবস্থায় যাইবে। এ আশংকায় যে, তাহাদের উপর যে আযাব নাযিল হইয়াছে অনুরূপ আযাব তোমাদের উপরও যেন নাযিল না হইয়া যায়। অতঃপর ধমক দিয়া তিনি তাহার সাওয়ারীকে আরো দ্রুতগতি করিলেন এবং উক্ত অঞ্চল অতিক্রম করিলেন।

(৭৩১৮) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ الْعَجِينَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ.

(৭৩১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মূসা আবূ সালিহ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হিজর তথা সামূদ সম্প্রদায়ের জনপদে পৌঁছিলেন। অতঃপর লোকেরা তথাকার কূয়া হইতে পানি উঠাইলেন এবং ইহার দ্বারা আটার খামীর তৈরী করিলেন। ইহা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে এই পানি ফেলিয়া দেওয়া এবং খামীর উষ্ট্রকে খাওয়াইয়া দেওয়ার

নির্দেশ দিলেন। আর তাহাদেরকে ঐ কূপ হইতে পানি সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন, যেই কূপ হইতে সালিহ (আ.)-এর উষ্ট্রি পানি পান করিত।

(৭৩১৯) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ.

(৭৩১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মূসা আনসারী (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ শব্দ রহিয়াছে। فَاسْتَقَوْا এর স্থলে مِنْ بِئَارِهَا وَاعْتَجَنُوا

بَابُ الإِحْسَانِ إِلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ وَالْيَتِيمِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিধবা, মিসকীন ও ইয়াতীমের প্রতি অনুগ্রহ করার ফযীলত-এর বিবরণ

(৭৩২০) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ".

(৭৩২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিধবা ও মিসকীনের প্রতি অনুগ্রহকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তি অক্লান্ত সালাত আদায়কারী ও অনবরত সিয়াম সাধনাকারী ব্যক্তির সমতুল্য।

(৭৩২১) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْغَيْثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ". وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

(৭৩২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আত্মীয় বা অনাত্মীয় ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী ও আমি জান্নাতে এই দুই আঙ্গুলের মত থাকিব। বর্ণনাকারী মালিক (রহ.) হাদীছ বর্ণনার সময় শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলীর দ্বারা ইশারা করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ নির্মাণের ফযীলত-এর বিবরণ

(৭৩২২) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ". وَفِي رِوَايَةِ هَارُونَ "بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".

(৭৩২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ ও আহমাদ বিন ঈসা (রহ.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ খাওলানী (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, যখন মাসজিদে নববী নির্মাণের ব্যাপারে লোকজন তাহার সমালোচনা করিতেছিল, তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করিয়াছ, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করিবে– বুকায়র (রহ.) বলেন, আসিম (রহ.) মনে হয় ইহাও বলিয়াছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে; আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরী করিবেন। হারূনের বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করিবেন।

(৭৩২৩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كِلاَهُمَا عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ".

(৭৩২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... মাহমূদ বিন লাবীদ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযি.) মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করিলে লোকেরা ইহাকে অপছন্দ করিল। তাহারা চাহিতেছিল যে, তিনি উহাকে পূর্বের অবস্থায় রাখিয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যেই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর নির্মাণ করিবেন।

(৭৩২৪) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا "بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".

(৭৩২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবদুল হামীদ বিন জা'ফর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাদের হাদীছের মধ্যে রহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করিবেন।

بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْمُسَاكِينِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিসকীন ও মুসাফির লোকদের জন্য ব্যয় করার ফযীলত-এর বিবরণ

(৭৩২৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ. فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلاَنٌ. لِلاِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ".

(৭৩২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদা এক ব্যক্তি কোন এক জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ মেঘখণ্ড হইতে তিনি এই আওয়াজ শ্রবণ করিতে পাইলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেঘখণ্ডটি একদিকে যাইতে লাগিল। অতঃপর এক প্রস্তরপূর্ণ ভূমিতে বারিপাত করিল। ঐ স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া গেল। তখন সে লোকটি পানির অনুসরণ করিয়া চলিল। যাইতে যাইতে সে এক ব্যক্তিকে তাহার বাগানে দণ্ডায়মান অবস্থায় কোদাল দিয়া পানি ফিরাইতেছে, দেখিতে পাইল। ইহা দেখিয়া সে তাহাকে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলিল, আমার নাম অমুক, যাহা তিনি মেঘখণ্ডের মাঝে শ্রবণ করিয়াছিলেন। অতঃপর বাগানের মালিক তাহাকে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে কেন? জবাবে সে বলিল, যেই মেঘের এই পানি, ইহার মাঝে আমি এই আওয়াজ শ্রবণ করিতে পাইয়াছি, তোমার নাম নিয়া বলিয়াছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। অতঃপর বলিল, তুমি এই বাগানের ব্যাপারে কি আমল কর? মালিক বলিল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাই বলিতেছি, প্রথমে আমি এই বাগানের উৎপাদিত ফসলের প্রতি লক্ষ্য করি। অতঃপর এর এক তৃতীয়াংশ সাদাকা করি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার সন্তানগণ ভক্ষণ করি এবং এক তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করি।

(৭৩২৬) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "وَأَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ".

(৭৩২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমাদ বিন আবাদা আব্বাসী (রহ.) তিনি ... ওয়াহাব বিন কায়সান (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে এই কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে, অতঃপর সে বলিল, ইহার এক তৃতীয়াংশ আমি মিসকীন, প্রার্থী ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করি।

بَابُ مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ রিয়ার অবৈধতা-এর বিবরণ

(৭৩২৭) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ".

(৭৩২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরীকদের শিরক হইতে বেপরোয়া। যদি কোন ব্যক্তি কোন আমল করে এবং ইহাতে আমি ব্যতিরেকে অন্য কাউকে শরীক করে, তবে আমি তাহাকে ও তাহার শিরকী কাজকে উপেক্ষা করি।

(৭৩২৮) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللّٰهُ بِهِ".

(৭৩২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমর বিন হাফস বিন গিয়াস (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি লোক সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে নেক আমল করে আল্লাহ তা'আলাও তাহার কৃতকর্মের

উদ্দেশ্যের কথা লোকদেরকে জানাইয়া ও শ্রবণ করাইয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন সৎ কাজ করে, আল্লাহ তা'আলাও তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকদের মাঝে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

(৭৩২৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ".

(৭৩২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জুনদুব আল-আলাকী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি লোক সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে নেক আমল করে আল্লাহ তা'আলাও তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকদেরকে শ্রবণ করাইয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন সৎকাজ করে, আল্লাহ তা'আলাও তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকদের মাঝে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

(৭৩৩০) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُلاَئِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا غَيْرَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৭৩৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... সুফিয়ান (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে অতিরিক্ত এই কথা বর্ণিত আছে যে, রাবী বলেন, সুফিয়ান ব্যতীত অন্য কাউকে আমি এই কথা বলিতে শ্রবণ করি নাই যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন।"

(৭৩৩১) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَعِيدٌ أَظُنُّهُ قَالَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.

(৭৩৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশ'আশী (রহ.) তিনি ... জুনদুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনিই এই হাদীছটি মারফূ' বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। সুফিয়ান সাওরীর হাদীছের অনুরূপ এই হাদীছটিও।

(৭৩৩২) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الصَّدُوقُ الأَمِينُ الْوَلِيدُ بْنُ حَرْبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৭৩৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... সত্যবাদী আমানতদার ব্যক্তি ওয়ালিদ বিন হারব (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ التَّكَلُّمِ بِالْكَلِمَةِ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ রসনার সংযম-এর বিবরণ

(৭৩৩৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ".

(৭৩৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা

বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, বান্দা এমন কথা বলে, যাহার ফলে সে জাহান্নামে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যস্থিত ব্যবধানের চেয়েও অধিক দূরে গিয়া নিক্ষিপ্ত হয়।

(৭৩৩৪) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ".

(৭৩৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ উমর মক্কী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দা এমন কথা বলে, যাহার ক্ষতি সম্পর্কে জানেনা, ফলে সে জাহান্নামে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যস্থিত ব্যবধানের চেয়েও অধিক দূরে গিয়া সে নিক্ষিপ্ত হয়।

بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَفْعَلُهُ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَفْعَلُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয়, কিন্তু নিজে করে না এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়, কিন্তু নিজে তাহা হইতে বিরত থাকে না, তাহার শাস্তি-এর বিবরণ

(৭৩৩৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قِيلَ لَهُ أَلاَ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَالَ أَتُرَوْنَ أَنِّي لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَقُولُ لأَحَدٍ يَكُونُ عَلَىَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ. بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلاَنُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ".

(৭৩৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (র.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... উসামা বিন যায়িদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, আপনি উছমান (রাযি.)-এর নিকট গিয়া আলাপ আলোচনা করেন না কেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি তাহার সাথে কথা বলি না, তোমরা কি ইহা মনে করিতেছ? আমি তোমাদেরকে শ্রবণ করাইতেছি, আল্লাহর কসম! আমার এবং তাঁহার মধ্যকার যেই কথা বলিবার, আমি তাহাকে তাহা বলিয়াছি। তবে আমি এমন ব্যাপারে মুখ খুলিতে চাহিনা, যেই ব্যাপারে কথা বলিলে আমিই হইব ইহার প্রথম প্রবক্তা। আর যেই ব্যক্তি আমার আমীর তাহাদের কাহারও সম্পর্কে আমি এই কথাও বলিতে চাহি না যে, তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। ফলে তাহার উদরস্থ নাড়ি-ভূড়ি বাহির হইয়া যাইবে। তারপর গাধা যেমন চাক্কী নিয়া ঘুরে অনুরূপভাবে সেও এইগুলি নিয়া ঘুরিতে থাকিবে। ইহা দেখিয়া জাহান্নামীরা তাহার চতুষ্পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে অমুক! তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি সৎকর্মের আদেশ দিতে না এবং অসৎ কর্ম হইতে বিরত রাখিতে না? উত্তরে সে বলিবে, হ্যাঁ, তবে আমি সৎকর্মের আদেশ দিতাম, কিন্তু নিজে তাহা পালন করিতাম না এবং মন্দ কর্মে বাধা দিতাম কিন্তু নিজে আবার মন্দ করিতাম।

(৭৩৩৬) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فِيمَا يَصْنَعُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

(৭৩৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ ওয়াইল (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা উসামা বিন যায়িদ (রাযি.)-এর নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, উছমান (রাযি.)-এর নিকট গিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাহার সাথে আলোচনা করিতে আপনাকে বাধা দিতেছে কিসে? অতঃপর জারীর (রহ.) অনুরূপ বর্ণনা করিলেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ هَتْكِ الإِنْسَانِ سِتْرَ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বীয় গোপন কর্ম প্রকাশ না করা-এর বিবরণ

(৭৩৩৭) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ". قَالَ زُهَيْرٌ "وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارِ".

(৭৩৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন হাতিম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, স্বীয় অপরাধ প্রকাশকারী ব্যতীত আমার সমস্ত উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। স্বীয় অপরাধ প্রকাশ করার মানে হইতেছে এই যে, মানুষ রাতে কোন অপরাধ জনিত কাজ করে, অতঃপর সকাল হয় আর তাহার পালনকর্তা উহা গোপন করিয়া রাখেন। এতদসত্ত্বেও সে বলে, হে অমূক! গত রাত্রে আমি এই কাজ করিয়াছি। অথচ রাত্রে তাহার পালনকর্তা উহাকে গোপন রাখিয়াছেন এবং অবিরত তাহার পালনকর্তা উহাকে গোপন রাখিয়াছিলেন আর সে রাত্র যাপন করিতেছিল। কিন্তু সকালে সে তাহার পালনকর্তার গোপন রাখা বিষয়টিকে প্রকাশ করিয়া দিল। রাবী যুহায়র (রহ.) الإِجْهَار এর স্থলে الْهِجَار শব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন।

بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচির জবাব দেওয়া এবং হাই তোলার অপছন্দনীয়তার বর্ণনা

(৭৩৩৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلَانِ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ عَطَسَ فُلَانٌ فَشَمَّتَّهُ وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِي. قَالَ "إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ".

(৭৩৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাঁচি দেওয়ার পর তিনি এক জনের হাঁচির জবাব দিলেন। কিন্তু অপর জনের হাঁচির জবাব দিলেন না। ইহা দেখিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার হাঁচির জবাব দেন নাই সে

বলিল, অমুক হাঁচি দিয়াছে আপনি তাহার জবাব দিয়াছেন, তবে আমিও হাঁচি দিয়াছি কিন্তু আপনি আমার হাঁচির কোন জবাব দেন নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে তো আল্লাহর প্রশংসা করিয়াছে; কিন্তু তুমি আল্লাহর কোন প্রশংসা কর নাই।

(৭৩৩৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِى الأَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৭৩৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৩৪০) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِى مُوسَى وَهُوَ فِى بَيْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِى وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّى فَأَخْبَرْتُهَا فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِى فَلَمْ تُشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَّهَا. فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَمْ أُشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللهَ فَشَمَّتُّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ".

(৭৩৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবূ বুরদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ মূসা (রাযি.)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি ফযল বিন আব্বাস (রাযি.)-এর কন্যার গৃহে ছিলেন। তখন আমি হাঁচি দিলাম; কিন্তু আবূ মূসা (রাযি.)-এর কোন জবাব দিলেন না। অতঃপর ফযলের কন্যা হাঁচি দিল, তিনি ইহার জবাব দিলেন। আমি আমার মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে এই সম্পর্কে জানাইলাম। তারপর কোন এক সময় আবূ মূসা (রাযি.) আমার আম্মার নিকট আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, তোমার নিকট আমার ছেলে হাঁচি দিয়াছিল, তুমি তাহার জবাব দাও নাই। কিন্তু ফযলের কন্যা হাঁচি দিলে তুমি তাহার জবাব দিয়াছ। এই কথা শ্রবণ করিয়া আবূ মূসা (রাযি.) বলিলেন, তোমার ছেলে হাঁচি দিয়াছে কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা করে নাই। তাই আমিও তাহার হাঁচির জবাব দেই নাই। আর ঐ মহিলা হাঁচি দিয়াছে এবং আল্লাহর প্রশংসা করিয়াছে তাই আমিও তাহার হাঁচির জবাব দিয়াছি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমাদের কেহ যদি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে তাহা হইলে তোমরা তাহার হাঁচির জবাব দিবে। আর যদি সে আল্লাহর প্রশংসা না করে তবে তোমরাও তাহার হাঁচির জবাব দিবে না।

(৭৩৪১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ "يَرْحَمُكَ اللهُ". ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الرَّجُلُ مَزْكُومٌ".

(৭৩৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... সালামা বিন আকওয়া' (রাযি.) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাঁচি দেওয়ার পর তিনি তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। অতঃপর সে আরেকবার হাঁচি দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহার সর্দি লাগিয়াছে।

(৭৩৪২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ".

(৭৩৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইউব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হইতে আসে। তোমাদের কেহ যদি হাই তোলে তবে যথা সম্ভব সে যেন উহাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

(৭৩৪৩) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنًا لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ".

(৭৩৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মালিক বিন আবদুল ওয়াহিদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেহ যদি হাই তোলে তবে সে যেন তাহার মুখের উপর হাত রাখে। কেননা এই সময় শয়তান মুখের ভিতর প্রবেশ করে।

(৭৩৪৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ".

(৭৩৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেহ যদি হাই তোলে তবে সে যেন তাহার মুখের উপর হাত রাখিয়া উহাকে প্রতিহত করে। কেননা এই সময় শয়তান মুখ দিয়া প্রবেশ করে।

(৭৩৪৫) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ".

(৭৩৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সালাতের মধ্যে তোমাদের কেহ যদি হাই তোলে তবে সে যেন যথা সম্ভব উহাকে প্রতিহত করে। কেননা, শয়তান এই সময় মুখ দিয়া প্রবেশ করে।

(৭৩৪৬) حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ.

(৭৩৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বিশর ও আবদুল আযীযের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ فِى أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত হাদীছের বর্ণনা

(৭৩৪৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ".

(৭৩৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি‘ ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ফিরিশতাগণকে সৃষ্টি করা হইয়াছে নূর হইতে আর জ্বীন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করা হইয়াছে নির্ধূম অগ্নি শিখা হইতে এবং আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হইয়াছে তোমাদের নিকট বর্ণিত বস্তু হইতে।

(৭৩৪৮) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ الْفَأْرَ أَلاَ تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ كَعْبًا فَقَالَ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا. قُلْتُ أَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ قَالَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ "لاَ نَدْرِي مَا فَعَلَتْ".

(৭৩৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন মুছান্না আম্বরী ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রাযী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হইয়া গিয়াছিল। জানা নাই তাহারা কোথায় গিয়াছে। আমার মনে হয় তাহারা ইঁদুর হইয়া গিয়াছে। তোমরা কি দেখিতেছনা যে, ইহাদের জন্য যদি উষ্ট্রীর দুধ রাখা হয় তবে তাহারা তাহা পান করে না। কিন্তু বকরীর দুধ রাখা হইলে তাহারা তাহা পান করিয়া নেয়। আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, এই হাদীছ আমি কা'ব (রাযি.)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই হাদীছটি তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। এই প্রশ্নটি তিনি আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে বলিলাম, আমি কি তাওরাত পাঠ করি? রাবী ইসহাক তাহার বর্ণনায় لاَ يُدْرِى مَا فَعَلَت এর স্থলে لاَ نَدْرِى مَا فَعَلَتْ বাক্যটি উল্লেখ করিয়াছেন।

(৭৩৪৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "الْفَأْرَةُ مَسْخٌ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الإِبِلِ فَلاَ تَذُوقُهُ". فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَفَأُنْزِلَتْ عَلَىَّ التَّوْرَاةُ

(৭৩৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইঁদুর মানুষের বিকৃত রূপ। এর নিদর্শন হইতেছে এই যে, ইহাদের সামনে বকরীর দুধ রাখা হইলে তাহারা তাহা পান করিয়া নেয় আর উষ্ট্রীর দুধ রাখা হইলে তাহারা তাহার একটু স্বাদ গ্রহণ করেও দেখে না। এই কথা শ্রবণ করিয়া কা'ব (রাযি.) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজে কি এই হাদীছটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছ? জবাবে তিনি বলিলেন, তা না হইলে, তাওরাত কি আমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে?

মুসলিম শরীফ -২২-৭৩/১

بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ব্যক্তি একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না-এর বিবরণ

(৭৩৫০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ".

(৭৩৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একই ছিদ্র হইতে মু'মিন দুইবার দংশিত হয় না।

(৭৩৫১) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৭৩৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৩৫২) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ".

(৭৩৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ আযদী ও ফাররূখ বিন শায়বান (রহ.) তাঁহারা ... সুহায়ব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মু'মিনের অবস্থা ভারী অদ্ভূত। তাহার সমস্ত কাজই তাহার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ব্যতীত অন্য কেহ এই কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। তাহারা স্বচ্ছলতা লাভ করিলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে আর অস্বচ্ছলতায় আক্রান্ত হইলে ধৈর্য্যধারণ করে, ইহাও তাহার জন্য কল্যাণকর।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْرَاطٌ وَخِيفَ مِنْهُ فِتْنَةٌ عَلَى الْمَمْدُوحِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রশংসার মধ্যে যদি অতিশয় উক্তি থাকে এবং প্রশংসার ফলে যদি প্রশংসিত ব্যক্তির ফিতনায় পড়িবার আশংকা থাকে তবে এই ধরণের প্রশংসা করা নিষিদ্ধ-এর বিবরণ

(৭৩৫৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَالَ "وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ". مِرَارًا "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا".

(৭৩৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ বাকরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট

একদা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রশংসা করিল। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, তোমার ধ্বংস হউক। তুমি তো তোমার সঙ্গীর গর্দান কাটিয়া দিয়াছ, তুমি তো তোমার সঙ্গীর গর্দান কাটিয়া ফেলিয়াছ। এই কথাটি তিনি কয়েকবার বলিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের কাহারও যদি তাহার সঙ্গীর প্রশংসা করিতেই হয় তবে সে যেন বলে 'অমুক সম্পর্ক আমার ধারণা' আল্লাহ তা'আলাই তাহার পূংখানুপুঙ্খ হিসাব জানেন, আমি তাহার মনের অবস্থা সম্পর্কে জানিনা। পরিণাম সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহরই আছে। আমি মনে করি সে এই-যদি সে এই কথাটি জানে।

(৭৩৫৪) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ". مِرَارًا يَقُولُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذٰلِكَ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللّٰهِ أَحَدًا".

(৭৩৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন আব্বাদ বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ বাকরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন অপর এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক অমুক কাজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর তাহার হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন ব্যক্তি নেই। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কাহারও যদি তাহার ভ্রাতার প্রশংসা করিতেই হয় তবে সে যেন বলে, অমুক সম্পর্কে আমার ধারণা যে, সে এমন (বাস্তবে হইলেই এই কথাটি বলিতে পারিবে), তবে আল্লাহর সামনে আমি কাহাকেও নির্দোষ বলিতেছি না।

(৭৩৫৫) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَقَالَ رَجُلٌ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْهُ.

(৭৩৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে ইয়াযীদ বিন যুরায়' (রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাশিম ও শায়বা (রহ.)-এর হাদীছের মাঝে এই কথাটি উল্লেখ নাই যে, অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বলিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর তাহার হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেহ নাই।

(৭৩৫৬) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ "لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ".

(৭৩৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির অতিশয় প্রশংসা করিতে শ্রবণ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তুমি তো ঐ ব্যক্তির পিঠ ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। ধ্বংস করিয়া দিয়াছ।

(৭৩৫৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ.

(৭৩৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মা'মার (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোন এক আমীরের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে মিকদাদ (রাযি.) তাহার মুখে মাটি ছুঁড়িয়া মারিতে শুরু করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি ছুঁড়িয়া মারিবার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়াছেন।

(৭৩৫৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ".

(৭৩৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... হাম্মাম বিন হারিছ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি উছমান (রাযি.)-এর প্রশংসা করিতে শুরু করিলেন। তখন মিকদাদ (রাযি.) হাঁটুর উপর ভর করিয়া বসিলেন, কারণ তিনি মোটা মানুষ। অতঃপর তিনি প্রশংসাকারীর মুখে পাথর নুড়ি ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিলেন। তখন উছমান (রাযি.) তাহাকে বলিলেন, হে মিকদাদ! তুমি ইহা কি করিতেছ? জবাবে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা অতিশয় প্রশংসাকারীদেরকে দেখিলে তাহাদের মুখমণ্ডলে মাটি ছুঁড়িয়া মারিবে।

(৭৩৫৯) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৭৩৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) মিকদাদ (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৩৬০) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا صَخْرٌ يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَذَبَنِي رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ. فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ".

(৭৩৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী আল-জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, স্বপ্নে দেখিলাম, আমি মিসওয়াক করিতেছি। তখন দুই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে টানিয়া ধরিল। একজন বড় এবং অপর জন ছোট। অতঃপর তাহাদের ছোটজনকে আমি আমার মিসওয়াকটি প্রদান করিলাম। কিন্তু বলা হইল, বড়কে দাও। অতঃপর মিসওয়াকটি আমি বড়জনকে দিয়া দিলাম।

بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحَدِيثِ وَحُكْمِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধীর-স্থিরভাবে হাদীছ বর্ণনা করা এবং ইলম লিপিবদ্ধ করা-এর বিবরণ

(৭৩৬১) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ. وَعَائِشَةُ تُصَلِّي فَلَمَّا قَضَتْ صَلاَتَهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذَا وَمَقَالَتِهِ آنِفًا إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ.

(৭৩৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন মা'রূফ (রহ.) তিনি ... উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ হুরায়রা (রাযি.) হাদীছ বর্ণনা করিতে-ছিলেন এবং বলিতেছিলেন, হে হুজরা বাসিনী, হে হুজরা বাসিনী, শোন। তখন আয়িশা (রাযি.) সালাত আদায় করিতেছিলেন। সালাতান্তে তিনি উরওয়া (রাযি.)কে বলিলেন, এ কি বলিতেছে, তুমি তাহা শ্রবণ করিতে পারিয়াছ কি? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে কথা বলিতেন, যদি কোন গণনাকারী গণনা করিতে চাহিত তবে সে গুণিতে পারিত।

(৭৩৬২) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

(৭৩৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাদ বিন খালিদ আযদী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার বাণী তোমরা লিপিবদ্ধ করিও না। কুরআন ব্যতীত কেহ যদি আমার বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে তবে যেন উহা মুছিয়া ফেলে। আমার হাদীছ বর্ণনা কর। ইহাতে কোন অসুবিধা নাই। যেই ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করে– হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলিয়াছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে; তবে সে যেন জাহান্নামে তাহার ঠিকানা বানাইয়া নেয়।

بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الأُخْدُودِ وَالسَّاحِرِ وَالرَّاهِبِ وَالْغُلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুন্ডের অধিপতিদের কাহিনী এবং যাদুকর, পাদ্রী ও বালকের কাহিনী

(৭৩৬৩) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَمًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَمًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي. وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَىْ بُنَىَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَىَّ. وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ. فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ.

فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ رَبِّي . قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي قَالَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ . فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ . فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللهُ . فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ . فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ . فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللهُ .

فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ . قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ . ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي . فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ . ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ . فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ . فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا . أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ . فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ يَا أُمَّهِ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ " .

(৭৩৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাদ বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... সুহায়ব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক বাদশাহ ছিল। তাহার ছিল এক যাদুকর। বার্ধক্যে উপনীত হইয়া সে বাদশাহকে বলল, আমি তো বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং একজন যুবককে আপনি আমার নিকট পাঠাইয়া দিন, যাহাকে আমি যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিব। অতঃপর যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাদশাহ তাহার নিকট এক যুবককে পাঠাইল। বালকের যাত্রা পথে ছিল এক পাদ্রী। বালক তাহার নিকট বসিল এবং তাহার কথা শ্রবণ করিল। তাহার কথা বালকের পছন্দ হইল। অতঃপর বালক যাদুকরের নিকট যাত্রাকালে সর্বদাই পাদ্রীর নিকট যাইত এবং তাহার নিকট বসিত। এরপর সে যখন যাদুকরের নিকট যাইত তখন সে তাহাকে প্রহার করিত। অবশেষে যাদুকরের ব্যাপারে সে পাদ্রীর নিকট অভিযোগ করিল। তখন পাদ্রী বলিল, তোমার যদি যাদুকরের ব্যাপারে আশংকা হয় তবে বলিবে, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আসিতে দেয় নাই। আর যদি তুমি তোমার গৃহকর্তার ব্যাপারে আশংকাবোধ কর তবে বলিবে, যাদুকর আমাকে বাধাদান করিয়াছে। এমনি একদিন হঠাৎ সে একটি ভয়ানক হিংস্র প্রাণীর সম্মুখীন হইল, যাহা লোকদের পথ আটকাইয়া রাখিয়াছিল। এই অবস্থা দেখিয়া সে বলিল, আজই জানতে পারিব, যাদুকর উত্তম না পাদ্রী উত্তম। অতঃপর একটি পাথর হাতে নিয়া সে বলিল, হে আল্লাহ! যদি যাদুকরের তরীকার তুলনায় পাদ্রীর তরীকা আপনার নিকট প্রিয় হয়, পছন্দনীয় হয়, তবে এই প্রস্তারাঘাতে এই হিংস্র প্রাণীটি কতল

করিয়া দিন, যেন লোকজন চলাচল করিতে পারে। অতঃপর সে উহার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করিল এবং উহাকে মারিয়া ফেলিল। ফলে লোকজন আবার যাতায়াত আরম্ভ করিল। এরপর সে পাদ্রীর নিকট আসিয়া এই সম্পর্কে পাদ্রীকে সংবাদ দিল। পাদ্রী বলিল, বৎস! আজ তুমি তো আমার হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়া গিয়াছ। তোমার মর্যাদা এই পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে যাহা আমি দেখিতে পাইতেছি। তবে অচিরেই তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। যদি পরীক্ষার মুখোমুখি হও তবে আমার কথা বলিবে না। এই দিকে যুবক জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করিতে লাগিল। বাদশাহর পরিষদবর্গের এক ব্যক্তি অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার সংবাদ সে শ্রবণ করিতে পাইয়া বহু হাদিয়া ও উপঢৌকন নিয়া তাহার কাছে আসিল এবং তাহাকে বলিল, তুমি যদি আমাকে আরোগ্য দান করিতে পার তবে এই সব মাল আমি তোমাকে দিয়া দিব। এই কথা শুনিয়া যুবক বলিল, আমি তো কাউকে আরোগ্য দান করিতে পারি না। আরোগ্য তো দেন আল্লাহ তা'আলা। তুমি যদি আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন কর তবে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করিব, আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করিবেন। অতঃপর সে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করিল। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে রোগ মুক্ত করিয়া দিলেন।

অতঃপর সে বাদশাহর নিকট আসিয়া অন্যান্য সময়ের ন্যায় এইবারও বসিল। বাদশাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরাইয়া দিয়াছে? সে বলিল, আমার পালনকর্তা। এই কথা শ্রবণ করিয়া বাদশাহ তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমি ব্যতীত তোমার দ্বিতীয় অন্য কোন পালনকর্তাও আছে কি? সে বলিল, আমার ও আপনার সকলের পালনকর্তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অতঃপর বাদশাহ তাহাকে পাকড়াও করিয়া অব্যাহতভাবে শাস্তি দিতে লাগিল। অবশেষে সে পাদ্রীর কথা বলিয়া দিল। তারপর পাদ্রীকে ধরে আনা হইল এবং তাহাকে বলা হইল তুমি তোমার দীন পরিত্যাগ কর। সে অস্বীকার করিল, ফলে তাহার মাথার তালুতে করাত রাখিয়া উহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলা হইল। ইহাতে তাহার মাথাও দ্বিখন্ডিত হইয়া গেল। পরিশেষে ঐ যুবকটিকে আনা হইল এবং তাহাকেও বলা হইল। তুমি তোমার দীন হইতে ফিরিয়া আস। সেও অস্বীকার করিল। অতঃপর বাদশাহ তাহাকে তাহার কতিপয় সঙ্গীর হাওলা করিয়া বলিল, তোমরা তাহাকে অমুক পাহাড়ে নিয়া যাও এবং তাহাকেসহ পাহাড়ে আরোহণ কর। পর্বত শৃঙ্গে পৌঁছিবার পর সে যদি তাহার দীন হইতে ফিরিয়া আসে তবে ভাল। অন্যথায় তাহাকে সেখান হইতে ছুঁড়ে মারিবে। অতঃপর তাহারা তাহাকে নিয়া গেল এবং তাহাকেসহ পাহাড়ে আরোহণ করিল। তখন সে দু'আ করিয়া বলিল, হে আল্লাহ! তোমার যেইভাবে ইচ্ছা আমাকে তাহাদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা কর। তৎক্ষণাৎ তাহাদেরকেসহ পর্বত প্রকম্পিত হইতে লাগিল। ফলে তাহারা পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িল। আর সে হাঁটিয়া হাঁটিয়া বাদশাহর নিকট চলিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া বাদশাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গীরা কোথায়? সে বলিল, আল্লাহ আমাকে তাহাদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আবারো বাদশাহ তাহাকে তাহার কতিপয় সহচরের হাওলা করিয়া বলিল, তোমরা তাহাকে নিয়া নাও এবং নৌকায় উঠাইয়া তাহাকে মাঝ সমুদ্রে নিয়া যাও। অতঃপর সে যদি তাহার দীন হইতে প্রত্যাবর্তন করে তবে ভাল, অন্যথায় তোমরা তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবে। তাহারা তাহাকে সমুদ্রে নিয়া গেল। এইবারও সে দু'আ করিয়া বলিল, হে আল্লাহ! তোমার যেইভাবে ইচ্ছা আমাকে তাহাদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা কর। তৎক্ষণাৎ নৌকাটি তাহাদেরকেসহ উল্টাইয়া গেল। ফলে তাহারা সকলেই পানিতে ডুবিয়া গেল। আর যুবক হেঁটে হেঁটে বাদশাহর নিকট চলিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া বাদশাহ তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সাথীগণ কোথায়? সে বলিল, আল্লাহ আমাকে তাহাদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অতঃপর সে বাদশাহকে বলিল, তুমি আমাকে হত্যা করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তুমি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি মুতাবিক কাজ করিবে। বাদশাহ বলিল, সে আবার কি? যুবক বলিল, একটি ময়দানে তুমি লোকদেরকে সমবেত কর। অতঃপর একটি কাষ্ঠের শুলিতে আমাকে উঠাইয়া আমার তীরদানী হইতে একটি তীর নিয়া উহাকে ধনুকের মাঝে রাখো। এরপর بِاسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ বলিয়া আমার দিকে তীর ছুঁড়িয়া মার। ইহা যদি কর তবে তুমি আমাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে। তার কথা মুতাবিক বাদশাহ লোকদেরকে এক ময়দানে সমবেত করিল এবং

তাহাকে একটি কাষ্ঠের শুলিতে চড়াইল। অতঃপর তাহার তীরদানী হইতে একটি তীর নিয়া উহাকে ধনুকের মাঝে রাখিয়া بِاسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ বলিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। তীর তাহার কানপট্টীতে গিয়া বিঁধিল। অতঃপর সে কানপট্টীতে তীরের স্থানে নিজের হস্ত রাখিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া সমবেত লোকজন বলিয়া উঠিল آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ আমরা এই যুবকের রবের উপর ঈমান আনিলাম। এই সংবাদ বাদশাহকে জানানো হইল এবং তাহাকে বলা হইল, লক্ষ্য করিয়াছেন কি? আপনি যেই পরিস্থিতি হইতে আশংকা করিয়াছিলেন, আল্লাহর কসম! সে আশংকাজনক পরিস্থিতিই আপনার মাথার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। সমস্ত মানুষই যুবকের রবের উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে। ইহা দেখিয়া বাদশাহ রাস্তার মাথায় কুণ্ড খননের নির্দেশ দিল। কুণ্ড খনন করা হইল এবং উহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইল। অতঃপর বাদশাহ হুকুম করিল যে, যেই ব্যক্তি তাহার ধর্মমত বর্জন না করিবে তাহাকে উহাতে নিক্ষেপ করিবে। অথবা সে বলিল, তাহাকে বলিবে, যেন সে অগ্নিতে প্রবেশ করে। লোকেরা তাহাই করিল। অবশেষে এক মহিলা আসিল। তাহার সঙ্গে ছিল তাহার শিশু। এই কারণে সে অগ্নিতে পতিত হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া দুধের শিশু তাহাকে বলিল, ওহে আম্মাজান, ধৈর্যধারণ করুন, আপনি তো সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

بَابُ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ وَقِصَّةِ أَبِي الْيَسَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ জাবিরের সুদীর্ঘ হাদীছ এবং আবুল ইয়াসারের কাহিনী-এর বিবরণ

(৭৩৬৪) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ وَالسِّيَاقُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هٰذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا عَمِّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ . قَالَ أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ ثَمَّ هُوَ قَالُوا لَا .

فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَبُوكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّي . فَقُلْتُ اخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ . فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي قَالَ أَنَا وَاللّٰهِ أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ خَشِيتُ وَاللّٰهِ أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ وَاللّٰهِ مُعْسِرًا . قَالَ قُلْتُ اللّٰهِ . قَالَ اللّٰهِ . قُلْتُ اللّٰهِ . قَالَ اللّٰهِ . قُلْتُ اللّٰهِ . قَالَ اللّٰهِ . قَالَ فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلٍّ فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هٰذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ" . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا يَا عَمِّ لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ وَأَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ . فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيهِ يَا ابْنَ أَخِي بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هٰذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ "أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ" . وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ إِلَى جَنْبِكَ قَالَ فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي

هَكَذَا وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الأَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ". قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ". قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ". قُلْنَا لاَ أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا". ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ "أَرُونِي عَبِيرًا". فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ. فَقَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ.

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ فَقَالَ لَهُ شَأْ لَعَنَكَ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ هَذَا اللاَّعِنُ بَعِيرَهُ". قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "انْزِلْ عَنْهُ فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ".

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشَيْشِيَةٌ وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا". قَالَ جَابِرٌ فَقُمْتُ فَقُلْتُ هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ". فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِئْرِ فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلاً أَوْ سَجْلَيْنِ ثُمَّ مَدَرْنَاهُ ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَتَأْذَنَانِ". قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ شَنَقَ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَتْ ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّإِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أَنْ أُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُنِي وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ يَعْنِي شُدَّ وَسَطَكَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَا جَابِرُ". قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ".

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً فَكَانَ يَمَصُّهَا ثُمَّ يَصُرُّهَا فِي ثَوْبِهِ وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيِّنَا وَنَأْكُلُ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَأُقْسِمُ أُخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا فَانْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعَشُهُ فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا فَأُعْطِيَهَا فَقَامَ فَأَخَذَهَا. سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ

فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ " انْقَادِي عَلَىَّ بِإِذْنِ اللَّهِ " . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الأُخْرَى فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ " انْقَادِي عَلَىَّ بِإِذْنِ اللَّهِ " . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي جَمَعَهُمَا فَقَالَ " الْتَئِمَا عَلَىَّ بِإِذْنِ اللَّهِ " . فَالْتَأَمَتَا قَالَ جَابِرٌ فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ فَيَتَبَعَّدَ فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقْبِلاً وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ .

فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَىَّ قَالَ " يَا جَابِرُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي " . قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا فَأَقْبِلْ بِهِمَا حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ " . قَالَ جَابِرٌ فَقُمْتُ فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ فَانْذَلَقَ لِي فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُّهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَمَّ ذَاكَ قَالَ " إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ " .

قَالَ فَأَتَيْنَا الْعَسْكَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا جَابِرُ نَادِ بِوَضُوءٍ " . فَقُلْتُ أَلاَ وَضُوءَ أَلاَ وَضُوءَ أَلاَ وَضُوءَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ فِي الرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَاءَ فِي أَشْجَابٍ لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ جَرِيدٍ قَالَ فَقَالَ لِيَ " انْطَلِقْ إِلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ الأَنْصَارِيِّ فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَىْءٍ " . قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ قَطْرَةً فِي عَزْلاَءِ شَجْبٍ مِنْهَا لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ . فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ قَطْرَةً فِي عَزْلاَءِ شَجْبٍ مِنْهَا لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ قَالَ " اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ " . فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَىْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ وَيَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ " يَا جَابِرُ نَادِ بِجَفْنَةٍ " . فَقُلْتُ يَا جَفْنَةَ الرَّكْبِ . فَأُتِيتُ بِهَا تُحْمَلُ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فِي الْجَفْنَةِ هَكَذَا فَبَسَطَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ وَضَعَهَا فِي قَعْرِ الْجَفْنَةِ وَقَالَ " خُذْ يَا جَابِرُ فَصُبَّ عَلَىَّ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ " . فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ بِاسْمِ اللَّهِ . فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَوَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَدَارَتْ حَتَّى امْتَلأَتْ فَقَالَ " يَا جَابِرُ نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءٍ " . قَالَ فَأَتَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوَوْا قَالَ فَقُلْتُ هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلأَى .

وَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُوعَ فَقَالَ " عَسَى اللَّهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ " . فَأَتَيْنَا سِيفَ الْبَحْرِ فَزَخَرَ الْبَحْرُ زَخْرَةً فَأَلْقَى دَابَّةً فَأَوْرَيْنَا عَلَى شِقِّهَا النَّارَ فَاطَّبَخْنَا وَاشْتَوَيْنَا وَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا . قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلْتُ أَنَا

وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ حَتَّى عَدَّ خَمْسَةً فِي حِجَاجِ عَيْنِهَا مَا يَرَانَا أَحَدٌ حَتَّى خَرَجْنَا فَأَخَذْنَا ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَقَوَّسْنَاهُ ثُمَّ دَعَوْنَا بِأَعْظَمِ رَجُلٍ فِي الرَّكْبِ وَأَعْظَمِ جَمَلٍ فِي الرَّكْبِ وَأَعْظَمِ كِفْلٍ فِي الرَّكْبِ فَدَخَلَ تَحْتَهُ مَا يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ.

(৭৩৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন মা'রূফ ও মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তাঁহারা ... উবাদা বিন ওয়ালীদ বিন উবাদা বিন সামিত (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং আমার পিতা আনসারী সাহাবীদের ইনতিকালের পূর্বে আনসারী সাহাবীদের এই মহল্লায় ইলমে দীন শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। প্রথমে আমাদের যাহার সাথে সাক্ষাৎ হইল, তিনি হইলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী আবুল ইয়াসার (রাযি.)। এক বোঝা কিতাব নিয়া তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার গোলাম। তখন আবুল ইয়াসার (রাযি.)-এর গায়ে ছিল একটি চাদর এবং একটি মু'আফিরী কাপড়। অনুরূপভাবে তাঁহার গোলামের গায়েও একটি চাদর এবং একটি মু'আফিরী কাপড় বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আমার আব্বা তাঁহাকে বলিলেন, হে চাচাজান! আপনার চেহারায় যে ক্রোধের নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কারণ, বণী হারাম গোত্রের অমুকের পুত্র অমুকের নিকট আমি মাল পাওনা আছি। তাগাদার উদ্দেশ্যে আমি তাহার বাড়ীতে গিয়াছি। অতঃপর আমি সালাম দিয়া বলিলাম, অমুক কোথায়, সে বাড়ী আছে কি? বাড়ীর ভেতর হইতে তাহারা বলিল, সে বাড়ীতে নেই।

এমতাবস্থায় তাহার এক কিশোর ছেলে বাহির হইয়া আমার নিকট আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বাবা কোথায়? সে বলিল, আপনার আওয়াজ শ্রবণ করিয়া আমার আম্মার খাটের ভিতর পালাইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম, আমার কাছে আস। অবশ্যই আমি জানি তুমি কোথায় আছ। অতঃপর সে বাহির হইয়া আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আমার হইতে আত্মগোপন করার ব্যাপারে কিসে তোমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সে বলিল, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে বলিব, তবে মিথ্যা বলিব না। আল্লাহর কসম! আপনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী, তাই এই বিষয়টিকে আমি ভয়ানক মনে করিয়াছি যে, আমি আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলিব অথবা অঙ্গীকার করিয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব। আল্লাহর কসম! আমি একজন অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি। আমি বলিলাম, সত্যিই তুমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছ? সে বলিল, হ্যাঁ। আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছ? সে বলিল, হ্যাঁ আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি। আমি আবারও বলিলাম, আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছ? সে বলিল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি। অতঃপর এতদসংশ্লিষ্ট দলীল আনা হইল এবং আবুল ইউসর নিজ হাতে উহা মুছিয়া দিলেন। এরপর তিনি বলিলেন, আমার ঋণ পরিশোধের মত টাকা যদি তোমার হস্তগত হয় তবে তুমি তা পরিশোধ করিবে। অন্যথায় তুমি আমার পক্ষ হইতে মুক্ত। অতঃপর আবুল ইয়াসার (রাযি.) দুইটি আঙ্গুল তাহার চক্ষুদ্বয়ের উপর রাখিয়া বলিলেন, আমার উভয় চোখের দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আমার উভয় কান শ্রবণ করিয়াছে এবং হৃদয় ধমণীর প্রতি ইশারা করিয়া তিনি বলিলেন, আমার হৃদয় তা সংরক্ষণ করিয়াছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় বা মাফ করিয়া দেয় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাঁহার স্বীয় ছায়ার নীচে আশ্রয় প্রদান করিবেন। উবাদা (রাযি.) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, চাচাজান! যদি আপনি আপনার গোলামের শরীর হইতে চাদরটি নিয়া তাহাকে আপনার মু'আফিরী কাপড়টি দিয়া দেন অথবা তাহার মু'আফিরী কাপড়টি নিয়া আপনি যদি তাহাকে আপনার চাদরটি দিয়া দেন তবে তো আপনার এক জোড়া কাপড় এবং তাহারও এক জোড়া কাপড় হইয়া যায়। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি এই বাচ্চার মধ্যে বরকত দিন। এরপর বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার এই দুই চোখ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আমার এই দুই কান শ্রবণ করিয়াছে এবং হৃদয় ধমণীর প্রতি ইশারা করিয়া তিনি বলিলেন, আমার এই হৃদয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সংরক্ষণ করিয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা যাহা খাও, তাহাদেরকেও তাহা খাওয়াও, তোমরা যাহা পরিধান কর তাহাদেরকেও তাহা পরিধান করাও।

অধিকন্তু তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিন তাহার আমার নেকী নিয়া যাওয়ার চেয়ে আমার তাহাকে পার্থিব সামগ্রী যাহা একেবারেই তুচ্ছ তাহা দান করা খুবই সহজ ব্যাপার।

অতঃপর আমরা সেইখান হইতে রওয়ানা হইয়া জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর নিকট মসজিদে আসিলাম। তখন তিনি এক কাপড় শরীরে জড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া আমি লোকদের উপর দিয়া আস্ফালন করতঃ তাঁহার ও কিবলার মাঝামাঝি স্থানে গিয়া বসিলাম। অতঃপর আমি বলিলাম, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করিতেছেন। অথচ আপনার পার্শ্বেই আপনার চাদর পড়িয়া আছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করতঃ উহাদেরকে কামানের মত বাঁকা করিয়া আমার বক্ষের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, তোমার মত কোন অবিবেকী ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া আমি যাহা করিতেছি তাহা প্রত্যক্ষ করিবে এবং করিবে তাহার অনুরূপ আচরণ। শোন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন তাবের একটি ডালা হাতে আমাদের এই মসজিদে আসিলেন এবং মসজিদের পশ্চিম দিকে কফ দেখিয়া তিনি ডালার দ্বারা ঘষে উহা পরিস্কার করিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, তোমাদের কে চায় যে, আল্লাহ তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া নেন? জাবির (রাযি.) বলেন, ইহাতে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া গেলাম। অতঃপর তিনি আবার বলিলেন, তোমাদের কেহ পছন্দ করিবে কি যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া নেন? তিনি বলেন, এবারও আমরা সংকিত হইয়া গেলাম, তৎপর পুনরায় তিনি বলিলেন, তোমাদের কে চায় যে, তাহার হইতে আল্লাহ তা'আলা মুখ ফিরাইয়া নেন? উত্তরে আমরা বলিলাম, না! হে আল্লাহ! আমাদের কেহ এমনটি চায় না। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের কেহ যখন নামাযে দাঁড়াইবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার চেহারামুখী থাকেন। সুতরাং মুসল্লী যেন সম্মুখের দিকে, ডান দিকে থু-থু না ফালায়; বরং সে যেন বাম দিকে বাম পায়ের নীচে থু-থু ফালায় আর যদি তড়িৎ কফ চলিয়া আসে তবে সে যেন কাপড়ের উপর এইভাবে থু-থু ফালায় এবং পরে যেন এক অংশকে অন্য অংশের উপর এইভাবে গুটাইয়া নেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমার নিকট সুগন্ধি নিয়া আস। তখন আমাদের গোত্রের একজন যুবক লম্ফ দিয়া উঠিয়া দৌড়াইয়া তাহার বাড়ীতে গেল এবং হাতের তালুতে করিয়া সুগন্ধি নিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হইতে সুগন্ধি নিয়া ডালার মাথায় মাখিয়া কফের দাগ ছিল উহাতে তাহা লাগাইয়া দিলেন। জাবির (রাযি.) বলেন, এইখান হইতেই তোমরা তোমাদের মসজিদে সুগন্ধি মাখিতে আরম্ভ করিয়াছ।

জাবির (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বুওয়াত প্রান্তরের যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম। তিনি মাজদী বিন আমর জুহানী কাফিরকে তালাশ করিতেছিলেন। অবস্থা এই ছিল যে, আমাদের পাঁচ পাঁচ, ছয় ছয়, সাত সাত ব্যক্তি পালাক্রমে একটি উটের উপর আরোহণ করিত। অতঃপর এক আনসারী ব্যক্তির আরোহণের পালা আসিলে সে তাহার উটটিকে বসাইয়া ইহার উপর আরোহণ করিল এবং উহাকে চালাইল। চলমান অবস্থায় উটটি তাহার উপর কিছু ধূলাবালি উড়াইল। ফলে সে ক্ষেপিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল– আল্লাহ তোমার প্রতি লা'নত করেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই লোকটি কে যে তাহার উষ্ট্রের প্রতি অভিসম্পাত করিল? সে বলিল, আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি ইহা হইতে নামিয়া যাও। আর অভিসপ্ত উটটি আমাদের সাথে থাকিতে পারিবে না। তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপর বদ দু'আ করিও না এবং নিজের ধন-সম্পদের উপরও না। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এমন মুহূর্তে বদ দু'আ করিবে যখন আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়া হয় এবং গ্রহণযোগ্যও হয়।

জাবির (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমরা আবার চলিলাম, সন্ধ্যা হইলে আমরা আরবের এক জলস্থানের নিকট পৌঁছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কে আছে, যে আমাদের আগে গিয়া হাউজটি ঠিকঠাক করিবে এবং নিজেও পান করিবে আর আমাদেরকেও পান করাইবে। জাবির (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই

ব্যক্তি অগ্রে যাইবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, জাবিরের সাথে আর কে যাইবে? তখন জাব্বার বিন সাখর (রাযি.) দাঁড়াইলেন। অতঃপর আমরা দুইজন কূয়ার ধারে গেলাম এবং এক বা দুই বালতি কূয়াতে ছাড়িলাম। এরপর আমরা কূয়াটি মাটি দ্বারা লেপিলাম। পরে আমরা কূয়া হইতে পানি উঠাইতে আরম্ভ করিলাম এবং পানি দ্বারা উহা কানায় কানায় ভরিয়া দিলাম। অতঃপর সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে আসিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি আমাকে অনুমতি দাও? আমরা বলিলাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর তিনি তাঁহার উষ্ট্রী ছড়িলেন পানি পানের জন্য। উষ্ট্রী পানি পান করিল। অতঃপর তিনি তাঁহার উষ্ট্রীকে টান দিলে উহা পানি পান বন্ধ করিল এবং পেশাব করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে উহাকে আলাদা স্থানে নিয়া গেলেন এবং বসাইলেন। এরপর পুনরায় তিনি হাউজের নিকট আসিয়া অযূ করিলেন, আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম এবং পরে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অযূর স্থান হইতে অযূ করিলাম। জাব্বার বিন সাখর (রাযি.) সৌচকার্যের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। আমার গায়ে ছিল একটি চাদর। আমি তাহার উভয় আঁচল বিপরীত দিকে দেওয়ার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহা সংকুলান হইল না। তবে উহাতে কতগুলো রেশমের থোবা ছিল। তাই উহাকে আমি উপুড় করিলাম ও ইহার দুই পার্শ্ব বিপরীতভাবে দুই কাঁধের উপর রাখিলাম এবং গর্দানের সাথে উহাকে বাঁধিলাম। অতঃপর আমি আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। তিনি আমার হাত ধরে ঘুরাইয়া আমাকে তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। অতঃপর জাব্বার বিন সাখর (রাযি.) আসিয়া অযূ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উভয়ের হাত ধরিয়া আমাদেরকে পেছনের দিকে সরাইয়া দিলেন এবং আমাদেরকে তাঁহার পিছনে দাঁড় করাইলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি তীক্ষ্ণভাবে তাকাইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না, অবশেষে আমি বুঝিতে পারিলাম। তখন তিনি আমাকে স্বীয় হস্ত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, তুমি তোমার কোমর বাঁধিয়া নাও। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতান্তে বলিলেন, হে জাবির! আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বলিলেন, চাদর যদি প্রশস্ত হয় তবে ইহার উভয় প্রান্ত বিপরীতভাবে উভয় কাঁধের উপর রাখিয়া দিবে, আর চাদর যদি সংকীর্ণ হয় তবে উহাকে তোমার কোমরে বাঁধিয়া নিবে।

জাবির (রাযি.) বলেন, পুনরায় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন জীবিকা হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেই একটি করিয়া খেজুর পাইত, উহা সে চুষিত এবং পরে আবার উহা কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া দিত। তখন আমরা আমাদের ধনুকের দ্বারা গাছের পাতা পাড়িতাম এবং উহা ভক্ষণ করিতাম। ফলে আমাদের চোয়ালে ঘা হইয়া গেল। এই সময় একদিন এক ব্যক্তি খেজুর বন্টন করিল এবং বন্টনের সময় এক ব্যক্তিকে ভুলে গেল। আমরা তাহাকে উঠাইয়া নিয়া চলিলাম এবং তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া বলিলাম, তাহাকে খেজুর দেওয়া হয় নাই। অবশেষে তাহাকেও খেজুর দেওয়া হইল। সে দাঁড়াইয়া খেজুর গ্রহণ করিল। জাবির (রাযি.) বলেন, পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। যাইতে যাইতে আমরা এক প্রশস্ত উপত্যকায় অবতরণ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় শৌচকার্য সমাধানের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন আমিও পানির পাত্র নিয়া তাঁহার পেছনে পেছনে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নযর করিয়া দেখিলেন; কিন্তু পর্দা করিবার জন্য কিছুই পাইলেন না। হঠাৎ উপত্যকার এক প্রান্তে দুইটি বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাই তিনি ইহার একটির নিকট গেলেন এবং ইহার একটি ডাল হাতে নিয়া বলিলেন, আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার আনুগত্য কর। ডালটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিল, লাগাম পরিহিত ঐ উটের ন্যায় যাহা তাহার চালকের অনুসরণ করে। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় বৃক্ষটির নিকট আসিয়া ইহার একটি ডাল হাতে নিয়া বলিলেন,

আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার আনুগত্য কর। এটিও অনুরূপ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিল। অতঃপর তিনি যখন উভয় বৃক্ষের মধ্যস্থলে পৌঁছিলেন, তখন তিনি ডাল দুইটি এক সাথে মিলাইয়া বলিলেন, আল্লাহর হুকুমে তোমরা আমার সম্মুখে একত্রিত হইয়া যাও, মিলিয়া যাও। তাহারা উভয়ই একত্রিত হইয়া গেল, মিলিয়া গেল। জাবির (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি এই ভয়ে দৌঁড়াইয়া চলিয়া আসিলাম যে, না জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সন্নিকটে হওয়ার বিষয়টি জানিয়া ফেলেন এবং আরো দূরে চলিয়া যান। ইবন আব্বাদ (রা.) يَبْتَعِدَ এর স্থলে فَتَبَعَّدَ উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর আমি বসিয়া মনে মনে কিছু বলিতেছিলাম। এমতাবস্থায় নযর উঠাইয়াই আমি দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখ দিক হইতে তাশরীফ আনিতেছেন। উভয় বৃক্ষই তখন আলাদা হইয়া স্বীয় কান্ডের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিল।

অতঃপর আমি দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাথা দ্বারা ডানে ও বামে ইশারা করিলেন। এই স্থলে বর্ণনাকারী আবূ ইসমাঈলও তাঁহার মাথা দ্বারা ইশারা করিয়াছেন। এরপর তিনি সামনের দিকে আগাইয়া আসিয়া আমার পর্যন্ত পৌঁছিয়া আমাকে বলিলেন, হে জাবির! তুমি তো আমার অবস্থানের স্থান দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন তিনি বলিলেন, তুমি ঐ বৃক্ষ দুইটির নিকট যাও এবং উহাদের প্রত্যেকটির একটি একটি ডাল কাটিয়া নিয়া আস। অতঃপর তুমি আমার এই স্থানে পৌঁছিয়া একটি ডাল ডান দিকে এবং অপরটি বাম দিকে রাখিয়া দিবে। জাবির (রাযি.) বলেন, আমি উঠিলাম এবং একটি পাথর হাতে নিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া তীক্ষ্ণ করিলাম। ফলে উহা ভীষণ ধারাল হলো। অতঃপর আমি বৃক্ষ দুইটির নিকট আসিলাম এবং এক এক বৃক্ষ হইতে এক একটি করে ডাল কাটিলাম। এরপর ডাল দুইটি হেঁচড়াইয়া নিয়া আমি রওয়ানা হইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থান স্থলে পৌঁছিয়া একটি ডাল আমার ডান দিকে এবং অন্য ডালটি আমার বাম দিকে রাখিয়া দিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা পূর্ণ করিয়াছি। তবে এর কারণ কি? জবাবে তিনি বলিলেন, দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া পথ অতিক্রম কালে আমি দেখিয়াছি, তাহাদের কবরে আযাব হইতেছে। আমি তাহাদের জন্য সুপারিশ করার ইচ্ছা করিয়াছি। সম্ভবতঃ ইহা তাহাদের আযাবকে লঘু করিয়া দিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ডাল দুইটি তরুতাজা থাকিবে।

জাবির (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমরা সৈন্যদের মাঝে আসিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে জাবির! ঘোষণা দাও, অযূ করার জন্য। আমি ঘোষণা করিলাম, হে লোক সকল! অযূ কর, অযূ কর, অযূ কর। এরপর আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কাফেলার নিকট এক ফোটা পানিও নাই। কাফেলায় এক আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি কাষ্ঠের ডালাতে ঝুলন্ত একটি মশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য পানি ঠাণ্ডা করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। জাবির (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি অমুকের ছেলে অমুক আনসারীর নিকট যাও এবং দেখ তাহার মশকে কিছু পানি আছে কি না? আমি তাহার নিকট গেলাম এবং দেখিলাম, মশকের মুখে শুধু এক ফোটা পানি আছে। উহা যদি আমি মশকের ভিতরে ফেলিয়া দেই তবে শুষ্ক মশকই উহা খাইয়া নিঃশেষ করিয়া দিবে। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মশকের মুখে এক ফোটা পানি ব্যতীত আর কোন পানিই মশকের ভিতর নাই। উহাও যদি মশকের ভিতর ঢালিয়া দেওয়া হয় তবে মশকের শুষ্ক অংশই উহা খাইয়া নিঃশেষ করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাও, উহা নিয়া আস। জাবির (রাযি.) বলেন, উহা আমি নিয়া আসিলাম। তিনি উহা হাতে নিয়া কি যেন পড়িতে শুরু করিলেন। আমি তা বুঝতে পারিতেছিলাম না এবং সাথে সাথে নিজ হস্ত মুবারক দ্বারা উহা টিপতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি মশকটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, হে জাবির! একটি বড় পাত্র নিয়া আবার ঘোষণা দাও। আমি ঘোষণা করিলাম। হে কাফেলা! একটি বড় পাত্র, একটি বড় পাত্র অতঃপর বহন

করতঃ আমার কাছে একটি বড় পাত্র নিয়া আসা হইল। আমি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে নিয়া রাখিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্ত মুবারক উক্ত পাত্রের উপর বুলাইলেন এবং পাত্রের তলায় নিজের হাত রাখিয়া আঙ্গুলগুলো ছড়াইয়া রাখিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে জাবির! ঐ মশকটি নিয়া আস এবং 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া উহার পানি আমার হাতের উপর ঢালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মুতাবিক 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া আমি উহার পানি ঢালিলাম। অমনি দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আঙ্গুলসমূহের মধ্য হইতে পানি উথলাইয়া উঠিতেছে। অবশেষে পাত্রও উথলাইয়া উঠিল এবং ঘুরিতে শুরু করিল। হইতে হইতে পরে পাত্র পানিতে ভরপুর হইয়া গেল। তখন আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে জাবির! ঘোষণা দাও। যাহার যাহার পানির প্রয়োজন আছে। জাবির (রাযি.) বলেন, লোকজন সকলেই আসিল, পানি পান করিল এবং পরিতৃপ্ত হইল। তিনি বলেন, এরপর আমি বলিলাম, পানির প্রয়োজন আছে, এমন কোন লোক বাকী রহিয়াছে কি? অতঃপর পাত্র পানিতে ভরপুর এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র হইতে স্বীয় হস্ত উত্তোলন করিলেন।

জাবির (রাযি.) বলেন, অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ক্ষুধার ব্যাপারে অভিযোগ করিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে খাদ্য দান করিবেন। অতঃপর আমরা সমুদ্র উপকুলে আসিলাম। সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া একটি মৎস্য আমাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। আমরা সমুদ্র তীরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতঃ উহা পাকাইলাম, ভূনা করিলাম এং ভক্ষণ করিলাম ও তৃপ্ত হইয়া ভক্ষণ করিলাম। জাবির (রাযি.) বলেন, আমি এবং অমুক অমুক পাঁচ ব্যক্তি ইহার চোখের গোলাকৃতির মাঝে প্রবেশ করিলাম। আমাদের কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না। অতঃপর আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। এরপর এর পাঁজরের হাড়সমূহের একটি হাড় আমরা হাতে নিলাম এবং উহাকে ধনুকের মত বানাইয়া বৃহৎ যীন পরিহিত অবস্থায় কাফেলার সর্ববৃহৎ উষ্ট্রীতে আরোহণ করতঃ কাফেলার বৃহদকায় এক ব্যক্তিকে ইহার তলদেশে দিয়া প্রবেশ করার জন্য আমরা আহ্বান জানাইলাম। সে ইহার তলদেশ দিয়া মাথা অবনমিত করা ব্যতিরেকেই প্রবেশ করিয়া চলিয়া গেল।

بَابُ فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত সম্পর্কিত হাদীছ-এর বিবরণ

(৭৩৬৫) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثْ مَعِيَ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِي أَبِي احْمِلْهُ. فَحَمَلْتُهُ وَخَرَجَ أَبِي مَعَهُ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ فَلَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا فَأَتَيْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بِيَدِي مَكَانًا يَنَامُ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ظِلِّهَا ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً ثُمَّ قُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ.

قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ لِي قَالَ نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ لَهُ انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ الشَّعَرِ وَالتُّرَابِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ فَحَلَبَ لِي فِي قَعْبٍ مَعَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ قَالَ وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَرْتَوِي فِيهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَيَتَوَضَّأَ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ

فَوَافَقْتُهُ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اشْرَبْ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ "أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ". قُلْتُ بَلَى.

قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ وَنَحْنُ فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُتِينَا فَقَالَ "لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا". فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أُرَى فَقَالَ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَىَّ فَادْعُوَا لِي فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ. فَدَعَا اللهَ فَنَجَى فَرَجَعَ لاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هَا هُنَا فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ رَدَّهُ قَالَ وَوَفَى لَنَا.

(৭৩৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... বারা'আ বিন আযিব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) আমার পিতার নিকট আসিলেন এবং তাঁহার হইতে একটি হাওদা খরীদ করিলেন। অতঃপর তিনি আমার পিতা আযিবকে বলিলেন, তুমি তোমার ছেলেকে আমার সাথে পাঠাইয়া দাও, সে উহা আমার সাথে বহন করিয়া আমার বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। আমার পিতা আমাকে বলিলেন, তুমি উহা উঠাইয়া নাও। আমি উহা উঠাইয়া নিলাম। অতঃপর মূল্য আদায়ের জন্য আমার পিতাও তাঁহার সাথে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে আমার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, তাহা আমার নিকট আপনি খুলিয়া বলুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাহা হইলে শোন, আমরা পূর্ণ রাত্র সফর করিয়াছি। অবশেষে যখন দিন হইল, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় হইল রাস্তা সম্পূর্ণ খালি হইয়া গেল এবং কোন মানুষ জন আর রাস্তা অতিক্রম করিতেছে না, তখন আমরা একটি বৃহদাকায় পাথর দেখিতে পাইলাম। ইহার ছায়া মাটিতে পড়িয়াছিল এবং তখনও পর্যন্ত সেইখানে রৌদ্র আসে নাই। তাই আমরা সেইখানে গেলাম এবং আমি নিজে পাথরটির নিকট গিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুমানোর জন্য একটু স্থান সমান্তরাল করিলাম। এরপর একটি কম্বল উহাতে আমি বিছাইয়া দিলাম। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঘুমাইয়া পড়ুন। আমি আপনার আশেপাশের শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইতেছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং আমি তাঁহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে অনুসন্ধান চালাইলাম। হঠাৎ একজন বকরীর রাখালকে দেখিতে পাইলাম। সে আমাদের মত উদ্দেশ্য নিয়াই পাথরটির দিকে আগাইয়া আসিতেছে। আমি তাহার সাথে সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহে! তুমি কার গোলাম? সে বলিল, আমি শহরবাসী এক ব্যক্তির গোলাম। আমি বলিলাম, তোমার বকরীতে দুধ আছে কি? সে বলিল, হ্যাঁ, আছে।

আমি বলিলাম, তাহা হইলে আমার জন্য উহা দোহন করিবে কি? সে বলিল, হ্যাঁ, করিব। অতঃপর সে একটি বকরী নিয়া আসিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, প্রথমে পশম, মাটি এবং খড়কুটা হইতে স্তনটি একবার ঝাড়িয়া নাও। রাবী বলেন, এই সময় আমি বারা'আ বিন আযিবকে এক হাত অন্য হাতের উপর মারিয়া ঝাড়িতে দেখিয়াছি। অতঃপর সে কাষ্ঠের একটি পেয়ালাতে আমার জন্য সামান্য দুধ দোহন করিল। আবূ বকর (রাযি.) বলেন, আমার নিকট একটি পাত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পান করা ও অযূ করার জন্য উহাতে আমি পানি রাখিতাম। অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলাম। কিন্তু তাহাকে ঘুম হইতে জাগ্রত করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। তবে তাঁহার প্রতি আমি চাহিয়া দেখি যে, তিনি নিজে নিজেই জাগ্রত হইয়া গিয়াছেন। এরপর দুধের মাঝে আমি পানি ঢালিলাম। ফলে উহা শীতল হইয়া গেল। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইহা থেকে একটু দুধ পান করিয়া নিন। তিনি দুধ পান করিলেন এবং খুব খুশী হইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, এখনও কি যাত্রার সময় হয় নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ হইয়াছে।

ঠিক দ্বিপ্রহরের পর আমরা আবার যাত্রা শুরু করিলাম। এইদিকে সুরাকা বিন মালিক আমাদের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। আমরা তখন এক শক্ত ভূমিতে ছিলাম। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম! আমাদেরকে তো ধরিয়া ফেলিয়াছে। তিনি বলিলেন, চিন্তিত হইও না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উপর বদ-দু'আ করিলেন। ইহাতে তাহার ঘোড়া পেট পর্যন্ত যমীনে ধ্বসিয়া গেল। আমি তো দেখিতে পাইতেছিলাম। অতঃপর সে বলিল, আমি জানি, তোমরা আমার জন্য বদ-দু'আ করিয়াছ। আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, আমি তো তোমাদের তালাশে বাহির হইয়াছিলাম, এখন আমি তোমাদের তালাশ ছাড়িয়া ফিরিয়া যাইব। সুতরাং তোমরা আমার জন্য দু'আ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট দু'আ করিলেন। ইহাতে সে মুক্তি পাইয়া গেল। অতঃপর সে ফিরিয়া গেল এবং যে কোন কাফিরের সাথে দেখা হইলে সে বলিত, এইদিকে আমি সব দেখিয়া আসিয়াছি। এইদিকে কোন কিছুই নাই। মোটকথা, যাহার সাথেই তাহার দেখা হইত, সে তাহাকে ফিরাইয়া দিত। আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেন, সুরাকা তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে।

(৭৩৬৬) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كِلاَهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَبِي رَحْلاً بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا دَنَا دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَاخَ فَرَسُهُ فِي الأَرْضِ إِلَى بَطْنِهِ وَوَثَبَ عَنْهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَلَكَ عَلَىَّ لأُعَمِّيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ قَالَ "لاَ حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ". فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلاً فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ". فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

(৭৩৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন হারব (রহ.) তিনি ... বারা'আ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) আমার পিতার নিকট হইতে তের দিরহামের বিনিময়ে একটি হাওদা ক্রয় করিয়াছেন। অতঃপর তিনি যুহায়রের সূত্রে ইসহাক (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইসরাঈল উসমান বিন উমর (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সে নিকটবর্তী হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য বদ-দু'আ করিলেন। ইহাতে পেট পর্যন্ত তাহার ঘোড়ার পা যমীনে ধ্বসিয়া যায়। সুরাকা সেইখান হইতেই আস্ফালন করিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আমি জানি, ইহা তোমারই কাজ। আমি যেই বিপদে আছি ইহা হইতে যেন আল্লাহ আমাকে মুক্তি দেন, এই ব্যাপারে তুমি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর। আমি তোমাকে ওয়াদা দিতেছি যে, আমার পেছনে যাহারাই তোমার তালাশে থাকিবে আমি তাহাদের হইতে তোমার অবস্থান গোপন রাখিব এবং ইহা হইতেছে আমার তীরদানী, ইহা হইতে তুমি একটি তীর নিয়া যাও। কিছু দূর পরই অমুক স্থানে তুমি আমার উট ও গোলামদেরকে দেখিতে পাইবে, এর থেকে তুমি তোমার প্রয়োজন অনুপাতে নিয়া যাইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমার উটের আমার কোন প্রয়োজন নাই। আবূ বকর (রা.) বলেন, রাত্রে আমরা মদীনায় পৌঁছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহার বাড়ীতে অবস্থান করিবেন, ইহা নিয়া লোকদের মাঝে বিতর্ক শুরু হইল। তখন তিনি বলিলেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের মামার বংশ বনূ নাজ্জারে অবতরণ করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কবীলায় অবতরণ করতঃ তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর পুরুষ লোকেরা পাহাড়ে আরোহণ করে, মহিলাগণ নিজ নিজ গৃহে এবং যুবক ও ক্রীতদাসগণ রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষিপ্ত হইয়া এই আওয়াজ দিতে লাগিল যে, হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রাসূল! হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

অধ্যায় ঃ তাফসীর

(৭৩৬৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ".

(৭৩৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি‘ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীছ হইতেছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী ইসরাঈলদেরকে বলা হইয়াছিল, তোমরা দরজা দিয়া প্রবেশ করার সময় সাজদাবণতঃ হইয়া প্রবেশ কর এবং বল حِطَّةٌ মাফ করিয়া দাও। তাহা হইলে আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করিয়া দিব। কিন্তু তাহারা শব্দটি পরিবর্তন করতঃ নিতম্বের উপর ভর করিয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে প্রবেশ করিল এবং বলিল, حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ অর্থাৎ যবের শীষে দানা দাও।

(৭৩৬৮) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৭৩৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন মুহাম্মদ বিন বুকায়র নাকিদ, হাসান বিন আলী আল-হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াফাতের পূর্ব হইতে ওয়াফাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অনবরত অহী নাযিল করেন। যেইদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন সেইদিন তাহার প্রতি বিপুল পরিমাণ অহী নাযিল হয়।

(৭৩৬৯) حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً لَوْ أُنْزِلَتْ فِينَا لاَتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ وَأَيَّ يَوْمٍ أُنْزِلَتْ وَأَيْنَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أُنْزِلَتْ أُنْزِلَتْ بِعَرَفَةَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ. قَالَ سُفْيَانُ أَشُكُّ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَمْ لاَ. يَعْنِي {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}

(৭৩৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ খায়সামা যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রাযি.) তাঁহারা ... তারিক বিন শিহাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদী লোকেরা উমর (রাযি.)কে বলিল, তোমরা এমন একটি আয়াত পাঠ করিয়া থাক তাহা যদি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হইত, তবে এই দিনটিকে আমরা উৎসবের দিন হিসাবে গ্রহণ করিতাম। উমর (রাযি.) বলিলেন, আমি জানি, ঐ আয়াতটি কখন, কোথায় ও কোন দিন নাযিল হইয়াছিল। আর যখন তাহা নাযিল হইয়াছিল তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন তাহাও জানি। আয়াতটি আরাফার দিন নাযিল হইয়াছিল; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আরাফাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। রাবী সুফিয়ান (রহ.) বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং পূর্ণ করিয়া দিলাম তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে।) আয়াতটি যেইদিন নাযিল হইয়াছিল তাহা জুমু'আর দিন ছিল কিনা, এই ব্যাপারে আমি সন্দিহান।

(৭৩৭০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُودَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} نَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ وَالسَّاعَةَ وَأَيْنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ نَزَلَتْ نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ.

(৭৩৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... তারিক বিন শিহাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী উমর (রাযি.)কে বলিল, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا এই আয়াতটি আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কে নাযিল হইলে এই দিনটিকে আমরা উৎসব দিবস হিসাবে পালন করিতাম। আমরা জানি, কোন দিন এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। রাবী বলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া উমর (রাযি.) বলিলেন, যেই দিন, যেই সময় এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে সেই দিন ও সেই সময় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত আছি। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় ছিলেন, তাহাও আমি জানি। এই আয়াতটি মুযদালিফার রাতে নাযিল হইয়াছে। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আরাফাতে ছিলাম।

(৭৩৭১) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ وَأَىُّ آيَةٍ قَالَ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ.

(৭৩৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... তারিক বিন শিহাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী ব্যক্তি উমর (রাযি.)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবের মধ্যে এমন একটি আয়াত আপনারা পাঠ করিয়া থাকেন। যদি তাহা আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কে নাযিল হইত তাহা হইলে ঐ দিনটিকে আমরা উৎসব দিবস হিসাবে গ্রহণ করিতাম। উমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়াতটি কি? সে বলিল, আয়াতটি হইল, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا এই কথা শ্রবণ করিয়া উমর (রাযি.) বলিলেন, যেই দিন, যেই স্থানে আয়াতটি নাযিল হইয়াছে অবশ্যই আমি তাহা জানি। আয়াতটি জুমু'আর দিন আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে।

(৭৩৭২) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ} يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ { قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ فِيهَا {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى } وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ {رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.

(৭৩৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ্ ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... উরওয়া বিন যুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রাযি.)কে মহান আল্লাহর ইরশাদ, "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার" এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, হে ভাগ্নে! যেই সব ইয়াতীম মেয়েরা তাহাদের তত্ত্বাবধানকারী গার্জিয়ানদের সম্পদের অংশীদার হইত তাহার সম্পদের লোভ ও রূপ-যৌবনের আকর্ষণ হেতু উক্ত গার্জিয়ান তাহাকে অন্যরা যেই পরিমাণ মোহরানা দিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত ইনসাফের দাবী অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ মোহরানা দিয়া বিবাহ করিতে চাহিত না। এই আয়াতে ঐসকল ইয়াতীমদের বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তবে তাহাদের মোহরানা প্রদানের ব্যাপারে সর্বোত্তম রীতি-নীতি অনুসরণ করিলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় তাহাদের পছন্দমত অন্য মেয়েদের বিবাহ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উরওয়া (রাযি.) বলেন, আয়িশা (রাযি.) বলিয়াছেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু লোক বিষয়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জানিতে চাহিলে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এবং লোকেরা আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানিতে চায়। বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাইতেছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ তোমরা তাহাদেরকে বিবাহ করিতে চাও ও অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে যাহা কিতাবে তোমাদেরকে শুনান হয়, তাহাও পরিস্কারভাবে জানাইয়া দেন। এবং যে সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবহিত।" আয়িশা (রা.) বলেন, আল্লাহর ইরশাদ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ এর দ্বারা প্রথম আয়াতটিকে বুঝানো হইয়াছে, যাহার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যদি আশংকা কর যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার। আয়িশা (রা.) বলেন, আল্লাহর ইরশাদ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ এর মানে হইতেছে, অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন কম থাকার

কারণে তোমাদের কেহ ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিবাহ করিতে অপছন্দ করিলে তাহাদেরকে অর্থ সম্পদ ও রূপ যৌবনবতী ইয়াতীম স্ত্রীলোককে পছন্দ হইলেও বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তবে অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন না থাকার কারণে অপছন্দনীয় হইলেও যদি ইনসাফের ভিত্তিতে মোহরানা দেওয়া হয় তবে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

(৭৩৭৩) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ فِي آخِرِهِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

(৭৩৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... উরওয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রাযি.)কে আল্লাহর ইরশাদ, "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না" এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর রাবী ইউনুসের সূত্রে যুহরী (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীছের শেষাংশে তিনি رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ এর স্থলে مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৩৭৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا فَلَا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيَضُرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا فَقَالَ {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يَقُولُ مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ وَدَعْ هٰذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا.

(৭৩৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ, "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি ঐ পুরুষ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে; যাহার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে একজন ইয়াতীম মহিলা এবং এই পুরুষই হইতেছে তাঁহার অলী ও অভিভাবক। আর এই মেয়েটির আছে কিছু ধন-সম্পদ। কিন্তু তাহার পক্ষ সমর্থন করার জন্য সে ব্যতীত আর কেহই নাই। অলী এই ধরণের মেয়েকে তাহার সম্পদের উদ্দেশ্যে বিবাহ করিয়া তাহাকে কষ্ট দিতে এবং তাহার সাথে নিষ্ঠুরভাবে জীবন-যাপন করিতে পারিবে না। এই ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার। অর্থাৎ যে মহিলাদেরকে আমি তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছি তাহাদেরকে বিবাহ কর এবং এই ইয়াতীম মেয়েদেরকে ছাড়িয়া দাও যাহাদের প্রতি তুমি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেছ।

(৭৩৭৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.

(৭৩৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ, "এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাহাদেরকে বিবাহ করিতে চাও ও অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যাহা কিতাবে তোমাদেরকে শ্রবণ করানো হয়, তাহাও পরিস্কারভাবে জানাইয়া দেয়" সম্পর্কে বলেন, এই আয়াতটি ঐ ইয়াতীম মেয়ে সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, যে এমন এক পুরুষের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, যাহার সাথে সে সম্পদের মধ্যে শরীক আছে। কিন্তু সে তাহাকে বিবাহ করা পছন্দ করিতেছে না এবং অন্য কোন ব্যক্তির সাথে তাহার বিবাহ হোক এইটাও পছন্দ করিতেছে না এই আশংকায় যে, সে তাহার সম্পদের অংশীদার হইয়া যাইবে। অবশেষে সে তাহাকে এমনিই ছাড়িয়া রাখিয়াছে; নিজেও তাহাকে বিবাহ করিতেছে না এবং অন্য কাহারও নিকট বিবাহ দিতেছেও না।

(৭৩৭৬) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} الآيَةَ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ يَعْنِي أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا.

(৭৩৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ, "এবং লোকেরা আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানিতে চায়, বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাইয়া দিতেছেন"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি ঐ ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে, যে রহিয়াছে এমন এক পুরুষের তত্ত্বাবধানে যাহার সম্পদের এমনকি খেজুর বাগানেরও উক্ত নারী অংশীদার। সে তাহাকে বিবাহ করিতেও আগ্রহী নয় এবং অন্যের নিকট বিবাহ দিতেও ইচ্ছুক নয়। কেননা তাহা হইলে সে তাহার সম্পদের অংশীদার হইয়া যাইবে। ফলে সে তাহাকে এমনিই ফেলিয়া রাখিয়াছে।

(৭৩৭৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.

(৭৩৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ, "এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি ইয়াতীমের মালের ঐ অবিভাবক সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে, যে তাহার সম্পদের তত্ত্বাবধান করিতেছে এবং উহা দেখাশুনা করিতেছে। যদি তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি মুখাপেক্ষী হয় তবে সে সংগত পরিমাণ উহা ভোগ করিবে।

(৭৩৭৮) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ.

(৭৩৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ, "যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, সে যদি বিত্তহীন হয় তবে সে যেন তাহার সম্পদ হইতে সংগত পরিমাণ ভোগ করে।

(৭৩৭৯) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৭৩৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশামের সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৩৮০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ} قَالَتْ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

(৭৩৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ, "যখন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল উচ্চাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চল হইতে– তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রাণ হইয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিয়াছিলে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি খন্দকের দিন অবতীর্ণ হইয়াছে।

(৭৩৮১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الآيَةَ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا فَتَقُولُ لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

(৭৩৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ, "কোন স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহার আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোন দোষ নাই এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি ঐ মহিলা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, যে এমন একজন পুরুষের নিকট ছিল, যাহার সাহচর্যে সে দীর্ঘ দিন ছিল। এখন সে তাহাকে তালাক দিতে চাহিতেছে। আর মহিলা বলিতেছে, আমাকে তালাক দিও না; বরং আমাকে তোমার কাছে থাকিতে দাও। তবে তুমি আমার পক্ষ হইতে মুক্ত। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়।

(৭৩৮২) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا وَتَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي.

(৭৩৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ, "কোন স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহার আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোন দোষ নাই এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি ঐ মহিলা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে, যে এমন একজন পুরুষের নিকট ছিল, সম্ভবতঃ সে তাহার প্রতি বড় একটা ভালোবাসা ও আকর্ষণ অনুভব করে না। অথচ সে তাহার দীর্ঘ সাহচর্যে ছিল এবং তাহার সন্তান-সন্ততিও রহিয়াছে। এইদিকে স্বামীও তাহাকে তালাক দেওয়া পছন্দ করিতেছে না। তখন উক্ত মহিলা তাহাকে বলিতেছে, তুমি আমার পক্ষ হইতে মুক্ত।

(৭৩৮৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَبُّوهُمْ.

(৭৩৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... উরওয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রাযি.) আমাকে বলিয়াছেন, হে ভাগ্নে! লোকদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের সমালোচনা করিয়াছে।

(৭৩৮৪) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৭৩৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হিশামের সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৩৮৫) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هٰذِهِ الآيَةِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

(৭৩৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আনবারী (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফাবাসী লোকেরা আল্লাহর ইরশাদ, "কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম; সেইখানে সে স্থায়ী হইবে এবং আল্লাহ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন, তাহাকে লা'নত করিবেন এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করিবেন" সম্পর্কে মতবিরোধ করিলে আমি ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট আসিলাম এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এই আয়াত শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং কোন আয়াত উহাকে রহিত করিতে পারে নাই।

(৭৩৮৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ. وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ إِنَّهَا لَمِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ.

(৭৩৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুহাম্মদ বিন জাফরের বর্ণনায় আছে فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ আর নযর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে إِنَّهَا لَمِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ রহিয়াছে।

(৭৩৮৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ. وَعَنْ هٰذِهِ الآيَةِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.

(৭৩৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... সাঈদ বিন জুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান বিন আবযা আমাকে নিম্নবর্ণিত আয়াত দুইটি সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হইল, "কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে" এর হুকুম সম্পর্কে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কোন আয়াত এই আয়াতটিকে রহিত করে নাই। আর দ্বিতীয় আয়াতটি হইতেছে, "এবং তাহারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন যথার্থ

কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করিবে।" এই সম্পর্কে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এই আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

(৭৩৮৮) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ بِمَكَّةَ } وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ { إِلَى قَوْلِهِ { مُهَانًا } فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ وَمَا يُغْنِي عَنَّا الإِسْلَامُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا } إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ وَعَقَلَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ.

(৭৩৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এবং তাহারা আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করিবে। কিয়ামতের দিন তাহার শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে এবং সেইখানে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়।" উক্ত আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পর মুশরিকরা বলিতে আরম্ভ করিল যে, ইসলাম গ্রহণ করিলে আমাদের কি ফায়দা হইবে, অথচ আমরা আল্লাহর সাথে শরীক করিয়াছি, যাহাদেরকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন, আমরা তাহাদেরকে হত্যা করিয়াছি এবং আমরা অবৈধ যৌন ব্যভিচার করিয়াছি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, "তাহারা নয় যাহারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাহাদের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" অতঃপর ইবন আব্বাস (রাযি.) বলেন, যেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিল এবং ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি হাসিল করিল এরপর হত্যা করিল, তাহার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৭৩৮৯) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا. قَالَ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هٰذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ } وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ { إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ هٰذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ } وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا {. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ هَاشِمٍ فَتَلَوْتُ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ { إِلَّا مَنْ تَابَ }

(৭৩৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন হাশিম ও আবদুর রহমান বিন বিশর আবাদী (রহ.) তাঁহারা ... সাঈদ বিন জুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহার তাওবা কবুল হইবে কি? তিনি বলিলেন, না, কবুল হইবে না। অতঃপর আমি তাহার নিকট সূরা ফুরকানে বর্ণিত নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করিলাম, "যাহারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারও করে না। যে এইগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করিবে।" তিনি বলিলেন, ইহা তো হইতেছে মাক্কী আয়াত। মাদানী আয়াত উহাকে রহিত করিয়া দিয়েছে। আর তাহা হইল, "যেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তাহার শাস্তি জাহান্নাম।" তবে ইবন হাশিমের বর্ণনায় রহিয়াছে যে, অতঃপর আমি তাহার নিকট সূরা ফুরকানে উল্লিখিত إِلَّا مَنْ تَابَ আয়াতটি পাঠ করিলাম।

(৭৩৯০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْلَمُ وَقَالَ هَارُونُ تَدْرِي آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا قُلْتُ نَعَمْ. } إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ { قَالَ صَدَقْتَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ تَعْلَمُ أَيُّ سُورَةٍ. وَلَمْ يَقُلْ آخِرَ.

(৭৩৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, হারূন বিন আবদুল্লাহ ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইবন আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, তুমি কি জান? হারূন (রহ.) বলেন, কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তাহা হইল, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ তিনি বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, ইবন আবূ শায়বার বর্ণনায় آخِرَ এর স্থলে تَعْلَمُ أَيُّ سُورَةٍ বাক্যটি উল্লেখ আছে।

(৭৩৯১) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ آخِرَ سُورَةٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَجِيدِ وَلَمْ يَقُلِ ابْنِ سُهَيْلٍ.

(৭৩৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... উমায়স (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ উমায়স তাহার বর্ণনায় آخِرَ سُورَةٍ বলিয়াছেন। এবং তিনি ইবন সুহায়ল না বলিয়া শুধু আবদুল মজীদ শব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন।

(৭৩৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ فَنَزَلَتْ } وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا { وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلاَمَ.

(৭৩৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আহমদ বিন আবদা আয্যাব্বী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র বকরীর পাল চরাচ্ছিল, এমন সময় কতিপয় মুসলমান তাহার নিকট পৌঁছিলে সে বলিল, 'আস্সালামু আলাইকুম'। এতদসত্ত্বেও তাহারা তাহাকে পাকড়াও করিল। অতঃপর তাহারা তাহাকে হত্যা করতঃ তাহার এই ক্ষুদ্র বকরীর পালটি নিয়া নিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইল, "যাহারা তোমাদেরকে সালাম করে, ইহ জীবনের সম্পদের আকাংক্ষায় তাহাকে বলিও না, তুমি মু'মিন নও"। ইবন আব্বাস (রাযি.) (السَّلَمَ এর স্থলে) السَّلاَمَ পাঠ করিয়াছেন।

(৭৩৯৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلاَّ مِنْ ظُهُورِهَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ } لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا {.

(৭৩৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... বারা'আ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারী লোকেরা হজ্জ সমাপন করিত বাড়ী প্রত্যাবর্তনের পর দরজা দিয়া

প্রবেশ না করিয়া পিছন দিক হইতে প্রবেশ করিত। অতঃপর এক আনসারী সাহাবী দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে এই ব্যাপারে তাহাকে কিছু বলা হইলে لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا "পাশ্চাৎ দিক দিয়া তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই" এই আয়াতটি নাযিল হইল।

بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, "যাহারা ঈমান আনে, তাহাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসে নাই, আল্লাহর স্মরণে।"

(৭৩৯৪) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الآيَةِ} أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ { إِلاَّ أَرْبَعُ سِنِينَ.

(৭৩৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউনুস বিন আবদুল আ'লা সাদাফী (রহ.) তিনি ... ইবন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণ করা ও নিম্নোক্ত আয়াত তথা– أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ "যাহারা ঈমান আনে তাহাদেরকে হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসে নাই আল্লাহর স্মরণে।" এর দ্বারা আমাদেরকে পরিহাস করার মাঝে চার বছরের ব্যবধান।

بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে

(৭৩৯৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُولُ مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ} خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ {

(৭৩৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলাগণ উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিত এবং বলিত কে আমাকে একটি কাপড় ধার দিবে? উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা স্বীয় জননেন্দ্রীয় ঢাকা। এবং ইহাও বলিত, আজ খুলিয়া যাইতেছে কিয়দাংশ বা পূর্ণ অংশ। তবে যে অংশটি খুলে উহা আমি আর কখনও হালাল করিব না। তখন নাযিল হইল, خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে।"

بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিবে না

(৭৩৯৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ اذْهَبِي فَابْغِينَا

شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ} وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ {لَهُنَّ {غَفُورٌ رَحِيمٌ}

(৭৩৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন উবায় বিন সালূল তাহার দাসীকে বলিত, যাও এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে পয়সা উপার্জন করিয়া নিয়া আস। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, "তোমাদের দাসীদেরকে সততা রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাহাদেরকে ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিবে না। আর যে তাহাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাহাদের উপর জবর দস্তির পর, আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।

(৭৩৯৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللهُ} وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ{ إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ}

(৭৩৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন উবায় এর দুইজন দাসী ছিল। একজনের নাম ছিল মুসায়কা এবং অপরজনের নাম ছিল উমামা। সে তাহাদের হইতে ব্যভিচার কামনা করিতেছিল। তাই তাহারা এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অভিযোগ করিল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, "তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাহাদেরকে ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিবে না। আর যে তাহাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাহাদের উপর জবর দস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।

بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, তাহারা যাহাদেরকে আহ্বান করে তাহারাই তো তাহাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে– এ উক্তি প্রসঙ্গে।

(৭৩৯৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ} أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ{ قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا وَكَانُوا يُعْبَدُونَ فَبَقِيَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عَلَى عِبَادَتِهِمْ وَقَدْ أَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ.

(৭৩৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ "তাহারা যাহাদেরকে আহ্বান করে তাহারাই তো তাহাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, একদা একদল জ্বিন মুসলমান হইল। তাহাদের পূজা করা হইত। কিন্তু পূজাকারী এই লোকগুলি তাহাদের পূজাতেই আঁকড়াইয়া থাকিল। অথচ জ্বিনের দলটি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

(৭৩৯৯) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ} أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ{ قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ. وَاسْتَمْسَكَ الإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ فَنَزَلَتْ} أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ{

(৭৩৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' আবাদী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর ইরশাদ "তাহারা যাহাদেরকে আহ্বান করে তাহারাই তো তাহাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, একদল মানুষ কতিপয় জ্বিনের পূজা করিত। অতঃপর জ্বিনের দলটি ইসলাম গ্রহণ করিল। কিন্তু এই লোকগুলি তাহাদের পূজাতেই আঁকড়াইয়া থাকে। তখন নাযিল হইল, তাহারা যাহাদেরকে আহব্বান করে, তাহারাই তো তাহাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।

(৭৪০০) وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৭৪০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন বিশর বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... সুলায়মান (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৪০১) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ} قَالَ نَزَلَتْ فِي نَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ وَالإِنْسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ فَنَزَلَتْ {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ}

(৭৪০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর ইরশাদ, (অনুবাদ) "তাহারা যাহাদেরকে আহ্বান করে তাহারাই তো তাহাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি আরবের একদল লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা কতিপয় জ্বিনের পূজা করিত। অতঃপর জ্বিনেরা তো মুসলমান হইল; কিন্তু তাহাদের পূজাকারী এই মানুষগুলি তাহা অনুধাবন করিল না। তখন নাযিল হইল, "তাহারা যাহাদের আহ্বান করে তাহারাই তো তাহাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।"

بَابُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ وَالأَنْفَالِ وَالْحَشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা বারা'আত, আনফাল ও হাশর-এর বিবরণ

(৭৪০২) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ آلتَّوْبَةِ قَالَ بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ. حَتَّى ظَنُّوا أَنْ لاَ يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الأَنْفَالِ قَالَ تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ فَالْحَشْرُ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ.

(৭৪০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুতী' (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট বলিলাম, সূরা তাওবা। তিনি বলিলেন, না বরং ইহা হইতেছে অপদস্তকারী সূরা। এই সূরাতে কেবল مِنْهُمْ-مِنْهُمْ বলা হইয়াছে। ফলে লোকেরা মনে করিতে লাগিল যে, এই সূরায় আমাদের কেহ আলোচনা ছাড়া বাকী থাকিবে না। অতঃপর আমি বলিলাম, সূরা আনফাল। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, ইহা তো হইতেছে সূরা বদর। তারপর আমি সূরা হাশরের কথা উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা তো বনূ নযীর সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

بَابُ فِي نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ্যপান হারাম হওয়ার বিধান নাযিল-এর বিবরণ

(৭৪০৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

(৭৪০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে বসিয়া খুৎবা প্রদান করতঃ প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন, আম্মা বা'দু : মদ হারাম হওয়ার বিধান যেইদিন নাযিল হওয়ার নাযিল হইয়াছে। তাহা পাঁচটি জিনিস হইতে বানানো হয়, গম, যব, খেজুর, আঙ্গুর এবং মধু হইতে। আর যাহা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাই মদ। হে লোক সকল! আমার কামনা। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দাদা, কালালা (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) এবং সুদের কতিপয় অধ্যায় সম্পর্কে বলিয়া যাইতেন।

(৭৪০৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

(৭৪০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে বসিয়া ভাষণরত অবস্থায় এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, হে লোক সকল! মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হইয়াছে। তাহা পাঁচটি জিনিস হইতে বানানো হয়। আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব হইতে। আর যাহা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয় তাহাই মদ। হে লোক সকল! আমার মনের আকাংক্ষা, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ে সুস্পষ্ট বলিয়া যাইতেন তবে তো আমরা এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া যাইতে পারিতাম। আর তাহা হইতেছে, দাদা, কালালা এবং সুদের কতিপয় বিষয়াদি সম্পর্কিত বিধান।

(৭৪০৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ فِي حَدِيثِهِ الْعِنَبِ. كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى الزَّبِيبِ. كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ.

(৭৪০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ হায়্যান (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইবন উলায়্যা আবূ ইদরীসের মত তার হাদীসে عِنَب (আঙ্গুর) শব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন। আর রাবী ঈসা (রহ.) ইবন মুসহির (রহ.)-এর মত তাহার হাদীছের মধ্যে الزَّبِيب (কিসমিস) শব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন।

بَابُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, তাহারা দুইটি বিবাদমান পক্ষ তাহাদের পালনকর্তার সম্বন্ধে বিতর্ক করে-এর বিবরণ

(৭৪০৬) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ} هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ {إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ.

(৭৪০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন যুরারা (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযি.)কে কসম করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ "তাহারা দুইটি বিবাদমান পক্ষ তাহাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আল্লাহর এই ইরশাদ ঐ লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হইয়াছে, যাহারা বদরের দিন লড়াই করার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল। ইহাদের একদিকে 'আলী, হামযা ও উবায়দা বিন হারিছ (রাযি.) ছিলেন আর অন্য দিকে রাবী'আর দুই পুত্র উতবা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ বিন উতবা ছিল।

(৭৪০৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ {هٰذَانِ خَصْمَانِ} بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

(৭৪০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযি.)কে কসম করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, هٰذَانِ خَصْمَانِ আয়াতটি নাযিল হইয়াছে– অতঃপর হুশায়ম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بهذا تم بتوفيق الله تعالى وفضله شرح الكتاب بلغة البنغالية ـ وذلك بتاريخ 18 رمضان 1437 هـ
مطابق 24 يونيو 2016 ع فالحمد لله والصلوة والسلام على سيد الانبياء محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين ـ واسأله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل المتواضع لخالص وجه الكريم
ويجعله وقاية لهذا العبد الضعيف من سخطه وعذابه ـ ويتقبله فى رفيع جنابه ـ
واسأله تعالى ان يغفر لى ما فرط منى اثناء هذا التاليف من خطاء او سوء ادب ـ
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم

আল-হামদুলিল্লাহ সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত